ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

Pdf By Syed Mostafa Sakib



সম্পাদক
বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর (র)

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

ষষ্ঠ খণ্ড

সম্পাদক

বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরংগযেব আলমগীর (র)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (ষষ্ঠ খণ্ড)
[উন্নয়ন প্রকল্প]
পৃষ্ঠা ঃ ৬৫২
সম্পাদক (আরবী) ঃ বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরংগযেব আলমগীর (র)
গ্রন্থস্বত্ব ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত
অনুবাদ ঃ পরিষদ কর্তৃক অনূদিত
সম্পাদক (বাংলা) ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের মেসবাহ
প্রকাশকাল
আষাঢ় ঃ ১৪১২
জুন ঃ ২০০৫
জুমাদাল উলা ঃ ১৪২৬
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৩০৬
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৩৬২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৩৪০.৫৯
ISBN : 984-06-1038-4
মহাপরিচালক ঃ এ.জেড.এম. শামসুল আলম
প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪
প্রুফ রিডার ঃ মুহাম্মদ আবদুস সামাদ
কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই
মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস
৮৭/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
মূল্য ৫৫০.০০ টাকা মাত্র

FATAWA-E- ALAMGIREE (6th volume) (A Commentary on the Islamic Laws): Edited by Badshah Abul Muzaffar Muhammad Maheeuddin Awrangzeb Alamgeer (Rh) in Arabic, Translated by Maulana Muhammad Hasan Rahmati & Maulana A. B. M. Saiful Islam into Bangla. Published by Director Translation & Compilation Dept. islamic Foundation Bangladesh. Agargaon, Sher-e Bangla Nagar, Dhaka-1207
June : 2005

সূচীপত্র

শিরোনাম			পৃষ্ঠা
		অধ্যায় ঃ ওকালাত বা উকীল নিয়োগ	১৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	ওকালাতের শরঈ অর্থ, তার রুকন, শর্ত, শব্দ, হুকুম ও সিফাতের বিবরণ	১৩
		ওকালাতের শব্দসমূহ	২০
		ওকালাতের বিধান	২২
		ওকালাতের বৈশিষ্ট্য	২৩
		সংশ্লিষ্ট মাসাইল	২৪
		অনুচ্ছেদ ঃ ওকালাত প্রমাণ করা, তার উপর সাক্ষ্য দেওয়া এবং আনুষঙ্গিক বিষয়	২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করা	৩৪
		অনুচ্ছেদ ঃ অনির্দিষ্ট বস্তু ক্রয়ের উকীল নিয়োগ করা এবং উকীল ও মুআক্কিলের ভেতর মতভেদ হওয়া	৪৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ	৬০
		অনুচ্ছেদ ঃ হিবার জন্য উকীল নিয়োগ করা	৮২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	ইজারা বা ভাড়া ইত্যাদির ওকালাত	৮৪
		প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ ইজারা দেওয়া, ইজারা নেওয়া, বর্গাচাষ ও লেনদেনের ওকালাত	৮৪
		দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ মুযারিব ও শরীকদারকে উকীল করা	৮৯
		তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ পুঁজি বা মূলধন সম্পর্কে	৯১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	রেহেনের জন্য উকীল নিয়োগ করা	৯৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ	যেসব আকদে উকীল নিছক মুখপাত্র। তার উপর কোন হক বর্তায় না যেমন– বিয়ে ও তালাক	৯৮
		প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের ওকালাত	৯৮
		দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ তালাক ও খুলার জন্য উকীল নিয়োগ করা	৯৯
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ	মামলা ও আপোষ ইত্যাদির ব্যাপারে উকীল নিয়োগ	১০৭
		প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ করয-তাগাদা ও তা উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগের বিধান	১১৫
		দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট মাল কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ	১৩১
		তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ আপোসের জন্য উকীল নিয়োগ	১৩৫
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ঃ	দুইজন লোককে উকীল নিয়োগ করা	১৪২

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
নবম পরিচ্ছেদ	ঃ যেসব অবস্থায় উকীল ওকালাত থেকে বের হয়ে যায়	১৪৭
	বরখাস্ত ইত্যাদির বিবিধ মাসাইল	
দশম পরিচ্ছেদ	ঃ বিবিধ মাসাইল	১৫৭ ১৬০
	অধ্যায় ঃ দাওয়া (দাবী-দাওয়া)	
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ দাওয়া-দাবী-এর সংজ্ঞা, রুক্‌ন বৈধ হওয়ার শর্তাবলী, প্রকারভেদ ও বাদী বিবাদীর পরিচয়	১৭১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ যে সব বিষয়ে দাওয়া শুদ্ধ হয় এবং যে সব বিষয়ে শুদ্ধ হয় না	
	প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ দেনা সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া	১৭৪
	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া প্রসঙ্গে	১৭৯
	তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া	১৮৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ শপথ প্রসংগ	১৯৬
	প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ শপথ তলব ও শপথ করতে অস্বীকার করা প্রসংগে	১৯৬
	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ শপথ তলব ও শপথ করা প্রসংগে	২০৩
	তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কার উপর কসম প্রযোজ্য কার উপর প্রযোজ্য নয় এবং কার পক্ষে কসম করা বৈধ কার পক্ষে বৈধ নয়	২১৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ হতে কসম নেয়ার প্রসংগ	২৩৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ কে অপরের প্রতিপক্ষ হতে পারে, কে পারে না ? দাবী শ্রবণের জন্য কার উপস্থিতি শর্ত কার উপস্থিতি শর্ত নয় এবং দাবীর পর ও রায়ের আগে নতুন কিছু সৃষ্টি হলে সে সম্পর্কে কি করণীয় ?	২৪৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ যে সব কারণে বাদীর দাবী প্রতিহত হয় এবং যে সব কারণে প্রতিহত হয় না	২৬১
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ বিবাদীর পক্ষ হতে যে কথা দ্বারা জবাব হয় এবং যা জবাব হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়	২৯৭
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ঃ যা দ্বারা দাবীর মাঝে স্ববিরোধিতা সৃষ্টি হয় এবং যা দ্বারা তা হয় না	২৯৯
নবম পরিচ্ছেদ	ঃ দুই ব্যক্তির দাবী প্রসঙ্গ	৩১৯
	প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট মালে সূত্র বিহীন মালিকানার দাবী প্রসংগে	৩১৯
	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ উত্তরাধিকার, ক্রয়, হিবা ইত্যাদি সূত্রে নির্দিষ্টতা গুণ সম্পন্ন বস্তু-এর মালিকানা দাবী	৩২১
	বিবিধ মাসাইল	৩৫২
	তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বহু সংখ্যক লোকের দাবী যাদের যাদের দাবী বিভিন্ন কর্মের	৩৫৭

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
	চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ দখল সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তির পরস্পর বিরোধী দাবী	৩৬১
দশম পরিচ্ছেদ	ঃ প্রাচীরের দাবী প্রসংগ	৩৭২
একাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ চলার পথ ও পানি নিষ্কাশনের পথ সম্পর্কিত দাবী	৩৮৪
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ দেনা পাওনার দাবী প্রসংগ	৩৮৯
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	ঃ ওকালাত, কাফালা ও হাওয়ালা সম্পর্কিত দাবী	৩৯৮
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	ঃ নসব (পিতৃ-পরিচয় সংক্রান্ত দাবী)	৪০৩
	প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ নসবের স্তরভেদ, তার বিধান ও এ সংক্রান্ত দাবীর প্রকারভেদ	৪০৩
	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রেতা ও ক্রেতার দাবী প্রসঙ্গ	৪০৮
	তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নিজ পুত্রের ক্রীতদাসীর নসব দাবী প্রসংগ	৪১৭
	চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসীর সন্তানের নসব দাবী	৪১৯
	পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ দখলদার বেদখল ও দুজন বেদখল ব্যক্তির দাবী প্রসংগ	৪২৬
	ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী স্ত্রী কর্তৃক দাবী শিশুটি তাদের উভয়ের দখলে থাকুক বা তাদের কোন একজনের দখলে থাকুক	৪৩০
	সপ্তম অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ সূত্রে অন্যের কৃতদাসীর সন্তানকে নিজের সন্তান বলে দাবী করা	৪৩২
	অষ্টম অনুচ্ছেদ ঃ জারজ সন্তানের পিতৃত্ব দাবী ও তার বিধি-বিধান	৪৩৪
	নবম অনুচ্ছেদ ঃ মুনীব কর্তৃক তার ক্রীতদাসীর সন্তানের নসব দাবী	৪৩৫
	দশম অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে অন্যের পুত্র বলে স্বীকার করার পর নিজ পুত্র বলে দাবী করা প্রসংগ	৪৩৯
	একাদশ অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের প্রতি নসব আরোপ ও প্রসঙ্গিক মাসাইল	৪৪০
	দ্বাদশ অনুচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তার সন্তান ও ইদ্দত অবস্থায় বিধবার সন্তানের নসব প্রসংগ	৪৪৫
	ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার একজন যদি সন্তানের নসব দাবী করে এবং অন্য জন অস্বীকার করে	৪৪৬
	চতুর্দশ অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবসায়ী গোলাম ও মুকাতাব কর্তৃক সন্তানের নসব দাবী	৪৫১
	পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল	৪৫৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিরোনাম			পৃষ্ঠা
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	ক্রেতা কর্তৃক ইসতিহকাক (অথবা মালের ভেতর কারও হক প্রতিষ্ঠা হওয়া-এর দাবী বা এমন কিছুর দাবী বা ইসতিহকাকের পর্যায়ভুক্ত)	৪৬২
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	প্রতারণা সম্পর্কিত দাবী	৪৭৬
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	বিবিধ মাসাইল	৪৮৪

অধ্যায় ঃ স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	স্বীকারোক্তির শরঈ অর্থ রুকন জাইয হওয়ার শর্ত ও তার বিধান	৪৯৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	স্বীকার করা হয় এবং যা স্বীকার করা হয় না	৪৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	স্বীকারোক্তির পুনরাবৃত্তি	৫১৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	যার জন্য ইকরার শুদ্ধ এবং যার জন্য ইকরার শুদ্ধ নয় এবং যার পক্ষ থেকে ইকরার শুদ্ধ	৫২২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	অজ্ঞাত ব্যক্তির অজ্ঞাত ব্যক্তির উপর অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট বস্তুর ইকরার	৫২৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ	রুগ্ন ব্যক্তির ইকরার ও কাজকর্ম	৫৩৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ	মুবিছের মৃত্যুর পর ওয়ারিসের ইকরার	৫৫৬
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ঃ	মুকির ও মুকির লাহুর মধ্যে মতভেদ	৫৬০
নবম পরিচ্ছেদ	ঃ	কোন বস্তু কোন স্থান হতে নেয়ার ইকরার	৫৬৯
দশম পরিচ্ছেদ	ঃ	খিয়ার, ইসতিছনা ও রুজূ	৫৭১
একাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	কোন ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল অন্যের ইকরার করা এবং কোন ব্যক্তির কাছে প্রাপ্য মাল অন্যের জন্য ইকরার করা	৫৮২
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	যে অবস্থায় ইকরার শুদ্ধ হয় না এবং তার বিধান প্রমাণিত হয় না	৫৮৬
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	যা শিরকতের ইকরার হয় এবং যা হয় না নিজের এবং অন্যের ইজমালী মালে ইকরার করা। নিজের ও অন্যের	৫৯০
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	ঃ	যাতে সুস্পষ্ট দায় মুক্তির ইকরার হয় এবং যাতে হয় না	৫৯৮

সংশ্লিষ্ট মাসাইল

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	তালজিয়ার সাথে ইকরার করা	৬০৩
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	বিবাহ, তালাক ও দাস-দাসী করার ইকরার	৬০৫
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	নসব উম্মু ওয়ালাদ হওয়া, আযাদ, মুকাতাব ও মুদাব্বার করার ইকরার	৬১৩
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	ক্রয়-বিক্রয় ও বিক্রীত বস্তুর মধ্যে দোষ-ত্রুটির ইকরার	৬২১
উনিশতম পরিচ্ছেদ	ঃ	মুযারিব ও শরীকদারের ইকরার	৬৩১
বিশতম পরিচ্ছেদ	ঃ	ওসীর কবযা করার ইকরার	৬৩৭
একুশতম পরিচ্ছেদ	ঃ	মৃতের মাল কবযাকারী কর্তৃক ওয়ারিস বা মূসা লাহুর জন্য ইকরার করা	৬৪১
বাইশতম পরিচ্ছেদ	ঃ	হত্যা ও অপরাধ স্বীকার	৬৪৫

মহাপরিচালকের কথা

মুঘল সম্রাট আওরঙ্গযেব 'বাদশাহ আলমগীর' নামে খ্যাত। তিনি ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে এই বিশাল সাম্রাজ্যের কল্যাণ সাধনে মনোনিবেশ করেন। তখনকার দিনে জাতীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তা রোধ করে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে, সমাজ জীবনে অনাবিল ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে তিনি ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মানুষের জীবনে করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসে যে সব বিধি-বিধান ও আইন-কানুন বিধৃত হয়েছে, সময়ের আবর্তনের ফলে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সমাধান সে আলোকে প্রদানের জন্য বাদশাহ আলমগীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরাম ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমন্বয়ে ১৬৬৩ খৃস্টাব্দে একটি 'ফিকাহ্ বোর্ড' গঠন করেন। দীর্ঘ আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে উক্ত বোর্ডের দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরাম সুবৃহৎ ছয়টি খণ্ডে গ্রন্থখানি সংকলন করেন। এই গ্রন্থই জগদ্বিখ্যাত 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' বা 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দ' যা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

বাংলার জনগণকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হতে রক্ষাকল্পে, নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত চিরশান্তি ও কল্যাণের ধর্ম ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ফিকাহ্ ও ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশই আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় রচিত ও সংকলিত।

এ অবস্থায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগই মূলত এ সব মূল্যবান ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করে এ দেশের মানুষকে ইসলাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর বঙ্গানুবাদ প্রথম থেকে পঞ্চম খণ্ড ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, এবার প্রকাশিত হলো ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ।

এটি আমাদের জন্য এক পরম আনন্দ ও গৌরবের ব্যাপার। এজন্য আমি মহান আল্লাহ্র দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া। মুবারকবাদ জানাই বিজ্ঞ অনুবাদকদের, যারা মেধা ও শ্রম ব্যয়ে স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করে গ্রন্থখানিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই প্রাজ্ঞ সম্পাদককে। আমি ধন্যবাদ জানাই অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে। গ্রন্থখানির মুদ্রণ-বাঁধাই ও প্রকাশনার সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন, তাদের প্রতিও রইল আমার শুভেচ্ছা আর এদের সবার জন্য রইল আমার আন্তরিক দু'আ। বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে বইটি গ্রহণযোগ্য হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবূল করুন। আমীন!

এ.জেড.এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশকের কথা

ফাতাওয়া হচ্ছে মুসলিম জীবনে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কোন বিষয়ের উপর উত্থাপিত প্রশ্নের ফায়সালা। 'ফাতাওয়া' শব্দটির উৎপত্তি 'ফাতা' শব্দ থেকে, যার শাব্দিক অর্থ স্পষ্টকরণ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি। পরিভাষা হিসেবে এর অর্থ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট রায়।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পবিত্র কুরআন ও সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীস গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ছাড়াও সীরাত, তাফসীর, ফিকাহ্ এবং মাসআলা-মাসাইল সংক্রান্ত বিশ্ব-বিখ্যাত আকর গ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ করে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করছে।

বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী অন্যতম। এটি হানাফী মাযহাবের একটি সুবৃহৎ, নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ফাতাওয়া গ্রন্থ। এতে ইসলামের বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সমাধান পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দিক-নির্দেশনা দানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ইসলামী আইনের একটি প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল গ্রন্থ হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও নন্দিত। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে সুশৃঙ্খল সমাজ কাঠামো বিনির্মাণেও এ গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহ্কে নানা সংকটে দিক-নির্দেশনা দান করে আসছে।

বিশ্ব নন্দিত এ গ্রন্থের প্রথম থেকে পঞ্চম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। গ্রন্থখানির এ খণ্ডের অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী ও মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম এবং সম্পাদনা করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের মেসবাহ। তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ। সেই সাথে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মীদের জানাই ধন্যবাদ।

গ্রন্থখানি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে মুদ্রণের চেষ্টায় আমাদের কোন ত্রুটি হয়নি। তবুও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরূপ কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বা মুদ্রণ প্রমাদ সুধীজনের নজরে এলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা পরিমার্জনের ব্যবস্থা করব ইনশা আল্লাহ্।

আমাদের এই প্রচেষ্টাকে মহান আল্লাহ্ পাক ইবাদত হিসেবে কবূল করুন। আমীন!

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী
২. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের মেসবাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র জন্য যিনি শরীআতের বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তনে একক ও অদ্বিতীয়, যিনি হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী তথা বিধানাবলী সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্ষমতাবান সত্তা এবং যিনি উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের জ্ঞান ভাণ্ডারকে দিরায়াতে তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে দৈনন্দিন জীবনে ঘটমান বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁরা লোকদেরকে পদস্খলনের অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে এবং হিদায়াতের পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞার আলোক-রশ্মিতে রিওয়ায়াতের চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন।

সালাত ও সালাম ঐ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি, যিনি রিসালাতের ময়দানে সর্বশেষে আবির্ভূত হয়েছেন বটে, কিন্তু মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে সকলের উর্ধ্বে, যিনি হিদায়াতের পথের অন্তরায় প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করেছেন এবং যিনি উন্মোচিত করেছেন নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাকে। অর্থাৎ তাঁকে উসীলা করে আম্বিয়ায়ে কিরামকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করার ধারা সূচনা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁরই মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। আর রহমত বর্ষিত হোক সেই মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি।

বস্তুত ফিকাহ্ হচ্ছে হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে এক বিশেষ পার্থক্য-রেখা এবং আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণের এক সঠিক মানদণ্ড। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভূত সমস্যাসমূহের গতিময়তা কখনও স্থির থাকে না এবং এর পর্বতশৃঙ্গ এত উর্ধ্বে যা চোখের দৃষ্টিতে ধরা যায় না। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যত গ্রন্থ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাতে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ হচ্ছে না এবং হচ্ছে না পরিতৃপ্ত এতে পিপাসার্ত মন। কারণ কোন কোন গ্রন্থে পূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা না করে কেবল বিশেষ কোন মাসআলা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

আবার কোন গ্রন্থে বিরোধপূর্ণ বর্ণনাসমূহ এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলে প্রমাণ তালাশকারী ব্যক্তি এমনভাবে বিতর্কে জড়িয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে যেমন তারকাবিহীন অন্ধকার রজনীতে পানিহীন মরু বিয়াবানে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির তালাশে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুড়ে বেড়াতে থাকে। অনুরূপ যারা ইসলামের বিধি-বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে বেপরোয়া, তারা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী বিষয়াদি গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে সংকীর্ণমনা, ঐ ব্যক্তির ন্যায়— যে রাতের আঁধারে নিজের সামান হারিয়ে এর তালাশে হন্যে হয়ে দিক-বিদিক ছুটাছুটি করতে

থাকে। এমনি করে তাদের অধিকাংশই সুন্নাহ্‌র আলো ছেড়ে রাতকানা খাহিশাতের অগ্নির দিকে ছুটে চলে এবং ধাবমান হয় বিদআত ও বাতুলতার অকল্যাণকর পথের দিকে। ফলে পার্থক্য করতে পারে না তারা সত্য-মিথ্যা এবং হক ও না-হকের মাঝে। আরো ধেয়ে চলে তারা এক ময়দানে তীহের পর আরেক ময়দানে তীহের দিকে। ফলে খুঁজে পায় না গন্তব্য পথের কোন সঠিক পথ-প্রদর্শক। পায় কেবল এক নির্বোধের পর আরেক নির্বোধকে।

এহেন নাজুক অবস্থায় মহান আল্লাহ্ তা'আলা দানবীর, রণকুশলী, মহাবীর, অপরাজিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বাতিলের আতঙ্ক, আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন, গভীর জ্ঞানের অধিকারী, মহাপণ্ডিত, আল্লাহ্‌ভীতি, পরহেযগারী ও দুনিয়াবিমুখতার মূর্তপ্রতীক, আমিরুল মু'মিনীন, রঈসুল মুসলিমীন, ইমামুল মুজাহিদীন, মহান রাষ্ট্রনায়ক আবুল মুজাফ্‌ফর মুহীউদ্দীন বাহাদুর ওরফে বাদশাহ আওরঙ্গযেব আলমগীর গাযীর মাধ্যমে এই উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ করেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করেন। তার অনুগ্রহকে সকল সৃষ্টির প্রতি ব্যাপক করে দেন এবং হিসাবের দিন তিনি তাঁকে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা তাঁদের স্বজনদের নিকট ফিরে যাবে প্রফুল্লচিত্তে; আর সংরক্ষণ করুন আল্লাহ্ তাঁকে ঐ সমস্ত লোক থেকে, যারা পশ্চাৎদিকে ফিরে যাবে নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায়।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বাদশাহ্ আলমগীর (র)-এর হৃদয়ে এমন একটি বিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব সংকলনের বিষয় ইলহাম করেন যাতে এমন দীর্ঘ বর্ণনার অবতারণা হবে না যা হবে বিরক্তিকর; বরং এতে থাকবে সহীহ্ বর্ণনাসমূহ ও অখণ্ডনীয় যুক্তিমালা। আর এতে স্পষ্ট বলে দেওয়া হবে দুর্বল ও সঠিক অভিমতসমূহ, যাতে লাযীন (কর্তিত পাতা) ও লুযায়ন (রৌপ্য) এবং হিজান (দ্রুতগামী উট) ও হুজায়ন (কমীনা)-এর মধ্যে কোনরূপ সংশয় না থাকে। বস্তুত এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, এতো কেবল এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যিনি ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন এবং যার নিকট হিদায়াত ও গুমরাহীর পথ স্পষ্ট।

এতদুদ্দেশ্যে বাদশাহ্ আলমগীর (র) এই বিষয়ে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামকে একত্রিত করেন এবং সংগ্রহ করেন এ বিষয়ে লিখিত বড় বড় গ্রন্থসমূহ। তারপর তিনি তাদেরকে এসব কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ সংকলন করার প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং বলেন এমন একটি কিতাব প্রণয়ন করতে যাতে থাকবে যাহিরী রিওয়ায়াতসমূহ, যে সব রিওয়ায়াতের ব্যাপারে আলিমগণ সকলেই একমত এবং যার ভিত্তিতে ফকীহ্‌গণ ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন।

আর তিনি তাদেরকে এমন নাদির-দুর্লভ বর্ণনাসমূহও জমা করার আদেশ করেন যা আলিমগণ বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করে নিয়েছেন, যাতে আমলের ক্ষেত্রে সাবধানতা ও পরহেযগারী হাতছাড়া না হয় এবং যাতে এ ক্ষেত্রে বিঘ্নতা ও পদস্খলন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

বাদশাহর নির্দেশে উলামায়ে কিরাম ফিকাহ্‌শাস্ত্রের খাযানা থেকে মণি-মুক্তা ও মোতিসমূহ কুড়িয়ে একত্রিত করতে এবং বিক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ জমা করতে আরম্ভ করলেন আর এমনভাবে মাসআলা সংকলন করলেন যে, কোন্ কাজটি শুদ্ধ ও কোন্‌টি অশুদ্ধ, কোন্‌টি সাওয়াবের কাজ ও কোন্‌টি পাপের কাজ, তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দিলেন এবং সুন্দর ও সুসজ্জিতভাবে গ্রথিত করলেন ফিকাহ্-এর ছড়ানো-ছিঁটানো মাসআলাগুলোকে। বিন্যাসের

ক্ষেত্রে তাঁরা 'হিদায়া' গ্রন্থ প্রণেতার অনুসরণ করেছেন এবং স্পষ্টভাষায় মাসআলাসমূহের বিবরণ পেশ করতে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কিতাবে যে পুনরুক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়েছে, তা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন এবং উপেক্ষা করেছেন দলীল বর্ণনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ-সূত্রিতার। উল্লেখ্য যে, সংকলনকারী ফকীহ্গণ মাসআলা বর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাহিরী রিওয়ায়াতের[১] মাসআলাসমূহই উল্লেখ করেছেন।

নাদির[২] রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের প্রতি তারা বেশি মনোনিবেশ করেন নি। তবে কোথাও যাহিরী রিওয়ায়াতে মাসআলার সঠিক সমাধান না পাওয়া গেলে অথবা নাদির রিওয়ায়াত -এর উপর ফাতাওয়া বা এ জাতীয় কথা সংযুক্ত থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে নাদির রিওয়ায়াতও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কিতাব সংকলকবৃন্দ প্রতিটি মাসআলা মূল কিতাবের ইবারত বরাতসহ উল্লেখ করেছেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোথাও মূল কিতাবের ইবারতে কোনরূপ রদবদল করা হয়নি। তবে যেক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে।ذ ـكـ আর যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়নি সে ক্ষেত্রে।ذ ـكـ শব্দ ব্যবহার করে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হয়েছে। কোন মাসআলার ক্ষেত্রে একাধিক সমাধান থাকলে এবং এর প্রত্যেকটির সাথে 'এর উপর ফাতাওয়া' বা এ জাতীয় কথা উল্লেখ থাকলে বা প্রাধান্য দেওয়ার কারণ বর্ণিত থাকলে কিংবা প্রাধান্য দেওয়ার কোন কারণ কোন মাসআলার সাথেই না থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে সংকলকবৃন্দ উভয় মতকেই এ কিতাবে হুবহু রেখে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলাই সঠিক পথ প্রদর্শক।

والله الموفق للصواب

১. ইমাম মুহাম্মাদ কর্তৃক সংকলিত ১. মাবসূত ২. যিদায়াত ৩. সিয়ারে সাগীর ৪. সিয়ারে কাবীর ৫. জামে' সাগীর, ৬. জামে' কাবীর, এই ছয়টি কিতাবকে একত্রে 'যাহিরী রিওয়ায়াত' (ظاهر الرواية) বলা হয়।

২. উপরোক্ত ছয়খানা গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য ফিকাহ্ গ্রন্থের বর্ণনাসমূহকে 'নাদির রিওয়ায়াত' বলা হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

অধ্যায় ঃ ওকালাত বা উকীল নিয়োগ

[এ অধ্যায়ে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ওকালাতের শরঈ অর্থ, তার রুকন, শর্ত, শব্দ, হুকুম ও সিফাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ শরঈ ওকালাত হলো, কোন ব্যক্তি কাউকে কোন নির্দিষ্ট কাজ আন্জাম দেয়ার জন্য নিজের পক্ষ হতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা। যদি নির্দিষ্ট কাজের উকীল করা না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে উকীল সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক গণ্য হয়। মাবসূত কিতাবে উল্লিখিত আছে যে, আমাদের আলিমগণ বলেছেন, যদি কেউ কাউকে এভাবে বলে উকীল নিযুক্ত করে যে, আমি তোমাকে আমার মালের উকীল করলাম, তবে এরূপ কথা দ্বারা উকীলের কেবল তত্ত্বাবধানের অধিকার লাভ হবে (আল-কিফায়া)।

২. মাসআলা ঃ ওকালাতের রুকন সেইসব শব্দ, যেগুলো দ্বারা ওকালাত প্রমাণিত হয়। যেমন, কেউ বললো, আমি তোমাকে এই গোলামের ক্রয়-বিক্রয়ের উকীল নিয়োগ করলাম (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। ওকালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য উকীলের ওকালাত কবূল করা ইস্তিহ্সান মতে শর্ত নয়। কিন্তু উকীল যদি তা রদ করে দেয়, তবে তা রদ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল আদল' কিতাবে এরূপই বর্ণনা করেছেন (আয-যখীরা)। আর যদি বলে যে, আমি চাই তুমি এভাবে বিক্রয় করে দাও, আর সে চুপ করে থাকে এবং বিক্রয় করে তবে জাইয হবে। আর যদি সে বলে, আমি কবূল করছি না, তবে তা (ওকালাত) বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত আস-সারাখ্সী, পরিচ্ছেদ ঃ যা দ্বারা ওকালাত সংঘটিত হবে)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে স্বীয় স্ত্রীর তালাকের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে ওকালাত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তারপর তালাক দেয়, তবে সে তালাক সহীহ্ হবে না। আর যদি অস্বীকার না করে এবং স্পষ্টভাবে কবূলও না করে এবং তালাক দিয়ে দেয়, তবে ইস্তিহ্সান মতে সহীহ্ হবে। কেননা, তার তালাক দেয়ায় তার ওকালাত কবূল করা বুঝা যায় (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উকীল বানায় এবং তাকে কেউ ওকালাতের সংবাদ পৌঁছে দেয়, তবে সে উকীল হয়ে যাবে। সংবাদদমাতা আদিল হোক বা ফাসিক হোক। নিজের তরফ হতে নিজেই সরাসরি সংবাদ দিক বা কোন দূত কিংবা সংবাদবাহকের মাধ্যমে সংবাদ দিক। উকীল ঐ সংবাদ সত্য মনে করুক কিংবা মিথ্যা মনে করুক (আয-যখীরা)।

৫. মাসআলা ঃ ওকালাতের শর্ত কয়েক প্রকার। কোন কোন শর্ত মুআক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ মুআক্কিল যে কাজের জন্য উকীল নিয়োগ করবে, সে নিজে তা করার অধিকারী হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং পাগল কিংবা নির্বোধ বালকের পক্ষ হতে উকীল নিয়োগ করা সিদ্ধ নয়। আর জ্ঞানী বালকের পক্ষ হতে সে যে সব কাজ নিজে করতে পারে না, তাতেও উকীল নিয়োগ করা দুরুস্ত নয়। যেমন তালাক, আযাদ, হিবা সাদাকা ইত্যাদি। অর্থাৎ যাতে নিছক লোকসান আছে। আর যে কাজে মুনাফা আছে, যেমন হিবা, সাদাকা ইত্যাদি কবূল করা, তাতে ওয়ালীর অনুমতি ব্যতীত উকীল নিয়োগ করা সঙ্গত। আর যে সব কাজে লাভ-লোকসান উভয়ই সম্ভাবনা আছে, যেমন ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি, তাতে যদি তার তিজারতের অনুমতি থাকে, তবে উকীল নিয়োগ করা জাইয হবে। আর যদি তিজারতের অনুমতি না থাকে, তবে ওয়ালীর অনুমোদনের উপর স্থগিত রূপে কিংবা ওয়ালীর তিজারতের অনুমতি দানের উপর স্থগিত রূপে তা অনুষ্ঠিত হবে, যেমন ওয়ালী নিজে সম্পন্ন করলে তা সম্পন্ন হত (আল-বাদাঈ)।

৬. মাসআলা ঃ কোন ইয়াতীম ওয়ালী নিয়োগ করল এবং তার ওসী তা অনুমোদন করলে, তা বৈধ (মুহীত আস-সারাখ্সী)

৭. মাসআলা ঃ কোন উন্মাদ ব্যক্তি কখনো উন্মাদ থাকে, আবার কখনো সুস্থ হয়, সে যদি উন্মাদ অবস্থায় উকীল নিয়োগ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে না। আর যদি সে সুস্থাবস্থায় উকীল নিয়োগ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে। এ বিধান তখনকার, যখন তার উন্মাদ হওয়ার ও সুস্থ থাকার কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে, যাতে তার সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এরূপ না হলে জাইয হবে না। আর যার বিদিশার ভাব প্রবল সে যদি কাউকে নিজের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের উকীল নিয়োগ করে, তবে তা জাইয হবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলামের উকীল নিয়োগ করা দুরস্ত নয় (আল-বাদাঈ) যে কাজ মা'যুন (অনুমতিপ্রাপ্ত) ও মুদাবারের নিজে করা জাইয তা করার জন্য উকীল নিয়োগ করাও জাইয। আর অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের বিয়ে করার এবং নিজের গোলামকে মুকাতাব করার ইখতিয়ার নেই (আল-মাবসূত)।

৯. মাসআলা ঃ মা'যুন গোলাম যদি নিজের মুনীবকে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তা জাইয হবে এবং মুনীব কর্তৃক ঐ কাজের জন্য অন্য ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করা জাইয হবে না। উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল তা জারী করে, তবে তা জাইয হবে। কিন্তু শর্ত হলো যদি গোলামের উপর কোন ঋণ না থাকা। ঋণ থাকলে জাইয হবে না (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা ঃ গোলাম এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা দায়ের করার জন্য উকীল নিয়োগ করতে পারে না, যে তার সত্তার মালিকানা দাবী করে কিংবা কোন যখমের দাবী করে, যা গোলামের পক্ষ থেকে তাকে করা হয়েছে কিংবা সে গোলামকে করেছে। আর এসব ক্ষেত্রে আপোস করার জন্য উকীল নিয়োগ করা জাইয। কেননা, এ সকল অবস্থায় বিবাদী হচ্ছে তার মুনীব। আর যে সব বিষয় স্বয়ং গোলাম অর্জন করেছে, তাতে মুকাদ্দমা করার জন্য সে উকীল নিয়োগ করতে পারে (আল-মাবসূত, পরিচ্ছেদ ঃ মা'যুন ও মুকাতাব গোলামের উকীল নিয়োগ করা)।

১১. মাসআলা ঃ একটি গোলাম দু'জনের যৌথ মালিকানায় ছিল। এক শরীক তার নিজের অংশ অন্য শরীকের অনুমতি ব্যতীত মুকাতাব করে দিলো। তারপর ঐ মুকাতাব গোলামকে ক্রয়-বিক্রয় ও পরস্পর বিবাদে কারো পক্ষ হতে উকীল করা হলো। তবে মুকাতাবকারীর

অংশের মধ্যে তা জাইয হবে। এরপর অপর শরীকও যদি তাকে মুকাতাব করে দেয়, তবে ইসতিহসান মতে তার উভয় অংশের মধ্যে জাইয হবে। আর যদি উভয়ের মুকাতাব হয় এবং কোন ব্যাপারে তাকে উকীল করা হয়, তারপর এক অংশ হতে অক্ষম হয় এবং ঐ কাজ করে, তবে উভয় অংশে জাইয হবে (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা ঃ আর যদি উভয় ব্যক্তির মুকাতাব হয় এবং তাকে একজন অন্য শরীকের নিকট হতে নিজের করয আদায়ের জন্য উকীল করে কিংবা অপর কারো নিকট হতে করয আদায় বা অন্য শরীকের নিকট ক্রয়-বিক্রয় বা সে ছাড়া অপর কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় করার উকীল করে, তবে জাইয হবে। অনুরূপভাবে যদি ঐ মুকাতাবকে কেউ তার গোলাম কারো কাছে বিক্রয় করার কিংবা অন্য কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার উকীল বানায়, তবে জাইয হবে। অনুরূপভাবে যদি মুকাতাব এবং তার উভয় মাওলার মধ্যে বিবাদ হয় এবং সে উভয়ের মধ্য হতে একজনের পুত্র বা গোলাম বা মুকাতাবকে ঐ ব্যাপারে অথবা ক্রয়-বিক্রয়ে উকীল বানায়, তবে তা জাইয হবে যেমন যে কোন তৃতীয় ব্যক্তির সাথে জাইয হয় (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ মুরতাদকে উকীল করা স্থগিত থাকে। তারপর যদি মুসলমান হয়, তবে তা বহাল থাকে। অন্যথায় যদি নিহত হয় বা মারা যায় বা দারুল হরবে চলে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বাতিল হয়ে যায় (আল-বাহরুর রায়িক)।

১৪. মাসআলা ঃ মুরতাদ যদি দারুল হরবে চলে যায়, তারপর মুসলমান হয়ে ফিরে আসে, আর কাযী যদি তার দারুল হরবে চলে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে থাকে, তবে তার নিয়োজিত উকীল ওকালাত হতে খারিজ হয়ে যাবে। আর যদি কাযীর ঘোষণা দেয়ার পূর্বে সে এসে পড়ে, তবে উকীল তার নিজের ওকালাতের উপর বহাল থাকবে (আল-হাবী)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি দারুল হরবে কোন মুরতাদ কাউকে নিজের মাল যা দারুল ইসলামে আছে, বিক্রয় করার উকীল বানায়, তবে তা জাইয হবে না। কেননা, দারুল হরবে চলে যাওয়ার দরুন তার সম্পদ থেকে তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে গেছে (আল-মাবসূত)।

১৬. মাসআলা ঃ কিন্তু মুরতাদ নারীর এইভাবে উকীল নিয়োগ করা সকলেরই মতে জাইয হবে। কেননা, নারীর মুরতাদ হওয়া তার মালিকানার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে না। সুতরাং সে মুসলিম নারীর ন্যায় হবে (আস-সিরাজুল-ওয়াহ্হাজ)।

১৭. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে যদি ঐ নারী মুরতাদ হওয়ার পূর্বে উকীল নিয়োগ করে, তবে মুরতাদ হওয়ার পর ওকালাত বহাল থাকবে। কিন্তু যদি সে মুরতাদ থাকা অবস্থায় নিজকে বিয়ে দেয়ার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে, তবে তা বাতিল হবে। যদি উকীল মুরতাদ অবস্থায় তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি বিয়ে না দেয় এবং সে মুসলমান হয়ে যায়, তারপর তাকে বিয়ে দেয়, তবে জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি কোন নারী মুসলমান থাকা অবস্থায় কাউকে বিয়ে দিয়ে দেয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তারপর মুরতাদ হয়ে যায়, তারপর আবার মুসলমান হয়, তারপর ঐ ব্যক্তি বিয়ে দিয়ে দেয়, তবে তা জাইয হবে না। কেননা, তার মুরতাদ হওয়ার দরুন তার উকীল তার ওকালাত হতে বের হয়ে গেছে (আল-হাবী)।

১৯. মাসআলা ঃ আর যিম্মীর পক্ষ থেকে উকীল নিয়োগ করা মুসলমানের ন্যায় জাইয। কেননা, তাদের অধিকারসমূহও আমাদের অধিকারসমূহের ন্যায় সংরক্ষিত (আল-বাদাঈ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০. মাসআলা ঃ কোন যিম্মী যদি কোন মুসলমানকে এজন্য উকীল নিয়োগ করে যে, তার যে শরাব অমুক যিম্মীর কাছে করয আছে, তা উসুল করবে, তবে মুসলমানের তা উসুল করা মাকরূহ্ হবে। তা সত্ত্বেও যদি সে তা উসুল করে, তবে করযদার তার করয হতে মুক্ত হবে (আল-হাবী; অনুচ্ছেদ ঃ করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করা)।

২১. মাসআলা ঃ যদি কোন যিম্মী কোন মুসলমানকে এজন্য উকীল নিয়োগ করে যে, কোন বস্তু শরাবের বিনিময়ে কোন যিম্মীর নিকট বন্ধক রাখিয়ে দিবে কিংবা দিরহামের বিনিময়ে শরাব বন্ধক রাখিয়ে দিবে, আর যদি উকীল কোন দূতের মাধ্যমে বন্ধক গ্রহীতাকে সংবাদ দেয় এবং বন্ধকের আক্দ মুআক্কিলের পক্ষ থেকে হয়, তবে শুদ্ধ হবে। আর যদি নিজের সাথে সম্পর্কিত করে এবং বলে যে, আমাকে করয দাও। তবে জাইয হবে না এবং বন্ধক হবে না (আল-মাবসূত; বন্ধকের ওকালাত)।

২২. মাসআলা ঃ পিতা যদি স্বীয় নাবালেগ পুত্রের কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে বা বিবাদের ব্যাপারে উকীল নিয়োগ করে, তবে তা জাইয হবে এবং পুত্রের জন্য নিয়োগ করা পিতার ওসী পিতারই অনুরূপ হবে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ ইয়াতীমের ওসী ইয়াতীমের ব্যাপারসমূহে যে কাজ নিজে করতে পারে তাতে তার অন্যকে উকীল নিয়োগ করা জাইয আছে (আস-সিরাজিয়্যা)।

২৪. মাসআলা ঃ কোন ইয়াতীমের যদি দুজন ওসী থাকে এবং প্রত্যেকে কোন ব্যাপারে পৃথক পৃথক উকীল নিয়োগ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে প্রত্যেক উকীল নিজ নিজ মুআক্কিলের স্থানে বহাল হবে কেবলমাত্র গুটিকতক বস্তুর স্থান ব্যতীত (আল-মাবসূত)।

২৫. মাসআলা ঃ ওকালাতের কোন কোন শর্ত উকীলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। যেমন উকীলের আকিল বা জ্ঞানী হওয়া একটি শর্ত। আর এ কারণেই উন্মাদ বা অবুঝ বালকের উকীল হওয়া শুদ্ধ নয়। আর বালেগ ও আযাদ হওয়া ওকালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। সুতরাং আকীল বালক ও গোলামের উকীল হওয়া, শুদ্ধ হবে চাই উভয়ে অনুমতিপ্রাপ্ত হোক কিংবা নিষেধকৃত (আল-বাদাঈ)।

২৬. মাসআলা ঃ কোন বালক বা গোলামকে যদি মালের বিনিময়ে বা বিনা মালে নিজের গোলাম আযাদ করা বা মুকাতাব করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তা জাইয হবে (আল-মাবসূত; পরিচ্ছেদ ঃ আযাদ ও মুকাতাব করার জন্য উকীল নিয়োগ করা)।

২৭. মাসআলা ঃ উকীলের আক্ল যদি নবীয পানের কারণে গুলিয়ে হয়ে যায়, কিন্তু সে ক্রয় করা ও কবযা করার কাজগুলো ভালভাবে বুঝতে পারে, তবে সে উকীল হিসেবে বহাল থাকবে। আর যদি ভাং খাওয়ার কারণে তার আকল গুলিয়ে যায়, তবে তার ওকালাত স্থায়ী বেদিশা লোকের অনুরূপ জাইয হবে না (খাযানাতুল মুফতীন)।

২৮. মাসআলা ঃ উকীল নিয়োগের আংশিক অবগতি সকলের মতেই শর্ত। অর্থাৎ উকীলের অবগতি কিংবা যার সাথে কাজ করা হয়, তার অবগতি। এমনকি যদি কাউকে নিজের গোলাম বিক্রয় করার জন্য উকীল বানায় এবং সে ঐ গোলাম কারো নিকট নিজের অবগতি বা ঐ ব্যক্তির উকীল হওয়ার অবগতির পূর্বে বিক্রয় করে, তবে সে বিক্রয় জাইয হবে না। যে পর্যন্ত না মুআক্কিল ঐ বিক্রয়ের অনুমতি দেয় বা উকীল অবগতির পর অনুমতি দেয়। কিন্তু বিশেষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে উকীলের উকীল নিয়োগের অবগতি হওয়া যিয়াদতে কিভাবে লিখেছেন শর্ত এবং ওকালাত কিতাবে লিখেছেন শর্ত নয় (আল-বাদাঈ)।

২৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি বলে যে, আমার এই কাপড় অমুক ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও, সে তা বিক্রয় করে দিবে কিংবা অমুক ব্যক্তির নিকট যাও, তার নিকট আমার যে কাপড় আছে, তা তোমার কাছে বিক্রয় করবে, তবে তা জাইয হবে এবং এটা ঐ কাপড় বিক্রয় করার জন্য ঐ অমুক ব্যক্তির পক্ষে অনুমতি সাব্যস্ত হবে। তারপর যদি মুকাতাব বা সম্বোধিত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে মালিকের এই কথা জানিয়ে দেয়, তবে বিক্রয় জাইয হবে এবং এখানে একটি মাত্রই বর্ণনা আছে। আর যদি না জানায়, তবে তাতে দুটি বর্ণনা আছে। আর যদি এরূপ বলে যে, এই কাপড় নকশাকারীর নিকট নিয়ে যাও, সে এতে নকশা করে দিবে অথবা দর্জির নিকট নিয়ে যাও, সে এটি দ্বারা জামা সিলাই করে দিবে, তবে এটা নকশাকারী এবং দর্জির জন্য অনুমতিস্বরূপ। সুতরাং তারা যদি ঐরূপ কাজ করে দেয়, তবে তারা সে জন্য জামিন হবে না (আল-মাবসূত; পরিচ্ছেদ ঃ যাতে উকীল নিয়োগ জাইয নয়)।

৩০. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজের গোলামকে বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট যাও, সে তোমাকে আযাদ করে দিবে অথবা তোমাকে মুকাতাব করে দিবে, তারপর ঐ ব্যক্তি তাকে আযাদ করে দিলো। এটা তার জন্য জাইয হবে এবং ঐ ব্যক্তি তাকে আযাদ করার উকীল হবে। সে উকীল হওয়া সম্পর্কে অবগত হোক বা না হোক (আয-যখীরা ও আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে বলে যে, অমুক ব্যক্তির নিকট যাও সে তোমাকে তালাক দিয়ে দিবে। তারপর সেই ব্যক্তি তাকে তালাক দিয়ে দিলো। কিন্তু সে তা জানতো না। তবে তালাক সম্পন্ন হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী; পরিচ্ছেদ ঃ যা দ্বারা ওকালাত অনুষ্ঠিত হয়)।

৩২. মাসআলা ঃ উকীলের ওকালাত সম্পর্কে অবগত হওয়া ওকালাতের কার্যকরতার জন্য শর্ত। এমনকি যদি কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে নিজের গোলাম বিক্রয় করা কিংবা নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল তা না জানে আর সে বিক্রয় করে কিংবা তালাক দেয়, তবে উভয়ই জাইয হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) এরূপই জামি' সগীরে লিপিবদ্ধ করেছেন (আল-মুহীত ও আয-যখীরা)।

৩৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তিকে যদি উকীল নিয়োগ করা হয়, তবে তা জানার পূর্বে ঐ ব্যক্তি উকীল হবে না এবং এটাই পসন্দনীয় মত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

৩৪. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান যদি দারুল হরবে অবস্থিত কোন হরবী ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে এবং মুসলমান ব্যক্তি দারুল ইসলামে থাকে, তবে ওকালাত বাতিল হবে। অনুরূপ যদি দারুল হরবে বসবাসরত কোন হরবী ব্যক্তি দারুল ইসলামে বসবাসরত কোন মুসলমানকে উকীল নিয়োগ করে, তবে তাও বাতিল হবে। আর যদি হরবী ব্যক্তি কোন মুসলমান বা যিম্মী কিংবা হরবীকে নিজের করয উসুল করার জন্য দারুল ইসলামে উকীল নিয়োগ করে এবং তার উপর দু'জন মুসলমান সাক্ষী নির্দিষ্ট করে নেয়, তারপর তার উকীল দারুল হরব হতে ঐ কাজের জন্য বের হয়ে আসে, তবে তা জাইয হবে। অনুরূপ যদি ক্রয়-বিক্রয় কিংবা গচ্ছিত বস্তু উসুল করা অথবা অনুরূপ কাজের জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে সে ক্ষেত্রেও অভিন্ন বিধান। আর যদি মুসলমান বা যিম্মী আমান নিয়ে আগত কোন হরবী ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয় বা অভিযোগ

ইত্যাদি কাজে উকীল নিয়োগ করে, তবে তা জাইয হবে এবং যখন ঐ হরবী ব্যক্তি দারুল হরবে চলে যাবে তখন তার ওকালাত বাতিল হবে (আল-হাবী)।

৩৫. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান যদি কোন মুরতাদকে উকীল নিয়োগ করে, তা জাইয হবে। আর যদি উকীল হওয়ার সময় মুসলমান হয়ে আবার মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলেও ওকালাত বহাল থাকবে। কিন্তু যদি সে দারুল হরবে চলে যায়, তবে ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে (আল-বাদাঈ)।

৩৬. মাসআলা ঃ নাওয়াদির ইব্ন সাম্মাআ কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি মুযারিব কোন গোলামকে যাকে মালে মুযারাবাত দ্বারা সে খরিদ করেছে, কারো নিকট বিক্রয় করে দেয়, তারপর ক্রেতা মালের মালিককে তার উপর কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তা জাইয হবে না। অনুরূপ যদি ক্রেতা-বিক্রেতার শরীকদারকে কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে তার মুফাবিয হয়, কিংবা শরীকে ইনানকে কবযা করার উকীল বানায়, আর এই গোলাম উভয়ের তিজারাতের মধ্য থেকে হয়, তবু জাইয হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যাদের পক্ষে এই গোলাম বিক্রয় করা জাইয, কব্যা করার জন্য তাদের উকীল হওয়া ক্রেতার পক্ষ থেকে জাইয নয় (আল-মুহীত)।

৩৭. মাসআলা ঃ যদি এক নিরাপত্তাকামী অন্য নিরাপত্তাকামীকে কোন অভিযোগ দায়ের করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং নিজে দারুল হরবে চলে যায় এবং উকীল অভিযোগের জন্য থেকে যায়, তবে যদি উকীল হরবীর পক্ষ থেকে হক দাবী করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি ঐ হরবী বিবাদী হয়, তবে কিয়াসের দাবী অনুসারে তার দারুল হরবে চলে যাওয়ার দরুন ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে। আমরা ঐ কিয়াসকে গ্রহণ করছি। কেননা, অভিযোগের ওকালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কাযীর নির্দেশ লাভ করা। আর হরবীর উপরে কাযীর নির্দেশ জারীর ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি আমানপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন যিম্মীকে নিজের মাল বিক্রয় করা বা করয উসুল করার জন্য অভিযোগ করার অধিকার ব্যতীত উকীল নিয়োগ করে, তারপর নিজে দারুল হরবে চলে যায়, তবে তা জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

৩৮. মাসআলা ঃ ওকালাতের কোন কোন শর্ত–মুওয়াক্কাল বিহী অর্থাৎ যে বস্তুর জন্য উকীল নিয়োগ করা হয় তার সাথে সম্পৃক্ত হয়। প্রকাশ থাকে যে, হক দুই প্রকার। একটি আল্লাহ্র হক এবং দ্বিতীয়টি বান্দার হক। আল্লাহ্র হক আবার দুই প্রকার। এক প্রকারে দাবী শর্ত। যেমন হদ্দ কযফ ও হদ্দ সারিকাহ। অর্থাৎ অপবাদ ও চুরির হদ্দ। এই প্রকার প্রমাণের জন্য ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উকীল নিয়োগ করা জাইয আছে। মুআক্কিল উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত। আর এই সমস্ত সম্পূর্ণ নিয়ে নেয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করাও জাইয। তবে এতে মুআক্কিল উপস্থিত থাকা শর্ত। অনুপস্থিত থাকলে জাইয হবে না।

আর দ্বিতীয় প্রকার যাতে দাবী শর্ত নয়, যেমন যিনার হদ্দ এবং মদ পানের হদ্দ। এই প্রকার প্রমাণ করার জন্য বা উশুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করা জাইয নয়। তারপর প্রকাশ থাকে যে, মতভেদ শুধু হদ্দ প্রমাণ করার মধ্যে এবং ঐ মাল প্রমাণ করার মধ্যে যা চুরি হয়েছে। তবে তাতে উকীল নিয়োগ করা ইজমা মতে গ্রহণযোগ্য হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩৯. মাসআলা ঃ বান্দার হকও দুই প্রকার। একটি এই যে, সন্দেহবশত যা পুরা করা জাইয নয়। যেমন কিসাস। এটি প্রমাণের জন্য উকীল নিয়োগ করা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে জাইয এবং তা উশুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করা যদি ওয়ালী উপস্থিত থাকে তবে জাইয আর যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে জাইয নয়।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, যা উশুল করা সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও জাইয। যেমন ঋণজাতীয় হক, নির্ধারিত বস্তুর হকও অন্যান্য হক। তবে এই হকগুলো প্রমাণের ব্যাপারে কিসাস ব্যতীত অভিযোগকারীর সম্মতিতে উকীল নিয়োগ করা বিনা মতভেদে জাইয। আর তা'যীর (হক ছাড়া অন্যান্য শাস্তি) প্রমাণ ও উশুল করা উভয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা ও বিনা মতভেদে জাইয। আর উকীলের ইখতিয়ার আছে তা'যীরের শাস্তি উশুল করার। মুআক্কিল উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত থাকুক (আল-বাদাঈ)।

৪০. মাসআলা ঃ ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, বিয়ে, তালাক, আযাদ, খুলা, সন্ধি, ঋণদান, ঋণগ্রহণ, হেবা, সাদাকা, গচ্ছিত রাখা, কবযে হক, অভিযোগ, ঋণ তাগাদা, বন্ধক দান, বন্ধক গ্রহণ ইত্যাদি সমুদয় কাজেই উকীল নিয়োগ করা জাইয (আয-যখীরা)।

৪১. মাসআলা ঃ বিভিন্ন মুবাহ কাজ যেমন ঘাস আনয়ন করা, কাঠ বা পানি আনয়ন করা কিংবা খনি থেকে মণি-মুক্তা বের করার জন্য উকীল নিয়োগ করা দুরস্ত নয়। কেউ যদি এ কাজে কাউকে উকীল নিয়োগ করে এবং সে তা আহরণ করে, তবে তা তার হবে। ভিক্ষার জন্য উকীল নিয়োগ করাও অনুরূপ। অর্থাৎ ভিক্ষা করে যা পাবে, তা ভিক্ষুকের হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪২. মাসআলা ঃ ঋণ নেয়ার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করা জাইয নয়। উকীল যে ঋণ গ্রহণ করবে তাতে মুআক্কিলের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তবে কেউ যদি কারো কাছে কাউকে দূত হিসেবে প্রেরণ করে এবং সে গিয়ে তাকে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে আপনার কাছে এত টাকা ঋণ দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছে এবং সে তা প্রদান করে, তবে ঐ ঋণের মালের উপর মুআক্কিলের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর উকীলের ইখতিয়ার রয়েছে তার গৃহীত ঋণ মুআক্কিলকে না দেয়ার। এমতাবস্থায় উকীলের হাত থেকে যদি মাল নষ্ট হয়, তবে তা উকীলের মাল নষ্ট হবে মুআক্কিলের নয় (আল-কাফী)।

৪৩. মাসআলা ঃ শুফআ তলব করা, আয়েবের কারণে ফেরত দেয়া এবং বাটোয়ারা ও হেবা প্রার্থনার জন্য উকীল নিয়োগ করা সিদ্ধ (আল-বাদাঈ)।

৪৪. মাসআলা ঃ হেবা করার জন্য নিযুক্ত উকীলের হেবা ফেরত নেয়ার ইখতিয়ার নেই। যার নিকট গচ্ছিত আছে তার নিকট থেকে তা উসুল করার কিংবা যার নিকট ধার আছে তার নিকট হতে ধারের বস্তু নিয়ে নেয়ারও উকীলের ইখতিয়ার নেই। এইভাবে করযদার হতে করয আদায় করা এবং বন্ধক গ্রহীতার নিকট থেকে বন্ধকী বস্তু আদায় করারও ইখতিয়ার উকীলের নেই।

যদি ওকালাত এই সকল বস্তুর ব্যাপারে হয় যে বস্তুগুলো তার মালিকের কাছে চাওয়া হয়, যেমন কেউ কাউকে উকীল নিয়োগ করলো অমুক ব্যক্তি থেকে তার ঋণের পরিবর্তে গোলামকে বন্ধক গ্রহণ করতে, কিংবা তার জন্য ধার গ্রহণ করতে, কিংবা হেবা গ্রহণ করতে। তখন উকীলকে বলা হবে যে, মুআক্কিল তোমার নিকট বন্ধক বা হেবা বা ধার চাচ্ছে। তদ্রূপ না বলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি এরূপ বলে যে, ঐ বস্তু আমি বন্ধক বা হেবা বা ধার চাচ্ছি, তবে তাতে মুআক্কিলের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না; বরং তাতে উকীলের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

ওকালাতের শব্দসমূহ

১. মাসআলা ঃ ওকালাতের শব্দসমূহ এরূপ– যা দ্বারা উকীল নিয়োগ করার অর্থ বা মর্ম বুঝা যায়। যেমন, আমি তোমাকে উকীল করলাম। কিংবা উকীল করতে ইচ্ছা করলাম, কিংবা পসন্দ করলাম, কিংবা রাযী হলাম, কিংবা চাইলাম কিংবা ইরাদা করলাম ইত্যাদি। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমি তোমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে নিষেধ করছিনা তবে এতে উকীল নিয়োগ করা হবে না (আত-তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ আর যদি এরূপ বলে যে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে আমার সাথে আনুকূল্য করো, তবে এটা ওকালাত ও নির্দেশ দুটিই হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি তোমাকে আমার গোলাম বিক্রয় করার জন্য অনুমতি দিয়েছি, তবে ওকালাত শুদ্ধ হবে (আয-যখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি বলে যে, তুমি এই করয আদায়ের ব্যাপারে আমারও উকীল তবে সে উকীল হবে। যদি বলে যে, তুমি আমার জীবদ্দশায় ওসী, তবে উকীল হবে। আর যদি বলে যে, তুমি আমার ওসী, তাতে উকীল হবে না। যদি বলে যে, তুমি আমার প্রত্যেক বস্তুতে উকীল, তবে শুধু মাল হিফাযত করার ব্যাপারে উকীল হবে এবং এটাই শুদ্ধ। আর যদি এরূপ বলে যে, তুমি আমার প্রত্যেকে কম-বেশীর মধ্যে উকীল, তবে তাতেও একই বিধান। আর যদি বলে যে, তুমি আমার উকীল, প্রত্যেক বস্তুর মাঝে তোমার আদেশ কার্যকর হবে, তাহলে তো সকল প্রকার আর্থিক লেন-দেন ও হস্তক্ষেপের উকীল হবে। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, হেবা, সাদাকা। তবে আযাদী, তালাক ও ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এগুলোতে উকীল হবে না। তবে যদি পূর্ববর্তী কথাবার্তা দ্বারা উকীল হওয়া বুঝা যায়, সে কথা স্বতন্ত্র। ফকীহ্ আবুল লাইছ (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমি তোমাকে আমার সমস্ত ব্যাপারে উকীল করলাম। উকীল বললো, আমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি এবং তোমার সমস্ত যমীন ওয়াক্ফ করে দিয়েছি তবে বিশুদ্ধতর মত হলো ওকালাত বৈধ হবে না। যদি উকীল নিজের মাল মুআক্কিলের ইমারতে ব্যয় করে এবং তার পরিজনের খোরপোস দেয় তবে ঐ মাল মুআক্কিল হতে নিতে পারবে যদি মুআক্কিল তাকে বলে যে, তুমি যা করবে তাই বৈধ (আল-খুলাসা)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো, আমি তোমাকে আমার সমুদয় ব্যাপারে উকীল নিয়োগ করলাম এবং আমার স্থলাভিষিক্ত করলাম, তবে এই ওকালাত সর্বব্যাপী হবে না। আর যদি বলে যে, নিজের সমুদয় ব্যাপারে যাতে ওকালাত জাইয, তাতে উকীল নিয়োগ করলাম, তবে এই ওকালাত সর্বব্যাপী হবে। ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে-শাদী সবই শামিল হবে। প্রথম অবস্থায় যখন ওকালাত সর্বব্যাপী হবে না, তখন দেখতে হবে যে, যদি তার কাজ-কর্ম বিভিন্ন হয় এবং পরিচিত কোন পেশা তার না থাকে, তবে ওকালাত বাতিল হবে। আর যদি কোন কারবার প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হয়, তবে এই ওকালাত তার সাথে সম্পৃক্ত হবে।

এক ব্যক্তির কয়েকটি গোলাম আছে। সে কাউকে বললো, আমার গোলামের ব্যাপারে তুমি যা করবে, তাই কার্যকর হবে। তারপর ঐ ব্যক্তি তার সবগুলো গোলামকে আযাদ করলো। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে না এবং এর উপরই ফাতওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ যদি বাদশাহ কোন ব্যক্তির উপর তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করতে জবরদস্তি করে এবং ঐ ব্যক্তি কাউকে বলে যে, তুমি আমার উকীল। তারপর উকীল তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় এবং স্বামী বলে যে, এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য তালাক দেয়া ছিল না, তবু তার স্ত্রীর তালাক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি প্রথমেই বলে যে, তুমি আমার উকীল, তারপর বলে যে, এ দ্বারা আমি তালাকের ইচ্ছা করিনি, তাহলে তালাক হবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে উকীল। যা ইচ্ছা তাই করো। স্ত্রী বললো, আমি যদি তোমার পক্ষ থেকে উকীল হই, তবে আমি নিজেকে তিন তালাক দিয়ে পৃথক করলাম। তখন স্বামী বললো, তোমাকে উকীল করার উদ্দেশ্য তালাক ছিল না। যদি এর পূর্বে তালাক সম্পর্কিত কোন কথাবার্তা না হয়ে থাকে যার জবাব এটা হতে পারে, তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর স্বামীর শপথকে স্ত্রীর সমর্থন করা জাইয হবে। আর যদি পূর্বে এরূপ কোন কথাবার্তা হয়ে থাকে, তবে এক তালাক রজঈ সাব্যস্ত হবে যদি স্ত্রী মাদখূলা (সঙ্গমকৃতা) হয়। ফকীহ্গণ বলেন যে, এক তালাক তখন সাব্যস্ত হবে, যখন পূর্বের কথাবার্তা দ্বারা তিন তালাকের উদ্দেশ্য বুঝা না যায়। আর এটা হচ্ছে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যদি পূর্বের কথাবার্তা দ্বারা তিন তালাকের উদ্দেশ্য বুঝা না যায়, তবে কোন তালাকই সাব্যস্ত হবে না। আর যদি পূর্বের কথাবার্তা দ্বারা তিন তালাকের উদ্দেশ্য বুঝা যায়, তবে সর্বসম্মতভাবে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে (আয-যখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বললো যে, আমি কি তোমার স্বামী থেকে খুলা করিয়ে দিবো? সে বললো, তা তুমি জানো। কিংবা ঐ ব্যক্তি বললো, আমি কি তোমাকে অমুকের কাছে বিয়ে দিয়ে দিবো ? কিংবা ঐ ব্যক্তি অন্য কাউকে বললো, আমি কি তোমার আসবাবপত্র বিক্রয় করে দিবো ? সে বললো, তা তুমি জানো। তবে এই অনুমতিসূচক কথা খুলা বিয়ে ও ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ বলে গণ্য হবে (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো, এই মাল নাও এবং যা ভাল মনে করো তাই করো। এটা উকীল নিয়োগ হবে না। আর যদি বলে যে, যা কিছু ভাল হয়, তাই করো, তা সিদ্ধ হবে। তবে এটা উকীল নিয়োগ হবে (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

কোন স্ত্রীলোক নিজের স্বামীকে রাগের সাথে বললো যে, আমি যা ইচ্ছা করে নিতে পারি। স্বামী বললো, তুমি কি করতে পারো ? স্ত্রী বললো, তোমার অনুমতিক্রমেই করতে পারি। তখন স্বামী বললো, আচ্ছা করো। তারপর স্ত্রী বললো, আমি নিজেকে তিন তালাক দিলাম। এতে স্ত্রীলোকটি তালাক হবে না। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা দ্বারা প্রকাশ্যত তালাকের উদ্দেশ্য বুঝা যায় না (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কাউকে বললো যে, এক হাজার দিরহাম দ্বারা একটি দাসী খরিদ করো। কিংবা বললো যে, একটি দাসী খরিদ করো। এতে উকীল নিয়োগ হবে না। বরং এটা তার জন্য পরামর্শ হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, এক হাজার দিরহাম দ্বারা একটি দাসী খরিদ করো এবং তোমার এই কাজের জন্য তুমি একটি দিরহাম পাবে। তবে এটা উকীল নিয়োগ হবে এবং ঐ ব্যক্তি স্বাভাবিক মজুরি পাবে। কিন্তু এক দিরহামের বেশী পাবে না।

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি নিজের করযদারকে বললো, তোমার নিকট আমার যা পাওনা আছে, তার দ্বারা আমার জন্য একটি দাসী খরিদ করো। এতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উকীল নিয়োগ শুদ্ধ হবে না। আর যদি এরূপ বলে যে, আমি যা তোমার কাছে পাওনা আছি, তা দ্বারা অমুকের দাসী খরিদ করো কিংবা বলে যে, এই দাসীটি খরিদ করো, তবে এতে সকলের মতে উকীল নিয়োগ শুদ্ধ হবে। এইভাবে যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি যা তোমার নিকট পাওনা আছি, তা অমুক বস্তুর বায়'-এ সালামে দিয়ে দাও, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এতে উকীল নিয়োগ শুদ্ধ হবে না। আর যদি বলে যে, তোমার নিকট আমার যা পাওনা আছে, তা এইভাবে বায়'-এ সালামে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও, তবে এটা সর্বসম্মতভাবে ওকালাত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, যদি তুমি আমার এই গোলাম বিক্রয় না করো, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তবে এটা ঐ ব্যক্তির জন্য বিক্রয়ের উকীল নিয়োগ হবে (আয-যখীরা)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো যে, আমি তোমাকে এই কাজের উপর আধিপত্য দান করলাম। তবে এটা হবে তার এরূপ বলার সমতুল্য যে, আমি তোমাকে উকীল নিয়োগ করলাম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি দোকানসমূহের মালিক কাউকে বলে যে, আমি এই দোকানগুলোর ব্যাপারাদি তোমার উপর সমর্পণ করলাম এবং এ ব্যক্তি দোকানগুলো ভাড়ায় দিয়ে রেখে থাকে, তবে উকীলের ভাড়ার তাগাদা করা ও তা আদায় করার ইখতিয়ার থাকবে। এইভাবে যদি বলে যে, আমি আমার করযের ব্যাপারাদি তোমার উপর সমর্পণ করলাম, তাহলেও এই ইখতিয়ার থাকবে।

আর যদি কাউকে বলে যে, আমি আমার চতুষ্পদ জন্তু ও দাসী-বাঁদীদের কাজ তোমার উপর সোপর্দ করলাম, তবে উকীলের তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, চরানো, খাদ্য-খাবারের ব্যবস্থা করার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপার তোমার উপর সমর্পণ করলাম, তবে তাকে তালাক দেয়ার ইখতিয়ার উকীলের থাকবে। কিন্তু তা শুধু ঐ মজলিসেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর যদি এরূপ বলে যে, আমি তোমাকে আমার স্ত্রীর ব্যাপারাদির মালিক করলাম, তবে তা শুধু ঐ মজলিসেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং অন্য মজলিসেও তালাক দেয়ার ইখতিয়ার থাকবে (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

ওকালাতের বিধান

১. মাসআলা ঃ ওকালাতের বিধান হচ্ছে যে বস্তু বা বিষয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা হয়, তাতে উকীল মুআক্কিলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায় এবং ঐ বস্তু উপস্থিত করার জন্য উকীলের উপর জবরদস্তি করা যায় না। তবে যদি গচ্ছিত রাখার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয়, যেমন

বলা হয় যে, এই কাপড়টি অমুক ব্যক্তির কাছে রাখবে এবং উকীল তা কবূল করে। তারপর মুআক্কিল গাইব হয়ে যায়। তবে ঐ কাপড় উপস্থিত করার জন্য উকীলের উপর জবরদস্তি করা যাবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ যদি আযাদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয় এবং উকীল তা কবূল করে, তারপর আযাদ করতে অস্বীকার করে, তবে উকীলকে বাধ্য করা যাবে না (আল-হাবী)।

৩. মাসআলা ঃ ওকালাতের আরেক বিধান এই যে, উকীলের এ ইখতিয়ার নেই যে, যে ব্যাপারে সে উকীল হয়েছে তাতে অন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করবে। তবে যদি মুআক্কিল তাকে অনুমতি দেয়, কিংবা যাতে সে উকীল নিয়োগ করেছে তাতে ইখতিয়ার দিয়ে থাকে, তবে উকীলের ইখতিয়ার থাকবে (শারহুত-তাহাবী)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ মুকাদ্দমা করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করলো এবং বললো যে, তুমি যা করবে তাই সিদ্ধ। তারপর উকীল অন্য কাউকে ঐ কাজের জন্য উকীল নিয়োগ করলো, তা জাইয হবে এবং ঐ দ্বিতীয় উকীল প্রথম মুওয়াক্কীলের পক্ষ থেকেই উকীল হবে। উকীলের উকীল হবে না। এমনকি যদি প্রথম উকীল মারা যায় বা তাকে মুআক্কিল বরখাস্ত করে কিংবা সে উন্মাদ হয়ে যায় কিংবা মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তবে দ্বিতীয় উকীল বরখাস্ত হবে না। আর যদি প্রথম মুআক্কিল মারা যায়, কিংবা উন্মাদ হয়, কিংবা মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তবে উভয় উকীল বরখাস্ত হয়ে যাবে। আর যদি প্রথম উকীল দ্বিতীয় উকীলকে বরখাস্ত করে দেয়, তবে তা জাইয হবে। আর যদি উকীল অন্য কোন ব্যক্তিকে উকীল বানিয়ে বলে যে, তুমি যা করবে তাই সিদ্ধ হবে, তবে দ্বিতীয় উকীলের তৃতীয় উকীল নিয়োগ করা জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ ব্যবসায়ী গোলাম নিজের মুনীবকে নিজের করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করলো। তবে মুনীবের ইখতিয়ার থাকবে না অন্য কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করার। এ সত্ত্বেও যদি মুনীব উকীল নিয়োগ করে, তবে দেখতে হবে গোলামের উপর করয আছে কিনা। যদি না থাকে, তবে জাইয হবে। আর যদি করয থাকে, তবে জাইয হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী; অনুমতিপ্রাপ্ত ও মুকাতাব গোলামের উকীল নিয়োগ করা)।

ওকালাতের বৈশিষ্ট্য

১. মাসআলা ঃ উকীল নিয়োগ করা বৈধ; কিন্তু তা অপরিহার্য নয়। উকীল ও মুআক্কিল উভয়ই একজন অপরজনের না জানিয়ে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে (আন-নিহায়া)।

২. মাসআলা ঃ ওকালাতের আরেক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উকীলের নিকট মুআক্কিলের যে বস্তু থাকে তাতে সে আমানতদার স্বরূপ। যেমন গচ্ছিত বস্তু রক্ষাকারীর নিকট যামানত লাযিম হয়, উকীলের উপরও তেমনি তা লাযিম হয়ে থাকে। আর যে সকল অবস্থায় গচ্ছিত বস্তু রক্ষাকারীর উপর যামানত লাযিম হয় না, তাতে উকীলের উপরও তা লাযিম হয় না। আর নিজের পক্ষ থেকে যামানত দূর করার ক্ষেত্রে উকীলের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি মুআক্কিল উকীলকে কোন মাল দিয়ে বলে যে, এটি অমুক ব্যক্তিকে আমার ঋণের পরিবর্তে দিয়ে দাও। তারপর উকীল বলে যে, আমি দিয়ে দিয়েছি, আর ঋণদাতা তা অস্বীকার করে, তবে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার ব্যাপারে উকীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর ঋণদাতার কথা কবযা না করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং তার ঋণ বরবাদ ও বাতিল হবে না (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ আর উভয়ের উপর কসম ওয়াজিব হবে না। কসম শুধু তার উপর ওয়াজিব হবে যে তা মিথ্যায়ন করবে। যে সত্যায়ন করবে, তার উপর কসম ওয়াজিব হবে না। যদি সে উকীলের সত্যায়ন করে যে, সে দিয়ে দিয়েছে, তবে অন্যের দ্বারা কসম করানো যাবে যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি উসুল পাইনি। যদি সে কসম খায়, তবে ঋণ বাতিল হবে না এবং কবযা প্রকাশ পাবে না। আর যদি অস্বীকার করে তবে কবযা প্রতিষ্ঠিত হবে আর মুআক্কিলের দায়িত্ব থেকে ঋণ বাতিল হবে। আর যদি মুআক্কিল কবযা না করার সত্যায়ন করে, তবে উকীল থেকে বিশেষভাবে কসম নেয়া যাবে যে, আমি তাকে দিয়ে দিয়েছি। যদি সে কসম করে, তবে মুক্ত হয়ে যাবে, নতুবা জামিন হবে (শারহুত-তাহাবী)।

সংশ্লিষ্ট মাসাইল

১. মাসআলা ঃ সাধারণ বা সামান্য অজ্ঞতা ওকালাতের ক্ষেত্রে, মেনে নেয়া যায় এবং ফাসিদ শর্ত প্রয়োগে ওকালাত বাতিল হয় না, তা যে কোন শর্ত হোক না কেন। আর ওকালাতের মধ্যে শর্তে খিয়ার জাইয নেই। কেননা, শর্তে খিয়ার সেইসব বিষয়ে শরীঅতসম্মত যা অপরিহার্য এবং বাতিল যোগ্য নয়। আর ওকালাত হচ্ছে বাতিলযোগ্য ও অনাবশ্যকীয় বিষয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য আমার উকীল এই শর্তে যে, আমার কিংবা আমার স্ত্রীর তিন দিনের খিয়ার থাকবে। তবে ওকালাত জাইয হবে এবং শর্ত বাতিল হবে (আল-মুহীত ঃ ওকালাতে খিয়ারের প্রকারসমূহ)।

৩. মাসআলা ঃ ওকালাতকে কিছুর সাথে ইযাফাত বা সম্পর্কযুক্ত করা শুদ্ধ। সময় বা স্থানের শর্তযুক্ত করা বৈধ। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, এই গোলামকে তুমি আগামীকাল বিক্রয় করে দিবে, তবে আজ বিক্রয় করা জাইয হবে না। আর যদি বলে যে, আমার এই গোলামটি কিংবা আমার স্ত্রীকে আগামীকাল আযাদ বা তালাক দিয়ে দাও, তবে উকীল আজ কিছু করতে পারবে না। আর যদি বলে যে, আমার গোলাম আজ বিক্রয় করে দাও, কিংবা যদি বলে যে, আমার জন্য আজ একটি গোলাম খরিদ করে দাও, কিংবা যদি বলে যে, আমার গোলাম আজ আযাদ করে দাও। তারপর উকীল আগামীকাল এইসব কাজ করে, তবে তাতে দুটি রিওয়ায়ত আছে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, বিশুদ্ধ মত এই যে, ওকালাত আজকের দিনের পর অবশিষ্ট থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে তার শাম দেশের করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে সে কূফার করয উসুল করতে পারবে না (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

৫. মাসআলা ঃ ওকালাতকে কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল করা শুদ্ধ। যদি কেউ বলে যে, যখন আমার মালের সময় আসবে, তখন তুমি উসুল করে নিবে। কিংবা যখন অমুক ব্যক্তি আসবে, তখন তুমি তাগাদা করবে, অথবা যদি আমি তাকে কোন বস্তু দেই, তবে তুমি তা উসুল করার উকীল। কিংবা যখন হাজী লোকগণ আসবেন, তখন তুমি আমার ঋণ উসুল করবে। এরূপ ওকালাত শুদ্ধ হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৬. মাসআলা ঃ যে সকল আকদকে মুআক্কিলের সাথে সম্বন্ধ করা উকীলের জন্য জরুরী নয়, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা ইত্যাদি, সে সকল ক্ষেত্রে হুকুম উকীলের দিকে রুজু হয় এবং

এইসব হকের ব্যাপারে উকীল মালিকের অনুরূপ হয় এবং মালিক তৃতীয় ব্যক্তি অনুরূপ হয়। যেমন ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তু সমর্পণ করা বা কবযা করা বা মূল্য তলব করা ও কবযা করা, ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তু কবযা করা, আয়েবের ক্ষেত্রে অভিযোগ করা এবং স্বত্বলাভের সময় ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য ফেরত নেয়া ইত্যাদি (আল-বাদাঈ)।

৭. মাসআলা ঃ উকীলের মাধ্যমে মুআক্কিলের জন্য প্রথমেই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। এমনকি যদি উকীল তার কোন নিকটাত্মীয়কে খরিদ করে, তবে সে উকীলের পক্ষ থেকে আযাদ হবে না। কেননা, মালিকানা হচ্ছে মুআক্কিলের (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৮. মাসআলা ঃ যে সকল অবস্থায় উকীল আকদের ক্ষেত্রে হুকুককে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে উকীলের জীবনকাল পর্যন্ত তা মুআক্কিলের দিকে রুজু হবে না, যদিও উকীল গাইব হয় (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

৯. মাসআলা ঃ কোন বস্তু বিক্রেতার উকীল যখন কোন বস্তু বিক্রয় করে, তখন ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করে তার নিকটই তা সমর্পণ করা তলব করবে বস্তু বিক্রেতার নিকট তা তলব করবে না, (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল ক্রেতার নিকট মূল্য তলব করে, তবে ক্রেতার তা দিতে অস্বীকার করার ইখতিয়ার আছে। আর যদি দিয়ে দেয়, তবে জাইয হবে এবং উকীল পুনরায় তার নিকট মূল্য তলব করতে পারবে না (আল-জাওহারাতুন-নাইয়ারাহ)।

১১. মাসআলা ঃ আর যদি বিক্রিত বস্তু কোন হকের দাবীতে কেউ ক্রেতার নিকট হতে নিয়ে যায়, তবে ক্রেতা নিজের মূল্য উকীল হতে উসুল করবে, যদি মূল্য সে উকীলকে দিয়ে থাকে। আর যদি মুআক্কিলকে দিয়ে থাকে, তবে তার নিকট হতে ফেরত নিবে। আর যদি ক্রেতা বিক্রিত বস্তুর মধ্যে আয়েব পেয়ে তা ফেরত দিতে চায়, তবে উকীলের সাথে বিবাদ করবে এবং আয়েব প্রতিষ্ঠিত করার পর কাযীর নির্দেশে যখন সে ফেরত দিবে, তখন নিজের মূল্য উকীল হতে নিবে, যদি উকীলকে দিয়ে থাকে। আর যদি মুআক্কিলকে দিয়ে থাকে, তবে তার নিকট থেকে ফেরত নিবে। অনুরূপভাবে ক্রয়ের উকীলের নিকটই মূল্য তলব করবে, মুআক্কিলের নিকট নয় এবং সে-ই বিক্রেতার নিকট হতে বিক্রিত বস্তু নিয়ে কবযা করবে–মুআক্কিল নয়। আর যখন বিক্রিত বস্তুতে কারো হক প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেই মূল্য ফেরত নিবে, মুআক্কিল নয় (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১২. মাসআলা ঃ যদি উকীল দাবী করে যে, আমি দূত এবং বিক্রেতা বলে যে, এ ব্যক্তি উকীল এবং তার কাছে মূল্য তলব করে, তখন ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। সাক্ষী উপস্থিত করা বিক্রেতার দায়িত্ব।

এক গোলাম কারো কাছ থেকে কোন বস্তু ক্রয় করলো। বিক্রেতা বললো, তুমি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত। তাই আমি তোমাকে বিক্রিত বস্তু দিবো না। আর গোলাম বললো যে, আমি অনুমতিপ্রাপ্ত। তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি বিক্রেতা এই সাক্ষ্য পেশ করে যে, ক্রয়ের পর গোলাম এখানে মজলিসে আসার পূর্বে এই স্বীকারোক্তি করেছে যে, আমার উপর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ, তবে তার এই সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক গোলাম কারো নিকট কোন বস্তু বিক্রয় করলো। তারপর বললো যে, আমি যা বিক্রয় করলাম তার আমার মালিকের এবং আমি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত। আর ক্রেতা বললো যে, না, বরং তুমি অনুমতিপ্রাপ্ত। এক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণ করা হবে, গোলামের কথা গ্রহণ করা হবে না।

যে ব্যক্তি ইজারার উকীল হয়, তার ইজারা প্রমাণ করার ব্যাপারে অভিযোগ করা, ভাড়া উসুল করা এবং প্রয়োজনে ভাড়ার বস্তু আটক করার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি ভাড়ায় প্রদানকারী ভাড়া গ্রহণকারীকে হেবা করে দেয় বা তাকে মুক্ত করে দেয়, তবে তা জাইয হবে যদি হুবহু তা না হয়। আর যদি হুবহু তা হয়, তবে জাইয হবে না (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

১৩. মাসআলা ঃ ওকালাতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে সব আক্‌দ মুআক্কিলের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করতে হয়, তার হুকুক মুআক্কিলের দিক রুজু হবে। যেমন বিয়ে, মালের বিনিময়ে তালাক, মালের বিনিময়ে আযাদ করা, খুলা, ইচ্ছাকৃত খুনের আপোস, মুকাতাবা, বিবাদীর অস্বীকৃতির উপর আপোস ইত্যাদি (আল-বাদাঈ)।

১৪. মাসআলা ঃ স্বামীর উকীলের নিকট মহর তলব করা যাবে না এবং স্ত্রীর উকীলের নিকট স্ত্রীকে সমর্পণ করার তলব করা যাবে না। এছাড়া স্ত্রীর উকীল মহর কবযা করতে পারবে না। অনুরূপভাবে মুকাতাব করার উকীলের মুকাতাব করার বদলে গোলাম যা দিবে তা কবযা করার ইখতিয়ার থাকবে না। আর খুলার উকীল যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়, তবে খুলার বদলের উপর কবযা করতে পারবে না। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে উকীল হয়, তবে সে খুলার বদলের জন্য পাকড়াও হবে না। তবে যদি সে জামিন হয়, তবে পাকড়াও করা যাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১৫. মাসআলা ঃ আর এসব ঐ অবস্থায় হবে যখন উকীল পদ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হয় (আল-বাদাঈ)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বালককে নিজের কোন বস্তু বিক্রয় করতে বা নিজের জন্য কিছু ক্রয় করতে উকীল নিয়োগ করে এবং সে বিক্রয় বা ক্রয় করে, তবে তা জাইয হবে, যদি বালক সমঝদার হয়। আর বালকের উপর কোন যিম্মাদারী নেই। যিম্মাদারী হচ্ছে তার নির্দেশদাতার (আয-যখীরা)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যাহির রিওয়ায়ত অনুযায়ী ক্রেতা বা বিক্রেতা কারো খিয়ার থাকবে না। চাই তারা ঐ বালকের নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হওয়ার কথা জানুক বা না জানুক (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি বালক অনুমতিপ্রাপ্ত হয় এবং যদি নগদ বা মেয়াদী মূল্যে বিক্রয় করার উকীল হয় আর সে বিক্রয় করে, তবে তা জাইয হবে এবং সে-ই জামিন হবে। আর যদি ক্রয় করার উকীল হয় এবং মেয়াদী বাকী মূল্যে ক্রয় করার উকীল হয়, তবে কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সান মতে সে যিম্মাদার হবে না; বরং যিম্মাদার হবে মুআক্কিল ড়্যা নির্দেশদাতা। এমনকি বিক্রেতা মুআক্কিল থেকে মূল্য তলব করবে, ঐ বালক উকীল থেকে তলব করবে না। আর যদি নগদ মূল্যে ক্রয় করার উকীল হয়, তবে কিয়াস অনুযায়ী সে জামিন হবে না, ইসতিহ্‌সান অনুযায়ী হবে (আয-যখীরা)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কোন আযাদ ব্যক্তি কোন অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামকে উকীল নিয়োগ করে যে, মুআক্কিলের জন্য গোলাম বা দাসী বা খানা ইত্যাদি এক হাজার দিরহাম নগদ মূল্যে

ক্রয় করে দিবে। আর এই এক হাজার দিরহাম তাকে দিক বা না দিক মুআক্কিলের নির্দেশ অনুযায়ী অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের ক্রয় করা জাইয হবে এবং যামানত ঐ মা'যূন গোলামের উপর থাকবে। আর যদি মুআক্কিল গোলামকে ধার বা বাকীতে ক্রয় করার নির্দেশ দেয় এবং সে বাকীতে ক্রয় করে, তবে সমস্ত ক্রয়কৃত বস্তু ঐ গোলামের হবে মুআক্কিলের হবে না। যদি অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম কাউকে নিজের কবযাকৃত বস্তু বিক্রয় করতে অথবা কিছু খরিদ করতে উকীল নিয়োগ করে, তবে তা জাইয হবে এবং ঐ গোলাম আযাদ ব্যক্তির অনুরূপ হবে। আর যদি আদেশপ্রাপ্ত উকীল মুরতাদ লোক হয়, তবে তার বিক্রয় করা জাইয হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যামানাতের বিধান স্থগিত থাকবে। যদি সে মুসলমান হয়ে যায়, তবে তার উপর হবে। অন্যথায় মুআক্কিলের উপর হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ওকালাত প্রমাণ করা, তার উপর সাক্ষ্য দেওয়া এবং আনুষঙ্গিক বিষয়

১. মাসআলা ঃ খাওয়ারিযামের কাযীর মজলিসে হাযির হয়ে এক ব্যক্তি কাউকে নিজের সমস্ত সহায়-সম্পদের হুকূক উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করলো। কাযী যদি মুআক্কিলকে নাম-নসবের দিক দিয়ে চিনে, তবে তাকে উকীল বানিয়ে দিবে। এরপর যদি ঐ কাযীর দরবারে উক্ত উকীল কাউকে হাযির করে মুআক্কিলের হক দাবী করে, তবে কাযী সাক্ষ্যের উপর তার রায় দিবেন। ওকালাত প্রমাণ করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি কাযী মুআক্কিলকে না চিনেন, তবে উকীল বানিয়ে দিবেন না। কেননা, যার জন্য রায় দেওয়া হবে, রায় দেওয়ার সময় তাকে চেনা শর্ত। মুআক্কিল যদি এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করতে চায় যে, সে অমুকের পুত্র অমুক, তবে তা কবূল হবে না। কেননা, কোন বিরোধী পক্ষ নেই।

আর যদি এ উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য পেশ করে যে, এই কাযী অন্য কাযীকে লিখে দিবেন যে, অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুককে এ বিষয়ে উকীল করেছে, তবে তা গ্রহণ করে লিখে দিবেন। কেননা, আদেশনামা হচ্ছিল করার জন্য পেশকৃত সাক্ষ্যের শুনানির জন্য বিরোধী পক্ষের উপস্থিতি শর্ত নয় (ওয়াজীয আল-কারদারী)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দাবী করলো যে, আমাকে অমুক ব্যক্তি এ জন্য উকীল নিয়োগ করেছে যে, আমি তার কূফার সমস্ত পাওনা উসুল করবো এবং মুকাদ্দমা (অভিযোগ) করবো। আর সে ওকালাতের সাক্ষী পেশ করলো, আর তার মুআক্কিল অনুপস্থিত। আর সে এমন কোন লোককে উপস্থিত করলো না, যার নিকট মুআক্কিলের কিছু পাওনা আছে। তবে কাযী তার কথা শ্রবণ করবে না। আর যদি কোন স্বীকারকারী বা অস্বীকারকারী বিবাদীকে নিয়ে আসে, তবে কাযী তার কথা শ্রবণ করবে এবং তার উকীল হওয়ার নির্দেশ দিবে। তারপর যদি সে আবার কোন বিবাদী উপস্থিত করে, তবে পুনরায় তাকে ওকালাতের সাক্ষ্য,পেশ করতে হবে না। আর যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির পক্ষ থেকে হকের দাবী করে তা উসুল করার জন্য নিজকে নিজে উকীল সাব্যস্ত করে, তবে বিশেষভাবে ঐ ব্যক্তিকেই উপস্থিত করা ওকালাতের সাক্ষ্য পেশ করার জন্য আবশ্যক। আর যখন তার সামনে ওকালাত প্রমাণ হয়ে যায়। তারপর অন্য বিবাদীকে উপস্থিত করে, তখন আবার তাকে সাক্ষ্য পেশ করতে হবে (আল-বাহ্‌রুর রাইক; পরিচ্ছেদ ঃ মুকাদ্দমা করার জন্য উকীল নিয়োগ করা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কোন বিশেষ ব্যক্তির নিকট থেকে মুআক্কিলের হক উসুল এবং মুকাদ্দমা করার ওকালাতের দাবী করে, এরপর তার উপর মুআক্কিলের অন্য হকের দাবী করে, তবে পুনরায় সাক্ষ্য পেশ করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য যদি অন্য মুআক্কিলের পক্ষ হতে ওকালাতের দাবী করে, তবে তার সাক্ষ্য পেশ করা আবশ্যক হবে (ওয়াজীয আল-কারদারী)।

৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এই মর্মে সাক্ষী পেশ করলো যে, অমুক মুআক্কিল আমাকে এবং অমুকের পুত্র অমুক ব্যক্তিকে ঐ বিবাদীর নিকট তার যা পাওনা আছে, তা উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছে এবং করযদার তার নেয়া করয স্বীকার করেছে। কিন্তু সে এই ব্যক্তির ওকালাত কিংবা উভয় ব্যক্তির ওকালাত অস্বীকার করছে। তারপর উকীল তার ওকালাত ও করয উভয়ের সাক্ষ্য শ্রবণ করবে। এ অবস্থায় কাযী উভয় উকীলের ওকালাতের নির্দেশ দিয়ে দিবে এবং এই উপস্থিত উকীলের পক্ষে অন্য উকীলের উপস্থিতি ব্যতীত একাকী করয উসুল করার অধিকার নেই। বরং দ্বিতীয় উকীল যখন হাযির হবে তখন উভয়ে উসুল করবে। আর তাকে তার ওকালাত প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য পেশ করার প্রয়োজন হবে না। কেননা, উপস্থিত উকীল এখানে অনুপস্থিত উকীলের পক্ষ থেকে একজন বিবাদী দাঁড় করাবে। কেননা, সে তার নিজের জন্য এমন এক হক দাবী করছে, যা অনুপস্থিত উকীলের হকের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, করয করার জন্য নিযুক্ত দুই উকীল একাকী করয করতে পারে না (আল-মুহীত; ওকালাত অধ্যায়ের অষ্টম অনুচ্ছেদ)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দাবী করলো যে, সে অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এই উপস্থিত বিবাদীর নিকট থেকে করয আদায় করার উকীল এবং সে ওকালাত ও করযের উপর একজন সাক্ষী পেশ করলো, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন যে, এক্ষেত্রে ওকালাত কবূল হবে এবং ওকালাতের নির্দেশ দেয়া যাবে। তারপর করযের জন্য দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য শুনাবে (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

৬. মাসআলা ঃ আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, যদি উভয়ের উপর একই সাক্ষ্য পেশ করে, তবে উভয়েরই নির্দেশ দেয়া যাবে। করযের উপর দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য পেশ করার প্রয়োজন হবে না। আর এটাই ইস্‌তিহ্‌সান। আর ফাতওয়া ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উক্তির উপর (আল-জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাউকে নিজের সুনির্দিষ্ট কোন মাল বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করলো। তারপর উকীল ইচ্ছা করলো যে, নিজের ওকালাত এভাবে কাযীর নিকট প্রমাণ করবে যে, যদি মুআক্কিল এসে তা অস্বীকার করে, তবে ঐ অস্বীকৃতির প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। এর কয়েকটি রূপ ও অবস্থা হতে পারে। একটি অবস্থা এই যে, উকীল তার নির্দিষ্ট মাল কোন ব্যক্তিকে দিয়ে দিবে। আর সে দাবী করবে যে, সে ঐ মালের মালিকের পক্ষ হতে ঐ মাল কবযা করে বিক্রয় করার উকীল। সুতরাং তুমি ঐ মাল আমার কাছে সমর্পণ করো। তখন সেই ব্যক্তি বলবে যে, আমি তোমার উকীল হওয়া সম্পর্কে জানি না। তারপর উকীল তার ওকালাত এবং ঐ মাল কবযা করে বিক্রয় করার সপক্ষে সাক্ষ্য পেশ করবে। তখন কাযী ঐ সাক্ষ্য শ্রবণ করবে এবং ঐ ব্যক্তিকে নির্দেশ দিবে যে, তুমি ঐ মাল তার নিকট সোপর্দ করে দাও। তারপর উকীল তা বিক্রয় করবে। এরপর যদি মুআক্কিল তা অস্বীকার করে, তবে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, উকীল কোন ব্যক্তিকে বলবে যে, এটি অমুক ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত। আমি এটি তোমার কাছে বিক্রয় করছি। আর যখন বিক্রয় করে দিবে তখন তাকে বলবে যে, এর উপর কবযা করো, তারপর ক্রেতা বলবে যে, আমি তোমার নিকট থেকে নিয়ে এটা কবযা করবো না। কেননা, হয়তো মালিক এসে তোমার ওকালাত অস্বীকার করবে। আর প্রায়শ আমার নিকট মাল নষ্ট হয়ে যায় কিংবা তাতে লোকসান আসে। তখন অযথা আমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তখন উকীল এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করবে যে, আমি তার পক্ষ হতে বিক্রয় করা ও সোপর্দ করার উকীল। তারপর তার উপর কবযা করার জন্য জবরদস্তি করবে।

আর তৃতীয় অবস্থা এই যে, এক ব্যক্তি দাবী করলো যে, যে ঘর তোমার কবযায় আছে, তা অমুক ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত এবং তুমি তার পক্ষ থেকে তা বিক্রয় করার উকীল নিয়োজিত। আর তুমি তা আমার নিকট বিক্রয় করেছো। তারপর এই উকীল এরূপ বলবে যে, হাঁ, আমি বিক্রয় করে দিয়েছি। কিন্তু আমি অমুক ব্যক্তির পক্ষ হতে উকীল নই। সে আমাকে তা বিক্রয় করার জন্য উকীলও নিয়োগ করেনি। তারপর ক্রয়ের দাবীদার বিক্রেতার বিক্রয়ের উকীল হওয়ার সাক্ষ্য পেশ করবে। তখন ঐ সাক্ষ্য কবূল হবে এবং তার বিক্রয়ের উকীল হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে (আল-বাহ্‌রুর রাইক ঃ খাযানাতুল মুফতীন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাউকে নিজের করয অমুক ব্যক্তি থেকে উসুল করা এবং তাতে মামলা করার জন্য উকীল নিয়োগ করলো। উকীল করযদারকে উপস্থিত করলো এবং সে ওকালাত স্বীকার করলো। কিন্তু করযের কথা অস্বীকার করলো। তারপর উকীল করযের উপর সাক্ষ্য পেশ করলো। এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা, করযের উপর সাক্ষ্য বিবাদী ছাড়া গৃহীত হয় না। আর করযদারের স্বীকারোক্তি দ্বারা ওকালাত প্রমাণিত হয় না। তাই উকীল বিবাদী হবে না। তুমি কি দেখো না যে, করযদার যদি ওকালাত স্বীকার করে এবং উকীল বলে যে, আমি ওকালাত প্রতিষ্ঠিত করছি এই আশংকায় যে, মুআক্কিল হাযির হয়ে ওকালাতকে অস্বীকার না করে, তখন সাক্ষ্য গৃহীত হবে, যদিও সাক্ষ্য স্বীকারকারীর উপর কায়েম হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারো উপর কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির কিছু পাওনা আছে বলে দাবী করলো এবং সাক্ষী পেশ করলো যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি আমাকে নিজের পাওনা উসুল করা এবং মামলা করার উকীল নিয়োগ করেছে তারপর বিবাদী সাক্ষী পেশ করলো যে, মুআক্কিল ঐ ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে বা অপ্রত্যক্ষভাবে ওকালাত হতে বরখাস্ত করেছে। তার এই সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং ওকালাত বাতিল হবে। অনুরূপ উকীল যদি তার স্বীকারোক্তির সাক্ষ্য পেশ করে যে, সে স্বীকার করেছে মুআক্কিল আমাকে ওকালাত হতে বরখাস্ত করে দিয়েছে, তাহলেও ওকালাত বাতিল হবে। অনুরূপ যদি এরূপ সাক্ষ্য পেশ করে যে, মুআক্কিল স্বীকার করেছে, আমি উকীলকে নিয়োগ করিনি, তাহলেও সাক্ষ্য কবূল হবে (আল-মুহীত; ওকালাত অধ্যায়ের অষ্টম অনুচ্ছেদ)।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি করযদার উকীলকে মাল দিয়ে দেয়, তারপর করযদার সাক্ষ্য পেশ করে যে, এই ব্যক্তি উকীল নয় কিংবা এই ব্যক্তি স্বীকার করে যে, করযদাতা আমাকে উকীল নিয়োগ করেনি, তবে এ সাক্ষ্য কবূল হবে না। আর যদি সে এর উপর কসম নিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

চায়, তবে তা নেয়া যাবে না। আর যদি করযদার সাক্ষ্য পেশ করে যে, করযদাতা ওকালাত অস্বীকার করে তার করয আমার নিকট থেকে উসুল করে নিয়েছে, তবে এ সাক্ষ্য কবূল হবে (আল-কাফী; পরিচ্ছেদ ঃ মামলা করার জন্য উকীল নিয়োগ করা)।

১১. মাসআলা ঃ করয উসুল করার উকীল যদি করযের উপর সাক্ষ্য পেশ করে এবং কাযী করযদারকে এরূপ নির্দেশ দেন যে, উকীলকে দিয়ে দাও। আর উকীল উসুল করে নষ্ট করে দেয়। আর করযদার এরূপ সাক্ষ্য পেশ করে যে, আমি মুআক্কিলকে পরিশোধ করে দিয়েছি। তবে উকীল থেকে নেবার কোন পথ থাকবে না, মুআক্কিল থেকে উসুল করবে। কেননা, উকীলের কবযা তারই কবযা (আল-মুহীত ঃ অষ্টম অনুচ্ছেদ)।

১২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাউকে সকলের বিরুদ্ধে মামলা করার উকীল নিয়োগ করলো। তারপর উকীল এক ব্যক্তিকে হাযির করে তার নিকট মুআক্কিলের কিছু পাওনা আছে বলে দাবী করলো। তারপর বিবাদী ওকালাত স্বীকার করলো। এরপর উকীল বললো যে, আমি নিজের ওকালাতের সাক্ষ্য পেশ করছি, যেন তা অন্যের উপরও দলীল হয়ে যায়, তখন কাযী তা কবূল করে তাকে স্বীকারকারীও অস্বীকারকারী প্রত্যেকের জন্য উকীল সাব্যস্ত করবেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারো উপর এরূপ দাবী করলো যে, তুমি অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে মুকাদ্দমা করার উকীল এবং তার কাছে আমার এই পরিমাণ পাওনা আছে। তারপর বিবাদী বললো যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে মুকাদ্দমার উকীল নিয়োগ করেনি। আর দাবীদার তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষী পেশ করলো। এ সাক্ষ্য কবূল হবে (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি দুজন সাক্ষী কারো ওকালাতের সাক্ষ্য দেয় এবং উকীল না জানে যে, তাকে উকীল করা হয়েছে কিনা আর সে বলে যে, সাক্ষিগণ আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, মুআক্কিল আমাকে উকীল নিয়োগ করেছে। তাই আমি হক তলব করছি। এটা জাইয। কেননা, দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে যখন কাযীর জ্ঞান হয়ে যায়, তখন উকীলের আরো উত্তমভাবে জ্ঞান হবে। আর যদি সে সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য অস্বীকার করে, আর যদি সে তালিব তথা করযদাতার উকীল হয়, তবে ঐ সাক্ষ্যের দরূন হক উসুল করতে পারবে না। কেননা, সে তার সাক্ষীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আর যদি সে মাতলূব তথা করযদারের উকীল হয়, তারপর যদি সাক্ষীদ্বয় এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, সে ওকালাত কবূল করেছে, তবে তার উপর ওকালাত লাযিম হবে। কেননা, মাতলূবের উকীলকে ওকালাত কবূল করার পর বিবাদীর জবাবদিহীর জন্য বাধ্য করা যাবে। আর যদি সাক্ষীদ্বয় কবূলের সাক্ষ্য না দেয়, তবে তার কবূল করা না করার ইখতিয়ার থাকবে। কেননা, সাক্ষ্য দ্বারা উকীল নিয়োগ হওয়া চাক্ষুষের অনুরূপ (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি মাতলূব অনুপস্থিত থাকে এবং তালিব তার ঘরে নিজের হক দাবী করে এবং মাতলূবের দুই পুত্র সাক্ষ্য দেয় যে, মাতলূব ঐ ব্যক্তিকে এই ঘরের ব্যাপারে মামলা করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছে। আর উকীল বা তালিব তা অস্বীকার করে, তবে ওকালাত বাতিল হবে। আর মাতলূব যদি কাউকে মাল দিয়ে দেয় এবং দাবী করে যে, এই ব্যক্তি তালিবের উকীল। সে কবযা করার জন্য তাকে উকীল নিয়োগ করেছে। তারপর তালিব এসে তা অস্বীকার করে এবং মাতলূবের পক্ষ হতে তালিবের দুই পুত্র ওকালাতের সাক্ষ্য দেয়, তবে

তা জাইয হবে। আর যদি তালিবের উকীল ওকালাতের দাবী করে এবং মাতলূব অস্বীকার করে, তারপর তালিবের দুই পুত্র ওকালাতের সাক্ষ্য দেয়, তবে তা কবূল হবে না। চাই তা মুকাদ্দমার ওকালাত হোক কিংবা করয উসুলের ওকালাত অথবা নির্দিষ্ট বস্তু উসুলের ওকালাত হোক। এরপর যদি মাতলূব করযের ওকালাত স্বীকার করে, তবে তাকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, করয তাকে দিয়ে দাও। কেননা, সে নিজে স্বীকারকারী। আর যদি মুকাদ্দমার ওকালাত স্বীকার করে, তবে তা জাইয হবে না। কেননা, হয়তো উভয়ের মধ্যে আপোস হয়েছে যে, উকীল গিয়ে স্বীকার করবে যে, মুআক্কিলের কোন হক নেই। আর যদি নির্দিষ্ট মাল উসুল করার ওকালাত মাতলূব স্বীকার করে, তবে যাহির রিওয়ায়াত অনুযায়ী তা শুদ্ধ হবে না এবং তা সমর্থন করার নির্দেশ দেয়া যাবে না (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি মুসলমানের কবযায় একটি একটি ঘর থাকে, কোন যিম্মী তার উপর দাবী করে এবং যিম্মীদের সাক্ষ্য দ্বারা একজন উকীল নিয়োগ হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য ওকালাতের ক্ষেত্রে জাইয হবে না, চাই মুসলমান ওকালাত স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক (আল-মাবসূত)।

১৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কাউকে কোন এক ব্যক্তির নিকট হতে নিজের করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করলো। তারপর উকীল সাক্ষ্য দ্বারা ওকালাত প্রমাণ করতে চাইল। তারপর দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো যে, মুআক্কিল তাকে অমুক ব্যক্তি থেকে তার করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, ঐ ব্যক্তি করয উসুল এবং বিবাদ করা উভয়ের উকীল হয়ে যাবে। আর যদি সাক্ষিগণ এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, করযদাতা তাকে করয উসুল করার জন্য প্রেরণ করেছে, তবে ফকীহ্গণের মতে সে বিবাদ করার উকীল হবে না। অনুরূপ যদি তারা এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, সেই ব্যক্তি নিজের করয অমুক ব্যক্তি থেকে নেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দিয়েছে, তবু সে বিবাদ করার উকীল হবে না। অনুরূপভাবে যদি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, করযদাতা তাকে তার করয উসুল করার জন্য নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছে, তাহলেও সে বিবাদ করার উকীল হবে না। আর যদি তারা এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, মুআক্কিল তাকে বলেছে, আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তি হতে নিজের করয উসুল করার যোগ্য মনে করেছি কিংবা ক্ষমতা দান করছি কিংবা আমার জীবদ্দশায় ওসী নিয়োগ করছি, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে করয উসুল করা ও বিবাদ করা উভয়ের উকীল হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি সাক্ষীদ্বয়ের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার করয উসুল করার উকীল এবং অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে তার করয উসুল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে কিংবা তার করয উসুল করার জন্য প্রেরণ করেছে এবং মাতলূব করয স্বীকার করে, তবে সে তার নিকট হতে করয উসুল করতে পারবে, কিন্তু অস্বীকার করলে বিবাদ করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ আর যদি সাক্ষীদ্বয়ের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, তাকে কবযা করার উকীল করেছে, আর অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, তাকে তাগাদা ও তলব করার জন্য উকীল করেছে, তবে এ সাক্ষ্য জাইয হবে। আর আমাদের ইমামগণ যা ইস্তিহ্সান মনে করেছেন তদনুযায়ী সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (শরহু আদাবিল কাযী, খাস্সাফ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০. মাসআলা ঃ আর যদি সাক্ষীদ্বয়ের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তাকে সাধারণভাবে এই গোলাম বিক্রয় করার উকীল নিয়োগ করেছে। আর অপরজন সাক্ষ্য দিলো যে, সে তাকে বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করেছে। এবং বলেছে যে, আমার রায় না নিয়ে বিক্রয় করবে না। তারপর উকীল গোলাম বিক্রয় করে দিলো। এ বিক্রয় জাইয হবে। কেননা, বিক্রয়ের ওকালাতের ক্ষেত্রে দুজন সাক্ষীই একমত এবং একজন শুধু অনুমতি নেয়ার শর্ত করেছে। আর যদি তাদের একজন বলে যে, সে এই ব্যক্তিকে গোলাম বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছে এবং অপরজন বলে যে, সে এই ব্যক্তিকে এবং ঐ ব্যক্তিকে গোলাম বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করেছে, তবে উভয়ে বা একজনে তাকে বিক্রয় করতে পারবে না। আর এই বিধান নির্দিষ্ট মাল উসুল করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আর যদি বিবাদের উকীল হয়, তবে যে ব্যক্তির উপর দুজন সাক্ষীই একমত হবে সেই বিবাদ করতে পারবে। কিন্তু যখন কাযী ডিক্রি করে দিবেন, তখন এই উকীল একা উসুল করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ আর যদি সাক্ষীদ্বয়ের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, মুআক্কিল তাকে বলেছে, তুমি উকীল তা কবযা করার ক্ষেত্রে। আর অপরজন সাক্ষ্য দিল যে, তুমি তা কবযা করার ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তি। তবে কবয করার ওকালাতের নির্দেশ দেয়া যাবে। আর এই বিধান মুকাদ্দমা ও নির্দিষ্ট মাল কবযা করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর যদি দু'জনের একজন সাক্ষ্যের মধ্যে 'উকীল' বলে, আরেকজন বলে, 'ওসী', তবে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। তবে যদি এরূপ বলে যে, তুমি আমার জীবদ্দশায় ওসী, তবে তা গৃহীত হবে। আর যদি দু'জন সাক্ষীর একজন বলে যে, মুআক্কিল তাকে এই ঘরে 'খুছুমত' (মামলা) করার জন্য অমুক শহরের কাযীর নিকট বলেছে এবং উকীল নিয়োগ করেছে। আর অপর সাক্ষী অন্য এক শহরের কাযীর নাম উল্লেখ করে, তবে সে খুছুমতের উকীল হবে (আল-মাবসূত)।

২২. মাসআলা ঃ আর যদি এই বিচারক নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুই ফকীহের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। অনুরূপ যদি একজন সাক্ষী এক শহরের কাযীর নাম উল্লেখ করেন এবং অপরজন কোন ফকীহ্‌কে বিচারক বানানোর কথা বলেন, তবু তা অগৃহীত হবে। আর যদি একজন সাক্ষী বলে যে, তাকে অমুক মহিলাকে তালাক দেয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয়েছে এবং অপরজন বলে যে, তাকে এই মহিলা ও ঐ মহিলাকে তালাক দেওয়ার জন্য উকীল করা হয়েছে।

তবে প্রথম মহিলাকে তালাক দেওয়ার জন্য উকীল হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে ক্রয়-বিক্রয়, মুকাতাব করা এবং আযাদ করার ক্ষেত্রেও এই বিধান কার্যকর হবে। আর যদি একজনে বলে যে, তাকে কবযা করার জন্য উকীল করেছে এবং অপরজন বলে যে, তাকে কবযা করার উপর ক্ষমতা দান করা হয়েছে, তবে এদুয়ের মর্ম একই হবে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ উভয় সাক্ষী উকীল করার সাক্ষ্য দিলো। তারপর একজন সাক্ষী বললো যে, মুআক্কিল তাকে বরখাস্ত করেছে, তবে তাতে ওকালাত প্রমাণ হবে, বরখাস্ত প্রমাণ হবে না (আল-মাবসূত)। আর যদি উভয় সাক্ষী কোন ব্যক্তির ওকালাতের সাক্ষ্য দেয় এবং নির্দেশ হয়ে যায়। তারপর উভয় সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে ওকালাতের নির্দেশ বাতিল হবে না এবং সাক্ষীদ্বয় জামিন হবে না (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে সাক্ষ্যের দ্বারা নিজের করযের তাগাদার উকীল নিয়োগ করে, তারপর সে অদৃশ্য হয়ে যায়, তারপর তালিব বা অদৃশ্য ব্যক্তির দুই পুত্র সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের পিতা তাকে ওকালাত থেকে বরখাস্ত করেছে এবং মাতলূব তাদের সাক্ষ্য দাবী করে, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে। আর যদি মাতলূব তাদের সাক্ষ্য দাবী না করে, তবে জোরপূর্বক মাল উকীলকে দেওয়ানো যাবে। আর এক্ষেত্রে দু'জন অপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষ্যেরও একই বিধান।

তারপর মাল দিয়ে দেওয়ার পর যদি তালিব এসে বলে যে, আমি তাকে ওকালাত হতে বরখাস্ত করে দিয়েছিলাম, অতএব আমি মাতলূব থেকে যেমান নিবো। তবে যদি উভয় সাক্ষী তালিবের দুই পুত্র হয়, তাহলে তার যেমন নেয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। কেননা, এখন তাদের সাক্ষ্য হবে তাদের পিতার করয মাতলূবের উপর অবশিষ্ট থাকার জন্য। আর যদি সাক্ষীদ্বয় আজনবী বা অপরিচিত হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য দ্বারা বরখাস্ত হওয়া প্রমাণিত হবে এবং তালিবের ইখতিয়ার থাকবে মাতলূব থেকে তার মাল নিয়ে নেয়ার (আল-মাবসূত)।

২৫. মাসআলা ঃ আর যদি তালিবের উভয় পুত্র তাদের পিতার আগমনের পূর্বে এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের পিতা প্রথম উকীলকে বরখাস্ত করে একে উকীল নিয়োগ করেছে, তারপর মাতলূব যদি তা অস্বীকার করে, তবে এই সাক্ষ্য প্রথম উকীল বরখাস্ত হওয়া ও দ্বিতীয় উকীল নিযুক্ত হওয়া কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং প্রথম উকীলই বহাল থাকবে এবং নির্দেশ হবে যে, মাল তাকে দিয়ে দাও। আর যদি মাতলূব স্বীকার করে, তবে তাদের পিতার বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য দ্বারা বরখাস্ত হওয়া প্রমাণিত হবে এবং মাতলূবের স্বীকার করার দরুন দ্বিতীয় উকীলকে মাল দিয়ে দিবে (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি কোন উকীল এরূপ দাবী করে যে, এই ব্যক্তির কবযায় যে ঘর আছে, তা আমার মুআক্কিলের এবং কবযাকারী দাবী ও ওকালাত উভয়টি অস্বীকার করে, তারপর কবযাকারীর দুই পুত্র সাক্ষ্য দেয় যে, মুআক্কিল ঐ ব্যক্তিকে খুছুমতের জন্য উকীল করেছে, তবে এ সাক্ষ্য জাইয হবে। কেননা, সাক্ষীদ্বয় তাদের পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে (আল-মাবসূত)।

২৭. মাসআলা ঃ আর যদি উকীলের দুই পুত্র এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, তালিব বা মুআক্কিল তাদের পিতাকে বরখাস্ত করেছে এবং ঐ ব্যক্তিকে কবযার উকীল নিয়োগ করেছে, তবে তাও জাইয হবে। আর যদি এই সাক্ষীদ্বয় দ্বিতীয় উকীলের পুত্র হয়, তবে তাদের পিতার ওকালাতের ক্ষেত্রে তাদের এই সাক্ষ্য কবূল হবে না এবং প্রথম উকীলের বরখাস্ত হওয়ার ব্যাপারে কবূল হবে (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ আর যদি তালিব একজন যিম্মী হয় এবং মুসলমান এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, ঐ ব্যক্তি এই মুসলমানকে অমুক ব্যক্তির নিকট হতে নিজের করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছে এবং মাতলূব তা স্বীকার করে। আর দুই যিম্মী এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, মুআক্কিল ঐ উকীলকে বরখাস্ত করে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করেছে, তবে এই সাক্ষ্য প্রথম মুসলমান উকীলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি প্রথম উকীল যিম্মী হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)। আর আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করা

১. মাসআলা ঃ ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগের মূলনীতি হচ্ছে, মুআক্কিল যে বস্তু উকীলকে ক্রয় করতে বলবে তা যদি এরূপ অজ্ঞাত থাকে যে, উকীলের পক্ষে মুআক্কিলের কথা হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে উকীল নিয়োগ করা শুদ্ধ হবে না, আর হুবহু অনুসরণ সম্ভব হলে শুদ্ধ হবে (আত-তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ এই জাহালাত বা অজ্ঞতা তিন ধরনের হয়ে থাকে। একটি অজ্ঞতা চরম স্তরের। আর তা হচ্ছে জাতি বা শ্রেণীগত অজ্ঞতা। যেমন কাপড়, চতুষ্পদ জন্তু ও গোলাম ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা। এ ওকালাত শুদ্ধ নয়। যদিও মূল্য বলে দেয়া হোক। দ্বিতীয়, সামান্য স্তরের অজ্ঞতা। আর তা হচ্ছে প্রকারের অজ্ঞতা। যেমন গাধা কিংবা খচ্চর কিংবা ঘোড়া, কিংবা হরবী বা মারবী কাপড় ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করা। এ ওকালাত শুদ্ধ। যদিও মূল্য বলে দেয়া না হোক। তৃতীয় অজ্ঞতা মধ্যম ধরনের। অর্থাৎ জাতি বা প্রকারের মাঝামাঝি অজ্ঞতা। যেমন, গোলাম কিংবা দাসী কিংবা ঘর ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা। যদি মূল্য বা প্রকার বর্ণনা করা হয়, তবে শুদ্ধ এবং তা প্রকারগত অজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি মূল্য বা প্রকার বর্ণনা করা না হয়, তবে শুদ্ধ নয় এবং তা জাতিগত অজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হবে (আল-কিফায়া)।

৩. মাসআলা ঃ যদি হরবী কাপড় কিংবা ঘোড়া কিংবা খচ্চর ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে শুদ্ধ হবে। চাই মূল্য বলে দিক কিংবা না দিক। যদি গোলাম ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা হয় তা জাইয হবে। যদি মূল্য বর্ণনা করা হয়। আর যদি মূল্য বর্ণনা করা না হয়, ভবে জাইয হবে না। যদি কাপড় কিংবা চতুষ্পদ জন্তু ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা হয়, তা শুদ্ধ হবে না। যদিও মূল্য বর্ণনা করা হোক। আর এগুলো তখন হবে যখন সাধারণভাবে ওকালাত না বুঝা যায়। সুতরাং যদি কেউ উকীলকে বলে যে, তোমার পসন্দ মতো আমার জন্য খরিদ করবে, তবে ওকালাত জাইয হবে (আত-তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে যদি কেউ তার উকীলকে বলে যে, আমার জন্য এক হাজার দিরহামের কাপড় কিংবা চতুষ্পদ জন্তু কিংবা অন্য কোন বস্তু কিংবা যা তোমার ইচ্ছা হয় কিংবা যা তোমার পসন্দ হয়, কিংবা যা তোমার সামনে পড়ে কিংবা যা পাওয়া যায় কিংবা যা জোটে তাই আমার জন্য খরিদ করে আনো, তবে তা শুদ্ধ হবে। অনুরূপ যদি বলে যে, আমার জন্য খরিদ করো কিন্তু এক হাজার দিরহামের কথা যুক্ত করলো না। কিংবা বিক্রয় করে দাও কিংবা তোমার মাল থেকে এক হাজার দিরহাম পণ্য করে দাও, তবে ওকালাত শুদ্ধ হবে। কেননা, এমতাবস্থায় উকীলকে পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা সমর্পণ করা হয়েছে (আল-কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ অনুরূপ যদি বলে যে, যে কাপড় তোমার মনে চায়, কিংবা যে চতুষ্পদ জন্তু তোমার মনে চায় কিংবা যে কাপড় ও চতুষ্পদ জন্তু তুমি পাও আমার জন্য খরিদ করো, তবে তা শুদ্ধ হবে (আল-বাদাঈ)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার জন্য কাপড়সমূহ খরিদ করে আনো, তবে তা শুদ্ধ হবে না। কেননা, 'কাপড়সমূহ' শব্দটি বহুবচন এবং বহুবচনের মধ্যে জাহালাত ও অজ্ঞতা অতি বেশী (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে যে, আমার জন্য একটি ঘর খরিদ করো, তবে তার মূল্য বলে না দিলে ওকালাত শুদ্ধ হবে না। আর মূল্য বলে দেয়ার পর ঐ শহরের ঘর বুঝাবে, যেখানে তারা উভয়ে বসবাস করে। কেউ কেউ বলেন যে, মূল্য বলার পরও কোন্ মহল্লায় ঘর কিনবে তা বলে দিতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ আর কেউ যদি বলে যে, আমার জন্য কূফা শহরে এক হাজার দিরহাম মূল্যে একটি ঘর ক্রয় করো, তবে সর্বসম্মতভাবে তা শুদ্ধ হবে। আর যদি বলে যে, কূফা শহরের অমুক জায়গায় যা অমুক অমুক জায়গার নিকটবর্তী, সেখানে আমার জন্য একটি ঘর ক্রয় করো, তবে তা জাইয হবে। চাই মূল্য উল্লেখ করুক বা না করুক। কেউ যদি বলখ শহরে ঘর ক্রয় করতে বলে এবং উকীল বলখ শহরের বাইরে ঘর ক্রয় করে, তবে মুআক্কিল যদি শহরের অধিবাসী হয়, তবে জাইয হবে না। আর যদি সে গ্রামের অধিবাসী হয়, তবে জাইয হবে (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার জন্য সিরিয়ায় এক হাজার দিরহামে একটি ঘর ক্রয় করো, তবে এটা ফাসিদ হবে। কেননা, এটা ব্যবধান (আল-মুহীত)।

আর যদি কেউ বলে যে, আমার জন্য একটি মোতির দানা কিংবা লাল ইয়াকূতের একটি নগীনা ক্রয় করো আর মূল্য না বলে, তবে তা জাইয হবে না। যদি সে তা ক্রয় করে, তবে তা উকীলের হবে মুআক্কিলের হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১০. মাসআলা ঃ যদি গম বা অন্য বস্তু ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং পরিমাণ ও মূল্যের কথা উল্লেখ না করে, তবে তা শুদ্ধ হবে না। আর যদি পরিচিত ও নির্দিষ্ট কোন পাত্রের কথা উল্লেখ করে, তবে শুদ্ধ হবে (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

১১. মাসআলা ঃ বাজার দরের সমমূল্যে এবং যে পরিমাণ অতিরিক্ত মূল্য সাধারণত মানুষ সহ্য করে নেয় সেই পরিমাণ অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করা উকীলের জন্য জাইয আছে। ইমাম খাহারযাদা বলেন, এ বিধান ঐ সব বস্তুর মধ্যে প্রযোজ্য, যার মূল্য শহরবাসীদের মধ্যে জ্ঞাত নয়। আর যে সব বস্তুর মূল্য শহরবাসীদের পরিজ্ঞাত যেমন রুটি, গোশত প্রভৃতি, তা অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করলে তা মুআক্কিলের দায়িত্বে বর্তাবে না। সে অতিরিক্ততা কম হোক বা বেশী (আল-জাওহারাতুন নাইয়ারাহ)।

১২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার জন্য একটি হাবশী বা হিন্দুস্তানী দাসী বা একটি ধাত্রী ক্রয় করো এবং তার মূল্য উল্লেখ না করে, তবে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দাসী ক্রয় করলে তা জাইয হবে। যদি প্রচলিত বাজার দরে ক্রয় করা হয় (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমার জন্য এই এই জিন্‌সের একটি দাসী ক্রয় করো এবং মূল্য উল্লেখ না করে, তবে এই জিন্‌সের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ক্রয় করলে তা জাইয হবে। সুতরাং কেউ যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে ক্রয় করে নিয়ে আসে, তবে তা মুআক্কিলের দায়িত্বে লাযিম হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি বলে যে, আমার জন্য একটি কূফী রেশমী কাপড় ক্রয় করো এবং মূল্য উল্লেখ না করে, তবে জাইয হবে। অনুরূপ যদি বলে যে, আমার জন্য একটি একশত দিরহামের রেশমী কাপড় ক্রয় করো এবং জিন্স বা শ্রেণী উল্লেখ না করে, তবে তা জাইয হবে (আয-যখীরা)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কোন গ্রাম্য ব্যক্তি কাউকে বলে যে, আমার জন্য একটি হাবশী দাসী ক্রয় করো এবং সে তার মূল্য উল্লেখ না করে, তবে সে যদি ঐ পরিমাণ মূল্য দ্বারা দাসী ক্রয় করে যে পরিমাণ মূল্য দ্বারা গ্রামবাসিগণ সাধারণত দাসী ক্রয় করে থাকে, তবে তা জাইয হবে। আর যদি এরূপ অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করে, যে পরিমাণ অধিক মূল্যে সচরাচর গ্রামের লোকেরা দাসী ক্রয় করে না। তবে তা জাইয হবে না (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি একজন দালালকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বলে যে, আমার জন্য এর দ্বারা অমুক বস্তু কিনে দাও, তবে যদি ঐ দালাল সেই বস্তু কেনার ব্যাপারে মশহুর থাকে, তবে ওকালাত শুদ্ধ হবে, অন্যথায় ফাসিদ হবে (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

১৬. মাসআলা ঃ ক্রয় করার উকীল নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোন বিষয়ের বাধ্যবাধকতা থাকে তবে ইজমা অনুযায়ী তার খেয়াল রাখতে হবে, যে বাধ্যবাধকতা ক্রেতার ক্ষেত্রে হোক বা মূল্যের ক্ষেত্রে হোক। এমনকি যদি উকীল ঐ বাধ্যবাধকতার বিপরীত করে, তবে ঐ বস্তুর ক্রয় তার যিম্মায় বর্তাবে। কিন্তু যদি ঐ বাধ্যবাধকতার বিপরীত করায় মুআক্কিলের মঙ্গল হয়, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় যাবে। আর যদি বলে যে, আমার জন্য এমন একটি দাসী ক্রয় করো, যার সাথে আমি সহবাস করবো, কিংবা উম্মু ওয়ালাদ বানাবো, তারপর সে একটি মাজুসী দাসী কিংবা মুআক্কিলের দুধ বোন কিংবা মুরতাদ দাসী খরিদ করলো, তবে এ ক্রয় মুআক্কিলের উপর জারী হবে না, উকীলের উপর জারী হবে (আল-বাদাঈ)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার জন্য এত দামে একটি দাসী ক্রয় করো, আমি তার সাথে সহবাস করবো। তারপর উকীল মুআক্কিলের স্ত্রীর ভগ্নি কিংবা ফুফু কিংবা রেযাঈ বা নসবী খালা ক্রয় করলো, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় বর্তাবে না উকীলের যিম্মায় বর্তাবে। অনুরূপ যদি সধবা দাসী কিংবা বাইন তালাক কিংবা রাজঈ তালাক কিংবা মৃত স্বামীর ইদ্দত পালনরত দাসী খরিদ করে, তাহলেও মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি এমন দাসী খরিদ করে যার যোনির সংকীর্ণতার রোগ আছে এবং তা যদি উকীল না জেনে থাকে, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম থাকবে; কিন্তু সে ফেরত দিতে পারবে। আর যদি উকীল জ্ঞাত থাকে, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না। অনুরূপ যদি উকীল জ্ঞাত না থাকে এবং দাসীকে প্রত্যেকে আয়েব হতে মুক্ত বলে প্রকাশ করে, তাহলেও মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমাকে একটি দাসী কিনে দাও, আমি তার সাথে সহবাস করবো। তারপর উকীল এমন একটি নাবালেগ দাসী ক্রয় করলো যে সহবাস করার যোগ্য নয়, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না (আয-যখীরা)।

২০. মাসআলা ঃ যদি ইয়াহূদী বা নাসারা দাসী ক্রয় করে দেয়, তাহলে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। সাবিয়া (ধর্মান্তরিতা) দাসী ক্রয় করলেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াস অনুযায়ী মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি এরূপ দাসীর ভগ্নীকে ক্রয় করে যে,

মুআক্কিলের নিকট আছে এবং মুআক্কিল তার সাথে সহবাস করেছে, তাহলেও মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ আর কেউ যদি বলে যে, আমাকে দুটি দাসী ক্রয় করে দাও, আমি তাদের সাথে সহবাস করবো। এরপর উকীল একই আকদে দুই সহোদরা ভগ্নীকে ক্রয় করলো কিংবা একজন দাসী এবং অন্যজন তার ফুফু কিংবা বিয়াঈ বা নসবী খালা একই আকদে ক্রয় করলো, তবে আমাদের মতে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না। আর যদি দুই আকদে ক্রয় করে, তবে ফকীহ্দের মতে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আল-মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি এরূপ উকীল তার জন্য একটি দাসী ও তার কন্যা ক্রয় করে, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। কেননা, সে একজনের সাথে বর্তমানে সহবাস করতে সমর্থ এবং দ্বিতীয়জন তার জন্য ঐ সহবাসের পর হারাম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে যে, আমাকে একটি দাসী ক্রয় করে দাও, যে আমার খিদমত করবে, কিংবা খিদমত বা রুটি পাকানোর জন্য ক্রয় করো। কিংবা কোন গোলাম খিদমতের জন্য বা অন্য কাজের জন্য ক্রয় করে দাও। তারপর অন্ধ কিংবা উভয় হাত বা উভয় পা কর্তিত দাসী ক্রয় করলো, তবে ইজমা মতে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি তাকে সওয়ার হওয়ার উদ্দেশ্যে একটি চতুষ্পদ জন্তু ক্রয় করে দেয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তারপর উকীল একটি বাচ্চা কিংবা অন্ধ কিংবা কর্তিত হাত জন্তু ক্রয় করলো, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

২৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করলো এবং বললো, আমাকে এমন একটি দাসী ক্রয় করে দাও যেটিকে আমি আমার যিহারের কাফ্ফারাস্বরূপ আযাদ করে দিবো। তারপর উকীল অন্ধ কিংবা দুই হাত কাটা কিংবা দুই পা কাটা দাসী ক্রয় করে দিলো এবং সে তা জানে না, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় তা লাযিম হবে, কিন্তু ফেরত দেওয়ার তার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি উকীল তা জেনে-বুঝে ক্রয় করে থাকে, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় তা লাযিম হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা ঃ মুআক্কিল যদি উকীলকে বলে যে, আমার জন্য একটি তুর্কী দাসী ক্রয় করে দাও। কিন্তু উকীল একটি হাবসী দাসী ক্রয় করলো তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না, উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে (আল-বাদাঈ)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো, আমার জন্য এই পরিমাণ কাপড় কিনে দাও, যা দ্বারা আমি জামা বানাবো। তারপর সে এই পরিমাণ কাপড় কিনে দিলো, যা দ্বারা জামা বানানো যায় না, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় তা লাযিম হবে না (আয-যখীরা)।

২৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং বলে যে, ক্রয় করাকালে আমার জন্য খিয়ারের শর্ত করে নিবে; এখন উকীল যদি শর্ত ব্যতীত ক্রয় করে, তবে এই ক্রয় উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে (আল-বাদাঈ)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমার জন্য হাজার দিরহামে একটি দাসী ক্রয় করো, কিংবা আমার মাল থেকে হাজার দিরহামে একটি দাসী ক্রয় করো, কিংবা নিজের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মালের দিকে ইশারা করে বললো যে, এই হাজার দিরহাম দ্বারা ক্রয় করো, তবে এটা উকীল নিয়োগ হবে। এমনকি আদিষ্ট ব্যক্তি যদি ক্রয় করে, তবে তা মুআক্কিলের জন্য ক্রয় করা হবে এবং তার যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, হাজার দিরহামে দাসী ক্রয় করো, কিংবা এই দাসী হাজার দিরহামে ক্রয় করো।

তবে এটা উকীল নিয়োগ হবে না। যদি ক্রয় করে, তবে তারই যিম্মায় লাযিম হবে, আদেশকারীর যিম্মায় লাযিম হবে না। যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমার জন্য একটি দাসী ক্রয় করো এই হাজার দিরহাম দ্বারা এবং ইশারা করে দীনারের দিকে, তবে এটা দীনার দ্বারা ক্রয় করার ওকালাত হবে। এমনকি সে যদি দিরহাম দ্বারা ক্রয় করে, তবে তা তার নিজের জন্য ক্রয় করা হবে এবং তার নিজের যিম্মায় লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৯. মাসআলা ঃ উকীল যদি জিন্‌স বা শ্রেণীর দিক থেকে ভিন্নতা করে, তবে তা মুআক্কিলের উপর জারী হবে না। যদিও কৃত কাজ আদিষ্ট কাজ অপেক্ষা অধিক লাভজনক হয়। যেমন মুআক্কিল তার গোলাম হাজার দিরহামে বিক্রয় করার জন্য নির্দেশ দিলো এবং উকীল তা হাজার দীনারে বিক্রয় করলো। আর এই ভিন্নতা যদি গুণ বা পরিমাণে হয় এবং তা মুআক্কিলের জন্য অধিক লাভজনক হয়, তবে তা মুআক্কিলের উপর জারী হবে। যেমন মুআক্কিল তার গোলাম এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করতে বলেছে এবং উকীল তা দেড় হাজার দিরহামে বিক্রয় করলো। আর যদি তা মুআক্কিলের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে তা মুআক্কিলের উপর জারী হবে না। যেমন, মুআক্কিল তা হাজার দিরহামে বিক্রয় করতে বলেছে, কিন্তু উকীল তা বিক্রয় করেছে নয়শত দিরহামে (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার জন্য হাজার দিরহামে একটি দাসী ক্রয় করো; কিন্তু সে হাজার দিরহামের বেশী দিয়ে দাসী ক্রয় করলো, তবে তা উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে- মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না। আর যদি বলে যে, আমার জন্য এক হাজার দিরহাম কিংবা একশত দীনারে একটি দাসী ক্রয় করো, এবং সে দিরহাম দীনার ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করে। তবে তা ইজমা অনুযায়ী মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না। আর যদি হাজার দিরহাম বাকিতে বা ধারে ক্রয় করতে বলে এবং উকীল হাজার দিরহাম নগদ মূল্যে ক্রয় করে, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি হাজার দিরহাম নগদ মূল্যে ক্রয় করতে বলে এবং উকীল হাজার দিরহাম বাকিতে ক্রয় করে, তবে উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে (আল-বাদাঈ)।

৩১. মাসআলা ঃ আর যদি হাজার দিরহাম মূল্যে একটি দাসী ক্রয় করতে বলে এবং উকীল আটশত দিরহাম মূল্যে তা ক্রয় করে এবং এই ধরনের দাসী হাজার দিরহাম মূল্যেও ক্রয়-বিক্রয় হয়, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে (আল-ইয়ানাবী')।

যদি কোন বিশেষ দাসী একশত দীনার দ্বারা ক্রয় করতে বলে এবং উকীল এই পরিমাণ দিরহাম দ্বারা ক্রয় করে, যার মূল্য একশত দীনার হয়, তবে মাশহূর রিওয়ায়ত অনুসারে সকলের মতে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না এবং হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে (আল-হাবী)।

৩২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাউকে অমুকের গোলাম ক্রয় করতে বললো, তারপর ঐ গোলামের হাত কেটে ফেলা হলো। তারপর উকীল তাকে ক্রয় করলো। তবে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা ঃ যদি একটি দাসী ক্রয় করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করা হয় এবং জিন্‌স (শ্রেণী) ও মূল্য বলে দেয়া হয়, তারপর সে অন্ধ বা উভয় হাত কর্তিত বা উভয় পা কর্তিত বা ল্যাংড়া-লুলা দাসী কিংবা উন্মাদিনী দাসী ক্রয় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয এবং সাহিবাইন (র)-এর মতে নাজাইয হবে। আর যদি এক চক্ষু বিশিষ্টা কিংবা এক হাত বা এক পা কর্তিত দাসী ক্রয় করে, তবে সর্বসম্মতভাবে জাইয হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৪. মাসআলা ঃ আর যদি বিপরীত দিকের এক হাত ও এক পা কর্তিত দাসী ক্রয় করে, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে (আল-বাদাঈ)।

৩৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, আমার জন্য একটি গোলাম ক্রয় করে দাও, তবে অন্ধ কিংবা দুই হাত কর্তিত কিংবা দুই পা কর্তিত গোলাম ক্রয় করা ইজমা (সর্বসম্মতি) অনুসারে জাইয হবে না। আর যদি এক চক্ষু বিশিষ্ট কিংবা এক পা কর্তিত গোলাম ক্রয় করে, তবে তা ইজমা অনুসারে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৩৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ দাসী ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং মূল্য ও শ্রেণী বলে দেয়, আর উকীল মুআক্কিলের মাহরাম কোন দাসী ক্রয় করে কিংবা এমন দাসী ক্রয় করে যার সম্পর্কে মুআক্কিল কসম করেছে যে, যদি সে তার মালিক হয়, তবে সে আযাদ। তবে এই ক্রয় শুদ্ধ হবে এবং ঐ দাসী আযাদ হয়ে যাবে (আয-যখীরা)।

৩৭. মাসআলা ঃ আর কেউ যদি কাউকে কোন যুবতী নারীকে বিক্রয় বা ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে বৃদ্ধা হয়ে যায়, তারপর তাকে বিক্রয় করে কিংবা ক্রয় করে, তবে তা জাইয হবে। অনুরূপ যদি গরু-ছাগলের বাচ্চা বড় হয়ে যায়, তারও একই বিধান (আয-যখীরা ও আল-মুহীত; অনুচ্ছেদ ঃ আল-আযাল)।

৩৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমার জন্য এক হাজার দিরহাম দ্বারা একটি খাদিম ক্রয় করো, তাহলে এই নির্দেশে গোলাম ও দাসী উভয়ই শামিল হবে (আয-যখীরা)।

৩৯. মাসআলা ঃ আর কেউ যদি কাউকে তার জন্য এক দিরহামের গোশত ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তারপর উকীল ভেড়া বা গাভী কিংবা উট যে কোন পশুর গোশত ক্রয় করুক, তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি ভুঁড়ি প্লীহা বা যকৃত বা মাথা বা পা বা শুটকি গোশত কিংবা পাখির গোশত কিংবা বন্য জন্তুর গোশত, কিংবা জীবিত বকরী বা যবাহকৃত অপরিষ্কৃত বকরী ক্রয় করে, তবে মুআক্কিলের যিম্মা লাযিম হবে না। কিন্তু যদি মূল্য কম দিয়ে থাকে, তবে লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে এক দিরহামের গোশত ক্রয় করে দেয়ার জন্য বলে, তারপর সে পেট বা চাকতির চর্বি ক্রয় করে, কিংবা চাকতির গোশত ক্রয় করার জন্য বলে এবং সে চর্বি ক্রয় করে, কিংবা চর্বি ক্রয় করতে বলে এবং সে চাকতির গোশত ক্রয় করে, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৪১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে গোশত ক্রয় করে দেয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল ভুনা বা পাকানো গোশত ক্রয় করে, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় তা লাযিম হবে না। কিন্তু পথিমধ্যে মুসাফিরী অবস্থায় এরূপ নির্দেশ দিলে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি কেউ কাউকে এক দিরহাম মূল্যের মাছ ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তা বড় তাজা মাছ ক্রয় বুঝাবে, ছোট মাছ নয়। আর যদি কেউ কাউকে মাথা ক্রয় করে দেয়ার জন্য বলে, তবে তাতে ছাগলের মাথা বুঝাবে। গরু, উট প্রভৃতির মাথা বুঝাবে না। আর ভুনা মাথা বুঝাবে–কাটা মাথা বুঝাবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪২. মাসআলা ঃ আর ডিম ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করলে নিছক মুরগীর ডিমকে বুঝাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৩. মাসআলা ঃ আর যদি কাউকে দুধ ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা হয়, তবে শহরে সাধারণত যেই দুধ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন আছে, যেমন বকরী, গাভীর ইত্যাদির দুধ বুঝাবে। অনুরূপ ঘি; অর্থাৎ বাজারে যদি বকরী ও গাভীর দুধের ঘি-এর সমান প্রচলন থাকে, তবে দুটিই বুঝাবে (আল-হাবী)।

৪৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে তেল ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে যে তেল বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয় তার সবগুলোকে বুঝাবে। অনুরূপ যদি ফল ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়, এরূপ সব ফলকে বুঝাবে (আয-যখীরা)।

৪৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে কিছু দিরহাম দিয়ে তার জন্য খাদ্য বস্তু ক্রয় করে আনতে বলে, তবে কিতাবে উল্লেখ আছে গম ও তার আটা বুঝাবে।

৪৬. মাসআলা ঃ আশ্-শায়খ আল-ইমাম খাহারযাদা বলেন যে, যদি দিরহামের পরিমাণ এরূপ বেশী হয় যে, তা দ্বারা কেবলমাত্র গম ক্রয় করা যায়, তবে এ ক্ষেত্রে আটা ও রুটি ক্রয় করা যাবে না। আর যদি দিরহামের পরিমাণ এরূপ কম হয় যে, তা দ্বারা আটা ও গম ক্রয় করা যায় না, তবে খাদ্য বস্তু দ্বারা শুধু রুটি বুঝাবে। আর যদি দিরহামের পরিমাণ কম ও বেশীর মাঝামাঝি হয়, তবে গম ও আটার অর্থ গ্রহণ করা হবে–রুটির অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। ফকীহ্গণ বলেন, এটাই তাদের 'ফরফ বা লোক প্রচলনের অনুরূপ। কিন্তু আমাদের উরফে খাদ্য বস্তু দ্বারা পাকানো বস্তু, যেমন পাকানো গোশত, ভুনা গোশত এবং যা রুটির সাথে খাওয়া হয় বা এককভাবে খাওয়া হয়, তাকে বুঝায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

সদরুশ্-শাহীদ বলেন, এর উপরই ফাতওয়া।

৪৭. মাসআলা ঃ আর কেউ যদি কাউকে দিরহাম না দিয়ে বলে যে, আমার জন্য খাদ্য বস্তু ক্রয় করো, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না। কেননা, সে 'পরিমাপিত' বস্তু ক্রয় করতে বললেও পরিমাণ উল্লেখ করেনি (আত-তাবয়ীন)।

৪৮. মাসআলা ঃ ভেড়া ক্রয়ের উকীল যদি ভেড়ী ক্রয় করে, তবে মুআক্কিল তার মালিক হবে না। অনুরূপ যদি বড় ছাগল ছানা ক্রয় করতে বলে এবং ছোট ছাগল ছানা ক্রয় করে, তবে তাও মুআক্কিলের হবে না (আল-বাদাঈ)।

৪৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে তার জন্য ঘোড়া বা চাট্টু ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং মূল্য বলে দেয়, তারপর উকীল ঘোড়ী বা মাদী টাট্টু ক্রয় করে, তবে তা শহুরে মুআক্কিলের উপর জারী হবে না, তবে গ্রাম্য মুআক্কিল, যে ঘোড়া ও ঘোড়ী উভয় শ্রেণীই প্রতিপালন করে তার উপর জারী হবে। আর খচ্চর ক্রয়ের নির্দেশের ক্ষেত্রে নর বা মাদী খচ্চর যাই ক্রয় করুক না কেন শহুরে ও গ্রামীণ উভয় মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। অবশ্য মুআক্কিল যদি নর খচ্চর অথবা মাদী খচ্চরের কথা উল্লেখ করে দেয় এবং উকীল তার বিপরীত করে, তবে অবশ্যই তা নাজাইয হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৫০. মাসআলা ঃ বাকার শব্দটি এবং আল-জামি' এর রিওয়ায়াত অনুসারে বাকারাহ শব্দটি বলদ ও গাভী উভয়ই বুঝাবে। আর এটাই সহীহ্ বা বিশুদ্ধ। দাজাজ মোরগ ও মুরগী উভয়কেই সামিল করবে এবং দাজাজাহ শুধু মুরগীকে বলা যাবে। আর বাঈর কেবলমাত্র উটের উপর এবং নাকাহ কেবলমাত্র উটনীর উপর প্রযোজ্য হবে। আর বাকার এর ওকালাত জামূস অর্থাৎ মহিষের উপর প্রযোজ্য হবে না, যদিও মহিষ গরু জাতীয় প্রাণী (আল-বাদাঈ)।

৫১. মাসআলা ঃ আর যদি কোন কৃষাণ অন্য কাউকে একটি গাধা ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল শহুরে গাধা ক্রয় করে যা আরোহণের উপযোগী কাজের উপযোগী নয়, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না। আর যদি মূল্য বলে দেয় এবং উকীল ঐ মূল্যে গাধা ক্রয় করে এবং তার মূল্য বাজার মূল্য বা তারচেয়ে কম বা এরূপ বেশী হয় যে মানুষ তাতে তেমন ক্ষতি মনে করে না, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় হবে। আর যদি মূল্য এত বেশী হয় যে, মানুষ তাকে ক্ষতি মনে করে, তবে তার যিম্মা উকীলের উপর লাযিম হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৫২. মাসআলা ঃ আর কেউ যদি কাউকে কুরবানীর জন্তু ক্রয় করে দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তার নির্দিষ্ট সময় কুরবানীর তিন দিন মনে করা যাবে। অর্থাৎ ঐ তিন দিনের মধ্যে জন্তু ক্রয় করলেও মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি ঐ তিন দিনের পর ক্রয় করা হয়, তবে তা উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি কেউ উকীলকে কয়লা বা বরফ ক্রয় করার নির্দেশ দেয়, তবে তা ক্রয়ের সময় ঐ বছরেরই মওসূমকে বুঝাবে। অর্থাৎ বরফ ক্রয়ের সময় ঐ বছরের গরমের দিনগুলো পর্যন্ত থাকবে। যদি পরবর্তী বছরের মওসূমে ক্রয় করে, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি কেউ উকীলকে কুরবানীর জন্য কালো বর্ণের গাভী ক্রয় করতে বলে এবং সে সাদা বা লাল বর্ণের গাভী ক্রয় করে, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে।

আর যদি কেউ উকীলকে গাভী ক্রয় করতে বলে এবং সে বলদ ক্রয় করে। তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না। বকরী ক্রয়ের ক্ষেত্রেও এই একই বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি বাকর বলে এবং বাকারাহ না বলে, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি কুরবানীর উদ্দেশ্যে শিং বিশিষ্ট ভেড়া ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে শিং বিহীন ভেড়া ক্রয় করে। তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

৫৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি কাউকে দশটি দিরহাম দিয়ে বলে যে, এর দ্বারা বপন করার জন্য গম কিনে দিবে এবং তাকে বপন করার মজুরী হিসাবে কিছু দিরহাম দিয়ে দেয়। তারপর উকীল গম ক্রয় করে; ফকীহগণ বলেন, যদি ঐ ব্যক্তি গম বপনের মৌসুমে গম ক্রয় করে এবং সে তা অসময়ে বপন করে, তবে এ ক্রয় মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে এবং উকীলের যিম্মায় ঐ পরিমাণ গম লাযিম হবে। আর যদি উকীল অসময় গম ক্রয় করে, তবে সে তা নিজের জন্য ক্রয় করল এবং মুআক্কিলের দিরহাম তাকে ফেরত দিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে নিজের জন্য একটি গাধা ক্রয় করতে বলে, তবে এই আদেশ দ্বারা আদেশদাতার আরোহণযোগ্য গাধা বুঝাবে, সুতরাং আদেশদাতা কাযী হলে কানা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ও লেজ কাটা কোন গাধা ক্রয় করে দিলে তা জাইয হবে না। আর আদেশদাতা যদি কৃষাণ হলে জাইয হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

৫৫. মাসআলা ঃ যদি হাবশী গোলাম খরিদ করার জন্য কোন ব্যক্তি উকীল নিয়োগ করে এবং সে গোলামের মূল্য নিজের কাজে খরচ করে। তারপর নিজের পক্ষ থেকে গোলাম খরিদ করে দেয়। তবে গোলাম উকীলের হবে, মুআক্কিলের হবে না। আর এটা পসন্দনীয় মত। আর যদি গোলাম খরিদ করে মুআক্কিলকে দিয়ে দেয়। তারপর মুআক্কিলের দেওয়া দিরহাম নিজের কাজে খরচ করে এবং বিক্রেতাকে অন্য দিরহাম পরিশোধ করে। তবে তা জাইয হবে (আল-খুলাসা, অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের উকীল নিয়োগ (কোন কোন সংকলন)।

৫৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে একটি নির্দিষ্ট গৃহ ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে ঐ গৃহের অর্ধেক ক্রয় করে। তারপর অবশিষ্ট অর্ধেক মুআক্কিল নিজে ক্রয় করে। তবে উকীলের ক্রয়কৃত অর্ধেক গৃহ মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না।

আর যদি মুআক্কিল প্রথমে অর্ধেক গৃহ ক্রয় করে, তারপর অবশিষ্ট অর্ধেক উকীল ক্রয় করে দেয়, তবে তা জাইয হবে। তারপর যদি মুআক্কিল প্রথমে যেই অর্ধেক ক্রয় করেছে তার হকদার তা নিয়ে যায়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে উকীলের ক্রয়কৃত অর্ধেক তাকে ফেরত দিয়ে দেওয়ার। কেননা, উকীলের ক্রয় মুআক্কিলের ক্রয়েরই সমতুল্য।

আর যদি মুআক্কিল সমগ্র গৃহটি ক্রয় করে, তারপর তার অর্ধেকের হকদার তার হক দাবী করে নিয়ে যায়, তবে অবশিষ্ট অর্ধেক সে ফেরত দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৭. মাসআলা ঃ কোন নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয়ের উকীল যদি তার অর্ধেক ক্রয় করে, তবে ঐ ক্রয় স্থগিত থাকবে আর খুছূমতের (অভিযোগের) পূর্বে যদি সে অবশিষ্ট অর্ধেকও ক্রয় করে দেয়, তবে আমাদের ইমামত্রয়ের মতে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি মুআক্কিল উকীলের বিরুদ্ধে কাযীর কাছে অভিযোগ করে এবং উকীল এখনো অবশিষ্ট অর্ধেক ক্রয় না করে থাকে, আর কাযী উকীলের যিম্মায় লাযিম করে দেয়, তারপর উকীল অবশিষ্ট অর্ধেক ক্রয় করে, তবে ইজমা অনুযায়ী উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে।

আর এ বিধান এমন প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, ভাগ করা ক্ষতিকর এবং খণ্ড করা দোষজনক সেখানে, যেমন– দাস, দাসী, চতুষ্পদ জন্তু,কাপড় ও এই ধরনের বস্তু।

আর যদি এরূপ বস্তু ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে যা খণ্ডিত করলে কোন লোকসান বা আয়েব সৃষ্টি হয় না। তারপর উকীল ঐ বস্তুর অর্ধেক ক্রয় করে, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক ক্রয় করার সময় পর্যন্ত স্থগিত হবে না। যেমন– কেউ যদি একশ' দিরহামে এক কুর পরিমাণ গম ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে, এবং উকীল পঞ্চাশ দিরহামে অর্ধ কুর গম ক্রয় করে। অনুরূপ কেউ যদি হাজার দিরহামে দু'টি গোলাম ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল পাঁচশ' দিরহামে একটি গোলাম ক্রয় করে তবে ইজমা অনুযায়ী মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি (নির্দিষ্ট) একদল গোলাম ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে তার মধ্য থেকে একটি গোলাম ক্রয় করে, তবু এই বিধান প্রযোজ্য হবে (আল-বাদাঈ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫৮. মাসআলা ঃ আর যদি হাজার দিরহামে দুইজন নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে একজন গোলাম ছয়শ' দিরহামে ক্রয় করে, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না। কেননা, এক গোলামের জন্য হাজারের নির্ধারিত অংশের বেশী দ্বারা সে একজন গোলাম ক্রয় করেছে। আর যদি সে হাজারের নির্ধারিত অংশ কিংবা তার চেয়ে কম দ্বারা ক্রয় করে, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। অনুরূপ যদি অবশিষ্ট গোলাম অবশিষ্ট দিরহামে ক্রয় করে দেয়, তবে উভয় গোলাম মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে (আল-হাবী)।

৫৯. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে তার নিজের জন্য একটি ঘর হাজার দিরহামে ক্রয় করতে উকীল নিয়োগ করল। উকীল এমন এক ঘরের অর্ধেক ক্রয় করল, মুআক্কিল নিজের ভ্রাতার সাথে যার ওয়ারিস হয়েছিল, তবে তা জাইয হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

৬০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে হাজার দিরহামে একটি অবিভক্ত গৃহের অর্ধেক ক্রয় করে দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে তা ক্রয় করে এবং বিক্রেতার সাথে ভাগ বণ্টন করে নেয় তবে এই ক্রয় জাইয হবে এবং বণ্টন বাতিল হবে। আর যদি এরূপ বস্তু ক্রয়ের মধ্যে ওকালাত হয়, যা ওযনযোগ্য বা পরিমাপযোগ্য। তবে তা ক্রয় করা ও বণ্টন করা সব জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬১. মাসআলা ঃ যদি কেউ একটি বাড়ি ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে এমন একটি বাড়ি ক্রয় করে যাতে ইমারত নেই, তবে জাইয হবে। কেননা, বাড়ি বলা হয় জমির ময়দানকে। আর এ বিধান ঐ অবস্থায় হবে যখন এরূপ ময়দান ক্রয় করে সেখানে মূলত বাড়ি বানানো হয়েছিল, তারপর তা বিরান এবং ময়দানে পরিণত হয়েছে। আর যদি এরূপ ময়দান ক্রয় করে যার উপর কখনো বাড়ি তৈরী করা হয়নি। তবে তা উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে (মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না)। কেননা, সে যা ক্রয় করেছে, তাকে বাড়ি বলা হয় না। আর আমাদের উরফ বা প্রচলন অনুসারে উভয় অবস্থায় মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না। কেননা, ময়দান আমাদের প্রচলন অনুসারে বাড়িরূপে আখ্যায়িত হয় না (মুহীত, আস-সারাখসী)।

৬২. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে দশ রতল গোশত এক দিরহামে ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে বিশ রতল গোশত এক দিরহামে ক্রয় করে, অথচ এরূপ দশ রতল গোশত এক দিরহামে বিক্রয় হয়ে থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এর মধ্য থেকে দশ রতল গোশত অর্ধ দিরহামে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি ঐ গোশতের দশ রতল এক দিরহামে বিক্রয় না হয়, তবে ইজমা অনুযায়ী সমস্ত গোশত উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বিশ রতল মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৬৩. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে একটি খাঁটি দিরহাম দিয়ে আদেশ করল যে, এর মধ্য থেকে কিছু অংশের গোশত ও কিছু অংশের রুটি ক্রয় করে দাও। ফকীহগণ বলেন, এ অবস্থায় এর হিলা বা কৌশল এই যে, কসাইকে বলবে যে, তুমি তোমার নিজের জন্য অর্ধ দিরহামের রুটি ক্রয় কর। তারপর এই উকীল তার থেকে অর্ধ দিরহামের রুটি ও অর্ধ দিরহামের গোশত

ক্রয় করে গোটা দিরহামটি তাকে দিয়ে দিবে। কিংবা রুটিওয়ালাকে অর্ধ দিরহামের গোশত তার নিজের জন্য ক্রয় করতে বলবে। তারপর ঐভাবে তার থেকে পুরো এক দিরহামের গোশত-রুটি ক্রয় করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দশ দিরহামের একটি হারাবী কাপড় ক্রয় করার জন্য আরেক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল এবং সে দু'টি হারাবী কাপড় দশ দিরহামে ক্রয় করল, যার প্রত্যেকটি দশ দিরহামের সমান। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ দু'টির কোন একটি মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না। কেননা, এতদুভয়ের কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয়। আর যদি তাকে কোন একটি নির্দিষ্ট কাপড় ক্রয়ের আদেশ দেয়, তবে ঐ কাপড়টি দশ দিরহামের অংশ মতো মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। তদ্রূপ নির্দিষ্ট ক্রয়ের আদেশের এই বিধান প্রযোজ্য হবে (আল-ওয়াজীয, আল-কারদারী)।

৬৫. মাসআলা ঃ এসব মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যে জিনিস ক্রয়ের উকীল নিযুক্ত করা হয়েছে, যদি তার মূল্যের ক্ষেত্রে নাম-উল্লেখ ও ইশারা একত্র করা হয়। আর ইশারাকৃত মূল্য দ্রব্যটি নাম উল্লেখকৃত দ্রব্য থেকে ভিন্ন শ্রেণীর হয়। তবে হয়তো উভয়ে ইশারাকৃত বস্তুর অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল কিংবা একজনে অজ্ঞ ছিল কিংবা উভয়ে ওয়াকিফহাল ছিল; কিন্তু একে অপরের অবহিতি সম্পর্কে অবহিত ছিল না। কিংবা জ্ঞাত অবহিত ছিল। প্রথম তিন অবস্থায় ওকালাত 'নামবস্তুর' সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। যাতে উভয়ে কিংবা একজনে ধোঁকা থেকে বেঁচে যায়। আর চতুর্থ অবস্থায় চিহ্নিত বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। কেননা, ইশারার মধ্যে নামোল্লেখ অপেক্ষা পরিচিতি বেশী হয়ে থাকে।

আর যদি চিহ্নিত বস্তু সেই প্রকারের হয় যার সে নাম উল্লেখ করেছে, তবে ওকালাত চিহ্নিত বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। কিন্তু তাতে যদি উকীলের ক্ষতি হয়, যেমন তার সম্মতি ব্যতীত তার উপর মূল্য সাব্যস্ত হয়, তবে এরূপ হবে না। কেউ কাউকে বলল যে, এই থলের মধ্যে রাখা হাজার দিরহাম দিয়ে আমার জন্য একটি দাসী ক্রয় করে দাও এবং থলেটি উকীলকে দিয়ে দিল। তারপর উকীল হাজার দিরহামে একটি দাসী ক্রয় করল। তারপর থলে খুলে দেখল যে, তাতে হাজার দীনার বা হাজার পয়সা কিংবা নয়শ' দিরহাম রয়েছে তবে এই ক্রয় মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে।

যদি উভয়ে থলের বস্তু সম্পর্কে অনবগত থাকে কিংবা একজনে অনবহিত থাকে কিংবা উভয়ে অবহিত থাকে; কিন্তু দু'জনের কেউ জানে না যে, অপরজন জানে। অনুরূপ যদি উকীল থলের বস্তু দেখে দাসী ক্রয় করে, তবু এ ক্রয় মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। কেননা, ওকালাত সম্পন্ন হওয়ার সময় নাম-উল্লেখকৃত বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ হাজার দিরহামের সাথে।

৬৬. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে যদি থলের মধ্যে দেড় হাজার দিরহাম থাকে এবং মুআক্কিল হাজার দিরহামের দাসী ক্রয় করে, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। অনুরূপভাবে যদি এরূপ বলে যে, এই থলের মধ্যে বায়তুল মালের যে খাঁটি হাজার দিরহাম রয়েছে, তা দ্বারা আমার জন্য একটি দাসী ক্রয় করে দাও এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী সে একটি দাসী ক্রয় করে। কিন্তু থলে খুলে দেখে যে, তাতে হাজার দিরহামের ভেজাল দিরহাম রয়েছে। কিংবা এরূপ বলল যে, এই থলের মধ্যে যে ভেজাল হাজার দিরহাম রয়েছে তা দ্বারা আমাকে একটি দাসী ক্রয় করে দাও এবং সে ঐভাবে ক্রয় করে। আর থলে খুলে দেখে যে, থলের মধ্যে

বায়তুল মালের খাঁটি হাজার দিরহাম রয়েছে তবু এই ক্রয় মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

৬৭. মাসআলা ঃ যদি মুআক্কিল এক হাজার দিরহাম উকীলের সামনে মেপে দেয় এবং উকীল তা তাকিয়ে দেখে। আর মুআক্কিল খুলে বলে যে, এই একশ' দীনার দিয়ে আমার জন্য একটি দাসী ক্রয় করে দাও। তারপর উকীল তার কথা মত দাসী ক্রয় করে তবে ঐ দাসী তার নিজের জন্য ক্রয় করা হবে। আর যদি সে ঐ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে, তবে ঐ ক্রয় মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর ওকালাত ঐ ইশারাকৃত বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। আর যদি উকীলকে সে একটি থলে দিয়ে বলে যে, আমার জন্য এই থলের মধ্য হতে এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি দাসী ক্রয় কর। তারপর থলের মধ্যে যা ছিল তা সহ থলেটি উকীলের নিকট হতে খোয়া গেল। তারপর উকীল এক হাজার দিরহাম দ্বারা মুআক্কিলের জন্য একটি দাসী ক্রয় করল। আর উভয়ে পরস্পরকে সত্যায়ন করল যে, এই দিরহামগুলো জাল কিংবা সীসা ছিল তবে উকীলের ঐ ক্রয় মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর এটা সেই অবস্থায় হবে, যখন উভয়ে থলে দেওয়ার সময় অবহিত ছিল যে, তাতে কি আছে কিংবা একজন অবহিত ছিল কিংবা উভয়ে অবহিত ছিল; কিন্তু একজনে অপরজনের অবহিতি সম্পর্কে অবহিত ছিল না।

আর যদি উভয়ে অবহিত থাকে থলের বস্তু সম্পর্কে এবং প্রত্যেকে অপরের অবহিতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে, তবে ওকালাত চিহ্নিত বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। আর নামোল্লেখ হবে প্রশংসা ও চালু করার জন্য। এমনকি যদি সে চিহ্নিত বস্তু নষ্ট হওয়ার পর ক্রয় করে, তবে এই ক্রয় তার নিজের জন্য হবে। আর যদি দু'জনের একজন থলের বস্তুটির অবহিতি অস্বীকার করে কিংবা অপরজনের অবহিতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া অস্বীকার করে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি উভয়ে সততার সাথে বলে যে, দিরহাম অচল ও জাল ছিল এবং অবশিষ্ট মাসআলা স্ব অবস্থায় থাকে। তবে যদি থলে দেওয়ার সময় উভয়ে অবহিত না থাকে কিংবা শুধু একজনে অবগত থাকে, অপরজনে অবগত না থাকে, কিংবা উভয়ে অবগত থাকে; কিন্তু একে অপরের অবগতি সম্পর্কে অবগত না থাকে, তবে এই ক্রয় উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি জাল দিরহাম উকীলের হাতে বর্তমান থাকে, তারপর সে এক হাজার খাঁটি দিরহাম দিয়ে একটি দাসী ক্রয় করে তবে এই ক্রয় উকীলের উপর জারী হবে। কিন্তু যদি উভয়ে থলে দেওয়ার সময় অবগত থাকে এবং প্রত্যেকে অপরজনের অবগতি সম্পর্কে অবগত থাকে, তবে ওকালাত ইশারাকৃত বস্তুটির সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। আর যদি ইশারাকৃত বস্তু হালাক হওয়ার পর সে দাসী ক্রয় করে, তবে উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে (আয-যখীরা)।

৬৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, এই গোলামটি ক্রয় কর এবং তাকে মাল দিয়ে দেয় তবে উরফ বা প্রচলিত নিয়মে এতেই উকীল নিয়োগ করা হয়ে যাবে; যদিও সে একথা না বলে যে, আমার জন্য ক্রয় কর এবং এই মাল দ্বারা ক্রয় কর। আর উকীলের নিজের জন্য ক্রয় করা জাইয নয়। যদি সে নিজের জন্য ক্রয় করার নিয়্যত করে, তাহলেও তা মুআক্কিলের জন্য লাযিম হবে (আল-কুনয়া)।

৭৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে নির্দিষ্ট দাস বা নির্দিষ্ট দাসী ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তারপর উকীল পরিমাপযোগ্য কিংবা ওযনযোগ্য মালের বিনিময়ে অথবা অন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন মালপত্রের বিনিময়ে ক্রয় করে তবে আমাদের আলিমদের সকলের মতে তা নাজাইয হবে। আর যদি কোন পরিমাপযোগ্য কিংবা ওযনযোগ্য অনির্দিষ্ট মালের বিনিময়ে ক্রয় করে, তবে এ অবস্থাটি 'আল আছল' কিতাবে উল্লেখ করা হয়নি এবং মাশায়েখ কিরাম এতে মতভেদ করেছেন (আল-মুহীত)।

৭০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে কোন নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয়ের জন্য কিছু পরিমাণ নির্দিষ্ট মূল্য দ্বারা উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল ওকালাত কবূল করে। তারপর মুআক্কিলের নিকট থেকে বের হয়ে যায় এবং ক্রয় করার সময় সাক্ষী রাখে যে, আমি এটা নিজের জন্য ক্রয় করছি। তারপর ঐ গোলামকে সম পরিমাণ মূল্য দ্বারা ক্রয় করে, তবে তা মুআক্কিলের জন্য হবে। আর যদি ঐ প্রথমোক্ত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দ্বারা কিংবা অন্য শ্রেণীর মূল্য দ্বারা ক্রয় করে, তবে তা উকীলের নিজের জন্য ক্রয় করা হবে।

আর যদি ঐ উকীল অন্য কাউকে তা ক্রয় করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং দ্বিতীয় উকীল তা ক্রয় করে, তবু তা প্রথম মুআক্কিলের হবে–দ্বিতীয় মুআক্কিলের জন্য হবে না। আর এই বিধান তখন হবে যখন দ্বিতীয় উকীল প্রথম মুআক্কিলের অনুপস্থিতিতে ওকালাত কবূল করে। আর যদি প্রথম মুআক্কিল উপস্থিত থাকে, তারপর যদি দ্বিতীয় মুআক্কিল অন্য কোন শ্রেণীর মূল্য উল্লেখ করে যেমন প্রথম মুআক্কিল এক হাজার দিরহাম মূল্যে ক্রয় করতে বলে এবং দ্বিতীয় মুআক্কিল একশ' দীনার মূল্যে ক্রয় করতে বলে। আর দ্বিতীয় উকীল একশ' দীনার মূল্যে ক্রয় করে তবে তা দ্বিতীয় মুআক্কিলের জন্য হবে (আয-যখীরা)।

৭১. মাসআলা ঃ যদি মুআক্কিল কোন নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করার নির্দেশ দেয় এবং মূল্য উল্লেখ না করে, তারপর যদি উকীল দিরহাম বা দীনার দ্বারা ক্রয় করে, তবে তা মুআক্কিলের জন্য হবে। যদিও সে তা নিজের জন্য ক্রয়ের নিয়্যত করে বা তা প্রকাশ করে। আর যদি দিরহাম বা দীনার ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করে, তবে আমাদের আলিমদের মতে তা উকীলের নিজের জন্য হবে। আর যদি উকীল অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং দ্বিতীয় উকীল ঐ নির্দিষ্ট বস্তু প্রথম উকীলের জন্য ক্রয় করে তবে তা প্রথম উকীলের জন্য হবে। মাশায়িখ কিরাম বলেন, প্রথম উকীলের জন্য ক্রয় সাব্যস্ত হবে, যদি প্রথম উকীল দ্বিতীয় উকীলকে এরূপ বলে যে, এটি আমার জন্য ক্রয় করো কিংবা এটি ক্রয় করো।

কিন্তু যদি এরূপ বলে যে, আমার অমুক মুআক্কিলের জন্য ক্রয় করো এবং দ্বিতীয় উকীল তা ক্রয় করে। তবে তা দ্বিতীয় উকীলের জন্য হবে–প্রথম উকীলের জন্য হবে না। আর যদি দ্বিতীয় উকীল প্রথম উকীলের উপস্থিতিতে ক্রয় করে, তারপর যদি ঐ মূল্যের অনুরূপ মূল্য দ্বারা ক্রয় করে, যা প্রথম ওকালাতের সময় উল্লেখ করা হয়েছে, কিংবা তার চেয়ে কম মূল্যে ক্রয় করে তবে এই ক্রয় প্রথম মুআক্কিলের জন্য হবে। আর যদি প্রথম মূল্যের অধিক মূল্য দ্বারা কিংবা অন্য জাতীয় মূল্য দ্বারা ক্রয় করে তবে প্রথম উকীলের জন্য হবে। কেননা, এ ক্রয় মুআক্কিলের মতানুসারে হয়েছে।

আর যদি মুআক্কিল প্রথম উকীলকে বলে যে, তুমি তোমার মতানুসারে কাজ করো। তারপর প্রথম উকীল দ্বিতীয় ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে এবং সে প্রথম উকীলের অনুপস্থিতিতে উল্লিখিত মূল্যের অনুরূপ মূল্য দ্বারা ক্রয় করে, তবে তা প্রথম মুআক্কিলের জন্য হবে –প্রথম উকীলের জন্য হবে না (আল-মুহীত)।

৭২. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বলল যে, আমার জন্য অমুক ব্যক্তির দাসী ক্রয় করে দাও, সে ব্যক্তি হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। বরং গিয়ে দাসী ক্রয় করে আনল। তারপর সে যদি বলে যে, আমি এটি মুআক্কিলের জন্য ক্রয় করেছি। তবে তা মুআক্কিলের জন্য হবে। আর যদি বলে যে, আমার নিজের জন্য ক্রয় করেছি, তবে তা তার নিজের জন্যই হবে। আর যদি শুধু এতটুকু বলে যে, আমি ক্রয় করেছি। মুআক্কিলের জন্য বা নিজের জন্য এরূপ কিছু না বলে। এরপর বলে যে, অমুক মুআক্কিলের জন্য ক্রয় করেছি। আর যদি এ কথা দাসীর হালাক হয়ে যাওয়ার কিংবা তার মধ্যে কোন ত্রুটি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে বলে, তবে তার কথা বিশ্বাস করা যাবে। আর যদি হালাক বা ত্রুটি সৃষ্টির পরে বলে, তবে তার কথা বিশ্বাস করা যাবে না (আল-খুলাছা)।

৭৩. মাসআলা ঃ যদি নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় করার উকীল তা ক্রয় করে। তারপর ঐ বস্তুর প্রতি মুআক্কিলের আগ্রহ না থাকে, তবে এ ক্রয়-বিক্রয় লাযিম হবে এবং তা ফেরত দেওয়া যাবে না (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া)।

৭৪. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বলল, অমুক (নির্দিষ্ট) গোলাম আমার ও তোমার মধ্যে ইজমালীভাবে ক্রয় করো। তারপর উকীল বলল; হ্যাঁ, ক্রয় করব। তারপর উকীল গিয়ে ক্রয় করল এবং এরূপ সাক্ষী রাখল যে, আমি নিজের জন্যই ক্রয় করলাম। তবে গোলাম শর্তানুযায়ী উভয়ের মধ্যেই ইজমালী হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, অমুক গোলাম আমার ও তোমার মধ্যে ইজমালী ক্রয় করো। সে বলল, আচ্ছা, ক্রয় করব। তারপর উকীলকে অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল, অমুক গোলাম আমার ও তোমার মধ্যে ইজমালীভাবে ক্রয় করো। সে বলল, আচ্ছা, ক্রয় করব। তারপর উকীল ঐ গোলাম ক্রয় করল। তবে ঐ গোলাম দুই মুআক্কিল পাবে–উকীল কিছু পাবে না। আর যদি ক্রয়ের পূর্বে তৃতীয় কোন ব্যক্তি এসে তাকে বলে যে, অমুকের গোলাম আমার ও তোমার মধ্যে ইজমালীভাবে ক্রয় করো। আর সে বলে, হ্যাঁ, (ক্রয় করবো) তারপর উকীল গোলাম ক্রয় করে তবে যদি উকীল তৃতীয় ব্যক্তির ওকালাত প্রথম ও দ্বিতীয় মুআক্কিলের উপস্থিতিতে কবূল করে, তবে ঐ গোলাম উকীল ও তৃতীয় মুআক্কিলের মধ্যে অর্ধা-অর্ধি ইজমালী হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় মুআক্কিল কিছু পাবে না। আর যদি তৃতীয় ব্যক্তির ওকালাত কবূল করার পূর্বে প্রথম দুই জনের অনুপস্থিতিতে গোলাম ক্রয় করে, তবে শুধু প্রথম দুই জনের মধ্যেই অর্ধেক অর্ধেক অংশ ইজমালী হবে (আয-যখীরা)।

৭৬. মাসআলা ঃ আর যদি কাউকে নির্দিষ্ট গোলাম পাঁচশ' দিরহামে ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয়, তারপর উকীল অন্য আর এক গোলামের সাথে মিলিয়ে হাজার দিরহাম মূল্যে একই 'বিক্রয় চুক্তির' মাধ্যমে ক্রয় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উভয় গোলাম উকীলের হবে এবং মুআক্কিলের যিম্মায় উভয়ের একজনও লাযিম হবে না। আর সাহিবাইন (র) বলেন, মুআক্কিলের জন্য ঐ গোলাম লাযিম হবে যাকে সে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। যদি তার অংশের মূল্য পাঁচশ' দিরহাম বা তদপেক্ষা কম হয়। আর এই মতভেদ তখন হবে, যখন মুআক্কিল উকীল করার সময় মূল্য উল্লেখ করে দেয়। আর যদি উল্লেখ না করে, তবে সকলে মতেই জাইয হবে। যে গোলাম মুআক্কিলের জন্য ক্রয় করা হয়েছে, তার মূল্যের অংশ যদি তার বাজার মূল্যের সমান বা এই পরিমাণ বেশী হয়, যা মানুষ মেনে নেয় (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে উকীল নিয়োগ করে যে, অমুক নির্দিষ্ট বস্তু আমার জন্য এই পরিমাণ মূল্যে ক্রয় করো। তারপর সে সেই পরিমাণ মূল্যে ক্রয় করে দিল। এমনকি ক্রয় মুআক্কিলের জন্য হয়ে গেল। তারপর তার মধ্যে কোন ত্রুটি পেয়ে বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দিল। তারপর উকীল তা নিজের জন্য ক্রয় করতে চাইল তবে যদি ফেরত দেওয়া কাযীর নির্দেশে কবযার পরে কিংবা কাযীর নির্দেশের পূর্বে অথবা কাযীর নির্দেশ ব্যতিরেকে হয়, তবে উকীল তা নিজের জন্য ক্রয় করতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি অন্য জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করে কিংবা ঐ মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী দিয়ে ক্রয় করে, তবে ক্রয় করতে পারবে। আর যদি ফেরত দেওয়া কবযার পরে কাযীর নির্দেশ ব্যতিরেকে হয়, তবে উকীল নিজের জন্য যে মূল্যে ইচ্ছা ক্রয় করতে পারবে (আয-যখীরা)।

৭৮. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে কোন বিশেষ গোলাম এক হাজার দিরহামে ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং সে এক হাজার একশ' দিরহাম মূল্যে ক্রয় করল ; তারপর বিক্রেতা একশ' দিরহাম ক্রেতার কাছে কম করে দিল তবে গোলাম ক্রেতার হবে (আল-বাহরুর রাইক)।

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ অনির্দিষ্ট বস্তু ক্রয়ের উকীল নিয়োগ করা এবং উকীল ও মুআক্কিলের ভেতর মতভেদ হওয়া

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাউকে একটি গোলাম ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করল। অন্য আরেক ব্যক্তিও তাকে ঐ কাজের জন্য উকীল নিয়োগ করল। আর উভয়ে তাকে মূল্য দিয়ে দিল। এরপর উকীল একটি গোলাম ক্রয় করল এবং বলল, আমি অমুক ব্যক্তির নিয়্যতে এটি ক্রয় করেছি। তবে তার কথা গৃহীত হবে। দুই ব্যক্তির প্রত্যেকে এক ব্যক্তিকে একটি বিশেষ গোলামের অর্ধেক ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং সে ক্রয় করল। আর উভয় মূল্য একই জাতীয়। আর সে বলল যে, আমি অমুক ব্যক্তির জন্য নিয়্যত করেছি। তবে তার কথা গৃহীত হবে। আর যদি মূল্য দুই জাতীয় বস্তু হয়, যেমন এক ব্যক্তি হাজার দিরহাম দ্বারা এবং অন্য ব্যক্তি একশ' দীনার দ্বারা ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করল। তারপর উকীল অর্ধেক গোলাম হাজার দিরহাম দ্বারা ক্রয়ের প্রস্তাবকারীর নিয়্যতে একশ' দীনার দ্বারা ক্রয় করল। তবে এটা উকীলের নিজের জন্য ক্রয় করা হবে (মুহীত আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ যদি অনির্দিষ্ট বস্তু ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা হয়, তারপর সে কোন গোলাম ক্রয় করে। তবে হয়তো ক্রয়-বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট মূল্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে, কিংবা কোন অনির্দিষ্ট মূল্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে। যদি নির্দিষ্ট মূল্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তবে ক্রয়কৃত বস্তু ঐ মূল্য ওয়ালা পাবে, যদিও নিয়্যত তার বিপরীত হয়। আর যদি অনির্দিষ্ট মূল্যের কথা উল্লেখ করা হয়, তবে হয়তো নগদ দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে কিংবা মেয়াদী ধার সাব্যস্ত হয়েছে। যদি নগদ দেওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে হয়তো দু'জনের জন্য নিয়্যত করার কিংবা নিয়্যত না করার বিষয়ে পরস্পরকে সত্যায়িত করেছে, কিংবা উভয়ে মতভেদ করেছে। যদি কারো জন্য নিয়্যত করার কথা উভয়ে স্বীকার করে, তবে ক্রয়কৃত বস্তু যার জন্য নিয়্যত করা হয়েছে সে পাবে। আর যদি নিয়্যত সম্পর্কে মতভেদ করে, তবে যার মাল নগদ দিয়েছে, তার জন্য হবে।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি নিয়্যত না করার উপর একমত হয়, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে আকদকারী পাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যে মাল পরিশোধ করেছে সে-ই হাকিম হয়ে যাবে। তারপর যার মাল পরিশোধ করা হয়েছে সে পাবে। আর যদি মূল্য মেয়াদী হয়, তবে ক্রয়কৃত বস্তু উকীলের হবে। আর যদি কোন অনির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয় এবং উকীল এমন গোলাম ক্রয় করে, যাকে মুআক্কিল কখনো দেখেছে, কিন্তু উকীল দেখেনি, তবে উকীলের জন্য, দেখার ইচ্ছাধিকার অবশিষ্ট থাকবে। আর যদি অনির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয় এবং উকীল এরূপ গোলাম ক্রয় করে যাকে সে দেখেছে, তবে উকীল ও মুআক্কিল কারো জন্য দেখার ইচ্ছাধিকার অবশিষ্ট থাকবে না (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে হাজার দিরহামে একটি দাসী ক্রয় করে দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং মূল্য দিয়ে দিল। তারপর উকীল দাসী ক্রয় করল। মুআক্কিল বলল, তুমি পাঁচশ' দিরহামে ক্রয় করেছ। উকীল বলল, আমি হাজার দিরহামে ক্রয় করেছি। তবে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে, যদি দাসী হাজার দিরহাম মূল্যের সমান হয়। আর যদি পাঁচশ' দিরহাম মূল্যের সমান হয়, তবে মুআক্কিলের কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি মুআক্কিল উকীলকে মূল্য না দিয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় এ রূপ ঘটনা ঘটে, তাহলে মুআক্কিলের কথা গ্রহণ করা হবে। আর দাসী উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে। কিন্তু প্রথমে উভয়ে পরস্পরের দাবীর উপর কসম করবে (আল-কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে কোন নির্দিষ্ট দাসী ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে, তারপর সে তাকে ক্রয় করে। তারপর মুআক্কিল ও উকীলের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। উকীল বলে যে, তুমি আমাকে হাজার দিরহামে ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছিলে এবং আমি তোমার নির্দেশ অনুযায়ী হাজার দিরহামে ক্রয় করেছি। আর মুআক্কিল বলে যে, আমি তোমাকে পাঁচশ' দিরহামে ক্রয় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। আর তুমি তোমার নিজের জন্য হাজার দিরহামে ক্রয় করেছ তবে মুআক্কিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। উভয়ে পরস্পরের মধ্যে কসম করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি বিশেষ কোন গোলাম ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং মূল্য উল্লেখ না করে। তারপর উকীল গোলাম ক্রয় করে বলে যে, আমি এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছি আর বিক্রেতা তা সমর্থন করে। আর মুআক্কিল বলে যে, তুমি পাঁচশ' দিরহামে ক্রয় করেছ। তবে উভয়ের নিকট থেকে কসম নেওয়া হবে। শায়খ আবূ মানসূর এ মত গ্রহণ করেছেন। আর কেউ কেউ বলেন, কসম নেওয়া যাবে না। ফকীহ আবূ জা'ফর (র) এ মত গ্রহণ করেন। আর প্রথমোক্ত মতই বিশুদ্ধ (আল-কাফী)।

৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাউকে নিজের জন্য আপন ভাইকে ক্রয় করার উকীল বানাল এবং উকীল ক্রয় করল। তারপর মুআক্কিল বলল যে, এ আমার ভাই না, তবে কসম নিয়ে তার কথা গ্রহণ করা যাবে এবং ক্রয়কৃত ব্যক্তি উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। কেননা, তার মতে গোলামটি মুআক্কিলের ভাই এবং তার পক্ষ থেকে সে আযাদ (ফাতাওয়া কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে একটি হিন্দী গোলাম ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল মুআক্কিলের কথা অনুযায়ী হিন্দী গোলাম ক্রয় করে। তারপর গোলামকে মুআক্কিলের নিকট উপস্থিত করে। তারপর মুআক্কিল বলে যে, এ তো আমার গোলাম। আমার নিকট থেকে অমুক ব্যক্তি ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছিল। আর উকীল বলে যে, এ অমুক ব্যক্তির গোলাম। আমি তোমার জন্য ক্রয় করেছি। এর দুই অবস্থা হতে পারে। যদি উকীলকে মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে, তবে মুআক্কিলের কথা গ্রহণ করা হবে না। আর যদি মূল্য না দেওয়া হয়ে থাকে, তবে মুআক্কিলের কথা গ্রহণ করা হবে। উকীলের জন্য মুআক্কিলের নিকট হতে মূল্য ফেরত নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না যে পর্যন্ত না তার দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করে। আর যদি সে সাক্ষ্য পেশ করে, তবে তার দাবী কবূল হবে।

আর যদি মুআক্কিলও তা তার নিজের গোলাম হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য পেশ করে, তবে উকীলের সাক্ষ্য অগ্রগণ্য হবে। কেউ কাউকে একটি গোলাম ক্রয় করার জন্য এক হাজার দিরহাম দিল। তারপর উকীল একটি গোলাম নিয়ে এসে বলল, আমি একে এই ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছি। মুআক্কিল বলল, তুমি তাকে ক্রয় করনি। আমি তোমাকে ওকালাত হতে বরখাস্ত করে দিয়েছি। অতএব, আমার জন্য কিছু ক্রয় করবে না। এ অবস্থায় উকীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এইভাবে যদি এরূপ বলে যে, আমি তোমার জন্য এই ব্যক্তির নিকট হতে একটি গোলাম ক্রয় করেছি এবং তা তুমি কবযা করেছ। তারপর সে মারা গেছে তবে তা জাইয হবে এবং তাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দেওয়া হবে।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল বলে যে, আমি তোমার জন্য এক ব্যক্তির নিকট হতে এক হাজার দিরহামে একটি গোলাম ক্রয় করেছি এবং সে তা মুআক্কিলের পরিচিত কোন লোকের নিকট বলেনি। তারপর মুআক্কিল বলল যে, তুমি আমার জন্য কিছুই ক্রয় করনি। আমি তোমাকে ওকালাত হতে বরখাস্ত করে দিলাম। তুমি আমার জন্য কিছুই ক্রয় করবে না তবে সে ওকালাত হতে খারিজ হয়ে যাবে। তারপর উকীল যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম বলে, তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। নাওয়াদিরে ইব্ন সিনা' কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বলল, আমি এই গোলাম অমুক ব্যক্তির কাছ হতে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছি। আর সেই অমুক ব্যক্তি বলল যে, আমি তোমাকে এজন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। তারপর উকীল বলল যে, তুমি আমাকে নির্দেশ দাওনি, বরং আমি তোমার এক হাজার দিরহাম ছিনতাই করেছিলাম এবং তা দ্বারা এই গোলাম ক্রয় করেছি। এজন্য হাজার দিরহামের মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে এক হাজার দিরহামে একটি দাসী ক্রয় করে দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং সে দুই হাজার দিরহামে দাসী ক্রয় করে মুআক্কিলের নিকট প্রেরণ করল। আর মুআক্কিল তাকে উম্মু ওয়ালাদ বানাল। তারপর উকীল বলল যে, আমি দুই হাজার দিরহামে দাসী ক্রয় করেছি। তবে যদি উকীল তাকে প্রেরণ করার সময় এরূপ বলে যে, এ সেই দাসী যাকে ক্রয় করার জন্য তুমি আমাকে উকীল নিয়োগ করেছিলে এবং তাই আমি তাকে তোমার জন্য ক্রয় করেছি। তারপর যদি সে বলে, একে দুই হাজার দিরহামে ক্রয় করেছি তবে তার কথা গৃহীত হবে না। আর যদি সে–এর সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করে তবে তা কবূল হবে না। আর যদি উকীল দাসী প্রেরণের সময় কিছুই না বলে থাকে,

তারপর দুই হাজার দিরহামে ক্রয় করার দাবী করে তবে তার কথা গ্রহণ করা যাবে। আর সে ইচ্ছা করলে আকর (জরিমানা) ও বাচ্চাসহ দাসীর মূল্য মুআক্কিল হতে গ্রহণ করতে পারবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ এক ব্যক্তিকে একটি দাসী ক্রয় করার জন্য এক হাজার দিরহাম প্রদান করল এবং বলে দিল যে, নিজের পক্ষ থেকে পাঁচশ' দিরহাম পর্যন্ত বাড়িয়ে নিবে। তারপর উকীল বলল যে, আমি দেড় হাজার দিরহামে দাসী ক্রয় করেছি। আর মুআক্কিল বলল, এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছ তবে প্রত্যেকের নিকট হতে অন্যের দাবীর উপর কসম নেওয়া হবে এবং প্রথমে উকীলের পক্ষ থেকে কসম নেওয়া হবে। যদি সে কসম করে, তবে দাসীর এক-তৃতীয়াংশ উকীলের এবং দুই-তৃতীয়াংশ মুআক্কিলের হবে (মুহীত আস-সারাখসী)।

১২. মাসআলা ঃ যদি উকীল বলে যে, আমি মুআক্কিলের জন্য ক্রয় করেছি, আর মুআক্কিল বলে যে, তুমি নিজের জন্য ক্রয় করেছ। তবে যদি কোন নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা হয় এবং উকীল তাকে নিয়োগ করার সংবাদ দিয়ে থাকে এবং গোলাম জীবিত বর্তমান থাকে, তবে ইজমা মতে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে, মূল্য নগদ দেওয়া হোক বা না দেওয়া হোক। আর যদি সংবাদ দেওয়ার সময় গোলাম মারা গিয়ে থাকে এবং বলে যে, ক্রয় করার পর আমার নিকট গোলাম মারা গিয়েছে এবং মুআক্কিল তা অস্বীকার করে। তবে যদি মূল্য নগদ পরিশোধ না করে, তাহলে মুআক্কিলের কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি মূল্য নগদ দিয়ে থাকে তবে কসম নিয়ে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি অনির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয় এবং গোলাম জীবিত বর্তমান থাকে, তারপর উকীল বলে যে, আমি তোমার জন্য ক্রয় করেছি এবং মুআক্কিল বলে যে, না, বরং তুমি নিজের জন্য ক্রয় করেছ। তবে যদি মূল্য নগদ দেয়, তাহলে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি নগদ না দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) মতে মুআক্কিলের কথা গ্রহণ করা হবে। আর সাহিবাইনের মতে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি গোলাম মারা যায় এবং যদি মূল্য নগদ দেয়, তবে উকীলের কথা এবং যদি নগদ না দেয়, তবে মুআক্কিলের কথা গ্রহণ করা হবে (আত-তাবয়ীন)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে হাজার দিরহাম দেয় এবং বলে যে, এর দ্বারা দাসী কিংবা অন্য কোন নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় করে দাও। তারপর ঐ দিরহামগুলো উকীলের হাতে নষ্ট হয়ে যায়। তারপর সে তা ক্রয় করে তবে তা উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি ক্রয় করার পর মূল্য পরিশোধের পূর্বে নষ্ট হয়ে যায় এবং উকীলের হাতে নষ্ট হয়, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে এবং ঐ পরিমাণ মুআক্কিলের নিকট হতে নিয়ে নিবে। আর এটা তখন হবে যখন ক্রয়ের পূর্বে বা পরে নষ্ট হওয়ার উপর সবাই একমত হয়। আর যদি মতভেদ করে, তবে মুআক্কিলের কথা তার জানার উপর কসম নিয়ে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি দিরহামগুলো নষ্ট না হয়, এমনকি উকীল পরিশোধ করে দেয়, তারপর কেউ নিজের হক প্রতিষ্ঠিত করে বিক্রেতার কাছ থেকে নিয়ে নেয়, তবে বিক্রেতা উকীল হতে এবং উকীল মুআক্কিল হতে নিয়ে নিবে। আর যদি ক্রয়ের পর উকীলের হাতে নষ্ট হয়ে যায় এবং তারপর মুআক্কিলের নিকট হতে পুনরায় উকীল উসুল করে নেয়। তারপর দ্বিতীয় বারও তা উকীলের হাতে নষ্ট হয়। তবে এরপর আর মুআক্কিলের নিকট থেকে উসুল করতে পারবে না। আর অনুরূপভাবে যদি ক্রয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

করার পর মুআক্কিলের নিকট থেকে দিরহামগুলো শুরুতেই উসুল করে এবং তার হাতে তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুআক্কিলের নিকট থেকে তা নিতে পারবে না, বরং বিক্রেতাকে নিজের মাল হতে মূল্য পরিশোধ করে দিবে (আয-যখীরা)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বলল যে, আমাকে একটি গোলাম ক্রয় করে দাও। তারপর উকীল ঐ দিরহামগুলো নিজের ঘরে রেখে বাজারে গেল এবং হাজার দিরহামে গোলাম ক্রয় করে বিক্রেতাকে দিরহাম দেবার জন্য তাকেসহ নিজের ঘরে আসল। কিন্তু ঘরে এসে দেখল যে, ঐ দিরহামগুলো ঘর হতে চুরি হয়ে গিয়েছে এবং ক্রয়কৃত গোলামও তার ঘরে মারা গিয়েছে। এখন বিক্রেতা তার নিকট গোলামের মূল্য চাইল এবং মুআক্কিল গোলাম চাইল। ফকীহগণ বলেন, উকীল মুআক্কিলের নিকট থেকে মূল্য নিয়ে বিক্রেতাকে দিবে এবং প্রথম মূল্য ও গোলাম উকীলের নিকট আমানতের মধ্যে খিয়ানত হল। ফকীহ আবুল লায়ছ (র) বলেন, এই বিধান তখন হবে, যখন সাক্ষীদের দ্বারা প্রমাণ হবে যে, উকীল গোলাম ক্রয় করেছিল এবং সে মারা গিয়েছে। আর যদি শুধু তার কথা দ্বারা এটা জানা যায়, তবে তার উপর থেকে ক্ষতিপূরণের দায় রহিত করার ক্ষেত্রে তাকে তাসদীক করা হবে। আদেশদান মুআক্কিলের উপর ক্ষতিপূরণের দায় আরোপ করার ব্যাপারে তাকে তাসদীক করা যাবে না (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে হাজার দিরহাম একটি দাসী ক্রয় করার জন্য দিল এবং সে তা ক্রয় করল। তারপর উকীল দেখল যে, এই দিরহামগুলো জাল, কৃত্রিম, অচল কিংবা সীসা। সে বিক্রেতাকে দিতে চাইল; কিন্তু বিক্রেতা তা গ্রহণ করল না। এরপর তা উকীলের হাতে নষ্ট হয়ে গেল, তবে মুআক্কিলের মাল যাবে এবং উকীল মুআক্কিলের নিকট থেকে এক হাজার খাঁটি দিরহাম নিয়ে বিক্রেতাকে দিবে। আর যদি বিক্রেতা ঐ দিরহামগুলো উকীলের নিকট থেকে কবযা করে ঐরূপ দেখতে পায় এবং উকীলকে তা ফেরত দেয়, আর তা উকীলের হাতে নষ্ট হয়। এখন যদি সে দিরহামগুলো জাল বা ভেজাল পেয়ে ফেরত দিয়ে থাকে, তবে উকীলের মাল নষ্ট হবে। মুআক্কিলের নিকট থেকে তা ফেরত নিতে পারবে না। অর্থাৎ এক হাজার খাঁটি দিরহাম নিজের মাল থেকে ক্ষতিপূরণ দিবে।

আর যদি জাল বা সীসা পেয়ে ফেরত দেয়, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় নষ্ট হবে এবং সে মুআক্কিলের নিকট থেকে খাঁটি হাজার দিরহাম নিয়ে বিক্রেতাকে দিবে। আর যদি খাঁটি দিরহাম নেওয়ার পর তার কাছে নষ্ট হয়, তবে উকীলের মাল যাবে। মুআক্কিলের নিকট থেকে নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে নির্দেশ দিল যে, আমার জন্য একটি দাসী হাজার দিরহামে ক্রয় কর এবং উকীল ক্রয় করল। কিন্তু উকীল দাসীটি তখনও কবযা করেনি এবং বিক্রেতাকে দিরহামও দেয়নি ইতোমধ্যে মুআক্কিল মূল্য দিয়ে দিল এবং বলল যে, বিক্রেতাকে মূল্য দিয়ে দাও। তারপর উকীল ঐ মূল্য নষ্ট করে ফেলল এবং সে অভাবগ্রস্ত। তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, মূল্য উসুল করার পরিবর্তে দাসীকে আটকে রাখবে। মুআক্কিল থেকে মূল্য উসুল করার ইখতিয়ার থাকবে না। আর উকীল মুআক্কিলের নিকট থেকে নিতে পারবে না। আর যদি মুআক্কিল পুনরায় মূল্য দিয়ে দেয়, অথচ তার দেওয়া জরুরী নয়। তবে সে দাসী নিয়ে নিবে। আর বিক্রেতা অস্বীকার করতে পারবে না। তারপর মুআক্কিল উকীল হতে নিজের দিরহাম

ফেরত নিবে। আর যদি মুআক্কিল পুনরায় দিরহাম না দেয়, তবে সর্বসম্মতভাবে কাযী ঐ দাসীকে দিরহামের বদলে বিক্রয় করবে যদি বিক্রেতা ও মুআক্কিল রাযী হয়।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি উভয়ে বা মুআক্কিল রাযী না হয় তাহলেও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এই বিধান। আর যদি কাযী তাকে বিক্রয় করে এবং পূর্ববর্তী মূল্য অপেক্ষা পরবর্তী মূল্য অধিক হয়, তবে অতিরিক্ত মূল্য মুআক্কিল পাবে। আর যদি লোকসান হয়, তবে বিক্রেতা নিজের ঐ লোকসানের পরিমাণ উকীল হতে নিয়ে নিবে। মুআক্কিল হতে নয়। তারপর মুআক্কিল তার প্রদত্ত দিরহাম উকীল থেকে ফেরত নিবে (আত-তাতারখানিয়্যা)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বলল, আমার জন্য এই এক হাজার দিরহামে একটি দাসী ক্রয় কর এবং সে ঐ ব্যক্তিকে ঐ দিরহাম দেখাল। কিন্তু ঐ উকীলকে ঐ দিরহাম দিল না। এমনকি ঐ দিরহাম চুরি হয়ে গেল। তারপর উকীল হাজার দিরহামে দাসী ক্রয় করল, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। এইভাবে যদি দিরহাম চুরি না হয়, মুআক্কিল যদি তা নিজের প্রয়োজনে খরচ করে ফেলে, তাহলেও এই বিধান প্রযোজ্য। আর যদি মুআক্কিল দিরহাম উকীলকে দিয়ে দেয় এবং তার নিকট থেকে চুরি হয়ে যায়। তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তারপর যদি উকীল হাজার দিরহামে দাসী ক্রয় করে, তবে এ ক্রয় উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে। উকীলের দিরহাম খোয়া যাওয়ার খবর হোক বা না হোক।

আর যদি তাকে হাজার দিরহাম দিয়ে তার জন্য দাসী ক্রয় করার নির্দেশ দেয়। তারপর তা হতে উকীলের হাতে পাঁচশ' দিরহাম খোয়া যায় এবং পাঁচশ' দিরহাম অবশিষ্ট থাকে। তারপর উকীল হাজার দিরহামে দাসী ক্রয় করে। তবে তা তার নিজের জন্য ক্রয় করা হবে। আর যদি সে পাঁচশ' দিরহাম দিয়ে দাসী ক্রয় করে এবং তা পাঁচশ' দিরহাম মূল্যের সমান হয়, তবে তাও তার নিজের জন্য ক্রয় করা হবে। আর যদি তা হাজার দিরহামের সমান হয় কিংবা এতটা কম হয় যাকে মানুষ লোকসান মনে করে না, তবে তা মুআক্কিলের জন্য ক্রয় করা হবে (আয-যখীরা)।

১৯. মাসআলা ঃ কেউ অন্যের কোন গোলামকে বলল, তুমি তোমাকে তোমার মুনীব থেকে আমার জন্য ক্রয় কর। তারপর গোলাম বলল, হাঁ, ক্রয় করব। তারপর সে তার মুনীবের কাছে গেল এবং সে তার নিজকে ক্রয় করল। যদি সে এরূপ বলে যে, আমাকে আমার নিকট হাজার দিরহামে বিক্রয় কর আর মুনীব বিক্রয় করে এবং গোলাম কবূল করে। তবে গোলাম আযাদ হবে এবং তার উপর হাজার দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর তার ওয়ালা বা উত্তরাধিকার মুনীব পাবে। আর যদি কথাটি এরূপ নিঃশর্তভাবে বলে যে, তুমি আমাকে বিক্রয় কর। তবু এই বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি ক্রয়কে মুআক্কিলের সাথে সম্বোধিত করে মুনীবকে এরূপ বলে যে, আমাকে অমুক ব্যক্তির জন্য এত দিরহামে বিক্রয় কর আর সে বিক্রয় করে, এবং গোলাম কবূল করে। তবে তা শুদ্ধ হবে এবং গোলাম মুআক্কিলের হবে আর মাল গোলামের দায়িত্বে পড়বে। আর সে তা মুআক্কিলের নিকট থেকে নিয়ে নিবে।

আর যদি বিক্রেতা মূল্যের বদলে গোলামকে আটক করতে চায়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি মুআক্কিল তার মধ্যে দোষ পেয়ে বিক্রেতার সাথে খুছূমত করতে চায় এবং যদি ঐ দোষ নিজেকে ক্রয়ের দিন গোলামের জানা থাকে, তবে ঐ দোষের কারণে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফেরত দেয়া যাবে না। আর যদি গোলাম এই দোষের কথা না জেনে থাকে, তবে ফেরত দিতে পারবে এবং সে-ই ঐ গোলামের খুছূমতের ওয়ালী হবে। আর গোলামের এ ইখতিয়ার থাকবে যে, মুআক্কিলের রায় জিজ্ঞেস করা ব্যতীত ফেরত দিয়ে দিবে। আর যদি নিজকে নিজে মুনীব হতে মুআক্কিলের জন্য হাজার দিরহাম বখশিশ উসুল হওয়ার ওয়াদার উপর ক্রয় করে, তবে ক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি বিক্রয় তাকদের পর গোলাম মারা যায়, তবে মুআক্কিল তার বাজার মূল্য পরিশোধ করবে, তার পরিমাণ নাই হোক।

আর যদি গোলাম মারা না যায়, এবং বিক্রেতাকে নিজের কোন কাজে লাগায়, তবে এটা বিক্রয়ে ত্রুটিস্বরূপ হবে। এমনকি এরপর যদি গোলাম মারা যায়, তবে বিক্রেতার মাল থেকে যাবে। আর যদি গোলাম নিজকে নিজে মুআক্কিলের জন্য এক হাজার দশ দিরহাম বখশিশের ওয়াদায় কিংবা সুনির্দিষ্ট মিয়াদে ক্রয় করে এবং মুআক্কিল হাজার দিরহামের নির্দেশ দিয়ে থাকে। তবে গোলাম বিক্রয়ের সময় থেকেই আযাদ হবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ যদি গোলাম কোন ব্যক্তিকে তার নিজ সত্তাকে তার মুনীব থেকে হাজার দিরহামে ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীলকে হাজার দিরহাম দিয়ে দেয়। তারপর উকীল ক্রয় করার সময় গোলামের মুনীবকে বলে যে, আমি তোমার গোলাম তোমার নিকট হতে তারই জন্য ক্রয় করছি এবং মুনীব তাকে বিক্রয় কওে, তবে সে আযাদ হয়ে যাবে এবং তার উত্তরাধিকার তার মুনীব পাবে।

আর যদি বলে যে, আমি তাকে ক্রয় করছি, আর একথা না বলে যে, সে গোলামকে গোলামের জন্যই ক্রয় করছে। তবে উকীল গোলামের মালিক হবে এবং গোলাম থেকে সে যে হাজার দিরহাম গ্রহণ করেছে তা মুনীবের জন্য মুফ্ত হবে। আর ক্রেতা বা গোলামের উপর হাজার দিরহাম মূল্য বা আযাদীর বিনিময় হিসাবে ওয়াজিব হবে।

আর যদি উকীল কারো নাম উল্লেখ না করে, তবে মুনীব উকীল হতে মূল্য নিয়ে নিবে। কেননা, সে-ই আকদকারী ও গোলামের মালিক। আর যদি উকীল বলে যে, সে গোলামকে গোলামের জন্যই ক্রয় করেছে। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) আযাদ করার জন্য উকীল নিয়োগের পরিচ্ছেদে বলেছেন যে, গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং মাল গোলামের উপর ওয়াজিব হবে–উকীলের উপর নয়। আর এটাই বিশুদ্ধ মত (আত-তাবয়ীন)।

২১. মাসআলা ঃ আর যদি এরূপ গোলাম মুদাব্বার হয়, তবে সে ক্রয়ের সময় থেকেই আযাদ হয়ে যাবে; চাই উকীল কারো নামোল্লেখ ব্যতীত ক্রয় করুক কিংবা নিজের কথা বলে ক্রয় করুক কিংবা মুদাব্বার গোলামের কথা বলে ক্রয় করুক। আর যদি মাল 'ভাতা' উসুল হওয়ার সময় পর্যন্ত ধার বা বাকী রাখে, তবে ঐ সময় পাবে। আর মাল সর্ব অবস্থায়ই মুদাব্বার গোলামের উপর লাযিম হবে। উকীলের উপর লাযিম হবে না। কেননা, মুদাব্বার গোলামকে ক্রয় করা জাইয নয়–আযাদ করা জাইয। তাই আরমা মর্ম অনুযায়ী কাজ করেছি এবং মুদাব্বারের তরফ থেকে আযাদী কবূল করার জন্য উকীল হয়েছে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ ক্রয়ের উকীল যদি ক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে কোন দোষ পায়, তবে মুআক্কিলের রায় জিজ্ঞেস না করেই ফেরত দিতে পাওে, ঐ বস্তু যদি তার কবযায় থাকে (আল-খুলাছা)।

২৩. মাসআলা ঃ ক্রয়ের উকীল যদি ক্রয়কৃত বস্তু মুআক্কিলের নিকট সমর্পণ করে, তারপর বিক্রেতার নিকট এসে দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে খুছূমত করে, তবে ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু যদি এই মর্মে সাক্ষী পেশ করে যে, মুআক্কিল ফেরত দিবার নির্দেশ দিয়েছে। তবে সে তা ফেরত দিতে পারবে (আয-যখীরা)।

২৪. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল ক্রয়কৃত বস্তু কবযা না করে, এর মধ্যে উকীল তাতে দোষ-ত্রুটি দেখতে পায়, তারপর মুআক্কিল তাকে দোষসহ সেটি ফেরত দিতে নির্দেশ দেয়, আর উকীল দোষের উপর রাযী হয় এবং বিক্রেতাকে দোষ হতে মুক্ত করে দেয়, তবে মুআক্কিলের ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা হলে সে দাসীকে দোষসহ গ্রহণ করবে এবং তার বিনিময়ে কিছুই পাবে না, কিংবা উকীলের যিম্মায় দোষসহ তা লাযিম করে দিবে এবং নিজের মূল্য তার থেকে ফেরত নিবে। আর মুআক্কিল যদি দাসীকে গ্রহণ করা কিংবা উকীলের যিম্মায় লাযিম করে দেওয়া কোনটাই ইখতিয়ার না করে। আর ইতোমধ্যে দাসী উকীলের হাতে মারা যায়, তবে উকীলের মাল যাবে এবং মুআক্কিল উকীল হতে দোষের অংশ পরিমাণ মূল্য ফেরত নিবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৫. মাসআলা ঃ আর যদি দাসী মারা না যায়, বরং কানা হয়ে যায়, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে এবং সে উকীল হতে এই পরিমাণ দোষের লোকসানের মূল্য উসুল করতে পারবে, যার উপর সে রাযী হয়েছিল। আর যদি কানা না হয় এবং মুআক্কিল উকীলের যিম্মায় দাসীকে লাযিম করে দেয় এবং মূল্য কবযা করে। তারপর উকীল তার মধ্যকার যে দোষের উপর রাযী হয়েছিল তা ব্যতীত অন্য কোন দোষ পায় আর ঐ দোষ যদি বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় বিদ্যমান থেকে থাকে, তবে ঐ দোষের কারণে তাকে মুআক্কিল এবং ক্রেতা কারো নিকট ফেরত দিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ ক্রয়ের উকীল যদি ক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে দোষ পেয়ে তার উপর রাযী হয়ে কবযা করে, আর যদি ঐ দোষ অন্ধ হওয়া বা এই জাতীয় কোন দোষ না হয়, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি এই জাতীয় কোন দোষ হয়, যা মানুষ মেনে করে নেয় না, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না, বরং সে তা ক্রেতার যিম্মায় ফেলতে পারবে। এটা সাহিবাইনের মত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, উভয় অবস্থাই সমান। আর যদি এই দোষসহ ঐ বস্তুর মূল্য ঐ পরিমাণই হয়, যে মূল্য দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে, কিংবা ঐ দোষ এই পরিমাণ হয়, যার লোকসান সাধারণত মানুষ সহ্য করে নেয়, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে (আয-যখীরা)।

২৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নির্দেশে তার জন্য একটি গোলাম ক্রয় করল এবং তাকে হস্তগত করল। তারপর তাতে দোষ পেল এবং বিক্রেতাকে ঐ দোষ থেকে মুক্ত করে নিল। এরপর মুআক্কিল তাকে বলল যে, যেহেতু তুমি দোষ হতে মুক্ত করে দিয়েছ তাই আমি গোলামটি তোমার যিম্মায় লাযিম করে দিলাম, কিন্তু উকীল তা কবূল করল না। তবে কাযীর নির্দেশ ব্যতীত তা উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে না।

আর যদি কাযী তার যিম্মায় লাযিম করে দেয়, তবে তা এরূপ হবে যেন সে তাকে মুআক্কিলের নিকট থেকে ক্রয় করেছে। তারপর সে যদি তার মধ্যে কোন দোষ দেখতে পায়, তবে প্রথম মুআক্কিলের নিকট ফেরত দেওয়া ব্যতীত বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

না। অর্থাৎ প্রথম সে মুআক্কিলের নিকট ফেরত দিবে, তারপর মুআক্কিল উকীলের নিকট ফেরত দিবে, তারপর উকীল বিক্রেতার নিকট ফেরত দিবে (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি ক্রয়ের উকীলের নিকট ক্রয়কৃত দাসী বর্তমান থাকে এবং সে দোষের কারণে তাকে ফেরত দিতে চায়। আর বিক্রেতা দাবী করে যে, মুআক্কিল ঐ দোষের উপর রাযী হয়ে গেছে, তবে সাক্ষ্য ব্যতীত তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি বিক্রেতা কসম দেওয়াতে চায় যে, মুআক্কিলের রাযী হওয়ার কাথা উকীল জানে, তবে বিক্রেতার সে ইখতিয়ার থাকবে না।

তবে যদি বিক্রেতার নিকট মুআক্কিলের দোষের উপর রাযী হওয়ার সাক্ষী না থাকে এবং উকীল দাসীকে দোষের দরুন বিক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দেয়। তারপর মুআক্কিল হাযির হয়ে রাযী হওয়ার দাবী করে এবং দাসী নিতে চায়, আর বিক্রেতা দাসীকে দিতে অস্বীকার করে এবং বলে যে, কাযী বিক্রয় ভঙ্গ করে দিয়েছে, তাই তুমি দাসীকে নিতে পারবে না, এক্ষেত্রে কাযী বিক্রেতার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না এবং দাসীটি মুআক্কিলকে দিয়ে দিবে। কোন কোন মাশায়িখ বলেন, এটা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। আবার কোন কোন মাশায়েখ বলেন, না, বরং এটা সকলেরই অভিমত এবং এটাই বিশুদ্ধতর অভিমত (আয-যখীরা)।

২৯. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল দাসীকে দোষের কারণে ফেরত দিয়ে বিক্রেতার নিকট থেকে মূল্য নিয়ে নেয় এবং তার হাত থেকে মূল্য খোয়া যায়, তবে তা উকীলের মাল থেকে খোয়া যাবে এবং সে ঐ পরিমাণ মাল নিজের পক্ষ থেকে মুআক্কিলকে দণ্ড দিবে। তারপর যদি মুআক্কিল ঐ ব্যাপারে বিক্রেতাকে তাসদীক করে যে, আমি দোষের উপর রাযী হয়েছি এবং দাসীকে কবযা করে নিয়েছি, তবে বিক্রেতাকে সে নিজের তরফ থেকে মূল্য দিবে। আর মুআক্কিলের ইখতিয়ার নেই যে, বিক্রেতাকে বলবে, একবার তুমি উকীলের কাছ থেকে মূল্য নেওয়ার কথা স্বীকার করেছ। পুনরায় আমার নিকট থেকে নিতে পারবে না।

তারপর যদি মুআক্কিল দাসীর মধ্যে অন্য কোন দোষ দেখতে পায়, তবে নিজেই খুছূমত করা ও ফেরত দেওয়ার বিবাদী হবে, উকীল বিবাদী হবে না। আর যদি দোষের কারণে উকীলের দাসী ফেরত দেওয়া এবং কাযীর বিক্রয় ভঙ্গ করার পর উকীল স্বীকার করে যে, মুআক্কিল দোষের উপর রাযী হয়ে গিয়েছে। তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, ইচ্ছা হলে দাসীকে রেখে দিবে কিংবা উকীলকে ফেরত দিবে। আর যদি মুআক্কিল স্বীকার করে যে, আমি দোষের উপর রাযী হয়েছি তবে দাসী মুআক্কিলের হবে। উকীল বিক্রেতার নিকট থেকে নিয়ে মুআক্কিলকে দিবে এবং বিক্রেতার মূল্য উকীলের উপর বর্তাবে। যদি উকীল বিক্রেতাকে দাসী ফেরত দেওয়ার সময় বিক্রেতার নিকট থেকে মূল্য নিয়ে থাকে, আর যদি সে দাসীর মধ্যে অন্য কোন দোষ দেখতে পায়, তবে সে-ই তার খুছূমত করবে (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে তার জন্য একটি দাসী খরিদ করার নির্দেশ দেয় এবং উকীল দাসী খরিদ করে। আর তাকে কবযা করার আগে তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি আছে বলে জানতে পারে এবং মুআক্কিল ঐ দোষ-ত্রুটির উপর রাযী হয়ে যায় তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে। আর যদি মুআক্কিল ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ ভেঙ্গে ফেলে, তবে ঐ ভঙ্গ করা কার্যকর হবে না (আল-খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩১. মাসআলা ঃ ক্রয়ের উকীল যদি হাজার দিরহাম দ্বারা এরূপ গোলাম ক্রয় করে যার মূল্য তিন হাজার দিরহাম, তারপর সে তার মধ্যে দোষ-ত্রুটি পায় তবে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। আর যদি খিয়ারে রুইয়াত বা খিয়ারে শর্তের মধ্যে এরূপ উল্লেখ থাকে, তবে ফেরত দিতে পারবে (আল-মুহীত ঃ ক্রয়ের উকীল ক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে দোষ-ত্রুটি পায়)।

৩২. মাসআলা ঃ কোন নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করার উকীল যদি এরূপ গোলাম ক্রয় করে, যার মধ্যে কোন দোষ আছে, যা মুআক্কিল জানে এবং উকীল তা জানে না তবে উকীল তা দোষসহ ফেরত দিতে পারবে (আল-মুহীত ঃ ওকালাতের মধ্যে খিয়ারের প্রকার)।

৩৩. মাসআলা ঃ ক্রয়ের উকীল যদি মারা যায়, তারপর মুআক্কিল ক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে কোন দোষ পায়, তবে উকীলের ওয়ারিস বা ওসী তা ফেরত দিবে। আর যদি ওয়ারিস বা ওসী না থাকে, তবে মুআক্কিল নিজে ফেরত দিবে (আল-খুলাছা)।

৩৪. মাসআলা ঃ ক্রয়ের উকীল হতে মূল্য তলব করা হবে তার ব্যক্তিগত মাল থেকে, যদিও এখন পর্যন্ত মুআক্কিল তাকে মূল্য না দিয়ে থাকে। আর উকীলের ইখতিয়ার থাকবে তার নিজের মাল হতে মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই মুআক্কিল হতে মূল্য নিয়ে নেওয়ার। আর সে যে পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করেছে তা উসুল করার জন্য ক্রয়কৃত বস্তু মুআক্কিলকে না দিয়ে আটকে রাখতে পারবে। আটকে রাখার পূর্বে যদি ঐ ক্রয়কৃত বস্তু উকীলের নিকট নষ্ট হয়ে যায় তবে মুআক্কিলের মাল যাবে, উকীলের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর যদি আটকের পর নষ্ট হয়ে যায়, তবে মূল্যের মূল্যের বিপরীতে নষ্ট হবে, কবযার পূর্বে নষ্ট হওয়ার ন্যায়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মাদ (র) কোন কিতাবে এ অবস্থাটি বর্ণনা করেননি। উকীল যদি মূল্য পরিশোধ না করে এবং বিক্রেতা তাকে বিক্রিত বস্তু সোপর্দ করে দেয়। তবে কি এমতাবস্থায় উকীলের মুআক্কিল হতে মূল্যের দিরহাম না দেওয়া পর্যন্ত ক্রয়কৃত বস্তু আটকে রাখার ইখতিয়ার থাকবে ? শায়খ শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র) বলেন, উকীলের এরূপই ইখতিয়ার থাকবে। এটাই বিশুদ্ধ (আল-মুহীত)।

৩৫. মাসআলা ঃ ক্রয়ের উকীল যদি মূল্য নিজ হতে পরিশোধ করে দেয়, তারপর মুআক্কিল তার সাথে অন্য শহরে সাক্ষাৎ করে, আর ক্রয়কৃত বস্তু তার কাছে না থাকে, আর মুআক্কিলের নিকট মূল্য তলব করে, আর মুআক্কিল মাল না নিয়ে মূল্য দিতে অস্বীকার করে, আর যদি পূর্বে এরূপ হয়ে থাকে যে, যখন ক্রয়কৃত মাল উভয়ের সামনে বিদ্যমান ছিল, তখন মুআক্কিল ক্রয়কৃত বস্তু চাইলে উকীল মূল্য না নিয়ে মাল দিতে অস্বীকার করেছে, তবে এখন মুআক্কিলের ইখতিয়ার আছে মাল নেওয়া ব্যতীত মূল্য দিতে অস্বীকার করা। আর যদি ক্রয়কৃত বস্তু সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মুআক্কিল উকীলের কাছে তা তলব না করে থাকে, তবে মুআক্কিল মূল্য দিতে অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা, মুআক্কিলের যিম্মায় মূল্য ঋণ হয়ে গিয়েছে (আল-বাহরুর রাইক)।

৩৬. মাসআলা ঃ যদি হাজার দিরহামে একটি দাসী ক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা হয়, এবং সে তার নির্দেশ অনুযায়ী হাজার দিরহামে ক্রয় করে মূল্য দিয়ে তা কবযা করে এবং মুআক্কিলকে দিতে অস্বীকার না করে, এমনকি মুআক্কিল তাকে পাঁচশ' দিরহাম দিয়ে দেয় এবং তার কাছে দাসী তলব করে, আর উকীল দাসী দিতে অস্বীকার করে এবং তার হাতে দাসী মারা যায়, তবে উকীল মুআক্কিলের নিকট থেকে যে পাঁচশ' দিরহাম কবযা করেছে তা তাকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং

অবশিষ্ট মূল্য বাতিল হয়ে যাবে। মুআক্কিলের নিকট থেকে সে তা নিতে পারবে না। আর যদি সে প্রথম হতেই তা আটকে রাখে, তবে কবযাকৃত মূল্যও তাকে ফেরত দিতে হবে (আল-মুহীত)।

আর যদি আটক রাখার পর তার একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়। তবে মূল্য থেকে কিছুমাত্র বাতিল হবে না। আর মুআক্কিলের ইখতিয়ার থাকবে পূর্ণ মূল্য দিয়ে তা নিয়ে নেওয়ার কিংবা ত্যাগ করার (আল-বাহরুর রাইক)।

৩৭. মাসআলা ঃ উকীল যদি হাজার দিরহাম দ্বারা এক বছরের ওয়াদায় একটি গোলাম ক্রয় করে এবং কবযা করে আর মুআক্কিল কবযা না করে। এমনকি মেয়াদ এসে যায় এবং বিক্রেতা উকীলকে মালের জন্য পাকড়াও করে। তারপর উকীল ইচ্ছা করে যে, মূল্য উসুল করার জন্য মুআক্কিলকে গোলাম না দিয়ে আটক করবে। এ ইখতিয়ার তার থাকবে না। যদি আটক করে তবে সে জামিন ও দায়ী হবে। আর যদি মুআক্কিল তাকে কবযা করে, তারপর উকীল এসে মুআক্কিলের অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে যায়, আর এটা না বলে যে, মূল্য না দেওয়া পর্যন্ত গোলাম দিবে না, আর গোলাম উকীলের নিকট মারা যায় তবে মুআক্কিল হতে মূল্য বাতিল হয়ে যাবে। আর উকীলের গোলাম নিয়ে নেওয়া মুআক্কিলকে মূল্য পরিশোধ ব্যতীত গোলাম দিয়ে দেওয়া হতে বিরত থাকা বলে গণ্য হবে (আয-যখীরা)।

৩৮. মাসআলা ঃ যদি মুআক্কিল উকীলকে আদেশ করে যে, এক হাজার দিরহাম করে দুটি দাসী ক্রয় করে দাও। কিংবা আদেশ করে যে, উভয় দাসীই হাজার দিরহামে ক্রয় করে দাও। তারপর উকীল দুটি দাসী ক্রয় করে উভয় দাসী কবযা করে। তারপর মুআক্কিল তাদের মধ্যকার নির্দিষ্ট কোন একটিকে তলব করে এবং উকীল দিতে অস্বীকার করে, এমনকি সে দাসী মারা যায় তবে তার মূল্য বাতিল হয়ে যাবে। তারপর যদি মুআক্কিল বলে যে, আমার অন্য দাসীটির প্রয়োজন নেই। তবে তার একথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না; বরং ঐ দাসীর অংশের পরিমাণ মুআক্কিলের উপর লাযিম হবে।

আর যদি উকীল যে দাসীটি আটকে রেখেছিল সেটি মারা না গিয়ে অন্য দাসীটি মারা যায়, তবে অবশিষ্ট দাসীটিও মুআক্কিলের উপর লাযিম হবে এবং তাকে উভয়টির মূল্য দিতে হবে। আর যদি মুআক্কিল উকীলকে এরূপ আদেশ করে যে, আমার জন্য এক বিক্রয় চুক্তিতে এরূপ দুটি দাসী ক্রয় করে দাও, যার একটির মূল্য এক হাজার দিরহাম নগদ দেওয়া হবে।

আর দ্বিতীয়টি এক বছর মেয়াদের বাকীতে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করবে। তারপর উকীল মুআক্কিলের আদেশ অনুযায়ী দুটি দাসী ক্রয় করে কবযা করল। তারপর মুআক্কিল উকীলের নিকট দাসী দুটি তলব করলে সে উভয়টিকে মূল্য না দেওয়া পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করল, উকীলের এ ইখতিয়ার থাকবে না। আর যে দাসীটি সে এক বছরের মেয়াদে ক্রয় করেছে, সেটি মুআক্কিলকে দিয়ে দিবে। আর যদি উকীল সেটি আটকে রাখে এবং তার হাতে সেটি মারা যায় তবে মুআক্কিলকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু নগদ মূল্যে ক্রয়কৃত দাসীটির মূল্য মুআক্কিল পরিশোধ না করা পর্যন্ত উকীল আটক করে রাখতে পারে। আটক রাখার পর যদি তার হাতে দাসী মারা যায়, তারপর মুআক্কিল বলে যে, বাকী মূল্যে ক্রয়কৃত দাসীর আমার কোন প্রয়োজন নেই।

তবে তার এ কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না, বরং বাকীতে কেনা দাসীটিও তার উপর লাযিম হবে। অনুরূপভাবে যদি সে উভয় দাসীকে দুই হাজার দিরহাম নগদ মূল্যে ক্রয় করতে আদেশ করে এবং উকীল ঐ ভাবেই ক্রয় করে, এবং মুআক্কিলকে দিতে আপত্তি না করে, এর মধ্যে

বিক্রেতা এক দাসীর মূল্যের জন্য ক্রেতাকে পাকড়াও করে, তবে এই অবস্থা ও প্রথমোক্ত অবস্থা সর্বক্ষেত্রে একই রকম হবে (আল-মুহীত)।

৩৯. মাসআলা ঃ যদি ক্রয়ের উকীল নিজের মাল দ্বারা মূল্য পরিশোধ করে দেওয়ার দাবী করে এবং মুআক্কিল তার সত্যায়ন করে, আর বিক্রেতা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে উকীল মুআক্কিলের নিকট হতে মূল্য নিতে পারবে না (আল-বাহরুও রাইক)।

৪০. মাসআলা ঃ কোন নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয়ের উকীল যদি তা ক্রয় করে, কিন্তু বখেনো মূল্য পরিশোধ না করে, এর মধ্যে বিক্রেতা উকীলকে কিছু সময় দিয়ে দেয়, তা শুদ্ধ হবে। আর এই সময় দেওয়া মুআক্কিলের জন্যও সাব্যস্ত হবে। সুতরাং মেয়াদ আসার পূর্বে মুআক্কিল থেকে মূল্য উসুল করার ইখতিয়ার উকীলের থাকবে না। আর যদি বিক্রেতা উকীল হতে কিছু মূল্য কমিয়ে দেয়, তবে সে মুআক্কিল হতে তা কমিয়ে নিবে। আর যদি বিক্রেতা সমুদয় মূল্য উকীলের যিম্মা হতে কমিয়ে দেয়, তবে তা মুআক্কিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং মুআক্কিল হতে সমুদয় মূল্য নিয়ে নেওয়ার ইখতিয়ার উকীলের থাকবে। আর যদি বিক্রেতা কিছু মূল্য উকীলকে হেবা করে দেয়, তবে মুআক্কিল হতেও ঐ পরিমাণ মূল্য কম হয়ে যাবে। সুতরাং উকীল ঐ পরিমাণ মূল্য মুআক্কিল হতে ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি সমুদয় মূল্য হেবা করে দেয়, তবে তা মুআক্কিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আর যদি বিক্রেতা উকীলকে সমুদয় মূল্য হতে মুক্ত করে দেয় তবে তার বিধানও সমুদয় মূল্য হেবা করার ন্যায় হবে (আল-মুহীত)।

৪১. মাসআলা ঃ আর যদি বিক্রেতা উকীলকে প্রথম পাঁচশ' দিরহাম হেবা করে দেয়, তারপর অবশিষ্ট পাঁচশ' দিরহাম, তবে উকীল মুআক্কিল হতে প্রথম পাঁচশ' দিরহাম নিতে পারবে না, তবে দ্বিতীয় পাঁচশ' দিরহাম নিতে পারবে। আর যদি প্রথম নয়শ' দিরহাম হেবা করে দেয়, তারপর তার অবশিষ্ট একশ' দিরহাম হেবা করে, তবে উকীল মুআক্কিল হতে শুধু একশ' দিরহাম নিতে পারবে। আর এসব ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ

১. মাসআলা ঃ বিক্রয়ের উকীলের জন্য কোন বস্তু কম-বেশী মূল্যে অথবা কোন বস্তুর বদলে বিক্রয় করা জাইয। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। আর সাহিবাইন বলেন যে, এই পরিমাণ কম মূল্যে বিক্রয় করা জাইয, যে পরিমাণ কমকে সাধারণত মানুষ ক্ষতি মনে করে না। আর দিরহাম ও দীনার ব্যতীত অন্য বস্তুর বদলে বিক্রয় করাও জাইয নয় (আল-হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ উকীল কর্তৃক মূল্যবান ও নগণ্য বস্তু যে কোন মূল্যে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে সাহিবাইনের উক্তির উপর ফাতওয়া (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

৩. মাসআলা ঃ এ মতভেদ সাধারণ ওকালাতের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে যদি মুআক্কিল বলে দেয় যে, এই বস্তু এক হাজার দিরহামে কিংবা একশ' দিরহামে বিক্রয় কর, তবে তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করা সর্বসম্মত পক্ষেই জাইয নয় (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কোন গোলামকে কোন বিশেষ বস্তুর বদলে বিক্রয় করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করা হয় এবং উকীল ঐ বস্তুর বদলে প্রকট লোকসানে তা বিক্রয় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা জাইয হবে (আয-যখীরা)।

৫. মাসআলা ঃ বিক্রয়ের উকীলের বাকীতে বিক্রয় করার ইখতিয়ার আছে। আল-মুনতাকা কিতাবে আছে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এ বিধান ব্যবসায়ের বস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হবে। আর যদি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কোন বস্তু বিক্রয় করার দরকার হয়, তবে জাইয হবে না। যেমন, কোন মহিলা যদি কাউকে নিজের সূতা বিক্রয় করতে দেয়, তবে এই ওকালাত নগদ বিক্রয় করার জন্য সাব্যস্ত হবে। আর এর উপরই ফাতওয়া (আল-খুলাছা)।

৬. মাসআলা ঃ সাধারণ বিক্রয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত যদি সে এমন মেয়াদে বাকীতে বিক্রয় করে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে যার প্রচলন আছে, তবে আমাদের আলিমদের মতে তা জাইয হবে। আর যদি এমন মেয়াদ ধার্য করা হয়, ব্যবসায়ীদের মধ্যে যার প্রচলন নেই, যেমন পঞ্চাশ বছর কিংবা এরূপ দীর্ঘ কোন সময়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জাইয হবে না। আমাদের মাশায়িখ কিরাম বলেন, বাকীতে বিক্রয় করা তখন জাইয হবে, যখন উকীল নিয়োগের কথার মধ্যে এমন কোন শব্দ না থাকে, যা দ্বারা নগদ বিক্রয় করা বুঝা যায়।

যদি এরূপ শব্দ থাকে, তবে বাকীতে বিক্রয় করা জাইয হবে না। যেমন কাউকে বলল, এই গোলাম বিক্রয় করে আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। কিংবা বলল যে, এই গোলাম বিক্রি কর। কেননা, পাওনাদারগণ আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। অথবা বলল, বিক্রয় কর। কেননা, আমার পরিবার-পরিজনের খোরপোষের দরকার। তবে এসব ক্ষেত্রে বাকীতে বিক্রয় করা জাইয নয় (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭. মাসআলা ঃ বাকীতে বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করা হলে এক মাস বা তদূর্ধ সময় মূল্য বাকী রাখার সময় বুঝা যাবে। কেননা, এক মাসের কম সময় নগদের শামিল। এরূপ উকীল যদি নগদ মূল্যে বিক্রয় করে, তবে সে ক্ষেত্রে মাশায়িখ কিরাম মতভেদ করেছেন। শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ফজল (র) বলেন, যদি সে নগদ এই পরিমাণ দিরহামের বেশীতে বিক্রয় করে, যে পরিমাণ দিরহামে বাকীতে বিক্রয় করা হয়, তবে জাইয হবে। আর যদি তার কমে বিক্রয় করে, তবে জাইয হবে না। অন্য এক শায়খ বলেন, সর্বাবস্থায় জাইয হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, বিক্রয় করো না নগদ মূল্য ব্যতীত, তাহলেও ঐ বিধান প্রযোজ্য হবে।

কেউ যদি কাউকে এমন কান বস্তু বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে যার পরিবহন ব্যয় ও অন্যান্য খরচা আছে, তা সেই শহর পর্যন্ত হবে, যেখানে উকীল ও মুআক্কিল উভয়ে বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি মুআক্কিল তা অপর কোন শহরে নিয়ে যায় এবং চুরি হয়ে যায় কিংবা নষ্ট হয়ে যায়, তবে উকীল জামিন হবে। আর যদি উকীল তা অন্য স্থানে না নিয়ে যায় কিংবা নিজে গিয়ে সেখানে বিক্রি করে, তবে যেখানে বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে, সেখানে তা সমর্পণ করা তার উপর ওয়াজিব। আর যদি তা এমন বস্তু না হয়, যার পরিবহন ব্যয় ও অন্যান্য খরচা পড়ে তবে ওকালাত ঐ শহরের জন্য নির্দিষ্ট হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ সাধারণ বিক্রয়ের উকীল যদি ফাসিদ বিক্রয়ের রীতিতে বিক্রয় করে, তবে বিক্রয় ও সমর্পণের জামিন হবে না এবং উকীল তা ফেরত নিতে পারবে। আর যে ব্যক্তি ফাসিদ বিক্রয়ের উকীল নিযুক্ত হয়, সে যদি বৈধ রীতিতে বিক্রয় করে, তবে ইসতিহসান মতে তা জাইয হবে (আল-খুলাছা)।

৯. মাসআলা ঃ বিক্রয়ের উকীল বিক্রেয় বস্তু নিজের জন্য ক্রয় করতে পারে না। কেননা, একই ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতা হতে পারে না (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল বলে যে, নিজের জন্য ক্রয় বা বিক্রয় কর, তবু জাইয হবে না। অনুরূপ যদি উকীল নিজের নাবালেগ পুত্রের কাছে বিক্রয় করে, তাহলেও বিক্রয় জাইয হবে না। আর যদি নিজের গোলাম বা মুকাতাবের কাছে বিক্রয় করে, তবে ইজমা মতে জাইয হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১১. মাসআলা ঃ বিক্রয়ের উকীল যদি এমন লোকের কাছে বিক্রয় করে, যার সাক্ষ্য উকীলের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়, তবে যদি বাজার মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তবে বিনা মতভেদে জাইয হবে। আর যদি বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে অত্যধিক লোকসান দিয়ে বিক্রি করে, তবে ইজমা মতে জাইয হবে না। আর যদি কম লোকসান দিয়ে বিক্রি করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে না (আয-যখীরা)।

১২. মাসআলা ঃ আর যদি বাজার মূল্যের অনুরূপ বস্তুর বদলে বিক্রয় করে, তবে সেক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে দুটি মত আছে। প্রকাশিত মত হচ্ছে জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল উকীলকে এরূপ লোকদের নিকট বিক্রয় করার আদেশ করে বা এরূপ অনুমতি দেয় যে, যার নিকট তোমার ইচ্ছা হয় বিক্রয় কর, তবে ইজমা মতে ঐরূপ লোকের নিকট বিক্রয় করা জাইয হবে। কিন্তু যদি নিজের নিকট নিজে বিক্রয়

করে কিংবা নিজের নাবালেগ পুত্রের নিকট কিংবা এমন গোলামের নিকট বিক্রয় করে যার উপর ঋণ নেই, তবে নিশ্চিতরূপে তা জাইয হবে না–যদিও মুআক্কিল সুস্পষ্টভাবে তাদের নিকট বিক্রয়ের অনুমতি দেয়। ক্রয়ের উকীলের উপরও এই বিধান প্রযোজ্য (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৪. মাসআলা ঃ বিক্রয় ও ক্রয়ের ওকালাত সম্পর্কে যিয়াদাত কিতাবে আছে, যদি উকীল মুআক্কিলের পিতা কিংবা পুত্র কিংবা মুকাতাব গোলাম কিংবা মাযূন (অনুমতিপ্রাপ্ত) গোলামের কাছে বিক্রয় করে, তবে তা জাইয হবে। অনুরূপ যদি গোলামের উকীল তাকে তার মুনীবের কাছে বিক্রি করে, তবে তা জাইয হবে (আল-খুলাছা)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ তার মাল-সামান বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করল। সে জিজ্ঞেস করল, কত দামে বিক্রয় করব ? মুআক্কিল বলল, তা তুমি জান। কিংবা বলল, তার দাম তুমি জান। তারপর সে তা খুব সামান্য দামে বিক্রয় করল। তবে মুআক্কিলের জন্য তা ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। আর এর উপরই ফাতওয়া (আল-কিনয়্যা)।

১৬. মাসআলা ঃ মুআক্কিল যদি উকীলের উপর এমন শর্ত আরোপ করে যা সর্বদিক দিয়ে মুআক্কিলের জন্য লাভজনক। যেমন উকীলকে বলল যে, তুমি এটি এমনভাবে বিক্রয় করবে যেন সর্ব দিক দিয়ে আমার লাভ হয়। তবে উকীলের বিক্রয়কালে সর্বতোভাবে এ দিকটি লক্ষ্য রাখতে হবে। না-বাচক বাক্য দ্বারা তার তাকীদ করা হোক বা না হোক। যেমন বলল, বিক্রয়ের মধ্যে খিয়ারের শর্ত রাখবে (খেয়ারে ছাড়া বিক্রি করবেন, এ কথা বলুক বা না বলুক)। তারপর উকীল যদি খিয়ারের শর্ত ব্যতীত বিক্রয় করে, তবে তা জাইয হবে না (আয-যখীরা)।

১৭ মাসআলা ঃ কেউ এক ব্যক্তিকে নিজের গোলাম বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং বলল যে, তিন দিন পর্যন্ত আমার জন্য খিয়ারের শর্ত রাখবে। তারপর সে বিক্রয় করল এবং খিয়ারের শর্ত রাখল না, তবে এ বিক্রয় জাইয হবে না। আর যদি সে তা বিক্রয় করে এবং মুআক্কিলের জন্য খিয়ারের শর্ত রাখে, তবে তা তার উপর জারী হবে। আর খিয়ার উকীল ও মুআক্কিল উভয়ের জন্য সাব্যস্ত হবে। আর যদি মুআক্কিল সাধারণ বিক্রয়ের জন্য আদেশ করে এবং উকীল বিক্রয়ের মধ্যে মুআক্কিল বা কোন তৃতীয় লোকের খিয়ারের শর্ত করে, তবে তা শুদ্ধ হবে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল এরূপ কোন শর্ত আরোপ করে, যা তার জন্য আদৌ কল্যাণকর নয়, বরং ক্ষতিকর, তবে উকীলের পক্ষে এ শর্ত মানা ওয়াজিব নয়। না-বাচক বাক্য দ্বারা তার তাকীদ করুক বা না করুক। যেমন, বলল, এটি হাজার দিরহাম বাকীতে বিক্রয় কর কিংবা এরূপ বলল, হাজার দিরহাম বাকীতে ব্যতীত বিক্রয় করবে না। তারপর উকীল হাজার দিরহাম নগদে বিক্রয় করল, তবে মুআক্কিলের তরফ থেকে এ বিক্রয় জাইয হবে এবং তার উপর তা কার্যকর হবে। আর যদি এরূপ শর্ত করে যে, কোন দিক দিয়ে মুআক্কিলের জন্য লাভজনক আবার কোন দিক দিয়ে অলাভজনক, আর না-বাচক বাক্য দ্বারা তার তাকীদ করা হয়, তবে এক্ষেত্রে শর্তের উপর গুরুত্ব দান করা উকীলের উপর ওয়াজিব হবে। যেমন, যদি বলে যে, অমুক বাজারে বিক্রয় কর; কিন্তু সে অন্য বাজারে বিক্রয় করল। আর যদি সে না-বাচক বাক্য দ্বারা তাকীদ না করে, তবে মুআক্কিলের উপরে জারী হবে আর যদি না-বাচক বাক্য দ্বারা তাকীদ করে তবে এ বিক্রয় মুআক্কিলের উপর জারী হবে না (আয-যখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমার এই গোলামটি বিক্রয় কর এবং তার সাক্ষী রাখ। তারপর উকীল বিক্রয় করল, কিন্তু সাক্ষী রাখল না। তবে তা জাইয হবে। আর যদি বলে যে, সাক্ষী ব্যতীত বিক্রয় করবে না। তারপর সাক্ষী ছাড়া বিক্রয় করল, তবে তা জাইয হবে না। আর অনুরূপ যদি বলে যে, আমি তোমাকে এই গোলাম বিক্রয় করার জন্য এই শর্তে উকীল নিয়োগ করলাম যে, তুমি তাকে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে সাক্ষী রেখে নিবে। তারপর উকীল তাকে সাক্ষী রাখা ব্যতীত বিক্রয় করল, তবে তা জাইয হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি বলে যে, সাক্ষীদের সাথে তাকে বিক্রয় কর। তাহলেও এরূপ বিধান হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং নিষেধ করল যে, অমুক ব্যক্তির উপস্থিতি ব্যতীত বিক্রয় করবে না। তবে তার উপস্থিতি ব্যতীত বিক্রয় না করা উচিত (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ যদি এরূপ নির্দেশ করে যে, এই গোলামকে রেহেন (বন্ধক) কিংবা কাফিল (জামিনদার) নিয়ে বিক্রয় কর, তারপর যদি উকীল রেহেন বা কাফিল ব্যতীত বিক্রয় করে, তবে জাইয হবে না। চাই মুআক্কিল 'না' দ্বারা তাকীদ করুক বা না করুক। অর্থাৎ এরূপ বলুক যে, বিক্রয় করবে না রেহেন অথবা কাফিল না নিয়ে। অর্থাৎ যদি কথায় জোর দেওয়া হয়, তবে বিক্রয় করা জাইয হবে না। আর যদি বলে যে, এমন বস্তু রেহেন নিয়ে বিক্রয় করবে যার মধ্যে দৃঢ়তা থাকে, তবে বিক্রয় করা জাইয হবে না। কিন্তু যখন এমন বস্তু রেহেন নেওয়া হয়, যার মূল্য দ্বারা বিক্রিত বস্তুর সম্পূর্ণ মূল্য হাসিল হতে পারে। কিংবা এই পরিমাণ কম হয়, যার লোকসান মানুষ সহ্য করে নেয়, তবে তা জাইয হবে। আর যদি মুআক্কিল সাধারণ রেহেন নিয়ে বিক্রয়ের কথা বলে, তবে সামান্য রেহেন নিয়েও বিক্রয় করা জাইয হবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, তাকে বিক্রয় কর এবং কাফিল নিয়ে নাও, কিংবা যদি বলে যে, তাকে বিক্রয় কর এবং রেহেন নিয়ে নাও তাহলেও কাফিল কিংবা রেহেন নেওয়া ব্যতীত বিক্রয় করা জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা ঃ তারপর যদি উকীল এবং মুআক্কিল ওকালাতের মধ্যে কোন প্রকার শর্ত হওয়া না হওয়ার মধ্যে মতভেদ করে তবে মুআক্কিলের কথা ধর্তব্য হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যে বিক্রয় করা দাবী করা হয় (উদাহরণ স্বরূপ, উকীল একশ' দিরহামে বিক্রয় করল এবং মুআক্কিল দাবী করল যে, আমি এই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করতে বলিনি, বরং পাঁচশ' দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করতে বলেছি।) তাহলেও মুআক্কিলের কথা গৃহীত হবে (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল তার চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তবে বিক্রয় জারী হবে। আর যদি তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করে, তবে বিক্রয় জারী হবে না। আর যদি দিরহাম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করে, তাহলেও জারী হবে না–যদিও ঐ বস্তুর মূল্য এক হাজার দিরহামের অধিক হয় (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৫. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে তার একটি গোলাম এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করার জন্য আদেশ করল এবং উকীল গোলামের অর্ধেক এক হাজার দিরহামে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক

একশ' দীনারে বিক্রয় করল। তবে প্রথম অর্ধেকের বিক্রয় জাইয এবং অবশিষ্ট অর্ধেকের বিক্রয় নাজাইয হবে। আর যদি সম্পূর্ণ গোলাম এক হাজার দিরহাম ও একশ' দীনারে বিক্রয় করে, তবে সম্পূর্ণের বিক্রয় জাইয হবে (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ আর যদি অর্ধেক গোলাম এক দিরহাম কম এক হাজার দিরহামে এবং এক কুর পরিমাণ গমের বদলে বিক্রয় করে, তবে তা বাতিল হবে। আর যদি গোলাম এক হাজার দিরহাম এবং এক কুর পরিমাণ নির্দিষ্ট গমের বদলে বিক্রয় করে, তবে মুআক্কিলের ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে সে সম্পূর্ণ বিক্রয় বাতিল করে দিবে কিংবা বিক্রয়ের অনুমতি দিবে। আর 'শুর' উকীলের হবে এবং তার উপর গোলামের মূল্য থেকে তার অংশের পরিমাণ মূল্য ওয়াজিব হবে। আর যদি গোলাম এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করে, তারপর ক্রেতা এক 'কুর' নির্দিষ্ট কিংবা অনির্দিষ্ট অতিরিক্ত দেয়, তবে ইখতিয়ার ব্যতীত বিক্রয় জাইয হবে এবং কুর মুআক্কিলের হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ তার নিজের গোলাম বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে অর্ধেক বা কোন নির্দিষ্ট অংশ কারো নিকট বিক্রয় করে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিক্রয় জাইয হবে। চাই অবশিষ্ট অংশ ঐ ক্রেতার নিকট বিক্রয় করুক বা না-ই করুক। কিন্তু সাহিবাইনের মতে বিক্রয় জাইয হবে না, কিন্তু যখন অবশিষ্ট অংশও বিক্রয় করে দিবে (তখন জাইয হবে)। আর অনুরূপভাবে এই মতভেদ প্রত্যেক এরূপ বস্তুর মধ্যে জারী থাকবে যা টুকরা করলে ক্ষতির কারণ হয় এবং আয়েব বা দোষ বলে গণ্য হয়।

আর যদি টুকরা করলে ক্ষতির কারণ না হয় এবং আয়েব বা দোষ বলে গণ্য না হয়। যেমন, পরিমাপযোগ্য, ওযনযোগ্য ও গণনাযোগ্য এবং প্রায় সমান অবয়বসম্পন্ন বস্তুর ওয়াকালতের ক্ষেত্রে যদি কিছু পরিমাণ বিক্রয় করে, তবে সর্বসম্মতভাবে বিক্রয় জাইয হবে। আর অনুরূপভাবে যদি কেউ কাউকে কিছু সংখ্যক এরূপ বস্তু যা গণনা করে বিক্রয় করা হয় এবং পরস্পর কাছাকাছি অবয়ব সম্পন্ন হয়, এবং তা বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয় এবং সে তার মধ্য থেকে একটি বিক্রি করে, তবে এ বিক্রয় সর্বসম্মতভাবে জাইয হবে (শারহুত তাহাবী)।

২৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে আদেশ করে যে, এই গোলাম অমুক ব্যক্তির কাছে করযে বিক্রয় করে দাও। তারপর সে (উকীল) তা অন্য ব্যক্তির নিকট করযে বিক্রয় করে দেয়, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি উকীল নির্দিষ্ট অমুক ব্যক্তি এবং অন্য আরেক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অন্য এক ব্যক্তির নিকট যা বিক্রয় করেছে, তা জাইয হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে তাও জাইয হবে না, তবে যদি অবশিষ্ট অংশও বিক্রি করে তাহলে জাইয হবে (আয-যখীরা)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি এক হাজার দিরহামে দু'টি দাসী বিক্রয় করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করা হয় এবং উকীল একটি দাসীকে পাঁচশ' দিরহামে কিংবা তার কিছু কম বা অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জাইয হবে না। কিন্তু যখন দ্বিতীয় দাসীকেও বিক্রি করে হাজার দিরহাম বা তার কিছু বেশী পুরা করে দিবে, তখন জাইয হবে (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, এই গোলাম বিক্রি কর এবং অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় কর, তবে তাকে অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করতে পারে। আর যদি বলে যে,

এই গোলাম অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করো এবং উকীল তাকে অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে, তবে তা জাইয হবে না (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৩১. মাসআলা ঃ যদি মুআক্কিল বলে যে, এই গোলাম এক হাজার দিরহামে এক বছরের বাকীতে বিক্রয় করে দাও। এবং উকীল এক হাজার দিরহাম বা তার বেশী মূল্যে নগদ বিক্রয় করে তবে তা জাইয হবে। আর যদি নগদ এক হাজার দিরহামের কমে বিক্রয় করে, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি দুই হাজার দিরহামে এক বছর ও এক মাসের বাকীতে বিক্রয় করে, তবে তা জাইয হবে না (আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে নিরঙ্কুষ বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করল। তারপর বলল, আজ তাকে বিক্রয় কর না। তারপর অন্য দিন উকীল ওকালাত নবায়ণ ব্যতীত বিক্রয় করে দিল তবে তা জাইয হবে (আল-ওয়াজীয আল কারদারী)।

৩৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে নিজের গোলাম বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং গোলাম দিয়ে দেয়, আর বলে যে, বিক্রয়ের মূল্য না নিয়ে গোলাম সমর্পণ করবে না। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এই নিষেধ বাতিল। যদি বিক্রয়ের পর ঐ গোলাম ক্রেতার নিকট মারা যায়, তবে ক্রেতার মাল যাবে এবং উকীলই মূল্য উসুল করার ওয়ালী হবে। আর মুআক্কিলের ইখতিয়ার থাকবে উকীল হতে মূল্যের যামানত নিয়ে নেওয়ার (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল মূল্য গ্রহণের পূর্বে সমর্পণ করে দেয় এবং মূল্য ক্রেতার কাছে হালাক হয়ে যায়, তবে উকীল এক্ষেত্রে জরিমানা দিবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৫. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল উকীলকে গোলাম দিয়ে দেয় এবং বলে যে, মূল্য না নেওয়া পর্যন্ত ক্রেতার নিকট গোলাম দিবে না। তারপর উকীল মূল্য গ্রহণের পূর্বে গোলাম বিক্রয় করে দেয় তবে বিক্রয় বাতিল হবে, এমনকি বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট থেকে ফেরত নিবে। আর যদি উকীলকে গোলাম না দেয় এবং সে গোলাম মুআক্কিলের হাতে থাকতেই এক হাজার দিরহাম নগদ মূল্যে বিক্রয় করে দেয় তবে মূল্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত গোলামকে সমর্পণ করার তার ইখতিয়ার থাকবে না; চাই মুআক্কিল তাকে মূল্য গ্রহণের পূর্বে ক্রেতার কাছে গোলাম সমর্পণ করতে নিষেধ করুক বা না করুক।

আর যদি এক হাজার দিরহামে এক মাসের বাকীতে বিক্রয় করে এবং গোলাম মুআক্কিলের হাতে থাকে, তবে বিক্রয় শুদ্ধ হবে এবং মুআক্কিলের তা ক্রেতাকে না দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। কেননা, এও তো মুআক্কিলের অধীনে রয়েছে, যেন মুআক্কিল স্বয়ং নিজেই তাকে বিক্রয় করেছে, আর নিজে বাকীতে বিক্রয় করলে তা সোপর্দ করতে সে বাধ্য (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে গোলাম বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং গোলাম দিয়ে দেয়। তারপর উকীল তাকে বিক্রয় করে এবং তখনো গোলাম ক্রেতার নিকট সোপর্দ না করে। আর মুআক্কিল উকীলের ঘর হতে তাকে নিয়ে যায় এবং উকীলকে মূল্য গ্রহণের পূর্বে ক্রেতাকে গোলাম সমর্পণ করে দিতে নিষেধ করে তবে তার নিষেধ শুদ্ধ হবে। আর উকীলের ইখতিয়ার থাকবে না মুআক্কিলের ঘর হতে গোলাম নিয়ে মূল্য গ্রহণের পূর্বে তা ক্রেতাকে দিয়ে দেওয়ার (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ নিজের গোলাম বিক্রয় করার জন্য কাউকে আদেশ করে অর্থাৎ উকীল নিয়োগ করে, আর গোলাম মুআক্কিলের নিকট থাকে। আর মুআক্কিল তাকে নেওয়ার

pdf By Syed Mostafa Sakib

আদেশ করেনি এবং নিষেধ না করে। তারপর উকীল গোলামকে বিক্রয় করে এবং তা মুআক্কিলের ঘর হতে ক্রেতাকে দেওয়ার জন্য নিয়ে নেয় আর ক্রেতাকে দেওয়ার পূর্বেই নিজে কাছে থাকতে গোলাম মারা যায়, তবে উকীলের উপর জরিমানা হবে না। কেননা, মূল্য উসু করার সময় গোলামের উপর উকীলের কবযা থাকা প্রয়োজন। যেন সে মূল্য উসুল করার সম গোলামকে ক্রেতার নিকট সমর্পণ করতে পারে।

কিন্তু যদি মুআক্কিল উকীলকে গোলাম নিতে নিষেধ করে, তবে সে গোলাম নিতে পারে না। আর এখানে মুআক্কিল নিষেধ করেনি। আর যদি গোলাম মারা না যায় এবং উকীল মূ কবযা করার পূর্বে ক্রেতাকে গোলাম দিয়ে দেয় তবে মুআক্কিলের ইখতিয়ার থাকবে মূল্য উসু না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতার নিকট হতে গোলামকে নিয়ে নেওয়ার। আর যদি মুআক্কিল গোলামকে ফেরত নিয়ে নেয়, তারপর ক্রেতা মূল্য এনে দেয়, তখন মুআক্কিল গোলামকে উকীলের নিক সমর্পণ করে দিবে এবং তাকে আদেশ করবে যে, গোলামকে ক্রেতার হাওয়ালা করে দাও আর সে মূল্য নিয়ে নিবে (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল মূল্য না নেয়, এমনকি গোলাম ক্রেতার নিকট মারা যায়, তবে মুআক্কিল উকীল বা ক্রেতা কারো নিকট হতে মূল্যের ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না আর উকীল ক্রেতার নিকট হতে মূল্য নিয়ে মুআক্কিলকে দিয়ে দিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৯. মাসআলা ঃ আর যদি গোলামকে বিক্রয় করার আদেশ করে এবং তাকে কবযা করতে নিষেধ করে, আর উকীল তাকে বিক্রয় করার পূর্বে কবযা করে এবং বিক্রয় করার পূর্বে তার নিকট মারা যায়, তবে সে তার বাজার মূল্যের জামিন হবে। আর যদি গোলাম মারা না যায়,এমনকি তাকে বিক্রয় করে, তবে তার বিক্রয় শুদ্ধ হবে, যদিও তার উপর গোলামের যামানত থাকবে।

আর যদি মারা না যায়, এমনকি ক্রেতাকে সোপর্দ করে দেয় এবং সে তার নিকট মারা যায়, তবে উকীল মূল্যের জামিন হবে না, যদিও বিক্রয়ের পূর্বে কবযা করার জন্য সে গাসিব বা ছিনতাইকারী সাব্যস্ত হয়। কেননা, গসব বা ছিনতাইয়ের পরও বিক্রয়ের আদেশ বহাল থাকবে। আর উকীল কি মুআক্কিলের জন্য মূল্যের জামিন হবে ? ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কিয়াস মতে উকীল মূল্যের জামিন হবে না, বরং ক্রেতার নিকট হতে মূল্য নিয়ে মুআক্কিলকে দিবে।

আর যদি গোলাম ক্রেতার নিকট মারা না যায়, এমনকি মুআক্কিল যদি ক্রেতা হতে নিয়ে নেয়, তারপর মূল্য উসুল হওয়ার পূর্বে উকীল মুআক্কিলের ঘর হতে ক্রেতাকে দেবার জন্য গোলামকে নিয়ে যায় এবং ক্রেতাকে দিবার পূর্বে উকীলের নিকট মারা যায়। তবে উকীল জামিন হবে না। কেননা, উকীল বিক্রয়ের পর কবযা করতে পারে। আর বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে নিজের গোলাম বিক্রয়ের আদেশ করে এবং মূল্য কবযা করতে নিষেধ করে। কিন্তু অমুক ব্যক্তির সামনে বা সাক্ষী রেখে কবযা করতে বলে, তবে এই নিষেধ করা শুদ্ধ হবে না। আর উকীলের জন্য ইখতিয়ার থাকবে অমুক ব্যক্তি ব্যতীত অথবা সাক্ষী ব্যতীত মূল্য কবযা করা। আর যদি মুআক্কিল নিজেই গোলাম বিক্রয় করে

এবং উকীলকে মূল্য কবযা করার জন্য নিয়োগ করে। তারপর তাকে নিষেধ করে যে, সাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতীত মূল্য কবযা করবে না তবে এ নিষেধ করা শুদ্ধ হবে (আয-যখীরা)।

৪১. মাসআলা ঃ যদি মুকাতাব এক ব্যক্তিকে নিজের গোলাম অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয়ের আদেশ করে এবং সে গোলাম অন্যের নিকট বিক্রয় কওে, কিন্তু সে তার উকীল নয়, তবে তা জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

৪২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে নিজের গোলাম একশ' দীনারে বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং সে ব্যক্তি হাজার দিরহামে গোলাম বিক্রয় করল। আর মুআক্কিল জানল না যে, গোলাম কত দামে বিক্রয় করেছে। এরপর উকীল বলল, গোলাম বিক্রয় করেছি, আর মুআক্কিল বলল যে, আমি অনুমতি দিয়েছি তবে বিক্রয় হাজার দিরহামে জাইয হবে (আল-খুলাছা)।

৪৩. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল বলে যে, আমি যেভাবে বিক্রয় করতে বলেছি, সেই ভাবে বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছি, তবে দিরহামে বিক্রয় করা জাইয হবে না (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৪৪. মাসআলা ঃ দীনার বিক্রয়ের উকীল যদি দীনার নিজে রেখে দেয় এবং নিজের দীনার বিক্রয় করে, তবে জাইয হবে না (আল-খুলাসা)।

৪৫. মাসআলা ঃ মুআক্কিল যদি গোলাম উকীলকে দিয়ে দেয় এবং বলে যে, এই গোলামকে সাত মিছকালী ওযনের হাজার দিরহামে বিক্রয় কর এবং উকীল পাঁচ মিছকালী ওযনের দুই হাজার দিরহামে বিক্রয় করল। তবে তা জাইয হবে। কেননা, মুআক্কিলের নির্ধারিত মূল্যে চেয়ে বেশী মূল্যে এবং সেই শ্রেণীর মূল্যে বিক্রয় করেছে (আল-মাবসূত)।

৪৬. মাসআলা ঃ কেউ এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে বলল যে, আমার গোলামকে এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করে দাও এবং গোলামের মূল্যও এক হাজার দিরহাম আছে। কিন্তু হঠাৎ মূল্য বর্ধিত হয়ে ঐ গোলামের মূল্য দুই হাজার দিরহাম হয়ে গেল। এই অবস্থায় উকীলের ঐ গোলামকে এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করার ইখতিয়ার নেই। আর যদি উকীল নিজের খিয়ারের উপর বিক্রয় করে এবং নিজের খিয়ারের মুদ্দতের মধ্যে গোলামের মূল্য দুই হাজার দিরহাম হয়ে যায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উকীলের নিজের বিক্রয় সম্পূর্ণ করে দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এতে মতভেদ করেছেন। আর যদি উকীল নিজের বিক্রয় সম্পূর্ণ না করে, বরং চুপ থাকে, এমনকি খিয়ারের মুদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিক্রয় বাতিল হবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বিক্রয় জাইয হবে (আল-খুলাছা)।

৪৭. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে যদি গর্ভবতী দাসী খিয়ারের শর্তের ইপর বিক্রয় করে যার বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় এবং বাচ্চার মূল্য এক হাজার দিরহাম হয়। আর অনুরূপভাবে যদি বিক্রিত বৃক্ষে ফল এসে পড়ে, তাহলেও ঐরূপ মতভেদের বিধান হবে (আল-মুহীত)।

৪৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি যদি আরেক ব্যক্তিকে বলে, আমার এই গোলামটি নাও, এবং কোন গোলামের বদলে একে বিক্রয় করে দাও কিংবা বলে, এর বদলে কোন গোলাম ক্রয় কর তবে এই উকীল নিয়োগ শুদ্ধ হবে। আর যদি তাকে ক্রয়ের উকীল নিয়োগ করে এবং সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনির্দিষ্ট কোন গোলাম ক্রয় করে, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি অনির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করে এবং তার মূল্য এই গোলামের মূল্যের সমান হয়; কিংবা এই পরিমাণ কম হয় যার লোকসান মানুষ সহ্য করে নেয়, তবে তা জাইয হবে।

আর যদি এই পরিমাণ কম হয় যে, লোক তার লোকসান সহ্য করে নেয় না, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে অনির্দিষ্ট গোলামের পরিবর্তে বিক্রয় করে তবে তা জাইয হবে না। আর যদি নির্দিষ্ট গোলামের পরিবর্তে বিক্রয় করে এবং তার মূল্য এই গোলামের মূল্যের সমান হয় কিংবা এই পরিমাণ কম হয় যার লোকসান মানুষ সহ্য করে, তবে তা জাইয হবে। আর যদি এই পরিমাণ কম হয় যে, মানুষ তা সহ্য করে না, তবে তা জাইয হবে না (আয-যখীরা)।

৪৯. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল উকীলকে আদেশ করে যে, আমার এই গোলাম এক কুর গম বা দশটি হারবী কাপড়ের বদলে বিক্রয় কর তবে উকীলের এ ইখতিয়ার থাকবে যে, সে উল্লিখিত বিনিময় বস্তুর কথা বলে মেয়াদে বাকীতে গোলাম বিক্রয় করে দিবে। আর শর্ত এই যে, কুর পরিমাণ গম বিক্রিত গোলামের মূল্যের সমান হবে (আল-মুহীত)।

৫০. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং বলে যে, প্রত্যেক কুর পঞ্চাশ দিরহামে বিক্রয় করবে। আর উকীল সমস্ত খাদ্যদ্রব্য এক সাথে বিক্রয় করে ফেলে, তবে তা জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

৫১. মাসআলা ঃ আর যদি এরূপ বলে যে, প্রত্যেক কুর এরূপ মূল্যে বিক্রয় করবে যেরূপ মূল্যে অমুক ব্যক্তি বিক্রয় করেছে। তারপর যদি সেই অমুক ব্যক্তি বলে যে, আমি প্রত্যেক কুর চল্লিশ দিরহামে বিক্রয় করেছি এবং উকীল ঐ হিসাবে বিক্রয় করে। তারপর জানা যায় যে, সেই অমুক ব্যক্তি পঞ্চাশ দিরহাম হিসাবে বিক্রয় করেছে তবে বিক্রয় ফেরত হয়ে যাবে। কেননা, মুআক্কিল অমুক ব্যক্তি যে মূল্যে বিক্রয় করেছে, সেই মূল্যে বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছে। অমুক ব্যক্তির খবর অনুসারে বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করেনি। আর যদি অমুক ব্যক্তি কোন কুর চল্লিশ দিরহামে এবং কোন কুর পঞ্চাশ দিরহামে বিক্রয় করে। তারপর উকীল সমস্ত খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিরহাম হিসাবে বিক্রয় করে দেয় তবে তা ইসতিহসান মতে জাইয হবে (মুহীত আস-সারাখসী)।

৫২. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে হারবী কাপড়ের গাঁটরি বিক্রি করার জন্য দেয় এবং উভয়ে কূফা শহরে অবস্থান করে তবে কূফায় যে কোন বাজারে তা বিক্রয় করলে তা জাইয হবে। আর যদি উকীল ঐ কাপড়ের গাঁটরি বসরা শহরে নিয়ে যায়, তবে তা ইসতিহসান মতে সে আদেশ অমান্যকারী হবে। এমনকি যদি সেখানে কাপড়ের গাঁটরি খোয়া যায়, তবে উকীল তার জামিন হবে। আর যদি খোয়া না যায়, এমনকি উকীল তা বসরা শহরে বিক্রয় করে দেয়, তবে 'আল আদল' কিতাবের ওকালাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, মুআক্কিলের উপর বিক্রয় জারী হবে না। আর কিতাবুস সারাফে আবূ সুলায়মানের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, বিক্রয় জাইয হবে। কেউ কেউ বলেন, কিতাবুল ওকালাতে যা বর্ণিত হয়েছে, তা ইসতিহসানী বিধান অনুসারে হয়েছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতও এরূপ।

আবার কেউ কেউ বলেন, এ মাসআলায় দুটি রিওয়ায়াত আছে। শায়খুল ইসলাম (র)ও এই মত পোষণ করেন। আর যদি মুআক্কিল শর্ত আরোপ করে যে, কাপড়ের গাঁটরি কূফায়

বিক্রি করবে। তারপর যদি উকীল তা বসরায় নিয়ে যায়, তবে কিয়াস ও ইসতিহসান অনুযায়ী উকীল জামিন হবে। আর যদি সে তা বসরায় বিক্রি করে, তবে সাধারণ মাশায়িখ কিরামের মতে, এই বিক্রয় মুআক্কিলের উপর জারী ও জাইয হবে না (আয-যখীরা)।

আর এটাই বিশুদ্ধতর (আল-মাবসূত)।

৫৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে হারবী কিংবা যাত্তী কাপড়ের গাঁটরি বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর সে যদি পুরা গাঁটরি একই সময়কার বাজার দরে কিংবা বাজার দরের চেয়ে এই পরিমাণ কমে বিক্রয় করে যা লোক সহ্য করে নেয়, তবে এই বিক্রয় সর্বসম্মতভাবে জাইয। আর যদি এই পরিমাণ কমে বিক্রয় করে, যে লোকসান লোকে সহ্য করে না, তবে সেক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। আর যদি সে এক একটি কাপড় করে সমস্ত গাঁটরি বিক্রয় করে ফেলে, আর যদি এক-একটি কাপড়ের মূল্য মিলালে সমস্ত গাঁটরির মূল্য পরিমাণ হয়ে যায়, যদি সমস্ত গাঁটরি একসাথে বিক্রয় করে দিত, কিংবা শুধু এই পরিমাণ কম হয় যা লোকে সহ্য করে, তবে সর্বসম্মতভাবে জাইয।

আর যদি বিভিন্ন চুক্তিতে বিক্রয় করায় মূল্য ঐ পরিমাণ হয় যা একত্রে বিক্রি করলে হবে। এই পরিমাণ কম থাকে যে, মানুষ তা সহ্য করে নেয়। তবে তা নিঃসন্দেহে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয। আর সাহিবাইনের মতের উপর মাশায়িখ কিরাম মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, (তাদের মতে) জাইয নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, জাইয। আর যদি সে শুধু একটি কাপড় বিক্রি করে এবং অবশিষ্ট কাপড় বিক্রি না করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। চাই অবশিষ্ট কাপড়ের ক্ষেত্রে এরূপ লোকসান হোক বা লোকে সহ্য করে নেয় কিংবা সহ্য করে না।

আর সাহিবাইনের মতানুযায়ী যদি অবশিষ্ট কাপড়ে লোকসান না হয় কিংবা এরূপ লোকসান হয় যা লোকে সহ্য করে নেয়। যেমন কোন কোন অনুমানকারী এটাকেও অনুমান করতে পারে তবে জাইয। আর যদি এরূপ লোকসান হয় যা লোকে বরদাস্ত করে না, তবে জাইয নয়। আর এ বিধান উল্লিখিত কাপড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন পরিমাপ যোগ্য কিংবা ওযনযোগ্য বস্তুর বিক্রয়ের জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে, যে বস্তু একই পাত্রে রক্ষিত। তারপর যদি উকীল তার কিছু বিক্রয় করে এবং কিছু বাকী রাখে, তবে সর্বসম্মতভাবে তা জাইয হবে (আল-মুহীত)।

৫৪. মাসআলা ঃ আর যদি এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে নিজের গোলাম এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, আর গোলামের মূল্য এক হাজার দিরহাম বা পাঁচশত দিরহাম থাকে এবং উকীল এক হাজার দিরহামে ভাতা প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত মেয়াদের শর্তে বিক্রয় করে দেয় আর তা ক্রেতার নিকট সোপর্দ করে দেয়। তারপর ঐ গোলাম ক্রেতার নিকট মারা যায় কিংবা সে তাকে আযাদ করে দেয়, তবে উকীলের উপর জরিমানা হবে না। ক্রেতার উপর মূল্য ওয়াজিব হবে এবং মূল্যের উপর কবযা করার হক উকীলের থাকবে (আয-যখীরা)।

৫৫. মাসআলা ঃ কেউ কোন এক ব্যক্তিকে আদেশ করলো যে, আমার গোলাম এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করবে এবং উকীল পাঁচশত দিরহামে ভাতা প্রাপ্তি পর্যন্ত মেয়াদের শর্তে বিক্রয় করল, আর গোলামের মূল্য হলো এক হাজার দিরহাম কিংবা পাঁচশত দিরহাম। আর ক্রেতা

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাকে কবযা করল তবে সে মালিক হবে বিক্রি করে, তবে সাধারণ মাশায়িখে কিরামের মতে, এই বিক্রয় মুআক্কিলের উপর জারী ও জাইয হবে না (আয-যখীরা)।

আর এটাই বিশুদ্ধতর (আল-মাবসূত)।

৫৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে হারবী কিংবা যাত্তী কাপড়ের গাঁটরি বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর সে যদি পুরা গাঁটরি একই সময়কার বাজার দরে কিংবা বাজার দরের চেয়ে এই পরিমাণ কমে বিক্রয় করে যা লোক সহ্য করে নেয়, তবে এই বিক্রয় সর্বসম্মতভাবে জাইয। আর যদি এই পরিমাণ কমে বিক্রয় করে, যে লোকসান লোকে সহ্য করে না, তবে সেক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। আর যদি সে এক একটি কাপড় করে সমস্ত গাঁটরি বিক্রয় করে ফেলে, আর যদি এক-একটি কাপড়ের মূল্য মিলালে সমস্ত গাঁটরির মূল্য পরিমাণ হয়ে যায় না। যদি সমস্ত গাঁটরি একসাথে বিক্রয় করে দিত, কিংবা শুধু এই পরিমাণ কম হয় যা লোকে সহ্য করে, তবে সর্বসম্মতভাবে জাইয।

আর যদি বিভিন্ন চুক্তিতে বিক্রয় করায় মূল্য ঐ পরিমাণ হয় যা একত্রে বিক্রি করলে হবে। এই পরিমাণ কম থাকে যে, মানুষ তা সহ্য করে নেয়। তবে তা নিঃসন্দেহে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয। আর সাহিবাইনের মতের উপর মাশায়িখ কিরাম মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, জাইয নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, (তাদের মতে) জাইয। আর যদি সে শুধু একটি কাপড় বিক্রি করে এবং অবশিষ্ট কাপড় বিক্রি না করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। চাই অবশিষ্ট কাপড়ের ক্ষেত্রে এরূপ লোকসান হোক বা লোকে সহ্য করে নেয় কিংবা সহ্য করে না।

আর সাহিবাইনের মতানুযায়ী যদি অবশিষ্ট কাপড়ে লোকসান না হয় কিংবা এরূপ লোকসান হয় যা লোকে সহ্য করে নেয়। যেমন কোন কোন অনুমানকারী এটাকেও অনুমান করতে পারে তবে জাইয। আর যদি এরূপ লোকসান হয় যা লোকে বরদাস্ত করে না, তবে জাইয নয়। আর এ বিধান উল্লিখিত কাপড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন পরিমাপ যোগ্য কিংবা ওযনযোগ্য বস্তুর বিক্রয়ের জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে, যে বস্তু একই পাত্রে রক্ষিত। তারপর যদি উকীল তার কিছু বিক্রয় করে এবং কিছু বাকী রাখে, তবে সর্বসম্মতভাবে তা জাইয হবে (আল-মুহীত)।

৫৭. মাসআলা ঃ আর যদি এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে নিজের গোলাম এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, আর গোলামের মূল্য এক হাজার দিরহাম বা পাঁচশত দিরহাম থাকে এবং উকীল এক হাজার দিরহামে ভাতা প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত মেয়াদের শর্তে বিক্রয় করে দেয় আর তা ক্রেতার নিকট সোপর্দ করে দেয়। তারপর ঐ গোলাম ক্রেতার নিকট মারা যায় কিংবা সে তাকে আযাদ করে দেয়, তবে উকীলের উপর জরিমানা হবে না। ক্রেতার উপর মূল্য ওয়াজিব হবে এবং মূল্যের উপর কবযা করার হক উকীলের থাকবে (আয-যখীরা)।

৫৮. মাসআলা ঃ কেউ কোন এক ব্যক্তিকে আদেশ করলো যে, আমার গোলাম এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করবে এবং উকীল পাঁচশত দিরহামে ভাতা প্রাপ্তি পর্যন্ত মেয়াদের শর্তে বিক্রয় করল, আর গোলামের মূল্য হলো এক হাজার দিরহাম কিংবা পাঁচশত দিরহাম। আর ক্রেতা

তাকে কবযা করল তবে সে মালিক হবে না। আর যদি ক্রেতার নিকট গোলাম মারা যায়, তবে মুআক্কিলের ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা হলে ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য নিয়ে নিবে কিংবা উকীল হতে নিবে। যদি ক্রেতার নিকট হতে মূল্য গ্রহণ করে তবে সে অন্যের নিকট হতে নিতে পারবে না। আর যদি উকীলের নিকট হতে নেয়, তবে সে ক্রেতার নিকট হতে নিয়ে নিবে।

আর যদি এজন্য উকীল নিয়োগ করে যে, আমার গোলাম এক হাজার দিরহামে প্রথম ভাতার সময় পর্যন্ত মেয়াদের শর্তে বিক্রয় করে দাও এবং উকীল দ্বিতীয় দ্বিতীয় ভাতার সময় পর্যন্ত মেয়াদের শর্তে বিক্রয় করে, আর ক্রেতা কবযা করে এবং তার হাতে গোলাম মারা যায়, তবে মুআক্কিলের উপর বিক্রয় জারী হবে না। আর যদি ভাতার মেয়াদ ছাড়া অন্য কোন মেয়াদের শর্তে বিক্রয় করে, তবে মুআক্কিলের উপর বিক্রয় জারী হবে, সুতরাং উকীল জামিন হবে না (আল-মুহীত)।

৫৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে তার গোলাম হাজার দিরহামে বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে এক হাজার দিরহাম ও অনির্দিষ্ট এক রতল শরাবের উপর বিক্রয় কওে, আর গোলাম ক্রেতার কাছে মারা যায়, তবে ক্রেতা মূল্যের জামিন হবে এবং উকীলের উপর দায় আসবে না। আর যদি এক হাজার দিরহাম এবং নির্দিষ্ট এক রতল শরাবের উপর বিক্রয় করে এবং গোলাম ক্রেতার নিকট মারা যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াস অনুযায়ী মুআক্কিল ইচ্ছা করলে ক্রেতার নিকট হতে গোলামের বাজার মূল্য নিয়ে নিবে এবং সে উকীল হতে কিছু ফেরত নিতে পারবে না। অথবা বিক্রেতা, উকীল হতে যিমান নিবে এবং এক্ষেত্রে গোলাম এক হাজার দিরহাম ও শরাবের মূল্যের উপর বণ্টিত হবে। তারপর অর্থাৎ যে পরিমাণ এক হাজার দিরহামের বিপরীতে আসে তার জামিন বিক্রেতা হবে না, শুধু ক্রেতা হবে। আর যে পরিমাণ শরাবের মূল্যের বিপরীতে আসে, তাতে মুআক্কিলের ইখতিয়ার থাকবে– ইচ্ছা করলে উকীল হতে ঐ পরিমাণ নিয়ে নিবে কিংবা ক্রেতা হতে সমস্ত মূল্য নিয়ে নিবে।

আর যদি সে বিক্রেতা হতে যিমান নেয়, তবে সে তা ক্রেতা হতে ফেরত নিবে। এসব বিধান ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কিয়াস অনুযায়ী মালিকের ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে বিক্রেতা (উকীল) হতে সমস্ত মূল্য নিয়ে নিবে কিংবা ক্রেতা হতে সমস্ত মূল্য নিয়ে নিবে। আর যদি এক হাজার দিরহাম এবং নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট শূকরের বদলে বিক্রয় করে, তবে তার বিধান হবে এক হাজার দিরহাম এবং নির্দিষ্ট শরাবের বদলে বিক্রয়ের অনুরূপ। আর যদি এক হাজার দিরহাম এবং মুর্দার বা রক্ত বা এমন কোন বস্তুর বদলে বিক্রয় করে, যার কোন মূল্য নেই। আর গোলাম ঐ ক্রেতার নিকট মারা যায়, তবে সর্বসম্মতভাবেই বিক্রেতার উপর যিমান হবে না। আর ক্রেতার উপর মূল্য ওয়াজিব হবে এবং উকীলই ক্রেতা থেকে মূল্য নিয়ে মুআক্কিলকে দিবে।

আর কেউ যদি কাউকে তার এক কুর গম একশত দিরহামে বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে একশত দিরহাম ও এক রতল নির্দিষ্ট শরাবের বদলে বিক্রয় করে। তারপর খাদ্যদ্রব্য ক্রেতার নিকট নষ্ট হয়ে যায় তবে তার বিধান সর্বসম্মতভাবে সেইরূপ হবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী গোলামকে উকীল কর্তৃক এক হাজার দিরহাম ও নির্দিষ্ট শরাবের বদলে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে (আল-মুহীত)।

৬০. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল উকীলকে বলে যে, আমার গোলাম একশত রতল শরাবের বিনিময়ে বিক্রয় করে দাও এবং উকীল শূকরের বদলে বিক্রয় করে, কিংবা মুআক্কিল তার গোলাম শূকরের বদলে বিক্রয় করতে বলে এবং উকীল একশত রতল শরাবের বদলে বিক্রয় করে, তবে ক্রেতা তার মালিক হবে না। এমনকি যদি ক্রেতা গোলাম কবযা করার পর গোলামকে আযাদ করে দেয় তবে তার আযাদ করা দুরুস্ত হবে না। আর যদি ক্রেতার নিকট গোলাম মারা যায়, তবে মুআক্কিলের ইখতিয়ার থাকবে–ইচ্ছা করলে সে বিক্রেতার নিকট থেকে মূল্য নিয়ে নিবে এবং বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে মূল্য ফেরত নেবে। কিংবা মুয়াক্কিল ক্রেতার নিকট হতে মূল্য নিবে এবং সে কারো নিকট থেকে নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

কেউ এক ব্যক্তিকে তার গোলাম বিক্রয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করল এবং সে তা বিক্রয় করল, আর ক্রেতা কবযা করার পূর্বে তার মধ্যে দোষ পেয়ে উকীলকে ফেরত দিল এবং সে তা গ্রহণ করে নিল, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি কবযা করার পর দোষ পেয়ে ফেরত দেয় এবং উকীল কবূল করে তবে উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে (আয-যখীরা)।

বিক্রয়ের উকীল যদি মারা যায় এবং ক্রেতা বিক্রিত বস্তুর মধ্যে দোষ-ত্রুটি পায়, তবে উকীলের ওসী বা ওয়ারিশকে ফেরত দিবে। আর যদি ওসী বা ওয়ারিশ না থাকে, তবে মুআক্কিলকে ফেরত দিবে। ফাতাওয়া সুগরা কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি উকীল গাইব থাকে, তবে তার জীবিত থাকা পর্যন্ত হক মুআক্কিলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না (আল-খুলাছা, অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়ের ওকালাত)।

৬১. মাসআলা ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে তার নিজের গোলাম বিক্রয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করল, আর উকীল তাকে এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে তাকে সোপর্দ করল– মূল্য কবযা করুক বা না করুক– ইতোমধ্যে ক্রেতা তার মধ্যে আয়েব পেল, যে আয়েব সচরাচর সৃষ্টি হয় না। যেমন, আংগুল বা দাঁত বেশী আছে। তারপর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাযীর নির্দেশে কিংবা কসম করতে অস্বীকার করার দরুন কিংবা উকীলের স্বীকার করার কারণে গোলামকে ফেরত দিয়ে দিল, এক্ষেত্রে উকীলের ইখতিয়ার থাকবে–গোলামকে মুআক্কিলের নিকট ফেরত দিয়ে দেওয়ার। আর যদি আয়েব এরূপ হয়, সচারাচর সৃষ্টি হতে পারে, তবে যদি সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফেরত দেওয়া হয় তবে তা মুআক্কিলের উপর লাযিম হবে। আর যদি কসম হতে বিরত থাকার জন্য ফেরত দেয়, তাহলেও ঐ বিধান হবে। আর যদি উকীলের আয়েব স্বীকারের জন্য ফেরত দেওয়া হয়, তবে ওয়াক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে।

আর যদি ক্রেতা নিজেই কাযীর নির্দেশ ব্যতীত ফেরত দেয় এবং আয়েব এ ধরনের হয় যা, সাধারণত সৃষ্টি হতে পারে, তবে উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে এবং কোন অবস্থায়ই মুআক্কিলের সাথে খুছূমত করতে পারবে না। আর যদি আয়েব এই প্রকারের হয় যা, সাধারণত সৃষ্টি হয় না, আর ফেরত দেওয়া কাযীর নির্দেশ ব্যতীত উকীলের স্বীকার করার দরুন হয়ে থাকে, তবে এক বর্ণনা মতে খুছূমত ব্যতীত মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। আর সাধারণ রিওয়ায়াত অনুসারে মুআক্কিলের সাথে খুছূমত করতে পারবে না, বরং তা উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে (আল-কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬২. মাসআলা ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে তার জমি বিক্রয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করল এবং উকীল জমি বিক্রয় করল। তার মধ্যে একখণ্ড জমি ওয়াক্‌ফকৃত বের হল। তারপর ক্রেতা উকীলকে তা ফেরত দিতে চাইল এবং উকীল তা স্বীকার করল। তবে ক্রেতা উকীলকে ফেরত দিতে পারবে। তারপর উকীল তা তার মুআক্কিলকে ফেরত দিতে পারবে না। আর যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের উপর উকীলকে ফেরত দেওয়া হয়, তবে উকীল মুআক্কিলকে ফেরত দিতে পারবে। আর অবশিষ্ট জমি বিক্রয়ের আক্‌দ কি ফাসিদ হবে ? এ সম্পর্কে সাধারণ মাশায়িখ কিরাম বলেন, অবশিষ্ট জমির বিক্রয়ের আক্‌দ ফাসিদ হবে না এবং এটাই বিশুদ্ধ মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৩. মাসআলা ঃ বিক্রয়ের উকীল যদি মুআক্কিলের নির্দেশ অনুযায়ী গোলামকে এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করে এবং উভয়ের মধ্যে কবযা হওয়ার পর মূল্য উকীলের হাতে নষ্ট হয়ে যায় বা সে মুআক্কিলের নিকট দিয়ে দেয়। তারপর ক্রেতা গোলামের মধ্যে এরূপ আয়েবের দাবী করে, যা পয়দা হতে পারে। এবং বিক্রেতা (উকীল) অস্বীকার করে আর মুআক্কিল স্বীকার করে নেয়। তবে তার স্বীকার করার দ্বারা বিক্রয় ভঙ্গ হবে না এবং মুআক্কিল ও বিক্রেতার যিম্মায় কিছুই লাযিম হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি ক্রেতার নিকট গোলামের মধ্যে অন্য আয়েব সৃষ্টি হয় এবং সে আয়েবের ক্ষতিপূরণ নিতে চায়, তাহলেও উপরোক্ত বিধান হবে (আয-যখীরা)।

৬৪. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল স্বীকার করে এবং মুআক্কিল অস্বীকার করে, তবে ক্রেতা উকীলকে ফেরত দিবে এবং উকীলের স্বীকার করা তার ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে, মুআক্কিলের ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে না। কিন্তু ঐ আয়েব যদি এরূপ হয় যে, অত দিনের মধ্যে তার অনুরূপ আয়েব পয়দা হতে পারে না, তবে মুআক্কিলের ক্ষেত্রেও তা শুদ্ধ হবে। কেননা, এই আয়েব সুনিশ্চিতরূপে তার নিকটেরই হবে। আর যদি ঐ সময়ের মধ্যে তার অনুরূপ আয়েব পয়দা হতে পারে, তবে এ কথার দলীল ব্যতীত যে, এ আয়েব মুআক্কিলের নিকট থাকা অবস্থায় ছিল, মুআক্কিলকে গোলাম ফেরত দিতে পারবে না। কিংবা মুআক্কিলের নিকট থেকে কসম নিবে। যদি সে কসম হতে বিরত থাকে, তাহলে গোলাম তাকে ফেরত দিবে, নতুবা উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে এবং তাকে ফেরত দিবে, যখন পর্যন্ত সে জীবিত বা জ্ঞানসম্পন্ন থাকে। আর যদি উকীল মারা যায় এবং কোন স্থলাভিষিক্ত না রেখে যায়, কিংবা তার দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত লোক না থাকে, যেমন এমন লোক আছে যার লেনদেন নিষিদ্ধ, তবে মুআক্কিলকে ফেরত দেবে। আর মুআক্কিলের বিক্রেতার বিরুদ্ধে খুছূমত করার কোন অবকাশ থাকবে না (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

৬৫. মাসআলা ঃ যদি বিক্রিত বস্তু কেউ তার হকের দাবীতে নিয়ে যায়, তবে ক্রেতা মূল্য উকীল হতে নিবে, যদি তাকে দিয়ে থাকে। আর যদি মুআক্কিলকে মূল্য দিয়ে থাকে, তবে তার নিকট হতে মূল্য নিয়ে নিবে। আর যদি কেউ বিক্রিত বস্তুর হক দাবী করে না নিয়ে যায়, কিন্তু ক্রেতা তার মধ্যে কোন আয়েব পায়, তবে মুআক্কিলের সাথে সে খুছূমত করতে পারে। খুছূমাত বা মামলায় যদি আয়েব প্রমাণিত হয়, তবে কাযীর নির্দেশে তা ফেরত দিয়ে উকীলের নিকট হতে মূল্য নিয়ে নিবে, যদি তাকে মূল্য দিয়ে থাকে। আর যদি মুআক্কিলকে দিয়ে থাকে, তবে মুআক্কিলের নিকট হতে নিয়ে নিবে (শরহুত-তাহাবী)।

৬৬. মাসআলা ঃ যদি ক্রেতা উকীলের উপর ক্রয়ের দাবী করে এবং উকীল তা অস্বীকার করে, আর মুআক্কিল স্বীকার করে নেয় যে, উকীল হতে ক্রয় করেছে এবং কাযী দায়িত্ব মুআক্কিলের উপর রাখে আর যদি উভয়ে পরস্পর কবযা করে নেয়, তারপর উকীল উভয়ের তাসদীক করে, তবে দায়িত্ব মুআক্কিল হতে উঠে গিয়ে উকীলের উপর এসে পড়বে এবং মুওওয়াক্কিল তা হতে মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর যদি ক্রেতা কোন আয়েবের দাবী করে যে, বিক্রেতা তা গোপন করে রেখেছিল এবং বিক্রেতা তা গোপন করে রাখার কথা অস্বীকার করে, এবং এ বিষয়ে কসম করে, আর মুআক্কিল ক্রেতার আয়েবের দাবীর তাসদীক করে, তবে মুয়াক্কিল ও ক্রেতার মধ্যে কোন খুছূমত থাকবে না (আল-মুহীত)।

৬৭. মাসআলা ঃ বিক্রয়ের উকীলের নিজের মাল হতে বিক্রিত বস্তুর মূল্য তলব করা যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৮. মাসআলা ঃ আর তাগাদা করা ও পূরা মূল্য উসুল করার ব্যাপারে উকীলের উপর জবরদস্তি করা যাবে না। আর যদি সে তাগাদা করে উসুল করে, তবে উত্তম, নতুবা তাকে বলা যাবে যে, মুআক্কিলকে ক্রেতার সাথে মুকাবালা করিয়ে দাও। অথবা তাকে তাগাদা করার জন্যে উকীল নিয়োগ করবে। তারপর যদি উকীল বলে যে, আমি তাগাদা করব এবং মুআক্কিল বলে যে, আমি তাগাদা করব, তবে তাগাদা করা উকীলের এখতিয়ারে থাকবে এবং মুআক্কিলকে ক্রেতার উপর হাওয়ালা করে দেওয়ার জন্য উকীলকে বাধ্য করা যাবে না। আর বিধান তখন প্রযোজ্য হবে যখন কোনরূপ মজুরী ব্যতীত উকীল নিযুক্ত হয়। আর যদি দালালের অনুরূপ মজুরীর উপর উকীল নিযুক্ত করা হয়, তবে মূল্য উসুল করার জন্যে বাধ্য করা যাবে (আল-মুহীত)। আর মুআক্কিল মালিক হবে না–যদিও তার নামে চেক বা তমসুক লিখিত হয় (আয-যখীরা)।

৬৯. মাসআলা ঃ বিক্রয়ের উকীল যদি বিক্রয় করে ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্যের জামিন হয়, তবে এই জামিন হওয়া শুদ্ধ হবে না। আর ক্রেতার নিকট হতে মূল্য উসুল করার জন্য নিযুক্ত উকীল যদি ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্যের জামিন হয়, তবে তা শুদ্ধ হবে। আর যদি ক্রেতাকে মূল্য হতে মুক্ত করে দেয়, তবে এরূপ মুক্ত করা শুদ্ধ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭০. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল উকীলের উপর মূল্য হাওয়ালা করে, তবে হাওয়ালা বাতিল হবে। আর যদি মুআক্কিল ক্রেতার নিকট পাওনা মূল্য বাবদ উকীলের কোন নির্দিষ্ট গোলামের উপর আপোস করে নেয়, কিংবা ক্রেতার পক্ষ হতে উকীল মূল্য দিয়ে দেয়, তবে তা জাইয হবে এবং ক্রেতা মুক্ত হয়ে যাবে। আর গোলাম মুআক্কিলের হয়ে যাবে এবং উকীল মুআক্কিল ও ক্রেতা কারো নিকট থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর যদি উকীল কোন দাসী মুআক্কিলের নিকট ঐ মূল্যের বদলে বিক্রয় করে যা মুআক্কিলের ক্রেতার কাছে পাওনা আছে, তবে বিক্রয় বাতিল হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি উকীল মুআক্কিলকে নিজের দাসী দিয়ে এই মর্মে আপোস করে যে, মুআক্কিলের যে মূল্য ক্রেতার যিম্মায় আছে, তা উকীলের হবে, তাহলেও বাতিল হবে। আর অনুরূপভাবে যদি উকীল মুআক্কিলকে মূল্য এই শর্তের উপর পরিশোধ করে দেয় যে, তার যে মূল্য ক্রেতার উপর আসে, তা উকীলের হবে। তাহলেও বাতিল হবে। আর যদি মুআক্কিল ক্রেতার উপর ঐ মূল্য বর্তিয়ে দেয় এবং ক্রেতা রাযী হয়, তবে তা শুদ্ধ হবে। আর এটা

ওকালাত, হাওয়ালা নয়। তবে যদি মুআক্কিল ক্রেতার নিকট মূল্য তলব করে, তাহলে তা পরিশোধ করার জন্যে ক্রেতাকে বাধ্য করা যাবে।

আর যদি উকীল মূল্য তলব করে, তাহলেও তা পরিশোধ করার জন্য ক্রেতাকে বাধ্য করা যাবে। আর যদি উকীল ক্রেতাকে নিষেধ করে দেয় যে, মুআক্কিলকে মূল্য দিও না, তবে নিষেধ করা শুদ্ধ হবে, যে পর্যন্ত ক্রেতার উপর মুআক্কিলকে মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হয়ে না যায় (আল-মুহীত)।

৭১. মাসআলা ঃ বিক্রয়ের উকীল যদি ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে অবকাশ দেয় কিংবা মূল্য হতে মুক্তি দান করে অথবা হাওয়ালা কবূল করে, কিংবা জাল দিরহাম গ্রহণ করে কিংবা মূল্যের ব্যাপার এড়িয়ে যায়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে এবং উকীল মুআক্কিল এর অনুকূলে মূল্যের দায় বহন করবে। আর এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে যে, যদি মূল্য নির্দিষ্ট মাল হয় এবং উকীল ক্রেতাকে তা হিবা করে দেয়। তবে তা শুদ্ধ হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি মূল্য ঋণ থাকে এবং উকীল তা কবযা করে। তারপর তা ক্রেতাকে হিবা করে। তবে তা ইজমা মতে শুদ্ধ হবে না (আয-যখীরা)।

৭২. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল ইকালা করে অর্থাৎ বিক্রয় রহিত করে, তবে তা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে শুদ্ধ হবে এবং সে মূল্যের জামিন হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ইকালা করায় উকীল নিজে ক্রেতা গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে একটি দাসী দিয়ে, সেটি বিক্রয় করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং উকীল দাসীটি এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে, মুআক্কিলের নিকট যার এক হাজার দিরহাম ঋণ পাওনা আছে। আর উকীল ঐ ব্যক্তিকে দাসী দিয়ে দিল, তবে বিক্রয় জাইয হবে এবং সর্বসম্মতভাবে ঋণ মূল্যের বিনিময় হয়ে যাবে। আর যদি উকীল দাসীটি এমন লোকের নিকট বিক্রয় করে, উকীলের নিকট যার এক হাজার দিরহাম ঋণ পাওনা আছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উকীলের ঋণ দাসীর মূল্যের বিনিময় হয়ে যাবে (আয-যখীরা)।

৭৪. মাসআলা ঃ আর যদি এই উকীল বিক্রিত দাসীকে সোপর্দ না করে, এমনকি দাসী তার নিকট খোয়া যায়, তবে বিনিময় বাতিল হয়ে যাবে এবং উকীলের উপর মুআক্কিলের জন্য যিমান আসবে না (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৭৫. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল এমন লোকের নিকট দাসীকে বিক্রয় করে, মুআক্কিল ও উকীল উভয়ের নিকট যার ঋণ পাওনা আছে, তবে মুআক্কিলের ঋণ মূল্যের বিনিময় হয়ে যাবে এবং উকীলের ঋণ বিনিময় হবে না, সুতরাং মুআক্কিল উকীল হতে মূল্য বাবদ কিছু নিতে পারবে না (আয-যখীরা)।

৭৬. মাসআলা ঃ মূলনীতি এই যে, বিক্রয়ের উকীল যদি মুআক্কিলের উপর এমন বস্তুর স্বীকারোক্তি করে যা ক্রেতার জন্য মূল্য হতে মুক্তি লাভের কারণ হয় এবং মুআক্কিল তা প্রত্যাখ্যান করে, এক্ষেত্রে স্বীকারকৃত বস্তু যদি এরূপ হয়, যা উকীল নিজের উপর স্বীকার করলে শুদ্ধ হত এবং ক্রেতা মূল্য হতে মুক্ত হয়ে যেত। এবং মুআক্কিলের অনুকূলে উকীলের

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপর কোন যিমান না আসতো, তবে সে যখন মুআক্কিলের উপর এরূপ স্বীকারেক্তি করবে তখনও এই বিধান হবে।

আর যদি মুআক্কিলের উপর স্বীকারকৃত বস্তু এরূপ হয় যে, যদি তা সে নিজের উপর স্বীকার করত, তবে তা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে শুদ্ধ হয়ে যেত এবং ক্রেতা মূল্য হতে, আর মুআক্কিলের জন্য তার অনুরূপ যিমান দিত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে মুক্ত না হত, তবে যখন মুআক্কিলের উপর এরূপ স্বীকার করবে তখনও এরূপ বিধান হবে। কেননা, উকীল যখন অন্যের দিকে সম্বন্ধ করে স্বীকার করেছে।

আর মানুষ যখন তার মালিকানাধীন বস্তু অন্যের দিকে সম্বন্ধ করে এমন কোন বিষয় স্বীকার করে, যা সে নিজের দিকে সম্বন্ধিত করতে পারে অথচ ঐ অন্য ব্যক্তিও তার মালিক থাকে, তখন যেন সে সেই বস্তু তার নিজের জন্যই স্বীকার করার সমতুল্য হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি একটি গোলাম খরিদ করে, তারপর সে বলে যে, বিক্রেতা গোলামকে বিক্রয়ের পূর্বে আযাদ করেছে, তবে এটা তার এ কথা স্বীকার করারই সমতুল্য যে, আমি এখন তাকে আযাদ করেছি। এখানেও ব্যাপারটি অনুরূপ (আল-মুহীত)।

৭৭. মাসআলা ঃ গোলাম বিক্রয়ের উকীল যদি গোলাম বিক্রয় করে, তারপর উকীল স্বীকার করে যে, মুআক্কিল ক্রেতা হতে মূল্য কবযা করেছে, তবে কসমসহ তার কথা গ্রহণ করা যাবে এবং ক্রেতা মূল্য হতে মুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং উকীল যদি কসম করে, তাহলে তার উপর কোন যিমান হবে না। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে মুআক্কিলের জন্য মূল্যের জামিন হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭৮. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল স্বীকার করে যে, মুআক্কিল ক্রেতার নিকট হতে তার ক্রয় করার পূর্বে এক হাজার দিরহাম ঋণ নিয়েছে কিংবা ছিনতাই করেছে, তবে ক্রেতা মূল্য হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং উকীল মুআক্কিলের জন্য মূল্যের জামিন হবে, এটা হল ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কিয়াস অনুযায়ী। তারপর ইমামদ্বয়ের মতে মুআক্কিল দ্বারা কসম নেওয়া যাবে। যদি মুআক্কিল কসম করতে অস্বীকার করে, তবে উকীল মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি মুআক্কিল কসম করে, তবে উকীল যিমান দিবে।

আর যদি স্বীকার করে যে, মুআক্কিল ক্রয়ের পর ক্রেতার নিকট হতে এক হাজার দিরহাম ছিনতাই করেছে কিংবা ঋণ নিয়েছে, তবে কসম নিয়ে তার কথা গ্রহণ করা যাবে। অনুরূপভাবে যদি স্বীকার করে যে, মুআক্কিল ক্রেতাকে তার ক্রয় করার পর বা পূর্বে এরূপ যখম করেছে যে, তাৎক্ষণিক এক হাজার দিরহাম তার জরিমানা হয় অর্থাৎ যখমটি ছিলো উচ্ছাকৃত, যাতে যখমকারীর মালের উপর জরিমানা আসে এবং তা তাৎক্ষণিক লাযিম হয়। তবে এটা তাকে মূল্য হতে মুক্ত করে দেয়ার স্বীকারের অনুরূপ।

আর অনুরূপভাবে যদি ক্রেতা কোন নারী হয় এবং উকীল স্বীকার করে যে,মুআক্কিল তাকে মূল্যের সমান এক হাজার দিরহাম মহরের উপর তাকে বিয়ে করেছে এবং তার সাথে সহবাস করেছে, আর নারী তা স্বীকার করে এবং মুআক্কিল অস্বীকার করে, তাহলেও অনুরূপ বিধান হবে। এইভাবে যদি উকীল স্বীকার করে যে, মুআক্কিল ক্রেতাকে মূল্যের সমান মজুরীর উপর মযদুর নিয়োগ করেছে এবং সে তার কাজ পূর্ণ করেছে, এমনকি মূল্য মজুরীর বিনিময় হয়ে গেছে, তবে এরূপ বিধান হবে। অনুরূপ যদি উকীল স্বীকার করে যে, মুআক্কিল ক্রেতার নিকট

থেকে একশত দীনার মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করেছে এবং দীনারগুলো কবযা করেছে। তবু এরূপ বিধান হবে (আল-মুহীত)।

৭৯. মাসআলা ঃ দু'জনের মধ্যে একটি এজমালী দাসী আছে। তাদের একজনে অপরজনকে ঐ দাসী বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং সে এক হাজার দিরহামে ঐ দাসীকে বিক্রয় করল। তারপর যে বিক্রয় করেনি সে স্বীকার করল যে, বিক্রয়কারী মূল্য কবযা করেছে, কিন্তু বিক্রয়কারী তা অস্বীকার করল, তবে ক্রেতা স্বীকারকারীর অংশ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং সে বিক্রয়কারীকে অর্ধেক মূল্য দিয়ে দেবে। কেননা, স্বীকারকারীর স্বীকার করা তার নিজের ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী, পরিচ্ছেদ ঃ উকীল যার জামিন হবে এবং উকীল যার জামিন হবে না)।

তারপর মুআক্কিল স্বীকারকারী উকীলকে কসম করাবে যে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি মুআক্কিলের দাবীর অনুরূপ মূল্য উসুল করিনি। যদি সে এরূপ কসম করে, তবে তার উপর কোন দায় আসবে না। আর যদি কসম না করে, তবে মুআক্কিলের অংশ সোপর্দ করা তার উপর লাযিম হবে। আর যদি উকীল স্বীকার করে যে, ক্রেতার নিকট থেকে মুআক্কিল মূল্য কবযা করেছে এবং ক্রেতা তা তাসদীক করে, আর মুআক্কিল অস্বীকার করে, তবু ক্রেতা অর্ধেক মূল্য হতে মুক্ত হয়ে যাবে। আর বিক্রেতা ক্রেতা থেকে অবশিষ্ট অর্ধেক মূল্য নিয়ে নিবে। কিন্তু তা সে একা পাবে না, বরং মুআক্কিলের সাথে ভাগে পাবে। আর উকীল ও মুআক্কিল উভয়কে একে অপরের দাবীর উপর কসম করানো হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত (আল-মুহীত)।

৮০. মাসআলা ঃ বিক্রয়ের উকীলকে যদি মুআক্কিল এরূপ না বলে যে, যা তুমি কর তাই জাইয, তবে তার অন্য উকীল নিযুক্ত করার ইখতিয়ার হবে না। আর যদি অন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং সে প্রথম উকীলের সামনে বিক্রয় করে, তবে তা জাইয হবে। আর 'আল আছল' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হকসমূহ দ্বিতীয় উকীলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং এটাই বিশুদ্ধ মত (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৮১. মাসআলা ঃ আর যদি প্রথম উকীল অনুপস্থিত থাকে তবে জাইয হবে না। আর যদি উকীল ব্যতীত অন্য কেউ বিক্রয় করে এবং উকীলের নিকট খবর পৌঁছে, আর সে বিক্রিত বস্তু সমর্পণ করে, তবে তা জাইয হবে। আর যদি কেউ কাউকে উকীল নিযুক্ত করে বলে যে, তুমি তোমার মতানুযায়ী কাজ কর, তারপর উকীল অন্য উকীল নিয়োগ করে বলে যে, তুমি তোমার মতানুযায়ী কাজ কর, তবে দ্বিতীয় উকীলের তৃতীয় উকীল নিয়োগ করার ইখতিয়ার থাকবে না (আল-মুহীত)।

৮২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং তাকে মূল্য বলে দেয়, আর উকীল অন্যকে বিক্রয়ের জন্য আদেশ করে এবং তাকে মূল্য বলে দেয়, তবে জাইয হবে। কেননা, মূল্য বলে দেওয়ার দ্বারা দ্বিতীয় উকীলের বিক্রয়ে মুআক্কিলের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটে (আল-মুহীত, আস-সারাখসী)।

৮৩. মাসআলা ঃ আদিল রেহেন বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করলে সে আদিলের সামনে বিক্রয় করল, তবে তা জাইয হবে। আর যদি আদিল অনুপস্থিত থাকে, তবে তার অনুমতি ব্যতীত জাইয হবে না। আর যদি আদিল মূল্য নির্ধারণ করে দেয় এবং উকীল তার সামনে বিক্রয় করে, তবে তা জাইয হওয়া তো সুস্পষ্ট বিষয়। আর যদি সে সামনে না থাকে, তবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই কিতাবের বর্ণনা অনুসারে তার ইচ্ছা কার্যকর হওয়ার কারণে বিক্রয় জাইয হবে। আর অন্য কিতাবের বর্ণনা অনুসারে তার অনুমতি ব্যতীত জাইয হবে না (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

৮৪. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে ইব্ন সাম্মা'আহ কিতাবে আছে, এক ব্যক্তি নিজের গোলাম বিক্রয় করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করল এবং এক্ষেত্রে তার কাজ জাইয রাখল। আর তাকে এ কাজে উকীল নিয়োগ করারও ইখতিয়ার দিল। তারপর উকীল অন্য এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল। তারপর প্রথম উকীল দ্বিতীয় উকীল হতে গোলামকে খরিদ করল, তবে তা জাইয হবে। কেননা, দ্বিতীয় উকীলও গোলামের মুনীবের উকীল হয়ে গেছে।

এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির গোলাম তার অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করল, তারপর গোলামের মুনীব ক্রেতাকে বলল যে, আমি তোমাকে এই গোলাম বিক্রয়ের উকীল নিয়োগ করলাম। এখন যাকে ইচ্ছা তাকে তুমি উকীল বানিয়ে দাও। আর ক্রেতা কাউকে ঐ গোলাম বিক্রয়ের জন্য উকীল বানালো এবং বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে দিল, তবে তা জাইয হবে (আল-মুহীত)।

৮৫. মাসআলা ঃ বিক্রয় বা বিয়ে বা বিনিময় জাতীয় যে কোন চুক্তির উকীলের উপস্থিতিতে অন্য কেউ যদি চুক্তিটি সম্পাদন করে আর উকীল তা অনুমোদন করে, তবে তা জাইয হবে। আর যদি সে উপস্থিত না থাকে তবে জাইয হবে না। আর বিনিময়মুক্ত তালাক এবং আযাদ করার উকীলের অনুপস্থিতিতে যদি অন্য কোন ব্যক্তি এই কাজ করে, তবে জাইয হবে না। যদিও উকীল তা অনুমোদন করে (আল-মুহীত, আস-সারাখ্সী)।

৮৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমাকে আদেশ করেছিলাম যে, আমার গোলাম নগদ মূল্যে বিক্রয় করে দাও, কিন্তু তুমি তাকে বাকী মূল্যে বিক্রয় করেছ। সে বলল যে, তুমি আমাকে বিক্রয় করতে আদেশ করেছিলে, অন্য কিছু বলোনি; এক্ষেত্রে মুআক্কিলের কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি কেউ অন্য কাউকে বলে যে, আমি তোমাকে আমার গোলাম খিয়ারের শর্তে বিক্রয় করতে বলেছিলাম, আর উকীল বলে যে, তুমি আমাকে খিয়ারের শর্তে বিক্রয় করতে বলনি, তবে এক্ষেত্রে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে যে, আমি ফাসিদ বিক্রয়ের রীতিতে বিক্রয়ের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তবু উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে (আল-মুহীত)।

৮৬. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে হুকুম করল যে, আমার গোলাম বিক্রয় করে দাও এবং গোলাম তাকে দিয়ে দিল। সে বলল যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট হাজার দিরহামে বিক্রয় করেছি, আর মূল্য কবযা করেছি এবং তা আমার নিকট থেকে খোয়া গিয়েছে কিংবা বলল, তা মুআক্কিলকে দিয়ে দিয়েছি। আর মুআক্কিল বিক্রয়কে অস্বীকার করল কিংবা বিক্রয়কে স্বীকার করল; কিন্তু মূল্য তার থেকে কবযা করা অস্বীকার করল, তবে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে এবং তার উপর কসম আসবে না (আয-যখীরা)।

৮৭. মাসআলা ঃ আর এক্ষেত্রে বিক্রিত গোলাম ক্রেতাকে দেওয়া হবে এবং মূল্যের যিমান উকীলের উ পর হবে–ক্রেতার উপর হবে না। আর যদি উকীল নিজের কথার উপর কসম করে, তবে সেও মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে মুআক্কিলকে

মূল্য যিমান দিবে। তারপর যদি ক্রেতা হতে কেউ গোলামকে নিজের হকের দাবীতে নিয়ে নেয়। তাহলে নিজের মূল্য উকীল হতে ফেরত নিবে।

আর যদি উকীল মূল্য কবযা করার ব্যাপারে তার তাসদীক না করে, তবে সে মুআক্কিল হতে ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, উকীলের তাসদীক ছিলো তার উপর হতে যিমান দূর করার জন্যে–মুআক্কিল হতে ফেরত নেওয়ার জন্য নয়। আর উকীলের ইখতিয়ার থাকবে মুআক্কিল হতে কবযা সম্পর্কে না জানার ব্যাপারে কসম নেওয়ার। তবে যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে কিংবা কবযা করা স্বীকার করে এবং দেওয়া ও খোয়া যাওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করে, তবে উকীল যা যিমান দিয়েছে তা মুআক্কিল হতে ফেরত নিবে। আর এটা ঐ অবস্থায় হবে যখন ক্রেতা উকীলের কবযা স্বীকার করে।

আর যদি মুআক্কিলের কবযা করা স্বীকার করে, তবে ক্রেতা উকীল ও মুআক্কিল কারো নিকট হতে নিতে পারবে না। আর যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত গোলামের মধ্যে কোন আয়েব পেয়ে কাযীর নির্দেশে উকীলকে ফেরত দেয়, তারপর যদি উকীল মূল্য কবযা করা স্বীকার করে, তবে তার নিকট থেকে মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে এবং উকীল নিজের মুআক্কিলের নিকট থেকে মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। যদি মুআক্কিল মূল্য কবযা করার ব্যাপারে তার তাসদীক করে; এক্ষেত্রে বিক্রিত গোলাম মুআক্কিলের হবে।

আর যদি মুআক্কিল মিথ্যায়ন করে, তবে ফেরত নিতে পারবে না। আর উকীল মুআক্কিল হতে জানার উপর কসম নিবে। যদি সে করে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে মূল্য ফেরত নিবে। আর যদি কসম করে তবে ফেরত নিতে পারবে না। তবে গোলাম বিক্রয় করে মূল্য পুরা করে নিবে। আর যদি মূল্য কিছু বেশী পাওয়া যায়, তবে তা মুআক্কিলকে দিয়ে দিবে। আর যদি কম হয়, তবে উকীল যিমান দিবে। আর এই যিমান তো কারো নিকট থেকে নিতে পারবে না (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)। আর এটাই বিশুদ্ধ (আয-যখীরা)।

৮৮. মাসআলা ঃ আর যদি ক্রেতা হতে মুআক্কিলের মূল্য কবযা করা স্বীকার করে, তবে ফেরত দেওয়ার সময় উকীল ও মুআক্কিল কারো নিকট হতে নিতে পারবে না। আর মুআক্কিল হতে অবশ্যই কসম নিবে। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে তার নিকট হতে ফেরত নিবে এবং বিক্রিত গোলাম তাকে দিবে। আর যদি সে কসম করে। তবে তার নিকট হতে মূল্য নিতে পারবে না এবং গোলাম বিক্রয় করে তার দ্বারা মূল্য পুরা করবে। যেমন পূর্ববর্তী মাসআলায় বর্ণিত হয়েছে (আল-ওয়াজীয আল-কারদারী)।

৮৯. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল উকীলকে দাসী না দেয় এবং সে দাবী করে যে, আমি বিক্রয় করে মূল্য কবযা করেছি, আর তা খোয়া গেছে কিংবা আমি তা মুয়াক্কিলকে দিয়ে দিয়েছি, আর মালিক তা অস্বীকার করে, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে মূল্য উসুল না হওয়া পর্যন্ত বিক্রিত গোলামকে আটক রাখার। আর ক্রেতাকে বলা হবে যে, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাকে আরেক হাজার দিরহাম দাও অথবা বিক্রয় ভঙ্গ কর (আল-খুলাছা)।

৯০. মাসআলা ঃ যদি সে হাজার দিরহাম দিয়ে মুআক্কিল হতে দাসী নিয়ে নেয়, তবে ক্রেতা উকীল হতে পূর্বের এক হাজার দিরহাম নিয়ে নিবে (আল-মুহীত)।

৯১. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল মারা যায় এবং ওয়ারিশগণ বলে যে, তুমি গোলাম বিক্রি করোনি। আর উকীল বলে যে, আমি বিক্রি করেছি এবং মূল্য কবযা করেছি এবং তা আমার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিকট খোয়া গিয়েছে, আর ক্রেতা তা তাসদীক করে, এক্ষেত্রে যদি গোলাম বর্তমান থাকে, তবে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে এবং এই বিধান হবে ইসতিহসান স্বরূপ। আর যদি গোলাম খোয়া যায়, তবে মুআক্কিলের জীবদ্দশায় গোলাম বিক্রয় করেছে মর্মে সাক্ষ্য ব্যতীত উকীলের কথা তাসদীক করা যাবে না (আল-খুলাছা)।

৯২. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে নির্দেশ দিল যে, আমার গোলাম বিক্রয় করে দাও এবং সে গোলাম দিয়ে দিল। তারপর ঐ গোলাম কারো কাছে পাওয়া গেল। উকীল বলল যে, আমি তার কাছে বিক্রয় করেছি এবং সেই ব্যক্তি উকীলের কথা তাসদীক করল আর মুআক্কিল তাদের উভয়কে মিথ্যায়ন করল, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে গোলামকে নিয়ে নেওয়ার। আর যদি গোলাম তারপর ঐ ব্যক্তির হাতে মারা যায়, তবে উকীল হতে যিমান নেওয়ার ব্যাপারে তার তাসদীক করা যাবে না। যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে নিজের গোলাম বিক্রয়ের জন্যে উকীল নিয়োগ করে, তারপর মুআক্কিল বলে যে, আমি তোমাকে ওকালাত হতে বরখাস্ত করেছি, আর উকীল বলে যে, আমি গোলামকে গতকাল বিক্রয় করে দিয়েছি। তবে উকীলের কথা তাসদীক করা যাবে না, বরং উকীল ওকালাত হতে খারীজ হয়ে যাবে। ফকীহগণ বলেন, এই বিধান তখন হবে, যখন বিক্রিত বস্তু অবিকল বর্তমান থাকে। আর যদি বিনাশ হয়ে যায়, তবে কসমের সাথে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে। বিক্রয়ের উকীল যদি দাবী করে যে, মুআক্কিলের মৃত্যুর পর আমি ঐ বস্তু বিক্রয় করে দিয়েছি এবং ওয়ারিশগণ তা অস্বীকার করে, এক্ষেত্রে যদি ঐ বস্তু অবিকল বহাল থাকে। তবে ওয়ারিশদের কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি বিনাশ হয়ে থাকে, তবে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে (আল-মুহীত)।

৯৩. মাসআলা ঃ 'সরফ' চুক্তির জন্য উকীল নিযুক্ত করা জাইয আর সালাম চুক্তির জন্য রাব্বুস সালামের পক্ষ হতে উকীল নিয়োগ করা জাইয আছে। কিন্তু মুসাল্লাম ইলাইহের পক্ষ হতে উকীল নিয়োগ করা জাইয নয়। আর যদি উকীল অপর ব্যক্তি হতে কবযা হওয়ার পূর্বে পৃথক হয়ে যায়, তবে আক্দ বাতিল হয়ে যাবে। আর মুআক্কিলের পৃথক হওয়া গ্রহণযোগ্য হবে না– যদি সে বিক্রয়ের পর কবযার পূর্বে আসে। আর যদি আকদের মজলিসে এসে যায়, তবে আক্দ মুআক্কিলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে যাবে এবং তার পৃথক হওয়া গ্রহণযোগ্য হবে। আর বায়উস সরফ চুক্তি দূতের মাধ্যমে শুদ্ধ হবে না। যদি দুই ব্যক্তি বায়উস সরফ চুক্তি করা সাব্যস্ত করে। তারপর উভয়ের প্রত্যেকে এক ব্যক্তিকে নগদ মূল্য প্রদানের নির্দেশ দেয়। তারপর নির্দেশ দানকারী ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে চলে যায়, তবে বায়উস সরফ বাতিল হয়ে যাবে। যদিও উকীল অপর ব্যক্তির সাথে উপস্থিত থাকে। আর যদি উকীল উঠে যায়, তবে বায়উস সরফ বাতিল হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৯৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে একটি নির্দিষ্ট রূপার ঘটি ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং মূল্য না বলে দেয়, আর উকীল তার ওযনের দিরহাম বা দীনার দ্বারা ক্রয় করে, তবে জাইয হবে। আর যদি রূপার ঘটি দিরহাম দ্বারা ক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল দীনার দ্বারা ক্রয় করে তবে তা উকীলের হবে। যদি কোন ব্যক্তিকে স্বর্ণ-মৃত্তিকা বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে দিরহাম বা দীনার ব্যতীত কোন বস্তুর বদলে বিক্রয় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিক্রয় মুআক্কিলের উপর জাইয হবে। আর সাহিবাইনের (র) মতে জাইয হবে না। আর যদি মুআক্কিল নির্দিষ্ট হাজার

দিরহামের বায়উস সরফের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল তা কবযা করার পূর্বে অন্য হাজার দিরহাম মুআক্কিলের মাল থেকে নিয়ে বায়উস সরফ করে। তবে তা জাইয হবে। আর যদি নির্দিষ্ট হাজার দিরহাম কবযা করে, তারপর অন্য হাজার দিরহাম নিয়ে তার বায়উস সরফ করে। তবে তা জাইয হবে না। কেউ ঢালাই করা নির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং উকীল অন্য একটি বিক্রয় করল, তবে তা জাইয হবে না। স্বর্ণের ঢেলা সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে তার বিধানও অনুরূপ। কেউ কাউকে কূফায় দিরহামের বদলে দীনার বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করল। সে কূফী দিরহামের বদলে বিক্রয় করল, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে, আর সাহিবাইনের মতে জাইয হবে না। আর যদি বলে যে, এই দিরহামগুলো শামী (সিরীয়) দীনারের বদলে বিক্রয় কর, আর সে কূফীয় দীনারের বদলে বিক্রয় করে। আর শামী ও কূফীয় দীনার যদি বরাবর হয়, তবে এই বিক্রয় জাইয হবে। আর যদি উকীল মুআক্কিলের গোলামের সাথে বায়উস সরফ করে, তবে সে জামিন হবে না; চাই গোলামের উপর ঋণ থাক বা না থাক। চাই সে জানুক যে, এটি মুআক্কিলের গোলাম, বা না জানুক। আর যদি মুআক্কিলের মুফাবিযের সাথে কিংবা উকীল কিংবা উকীলের শরীকদার কিংবা মুযারিবের সাথে বায়উস সরফ করে, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি মুফাবিয নয়, মুআক্কিলের এরূপ শরীকদারের সাথে বায়উস সরফ করে, তবে তা জাইয হবে। আর যদি তার মাতা কিংবা পিতা কিংবা পুত্র কিংবা স্ত্রীর সাথে বায়উস সরফ অথবা বায়উস সালাম করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয নয়, তবে সাহিবাইনের মতে জাইয। যদি কেউ পয়সা খরিদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং কবযা করার পর তা অচল হয়ে যায়, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় পড়বে।

আর যদি কবযার পূর্বে অচল হয়, তারপরও সে কবযা করে, তবে তা উকীলের হবে। কেননা, অচল হওয়া নষ্ট হওয়ার নামান্তর, সুতরাং বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে। আর উকীল যখন কবযা করল তখন উভয়ের মধ্যে এখন নতুনভাবে বিক্রয় অনুষ্ঠিত হল। তাই তা তার মুআক্কিলকে না দেওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে। আর যদি সে মুআক্কিলকে দিয়ে দেয়, তবে পরস্পরে নতুন বিক্রয় সম্পন্ন হবে। কেউ এক ব্যক্তিকে এজন্য নিয়োগ করল যে, সে তার জন্য এক কুর গমের বায়উস সালামে দশ দিরহাম দিয়ে দিবে, তবে তা জাইয হবে।

আর যদি নিজের নিকট হতে পরিশোধ করে, তবে মুআক্কিলের নিকট হতে নিয়ে নিবে। আর যদি তাকে আদেশ করে যে, আমার জন্যে খাদ্যের বদলে দশ দিরহাম নিয়ে নাও এবং উকীল নিয়ে নেয়, তবে উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে। কেননা, সে এমন বস্তুর বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করেছে, যা তার নিকট নেই। আর যদি বলে যে, তোমার নিকট আমার যা পাওনা আছে তা এক কুর গমের বায়উস সালামে দিয়ে দাও, আর সে দিয়ে দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুআক্কিলের উপর জারী হবে না। কেননা, সে তাকে এমন ব্যক্তিকে ঋণের মালিক বানাতে বলেছে, যার উপর ঋণ নেই।

পক্ষান্তরে যদি বলে যে, আমি তোমার নিকট যা পাই তা অমুক ব্যক্তিকে বায়উস সালামে দিয়ে দাও, তবে ইজমা মতে মুআক্কিলের উপর বিক্রয় জারী হবে। মুযারিব এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল যে, আমার জন্য বায়উস সালামে দিয়ে দাও, তবে তা জাইয হবে। এক ব্যক্তিকে দুই ব্যক্তি উকীল নিয়োগ করল। প্রত্যেকে কিছু দিরহাম দিয়ে বলল যে, আমার জন্যে

pdf By Syed Mostafa Sahib

খাদ্যের মধ্যে বায়উস সালাম করবে। এরপর সে দিরহামগুলো মিশ্রিত করে ফেলল। তবে সে মাল নষ্টকারী হল। তাই উকীল রইল না। আর যদি মিশ্রিত না করে এবং একই আকদে সব দিয়ে দেয়, তবে জাইয হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৯৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে ইয়াকূতের পাথর খচিত সোনার আংটি বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে রূপার বদলে কিংবা আংটির সোনা অপেক্ষা অধিক সোনার বদলে কিংবা অন্য সোনার আংটির বদলে যার ওযন তার চেয়ে বেশী, কিন্তু পাথর বিহীন বিক্রয় করে, তবে জাইয হবে। যেমন তা যদি মুআক্কিল নিজে বিক্রয় করত, তবে জাইয হত। আর যদি সোনার আংটির বদলে যাতে সোনা বেশী বা কম আছে এবং পাথর খচিত আছে– বিক্রয় করে এবং পরস্পরে কবযা হয়ে যায়, তবে জাইয হবে। আর যদি উকীলকে কোন কাপড়ের বায়উস সালাম করার জন্য দশ দিরহাম দেয় এবং কাপড়ের জিন্স বা শ্রেণী উল্লেখ না করে, তবে জাইয হবে না। আর যদি উকীল কাপড়ের শ্রেণী উল্লেখ করে তার সালামে দশ দিরহাম দিয়ে দেয়, তবে বায় 'সালাম উকীলের হবে। তারপর মুআক্কিলের ইখতিয়ার থাকবে– সে ইচ্ছা করলে উকীল থেকে যিমান নিবে কিংবা মুসাল্লাম ইলাইহ্ থেকে নিবে। যদি উকীল থেকে যিমান নেয়, তবে সালাম উকীলের ক্ষেত্রে জাইয থাকবে। আর যদি পৃথক হওয়ার পর মুসাল্লাম ইলাইহ্ থেকে নেয় তবে সালাম বাতিল হয়ে যাবে। আর মুআক্কিল যদি 'ইয়াহূদী কাপড়' বলে, তবে শ্রেণী বর্ণনা করার কারণে উকীল নিয়োগ জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

৯৬. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বায়উস সালামের উকীলের ইকালা তথা বিক্রয় রহিত করার ইখতিয়ার রয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

অনুচ্ছেদ ঃ হিবার জন্য উকীল নিয়োগ করা

১. মাসআলা ঃ হিবাকারীর জন্য ইখতিয়ার রয়েছে তা সোপর্দ করে দেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করার। আর হিবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ইখতিয়ার রয়েছে তা কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করার। এই বিধান সাদাকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হিবাকারীর উকীলের হিবা হতে রুজু করার ইখতিয়ার নেই। এইভাবে যদি উকীল মুআক্কিলের নির্দেশে হিবা করে, তাহলেও সে রুজু করতে পারে না। আর যদি হিবাকারী হিবা হতে রুজু করতে চায়, অথচ ঐ বস্তু হিবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উকীলের নিকট থাকে, তবে রুজু করতে পারে না এবং এই উকীল তার বিবাদী হতে পারে না (আল-হাবী)।

২. মাসআলা ঃ যদি কোন যিম্মী অন্য কোন যিম্মীকে শরাব কিংবা শূকর হিবা করে এবং হিবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা কবযা করার জন্য কোন মুসলমানকে উকীল নিযুক্ত করে কিংবা হিবাকারী হিবাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেওয়ার জন্য কোন মুসলমানকে উকীল নিযুক্ত করে, তবে তা জাইয হবে। আর যদি হিবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিবা কবযা করার জন্য দুই ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করে এবং একজন কবযা করে তবে তা জাইয হবে না। আর যদি হিবাকারী দেওয়ার জন্য ঐ দু'জনকে উকীল নিযুক্ত করে এবং একজন দিয়ে দেয়, তবে জাইয হবে। এইভাবে উকীল যদি দেওয়ার জন্য অন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, তবু জাইয হবে।

আর যদি হিবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উকীল কবযা করার জন্য অন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, তবে জাইয হবে না। কিন্তু যদি মুআক্কিল তাকে বলে দেয় যে, যা কিছু তুমি করবে জাইয হবে তবে

তার অন্যকে উকীল নিযুক্ত করা জাইয হবে। আর যদি কেউ অন্যকে এজন্য উকীল নিযুক্ত করে যে, এই কাপড় অমুক ব্যক্তিকে বিনিময় নিয়ে হিবা করে দাও এবং বিনিময় তার নিকট থেকে উসুল করে নাও। তারপর উকীল এরূপই করে। কিন্তু বিনিময় তার মূল্য হতে কম হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে এবং সাহিবাইনের মতে জাইয হবে না, কিন্তু যদি বিনিময় তার সমান হয় কিংবা এই পরিমাণ কম হয় যে, মানুষ ঐ পরিমাণ কম সহ্য করে নেয়, তবে জাইয হবে।

আর যদি উকীলকে বলে যে, আমার পক্ষ থেকে নিজের মাল হতে বিনিময় দিয়ে দাও এই শর্তে যে, আমি তার জামিন হব এবং উকীল দিয়ে দেয়, তবে তা জাইয হবে। আর উকীল তার নিকট হতে ঐ মালের সমপরিমাণ সদৃশ নিয়ে নিবে, যদি তা মিছল বা সদৃশসম্পন্ন হয় কিংবা তার মূল্য নিয়ে নিবে যদি মিছল সম্পন্ন না হয়। আর যদি বিনিময় দেওয়ার হুকুম দিয়ে বলে যে, বিনিময় নিজের মাল হতে দিয়ে দাও এবং নিজের জামিন হওয়ার শর্ত না করে, তবে উকীল বিনিময় দেওয়ার পর মুআক্কিলের নিকট থেকে কিছুই নিতে পারবে না (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ হিবাকারীর ইখতিয়ার রয়েছে হিবা হতে রুজু করার জন্য উকীল নিযুক্ত করার। যদি দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে একটি গোলাম কিংবা ঘর হিবা করে, তারপর উভয়ে এক ব্যক্তিকে তা দিয়ে দেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তবে তা জাইয হবে। অনুরূপভাবে যদি দুই ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করে কিংবা প্রত্যেকে এক এক ব্যক্তিকে পৃথক উকীল নিযুক্ত করে, তাহলেও জাইয হবে। আর যদি উভয় উকীলের মধ্য হতে একজন হিবাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় অথবা নিজে কবযা করে, তবে জাইয হবে (আল-হাবী)।

৪. মাসআলা ঃ হিবাপ্রাপক বিনিময় দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল, কিন্তু বিনিময় নির্ধারণ করল না, আর উকীল বিনিময় দিল, তবে জাইয হবে না। আর যদি বলে যে, আমার মাল হতে তাকে যা ইচ্ছা বিনিময় দিয়ে দাও, তবে জাইয হবে। কেননা, মুআক্কিল যখন উকীলের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছে, তখন সে যে পরিমাণ বিনিময় দিক না কেন, সে সম্পর্কে মুআক্কিল এরূপ বলতে পারবে না যে, এত বেশী পরিমাণ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৫. মাসআলা ঃ আর কেউ যদি দুই ব্যক্তিকে হিবা হতে রুজু করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তবে তাদের একজন অন্যজন ব্যতীত একাকী তা করতে পারবে না (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ইজারা বা ভাড়া ইত্যাদির ওকালাত

[এ পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ ইজারা দেওয়া, ইজারা নেওয়া, বর্গাচাষ ও লেনদেনের ওকালাত।

১. মাসআলা ঃ ঘর ইজারা বা ভাড়া দেওয়ার উকীল ভাড়া প্রমাণিত করা এবং ভাড়া আদায় ও ভাড়ার জন্য ঘর আটক করার ব্যাপারে মামলা করার অধিকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, এটা তার আক্‌দ বা চুক্তির অধিকারসমূহের অর্ন্তভুক্ত। যদি ভাড়ার উকীল ইজারাদার বা ভাড়াটেকে ভাড়া মাফ করে দেয় আর যদি ভাড়া নির্দিষ্ট মাল হয়, তবে মাফ করে দেওয়া শুদ্ধ হবে না। আর যদি তা দায়ন বা বাকী মাল হয় এবং যদি মাল ওয়াজিব হওয়ার পর মাফ করে দেয়, যেমন সময় অতীত হয়েছে কিংবা ভাড়া নগদ দেওয়ার শর্ত ছিল, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জাইয হবে এবং তার সমপরিমাণ বস্তু মুআক্কিলকে যিমান দিবে। আর যদি ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে মাফ করে দেয়, তবে যাহির রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জাইয হবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ঘরে বাস করা, ভাড়া দেওয়া ও ভাড়া উসুল করার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছে, তার কোন ইমারত তৈরী করা এবং মেরামত করার ইখতিয়ার থাকবে না। আর খুছূমতের জন্য সে উকীল সাব্যস্ত হবে না। আর যদি কেউ মুআক্কিলের কোন ইমারত ভেঙ্গে ফেলে তবে উকীল তার মুখাসিম বা বাদী হতে পারে। কেননা, তার কবযার বস্তু অন্যের দ্বারা নষ্ট হয়েছে। অনুরূপভাবে যদি উকীল কোন বস্তু কাউকে ভাড়ায় দেয় এবং সে ভাড়া পরিশোধ করতে অস্বীকার করে, তবে তার উপর ভাড়া প্রমাণ করার জন্য উকীল মুখাসিম বা বাদী সাব্যস্ত হবে। আর ভাড়া দেওয়ার জন্য উকীল কর্তৃক অন্য লোককে উকীল নিয়োগ করার ইখতিয়ার নেই । আর উকীল যদি এমন কোন ব্যক্তিকে ভাড়া উসুল করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, যে তার প্রতিপালনাধীন নয়, তবে তা জাইয হবে। আর ভাড়াকারী ব্যক্তি মুক্ত হয়ে যাবে। আর ভাড়াদানকারী উকীল ভাড়ার জামিনদার হবে। কেননা, তারই উকীল উসুল করেছে (আল-হাবী)।

৩. মাসআলা ঃ ভাড়ার উকীলের জন্য মাল-সামান ও খাদিমের বিনিময়ে ভাড়া দেওয়া জাইয আছে। আর যদি যমীন ভাড়া দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয় এবং তাতে ঘর-ইমারত থাকে, আর ঘর-ইমারতের উল্লেখ না করে, তবে উকীলের জন্য ইখতিয়ার থাকবে ঐ ঘর-ইমারত ভাড়া দেওয়ার। অনুরূপভাবে যদি যমীনে পানচাক্কি থাকে, তবু এই বিধান। আর যদি কেউ কাউকে যমীন দিরহামের বিনিময়ে ভাড়া দেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং সে দীনারের বিনিময়ে ভাড়া দেয়, কিংবা ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে ভাড়া দেয়, তবে তা জাইয হবে না। অনুরূপভাবে যদি ভাড়া দেওয়ার জন্য আদেশ করে, কিন্তু বিনিময়ের কথা উল্লেখ না

করে, আর উকীল ফসলের অর্ধাংশের বিনিময়ে ভাড়া দেয়, তবে তা জাইয হবে না। আর অনুরূপ যদি যমীনের ফসলের অর্ধাংশের বিনিময়ে ভাড়া দেওয়ার জন্য আদেশ করে এবং উকীল দিরহাম বা দীনানের বদলে ভাড়া দেয়, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি গম বা যব যা যমীনে উৎপন্ন হয়, এইসব ফসলের বিনিময়ে ভাড়া দেয়, তবে এখানে উল্লেখ রয়েছে যে, তা জাইয নয়। আর মুযারাআ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাইয হবে, যদি যে পরিমাণ গমের বিনিময়ে ভাড়া দিয়েছে তা সেই অর্ধাংশের সমান হয় যা ঐ যমীনে উৎপন্ন হয় (আয-যখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ ইজারাদার বা ভাড়াটের উকীল দিরহাম, দীনার, পরিমাপযোগ্য বস্তু, ওযনযোগ্য বস্তুর বিনিময়ে ইজারা বা ভাড়া নিতে পারে, যদি তা অনির্দিষ্ট হয়। নির্দিষ্ট মাল বা পরিমাপযোগ্য ও ওযনযোগ্য নির্দিষ্ট বস্তুর দ্বারা ইজারা বা ভাড়া নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল মুআক্কিলের বর্ণিত দিরহাম অপেক্ষা অধিক দিরহামে ভাড়া দেয়, তবে তা জাইয হবে। অনুরূপভাবে যদি এরূপ কথার উপর উকীল নিযুক্ত হয় যে, এত দিনের জন্য এত দিরহামে ইজারা বা ভাড়া নিবে, আর উকীল ঐ পরিমাণ দিরহাম অপেক্ষা কম দিরহামে ইজারা বা ভাড়া নেয়, তবে তা জাইয হবে (আল- মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে উকীল নিযুক্ত করে তার জন্য এক বছরের মেয়াদে একটি ঘর ভাড়া নেওয়ার জন্য, আর সে দুই বছরের জন্য ঘর ভাড়া করে তবে প্রথম বছর মুআক্কিলের এবং দ্বিতীয় বছর উকীলের হবে। আর যদি উকীলকর্তৃক ঘর কবযা করার পূর্বে বা পরে কিছু পরিমাণ ঘর ভেঙ্গে যায়। তারপর মুআক্কিল বলে যে, এ ঘর আমার পসন্দনীয় নয়, তবে এ ঘর উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে–মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কোন যমীন ইজারা নেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করল। তারপর মুআক্কিল উকীলের ইজারা নেওয়ার পর যমীনের মালিক থেকে তা খরিদ করল এবং ইজারা সম্পর্কে সে কিছু অবগত ছিল না, পরে অবগত হল, তবে সে ফেরত দিতে পারবে না, বরং ইজারারূপে তার কাছে থাকবে। কেউ কোন ব্যক্তিকে আদেশ করল যে, আমার জন্য একটি বাহন জন্তু কূফা পর্যন্ত দশ দিরহামে ভাড়া করে দাও। সে পনের দিরহামে ভাড়া করল। এবং মুআক্কিলের কাছে নিয়ে এল এবং বলল যে, আমি দশ দিরহামে ভাড়া করেছি। তারপর মুআক্কিল তার উপর আরোহণ করল, তবে মুআক্কিলের উপর কোন ভাড়া ওয়াজিব হবে না, আর বাহন জন্তুর মালিকের জন্য ভাড়া উকীলের যিম্মায় পড়বে। কেউ কোন ব্যক্তিকে আদেশ করল যে, আমার ঘর দশ দিরহামে ইজারা দিয়ে দাও। সে পনের দিরহামে ইজারা দিয়ে দিল, তবে এ ইজারা ফাসিদ হবে, যদি ভাড়া কবযা করে, তবে পাঁচ দিরহাম সাদাকা করে দিবে (আল-খুলাছা)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ এক ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করল যে, এক বছরের জন্য একটি ঘর আমাকে একশত দিরহামে ইজারা নিয়ে দাও, আর উকীল ইজারা নিয়ে ঘর কবযা করল, তবে ভাড়া উশুল না পাওয়া পর্যন্ত মুআক্কিলকে দিতে অস্বীকার করল। যদি ইজারা নিঃশর্ত হয়, তবে তার এই ইখতিয়ার নেই। আর যদি উকীল এ পর্যন্ত আটকে রাখে যে, বছর পার হয়ে গেল, তবে ইজারার বিধান অনুযায়ী ভাড়া উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে। তারপর উকীল মুআক্কিলের কাছ থেকে নিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপভাবে যদি ইজারা এক বছরের জন্য হয়, তবু এটি ও প্রথমটি এক রকম হবে। এরূপই মাসআলা কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। অপর কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, উকীল ইসতিহসান মতে মুআক্কিল থেকে ভাড়া নিতে পারবে না। কাযী ইমাম জামালুদ্দীন বলেন যে, এটাই বিশুদ্ধ। অনুরূপভাবে যদি মুআক্কিল উকীল থেকে নিয়ে কবযা করে, তারপর উকীল তার উপর জবরদস্তি করে ঘর তার কবযা থেকে বের করে নেয়। এমনকি বছর পার হয়ে যায় তবে ইজারাদাতার ইখতিয়ার থাকবে উকীলের নিকট ভাড়া তলব করার। তারপর উকীল মুআক্কিল থেকে নিবে। আর যদি উকীলের বসবাসে ঘর বিধ্বস্ত হয়ে যায় তবে তার উপর কোন যিমান নেই।

আর যদি উকীল মুআক্কিলকে ঘর না দিয়ে আটকে রাখে, তারপর কোন তৃতীয় লোক এসে উকীলের নিকট থেকে ঐ ঘর ছিনিয়ে নেয় এবং উকীলকে না দেয়, এমনকি বছর অতিক্রম করে, তবে ভাড়া উকীল ও মুআক্কিল উভয় থেকে বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি উকীল ভাড়া নগদ দেওয়ার শর্ত করে থাকে, তবে তার উপর এবং মুআক্কিলের উপর শুদ্ধ হবে। আর যদি উকীল ঘর কবযা করে –তবে সে ভাড়া পরিশোধ করুক বা না করুক–যে পর্যন্ত সে পূর্ণ ভাড়া না পাবে ঘর মুআক্কিলের হাতে সোপর্দ না করার তার ইখতিয়ার থাকবে। সুতরাং যদি ঘর না দিয়ে আটকে রাখে–এমনকি বছর চলে যায় এবং ঘর উকীলের হাতে থাকে তবে ভাড়া উকীলের উপর ওয়াজিব হবে আর এ অবস্থায় উকীল মুআক্কিল থেকে নিতে পারবে না।

আর যদি মুআক্কিল ঘর তলব না করে, এমনকি বছর অতিবাহিত হয়, তবে ভাড়া উকীলের উপর ওয়াজিব হবে। এবং সে মুআক্কিল থেকে নিয়ে নিবে। আর যদি অর্ধ বছর চলে যায়, তারপর মুআক্কিল তলব করে এবং উকীল আটকে রাখে, এমনকি বছর পূর্ণ হয়ে যায়, তবে সমস্ত ভাড়া উকীলের উপর ওয়াজিব হবে। আর উকীল অর্ধ বছরের ভাড়া অর্থাৎ বছরের যে পরিমাণ অংশ তলব না করার কারণে অতিবাহিত হয়েছে, তার ভাড়া মুআক্কিল থেকে নিবে (আয-যখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ ইজারা দেওয়ার উকীলের অধিকার রয়েছে নিজে ভাড়া পরিশোধ করার পূর্বে মুআক্কিল থেকে ভাড়া চেয়ে নেওয়ার (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা ঃ ইজারা দেওয়ার উকীলের ইখতিয়ার রয়েছে প্রকাশ্য ক্ষতি সহকারে ইজারা দেওয়ার। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইজারা দেওয়ার উকীল যদি মুআক্কিলের ঘর মুআক্কিলের পিতা বা পুত্রের নিকট ইজারা দেয়, তবে তা বিক্রয়ের ন্যায় জাইয হবে। আর যদি নিজের পিতা বা পুত্র কিংবা এমন লোকের নিকট ইজারা দেয়, যার সাক্ষ্য তার ব্যাপারে জাইয নয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয নয়। আর ফাসিদ ইজারায় উকীল জামিন হবে না। আর ইজারাদারের উপর অনুরূপ ভাড়া ওয়াজিব হবে। আর দীর্ঘ ইজারার উকীলের কাছে ইজারা ভেঙ্গে দেওয়ার সময় ইজারার মাল তলব করা যাবে। আর যদি উকীলকে ভাড়ার ব্যাপারে অবকাশ দেওয়া হয় কিংবা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে তা শুদ্ধ হবে। আর উকীলের জন্য ইখতিয়ার থাকবে মুআক্কিলের নিকট থেকে ভাড়া নিয়ে নেওয়ার (আল-খুলাছা)।

১১. মাসআলা ঃ আর যদি যমীন কিছু লোকের ইজমালী হয় এবং তাদের কোন এক ব্যক্তি যদি তার নিজের অংশ ইজারা দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে, আর উকীল তা অবশিষ্ট

শরীকদের সকলের নিকট ইজারা দেয় তবে তা জাইয হবে। আর যদি শুধু একজনের নিকট ইজারা দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে না, কিন্তু সাহিবাইনের মতে জাইয হবে (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা ঃ আর যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট ইজারা দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে না, তবে সাহিবাইনের মতে জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ ইজারা দেওয়ার উকীল যদি সমস্ত মুনাফা হাসিলের পূর্বে ইজারাদারের ইজারা ভেঙ্গে দেয়, তবে তা জাইয হবে। চাই ভাড়া (দিরহাম-দীনার জাতীয়) দায়ন হোক কিংবা নির্দিষ্ট মাল হোক। কিন্তু যদি উকীল ভাড়া উসুল করে, তবে ইজারা ভেঙ্গে দেওয়া জাইয হবে না। কেননা, মুআক্কিল কবযাকৃত মালের মালিক হয়ে গিয়েছে এবং উকীলের মাধ্যমে তার উপর মুআক্কিলের কবযা হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে কবযার পূর্বে –যদি ভাড়া নির্দিষ্ট মাল হয়–, নিছক আক্দ দ্বারা মুআক্কিলের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না, আর নগদ দানের শর্তে মুআক্কিলের কবযা প্রতিষ্ঠিত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ ইজারাদারের উকীল যদি যমীনের মালিকের সাথে ইজারা ভেঙ্গে দেয়, অথচ যমীন ইজারাদাতার কবযায় থাকে, তবে তা জাইয হবে। আর যদি যমীন উকীল কিংবা মুআক্কিলকে দিয়ে দেয়, তবে ইসতিহসান স্বরূপ জাইয হবে না (আল-খুলাছা, অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রয়ের ওকালাত)।

১৫. মাসআলা ঃ কৃষির জন্য যমীন দেওয়ার উকীল যদি এমন ব্যক্তিকে যমীন দেয়, যে ত,তো বীজ বপন করতে কিংবা তার সব্জি চারা রোপণ করতে, তবে তা জাইয হবে। আর যদি এমন লোকের কাছে দেয়, যে গাছ লাগাবে, তবে জাইয হবে না। আর যদি কাউকে এজন্য উকীল করে যে, যমীন এমন ব্যক্তিকে দিবে, যে তাতে খেঁজুর গাছ লাগাবে, কিন্তু সে তা এমন ব্যক্তিকে দিয়েছে, যে তাতে অন্য রকম গাছ লাগায় কিংবা তার বিপরীত হয়, তবে তা জাইয হবে না (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে তার যমীন বর্গাচাষের উদ্দেশ্যে দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল, আর সে এমন লোকসানে যমীন বর্গা দিল, যা সহ্য করা যায় না, তবে তা জাইয হবে না। আর যা কিছু উৎপন্ন হবে, তা বর্গাচাষী ও উকীলের মধ্যে তাদের শর্ত অনুযায়ী বণ্টিত হবে, যমীনের মালিক তা থেকে কিছু পাবে না। আর সাহিবাইনের মতে যমীনের মালিক উভয়ের মধ্য থেকে যার নিকট থেকে ইচ্ছা যমীনের ক্ষতিপূরণ নিবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত এর বিপরীত। আর যদি কৃষির দ্বারা যমীনের কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলেননি। সাধারণ মাশায়িখ কিরাম বলেন, বর্গাচাষ জাইয এবং উৎপন্ন ফসল উকীল ও বর্গাচাষীর মধ্যে বণ্টিত হবে। আর মুআক্কিল তার মধ্য থেকে কিছু পাবে না।

আর যদি এই পরিমাণ ক্ষতিতে দেয়, যা সহ্য করা যায়, তবে জাইয হবে। আর উৎপন্ন দ্রব্য মুআক্কিল ও চাষীর মধ্যে শর্ত অনুযায়ী বণ্টিত হবে। আর মুআক্কিলের অংশ উকীল কবযা করতে পারবে। আর যদি বীজ যমীনের মালিকের হয় এবং উকীল এমন লোকসানে যমীন দেয়, যা সহ্য করা যায়, তবে বর্গাচাষের রিওয়ায়াত অনুযায়ী যমীনের মালিকই নিজ অংশ কবযা করার হকদার হবে। আর অনুরূপভাবে গাছের মালিক নিজেই তার অংশ কবযা করবে। আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওকালাতের বর্ণনায় আছে, উকীল তার অংশ কবযা করতে পারবে। আর যদি এরূপ লোকসানে যমীন দেয়, যা সহ্য করা যায় না, তবে উকীল বীজ ও যমীনের ছিনতাইকারী হবে এবং যমীনের মালিকের যমীনের ক্ষতিপূরণ নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। আর বর্গাচাষী যা পাবে তা থেকে সে সাদাকা করবে না, তবে উকীল অতিরিক্তটুকু সাদাকা করবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

১৭. মাসআলা ঃ মুযরাআ ও মুআমালার উকীলের ইখতিয়ার রয়েছে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্য হতে যমীনের মালিকের অংশ উসুল করার। আর যদি আমিলকে হিবা করে কিংবা তা থেকে তাকে মুক্ত করে দেয়, তবে তা জাইয হবে না। এটা তার উক্তি অনুযায়ী যিনি মুআমালা ও মুযারাআ জাইয বলেছেন (আল-হাবী)।

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে তার যমীন বর্গাচাষের নিমিত্ত দেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং উকীলকে সময় না বলে, তবে প্রথম বছর ও প্রথম ফসলের জন্য জাইয হবে। আর যদি উকীল তার চেয়ে বেশী সময়ের জন্য কিংবা এই বছর ছাড়া দেয় এবং এই বছর না দেয় তবে ইসতিহসান মতে জাইয হবে না। আর যদি এজন্য উকীল নিয়োগ করে যে, আমার জন্য এই যমীন এই বছরের জন্য এই শর্তে নিবে যে, বীজ মুআক্কিলের পক্ষ থেকে হবে। তারপর উকীল এইভাবে নিল যে, তাতে এই পরিমাণ লোকসান হল যা মানুষ বরদাস্ত করে নেয়, তবে তা জাইয হবে।

আর যদি এই পরিমাণ লোকসানের সাথে নেয় যা মানুষ সহ্য করে না, তবে তা জাইয হবে না। কিন্তু যদি মুআক্কিল রাযী হয়ে যায় এবং তাতে কৃষিকাজ করে, তবে তা জাইয হয়ে যাবে। আর উকীলকেই যমীনের মালিকের অংশের জন্য পাকড়াও করা হবে, যাতে সে তা তার কাছে সোপর্দ করে। আর যদি উকীল এই পরিমাণ লোকসানের সাথে নেয় যে, লোক তা সচরাচর মেনে নেয় না, আর মুআক্কিলের অনুমতি ছাড়াই সে চাষাবাদ করল এবং উকীল তাকে চাষাবাদের অনুমতি দিল, তবে যা কিছু উৎপন্ন হবে, তা মুআক্কিলের হবে।

আর উকীলের উপর যমীনের মালিককে ঐ ধরনের যমীনের ভাড়া উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে দেওয়া লাযিম হবে। আর যমীনের মালিক মুআক্কিলের কাছে কিছু পাবে না। আর যমীনের ক্ষতিপূরণ তার মালিককে দেওয়া যমীন চাষকারীর উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি সে অনুমতি না দেয় এবং চাষাবাদের জন্য চাষীকেও হুকুম না করে, তবে উৎপন্ন ফসল চাষী পাবে। আর যমীনের মালিক উকীলের কাছে কিছু পাবে না। আর চাষকারী তাকে যমীনের ক্ষতিপূরণ দিবে, তবে উকীল থেকে তা ফেরত নিতে পারবে না।

আর যদি কেউ উকীলকে হুকুম করে যে, কোন যমীন বা গাছ বর্গা বা শরীকদারীতে নিবে এবং বর্ণনা না করে, তবে জাইয হবে না। আর যদি যমীন বর্ণনা করে দেয় এবং বীজ বর্ণনা না করে, তবে জাইয হবে। আর যদি উকীলকে যমীন বা গাছ বর্গা বা শরীকদারীতে দেওয়ার নির্দেশ করে, এবং যাকে দিবে তার নাম উল্লেখ না করে, তবে জাইয হবে। যেমন কেউ যদি কাউকে কোন যমীন ইজারা দিতে বলে এবং তার নাম উল্লেখ না করে, তবে জাইয হবে।

কেউ এক ব্যক্তিকে আদেশ করল যে, আমার যমীন কাউকে বর্গাচাষের জন্য দিয়ে দাও এবং সে এক কুর মধ্যম ধরনের গমে ইজারা দিয়ে দিল, তবে জাইয হবে। আর চাষকারীর

জন্য ইখতিয়ার থাকবে যে কোন ধরনের গম কিংবা তার চেয়ে কম ক্ষতিকর তাতে বপন করার।

আর যদি গম ছাড়া অন্য কিছু বদলে দেয়, তবে জাইয হবে না। আর যদি এজন্য উকীল নিযুক্ত করে যে, আমার যমীন তে-ভাগায় দিয়ে দাও এবং সে এক কুর মধ্যম ধরনের গমের বিনিময়ে ইজারা দিয়ে দেয়, তবে সে খেলাফ করল। আর ইজারাদার যদি তাতে কিছু বপন করে, তবে উৎপন্ন ফসল তারই হবে। আর তার উপর এক কুর মধ্যম ধরনের গম ইজারাদাতাকে দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যমীনের মালিককে ক্ষতিপূরণ দিবে। আর ইজারাদাতা থেকে তা ফেরত নিবে। আর যমীনের মালিক ইচ্ছা করলে ইজারাদাতা থেকে যমীনের ক্ষতিপূরণ উসুল করবে। আর সে ঐ কুরের মধ্য থেকে যা সে উজরত হিসাবে পেয়েছে এই ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করবে। আর অতিরিক্তটুকু সাদাকা করে দিবে। কেউ যদি কাউকে এই মর্মে উকীল নিযুক্ত করে যে, আমার জন্য এই যমীন তে-ভাগায় নিয়ে দাও এবং উকীল এক কুর মধ্যম ধরনের গমের বিনিময়ে নিল, তবে তা জাইয হবে না, কিন্তু মুআক্কিল হলে তবে জাইয হবে।

আর যদি কেউ এজন্য উকীল নিযুক্ত করে যে, এই খেজুর গাছটি আমাকে মুআমালার ভিত্তিতে নিয়ে দাও এবং সে এই শর্তে নিল যে, গাছের ফল গাছের মালিক পাবে আর আমিল শুকনো এক কুর উত্তম ফারসী খেজুর পাবে, তবে জাইয হবে। আর যদি এক কুর দাকাল খেজুরের শর্ত করে, আর যদি গাছে অকেজো দাকাল খেজুর উৎপন্ন হয়, তবে জাইয হবে, অন্যথায় জাইয হবে না। আর যদি এক কুর গমের শর্ত করে, তবে জাইয হবে না। আর যদি এ মর্মে উকীল নিযুক্ত করে যে, আমার জন্য অমুক ব্যক্তির খেঁজুর গাছ তে-ভাগায় নিবে এবং সে এক কুর শুকনো উত্তম ফারসী খেজুরের শর্তে নেয়, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না। কিন্তু যদি এটা জানা যায় যে, এক কুর, তে-ভাগা থেকে কম কিংবা সমান, তবে জাইয হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ মুযারিব ও শরীকদারকে উকীল করা

১. মাসআলা ঃ মূলনীতি হল–মুযারিব (লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যক্তি) কর্তৃক সম্পাদিত যে কোন তিজারত পুঁজির মালিকের উপর লাযিম হয়ে থাকে। এরূপ কারবারে উকীল নিয়োগ করলে তাও পুঁজির মালিকের উপর লাযিম হবে। মুযারিবকে ক্রয়-বিক্রয়, কবযা ও খুছূমতে উকীল নিয়োগ করা জাইয আছে। মুযারিব করযের খুছূমতের জন্য অন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করল এবং উকীল স্বীকার করল যে, মুযারিব করয উসুল করেছে, তবে তা জাইয হবে। তারপর মুযারিব যদি বলে যে, আমি উসুল করিনি, তবে উকীলের উপর যিমান হবে না এবং করযদার মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন যদি দেনাদার হতে উসুল করার কথা স্বীকার করে এবং মুযারিব অস্বীকার করে, তবু এই বিধান (আল-মুহীত আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ আর যদি মুযারিবকে মুযারাবার ভিত্তিতে একটি গোলাম খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং সে রাব্বুল মাল বা পুঁজির মালিকের ভাইকে খরিদ করে, তবে এই ক্রয় মুযারিবের পক্ষে জাইয হবে–রাব্বুল মাল বা পুঁজির মালিকের পক্ষে জাইয হবে না। আর যদি মুযারিব নিয়ে নেয় এবং তাতে অতিরিক্ততা না থাকে, তবে মুযারাবায় জাইয হবে। আর যদি অতিরিক্ততা থাকে, তবে বিশেষভাবে শুধু মুযারিবের ক্ষেত্রে জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি মুযারাবার মাল রাব্বুল মাল থেকে উসুল করা কিংবা তাকে কিছু দেওয়ার জন্য মুযারিব কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, তবে জাইয হবে। আর যদি রাব্বুল মাল মুযারিবকে নিজের পরিবার-পরিজনকে খোরপোস দেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং মুযারিব খোরপোস দেওয়ার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, তবে তা জাইয হবে। তারপর যদি উকীল বলে যে, আমি একশত দিরহাম তাদের জন্য খরচ করেছি এবং এই সময়ের মধ্যে এই পরিমাণ দিরহাম ঐ পরিমাণ লোকের জন্য খরচ হতে পারে। আর মুযারিব বলে যে, আমি দুইশত দিরহাম খরচ করেছি এবং এই সময়ের মধ্যে এই পরিমাণ দিরহাম এই পরিমাণ লোকের জন্য স্বাভাবিক হয়, আর রাব্বুল মাল যদি বলে যে, তুমি কিছুই খরচ করনি, তবে মুযারিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অথচ মালের মধ্য হতে দুইশত দিরহাম চলে যাচ্ছে।

আর উকীল কোন কিছুর জামিন হবে না। আর মুযারিবের কথা সমর্থন করার কারণ এই যে, মাল তার হাতে রয়েছে। অনুরূপভাবে কোন উকীলকে যদি কিছু মাল দিয়ে বলা হয় যে, অমুক কাজে তা খরচ কর। আর সে তা রেওয়াজ অনুসারে খরচ করে, তবে তার কথাই ধর্তব্য হবে (আল-হাবী)।

৩. মাসআলা ঃ যদি মুযারাবার গোলামদের খোরাকের জন্য মুযারিব কাউকে উকীল নিযুক্ত করে এবং তাকে কোন মাল না দেয়, তারপর উকীল বলে যে, আমি তার জন্য এই পরিমাণ খরচ করেছি আর মুযারিব তা মিথ্যায়ন করে। তবে উকীলকে তাসদীক করা যাবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ কাউকে তার নিজের মাল তার গোলামের জন্য খরচ করার উদ্দেশ্যে উকীল নিয়োগ করে, তবে এর বিধানও পূর্বোক্ত অবস্থার অনুরূপ হবে। আর যদি মুযারিব মুযারাবার গোলামদের মধ্য থেকে কোন গোলামকে বিক্রয় করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর রাব্বুল মাল মুযারিবকে বিক্রয় করতে নিষেধ করে এবং মুযারাবা ভেঙ্গে দেয়, তারপর উকীল তাকে বিক্রয় করে তবে তার বিক্রয় জাইয হবে, নিষেধাজ্ঞার কথা জানুক বা না জানুক।

কেননা, মাল ব্যবসা দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার পর মুযারিবকে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করার ইখতিয়ার রাব্বুল মালের নেই। অনুরূপভাবে যদি রাব্বুল মাল মারা যায়, তারপর উকীল বিক্রয় করে, কিংবা মুযারিব তার মৃত্যুর পর উকীল নিয়োগ করে এবং সে বিক্রয় করে, তবু এই বিধান (আল-মাবসূত)।

৪. মাসআলা ঃ যদি দুই মুতাফাবিযের একজন কাউকে এমন বস্তু বিক্রির জন্য –উকীল নিয়োগ করে, যে বস্তুর সে হচ্ছে ওয়ালী। তারপর উভয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং নিজ নিজ মাল বণ্টন করে নেয়। আর সাক্ষী করে নেয় যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে অংশীদারিত্ব রইল না। তারপর উকীল যে কাজের জন্য উকীল হয়েছিল তা পূর্ণ করল, সে তা জানুক বা না জানুক, তবে উভয়ের ক্ষেত্রে এই কাজ জাইয হবে। অনুরূপভাবে যদি উভয়ে উকীল নিয়োগ করে থাকে, তবে তারও একই বিধান (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা ঃ যদি দুই শরীকে ইনানের একজন (অর্থাৎ কোন বিশেষ মালের মধ্যে দুইজন অংশীদারের একজন) কোন শরীকী বস্তু বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তা উভয়ের জন্য ইসতিহসান স্বরূপ জাইয হবে। কেননা, এদের প্রত্যেকে অপরের ক্ষেত্রে সাধারণ উকীলতুল্য (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে কোন বস্তুর বিক্রয়, খরিদ, ইজারা কিংবা করযের তাগাদার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং অন্য শরীকদার তাকে ওকালাত হতে বরখাস্ত করে দেয় তবে শুধু করযের তাগাদা ব্যতীত অন্য সব বিষয় হতে সে বরখাস্ত হয়ে যাবে। কেননা, যদি মুআক্কিলের পক্ষ থেকেই উকীল নিয়োগ হয়ে থাকে, তবে অন্য কেউ তাকে বহিষ্কার করতে পারে না। আর যদি মুআক্কিলের পক্ষ থেকে না হয়ে থাকে, তবে তার ওকালাত জাইয নয় (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ দুই মুতাফাবিয হতে একজন একটি গোলাম খরিদ করল এবং তার মধ্যে আয়েব পেল। তারপর তাকে ফেরত দেওয়ার জন্য একজন উকীল নিযুক্ত করল। যদি তার শরীকদারই এ বিষয়ে মুখাসিম হয়, তবে যে ব্যক্তি গোলাম খরিদ করেছে, তার হাযির হওয়া আবশ্যক। যেন তার থেকে কসম নেওয়া যায় যে, সে আয়েবের উপর রাযী নয়। আর যদি খরিদদার স্বয়ং হাযির থাকে, তবে সেই মুখাসিম সাব্যস্ত হবে। আর বিক্রেতার এ ইখতিয়ার থাকবে না যে, তার শরীকদার থেকে আয়েবের উপর রাযী না থাকার কসম নিবে। দুই শরীকের একজন এক গোলামের খুছূমতের জন্য–যাকে বিক্রয় করেছিল– উকীল নিয়োগ করল এবং ক্রেতা তার মধ্যে আয়েব সৃষ্টি করেছে। আর মুআক্কিল উধাও হয়ে গেছে। তবে উকীলের উপর কসম হবে না।

আর যদি ক্রেতা অন্য শরীকের সাথে বিরোধ করতে চায় এবং তার জানার উপর তার থেকে কসম নিতে চায় তবে তা হতে পারে। কেননা, মফাবাযার প্রত্যেক শরীকদার বিবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে অপরের স্থলাভিষিক্ত (আল-মাবসূত)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ পুঁজি বা মূলধন সম্পর্কে

১. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে হাজার দিরহাম দিয়ে বলে যে, এর দ্বারা আমার জন্য কাপড় কিংবা কাপড়সমূহ কিংবা তিনটি কাপড় কিনে দাও, তবে তা শুদ্ধ হবে। এইভাবে যদি হাজার দিরহাম মূলধন দিয়ে বলে যে, এর দ্বারা আমার জন্য কোন বস্তু কিনে দাও, তবে জাইয হবে। আর যদি বলে যে, নিজের মাল হতে আমার জন্য হাজার দিরহাম মূলধন ধার্য করে তা দ্বারা কোন বস্তু খরিদ করে দাও এবং সে এরূপ করে, তবে তা জাইয হবে এবং যা খরিদ করে দিবে তা আদেশদাতার হবে। আর যদি বলে যে, এই হাজার দিরহাম মূলধন হিসাবে গ্রহণ কর, তবে জাইয হবে এবং এই কথার দ্বারাই তার ক্রয়ের অনুমতি হাসিল হবে।

আর যদি বলে যে, এই কাপড় মূলধন হিসাবে নিয়ে নাও, তবে তা জাইয হবে এবং বিক্রয়ের অনুমতি তার হাসিল হয়ে যাবে। তারপর কাপড়ের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে প্রত্যেক উত্তম-মধ্যম বস্তুর বিনিময়ে এবং যে মূল্যে বিক্রয় করবে বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে, আর সাহিবাইনের মতে শুধু দিরহাম-দীনার দ্বারা বিক্রয় করা জাইয হবে। আর যদি লোকসানে বিক্রয় করে, তবে যে পরিমাণ লোকসান মানুষে সহ্য করে নেয় সেই পরিমাণ লোকসানে বিক্রয় জাইয হবে। আর দিরহামের ক্ষেত্রে তার ক্রয় মুআক্কিলের উপর জারী হবে না। তবে মালের মূল্যের বিনিময়ে কিংবা এই পরিমাণ কমে যা মানুষে বরদাস্ত করে নেয়, জাইয হবে। আর যদি বলে যে, এই হাজার দিরহাম মূলধন নাও এবং এর দ্বারা আমার জন্য কিছু ক্রয়-বিক্রয় করো, হয়তো আল্লাহ্ তাআলা আমাকে কিছু মুনাফা দিবেন, তবে তা জাইয হবে। আর ঐ ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় করার ইখতিয়ার হবে (আয-যখীরা)।

২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে বলে যে, আমি শহরে যেতে চাই; গোলাম কিংবা কাপড় খরিদ করব। তখন ঐ ব্যক্তি বলল যে, আমার এই হাজার দিরহাম মূলধন নাও। অথবা বলল যে, আমার জন্য নিজের মাল হতে হাজার দিরহাম মূলধন নাও। তবে তা জাইয হবে এবং এতে গোলাম ও কাপড় খরিদের অনুমতি দেওয়া হয়ে যাবে। আর যদি এরূপ বলে যে, এই হাজার দিরহাম রায় শহরে মূলধন হিসাবে নিয়ে যাও, কাপড়ের জন্যে কিংবা গোলামের জন্যে কিংবা খাদ্যদ্রব্যের জন্য। তারপর ঐ ব্যক্তি যাকে হুকুম করেছিল সমুদয় মাল দ্বারা ঐ হুকুমকৃত বস্তু খরিদ করল। তারপর তা বহন করে আনল এবং নিজের মাল থেকে খরচ করল, এমনকি মালিকের কাছে আনল, তবে এ খরচের ক্ষেত্রে সে অনুগ্রহকারী গণ্য হবে এবং খরিদদারী রাব্বুল মালের জন্য জাইয হবে।

আর যদি কিছু মূলধন দিয়ে ঐ বস্তু খরিদ করে এবং কিছু মূলধন দিয়ে বহন করে আনে, তবে জাইয হবে। আর যদি মূলধনের মালিক হুকুম করে যে, যে শহরে আমি বাস করি সেখানে খরিদ করে দিবে, তারপর সে কিছু মূলধন দিয়ে পণ্য কিনল এবং কিছু মূলধন পণ্য বহনের ভাড়া হিসাবে খরচ করল, তবে তা জাইয হবে। আর যদি সমুদয় মূলধন দ্বারা ঐ শহরে ঐ পণ্য খরিদ করে এবং নিজের অর্থ খরচ করে তার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তবে ইসতিহসান মতে মূলধনের মালিক থেকে তা ফেরত নিবে।

আর যদি ঐ ব্যক্তি– যাকে আদেশ করা হয়েছে, কিছু মূলধন দ্বারা ঐ পণ্যগুলো খরিদ করে এবং অবশিষ্ট মূলধন পণ্য বহন প্রভৃতির খরচের জন্য রেখে দেয়, আর তা খরচ না হয়, এমনকি মূলধনের মালিক মারা যায়, তারপর অবশিষ্ট মূলধন সে খরচ করে, এক্ষেত্রে যদি মূলধনের মালিকের মৃত্যুর কথা তার জানা থাকে, তবে যে পরিমাণ খরচ করেছে, তার জামিন হবে। আর যদি জানা না থাকে, তবে ইসতিহসান মতে জামিন হবে না। আর যে পর্যন্ত সে না জানবে পদচ্যুত হবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি ঐ ব্যক্তি মূলধন দ্বারা কোন বস্তু খরিদ না করে, এমনকি মূলধনের মালিক মারা যায়, তারপর সে খরিদ করে, তবে জামিন হবে; চাই মৃত্যুর খবর জেনে থাকুক বা না জেনে থাকুক। তারপর প্রকাশ থাকে যে, মূলধনের মাসআলায় যদি কিছু মূলধন দ্বারা গোলাম খরিদ করে থাকে, তারপর সে মূলধনের মালিকের মৃত্যুর কথা জানতে পারে। কিংবা তার নিষেধের কথা জানতে পারে। আর তার আশংকা হয় যে, যদি গোলামদেরকে খাদ্য না দেওয়া হয়, তবে মারা যাবে, তবে তার উচিত সমস্যাটি কাযীর সামনে পেশ করা; যাতে কাযী যা ভাল মনে করেন অর্থাৎ বিক্রি করে মূল্য রেখে দেওয়া কিংবা অবশিষ্ট মূলধন দ্বারা তাদের খোরপোস দেওয়া– তার আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু যে পর্যন্ত সাক্ষী পেশ করা না হবে, কাযী আদেশ করবেন না। আর যদি তার কাছে সাক্ষী না থাকে এবং কাযীর এরূপ সাক্ষী রাখা ভালো মনে করেন যে, ঐ ব্যক্তি এরূপ এরূপ বর্ণনা করেছে। যদি সে সত্য বলে থাকে, তবে আমি তাকে খোরপোস দেওয়া কিংবা বিক্রি করে দেওয়ার অনুমতি দেব, তবে তা জাইয হবে (আয-যখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি ঐ ব্যক্তি কিছু মূলধন দ্বারা খরিদ করে, তারপর মূলধনের মালিক মারা যায়, তারপর অবশিষ্ট মূলধন দ্বারা খরিদ করে কিংবা খোরপোস, বাহন-ভাড়া প্রভৃতিতে খরচ করে, তবে খরিদের ক্ষেত্রে জামিন হবে। চাই মূলধনের মালিকের মৃত্যুর খবর জানুক

কিংবা না জানুক। আর খোরপোষের ক্ষেত্রে, যদি জেনে থাকে তবে জামিন হবে, আর যদি না জেনে থাকে তবে জামিন হবে না। আর এ বিধান ইসতিহসান স্বরূপ (আস-সুগরা)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তিকে কেউ হাজার দিরহাম মূলধন কোন বিশেষ বস্তু খরিদ করার জন্য– যা বর্ণনা করে দিয়েছে–দিলো এবং তাকে যাকে ইচ্ছা উকীল নিয়োগ করার ইখতিয়ার দিল। তারপর ঐ উকীল অন্য কাউকে আদেশ করল যে, যে বস্তু খরিদ করার জন্য মূলধনের মালিক আদেশ করেছে, তা খরিদ করবে। আর সে তা খরিদ করল। তবে প্রথম উকীলের ইখতিয়ার রয়েছে ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য নিজের কবযায় নিয়ে নেওয়ার। আর যদি প্রথম উকীল মারা যায়, তবে দ্বিতীয় উকীলের ওকালাত বাতিল হবে না। আর যদি মূলধনের মালিক দিরহাম দেওয়ার সময় বলে, আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তির জন্য উকীল নিয়োগ করলাম যে, তুমি তার জন্য এই হাজার দিরহামে অমুক বস্তু খরিদ করে দিবে। তবে এই ব্যক্তি মূলধনের মালিকের উকীল হবে। আর যে ব্যক্তি দিরহাম দিয়েছে ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য নিয়ে কবযা করার ইখতিয়ার তার থাকবে না।

অনুরূপভাবে যদি দিরহাম অন্য কাউকে দিয়ে বলে যে, আমি তোমাকে উকীল নিযুক্ত করলাম যে, এই দিরহাম দিয়ে অমুক ব্যক্তির জন্য অমুক বস্তু খরিদ করবে, কিন্তু এটা না বলে যে, অমুক ব্যক্তির জন্য উকীল নিয়োগ করলাম তবু এই বিধান।

অনুরূপভাবে যদি বলে যে, আমি তোমাকে উকীল নিয়োগ করলাম যে, এই দিরহামগুলোর বিনিময়ে অমুক বস্তু খরিদ করে দাও। তারপর পরস্পরে একে অপরের তাসদীক করল যে, এই দিরহামগুলো অমুক ব্যক্তির ছিল এবং সে শুধু এ জন্য উকীল নিযুক্ত করেছিল যে, অমুক মালিকের জন্য খরিদ করে দিবে। আর অমুক ব্যক্তি তাকে আদেশ করেছিল যে, যাকে ইচ্ছা উকীল নিযুক্ত করে নাও, তবু এই বিধান হবে (আল-মুহীত)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ উকীলের আদেশ বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে হাজার দিরহাম মূলধন তার জন্য কোন বস্তু খরিদ করার জন্য দিল এবং যাকে দিরহাম দিল সে ঐ দিরহামগুলো এক দালালকে দিল। দালাল ঐ বস্তু খরিদ করে উকীলের কাছে রওয়ানা দিল। কিন্তু পথিমধ্যে সে ধ্বংস হল। তবে উকীল তার জন্য জামিন হবে না।

আর যদি দিরহামওয়ালা না বলে থাকে যে, এটি মূলধন এবং অবশিষ্ট মাসআলা স্ব-অবস্থায় বহাল থাকে, তবে জামিন হবে। কিন্তু দালাল যদি তার সামনে খরিদ করে থাকে, তবে জামিন হবে না (আয-যখীরা)। আর আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ রেহেনের জন্য উকীল নিয়োগ করা

১. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে মালপত্র দিয়ে বলে যে, এটি আমার জন্য বিক্রি করে দিবে এবং (মূল্যের জন্য) রেহেন নিয়ে নিবে, আর যদি সে এরূপ করে, তবে তা জাইয হবে। আর যদি রেহেন মূল্য হতে এই পরিমাণ কম হয় যে, মানুষ ঐ পরিমাণ লোকসান সহ্য করে না, তবু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, এটি বিক্রি করে কোন মযবূত রেহেন নিয়ে নিবে এবং সে এরূপ রেহেন নিল যা মূল্য হতে এই পরিমাণ কম যে, মানুষ তার লোকসান সহ্য করে নেয়, তবে তা জাইয হবে। আর যদি তা মানুষের সহ্যের বাইরে হয়, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি উকীল রেহেন নেয় এবং তারপর তা রেহেনদাতাকে ফেরত দেয়, তবে এই ফেরত দেওয়া জাইয হবে এবং মুআক্কিলের অনুকূলে জামিন হবে না। আর বিক্রি বহাল থাকবে। আর যদি উকীল রেহেনকে কোন আদিল বা ন্যায়বান ব্যক্তির কবযায় রাখে, তবে জাইয হবে এবং তা কবযা করার ইখতিয়ার মুআক্কিলের থাকবে না। আর যদি কোন ব্যক্তিকে কিছু দিরহাম দিয়ে বলে যে, এগুলো অমুক ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাও এবং তাকে বল যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে এগুলো এই শর্তে করয দিয়েছে যে, তুমি এর বদলে রেহেন দিবে এবং আমাকে রেহেন কবযা করার আদেশ দিয়েছে। তারপর যদি সে এরূপ করে এবং রেহেন কবযা করে, তবে তা জাইয হবে। আর মুআক্কিলের ইখতিয়ার থাকবে রেহেন উকীল হতে নিয়ে নিজের কবযায় রাখার। আর যদি রেহেন উকীলের নিকট নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুআক্কিলের মাল যাবে। আর যদি এরূপ বলে যে, এই দিরহাম নাও এবং তা করয দাও, আর তার বদলে রেহেন নিয়ে নাও। তারপর সে যদি এরূপ করে, তবে রাহিন উকীল হতে রেহেন নিতে পারবে না। আর যদি উকীলের নিকট নষ্ট হয়ে যায়, তবু মুআক্কিলের মাল যাবে (আল-হাবী)।

২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তিকে আনুমানিক দশ দিরহাম মূল্যের একটি কাপড় দিয়ে আদেশ করে যে, দশ দিরহাম আমার জন্য করয নিয়ে এটি রেহেন করে দাও। তারপর যদি মুআক্কিল কোন দূতের মাধ্যমে বলে পাঠায় যে, অমুক ব্যক্তির নিকট যাও এবং তাকে বল যে, অমুক ব্যক্তি তোমার কাছে দশ দিরহাম করয চাচ্ছে এবং এই কাপড় তোমাকে রেহেন দিচ্ছে। তারপর যদি উকীলও দূত হিসাবে এরূপ বলে যে, করয এবং রেহেন মুআক্কিলের দিকে সম্বন্ধ করেছে এবং দিরহাম নিয়ে রেহেন দিয়ে দিয়েছে। তবে করয মুআক্কিলের হবে। এমনকি তার ইখতিয়ার থাকবে যে, যে দিরহাম দূত নিয়েছে তা দূতের নিকট থেকে নিয়ে নিবে এবং করযদাতা দূত প্রেরকের নিকট করয মুতালাবা করবে, দূতের নিকট নয়। আর দূত প্রেরকই রেহেন ছাড়াবে–দূত নয়। আর যদি ঐ দিরহাম দূত কর্তৃক করযদাতা থেকে কবযা করার পর তার কাছে নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুআক্কিলের মাল যাবে। আর যদি দূত উকীল হিসাবে কথা বলে, অর্থাৎ করয ও রেহেনকে নিজের দিকে সম্বেধিত করে এবং বলে যে, আমাকে দশ দিরহাম করয দাও এবং এই কাপড় আমার থেকে রেহেন রূপে নাও। তারপর করযদাতা করয দিল এবং রেহেন নিয়ে নিল। তবে দূত তার নিজের জন্য করয গ্রহণকারী গণ্য হবে এবং

প্রেরণকারী তার থেকে দিরহাম নিতে পারবে না। আর যে কাপড় সে করযদাতাকে দিয়েছে তার জামিন হবে। আর যদি করযদাতার নিকট ঐ কাপড় নষ্ট হয়, তবে মালিকের ইখতিয়ার থাকবে ঐ কাপড়ের মূল্য করযদাতার নিকট থেকে নিবে কিংবা করয গ্রহণকারী– যে কাপড় দিয়েছে, তার নিকট থেকে নিবে। আর যদি সে দূত থেকে যিমান নেয়, তবে রেহেন জাইয থাকবে এবং করযদাতার করয বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি করযদাতা থেকে যিমান নেয়, তবে সে দূত থেকে নিজের করয ও কাপড়ের মূল্য নিয়ে নিবে। আর যদি মুআক্কিল ওকালাতের আদলে কথা বলে, অর্থাৎ এরূপ বলে যে, আমি তোমাকে এজন্য উকীল নিযুক্ত করেছি যে, তুমি আমার জন্য অমুক ব্যক্তি থেকে দশ দিরহাম করয নিবে এবং এই কাপড় তাকে রেহেন স্বরূপ দিবে। তারপর যদি উকীল দূতের ন্যায় কথা বলে অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির নিকট গিয়ে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে তোমার নিকট নিজের জন্য দশ দিরহাম করয নিতে পাঠিয়েছে। এবং এই কাপড় রেহেন স্বরূপ দিয়েছে। এরপর যদি করযদাতা সেরূপ কাজ করে, তবে যা কিছু সে করয নিল তা মুআক্কিলের হবে। এমনকি উকীল তাকে তা নিতে নিষেধ করতে পারবে না। আর রেহেন মুআক্কিলের পক্ষ থেকে জাইয হবে। এমনকি এই উকীল কাপড় তাকে দেয়ার জামিন হবে না। আর রেহেন ছাড়ানোর যিম্মা মুআক্কিলের হবে। আর যদি উকীল উকীলের মত গিয়ে করযদাতাকে বলে যে, আমাকে দশ দিরহাম করয দাও এবং এই কাপড় আমার পক্ষ থেকে রেহেন নাও দশ দিরহামের মুকাবিলায়, তবে করযের দিরহাম উকীলের হবে এবং তা মুআক্কিলকে না দেওয়ার ইখতিয়ার তার থাকবে। আর সে রেহেনের জামিন হবে না, যদিও সে নিজের করযের মুকাবিলায় রেহেন দিয়েছে। আর যদি রেহেন গ্রহীতার নিকট তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে উকীল কাপড়ের মূল্য এবং করযের মধ্যে যা কম হবে, তার জামিন হবে (আয-যখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে একটি কাপড় দিয়ে আদেশ করে যে, এটি করয দিরহামের বদলে রেহেন দিয়ে দাও এবং তাকে দিরহামের সংখ্যা বলে দেয়। তারপর উকীল তারচেয়ে বেশী কিংবা কম দিরহাম নেয়, তবে যদি মুআক্কিল দূত হিসাবে প্রেরণ করে কথা বলে থাকে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়ে বল যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে তোমার নিকট পাঠিয়েছে। এই কাপড় রেহেন রেখে দশ দিরহাম করয দাও। তারপর যদি উকীল গিয়ে দূত হিসাবে কথা বলে এবং করয ও রেহেনকে মুআক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত করে। আর দিরহামের সংখ্যায় কম বা বেশী করে, তবে সে মুআক্কিলের কথার বিপরীতকার্যকারী রূপে সাব্যস্ত হবে এবং যা সে করয করেছে তা তারই হবে। মুআক্কিলের তা নেওয়ার কোন পথ থাকবে না। আর সে রেহেনের জামিন হবে। আর কাপড়ের মালিকের ইখতিয়ার থাকবে ঐ কাপড়ের মূল্য– চাই তা তার বর্ণিত সংখ্যার চেয়ে বেশী হোক কিংবা কম হোক–দূত থেকে নিবে কিংবা রেহেন গ্রহীতা থেকে নিবে। যদি দূত থেকে যিমান নেয়, তবে রেহেন শুদ্ধ হবে। আর যদি রেহেন গ্রহীতা থেকে নেয়, তবে রেহেন গ্রহীতা রেহেনের মূল্য এবং নিজের করয দূত থেকে ফেরত নিবে। আর যদি উকীল উকীলের মত কথা বলে এবং বেশী বা কম সংখ্যা বর্ণনা করে, তবে বিপরীত কার্যকারক গণ্য হবে এবং কাপড়ের জামিন হবে। আর যদি মুআক্কিল ওকালাতের আদলে এভাবে কথা বলে থাকে যে আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তি থেকে দশ দিরহাম করয নেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছি। আর এই কাপড় রেহেন দিয়ে দাও। তারপর উকীল যদি উকীলের মত কথা বলে এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলে যে, আমাকে দিরহাম করয দাও এবং এই কাপড় রেহেন নাও। আর সংখ্যার মধ্যে বেশী বা কম করে তবে যা সে করয নিয়েছে তা তারই হবে। এবং অতিরিক্ততার পরিমাণের জামিন হবে। আর কাপড়ের মালিকের ইখতিয়ার থাকবে–যদি কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, তবে উকীল থেকে যিমান নিবে কিংবা রেহেন গ্রহীতা থেকে নিবে। যদি উকীল থেকে যিমান নেয়, তবে রেহেন শুদ্ধ হল। আর যে যিমান দিল তা রেহেনদাতা থেকে নিতে পারবে না। আর যদি সে রেহেন গ্রহীতা থেকে যিমান নেয়, তবে রেহেন গ্রহীতা তার করয ও কাপড়ের মূল্য উকীল থেকে ফেরত নিবে। আর যদি সে সংখ্যা থেকে কম করে আর যদি করয কাপড়ের মূল্যের সমান কিংবা বেশী হয়, তবে জামিন হবে না। আর যদি কাপড়ের মূল্য থেকে কম হয়, তবে জামিন হবে। আর কাপড়ের মালিকের ইখতিয়ার থাকবে কাপড় রেহেনদাতা থেকে যিমান নিবে কিংবা করযদাতা থেকে যিমান নিবে। আর যদি উকীল দূতের মত কথা বলে এবং সংখ্যায় বেশী বা কম করে, তবে সর্বাবস্থায় জামিন হবে। তারপর যদি উকীল মুআক্কিলের নিকট তার বর্ণিত সংখ্যা পরিমাণ দিরহাম আনে এবং তাকে দেয় তবে এটা উকীলের করয তার উপর হবে এবং কাপড় রেহেন হবে না। আর রেহেন গ্রহীতার ইখতিয়ার থাকবে–উকীল তার থেকে যা উসুল করেছে তা ফেরত নেয়ার (আল-মুহীত, আয-যখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি রেহেন গ্রহীতা তার দূত হওয়ার ক্ষেত্রে তাসদীক করে, তবে উকীল আমানতদার হবে। সুতরাং তার হাতে যদি দিরহাম নষ্ট হয়, তবে রেহেন গ্রহীতাকে কিছু দণ্ড দিতে হবে না। এরপর যদি উকীল বলে যে, আমি কাপড়ের মালিককে দিয়ে দিয়েছি, তবে তার যিমান না দেওয়ার ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর কাপড়ের মালিকের উপর যিমান লাযিম হওয়ার জন্য ঐ কথা ধর্তব্য হবে না। যদি উকীল বলে যে, তুমি আমাকে পনের দিরহামে রেহেন দেওয়ার জন্য আদেশ করেছিলে, আর কাপড়ের মালিক বলে যে, দশ কিংবা বিশ দিরহামে রেহেন দেওয়ার জন্য আদেশ করেছিলাম। তবে এই উভয় অবস্থায় কসম নিয়ে মুআক্কিলের কথা গ্রহণ করা হবে। সুতরাং যদি কসম করে, তবে এই অবস্থা এবং পূর্বোক্ত অবস্থা সমান হবে। আর যদি কিছু রেহেন দেওয়ার জন্য তাকে উকীল নিযুক্ত করে এবং কোন বস্তু রেহেন রাখবে তা না বলে, তবে যে বস্তুই রেহেন রাখবে জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ রেহেনের উকীলের জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করা জাইয নয়। আর রেহেন গ্রহীতাকে তা বিক্রি করার ইখতিয়ার দেওয়াও জাইয নয়। আর যদি মুআক্কিল উকীলকে বলে যে, তুমি যা করবে তা সব জাইয, তবে তা জাইয হবে। সুতরাং উকীল যদি অন্য কাউকে রেহেন রাখার হুকুম দেয়, তবে তা জাইয। আর উকীল যদি নিজে রেহেন রাখে এবং রেহেন গ্রহীতাকে তা বিক্রি করার ইখতিয়ার দেয়, তবে তাও জাইয হবে (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক দিরহামে রেহেন রাখার জন্য একটি কাপড় দেয় এবং উকীল নিজের কাছেই রেহেন রেখে দেয়, আর ঐ দিরহাম মুআক্কিলকে দিয়ে দেয় এবং তা তাকে না বলে, তবে কাপড় রেহেন হবে না। আর সে ঐ কাপড়ের আমানতদার হবে। যদি নষ্ট হয়, তবে জামিন হবে না। আর দিরহাম, তার পক্ষ থেকে তার মুআক্কিলের করয হবে। অনুরূপভাবে যদি নিজের নাবালেগ ছেলের কাছে রেহেন রাখে কিংবা নিজের কোন গোলামের কাছে যে করযদার নয় রেহেন রাখে, তাহলেও এই বিধান। আর যদি নিজের বালেগ পুত্র কিংবা মুকাতাব কিংবা নিজের করযদার ব্যবসায়ী গোলামের কাছে রেহেন রাখে, তবে জাইয হবে। আর

এ বিষয়ে উকীল যদি ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম কিংবা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলাম বা মুকাতাব কিংবা বালক হয়, আর যদি সে এরূপ বলে যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে বলেছে যে, আমাকে এই পরিমাণ করয দাও এবং এই কাপড় রেহেন নাও, তবে তা জাইয হবে। আর যদি বলে যে, আমাকে করয দাও এবং এই রেহেন নাও তবে বালক ও নিষেধকৃত গোলামের ক্ষেত্রে জাইয নয়। আর অন্যদের ক্ষেত্রে জাইয। আর যদি গোলাম ব্যবসায়ী হয় এবং করযদার হয়, আর সে তার মালিকের কাছে রেহেন রাখে, তবে জাইয হবে। আর যদি করযদার না হয়, আর যদি সে বলে যে, অমুক ব্যক্তিকে করয দাও এবং এই রেহেন নিয়ে নাও, তবে জাইয হবে। আর যদি বলে যে, আমাকে করয দাও এবং এই রেহেন নাও, তবে রেহেন হবে না (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ এজন্য উকীল নিয়োগ করে যে, আমার গোলাম হাজার দিরহামে রেহেন রেখে দাও। তারপর উকীল বলল যে, আমি তাকে অমুক ব্যক্তির কাছে রেহেন রেখেছি এবং তার থেকে মাল নিয়েছি। আর তা আমার হাতে নষ্ট হয়ে গেছে। আর আমি রেহেন তার কাছে দিয়ে দিয়েছি। আর আমি তাকে বলেছি যে, অমুক ব্যক্তিকে তুমি করয দাও। সে আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছে। আর মুআক্কিল তাকে এরূপই বলেছে। এবং রেহেন গ্রহীতা তা সত্যায়ন করেছে। আর মুআক্কিল বলল যে, তুমি এই করয আমার জন্য উসুল করনি। আর না গোলাম রেহেন রেখেছ, তবে কসম নিয়ে মুআক্কিলের কথা গ্রহণ করা হবে (আল-হাবী)।

৮. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল নিজেই মাল করয নেয় এবং গোলাম রেহেন রেখে দেয়। আর গোলামের মালিক এরূপই হুকুম করে থাকে, তবে এই মাল উকীলের উপর করয হবে, মুআক্কিলের উপর করয হবে না (আল-মাবসূত)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে রেহেন রাখার জন্য উকীল নিয়োগ করল, আর সে রেহেন রেখে বায় নামা লিখে দিল। আর উকীল ও ক্রেতা উভয়ে স্বীকার করল যে, সে রেহেন রেখেছে এবং বায়নামা শুধু লোক দেখানো হিসাবে লিখে দিয়েছে, তবে ইসতিহসান মতে এটা রেহেন হবে। কেননা, উভয়ে একে অপরকে সত্যায়ন করেছে যে, রেহেন রাখা হয়েছে এবং বায়নামা শুধু লোক দেখানোর জন্য ছিল। আর এটা তো প্রকাশ্য কথা যে, আক্দ হচ্ছে উভয়ের হক, অন্যদের পর্যন্ত তা গড়ায় না। তাই আক্দের অবস্থার ক্ষেত্রে তাদের কথাই গ্রহণ করা হবে। আর তাদের উক্তি দ্বারা যা প্রমাণিত হবে তা চাক্ষুষ দর্শনের ন্যায় প্রমাণিত (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল রেহেন গ্রহীতাকে রেহেনের উপর আরোহী নেওয়া কিংবা সেবা গ্রহণের অনুমতি দেয় এবং সে এরূপ করে, তবে সে জামিন হবে। আর রেহেনের খাদ্য ও ঘাস-পাতা মুআক্কিলের যিম্মায় থাকবে। আর যদি উকীল মাল নিজের জন্য করয নেয়, তবে রেহেন গ্রহীতাকে বলা হবে, হয়তো তার দ্বারা ফায়দা হাসিলের জন্য তার খরচ দাও, কিংবা তা তার মালিককে ফেরত দাও, যাতে সে তার পশুকে খোরাক দিতে পারে। অনুরূপভাবে বাগানের পানিসেচ কিংবা বকরী চড়ানোর মজুরী মুআক্কিলের উপর থাকবে। তবে মালে মারহূন (বন্ধকী বস্তু)-এর রক্ষক ব্যক্তি ও রক্ষার স্থান যদি ভাড়াটে হয়, তবে এই ভাড়া রেহেন গ্রহীতার উপর বর্তবে (আল-মাবসূত)। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ যেসব আকদে উকীল নিছক মুখপাত্র। তার উপর কোন হক বর্তায় না যেমন– বিয়ে ও তালাক।

[এ পরিচ্ছেদে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের ওকালাত

১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির বিবাহিত স্ত্রী কাউকে বলল যে, আমি আমার স্বামী থেকে খোলা করার ইচ্ছা করেছি। যখন খোলা করব এবং ইদ্দত অতিবাহিত হবে, তখন তুমি আমাকে অমুক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিবে। এটা শুদ্ধ হবে (আল-খুলাছা)।

২. মাসআলা ঃ বিয়ে করানোর উকীলের জন্য অন্য উকীল নিয়োগ করা জাইয হবে না। তবে যদি সে অন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সেই উকীল তার সামনে বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে তা জাইয হবে।

এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল যে, দুইজন স্ত্রীলোককে একই আকদে বিয়ে করিয়ে দিবে। উকীল তিনজন স্ত্রীলোককে একই আকদে বিয়ে করিয়ে দিল । কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে যে, এটা অনুমতির উপর নির্ভর করবে। এইভাবে একজনের স্থলে দুইজনকে এবং দুইজনের স্থলে চারজনকে যদি বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে কোন কোন রিওয়ায়াত অনুসারে জাইয হবে না। আর এটাই যাহিরে রিওয়ায়াত।

কেউ কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল যে, একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করিয়ে দিবে। তারপর উকীল একজন স্ত্রীলোককে এই শর্তে বিয়ে করিয়ে দিল যে, স্ত্রীলোকটির ব্যাপার তার নিজের হাতে থাকবে। অর্থাৎ তালাক দেওয়া তার ইচ্ছাধীন থাকবে। তবে বিয়ে জাইয হবে এবং শর্ত বাতিল হবে।

এক স্ত্রীলোক নিজকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং বলল যে, তুমি যা করবে তাই সিদ্ধ হবে। তারপর উকীল ঐ স্ত্রীলোককে বিয়ে দেওয়ার জন্য অন্য এক ব্যক্তিকে ওসীয়াত করল এবং উকীল মারা গেল। এক্ষেত্রে ঐ স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে দেওয়ার ইখতিয়ার ওসীর থাকবে। এই বিধান সমস্ত ওকালাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

কেউ কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল যে, অমুক শহর বা অমুক গোত্রের কোন স্ত্রীলোক আমাকে বিয়ে করিয়ে দাও। উকীল অন্য শহর বা অন্য গোত্রের কোন স্ত্রীলোক তাকে বিয়ে করিয়ে দিলে তা জাইয হবে না (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ কোন নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলাম নিজের বিয়ের জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করল। তারপর গোলামের মালিক তাকে বিয়ের অনুমতি দিল কিংবা সে আযাদ হয়ে গেল, তবে উকীল হয়ে যাবে। যদি তাকে কোন স্ত্রীলোক বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে তা জাইয হবে (আয-যখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ কোন নির্দিষ্ট স্ত্রীলোক তাকে বিয়ে করিয়ে দেওয়ার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করল। তারপর মুআক্কিল মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেল। তারপর উকীল বলল যে, আমি তার ইসলামে থাকা অবস্থায় তাকে বিয়ে করিয়ে দিয়েছি। আর মুআক্কিলের ওয়ারিসগণ এবং সে নিজে যখন মুসলমান হয়ে আসল, তখন উকীলের কথা অস্বীকার করল, তবে উকীল ও স্ত্রীলোকটির কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, উকীল এমন এক বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছে যে, মুআক্কিল মুরতাদ হয়ে যাওয়ায় পদচ্যুত হয়ে তার নতুনভাবে কাজ শুরু করার অধিকারী নয়। আর যদি এ ব্যাপারে উভয় পক্ষ সাক্ষ্য পেশ করে, তবে স্ত্রীলোকটির সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি কোন পক্ষের নিকট সাক্ষী না থাকে, তবে ওয়ারিসদের নিকট থেকে তাদের জানার উপর কসম নেওয়া হবে। কেননা, তারা যদি স্ত্রীলোকটির দাবী স্বীকার করে, তবে তাদের উপর সে দাবী লাযিম হবে। তবে যদি ওয়ারিসদের কসম করার পর কাযী তাদেরকে মীরাস দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে দেন। তারপর মুরতাদ মুআক্কিল মুসলমান হয়ে ফিরে আসে এবং স্ত্রীলোকটি তার দ্বারাও কসম নিতে চায়। তবে তার এ ইখতিয়ার থাকবে। কেননা, সে তার মহর মুআক্কিলের যিম্মায় ফরয হওয়ার দাবী করছে (আল-মাবসূত ঃ আহ্‌লে কুফরের ওকালাত সম্পর্কে)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ তালাক ও খুলার জন্য উকীল নিয়োগ করা

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং তার স্ত্রী হায়যের বয়সী হয়, আর উকীল নিয়োগ করা হায়য অবস্থায় কিংবা এমন তুহরে হয়, যে তুহরে সহবাস হয়েছে। আর উকীল হায়য অবস্থায় কিংবা ঐ তুহরে তালাক দেয়, তবে তালাক সাব্যস্ত হবে না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ আর এতে তার ওকালাত বাতিল হবে না। এমনকি সে এরপর সুন্নাত ওয়াক্‌তে তাকে তালাক দিলে তালাক সাব্যস্ত হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি ঐ অবস্থায় ঐ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি সুন্নাত রীতিতে তালাক অর্থাৎ (প্রথম ছূরতে) যখন তুমি পাক হবে তখন তালাক, (আর দ্বিতীয় ছূরতে) তুমি তালাক যখন তুমি হায়যগ্রস্ত হবে এবং পাক হবে, তবে তালাক সাব্যস্ত হবে না। আর প্রথম অবস্থায় যখন পাক হল, কিংবা দ্বিতীয় অবস্থায় যখন হায়য এসে পাক হল এবং উকীল তাকে তালাক দিল, তবে সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অন্য কাউকে বলল যে, আমার স্ত্রীকে সুন্নাত রীতিতে তিন তালাক দিয়ে দাও। তারপর উকীল তাকে সহবাসবিহীন তুহরে বলল যে, তোমাকে সুন্নাত রীতি অনুযায়ী তিন তালাক। তবে ফিলহাল অর্থাৎ তখন এক তালাক সাব্যস্ত হবে। তারপর হায়য হয়ে পাক হওয়ার পর নতুনভাবে তালাক না দেওয়া ব্যতীত কোন তালাক সাব্যস্ত হবে না।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাউকে বলল যে, আমার স্ত্রীকে সুন্নাত রীতিতে তালাক দিয়ে দাও। সে অন্য আরো এক ব্যক্তিকে এরূপ বলল। তারপর উভয় ব্যক্তি সঙ্গমবিহীন এক তুহরে একসাথে তালাক দিল। তবে এক তালাক সাব্যস্ত হবে এবং স্বামীর তাতে কোন ইখতিয়ার থাকবে না। তারপর দ্বিতীয় তুহরে যে পর্যন্ত উভয় উকীল তালাক না দিবে, তালাক সাব্যস্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে না। আর যদি উকীল ও স্বামী একসাথে এক তুহরে তালাক দেয়। তারপর উকীল দ্বিতীয় তুহরে তাকে তালাক দেয়। তবে আরেকটি তালাক সাব্যস্ত হবে।

এক ব্যক্তি অন্য কাউকে বলল যে, আমার স্ত্রীকে সুন্নাত রীতিতে বাইন তালাক দিয়ে দাও। এবং আরেক ব্যক্তিকে বলল যে, তাকে সুন্নাত রীতিতে এক তালাক রাজঈ দিয়ে দাও। তারপর উভয়ে একই তুহরে তাকে তালাক দিল। তবে তার উপর এক তালাক সাব্যস্ত হবে। কিন্তু স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে বাইন বা রাজঈ নির্ধারণ করার (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি উকীলকে তালাক দিতে বলে, তারপর স্বামী তাকে তালাক দেয়, তবে যে পর্যন্ত সে ইদ্দতের মধ্যে থাকবে উকীলের তালাক তার উপর সাব্যস্ত হবে। আর যদি ইদ্দত অতীত হয়ে যায়, তারপর তাকে বিয়ে করে। তারপর উকীল তাকে তালাক দেয় তবে উকীলের তালাক তার উপর পতিত হবে না।

আর যদি স্ত্রী মুরতাদ হয়ে যায় কিংবা স্বামী মুরতাদ হয়ে যায়। তারপর উকীল তালাক দেয়, তবে যে পর্যন্ত ঐ স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকবে উকীলের তালাক পতিত হবে। আর যদি স্বামী মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর উকীল ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে যদি স্বামী মুসলমান হয়ে ফিরে আসে এবং তাকে বিয়ে করে, তাহলেও তার উপর উকীলের তালাক পতিত হবে না (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ তার স্ত্রীকে এক তালাক দেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করল, আর উকীল দুই তালাক দিল তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কোন তালাকই পতিত হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে এক তালাক পতিত হবে।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অন্য কাউকে বলল যে, আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। উকীল তাকে বাইন তালাক দিল, এক্ষেত্রে স্বামী যদি তিন তালাকের নিয়্যত করে থাকে, তবে তিন তালাকই পতিত হবে। অন্যথায় কোন তালাকই পতিত হবে না। এ অভিমত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর। সাহিবাইন (র)-এর মতে এক তালাক পতিত হবে।

কেউ কোন ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে বাইন তালাক দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল। সে এক তালাক রাজঈ দিল, তবে এক তালাক বাইন পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি এক তালাক রাজঈ দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে এক তালাক বাইন দেয়, তবে এক তালাক রাজঈ পতিত হবে। আর এটা তখন হবে যখন উকীল বলে যে, আমি তাকে এক তালাক বাইন দিয়েছি। আর যদি বলে যে, আমি তাকে বাইন করে দিয়েছি। তবে কোন তালাক পতিত হবে না (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ তার দুই স্ত্রীকে বলে যে, তোমরা উভয়ে নিজকে নিজে তিন তালাক দাও। তারপর একজন নিজেকে নিজে এবং অন্যজন তার সতীনকে তিন তালাক দিল, তবে উভয়ের তালাক হয়ে যাবে। তবে স্বামী যে মজলিসে ঐ কথা বলে, সেই মজলিসেই নিজকে তালাক দিতে হবে। আর সতীনকে তালাক দেওয়া ঐ মজলিসে এবং অন্য মজলিসে উভয় মজলিসেই জাইয হবে।

১০. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে নিজের স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে তাদের মধ্য হতে কোন বিশেষ স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তা শুদ্ধ হবে। স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে না ঐ স্ত্রীর তালাক অন্য কোন স্ত্রীর দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার। আর

যদি উকীল কোন অনির্দিষ্ট স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তাও শুদ্ধ হবে। তখন স্বামীর তা নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার থাকবে (আয-যখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে এবং তার স্ত্রী চারজন থাকে। আর কাউকে সে নির্দিষ্ট না করে। তারপর যদি উকীল যে কোন একজনকে তালাক দেয়, তবে তা জাইয হবে। আর যদি সকলকে তালাক দেয়, তাহলেও একজনের উপর তালাক জাইয হবে। আর স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে যে-কোন একজনের উপর তালাক পতিত করার (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার দুইজন স্ত্রীকে বলে যে, তোমরা যদি চাও, তবে তোমরা উভয়ে নিজেদেরকে তিন তালাক দাও। তখন তাদের একজনে তালাক দিল, তবে তালাক পতিত হবে না, যে পর্যন্ত না তারা উভয়ে ঐ মজলিসে তিন তালাকের উপর সম্মিলিত হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য আমার উকীল, যদি সে তালাক চায় বা ইচ্ছা করে কিংবা আগ্রহ করে, তবে ঐ ব্যক্তি উকীল হবে না যে পর্যন্ত ঐ স্ত্রী ঐ মজলিসে তালাক না চায়। যদি সে চায় তবে ঐ ব্যক্তি উকীল হবে। আর তালাক দেওয়ার পূর্বে যদি উকীল মজলিস হতে উঠে দাঁড়ায়, তবে ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি বলে যে, যদি তুমি চাও, তবে তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য উকীল। তারপর যদি সে সেই মজলিসেই চায়, তবে জাইয হবে। আর যদি চাওয়ার পূর্বে মজলিস হতে উঠে দাঁড়ায়, তবে উকীল হবে না (আল-হাবী)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বলল যে, আমি যখন অমুক নারীকে বিয়ে করব, তখন তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিবে। তারপর সে তাকে বিয়ে করল এবং উকীল তাকে তালাক দিল। তবে তা শুদ্ধ হবে (আয-যখীরা)।

১৫. মাসআলা ঃ তালাকের উকীল যদি অন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে না। আর যদি অন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে এবং দ্বিতীয় উকীল প্রথম উকীলের সামনে তালাক দেয়, কিংবা কোন তৃতীয় ব্যক্তি তাকে তালাক দেয়, এবং উকীল তার অনুমতি দেয়, তবে ঐ তালাক পতিত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি অন্যের স্ত্রীকে বলল যে, যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তুমি তালাক। তারপর ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী যদি তাতে অনুমতি দেয় এবং ঐ অনুমতির পর যদি সে ঘরে প্রবেশ করে, তবে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি অনুমতির পূর্বে প্রবেশ করে, তবে তালাক পতিত হবে না। তারপর যদি অনুমতির পর দ্বিতীয় বার প্রবেশ করে, তবে তালাক পতিত হবে (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ তার গোলামকে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর গোলামকে বিক্রি করে দেয় তবে গোলাম তার ওকালাতের উপর বহাল থাকবে (আয-যখীরা)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। একাজ আমি তোমার উপর সমর্পণ করলাম তবে তা কবূল করা শুধু ঐ মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেউ কোন ব্যক্তিকে তালাক দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং উকীল নিজের ওকালাতের কথা জানার পূর্বে তালাক দিল তবে তালাক পতিত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা ঃ তালাকের উকীল যদি মালের উপর খোলা করে, আর যদি ঐ মহিলা তার স্বামী কর্তৃক সঙ্গমকৃতা হয়, তবে উকীল খারাপ বিপরীত কাজ করল। আর যদি মহিলা এমন হয় যে, তার স্বামী তার সাথে সঙ্গম করেনি, তবে উকীলের বিপরীত কাজ উত্তম হয়েছে। এটাই অধিকাংশ মাশায়িখের অভিমত। ইমাম সাফ্ফার (র) এই মতই অবলম্বন করেছেন। ইমাম যহীরুদ্দীন (র) বলেন যে, যে মহিলার সাথে সঙ্গম করা হয়নি, তার ক্ষেত্রেও ঐরূপ খোলা করা জাইয হবে না। কেননা, এটাও তার খারাপ বিরোধিতা (আল-ওয়াজীয, আল-কারদারী)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর কাছে এক হাজার দিরহাম মূল্যে তিন তালাক বিক্রি করে দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল। তারপর উকীল এক তালাক হাজার দিরহামের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে বিক্রি করল তবে কোন তালাক পতিত হবে না।

এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে বলল, তুমি যে পরিমাণ মূল্যে ইচ্ছা নিজের তালাক আমার নিকট হতে ক্রয় করে নাও। আমি তোমাকে এ ব্যাপারে উকীল নিয়োগ করলাম। স্ত্রী বলল, এই পরিমাণ মূল্যে আমি ক্রয় করলাম তবে এটা বাতিল হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে উকীল নিয়োগ করে যে, আমার স্ত্রীকে হাজার দিরহামের বিনিময়ে কিংবা হাজার দিরহামের উপর তিন তালাক দিয়ে দাও। তারপর সে এক তালাক কিংবা দুই তালাক দিল তবে তা পতিত হবে না। আর যদি হাজার দিরহামে কিংবা তার বেশীর উপর তালাক দেয়, তবে তা জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

২২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে খোলার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে উকীলের জন্য ইখতিয়ার থাকবে ঐ মজলিসে কিংবা অন্য কোন মজলিসে ঐ মহিলার সাথে খোলা করে নেওয়ার (আল-হাবী)।

২৩. মাসআলা ঃ উকীলের খোলার বিনিময়ের উপর কবযা করার ইখতিয়ার থাকবে না (ফাতাওয়া কাযীখান)।

২৪. মাসআলা ঃ নিঃশর্ত খোলার উকীলের কম বা বেশীর উপর খোলা করা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয। আর সাহিবাইনের মতে 'মোহরে মিছল'-এর কমের উপর খোলা করা জাইয হবে না (আত-তাতার খানিয়্যা)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে খোলার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং তাকে বলে যে, যদি মহিলা খোলা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে তালাক দিয়ে দিবে। তারপর যদি মহিলা খোলা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং উকীল তালাক দিয়ে দেয়। তারপর মহিলা বলে যে, আমি খোলা করছি। তবে যদি ইদ্দতের মধ্যে তার সাথে খোলা করে আর যদি তালাক রাজঈ হয়, তবে খোলা জাইয হবে (আল-হাবী)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করেছে যে, আমার স্ত্রীর সাথে খোলা করে নাও। তারপর স্বামী নিজেই তার সাথে খোলা করল কিংবা অন্য কোন পন্থায় সে বাইন

pdf By Syed Mostafa Sakib

তালাক হয়ে গেল। তারপর ইদ্দতের মধ্যে কিংবা তারপর ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করল। তবে উকীল তার সাথে খোলা করতে পারবে না।

যদি কোন ব্যক্তি উভয় পক্ষ থেকে খোলার উকীল হয়, তবে ঐ সম্পর্কে দুই রিওয়ায়াতের মধ্যে এক রিওয়ায়াত এই যে, ঐ উকীল উভয় পক্ষ হতে 'আক্দ'-এর ওয়ালী হতে পারে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৭. মাসআলা ঃ খোলার উকীল যদি হাজার দিরহামের উপর এই শর্তে খোলা করে যে, আমি জামিন আছি। তবে তা শুদ্ধ হবে, যদিও মহিলা তাকে যামানতের নির্দেশ না দিয়ে থাকে। আর যদি উকীল তা পরিশোধ করে দেয়, তবে সে তা মহিলার নিকট হতে নিয়ে নিবে। এইভাবে আদায় করে দেওয়ার পূর্বেও সে তা নিয়ে নিতে পারে (আস-সিরাজিয়্যা)।

২৮. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উকীল নিযুক্ত করে যে, তুমি তোমার নিজের আমার নিকট হতে খোলা করে নাও। তারপর স্ত্রী যদি মাল কিংবা বিনিময়ের উপর খোলা করে, তবে জাইয হবে না। কিন্তু যদি স্বামী রাযী থাকে তবে জাইয হবে।

কোন মহিলা তার স্বামীকে বলল যে, যখন আগামীকাল আসবে, তখন তুমি আমার সাথে হাজার দিরহামের উপর খোলা করে নিবে, তবে এটা উকীল নিয়োগ হবে। তাই যদি মহিলা তার স্বামীকে তা নিষেধ করে দেয়, তবে তা শুদ্ধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৯. মাসআলা ঃ কোন যিম্মী নারী যদি কোন মুসলমানকে নিজের স্বামীর নিকট হতে শরাব কিংবা শূকরের উপর খোলা করে দেওয়ার উকীল নিয়োগ করে, তবে তা জাইয হবে। আর যদি স্বামী কিংবা স্ত্রী উভয়ের মধ্য থেকে একজন মুসলমান হয় এবং উকীল কাফির হয়, তবে খোলা জাইয এবং নিয়োগ বাতিল হবে (আল-মাবসূত)।

৩০. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে যে, আমার স্ত্রীকে মালের উপর খোলা করে দাও কিংবা বিনা মালে তাকে তিন তালাক দিয়ে দাও। তারপর স্বামী মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেল কিংবা মারা গেল এবং উকীল স্ত্রীকে খোলা করে দিল অথবা তালাক দিল। তারপর স্ত্রী বলল যে, তুমি একাজ আমার স্বামীর মৃত্যুর পর কিংবা তার দারুল হরবে চলে যাওয়ার পর করেছ। আর উকীল ও ওয়ারিসগণ বলল, এই কাজ তার জীবদ্দশায় ও ইসলামে থাকা অবস্থায় হয়েছে তবে স্ত্রীর কথা গৃহীত হবে এবং তালাক বাতিল হবে। আর স্ত্রীর মাল স্ত্রীকে ফেরত দেওয়া হবে এবং সে মীরাস পাবে (আল-মাবসূত ঃ কাফিরদের উকীল নিয়োগ)।

৩১. মাসআলা ঃ আযাদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করা জাইয আছে। চাই আযাদ করা মালের বিনিময়ে হোক বা মাল ছাড়া। আর যখন উকীল আযাদ করবে, তখন তার মালের উপর কবযা করার ইখতিয়ার তার থাকবে না। আর কেবলমাত্র ঐ মজলিস পর্যন্তই এই ওকালাত সীমাবদ্ধ থাকবে না।

মুতলাক আযাদ করার উকীলের মুদাব্বার করা কিংবা মুকাতাব করা কিংবা মালের বিনিময়ে আযাদ করার ইখতিয়ার থাকবে না। অনুরূপভাবে শর্তযুক্ত করার কিংবা সময়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করারও ইখতিয়ার থাকবে না। কাজেই মালিকের মুদাব্বার করা দ্বারা আযাদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করা বাতিল হবে না (আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে নিজের গোলাম আযাদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তারপর সে করয বা মালের বিনিময়ের আযাদ করে কিংবা শর্ত লাগিয়ে বলে যে, তুমি যদি চাও, তবে তুমি আযাদ, তবে তা জাইয হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে নিজের অর্ধেক গোলাম আযাদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, আর সে সম্পূর্ণ গোলাম আযাদ করে, তবে তা জাইয হবে না এবং কিছুই আযাদ হবে না। আর সাহিবাইন বলেন যে, জাইয হবে এবং সম্পূর্ণ গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে নিজের গোলামের সম্পূর্ণটা আযাদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে অর্ধেক গোলাম আযাদ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অর্ধেক গোলাম আযাদ হবে এবং সাহিবাইন (র)-এর মতে সম্পূর্ণ গোলাম আযাদ হবে (আয-যখীরা)।

৩৪. মাসআলা ঃ আর যদি দুইজন লোকের প্রত্যেকেরই একটি করে গোলাম থাকে এবং তারা উভয়ে একই ব্যক্তিকে নিজ নিজ গোলাম আযাদ করার জন্য পৃথক পৃথকভাবে উকীল নিয়োগ করে। তারপর উকীল বলে যে, আমি দু'জনের মধ্যে একজনকে আযাদ করেছি। তারপর আর কিছু বলার পূর্বেই সে মারা যায় তবে কিয়াস অনুসারে কেউ আযাদ হবে না পক্ষান্তরে ইসতিহসান অনুসারে উভয়ে আযাদ হয়ে যাবে। আর প্রত্যেক গোলাম অর্ধেক মূল্যের জন্য সাঈ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৫. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে নিজের নির্দিষ্ট গোলাম আযাদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল বলে যে, আমি তাকে গতকাল আযাদ করেছি তবে সাক্ষ্য ব্যতীত তার তাসদীক করা যাবে না (আয-যখীরা)।

৩৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে নিজের দাসী আযাদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং দাসী আযাদ করার পূর্বে সন্তান প্রসব করে তবে উকীল তার সন্তানকে আযাদ করতে পারবে না। আর যদি তাকে উকীল নিয়োগ করা হয় তার গোলামকে কোন কিছুর বিনিময়ে আযাদ করার জন্য এবং সে শরাব কিংবা শূকরের বিনিময়ে আযাদ করে, তবে এই আযাদ করা জাইয হবে। আর গোলামের উপর তার সত্তার মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি মুরদার বা রক্তের বদলে আযাদ করে, তবে জাইয হবে না। আর যদি মুআক্কিল বলে যে, আমার গোলামকে এই গোলামের বিনিময়ে আযাদ করে দাও এবং সে তদ্রূপ আযাদ করে। তারপর দেখা যায় যে, ঐ গোলাম আগে থেকেই আযাদ, তবে এই আযাদ করা জাইয। আর আযাদ হওয়া গোলামের উপর তার নিজের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। আর যদি তাকে কোন গোলামের বিনিময়ে আযাদ করে এবং সে গোলামকে কোন হকদার নিয়ে যায়, তবে আযাদ হওয়া জাইয এবং গোলামের উপর নিজের মূল্য ওয়াজিব হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দ্বিতীয় মত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত (আল-হাবী)।

৩৭. মাসআলা ঃ আর যদি গোলামকে যবাহ্কৃত বকরীর বদলে আযাদ করে, তারপর ঐ বকরী মুরদার প্রমাণিত হয় তবে এই আযাদ করা জাইয হবে না। আর যদি কেউ তার গোলামকে কোন কিছুর বিনিময়ে আযাদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করে তবে জাইয হবে, যদি এরূপ গোলাম সাধারণত এত দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করা হয়। আর এ বিধান ইসতিহসান মতে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ তার গোলামকে বলে যে, তুমি নিজকে আযাদ কর যে বিনিময় দ্বারা চাও। গোলাম কিছু দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করল, তবে তা জাইয হবে, যদি মালিক তাতে রাযী থাকে। কেননা, যখন বিনিময়ের সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করা না হয়, তখন একই ব্যক্তি দুই পক্ষের উকীল হতে পারে না। ইব্ন সাম্মা'আহ ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে রিওয়ায়াত করেন যে, একই ব্যক্তি দুই পক্ষের উকীল হতে পারে, যদিও বিনিময়ের সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করা না হয়। আমাদের কোন কোন মাশায়েখ ইব্ন সাম্মা'আহর এই রিওয়ায়াতকে সহীহ্ বলেছেন। আর যদি মাসআলার এই আকৃতিতে বিনিময়ের সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করা হয় এবং গোলাম বলে যে, আমি এই পরিমাণের বিনিময়ে নিজেকে আযাদ করেছি তবে জাইয হবে। এক্ষেত্রে মালিকের রাযী থাকার শর্ত নেই (আল-মুহীত)।

৩৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি মালের বিনিময়ে আমার গোলামকে আযাদ কর এবং সে এক দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে এবং সাহিবাইনের মতে জাইয হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে উকীল নিয়োগ করে যে, আমার গোলামকে কোন বস্তুর বদলে আযাদ করে দাও। তারপর উকীল যে কোন প্রকার মালের বিনিময়ে আযাদ করল তবে তা জাইয হবে। আর যদি উকীল ও মালিক বিনিময় বস্তুর রকম ও পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করে তবে মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

৪১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে নিজের গোলাম মুকাতাব করতে এবং কিতাবতের বিনিময় উসুল করতে উকীল নিয়োগ করল। তারপর উকীল বলল, আমি মুকাতাব করেছি এবং কিতাবতের বিনিময় উসুল করেছি। মালিক তা অস্বীকার করল, তবে মুকাতাব করার ক্ষেত্রে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে, কিন্তু কিতাবতের বিনিময় উসুল করার ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা যাবে না। আর যদি মুকাতাব করে তারপর বলে যে, আমি বিনিময় উসুল করে তোমাকে দিয়েছি, তবে তার তাসদীক করা যাবে (আল-খুলাছা)।

৪২. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে নিজের গোলাম মুকাতাব করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল মুকাতাব করে দেয়, তবে তার কিতাবাতের বিনিময় উসুল করার ইখতিয়ার থাকবে না। কেননা, সে আকদের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি মাত্র। আর যদি মুকাতাব কিতাবাতের বিনিময় তাকে দিয়ে দেয়, তবে মুকাতাব মুক্ত হবে না।

আর যদি কেউ নিজের গোলাম মুকাতাব করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল এই পরিমাণ মালের বিনিময়ে মুকাতাব করে যে, মানুষ এই পরিমাণ লোকসান সহ্য করে না। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে। আর যদি কোন বকরী বা খেদমতগার বা,কোন কাপড় কিংবা কোন পরিমাপযোগ্য বা ওযনযোগ্য বস্তুর বিনিময়ে মুকাতাব করে, তবে জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

৪৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে নিজের দু'টি গোলাম মুকাতাব করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং সে একজনকে মুকাতাব করে তবে তা জাইয হবে। আর যদি কেউ কাউকে এজন্য উকীল নিয়োগ করে যে, উভয়কে একই কিতাবতে মুকাতাব করবে এবং প্রত্যেককে অপরের জামিনদার বানিয়ে দিবে। তারপর যদি উকীল একজনকে মুকাতাব করে, তবে জাইয

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে না। আর যদি কেউ কাউকে এজন্য উকীল নিয়োগ করে যে, তার গোলামকে মুকাতাব করবে কিংবা বিক্রি করবে। তারপর গোলাম কাউকে ভুলবশত কতল করে ফেলল। তারপর উকীল এই কাজ করল তবে গোলামের এই অপরাধ সম্পর্কে জানুক বা না জানুক উকীলের কাজ জাইয হবে। কেননা, অপরাধের কারণে নিহত ব্যক্তির ওয়ালী কর্তৃক গোলামের হকদার হওয়া মুআক্কিল কর্তৃক গোলামকে বিক্রি ও মুকাতাব করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। আর উকীলকে পদচ্যুত করাও অনিবার্য করে না। আর গোলামের মালিকের উপর গোলামের মূল্য লাযিম হবে (আল-মাবসূত)।

৪৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমার এই গোলাম বিক্রি করে দাও কিংবা মুকাতাব করে দাও কিংবা মালের বিনিময়ে আযাদ করে দাও, তবে উকীল এগুলোর মধ্যে যে কাজ করবে, জাইয হবে। আর যদি বলে যে, এটিকে বা ঐটিকে মুকাতাব করে দাও, তবে উকীল যাকে ইচ্ছা মুকাতাব করতে পারে (আল-হাবী)।

৪৫. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল প্রত্যেককে পৃথকভাবে মুকাতাব করে, তবে প্রথমটির মুকাতাব করা জাইয হবে। আর যদি এক সাথে উভয়কে মুকাতাব করে, তবে কিতাবাত বাতিল হবে। আর যদি কেউ কাউকে এরূপ উকীল করে যে, জুমুআর দিন আমার গোলামকে মুকাতাব করে দাও। তারপর উকীল শনিবার দিন বলে যে, আমি ওকালাতের পরে কাল তাকে এই পরিমাণ মালের বিনিময়ে মুকাতাব করে দিয়েছি। আর মালিক যদি তাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে কিয়াস অনুসারে মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু ইসতিহসান অনুসারে উকীলের স্বীকার করা জাইয হবে। কেননা, যে কাজের জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল, সেই নির্ধারিত সময়েই তা কার্যকর করার সে খবর দিয়েছে। আর যদি কেউ কাউকে নিজের গোলাম মুকাতাব করার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর উকীল বলে যে, আমাকে তুমি গতকাল উকীল করেছিলে। এবং ওকালাতের পর দিনের শেষে তাকে মুকাতাব করে দিয়েছি। আর গোলামের মালিক বলে যে, আমি তোমাকে আজ উকীল করেছি তবে গোলামের মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

৪৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যে গোলামকে মুকাতাব করে দিবে, তা সিদ্ধ হবে, তবে তাদের মধ্যে যে কেউ মুকাতাব করে দিবে, তা জাইয হবে। আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে নিজের গোলাম মুকাতাব করে দেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং গোলাম তা কবূল করতে অস্বীকার করে। তারপর তার নিকট তা কবূল করে নেওয়া কল্যাণকর মনে হয় এবং উকীল তাকে মুকাতাব করে তবে তা জাইয হবে (আল-হাবী)।

৪৭. আর যদি কেউ কাউকে নিজের গোলাম মুকাতাব করার জন্য কিংবা মালের বদলে কিংবা মাল ছাড়া আযাদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে। তারপর মুআক্কিল মুরতাদ হয়ে যায় এবং দারুল হরবে চলে যায় কিংবা মৃত্যুবর করে। তারপর উকীল বলে যে, আমি তার ইসলামে থাকা অবস্থায় এরূপ করেছি এবং ওয়ারিসগণ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তবে ওয়ারিসদের কথা গ্রহণ করা হবে। কেননা, গোলামের উপর তাদের অধিকার প্রকাশ্য এবং উকীল এমন ঘটনার কথা বলে, যা গোলামের উপর তাদের মালিকানা বাতিল করে। বর্তমান অবস্থায় এরূপ বিষয় উদ্ভাবন করার তার কোন ইখতিয়ার নেই। তাই উকীলের কথা গ্রহণ করা যাবে না (আল-মাবসূত)। আর আল্লাহ্ই সর্বধিক জ্ঞাত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ মামলা ও আপোস ইত্যাদির ব্যাপারে উকীল নিয়োগ

১. মাসআলা ঃ খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগ করা খছম বা প্রতিপক্ষের সম্মতি ব্যতীত আবশ্যক হয়ে যায় না। আর সাহিবাইন বলেন যে, আবশ্যক হয়ে যায়। এরপর ইমামের মত সম্পর্কে মাশায়িখ কিরাম মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, ওকালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য খছমের সম্মত হওয়া শর্ত নয়, বরং শর্ত তা আবশ্যক হওয়ার জন্য। আর এটাই বিশুদ্ধ মত (খাযানাতুল মুফতীন)।

২. মাসআলা ঃ এমনকি উকীলের মুকাবিলায় খছমের হাযির হওয়া এবং জবাবদিহী করা অপরিহার্য নয় (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ ফকীহ আবুল লায়ছ (র) ফাতাওয়ার জন্য সাহিবাইনের মত গ্রহণ করেছেন (খাযানাতুল মুফতীন)।

৪. মাসআলা ঃ 'আত্তাবী বলেন যে, এটাই পসন্দনীয় মত এবং সাফ্ফার (র) এটাই গ্রহণ করেছেন (আল-বাহরুর রাইক)।

৫. মাসআলা ঃ আর এ মাসআলায় পসন্দনীয় মত হল যদি কাযীর নিকট প্রমাণ হয় যে, দাবীদার হঠকারিতাবশত ওকালাত অস্বীকার করছে, তবে তাকে প্রশ্রয় দিবে না এবং প্রতিপক্ষ হতে ওকালাত গ্রহণ করে নিবে। আর যদি প্রমাণ হয় যে, মুআক্কিল এই ওকালাতের মধ্যে খছমের ক্ষতি করতে চাচ্ছে তবে তার সম্মতি ব্যতীত গ্রহণ করবে না (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ উকীল নিয়োগ করার ক্ষেত্রে ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি মুআক্কিল সফরের নূন্যতম দূরত্ব সত্ত্বেও উপস্থিত হতে না পারে কিংবা একই শহরে থাকা সত্ত্বে রোগাক্রান্ত থাকার কারণে পায়ে হেঁটে কাযীর দরবারে গমন করতে অসমর্থ হয়, তবে তার উকীল নিয়োগ করার ইখতিয়ার আছে। চাই সে বাদী হোক বা বিবাদী হোক। আর যদি এরূপ অবস্থা হয় যে, নিজে পায়ে চলতে না পারলেও যানবাহনে চড়ে উপস্থিত হতে পারে, আর যদি যানবাহনে আরোহণ করলেও রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকে, তবে এক্ষেত্রেও উকীল নিয়োগ করা জাইয হবে। আর যদি রোগ বৃদ্ধির আশংকা না থাকে, তবে এক্ষেত্রে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, উকীল নিয়োগ করা জাইয। আর এটাই বিশুদ্ধ মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর এটাই বিশুদ্ধতর ও সহজতর (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি সফরের নিয়্যত করেছি, তবে তার পক্ষ থেকে উকীল নিয়োগ করা আবশ্যক হবে। চাই সে তালিব (করযদাতা) হোক বা মাতলূব (করযদার)। মাতলূব হলে নিজের জামিনদার করে নিবে, যেন তালিব তার নিকট থেকে করয উসুল করতে পারে। আর যদি খছম বা প্রতিপক্ষ তার এই সফরে গমন করার কথাকে মিথ্যা বলে প্রকাশ করে, তবে মাশায়িখ কিরাম এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, কাযী তার দ্বারা তার সফরের নিয়্যতের উপর কসম করাবে না। খাস্সাফ (র) এই মত গ্রহণ করেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, তার বন্ধু-বান্ধবের নিকট গোপনে জিজ্ঞেস করবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ যদি কাযীর বিচারের দরবার মসজিদের মধ্যে হয়, (তবে বিচার সংশ্লিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে) হায়য ও নিফাস একটি ওযর বটে। এই মাসআলার দু'টি রূপ হতে পারে। একটি রূপ হচ্ছে–ঐ মহিলা তালিবা (করযদাতা) হবে। দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে–মাতলূবা (করযদার) হবে। যদি তালিবা হয়, তবে তার উকীল নিয়োগ গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মাতলূবা হয় এবং তালিব তাকে এই পরিমাণ অবকাশ দেয় যে, কাযী মসজিদ থেকে বের হয়ে তার কাছে আসতে পারবে। তবে তার পক্ষ থেকে উকীল নিয়োগ করা গ্রহণ করা হবে না। আর যদি তালিব তাকে ঐ পরিমাণ অবকাশ না দেয়, তবে তার পক্ষ হতে উকীল নিয়োগ গ্রহণ করা যাবে।

আর যদি মুআক্কিল ঐ কাযীর কারাগারে বন্দী থাকে, যে কাযীর দরবারে তার মুকাদ্দমা, তবে তার উকীল নিয়োগ গ্রহণ করা যাবে না। আর যদি শহরের শাসক বা দেশের শাসনকর্তার কারাগারে সে আটক থাকে এবং তারা তাকে বের হওয়ার অনুমতি না দেয়, তবে তার তরফ হতে উকীল নিয়োগ গ্রহণ করা যাবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

৯. মাসআলা ঃ পর্দানশীন মহিলার ক্ষেত্রে তার পক্ষ হতে উকীল নিয়োগ গ্রহণ করা যাবে। চাই সে অবিবাহিতা হোক বা বিবাহিতা। পর্দানশীন মহিলা সেই গণ্য যে কখনো পুরুষের মধ্যে আসা-যাওয়া করে না। আবূ বকর রাযী (র) এরূপই উল্লেখ করেছেন। সাধারণ মাশায়িখ কিরাম এ মতই গ্রহণ করেছেন এবং এর উপরই ফাতওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি কাযী এটা জানতে পারে যে, মুআক্কিল নিজে মুকাদ্দমার বিষয় বর্ণনা করতে অক্ষম, তবে তার পক্ষ থেকে উকীল নিয়োগ গ্রহণ করা যাবে (আন-নিহায়া)।

১১. মাসআলা ঃ যদি মহিলা নিজের পক্ষ থেকে উকীল নিয়োগ করে এবং তার উপর কসম ওয়াজিব হয়। আর ঐ মহিলার বাইরে বের না হওয়ার বিষয় জানা যায়, তবে বিচারক তার কাছে তিনজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে পাঠাবেন। তাদের একজন তাকে কসম করাবে। আর বাকী দুইজনে ঐ কসমের সাক্ষী হবে। এইভাবে রুগ্ন ও মার্যূর ব্যক্তি, যে উপস্থিত হতে পারে না, তার ক্ষেত্রেও এই বিধান (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১২. মাসআলা ঃ আর যদি তারা তার পর্দানশীন হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করে। আর যদি সে কোন আশরাফ (ভদ্র) লোকের কন্যা হয়, তবে সে অবিবাহিতা হোক বা বিবাহিতা হোক, তার পর্দানশীন হওয়ার দাবী গ্রহণ করা হবে। কেননা, তার বাহ্যাবস্থা থেকে এটাই প্রকাশ্য পায় যে, সে পর্দানশীন। আর যদি সে মধ্যম পরিবারের কন্যা হয় আর সে অবিবাহিতা হয়, তবে তার কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি সে নিম্ন পরিবারের মেয়ে হয়, তবে তার কথা কোন অবস্থায়ই গ্রহণ করা যাবে না। আর প্রয়োজনের জন্য বাইরে বের হলে তাতে পর্দার খেলাফ হয় না। যে পর্যন্ত না সে অধিক পরিমাণ বের হবে। অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনেও বের হবে (আল-ওয়াজীয, আল-কারদারী)।

১৩. মাসআলা ঃ যখন কাযী জানতে পারল যে, মুআক্কিল স্বয়ং তার মুকাদ্দমার বর্ণনা দিতে অক্ষম, তখন তার পক্ষ থেকে উকীল নিয়োগ গ্রহণ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ কোন নীচ ব্যক্তির সাথে একজন শরীফ ব্যক্তির মুকাদ্দমা। আশরাফ ব্যক্তি চাইল যে, ঐ ব্যক্তির সাথে সে নিজে মুকাবিলা করবে না, বরং একজন উকীল নিয়োগ করে

দিবে। এ ব্যাপারে মাশায়িখ কিরাম মতভেদ করেছেন। ফকীহ আবুল লায়ছ (র) বলেন যে, আমরা ওকালাত কবূল করব। মুআক্কিল শরীফ হোক বা নীচ হোক (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

১৫. মাসআলা ঃ এক পর্দানশীন মহিলা নিজের স্বামীর গৃহে আছে। কোন রোগের কারণে সে তার স্বামীর গৃহ হতে বের হয় না। কোন এক ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত তার কাছে কিছু দাবী করল। তবে ঐ দাবীদারের উক্ত মহিলার স্বামীর বিরুদ্ধে কোনরূপ খুছূমতের ইখতিয়ার নেই। আর ঐ স্বামীরও ইখতিয়ার নেই ঐ দাবীদারকে মহিলার উকীল বা মহিলার সাথে খুছূমত করতে নিষেধ করার (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি অমুক শহরের লোকদের উপর আমার সকল হক সম্পর্কে খুছূমত করার জন্য তোমাকে উকীল নিযুক্ত করলাম, তবে ঐ ব্যক্তি সকল হকের ক্ষেত্রে যা উকীল নিযুক্তির দিন বিদ্যমান থাকবে বা নতুন সৃষ্টি হবে, ইসতিহসান মতে ঐ শহরের লোকদের সাথে খুছূমত করতে পারবে। আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তির উপর নিজের হকের খুছূমতের জন্য তোমাকে উকীল নিযুক্ত করলাম, তবে শুধু উকীল নিযুক্তির দিন যেসব হক বিদ্যমান থাকবে, তার খুছূমত করতে পারবে (আল-খুলাছা)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি তোমাকে খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগ করলাম এবং –এর অধিক কিছু না বলে, তবে সে তাতে উকীল হবে না। আর যদি বলে যে, আমাদের মধ্যে যে ঝগড়া আছে, তার জন্য তোমাকে উকীল নিয়োগ করলাম, কিংবা আমাদের মধ্যকার ঝগড়ার খুছূমতের জন্য তোমাকে উকীল নিয়োগ করলাম, কিংবা এর অনুরূপ যদি কোন কথা বলে, তবে শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা (র) ও ইমাম আহমদ তাওয়াবিমী (র) বলেন যে, উকীল হয়ে যাবে। আর শামসুল আইম্মা (র) বলেন যে, উকীল হবে না (আয-যখীরা)।

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে কোন নির্দিষ্ট মাল কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে সর্বসম্মতভাবেই সে খুছূমতের উকীল হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৯. মাসআলা ঃ শোফা তলবের জন্য, দোষের কারণে ফেরত দেওয়ার জন্য এবং বণ্টন করার জন্য যে উকীল নিয়োগ করা হয়, সে সর্বসম্মতভাবেই খুছূমতের উকীল হবে (আল-হাবী)।

২০. মাসআলা ঃ এমনকি উকীল শুফআ নিয়ে নিবে। আর যদি ক্রেতা দাবী করে যে, মুআক্কিল শুফআ দিয়ে দিয়েছে এবং উকীলের কাছে এ বিষয়ের সাক্ষী পেশ করে, তবে তা গ্রহণ করা হবে। আর অনুরূপ যদি ক্রেতা বিক্রিত বস্তুর মধ্যে আয়েব পায় এবং কাউকে তা ফেরত দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে। আর বিক্রেতা বলে যে, ক্রেতা আয়েবের উপর রাযী হয়ে গিয়েছে, আর উকীল তা অস্বীকার করে, আর বিক্রেতা ক্রেতার রাযী হওয়ার উপর সাক্ষী পেশ করে, তবে তা গ্রহণ করা হবে। আর অনুরূপভাবে হেবা ফেরত দেওয়ার উকীলের উপর যদি হিবাপ্রাপক সাক্ষী পেশ করে যে, হেবাকারী বিনিময় নিয়ে গিয়েছে। কিংবা হেবার মধ্যে অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছে, তবে তা গৃহীত হবে। আর অনুরূপভাবে বণ্টনের উকীলের উপর যদি কোন শরীক – যে তাকে উকীল নিয়োগ করেনি–বলে যে, আমার শরীক নিজের অংশ নিয়ে গিয়েছে, আর উকীল তা অস্বীকার করে। তারপর দাবীদার তার নিজের দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করে, তবে তা গ্রহণ করা হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২১. মাসআলা ঃ করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে করযদাতা উধাও হয়ে গেল এবং করযদারের বিপক্ষে সাক্ষী পেশ করা হল। করযদার বলল, আমি করযদাতা হতে এই মর্মে কসম নিতে চাই যে, সে আমার নিকট হতে করয উসুল করেনি তবে উকীলের কাছে তা আদায় করে দেওয়া করযদারের জন্য লাযিম হবে।

অনুরূপ শুফা তলব করার উকীলেরও বিধান হবে। যদি মুআক্কিলের বিপক্ষে দাবী করা হয় যে, সে শুফার দাবী প্রত্যাহার করেছে। তকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, উকীলকে ঘর সমর্পণ করে দাও। তারপর যখন শুফার দাবীদার উপস্থিত হবে, তখন তার নিকট হতে কসম নেওয়া হবে।

অনুরূপ হক উসুল করার উকীলের বিপক্ষে যদি ক্রেতা দাবী করে বলে যে, হকদার অনুমতি দিয়েছে তবে তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, বিক্রিত বস্তু উকীলকে দিয়ে দাও। তারপর যখন হকদার হাযির হবে, তখন ক্রেতা তার থেকে কসম নিতে পারবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২২. মাসআলা ঃ করয উসুল করার উকীল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে খুছূমতের উকীল হয়। এমনকি যদি তার বিপক্ষে এই মর্মে সাক্ষী পেশ করা হয় যে, মুআক্কিল করয আদায় করে নিয়েছে কিংবা করযদারকে মাফ করে দিয়েছে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে গ্রহণ করা হবে। আর সাহিবাইন (র) বলেন যে, সে খছম বা প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে না। আর হাসান (র)ও ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন (আল-হিদায়া)।

২৩. মাসআলা ঃ আর যদি করযদার করয অস্বীকার করে এবং করয উসুলকারী উকীল করয প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য পেশ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা গ্রহণ করা হবে এবং সাহিবাইনের মতে তা গ্রহণ করা হবে না। আর এ ধরনের মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যদি উকীল নিয়োগ এমন বস্তু উসুল করার জন্য হয়, যা মুআক্কিলের মালিকানাভুক্ত, তবে তা প্রমাণ করার জন্য উকীল খছম সাব্যস্ত হবে না। আর যদি এমন বস্তুর জন্য হয়, যা সর্বদিক দিয়ে অন্যের মালিকানাভুক্ত এবং তার উপর উকীল নিয়োগ মুআক্কিলের হকের কারণে হয়, তবে তা প্রমাণ করার জন্য উকীল খছম সাব্যস্ত হবে (আয-যখীরা)।

২৪. মাসআলা ঃ কাযী যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির করয আদায় করার জন্য কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে, তবে ইমামদের নিকট এরূপ উকীল খুছূমতের উকীল নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। প্রথম এই যে, তাকে খুছূমতের জন্য উকীল করে দিবে এবং অন্য কোন রূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। এ অবস্থায় ইজমা মতে সে শুধু অস্বীকার করার উকীল হবে এবং ইমামত্রয়ের মতে ইকরারেরও উকীল হবে। তারপর আমাদের উকীলগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন যে, খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগ করা কাযীর মজলিসে ইকরার করার জন্য উকীল নিয়োগ করা। এমনকি যদি কাযীর মজলিসে নিজের মুআক্কিলের বিপক্ষে কোন কিছু ইকরার করে, তা সহীহ্ হবে। আর যদি কাযীর মজলিসের বাইরে ইকরার করে, তবে তা সহীহ্ হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কাযীর মজলিস ও কাযীর মজলিসের বাইরে উভয় স্থানে তার ইকরার সহীহ্ হবে। কিন্তু ঐ দুই

ইমামের মতে যদি কাযীর মজলিসের বাইরে ইকরার করে এবং তার ইকরার সহীহ্ সাব্যস্ত না হয়, তবে ঐ ব্যক্তি উকীল বহাল থাকবে না, সুতরাং এরপর তাকে খুছূমত করতে নিষেধ করে দেওয়া হবে (আয-যখীরা)।

২৬. মাসআলা ঃ আর যদি খুছূমতের উকীল হদ্দে কাযফ ও কিসাস ইকরার করে, তবে তার ইকরার সহীহ্ হবে না (আত্-তাব্য়ীন)।

২৭. মাসআলা ঃ দ্বিতীয় অবস্থা হল, ইকরার জাইয নয় এরূপ খুছূমতের উকীল নিয়োগ করলে ঐ অবস্থায় শুধু অস্বীকার করার উকীল হবে।

তৃতীয় অবস্থা হল, অস্বীকার করা জাইয নয় এরূপ খুছূমতের উকীল করবে। এরূপ উকীল নিয়োগ করলে ঐ অবস্থায় ইকরারের উকীল হবে এবং তখন প্রকাশিত বর্ণনা মতে ব্যতিক্রমায়ন বৈধ হবে।

চতুর্থ অবস্থা হল, এমন খুছূমতের উকীল বানানো যেখানে তার বিপক্ষে স্বীকার করা জাইয। এই অবস্থায় সে অস্বীকারের এবং স্বীকারের উকীল হবে। এমনকি যদি সে মুআক্কিলের বিপক্ষে ইকরার করে, তবে আমাদের মতে তা সহীহ্ হবে।

পঞ্চম অবস্থা হল, উকীলকে এভাবে বলা যে, আমি তোমাকে ইকরার ও ইনকার জাইয নয়, এমন খুছূমতের উকীল করলাম। এ অবস্থায় মুতাআখখিরীন আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, মূলত এরূপ ওকালাত শুদ্ধই নয় এবং কাযী ইমাম সাঈদ নিশাপুরী (র) হতে বর্ণিত আছে যে, ওকালাত শুদ্ধ এবং এই উকীল 'নীরব উকীল'। সে কাযীর মজলিসে উপস্থিত থেকে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শ্রবণ করবে মাত্র (আয-যখীরা)।

২৮. মাসআলা ঃ ইকরারের জন্য উকীল নিয়োগ করা জাইয। তবে মুআক্কিল শুধু উকীল নিযুক্ত করা দ্বারাই ইকরারকারী হবে না, বরং ইকরারের জন্য উকীল নিয়োগ করার অর্থ হচ্ছে, উকীলকে একথা বলা যে, আমি তোমাকে খুছূমতের এবং আমার উপর থেকে অপরাধ দূর করার উকীল নিয়োগ করলাম। তাই তুমি যখন দেখবে যে, ইনকার দ্বারা আমার উপর কলংক বর্তায় এবং ইকরার করা তোমার মতে সঠিক মনে হয়, তখন তুমি আমার পক্ষ থেকে ইকরার করবে। আমি তোমাকে এ অনুমতি দিলাম। আর যদি খুছূমত এবং নিজের হকসমূহ মানুষের নিকট হতে নেওয়ার জন্য এই শর্তে উকীল নিয়োগ করে যে, মুআক্কিলের উপর যে দাবী উত্থাপিত হবে তাতে সে উকীল নয়, তবে তা জাইয হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

২৯. মাসআলা ঃ তবে যদি উকীল মুআক্কিলের জন্য মাল প্রমাণ করে, তারপর বিবাদী তা নষ্ট করতে চায়, তবে উকীলের বিপক্ষে তার শুনানি কার্যকর হবে না। সদরে শহীদ বুরহানুদ্দীন (র)-এর ফাতওয়া এরূপই (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ কিতাবুল আকযিয়ায় আছে, যদি খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগকারী (মুআক্কিল) করযদার হয় এবং সে করযদাতার সাথে খুছূমতের জন্য কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে কিন্তু এরূপ শর্ত করে যে, তার ইকরার শুদ্ধ নয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী তা জাইয। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি করযদার এরূপ উকীল নিযুক্ত করে এবং করযদাতা বলে যে, এটা ছাড়া আমার পসন্দ নয় যে, তুমি আমার খুছূমতের জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত এমন কাউকে নিযুক্ত করবে, যার ইকরার তোমার ইকরারের ন্যায় কার্যকর হবে, তবে করযদারকে বলা হবে যে, তুমি এরূপ ব্যক্তি নিয়োগ কর কিংবা নিজে উপস্থিত হও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপ যদি মুআক্কিল তালিব বা করযদাতা হয় এবং সে এরূপ উকীল নিয়োগ করে আর মাতলূব বা করযদার বলে যে, আমি এ অবস্থা ব্যতীত রাযী নই যে, স্বয়ং তুমি হাযির হবে কিংবা এমন লোক নিযুক্ত করবে, যে আমার দলীল-প্রমাণ শ্রবণ করতে বাধ্য থাকবে। আর তোমার মাল উসুল পাওয়া সম্পর্কে তোমার বিপক্ষে তার ইকরার সহীহ্ হবে, তবে তার এই ইখতিয়ার থাকবে, যদি তালিব বা করযদাতা উপস্থিত থাকে। আর যদি অনুপস্থিত থাকে এবং সে এরূপ উকীল নিয়োগ করে, যার ইকরার সহীহ্ নয়, তবে মাতলূব বা করযদারের এরূপ ইখতিয়ার থাকবে না যে, উকীলের সাথে খুছূমত করতে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমি তোমার মুকাবিলায় তখন পর্যন্ত আসব না, যখন পর্যন্ত তোমার ইকরার তোমার মুআক্কিলের উপর জাইয না হবে (আয-যখীরা)।

৩১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির উপর কারো দাবী ও মামলা দায়ের ছিল। তার তলব অনুসারে বিবাদী কাযীর সামনে কাউকে খুছূমতের উকীল নিযুক্ত করল এবং উকীল উপস্থিত আছে আর সে তা গ্রহণ করল। তারপর যখন কাযীর নিকট হতে উভয়ে বাইরে আসল তখন বিবাদী বাদীকে অর্থাৎ দাবীদারকে বলল, আমি তাকে ওকালাত হতে বরখাস্ত করেছি এবং অমুকের পুত্র অমুক মাখযুমীকে খুছূমতের উকীল নিযুক্ত করেছি এবং এই অমুক ব্যক্তি অনুপস্থিত আছে তবে তালিব তথা করযদাতার ইখতিয়ার থাকবে এই ওকালাত গ্রহণ না করার।

এক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে এক ব্যক্তির বিপক্ষে খুছূমতের জন্য উকীল নিযুক্ত করল। তারপর মুআক্কিল উকীলসহ কাযীর কাছে এলো এবং অন্য এক ব্যক্তিকে সাথে আনল। মুআক্কিল কাযীকে বলল যে, আমি এই ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করেছিলাম। এখন এই ব্যক্তি সফরে যেতে চায়। তাছাড়া এর উপর আমার এরূপ ধারণা জন্মেছে যে, সম্ভবত সে আমার উপর কোন বস্তুর ইকরার করে বসবে এবং তা আমার যিম্মায় লাযিম হয়ে যাবে। তাই আমি তাকে ওকালাত হতে বরখাস্ত করে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগ করেছি। তবে কাযী খছম বা প্রতিপক্ষ ব্যতীত হাযির হওয়ায় নিজের কথায় তাকে গ্রহণ করবেন না বরং নিজের কোন পেয়াদাকে খছমকে ডেকে আনার জন্য নিযুক্ত করবেন। তবে যদি সে খছমকে খুঁজে না পায়, তবে তখন প্রথম উকীলকে বরখাস্ত করে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করে দিবেন এবং বিবাদীকে তার ব্যাপারে সম্মত করাবেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে নিজের হক তলব করা, উসুল করা এবং তাতে খুছূমত করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এই শর্তে যে, উকীলের আপোস করা কিংবা কোন সাক্ষীকে ন্যায়পরায়ণ বলে স্বীকার করে নেয়া, যে তার বিপক্ষে এমন বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যার দ্বারা মুআক্কিলের হক বাতিল হয়ে যায়, তা জাইয হবে না, তবে ওকালাত এই শর্তের সাথে জাইয হবে। সুতরাং এই উকীল যদি স্বীকার করে যে, করযদাতা মুআক্কিল এই করয করযদার থেকে উসুল করেছে, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি এরূপ বলে যে, আমি এই করয করযদার থেকে উসুল করেছি এবং তা নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা আমি করযদাতাকে দিয়ে দিয়েছি, তবে তার এ ইকরার সহীহ্ হবে এবং করযদার মুক্ত হয়ে যাবে (আদাবুল কাযী আল-খাস্সাফ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৩. মাসআলা ঃ যদি নিজের মুকাদ্দমায় কেউ কাউকে উকীল নিয়োগ করে। তারপর সে চায় যে, তার উপর উকীলের ইকরারকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করবে, তবে যদি করযদাতার উপস্থিতিতে এরূপ করে, তাহলে জাইয হবে। আর যদি সে উপস্থিত না থাকে, তবু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এরূপ জাইয হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জাইয হবে না। আর অনুরূপ মতভেদ রয়েছে এ অবস্থায় যে, যদি করযদার তার উকীলকে উকীল নিয়োগের অনুমতি দেয়, তারপর চায় যে, এই অনুমতি থেকে তাকে থামিয়ে দিবে যাতে এই উকীল দ্বিতীয় কোন উকীল নিয়োগ করতে না পারে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা সহীহ্ হবে, যদিও তা করযদাতার অনুপস্থিতিতে হয় (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে নিজের ঘরের ব্যাপারে মুকাদ্দমা দায়ের করা এবং তা কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ করল। তারপর দখলদার ঐ ঘর বিক্রি করে দিল, আর ক্রেতা তা কবযা করল, তবে ক্রেতার সাথে উকীলের খুছূমাত বা বিবাদ করার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি বিশেষ অমুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ঘরের ব্যাপারে মুকাদ্দমা করার উকীল নিয়োগ করে এবং সে এই ঘর অন্যের কাছে বিক্রয় করে দেয়, তবে উকীল সেই অন্যের বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা দায়ের করতে পারবে না (আয-যখীরা)।

৩৫. মাসআলা ঃ আর যদি ঘর কবযাকারী খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে ঘর বিক্রি না করে, তবে ঐ উকীলের ইখতিয়ার থাকবে কবযাকারীর উকীলের সাথে বিবাদ করার।

আর যদি তাকে অমুক ব্যক্তির সাথে বিবাদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর ঐ ঘর অন্যের কবযায় দেখা যায়, তবে উকীল উভয় ব্যক্তি অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি ও অন্য ব্যক্তি কারো বিরুদ্ধে বিবাদ বা মামলা করতে পারবে না।

আর যদি মুআক্কিল কারো নাম উল্লেখ না করে, তবে যার কবযায় ঘর পাওয়া যাবে, উকীল তার বিরুদ্ধে মুখাসামা বা বিবাদ করতে পারবে।

আর যদি ঐ ঘর কোন গোলামের কবযায় থাকে এবং সে কাউকে খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগ করে যে, অমুক দাবীদারের বিরুদ্ধে খুছূমত করো। তারপর অন্য ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করে। তবে গোলামের উকীল ঐ দ্বিতীয় দাবীদারের বিরুদ্ধে খুছূমত করতে পারবে না, বরং প্রথম দাবীদার এবং তার উকীলের সাথে খুছূমত করতে পারবে (আল-মাবসূত, পরিচ্ছেদ ঃ অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম ও মুকাতাব গোলামের উকীল নিয়োগ)।

৩৬. মাসআলা ঃ আর যদি তাকে অমুক কাযীর নিকট খুছূমত পেশ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তার অন্য কাযীর নিকট খুছূমত পেশ করার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি অমুক ফকীহ্র নিকট খুছূমত পেশ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তার অন্য কোন ফকীহ্র নিকট খুছূমত পেশ করার ইখতিয়ার থাকবে না (আল-মুহীত)।

৩৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলল, খুরাসানে আমার যে সব জমি আছে, সেগুলো সম্পর্কে খুছূমতের জন্য তুমি আমার উকীল। আর যার কবযায় যমীন আছে, সে খুরাসান থেকে কূফায় আসল। তবে উকীলের কূফায় খুছূমত করার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি ওকালাত করযের ব্যাপারে হয়, তবে কূফায় মুখাসামা করতে পারবে না। আর যদি মুআক্কিল এরূপ বলে যে, আমার কূফায় যে করয আছে, তুমি তার মামলা করবে। তারপর যদি

তার কতক খুরাসানের করযদার কূফায় আসে, তবে উকীল কূফায় তাদের বিরুদ্ধে মুখাসামা বা মামলা করতে পারবে।

এক ব্যক্তি নিজের সব রকম হক তলব করার জন্য এবং তাতে খুছূমত করার জন্য উকীল নিয়োগ করল। তারপর এক ব্যক্তি মুআক্কিলের কবযা হতে একটি ঘর ছিনতাই করে নিল তবে ঐ উকীল উক্ত ঘরের ব্যাপারে খুছূমত করতে পারবে।

আর যদি কোন ঘর বিক্রি হয় এবং তাতে মুআক্কিলের শুফার হক থাকে, তবে এই উকীল তা তলব করতে পারবে না। তবে যে শুফার নির্দেশ মুআক্কিলের জন্য কাযীর পক্ষ হতে হয়ে যায়, তা এই উকীল কবযা করতে পারবে (আল-হাবী)।

৩৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কবযায় একটি গোলাম আছে। সে বলল যে, আমি অমুক ব্যক্তির গোলাম। তার মালিকানায়ই আমি জন্মেছি এবং সে আমাকে তার নিজের ব্যাপারে তোমার সাথে খুছূমত করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছে, এ ক্ষেত্রে কবযাকারীর ইখতিয়ার থাকবে না গোলামকে নিষেধ করার–যদি গোলামের নিকট ওকালাতের সাক্ষ্য বর্তমান থাকে। আর যদি গোলাম বলে যে, আমাকে অমুক ব্যক্তি তোমার নিকট বিক্রি করে দিয়েছে এবং সে মূল্য কবযা করেনি। আমাকে তার মূল্য উসুল করার উকীল নিযুক্ত করেছে তবে কবযাকারীর ইখতিয়ার থাকবে খুছূমত করতে বারণ করার। কেননা, এ অবস্থায় সে কবযাকারীর মালিকানার ইকরার করছে। তাই তার ইখতিয়ার আছে, মুনাফা অন্যের দিকে নিয়ে নিতে গোলামকে নিষেধ করার। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত অবস্থায় সে তার মালিকানায় মুনকির বা অস্বীকারকারী ছিল। তাই গোলামকে খুছূমত করতে নিষেধ করার তার ইখতিয়ার ছিল না (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৩৯. মাসআলা ঃ মাতলুব বা করযদার অমুক দাবীদারের দাবীতে খুছূমত করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করল এবং তার মত অনুসারে যাকে ইচ্ছা তাকে উকীল নিয়োগ করার অনুমতি দিল তবে তা জাইয হবে। আর যদি প্রথম উকীল অন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে এবং তালিব বা করযদাতা তার উপর কোন হক প্রমাণ করে বা না করে, এমনকি প্রথম উকীল দ্বিতীয় উকীলকে বরখাস্ত করে দেয়, তবে তা জাইয হবে; চাই তালিব উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। আর যদি প্রথম উকীল তালিবের উপস্থিতিতে কাউকে মাতলুবের পক্ষ হতে তালিবের বিরুদ্ধে খুছূমত করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সেই ব্যক্তি ওকালাত গ্রহণ করে নেয়, তারপর প্রথম উকীল মারা যায়, তবে দ্বিতীয় উকীল তালিবের বিরুদ্ধে খুছূমত করার জন্য নিজের পদে বহাল থাকবে।

আর অনুরূপ যদি মাতলুব প্রথম উকীলকে ওকালাত থেকে বের করে দেয়, তবে সে ওকালাত থেকে বের হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় উকীল তালিবের বিরুদ্ধে খুছূমত করার জন্য তার নিজের পদে বহাল থাকবে (আদাবুল কাযী আল-খাসসাফ)।

৪০. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে খুছূমতের জন্য উকীল নিযুক্ত করে এই শর্তে যে, সে যাকে ইচ্ছা উকীল নিযুক্ত করবে। তারপর বিবাদী বাদীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষী পেশ করল যে, আমি উকীল হতে অন্য উকীল নিযুক্ত করার ইখতিয়ার প্রত্যাহার করে নিয়েছি তবে তা জাইয হবে। এটা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত এবং এর উপরই ফাতওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪১. মাসআলা ঃ খুছূমতের উকীলের আরেকটি বিধি হলো, যখন হক মুআক্কিলের উপর প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন তার উপর তা লাযিম হবে না এবং তাকে কয়েদ করা যাবে না–যদিও সে সাধারণ উকীল হয়। কেননা, উসুল করা এবং যিমান দেওয়া তার দ্বারা সম্ভব নয় (আল-বাহরুর রাইক)।

৪২. মাসআলা ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং বলল, তুমি যা করবে তাই জাইয হবে। তারপর উকীল অন্য কাউকে ঐ কাজের জন্য উকীল নিয়োগ করল তবে জাইয হবে, কিন্তু দ্বিতীয় উকীল প্রথম উকীলের উকীল হবে না, বরং মুআক্কিলের উকীল হবে। আর যদি প্রথম উকীল মারা যায়, কিংবা পদচ্যুত হয়, কিংবা পাগল হয়, কিংবা মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তবে দ্বিতীয় উকীল পদচ্যুত হবে না। আর যদি প্রথম মুআক্কিল মারা যায়, কিংবা পদচ্যুত হয়, কিংবা পাগল হয় কিংবা মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তবে উভয় উকীল পদচ্যুত হবে। আর যদি প্রথম উকীল দ্বিতীয় উকীলকে পদচ্যুত করে তবে তা জাইয হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ করয-তাগাদা ও তা উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগের বিধান

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে নিজের করয তাগাদা করার জন্য উকীল নিয়োগ করে তবে তা জাইয হবে, চাই মাতলুব রাযী হোক বা না হোক এবং মুআক্কিল উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত থাকুক এবং সুস্থ থাকুক বা রোগাক্রান্ত থাকুক। মাশায়িখ কিরাম বলেন, এই বিধান তখন হবে যখন মাতলুব করযের ইকরার করবে। আর যদি মুনকির হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুআক্কিল যদি সুস্থ অবস্থায় উপস্থিত হয়, তবে খছম বা প্রতিপক্ষের সম্মতি ব্যতীত উকীল নিয়োগ করা শুদ্ধ হবে না। শামসুল ইসলাম হালওয়ানী (র) এই মত অবলম্বন করেছেন এবং শায়খুল ইসলাম (র) বলেছেন যে, প্রত্যেক অবস্থায়ই উকীল নিয়োগ করা সহীহ্ হবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ তাগাদার উকীল উসুল করারও উকীল হয়। কেননা অর্থগত দিক থেকে তাগাদার মধ্যে উসুল করার অর্থও নিহিত রয়েছে। সুতরাং তাগাদার উকীল করার মধ্যে আপনা হতে উসুল করারও উকীল করা হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মাশায়িখ কিরাম বলেন, তাগাদার উকীলের উসুল করার ইখতিয়ার থাকবে না। কেননা আমাদের দেশে এর বিপরীত প্রচলন চলছে। মাশায়িখগণ এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, তাগাদার উকীলের খুছূমত করার ইখতিয়ার থাকবে কি থাকবে না। কেউ কেউ বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এই উকীলের খুছূমতের ইখতিয়ার হাসিল হওয়া জরুরী এবং এটাই অধিকতর পসন্দনীয় ও উত্তম মত। কেননা, ইমাম মুহাম্মাদ (র) এই মাসআলার পর কিতাবুল ওকালাতে বলেছেন যে, তাগাদার উকীল খুছূমতের উকীল হয়ে যাবে। কোন পাওনাদার ব্যক্তি দেনাদারের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাকে অনুসরণ করার জন্য যদি কাউকে উকীল নিয়োগ করে, তবে সে কবযা করার উকীল হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩. মাসআলা ঃ খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগ করা আমাদের তিন ইমামের মতে করয উসুল করার জন্য উকীল নিযুক্ত করারই নামান্তর। কিন্তু ইমাম যুফার (র) বলেন যে, খুছূমতের উকীল করয আদায় করার উকীল হবে না। আর সদরে শহীদ জামে সাগীর কিতাবে বলেছেন

যে, এ মাসআলায় আমাদের তিন ইমামের উক্তির উপর ফাতওয়া নয়, বরং ফাতওয়া ইমাম যুফার (র)-এর উক্তির উপর। আর নাওয়াযিল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ফকীহ আবুল লায়ছ (র) এই মত অবলম্বন করেছেন যে, খুছূমতের উকীলের করয উসুল করার ইখতিয়ার নেই। তিনি বলেন, উলামায়ে মুতাআখখিরীন এই মত অবলম্বন করেছেন এবং আমরা এই মতই গ্রহণ করেছি (আল-খুলাসা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে প্রত্যেক করযের তাগাদার জন্য উকীল নিয়োগ করে কিংবা তাকে নিজের প্রত্যেক হকের জন্য উকীল নিয়োগ করে যা মানুষের নিকট তার পাওনা আছে, অথবা তাকে অমুক শহরের প্রত্যেক হক তলবের জন্য উকীল নিয়োগ করে তবে এই উকীল নিয়োগ বর্তমানে বিদ্যমান হক এবং ভবিষ্যতে যে হক সৃষ্টি হবে ইসতিহসান মতে তার সাথেও সম্পৃক্ত হবে।

আর যদি কেউ কাউকে অমুক ব্যক্তির কাছে পাওনা নিজের করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে কিংবা অমুক ও অমুকের কাছে পাওনা সকল করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে যিয়াদাতে বর্ণিত আছে যে, এই উকীল নিয়োগ বর্তমান করযের সাথে সম্পৃক্ত হবে। ভবিষ্যতে যে করয পাওনা হবে কিয়াস ও ইসতিহ্সান কোনভাবেই তার সাথে সম্পৃক্ত হবে না (আয-যখীরা, অনুচ্ছেদ ঃ তৃতীয়)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি আমার প্রত্যেক করয উসুল করার উকীল এবং ঐ ব্যক্তির ঐ রূপ বলার সময় কারো কাছে কোন করয পাওনা না থাকে, বরং তারপর করয পাওনা হয়, তবে ঐ ব্যক্তি সেই করয উসুল করার উকীল হবে (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে এই মর্মে উকীল নিয়োগ করে যে, আমার প্রত্যেক হক যা সৃষ্টি হবে তা উসুল করার জন্য এবং তাতে খুছূমত করার জন্য তুমি আমার উকীল, তবে তার এ আদেশ জাইয হবে। আর তাতে করয গচ্ছিত রাখা, ধার দেওয়া এবং প্রত্যেক এমন হক, যার মালিক মুআক্কিল, তা ঐ আদেশে শামিল হবে। কিন্তু খোরপোস এমন হক, যার মালিক সে নয় (আল-বাহরুর রাইক)।

৭. মাসআলা ঃ,কেউ কাউকে নিজের প্রত্যেক হক উসুল করার জন্য যা লোকদের উপর আসে, এবং তাদের কাছে আছে, এবং তাদের সাথে, এবং তাদের কবযার মধ্যে আছে এবং যে হক ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে এবং শরীকদের মধ্যে পারস্পরিক ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য আর যে বিষয়কে বাধা দেওয়া কল্যাণকর মনে করবে তাতে বাঁধা দেওয়া কিংবা যা প্রদান করা সে সমীচীন মনে করবে তা থেকে প্রতিবন্ধকতা তুলে নেওয়া–এই সমুদয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং তা তাকে লিখিত আকারে দিয়ে দিল; আর শেষে লিখে দিল যে, এই উকীল খুছূমতকারী এবং খুছূমতকৃত উভয়ই হতে পারে। তারপর একদল লোক মুআক্কিলের বিরুদ্ধে নিজেদের মাল দাবী করল এবং মুআক্কিল অনুপস্থিত। আর উকীল কাযীর সামনে স্বীকার করল যে, আমি তার উকীল এবং মালের বিষয় অস্বীকার করল। এরপর দাবীদাররা মুআক্কিলের বিরুদ্ধে নিজেদের সাক্ষী পেশ করল, এক্ষেত্রে উকীলকে তাদের কয়েদ করানোর ইখতিয়ার নেই (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ আর যদি কোন মুকাতাব দুই ব্যক্তির যৌথ মালিকানায় থাকে, তারপর তাদের একজন তাকে অন্য শরীক হতে কিংবা বাইরের কোন লোক হতে নিজের করয উসুল

করার জন্য অথবা অপর শরীকের সাথে কিংবা অন্য কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তা জাইয হবে।

অনুরূপভাবে যদি এক শরীকদার তাকে কোন গোলাম অন্য শরীকের নিকট কিংবা বাইরের কোন লোকের নিকট ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য কিংবা নিজের শরীকদার কিংবা অপরের বিরুদ্ধে খুছূমত করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তাও জাইয হবে।

অনুরূপভাবে যদি তার এবং তার উভয় মালিকের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং সে একজনের পুত্র কিংবা গোলাম কিংবা মুকাতাবকে এই খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগ করে, অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করে, তাও জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

৯. মাসআলা ঃ করয উসুল করার উকীলের জন্য এ ইখতিয়ার নেই যে, যদি করযদার কারো উপর করয চাপিয়ে দেয়, তবে এই হাওয়ালা উকীল কবূল করে নিবে (আল-খুলাছা)।

১০. মাসআলা ঃ করযের মাল উসুল করার উকীলের ইখতিয়ার নেই করযদারকে করয হেবা করা কিংবা উসুল করার তারিখ বাড়িয়ে দেওয়া কিংবা তাকে করয মাফ করে দেওয়া অথবা রেহেন নিয়ে নেওয়া, ইত্যাদি। আর যদি সে মালের জামিন নিয়ে নেয়, তবে তা জাইয হবে। আর যদি জামিন এই শর্তে নেয় যে, করযদার মুক্ত, তবে এই মুক্ত হওয়া জাইয নয়। আর যদি করযদাতা করযদার থেকে জামিনদার নিয়ে নেয়, তবে উকীল জামিনদার থেকে তাগাদা করতে পারবে না (আল-হাবী)।

১১. মাসআলা ঃ যদি রেহেন উকীলের হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তবে কি করযদার তার মূল্য ও করয অপেক্ষা কম পরিমাণ যিমান নিতে পারবে ? এ ব্যাপারে দুটি অবস্থা আছে। এক অবস্থা হল, উকীল বলল যে, আমাকে করযদাতা রেহেন নিতে আদেশ দিয়েছে এবং করযদার তাকে রেহেন দিয়ে দিয়েছে। তবে এ অবস্থায় করযদারের ইখতিয়ার থাকবে উকীল হতে রেহেন বা করয হতে যা কম হয়, সেই পরিমাণ যিমান নিবে। এই মাসআলা 'আল আছল' কিতাবে মোটামুটি ভাবে বর্ণিত আছে। আর শায়খুল ইসলাম (র) তার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, যদি করযদার ওকালাতের বিষয়ে তার মিথ্যায়ন করে বা চুপ থাকে কিংবা সত্যায়ন করে এবং তার উপর যিমানের শর্ত থাকে, তবে যিমান নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি সত্যায়নের সাথে যিমানের শর্তের উল্লেখ না থাকে, তবে যিমান নিতে পারবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, উকীল বলল যে, আমাকে মুআক্কিল রেহেন নেওয়ার নির্দেশ দেয়নি, তাসত্ত্বেও করযদার তাকে রেহেন দিয়ে দিয়েছে এবং তা উকীলের নিকট নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবে উকীলের উপর যিমান হবে না (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কোন কারণবশত কোন ব্যক্তির উপর কোন ব্যক্তির করয ওয়াজিব হয়, তারপর সে তা উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তা জাইয হবে। আর যখন সে তা উসুল পেয়ে যাবে, তখন করযদার মুক্ত হয়ে যাবে। আর যা কিছু উকীল উসুল পাবে, তা মুআক্কিলের মাল হবে এবং উকীলের নিকট আমানত স্বরূপ হবে। যে অবস্থায় গচ্ছিত ধনে যিমান আসে তাতেও আসবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৩. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে এজন্য উকীল নিযুক্ত করে যে, অমুক ব্যক্তির নিকট হতে করয উসুল করে তার তরফ হতে অমুক ব্যক্তিকে হিবা করে দিবে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে তা জাইয হবে। আর যদি করযদার বলে যে, আমি তাকে হিবা করে দিয়েছি এবং হিবাপ্রাপক তা তাসদীক করে তবে জাইয হবে। আর যদি তাকযীব করে, তবে করযদারের তাসদীক করা যাবে না।

আর যদি করযদার হতে উসুল করা এবং হিবপ্রাপককে দেওয়ার জন্য কেউ উকীল নিয়োগ করে। তারপর করযদার বলে যে, আমি উকীলকে দিয়ে দিয়েছি এবং উকীল তা তাসদীক করে। তারপর উকীল বলে যে, আমি হিবাপ্রাপককে তা দিয়ে দিয়েছি, তবে করযদার ও উকীল উভয়ে মুক্ত হয়ে যাবে। করযদার মুক্ত হবে উকীলের তাসদীকে এবং উকীল মুক্ত হবে আমানত পরিশোধ করায়। কিন্তু উকীলকে হিবাপ্রাপকের বিপক্ষে তাসদীক করা হবে না, অর্থাৎ হিবাকারী তার থেকে হিবাকে ফেরত নিতে পারবে না।

অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি উকীল নিয়োগ করে যে, যা কিছু অ আমার মুকাতাবের উপর আছে, তা উসুল করে অমুক ব্যক্তিকে হিবা করে দিবে, তবে জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

১৪. মাসআলা ঃ করয উসুল করার উকীল যদি করয উসুল করে, তারপর আরেক উকীল করয উসুল করতে আসে, তবে তার তা প্রথম উকীলের নিকট হতে নিয়ে নেওয়ার ইখতিয়ার নেই। আর যদি দ্বিতীয় উকীল মুআক্কিলের সকল বস্তু কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত হয়ে থাকে, তবে তার জন্য ইখতিয়ার থাকবে প্রথম উকীলের নিকট থেকে তার নিজের কবযায় নিয়ে নেওয়ার। এমতাবস্থায় প্রথম উকীলের দ্বিতীয় উকীল হতে কিছু নেওয়ার ইখতিয়ার নেই (আল-খুলাসা)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি কোন মুসলমান কোন মুরতাদকে নিজের করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর সে তা উসুল করে কিংবা উসুল করার পর তা তার কাছে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ইকরার করে। তারপর মুরতাদ হয়ে যাওয়ার অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়, তবে তার করয উসুল করা জাইয থাকবে।

অনুরূপভাবে যদি উকীল হরবী হয় এবং সে করয উসুল করে দারুল হরবে চলে যায়, তাহলেও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে (আল-মাবসূত)।

১৬. মাসআলা ঃ আর যদি কোন করযদার গোলামকে কেউ উকীল নিয়োগ করে যে, তুমি তোমার মালিক হতে আমার পাওনা করয উসুল করে দাও, তবে তা জাইয হবে। যদি এরূপ গোলাম উসুল করা ও তা নষ্ট হওয়া ইকরার করে, তবে মালিক মুক্ত হবে। আর যদি কেউ এরূপ করযদার গোলামের মালিককে উকীল নিয়োগ করে যে, তুমি তোমার গোলাম হতে আমার করয উসুল করে দাও, তবে এই উকীল করা এবং উসুল করা কোনটাই জাইয হবে না (আল-বাহরুর রাইক)।

১৭. মাসআলা ঃ হাওয়ালার দ্বিতীয় পক্ষ (যার জন্য করয অন্যের যিম্মায় প্রদান করা হয়েছে) যদি হাওয়ালার প্রথম পক্ষ (যে করযদার তার করয অন্যের যিম্মায় দান করে)-কে হাওয়ালার তৃতীয় পক্ষ (যার যিম্মায় করয প্রদান করা হয়েছে) থেকে করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তা সহীহ্ হবে না।

অনুরূপভাবে যদি করয পাওনাদার স্বয়ং করযদাতাকে উকীল নিয়োগ করে যে, তুমি তোমার নিজের থেকে আমার করয উসুল করে দাও, তবে তা জাইয হবে না।

১৮. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে বাশার কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি কোন ব্যক্তি মালের কাফীল বা যিম্মাদার হয় এবং করযদাতা তা করযদার হতে উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে উসুল করে তবে জাইয হবে না। আর যদি তা তার নিকট নষ্ট হয়ে যায়, তবে যিমান আসবে না (আয-যখীরা)।

১৯. মাসআলা ঃ করযদার গোলামকে তার মালিক আযাদ করল, এমনকি করয পাওনাদারদেরকে তার মূল্যের যামিন হলো এক্ষেত্রে সমস্ত করযের মুতালাবাহ গোলামের নিকট। যদি করযদাতা তাকে গোলাম হতে মাল উসুল করার উকীল নিয়োগ করে, তবে তা বাতিল হবে (আল-হিদায়া)।

২০. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে ইব্ন সাম্মা'আহ কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি দু'জন লোকের নিকট হাজার দিরহাম করয পাবে এবং তারা একে অপরের যিম্মাদার। তারপর করয পাওনাদার এক ব্যক্তিকে ঐ দুই লোকের নির্দিষ্ট একজন হতে করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করল, আর উকীল তার নিকট হতে করয উসুল না করে অন্য জনের নিকট হতে উসুল করল, তবে তা জাইয হবে।

আর অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম করয পাওনা হয় এবং তার একজন যিম্মাদার থাকে, তারপর করয পাওনাদার এক ব্যক্তিকে আছীল (মূল করযদার) হতে করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, আর উকীল তার নিকট হতে উসুল না করে যিম্মাদার হতে উসুল করে, তবে তা জাইয হবে (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে নিজের করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে আর সে ওকালাত কবূল করতে অস্বীকার করে। তারপর উকীল গিয়ে করযদার হতে করয উসুল করে, তবে করযদার করযমুক্ত হবে না। তার করয তার যিম্মায় থেকে যাবে। ঐ উকীলের করয উসুল করা তৃতীয় কোন লোকের মাল উসুল করে নেওয়ার সমতুল্য হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে কারো কাছে পাওনা করয উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল করযদার হতে করয উসুল করে, আর তা জাল, অচল, মেকী বা সীসা দেখতে পায় এবং তা ফেরত দেয়, তবে কিয়াস অনুসারে জামিন হবে সে কিন্তু ইসতিহসান অনুসারে জামিন হবে না। আর বিশুদ্ধ মত এই যে, এই কিয়াস ও ইসতিহসান এরূপ অবস্থায় যে, করযকে জাল বা অচল পেয়ে ফেরত দিতে চাইল। তবে কিয়াস দাবী করে যে, মুআক্কিলের অনুমতি না নিয়ে ফেরত দিবে না। তাকে যদি অবহিত না করে এবং ফেরত দিয়ে দেয়, তবে জামিন হবে। আর ইসতিহসান কোন মতে মুআক্কিলের রায় নেয়া ব্যতীত ফেরত দিতে পারবে। যখন ফেরত তখন যামিন হবে না, পক্ষান্তরে মেকী বা সীসা হওয়ার ক্ষেত্রে মুআক্কিলের মতামত জানা ছাড়াই ফেরত দিতে পারবে, আর যখন ফেরত দেবে তখন কিয়াস বা ইসহিতসান মতে জামিন হবে না (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ করয উসুল করার উকীল যদি করযদার থেকে আসবাবপত্র নিয়ে নেয় এবং মুআক্কিল তাতে রাযী না হয়, আর আসবাবপত্র গ্রহণ না করে, তবে উকীলের ইখতিয়ার রয়েছে, করযদারকে আসবাবপত্র ফেরত দেওয়ার এবং তার কাছে করয মুতালাবা করার (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি-আরেক ব্যক্তির কাছে নির্ভেজাল হাজার দিরহাম পাওনা আছে। সে তা উসুল করার জন্য এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল এবং তাকে অবহিত করল যে, দিরহাম নির্ভেজাল। এরপর উকীল জেনে-বুঝে ভেজাল হাজার দিরহাম উসুল করল। তবে তা মুআক্কিলের উপর লাযিম হবে না। যদি তা তার হাতে নষ্ট হয়, তবে উকীল জামিন হবে, মুআক্কিলের উপর কোন যিমান হবে না। আর যদি না জেনে-বুঝে কবযা করে, তবে কবযা জাইয হবে এবং জামিন হবে না, আর ফেরত দিয়ে নির্ভেজাল দিরহাম নিতে পারবে। আর যদি তার হাতে নষ্ট হয়, তবে যেন মুআক্কিলের হাতে নষ্ট হয়েছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উক্তির কিয়াস অনুযায়ী কিছু ফেরত নিতে পারবে না কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর উক্তির কিয়াস অনুযায়ী তার মিছল বা সদৃশ ফেরত দিয়ে নির্ভেজাল দিরহাম নিতে পারবে (আল-হাবী)।

২৫. মাসআলা ঃ করয উসুল করার উকীল যদি বলে যে, আমি করয উসুল করেছি এবং তা আমার নিকট নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিংবা যদি বলে, আমি মুআক্কিলকে দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু মুআক্কিল তাকে তাকযীব করে, তবে করযদারের মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাকে তাসদীক করা যাবে, তবে কারো অনুকূলে হক সাব্যস্ত হওয়ার ছুরতে মুআক্কিলের কাছে রুজূ' করার অধিকারের ক্ষেত্রে তাসদীক করা হবে না। অর্থাৎ উকীলের কবযাকৃত বস্তুর মধ্যে কেউ নিজের হক প্রতিষ্ঠিত করল এবং উকীল হতে যিমান নিয়ে নিল। তবে উকীল নিজের মুআক্কিল হতে কিছু নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ করযদার যদি করযদাতাকে কোন নির্দিষ্ট মাল দেয় এবং বলে যে, এটি বিক্রি করে তা হতে নিজের হক নিয়ে নাও। সে তা বিক্রি করে মূল্য উসুল করে নিল এবং তা তার কাছে নষ্ট হয়ে গেল। তবে করযদারের মাল যাবে, যে পর্যন্ত না করযদাতা তা নিজের জন্য কবযা করে নেয়। আর যদি করযদার বলে যে, এটি তোমার হকের বদলে বিক্রি করো। তারপর সে তা বিক্রি করল এবং মূল্য আদায় করে নিল তবে সে নিজের হকের কবযাকারী হবে, সুতরাং যদি তারপর নষ্ট হয়ে যায়, তবে কবযাকারীর মাল যাবে। আর যদি করযদার করয হতে নিজেকে বাঁচানোর জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তার এই উকীল নিয়োগ সহীহ্ হবে এবং মজলিস পর্যন্ত ওকালাত সীমিত হবে না (ফাতাওয়া কাযীখান, অনুচ্ছেদ ঃ যার জন্য উকীল হবে এবং যার জন্য উকীল হবে না)।

২৭. মাসআলা ঃ যদি করযদাতা তার করযদারকে বলে যে, আমি তোমার কাছে যে দশ দিরহাম পাওনা আছি, তা আমার তরফ হতে ফকীর-মিসকীনদেরকে সাদাকা করে দাও। অথবা বলে যে, আমার যা তোমার নিকট পাওনা আছে, তা দ্বারা আমার কসমের কাফ্ফারা পরিশোধ করে দাও। কিংবা বলে যে, আমি তোমার নিকট যে দশ দিরহাম পাই, তা দ্বারা আমার মালের যাকাত দিয়ে দাও তবে ইজমা অনুযায়ী ওকালাত সহীহ্ হবে। এরূপই শামসুল আইম্মা (র) বর্ণনা করেছেন।

আর কিতাবুল ইজারাতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ এক শহর হতে অন্য শহরে যাওয়ার জন্য একটি সওয়ারি ভাড়া করে। তারপর ভাড়াদাতা ভাড়া গ্রহণকারীকে বলে যে, ভাড়া দ্বারা একটি গোলাম ভাড়া করে দাও, যে এই সওয়ারিকে চালাতে পারে। তবে ওকালাত সহীহ্ হবে। আর এ ব্যাপারে কোন মতভেদ বর্ণিত হয়নি।

এ স্থানে এও বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কেউ ঘর ভাড়া নেয়, তারপর ভাড়াদাতা ভাড়াগ্রহীতাকে বলে, তোমার উপর যে ভাড়া আসবে, তা দ্বারা ঘর মেরামত করে দিবে তবে ওকালাত সহীহ্ হবে (আয-যখীরা, করয দ্বারা ক্রয়কারীর উকীল শ্রেণী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাউকে বলল যে, আমাকে অমুক ব্যক্তি তোমার নিকট তার যা করয পাওনা আছে, তা উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছে–এতে তিনটি অবস্থা হতে পারে। হয়তো করযদার তার তাসদীক করবে কিংবা তাকযীব করবে অথবা চুপ থাকবে। যদি তাসদীক করে, তবে তা পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে। এরপর তার নিকট থেকে তা ফেরত নেওয়ার তার ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি তাকযীব করে বা চুপ থাকে, তবে পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি সে পরিশোধ করে দেয়, তবে তারপর সে তা ফেরত নিতে পারবে না। এরপর যদি মুআক্কিল আসে এবং সে ওকালাতের ইকরার করে, তবে যা হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে (আল-খুলাছা)।

২৯. মাসআলা ঃ আর যদি (মুআক্কিল) ওকালাত অস্বীকার করে এবং করযদার হতে নিজের করয নিতে চায় এবং করযদার দাবী করে যে, মুআক্কিল উসুলকারীকে উকীল নিয়োগ করেছিল এবং সাক্ষ্য পেশ করে বা কসম নিতে চায় আর সে অস্বীকার করে, তবে ওকালাত সহীহ্ হবে এবং করযদার করযমুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কসম করে এবং মাল করযদার হতে নিয়ে নেয় তবে করযদারের উকীল হতে যিমান নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। কিন্তু যা সে উকীলকে দিয়েছে তা যদি অক্ষুণ্ন থাকে, তবে ফেরত নিবে (আল-কাফী)।

৩০. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল নিজে নষ্ট করে ফেলে, তবে তার মিছল বা সদৃশ যিমান দিবে। আর যদি তার নিকট নষ্ট হয়ে যায়, তারপর যদি করযদার উকীলের তাসদীক করে থাকে, তবে তার নিকট হতে ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি তার তাসদীক করে এবং যিমানের শর্ত থাকার দাবী করে কিংবা তাকযীব করে বা চুপ থাকে, তবে ফেরত নিতে পারবে এবং দ্বিতীয় বার উকীল হতে নিতে পারবে না।

আর যদি করযদার মুআক্কিল হতে এই কসম নিতে চায় যে, আল্লাহ্র কসম আমি এই ব্যক্তিকে উকীল করিনি, তবে তার এই ইখতিয়ার হাসিল হবে। আর যদি চুপ করে দিয়ে দেয়, তবে মুআক্কিল হতে কসম নিতে পারবে না, তবে যদি তাসদীকের দিকে ফিরে যায় (তাহলে কসম নিতে পারবে) আর যদি অস্বীকৃতির সাথে করয পরিশোধ করে, তবে তালিব হতে কসম নেওয়ার ইখতিয়ার তার থাকবে না–চাই সে তাসদীকের দিকে ফিরে যাক বা না যাক। কিন্তু উকীল হতে ফেরত নিবে। আর উকীলের ইখতিয়ার থাকবে যে, করযদার হতে অস্বীকার এবং চুপ থাকার অবস্থায় এরূপ কসম নিবে যে, আল্লাহ্র কসম আমি জানি না যে, করয পাওনাদার তাকে উকীল করেছে। তবে যদি করযদার এরূপ কসম করে, তবে যা ঘটেছে ঠিকই ঘটেছে। আর যদি অস্বীকার করে, তবে উকীলের উপর যিমান হবে না। আর যদি ইচ্ছা করে, তবে করযদার হতে কসম নিবে না, কিন্তু মুআক্কিল হতে কসম নিবে যে, আল্লাহ্র কসম আমি তাকে উকীল করিনি। তারপর যদি সে কসম করে, তবে উকীলের উপর যিমান এসে যাবে। আর যদি অস্বীকার করে, তবে উকীল তালিব হতে নিয়ে নিবে। এই বিধান ঐ অবস্থায় হবে যখন সে উকীল হওয়ার দাবী করবে।

আর যদি এরূপ বলে যে, সে আমাকে উকীল করেনি, কিন্তু তুমি আমাকে করয দিয়ে দাও। কেননা, সে আমার উসুল করাকে শীঘ্রই জাইয করে দিবে এবং আমার উপর তার যিমান আছে। তবে তাকে দিয়ে দেওয়া লাযিম হবে না। আর যদি দিয়ে দেয় তবে জামিন সাব্যস্ত

হবে। আর যাকে দিয়ে দিবে তার নিকট হতে ফেরত নিতে পারবে না, যদিও তার উপর জামিন হওয়ার শর্ত করে দেওয়া হয়ে থাকে (আল-খুলাছা)।

৩১. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল উপস্থিত না হয় এবং তার অস্বীকৃতি জানা না যায়, এমনকি সে মারা যায় এবং করযদারই তার ওয়ারিস হয় এবং উকীলকে বলে যে, মালের মালিক তোমাকে উকীল করেনি এবং এখন আমি তার ওয়ারিস ও তার স্থলাভিষিক্ত এবং সে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারত। এখন আমিও তার স্থানে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছি এবং তোমার নিকট হতে মালের যিমান নিব তবে তার এই ইখতিয়ার হাসিল হবে না।

আর যদি করযদার উকীল হতে এই কসম নিতে চায় যে, আল্লাহ্‌র কসম অমুক ব্যক্তি আমাকে উকীল করেছিল তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না।

আর যদি উকীল কাযীর সামনে ইকরার করে যে, আমাকে অমুক ব্যক্তি উকীল করেনি, তবে তার ইকরার সহীহ্ হবে। আর করযদার তার নিকট হতে মালের যিমান নিতে পারবে। আর যদি করযদার বলে যে, আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য পেশ করছি যে, অমুক ব্যক্তি তাকে খুছূমতের উকীল করেনি, কিংবা এই ব্যাপারে সাক্ষ্য পেশ করছি যে, উকীল নিজে উকীল না হওয়ার ইকরার করেছে, তবে তার সাক্ষ্য কবূল হবে (আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল করযদারকে করয হিবা করে দেয় এবং তা উকীলের নিকট মওজুত থাকে, তবে সর্বাবস্থায় তা তার নিকট থেকে নিয়ে নিবে। কেননা, তা তার মালিকানাভুক্ত। আর যদি মাল নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার যিমান নিয়ে নেবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে তার ওকালাতের তাসদীক করেছে, সেক্ষেত্রে যিমান নিতে পারবে না (আত-তাবয়ীন)।

৩৩. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল মারা যায় এবং করযদার ও অন্য এক ব্যক্তি তার ওয়ারিস হয়, তবে সেই অন্য ব্যক্তির অর্ধেক সম্পর্কে সেই বিধান হবে, যা তালিব বা করযদাতার উপস্থিতি এবং ওকালাতের অস্বীকৃতির অবস্থায় হয়ে থাকে। সুতরাং অর্ধেক করয করযদার হতে নিয়ে নিবে এবং সে উকীল হতে নিয়ে নিবে। আর করযদারের অর্ধাংশ সম্পর্কে সেই বিধান হবে, যা আমরা সব ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি।

আর যদি করযদার একা ওয়ারিস হয়, তবে উকীল হতে ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু যখন মাল উকীলের নিকট মওজুত থাকে, তখন তার নিকট হতে নিয়ে নিবে। তবে যদি উকীল তা নষ্ট হওয়ার দাবী করে এবং এ ব্যাপারটি শুধু তার কথা দ্বারা জানা যায়। আর করযদার দাবী করে যে, তা নষ্ট হয়নি তবে তার উকীল হতে কসম নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। তারপর যদি কসম করে তবে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি অস্বীকার করে তবে এই অর্ধেক তার যিম্মায় লাযিম হবে।

আর যদি মুআক্কিল মারা না যায় এবং করযদারকে মাল হিবা না করে দেয়, কিন্তু উপস্থিত হয়ে ওকালাত অস্বীকার করে এবং করযদারকে তখন পর্যন্ত কাযীর সামনে আনা না হয়ে থাকে, আর ইতোমধ্যে সে মারা যায় এমন অবস্থায় যে, করযদারই তার ওয়ারিস কিংবা সে তাকে মাল হিবা করে দিয়েছে, তারপর করযদার কাযীর সামনে মুআক্কিলের ওকালাত অস্বীকার করার সাক্ষ্য পেশ করে, তবে তার তরফ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর উকীল হতে তার যিমান নেওয়ার হক হবে না। আর যদি ঐ বস্তুসমূহের যা সে উকীলকে দিয়েছিল, তার কোন বস্তু অবিকল উকীলের কাছে পায়, তবে তা সে নিয়ে নিতে পারে।

আর যদি মুআক্কিল কাযীর মজলিসে ওকালাত অস্বীকার করে এবং কাযী করযদারের উপর তার অনুকূলে কোন ফায়সালা না দেয়, এমনকি সে মারা যায়, তবে করযদারের ইখতিয়ার থাকবে তা উকীল হতে নিয়ে নেওয়ার এবং তার উপর ওয়াজিব হবে করযদারকে তা ফেরত দেওয়া, যদি তা অক্ষুণ্ন থাকে। আর যদি তা নষ্ট হয়, তবে তার মূল্য ফেরত দিবে। আর যদি তারপর উকীল মারা যায় এবং করযদার তার ওয়ারিস হয়, কিংবা সে করযদারকে মাল হিবা করে কিংবা তা থেকে তাকে মুক্ত করে দেয় তবে করযদারের ইখতিয়ার থাকবে মালের জন্য উকীলকে পাকড়াও করার, যেরূপ মৃত্যুর পূর্বে হুকুম ছিল। কিন্তু করযদার হতে কসম নিবে যে, আল্লাহ্‌র কসম সে জানে না যে, তালিব বা করযদাতা তাকে মাল কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছে।

আর যদি করযদার ওকালাতের দাবীর ক্ষেত্রে উকীলের তাসদীক করে এবং তাকে জামিন বানায় ও মাল তাকে দিয়ে দেয়, তারপর মুআক্কিল উপস্থিত হয় এবং উকীল নিয়োগ করা অস্বীকার করে আর কসম করে এবং কাযী করযদারের উপর তার মালের ডিক্রী করে দেয়, তারপর উসুল করার পূর্বে মুআক্কিল মারা যায় এবং করযদার তার ওয়ারিস হয় কিংবা সে করযদারকে মাল হিবা করে দেয়, তবে করযদার উকীল হতে কিছু নিতে পারবে না।

আর যদি মুআক্কিল উপস্থিত হয়ে করযদার হতে মাল নিয়ে নেয় এবং করযদার কাফালতের হুকুমে উকীল হতে ফেরত নেয়। তারপর মুআক্কিল মারা যায় এবং করযদার তার ওয়ারিস হয়, তবে উকীলের ইখতিয়ার হবে, মুআক্কিলের মীরাস হতে যে পরিমাণ সে দণ্ড দিয়েছে তা নিয়ে নিবে।

আর যদি দুই ব্যক্তি তার ওয়ারিস হয় এবং তার মধ্যে একজন ঐ করযদার হয়, তবে উকীল যে পরিমাণদণ্ড দিয়েছে তা করযদারের মীরাসের অংশ হতে নিয়ে নিতে পারবে।

আর যদি তালিব বা করযদাতা মারা না যায় এবং অবশিষ্ট মাসআলা উপরোক্ত রূপ হয় এবং তালিব বা করযদাতা করযদারকে এক হাজার দিরহাম হিবা করে, –এক্ষেত্রে যদি ঐ হাজার দিরহাম হিবা করে যা সে করযদার হতে নিয়েছে, তবে যা কিছু সে পরিশোধ করেছে তা করযদার থেকে ফেরত নিবে। আর যদি অন্য হাজার দিরহাম হিবা করে থাকে তবে কিছু নিতে পারবে না।

আর যদি তালিব বা করযদাতা মারা যায় এবং করযদারের জন্য হাজার দিরহামের ওসীয়াত করে যায়, তবে উকীল করযদার হতে ফেরত নিবে (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজের মাল উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং করযদার দাবী করে যে, মালের মালিক সব মাল আমার নিকট হতে উসুল করে নিয়েছে তবে করযদার উকীলের মাল পরিশোধ করে দিবে এবং সে মালের মালিককে পাকড়াও করে তার নিকট হতে কসম নিবে কিন্তু উকীল হতে কসম নিতে পারবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৩৫. মাসআলা ঃ যদি কাউকে কোন ব্যক্তির নিকট হতে নিজের মাল উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর মুআক্কিল তার মধ্য হতে কিছু উসুল করে, তারপর উকীল করযদারের সাথে খুছূমত করে এবং করযদার কিছু মাল পরিশোধ করে দেওয়ার দাবী করে এবং উকীল তা অস্বীকার করে। আর করযদারের নিকট তার কোন সাক্ষী না থাকে এবং উকীল তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিকট হতে সব মাল উসুল করে নেয়। তারপর মুআক্কিল উপস্থিত হয়, আর করযদার তার মাল পরিশোধ করে দেওয়ার সাক্ষী পেশ করে, তবে তার মুআক্কিলকে পাকড়াও করার ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু যদি করযের মাল অবিকল উকীলের নিকট বর্তমান থাকে, তবে উকীলের নিকট হতে নিয়ে নিবে। আর যদি উকীলের নিকট নষ্ট হয়ে যায় কিংবা উকীল বলে যে, আমি তালিব বা মুআক্কিলকে দিয়ে দিয়েছি তবে তা তালিব বা মুআক্কিলের নিকট তলব করার ইখতিয়ার থাকবে।

অনুরূপভাবে যদি তালিব বা মুআক্কিল ইকরার করে যে, আমি তার নিকট হতে উসুল করে নিয়েছি, তাহলেও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে।

আর যদি হক উসুল করার পর তাকে উকীল নিয়োগ করে, তবে উকীল হতে তা ফেরত নিবে, যদি এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, আমি তালিবকে তার উকীল নিয়োগ করার পূর্বে তার হক পরিশোধ করে দিয়েছি। এই অবস্থায় সর্বসম্মতভাবে তালিবের উপর কিছু লাযিম হবে না। আর যদি তালিব এ বিষয়টি স্বীকার করে, তবে কারো নিকট হতে কিছু নিতে পারবে না। কিন্তু যদি এই মাল অবিকল উকীলের হাতে বিদ্যমান থাকে, তবে উকীল তা তালিবকে ফেরত দিবে।

যদি কেউ কোন ব্যক্তির নিকট হতে নিজের মাল উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং তার দলীল-দস্তাবীয তার নিকট দিয়ে দেয়, অথচ তার নিকট হতে পূর্বে এই মাল উসুল করেছে, আর মাসআলা পূর্বানুরূপ হয়, তবে এক্ষেত্রে মাল ফেরত নিতে পারবে; চাই তালিব হতে হোক বা উকীল হতে। যদি উকীল হতে ফেরত নেয়, তবে উকীল তালিব হতে তা ফেরত নিয়ে নিবে (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা ঃ আর যদি করযদাতা করযদারের কোন ব্যক্তির উপর হাওয়ালা করে দেওয়াকে গ্রহণ করে নেয়, তবে কবযার উকীলের হাওয়ালার তৃতীয়পক্ষ (যার উপর বর্তনো হয়েছে) হতে উসুল করার ইখতিয়ার থাকবে না এবং হাওয়ালার প্রথম পক্ষ (করযদার) হতেও নিতে পারবে না। আর যদি তার মাল নষ্ট হয় এবং করয প্রত্যাবর্তিত হয়ে হাওয়ালার প্রথম পক্ষের উপর এসে যায়, তবে তার নিকট হতে তলব করার ইখতিয়ার উকীলের হাসিল হবে।

অনুরূপভাবে যদি মুআক্কিল মাতলুব বা করযদার হতে করযের মালের বদলে কোন গোলাম ক্রয় করে এবং তার নিকট হতে হক বাবদ তা নিয়ে নেয় কিংবা কাযীর নির্দেশে কবযার পর বা কবযার পূর্বে নিজেই আয়েবের কারণে বা খিয়ার থাকার কারণে ফেরত দেয়, তবে উকীল নিজের ওকালাতের উপর বহাল থাকবে।

অনুরূপভাবে যদি স্বয়ং দিরহাম উসুল করে এবং তা ভেজাল বা মেকী পায়, তাহলেও এই বিধান (আল-বাহরুর রাইক)।

৩৭. মাসআলা ঃ দুই করযদাতার একজন যদি কোন আজনবী-কে (তৃতীয় লোককে) উকীল নিয়োগ করে বলে যে, আমার অংশ উসুল করে নাও, আর সে উসুল করে, তবে তা সহীহ্ হবে। সুতরাং তা উকীলের হাতে নষ্ট হলে মুআক্কিলের মাল যাবে। আর যদি মাল নষ্ট না হয়, বরং তা উকীলের নিকট বিদ্যমান থাকে, তবে ঐ করযদাতার (মুআক্কিলের) অন্য শরীক ঐ মালের মধ্যে ভাগ বসাতে পারবে। যেমন যদি এক শরীক নিজেই মাল উসুল করে এবং তা

তার হাতে নষ্ট হয়, তবে তার একার অংশ যাবে। আর যদি তা বিদ্যমান থাকে, তবে অন্য শরীক কবযাকৃত মালে অংশীদার হতে পারে (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তি থেকে করয উসুল করার উকীল নিযুক্ত করে এবং করযের সমজাতীয় কোন হক উকীলের কাছে করযদারের পাওনা থাকে তবে তা বদলাবদলি হতে পারে (আল-খুলাসা)।

৩৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে নিজের করয উসুল করার জন্য এবং করযদারকে গ্রেফতার করানোর জন্য এমন উকীল নিয়োগ করল, যে বাদী ও বিবাদী হতে পারে। তারপর উকীল কোন করযদারকে মুআক্কিলের জন্য গ্রেফতার করালো। তারপর তাকে গ্রেফতারী থেকে মুক্ত করিয়ে তার সত্তার জন্য জামিনদার নিল। তারপর উকীল মারা গেল। তারপর মালের মালিক জামিনদারকে গ্রেফতার করাতে চাইল, তবে তার ইখতিয়ার রয়েছে কাযীর কাছে এই মর্মে দরখাস্ত করার যে, কাযী মাকফূল আনহু (যার জন্য জামিন হয়েছে)-কে হাযির করার জন্য জামিনদারকে নির্দেশ দিবেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪০. মাসআলা ঃ কারো কাছে কারো এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তারপর পাওনাদার করযদারকে বলল যে, এটি অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। তারপর তাকে বলল যে, এটি তাকে দিবে না। আর করযদার বলল যে, আমি তা তাকে দিয়ে দিয়েছি এবং সেই ব্যক্তি তা তাসদীক করল, তবে তা জাইয হবে এবং করযদার মুক্ত হয়ে যাবে (আল-মুহীত, অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ ঃ উকীল ও মুআক্কিলের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি)।

৪১. মাসআলা ঃ কারো কাছে কারো কিছু দিরহাম পাওনা আছে। সে কাউকে বলল যে, অমুক ব্যক্তির নিকট আমার যে দিরহাম করয পাওনা আছে, তা হতে আমার মালের যাকাত উসুল করে নাও। সে ব্যক্তি দিরহামের বদলে দীনার উসুল করল, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি করযদাতা বলে যে, অমুক ব্যক্তির নিকট আমার যে দিরহাম করয পাওনা আছে, তা আমি তোমাকে হিবা করে দিলাম। তুমি তার নিকট থেকে তা উসুল করে নাও। আর যদি সে তখন দিরহামের বদলে দীনার উসুল করে, তবে তা জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪২. মাসআলা ঃ কারো কাছে কারো করয পাওনা আছে। সে করযদারের কাছে দূত পাঠাল যে, তোমার কাছে আমার যে করয পাওনা আছে তা পাঠিয়ে দাও। এরপর যদি সেই ব্যক্তি ঐ দূতের মাধ্যমে তা করযদাতার কাছে পাঠিয়ে দেয়, তবে তা উক্ত করযদাতার মাল হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৩. মাসআলা ঃ কেউ করযদারকে বলল যে, করযের মাল অমুক ব্যক্তির নিকট কিংবা আমার পুত্রের নিকট কিংবা আমার গোলামের নিকট অথবা তোমার গোলামের নিকট পাঠিয়ে দাও এবং করযদার এরূপ করল, আর ঐ মাল নষ্ট হয়ে গেলে তবে করযদারের মাল যাবে। কেননা এই ব্যক্তি করযদারের দূত ছিল। আর করযদাতার এরূপ বলা যে, অমুকের নিকট পাঠিয়ে দাও–এটা উকীল নিয়োগ নয়। আর যদি করযদাতা এরূপ বলে যে, আমার পুত্র কিংবা তোমার পুত্র কিংবা আমার গোলাম অথবা তোমার গোলামকে দিয়ে দাও, সে আমাকে পৌছে দিবে। তবে তা উকীল নিয়োগ হবে। এক্ষেত্রে যদি মাল নষ্ট হয়, তবে তা করযদাতার যাবে (আয-যখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কাছে একশত দিরহাম করয পাওনা আছে। তারপর ঐ করযদারের নিকট উক্ত একশত দিরহাম উসুল করার জন্য এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করল। আর করযদার তাকে একই সঙ্গে দুইশত দিরহাম দিয়ে দিল এবং দূত তা কবযা করে নিল। তারপর তা নষ্ট হয়ে গেল। তবে করযদারের উপর যেমন করয পাওনা ছিল, তেমনই পাওনা থাকবে এবং দূতের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি দূতকে অন্য একশত দিরহাম পৃথক করে দেয়, তারপর দূত উভয়ের মধ্যে মিলিয়ে ফেলে, তবে সে একশত দিরহামের জামিন হবে এবং করযদার একশত দিরহাম হতে মুক্ত হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৪৫. মাসআলা ঃ আর যদি সে বলে যে, আমি যে তোমার কাছে এক হাজার দিরহাম করয পাওনা আছি, তা তুমি অমুক ব্যক্তির দূতের কাছে দিয়ে দিবে। তারপর করযদার বলল যে, আমি তাকে তা দিয়ে দিয়েছি। আর দূত তাসদীক করল যে, আমি উসুল করেছি কিন্তু তা নষ্ট হয়ে গেছে। আর মুআক্কিল দেওয়া ও পাওয়া উভয়ের মিথ্যায়ন করল, তবে করযদার মুক্ত হয়ে যাবে (আয-যখীরা)।

৪৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো নিকট করয নেওয়ার জন্য দূত পাঠায়। তারপর দূত বলে যে, আমি করয উসুল করেছিলাম কিন্তু আমার কাছে তা নষ্ট হয়ে গেছে তবে তা তাসদীক করা যাবে এবং তার উপর কোন যিমান হবে না। বরং যিমান করযপ্রার্থীর উপর হবে (আত-তাতারখানিয়্যা)।

৪৭. মাসআলা ঃ আর যদি কোন কাপড় বিক্রেতার নিকট কেউ দূত পাঠায় যে, এই এই মূল্যের এই এই কাপড় আমার কাছে পাঠাও। তারপর যদি কাপড় বিক্রেতা নিজের দূত কিংবা অন্য কারো দ্বারা পাঠায় এবং পথে তা নষ্ট হয়ে যায়, আর নির্দেশদাতা পর্যন্ত তা না পৌছে। আর এ ব্যাপারটি সকলেই পরস্পর তাসদীক করে এবং ইকরার করে, তবে দূতের উপর কোন যিমান হবে না। আর যদি কাপড় বিক্রেতা নির্দেশকারীর প্রেরিত দূতের মারফত কাপড় পাঠায়, তবে নির্দেশকারীর উপর যিমান লাযিম হবে। আর যদি কাপড় বিক্রেতার দূত হয়, তবে যখন নির্দেশকারীর নিকট কাপড় পৌছে যাবে, তখন নির্দেশকারী জামিন হবে।

আর যদি কোন ব্যক্তি কোন দূতের মাধ্যমে কারো কাছে পত্র পাঠায় যে, আমার নিকট অমুক মূল্যের অমুক কাপড় পাঠিয়ে দাও এবং সে ব্যক্তি তাই করে, আর যে ব্যক্তি পত্র নিয়ে এসেছিল তার নিকট পাঠিয়ে দেয়, তবে যে পর্যন্ত পত্র প্রেরণকারীর নিকট সে না পৌছবে সে পর্যন্ত সে জামিন হবে না। কেননা, ঐ ব্যক্তি শুধু পত্র পৌছানোর দূত ছিল। আর এই একই বিধান করয ও করয উসুল করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কোন ব্যক্তি কাউকে বলল যে, তোমার দূত আমার কাছে এসেছে এবং খবর দিয়েছে যে, তুমি বলে পাঠিয়েছ যে, অমুক কাপড় অমুক দামে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও এবং সে দাম বর্ণনা করেছে। আমি তা পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু প্রেরণকারী তার কাছে কাপড় পৌছার কথা অস্বীকার করল। আর উকীল (দূত) বলল যে, আমি পৌছে দিয়েছি। তবে শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ফযল বলেন যে, যদি প্রেরণকারী স্বীকার করে যে, দূত কাপড় উসুল করেছে এবং তার নিজের কাছে তা পৌছার কথা অস্বীকার করে, তবে প্রেরণকারী কাপড়ের মূল্যের জামিন হবে। আর যদি দূতের উসুল করাকে অস্বীকার করে, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর কোন যিমান হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক ব্যক্তি কারো পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির কাছে দূত রূপে এসে বলল যে, আমাকে পাঁচশ' দিরহাম দিয়ে দাও। সে বলল, যে পর্যন্ত নির্দেশকারীর সাথে আমার সাক্ষাৎ না ঘটে এবং সে নিজে আমাকে না বলে, সে পর্যন্ত আমি তোমাকে দিব না। তারপর সে দূতকে বলল যে, আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সে আমাকে দিতে বলেছে। তারপর সে দিতে অস্বীকার করল এবং বলল যে, তারপর সে তোমাকে দিতে আমাকে নিষেধ করেছে, তবে তার না দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু যদি এই মাল তার উপর করয থাকে, তবে নিষেধ করার ক্ষেত্রে তার কথা তাসদীক করা যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে নিজের করয পরিশোধ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তা জাইয হবে এবং উকীল যে পরিমাণ পরিশোধ করবে, তা মুআক্কিল হতে নিয়ে নিবে। কিন্তু যদি কাউকে বলে যে, আমার কসমের কাফফারা বাবত ফকীর খাইয়ে দাও কিংবা বলে যে, আমার যাকাত পরিশোধ করে দাও তবে তার থেকে ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি মুআক্কিল বলে যে, এই শর্তে যে, আমি জামিন আছি তবে ফেরত নিতে পারবে (আল-হাবী)।

৪৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, অমুক ব্যক্তিকে হাজার দিরহাম দিয়ে দাও, যাতে তার করয পরিশাধ হয় এবং 'আমার পক্ষ থেকে' না বলে, কিংবা এরূপ বলে যে, অমুক ব্যক্তিকে হাজার দিরহাম পরিশোধ করে দাও এবং 'আমার পক্ষ থেকে' না বলে, কিংবা এই শর্তে যে, আমি জামিন কিংবা এই শর্তে যে, ঐ দিরহাম তুমি আমার উপর পাওনা হবে। তারপর উকীল নির্দেশ অনুযায়ী তাকে দিয়ে দেয়। তবে যদি উকীল ঐ মুআক্কিলের শরীক বা খালীত হয়, তবে সর্বসম্মতভাবে তার থেকে নিতে পারবে।

খালীত বলা হয়, বাজারের কাজ-কারবারে উভয়ের মধ্যে লেনদেন চালু থাকা এবং একে অপরের কাছে মাল রেখে দেওয়া। যখন অন্য ব্যক্তির দূত বা উকীল আসে, তখন তার কাছে বিক্রি করা কিংবা করয দেওয়াকে।

অনুরূপভাবে যদি উকীল মুআক্কিলের পরিজনের মধ্য থেকে হয় কিংবা উকীল মুআক্কিলের পরিজনকে খোরপোস দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে, তবে এসব অবস্থায়ও সর্বসম্মতভাবে নিতে পারবে, যদিও সে জামিন হওয়ার শর্ত বর্ণনা না করে। কেননা, এক্ষেত্রে উরফ বা দেশাচার গ্রহণযোগ্য হয়। আর যদি এসব অবস্থার মধ্য থেকে কোন একটি না পাওয়া যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ফেরত নিতে পারবে না (আয-যখীরা)।

৫০. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, অমুক ব্যক্তিকে আমার পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহাম নগদ দিয়ে দাও কিংবা পরিশোধ করে দাও কিংবা দিয়ে দাও কিংবা দান করে দাও এবং 'আমার পক্ষ থেকে' এ শব্দটি উলেখ করে, কিংবা 'আমার পক্ষ থেকে' এ কথাটি না বলে, বরং এরূপ বলে যে, সে আমার নিকট যে এক হাজার দিরহাম পায়, তা হতে দিয়ে দাও এবং উকীল এরূপ করে। তবে মুআক্কিল হতে উকীলের ফেরত নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। যদিও ফেরত নেওয়া বা যিমানের শর্ত করা হয়নি।

আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমার পক্ষ থেকে আমার মালের যাকাত দিয়ে দাও কিংবা আমার পক্ষ হতে দশজন মিসকীনকে আহার করাও কিংবা আমার পক্ষ থেকে গরীব-

মিসকীনকে দশ দিরহাম সদকা করো কিংবা আমার পক্ষ থেকে অমুক ব্যক্তিকে হাজার দিরহাম হিবা করো। তারপর সে এরূপ করল, তবে শর্ত বা যিমানের উল্লেখ ছাড়া মুআক্কিল থেকে ফেরত নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৫১. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার পক্ষ হতে এই দিরহাম অমুক কিংবা অমুককে করয পরিশোধ করে দাও, তবে যাকেই পরিশোধ করবে, জাইয হবে (আল-হাবী)।

৫২. মাসআলা ঃ ফকীহগণ বলেন, যদি কেউ কাউকে নিজের করয পরিশোধ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে। তারপর উকীল এসে বলে যে, আমি পরিশোধ করেছি এবং মুআক্কিল তার তাসদীক করে। তারপর যখন উকীল যা দিয়েছে তা নেওয়ার জন্য মুআক্কিলের নিকট তলব করে, তখন মুআক্কিল বলে যে, আমার আশংকা হয় যে, করযদাতা এসে আমার উকীলের পরিশোধের কথা অস্বীকার করে পুনরায় তা আমার নিকট হতে আদায় করে নিবে। তবে মুআক্কিলের একথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না, বরং নির্দেশ দান করা হবে যে, উকীলের হক তাকে পরিশোধ করে দাও। তারপর যদি করযদাতা এসে মুআক্কিল হতে করয আদায় করে নেয়, তবে মুআক্কিল যে পরিমাণ দিয়েছে উকীল হতে তা ফেরত নিবে, যদিও পরিশোধ করার ব্যাপারে তাকে তাসদীক করে থাকে (আল-বাহরুর রাইক)।

৫৩. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল উকীলের পরিশোধ করার কথা অস্বীকার করে, তারপর উকীল পরিশোধ করার সাক্ষ্য পেশ করে, যাতে মুআক্কিল হতে মাল উসুল করতে পারে, আর করযদাতা অনুপস্থিত থাকে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এমনকি যদি করযদাতা উপস্থিত হয়ে উসুল পাওয়া অস্বীকার করে, তবে তার কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না (আল-মুহীত)।

৫৪. মাসআলা ঃ একই ব্যক্তি করযদারের পক্ষ হতে করয পরিশোধ করা এবং করযদাতার পক্ষ হতে করয উসুল করার উকীল হওয়া জাইয নয় (আল-মাবসূত)।

৫৫. মাসআলা ঃ আর যদি করয পরিশোধ করার উকীল সাক্ষী ব্যতীত করয পরিশোধ করে এবং তা লিখিয়ে না রাখে, তবে তার উপর যিমান হবে না। কিন্তু মুআক্কিল যদি তাকে বলে দিয়ে থাকে যে, সাক্ষী ব্যতীত পরিশোধ করবে না। তারপর সে সাক্ষী ব্যতীত পরিশোধ করে, তবে সে জামিন হবে। আর যদি উকীল বলে যে, আমি সাক্ষী রেখেছিলাম এবং করযদাতা তা অস্বীকার করে এবং উকীলের নিকট সাক্ষী না থাকে, তবে উকীল যিমান হতে মুক্ত হবে–যদি সে ঐ কথার উপর কসম করে। আর যদি মুআক্কিল বলে যে, অমুক ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে পরিশোধ করবে না। কিন্তু সে তার অনুপস্থিতিতে পরিশোধ করে, তবে সে জামিন হবে (আল-হাবী)।

৫৬. মাসআলা ঃ করযদার যদি তার মাল কোন ব্যক্তিকে তার করয পরিশোধ করার জন্য দেয় এবং তাকে বলে যে, এই মাল অমুক ব্যক্তিকে, সে আমার কাছে যে করয পাওনা আছে সেই বাবত দিয়ে দাও এবং প্রাপ্তিস্বীকার পত্র নিয়ে নিবে। তারপর সে দিয়ে দেয় এবং প্রাপ্তিস্বীকার পত্র না নেয়, তবে জামিন হবে না। আর যদি এরূপ বলে থাকে যে, প্রাপ্তিস্বীকার পত্র না নিয়ে দিবে না, তারপর সে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র তমসুক না নিয়ে দেয়, তবে জামিন হবে (আয-যখীরা)।

৫৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে হাজার দিরহাম দিয়ে দেয় এবং বলে যে, এগুলো আমার করয পরিশোধ বাবদ অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। তারপর উকীল তা রেখে দেয় এবং তার বদলে অন্য দিরহাম দিয়ে দেয়। তবে কিয়াসের দাবী হলো, যে দিরহাম সে রেখে দিয়েছে তা মুআক্কিলকে ফেরত দিবে এবং করয পরিশোধ করার ক্ষেত্রে উকীল মুআক্কিলের উপর নিজের পক্ষ হতে ইহসানকারী হবে। অর্থাৎ মুআক্কিলের উপর তা দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব নয়। তবে ইসতিহসানের এ বিধান নয়। ইসতিহসানের কারণ হলো, মুআক্কিলের উদ্দেশ্য নিজকে করয থেকে মুক্ত করা। আর এই উদ্দেশ্য দুই ভাবেই হাসিল হতে পারে। হয়তো উকীল মুআক্কিলের প্রদত্ত এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করে দিবে কিংবা তার মিছল বা সদৃশ পরিশোধ করে দিবে (আল-মাবসূত)।

৫৮. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে কিছু দিরহাম দিয়ে বলল যে, এর দ্বারা আমার পক্ষ হতে অমুক ব্যক্তির করয পরিশোধ করে দাও। তারপর করযদাতা মুরতাদ হয়ে গেল এবং উকীল তার মুরতাদ হওয়া অবস্থায় উক্ত করয পরিশোধ করল। আর করযদাতা ঐ অবস্থায়ই মারা গেল। এক্ষেত্রে যদি উকীলের ফিকাহর মাসআলা জানা থাকে যে, ঐ মুরতাদকে তার দেওয়া জাইয নয়, তবে যে পরিমাণ দিরহাম উকীলকে দেওয়া হয়েছে উকীল তার জামিন হবে। আর যদি এ কথা সে না জানে, তবে জামিন হবে না। তার এই না জানাই তার জন্য উযর হবে। কেননা, এ মাসআলা অনেক ফকীহর নিকটই স্পষ্ট নয়। সুতরাং সাধারণ লোকদের পক্ষে তা স্পষ্টভাবে জানার কথা নয় (আল-ওয়াকিয়াত)।

৫৯. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে ইব্ন সাম্মা'আহ কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে করয পরিশোধ করতে নির্দেশ দিল। তারপর মুআক্কিল নিজেই ঐ করয পরিশোধ করল। তারপর উকীলও তা পরিশোধ করল। তবে উকীল যাকে মাল দিয়েছে তার নিকট হতে তা উসুল করে নিবে। মুআক্কিল হতে নিতে পারবে না। কেননা, যখন মুআক্কিল নিজেই করয পরিশোধ করেছে, তখন উকীল বরখাস্ত হয়ে গিয়েছে। কারণ উকীলকে যে কাজে নিয়োগ করা হয়, নিয়োগকারী নিজেই সে কাজ করলে বুঝা যায় যে, তার আর উকীলের প্রয়োজন নেই। তাই উকীল আপনা থেকেই বরখাস্ত হয়ে যায়। আর মুআক্কিলের পরিশোধ করার কথা উকীলের জানা শর্ত নয়। এ মাসআলা ওকালাতুল আছল কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি উকীল এরূপ সাক্ষী পেশ করে যে, আমি মুআক্কিলের নির্দেশ দানের পর তার পরিশোধ করার পূর্বে পরিশোধ করেছি, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে কবযাকারী হতে কিংবা মুআক্কিল হতে ফেরত নেওয়ার (আল-মুহীত)।

৬০. মাসআলা ঃ করয পরিশোধের উকীল যদি মুআক্কিলের নির্দেশ অপেক্ষা উত্তম মাল দিয়ে করয পরিশোধ করে, তবে সে মুআক্কিল হতে এরূপ মালই নিতে পারবে, যেরূপ মাল সে পরিশোধ করতে বলেছিল। আর যদি নিকৃষ্ট মাল পরিশোধ করে, তবে যেরূপ মাল পরিশোধ করেছে সেরূপ মাল মুআক্কিল থেকে নিতে পারবে (আয-যখীরা)।

৬১. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে হিশাম কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে নির্দেশ দিল যে, এই দিরহাম আমার করযদাতাকে দিয়ে দাও। সে ঐ দিরহামের পরিবর্তে নিজের নিকট হতে অন্য দিরহাম দিল, কিংবা তার কাছে ঐ দামের কাপড় বিক্রয় করল, কিংবা তার কাছে উকীলের হাজার দিরহাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাওনা ছিল তাই তাকে তার বদল বানালো, তবে এসবগুলোই জাইয হবে, আর সে যা পরিশোধ করল, তা তার পক্ষ হতে ইহ্সান হবে না।

আর কেউ যদি তার উকীলকে একটি গোলাম দিয়ে বলে যে, এটি বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে অমুক ব্যক্তি আমার কাছে যে করয পাওনা আছে, তা পরিশোধ করে দাও। উকীল গোলাম বিক্রি করার পূর্বে তার মূল্যের সমপরিমাণ দিরহাম নিজের তরফ হতে নিয়ে মুআক্কিলের পক্ষ হতে করয পরিশোধ করল, তবে এক্ষেত্রে সে ইহসানকারী গণ্য হবে (আল-মুহীত)।

৬২. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে আদেশ করল যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে যে করয পাওনা আছে, তা তুমি পরিশোধ করে দাও। উকীল তা পরিশোধ করে মুআক্কিলের নিকট তা নিতে আসল। মুআক্কিল বলল, ঐ ব্যক্তি আমার নিকট কোন করযই পাবে না এবং আমি তার কোন পাওনা পরিশোধ করতেও বলিনি, আর তুমি কিছু পরিশোধও করনি। অথচ সেই করয পাওনাদার লোকটিও অনুপস্থিত। তখন উকীল ঐ ব্যক্তির করয পাওনা এবং তা পরিশোধ করার আদেশ দেওয়ার সাক্ষ্য পেশ করল, তবে কাযী মুআক্কিলের উপর পাওনাদারের করয ও তা পরিশোধ করার আদেশের উপর ডিক্রি দিবে এবং মুআক্কিলের নিকট হতে উকীলের তা উসুল করে নেওয়ার নির্দেশ দিবে–যদিও করয পাওনাদার অনুপস্থিত থাকে (আল-ফাত্ওয়া আস-সুগ্রা)।

৬৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে দেওয়ার জন্য উকীলকে কোন মাল দেয় এবং উকীল বলে যে, আমি তা দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মুআক্কিল ও যাকে মাল দিতে বলা হয়েছে, তারা তার তাকযীব করে, তবে উকীলের কথা যিমান থেকে তার দায়িত্বমুক্ত হওয়ার জন্য গ্রহণ করা যাবে এবং করয পাওনাদারের কথা তার কবযা না করার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যাবে এবং মুআক্কিল থেকে করয বাতিল হবে না। আর উভয়ের উপর কসম আসবে না। কসম শুধু তার উপর ওয়াজিব হবে যে তাকযীব করেছে। যে তাসদীক করেছে তার উপর কসম ওয়াজিব হবে না। আর যদি উকীলের দেওয়ার বিষয়ে তাসদীক হয়, তবে অন্য ব্যক্তি কসম করবে যে, আলাহ্র কসম আমি উসুল পাইনি। যদি কসম করে, তবে তার করয বাতিল হবে না, কিন্তু কসম হতে বিরত থাকলে বাতিল হবে। আর যদি অন্য ব্যক্তির তাসদীক করে যে, সে উসুল পায়নি, আর উকীলের তাকযীব করে, তবে উকীল থেকে কসম নিবে যে, সে দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং যদি কসম করে, তবে মুক্ত হবে। অন্যথায় তাকে যা দেওয়া হয়েছে তা তার উপর লাযিম হবে।

আর যদি কারো কাছে কোন 'দায়বদ্ধ' (মাযমূন) মাল থাকে, যেমন ছিনতাই করা মাল ছিনতাইকারীর কাছে কিংবা করয। আর করযদাতা কিংবা মাগসূব মিনহু (যার থেকে ছিনতাই করা হয়েছে) তাকে হুকুম করে যে, অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। আর উকীল বলে যে, আমি এরূপ করেছি। আর সেই অমুক ব্যক্তি বলে যে, আমি উসুল পাইনি, তবে সাক্ষী ব্যতীত উকীলকে তাসদীক করা যাবে না। কিন্তু দেওয়ার ক্ষেত্রে মুআক্কিল যদি উকীলকে তাসদীক করে, তবে তখন সে যিমান থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কবযাকারীর বিপক্ষে উভয়কে তাসদীক করা যাবে না। আর তার কবযা না করার বক্তব্য কসমের সাথে গ্রহণ করা যাবে। আর যদি উকীলকে মুআক্কিল তাকযীব করে যে, সে দেয়নি এবং উকীল তার কাছে কসম তলব করে, তবে তার জানার উপর কসম নেওয়া হবে যে, আল্লাহ্র কসম আমি জানি না যে, সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিয়েছে। তারপর যদি কসম করে, তবে উকীল থেকে যিমান নিবে। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে যিমান বাতিল হয়ে যাবে (শারহুত্-তাহাবী)।

৬৪. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তির মুকাতাব কাউকে উকীল নিযুক্ত করে যে, একজনের অংশ তাকে দিয়ে দাও। তারপর গায়েব হয়ে যায়, তবে অন্য ব্যক্তি এই উকীল থেকে কিছু নিতে পারবে না। কেননা, উকীল তার অংশ দেওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে উকীল হয়নি। আর যদি মুকাতাব নিজের করয পরিশোধ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং করযের মাল উকীলকে দিয়ে দেয়, তারপর তার উভয় মালিক অথবা অন্য লোকগণ যদি উকীল হতে তা নিতে চায়, তবে তাদের এই ইখতিয়ার হাসিল হবে না (আল-মাবসূত, পরিচ্ছেদ ঃ নির্দেশপ্রাপ্ত গোলাম ও মুকাতাবের উকীল নিয়োগ)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট মাল কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ

১. মাসআলা ঃ নির্দিষ্ট মাল কবযা করার উকীল খুছূমতের উকীল হবে না। এমনকি যদি কেউ নিজের গোলামকে কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং বর্তমান কবযাকারী সাক্ষ্য পেশ করে যে, মুআক্কিল আমার নিকট তাকে বিক্রয় করেছে। তবে মুআক্কিল হাযির হওয়া পর্যন্ত ইসতিহসান মতে অপেক্ষা করতে হবে। এমনকি যদি সেই অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তবে বিক্রয়ের সাক্ষ্য পুনরায় পেশ করতে হবে। অনুরূপভাবে যদি উকীল বলে যে, স্ত্রীর স্বামী বা গোলাম কিংবা দাসীর মালিক আমাকে এই মর্মে উকীল নিয়োগ করেছে যে, আমি তার স্ত্রীকে বা গোলামকে বা দাসীকে তার নেকট পৌছে দিব। তারপর স্ত্রী সাক্ষ্য পেশ করে যে, স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে কিংবা গোলাম ও দাসী আযাদ করে দেওয়ার সাক্ষ্য পেশ করে, তবে ইসতিহসান মতে উকীলের হাত বন্ধ রাখার জন্য তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, তবে তালাক ও আযাদীর ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২. মাসআলা ঃ কেউ কোন লোককে নির্দিষ্ট মাল কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ করল। তারপর এক ব্যক্তি এসে তা কবযা করার পূর্বে নষ্ট করে দিল, তবে উকীল নষ্টকারীর নিকট হতে মূল্য নেওয়ার জন্য খুছূমত করতে পারবে না। আর যদি উকীলের কবযার পর নষ্ট করে, তবে উকীল নষ্টকারীর নিকট হতে মূল্য আদায় করার জন্য খুছূমত করতে পারবে (আয-যখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে এজন্য উকীল নিয়োগ করে যে, আমার আমানত অমুক ব্যক্তির নিকট হতে নিয়ে নাও এবং সেই অমুক ব্যক্তি বলে যে, আমি তা মুআক্কিলকে দিয়ে দিয়েছি। তবে তার কথা গ্রহণ করা হবে। একইভাবে যদি সে বলে যে, আমি তা উকীলকে দিয়ে দিয়েছি, তাহলেও তার কথা গ্রহণ করা হবে এবং সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিরহাম গচ্ছিত রাখল। তারপর যার নিকট গচ্ছিত রাখল তার অনুপস্থিতিতে বলল যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে আদেশ করেছি যে, যার নিকট আমি গচ্ছিত রেখেছি তার নিকট হতে তা উসুল করো এবং উকীল তা জানে না। কিন্তু সে গচ্ছিত মাল উসুল করল এবং তা নষ্ট হয়ে গেল। তবে গচ্ছিতকারীর ইখতিয়ার থাকবে দাতার নিকট হতে যিমান নেওয়ার কিংবা গ্রহণকারীর নিকট হতে যিমান

নেওয়ার। আর যদি আমানত গ্রহণকারীর ওকালাত ও আদেশের বিষয় জানা থাকে এবং কার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, উকীল তা না জানে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে উকীলকে গচ্ছিত মাল দিয়ে দেয়, তবে তা জাইয হবে। এবং আদেশের দরুন উভয়ের মধ্যে কারো উপর যিমান হবে না। আর যদি উভয়ের মধ্যে কারো আদেশ সম্পর্কে জানা না থাকে এবং উকীল বলে যে, অমুক ব্যক্তির রাখা গচ্ছিত মাল আমাকে দিয়ে দাও, আমি তা মালিকের নিকট পৌছে দিবো কিংবা বলে যে, তা আমার নিকট দাও, আমার নিকট তা গচ্ছিত মাল রূপে থাকবে এবং সে তাকে দিয়ে দেয়, আর তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে গচ্ছিত মালের মালিকের ইখতিয়ার থাকবে উভয়ের মধ্য থেকে যার নিকট থেকে ইচ্ছা যিমান নিতে পারবে। এ মত ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) পোষণ করেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে তার গচ্ছিত মাল কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং সে গচ্ছিত মালের কিছু অংশ কবযা করে তবে তা জাইয হবে। কিন্তু যদি মুআক্কিল বলে দেয় যে, সমুদয় গচ্ছিত মাল ব্যতীত কবযা করবে না। তবে কিছু গচ্ছিত মাল কবযা করা জাইয হবে না, বরং এক্ষেত্রে সে জামিন হবে। আর যদি কিছু কবযাকৃত গচ্ছিত মাল নষ্ট হওয়ার পূর্বে সে অবশিষ্ট গচ্ছিত মাল কবযা করে, তবে এই কবযা মুআক্কিলের উপর জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ একটি গোলাম এক ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত আছে। তাকে কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ করা হলো। আর ঐ গোলাম ভুলবশত কতল হয়ে গেল, তবে যার নিকট সে গচ্ছিত ছিল, সে তার মূল্য নিতে পারবে, উকীল নিতে পারবে না।

অনুরূপভাবে যদি গোলামের উপর 'জিনায়াত' করা হয় এবং যার কাছে গোলাম পচ্ছিত ছিল সে তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে, তবে উকীল গোলামকে কবযা করতে পারবে, জরিমানা কবযা করতে পারবে না। এ বিধান দাসীর মহর ও মজুরীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর যদি উকীল গোলামকে কবযা করে, তারপর সে তার কবযার মধ্যে কতল হয়ে যায়, তবে তার মূল্য নেওয়ার ইখতিয়ার তার থাকবে (মুহীত আস-সারাখ্সী)।

৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে দাসী কিংবা বকরী কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তারপর ঐ দাসী কিংবা বকরী বাচ্চা প্রসব করে, তবে উকীল ঐ বাচ্চাকে তার মায়ের সাথে কবযা করতে পারবে। আর যদি উকীল নিযুক্ত করার পূর্বে বাচ্চা প্রসব করে, তবে বাচ্চা কবযা করার ইখতিয়ার তার থাকবে না। বাগানের ফলের বিধানও বাচ্চার বিধানের অনুরূপ।

আর যদি গচ্ছিতকারী যমীনের মালিকের নির্দেশে গাছের মাথায় থাকা অবস্থায় ফল বিক্রয় করে, তবে তা উকীল কবযা করতে পারবে না। দাসীর বাচ্চার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য (আল-বাহরুর রাইক)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারো কাছে কিছু গচ্ছিত রাখল, তারপর তা কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করল, তারপর নিজেই তা কবযা করল, তারপর পুনরায় তা তার নিকট গচ্ছিত রাখলো, তবে উকীল তা কবযা করতে পারবে না; চাই সে এ বিষয় জানুক বা না জানুক।

অনুরূপভাবে যদি উকীল প্রথমেই তা উসুল করে এবং মুআক্কিলকে দিয়ে দেয়, তারপর মুআক্কিল পুনরায় তার নিকট তা গচ্ছিত রাখে, তবে উকীল তার থেকে তা উসুল করতে পারবে

না। আর যদি উসুল করে এবং নষ্ট হয়ে যায়, তবে গচ্ছিতকারীর ইখতিয়ার থাকবে যে-কোন একজন থেকে যিমান নেওয়ার। যদি সে উকীল হতে যিমান নেয়, তবে উকীল গচ্ছিত গ্রহণকারীর নিকট হতে তা নিতে পারবে না। আর যদি গচ্ছিত গ্রহণকারী হতে যিমান নেয়, তবে সে তা উকীলের নিকট থেকে নিয়ে নিবে। আর এই বিধান তখন হবে যখন দ্বিতীয়বার তার উকীল হওয়ার তাসদীক না করা হয় (আল-মাবসূত)।

৯. মাসআলা ঃ পরিমাপযোগ্য কিংবা ওযনযোগ্য গচ্ছিত মাল উসুল করার জন্য উকীল নিযুক্ত করা হলো। আর তা কেউ নষ্ট করে ফেলল। তারপর তার সম পরিমাণ মূল্য গচ্ছিত মালগ্রহীতা নষ্টকারীর নিকট হতে নিয়ে নিল, তবে ইসতিহসান মতে উকীল তা উসুল করতে পারে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে অদ্য কোন গচ্ছিত মাল কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে কল্য মাল উসুল করার। আর যদি কল্য কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তা অদ্য উসুল করতে পারবে না। অনুরূপভাবে যদি বলে যে, এখনই তা উসুল করো, তবে একটু পরে তা উসুল করতে পারবে। আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তির উপস্থিতিতে উসুল করবে আর সে তার অনুপস্থিতিতে উসুল করে, তবে তা জাইয হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে যে, সাক্ষীদের সামনে উসুল করবে, আর সে সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে কবযা করে, তবে জাইয হবে। কিন্তু যদি এরূপ বলে যে, অমুক ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে কবযা করবে না, আর সে তা সেই অমুক ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে কবযা করে, তবে তা জাইয হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা, অনুচ্ছেদ ঃ তেত্রিশ)।

১১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বলল যে, আমি অমুক ব্যক্তির পক্ষ হতে তোমার নিকট হতে গচ্ছিত মাল আদায় করার জন্য উকীল নিযুক্ত হয়েছি এবং বিবাদী তার নিকট রাখা গচ্ছিত মাল ও ওকালাত উভয়ের তাসদীক করল, তারপর তা দিতে অস্বীকার করল তবে তা জাইয হবে না (আস-সিরাজিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কারো গচ্ছিত মাল উসুল করে, তারপর গচ্ছিতকারী কসম করে বলে যে, আমি তাকে উকীল করিনি এবং যার কাছে আমি আমার মাল গচ্ছিত রেখেছিলাম তার থেকে আমার মাল নিয়ে নিয়েছি, তবে সে কবযাকারীর নিকট থেকে নিয়ে নিবে, যদি তার নিকট ঐ মাল হুবহু বর্তমান থাকে। আর যদি সে বলে যে, তা আমার নিকট নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা আমি তা মুআক্কিলকে দিয়ে দিয়েছি। এক্ষেত্রে যদি গচ্ছিতকারী ওকালাতের বিষয়ে তাকে তাসদীক করে, তবে তার নিকট হতে কিছু নিতে পারবে না। আর যদি তাকযীব করে, কিংবা তাসদীক-তাকযীব কিছুই না করে, কিংবা যামানাতের শর্তে তাসদীক করে, তবে তার নিকট থেকে যিমান নিতে পারবে। আর যদি সোপর্দ করার নির্দেশ না দেওয়া হয়, কিন্তু সে সোপর্দ করে দেয় কিংবা দেওয়ার পর তার নিকট হতে তা ফেরত নিতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না। কেননা, সে নিজে যে কাজ সম্পন্ন করেছে, তা সে ভঙ্গ করতে চায়। আর যদি অস্বীকৃতির পর গচ্ছিত মাল তার নিকট নষ্ট হয়ে যায়, তবে কোন কোন শায়খ বলেন, সে জামিন হবে না। কিন্তু জামিন হওয়া উচিত। কেননা, গচ্ছিতকারীরকে উকীল মাল প্রদানে অস্বীকার করা তার ধারণায় গচ্ছিতকারীকে অস্বীকার করার নামান্তর (আন-নিহায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির নিকট কিছু মাল গচ্ছিত রাখল, তারপর কাউকে তা কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করল। তখন গচ্ছিত গ্রহীতা ঐ মাল ব্যতীত অন্য মাল উকীলকে দিল এবং উকীল তা মুআক্কিলকে দিল, আর মুআক্কিলের নিকট তা নষ্ট হয়ে গেল, তবে মুআক্কিল তার জামিন হবে (আয-যখীরা)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কোন চতুষ্পদ জন্তু ধার নেয় এবং তা কবযা করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, তারপর সে কবযা করে তার উপর সওয়ার হয়, তবে উকীল জামিন হবে, যদি জন্তুটি মারা যায়। কেননা, মুআক্কিলের তরফ থেকে উকীল সওয়ার হওয়ার জন্য আদিষ্ট ছিল না। আর মাশায়িখ কিরাম বলেন, এই বিধান তখন হবে, যখন জন্তুর পিঠে সওয়ার হওয়া ব্যতীত তাকে বাগে আনা যায়। আর যদি জন্তু এরূপ হয় যে, পিঠে সওয়ার হওয়া ব্যতীত তাকে বাগে আনা যায় না, তখন উকীল জামিন হবে না। কেননা, তখন মুআক্কিল যেন তার সওয়ার হওয়ার ব্যাপারে রাযী হয়েছে (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির কাছে করযদারের কিছু গচ্ছিত থাকে। তারপর ঐ গচ্ছিত গ্রহীতা গচ্ছিতকারীর নিকট এসে বলে যে, তুমি তোমার গচ্ছিত মাল করযদাতার করয রূপে পরিশোধ করে দাও। শীঘ্রই সে আমার কবযা অনুমোদন করবে। করযদার এরূপই করল এবং নিজের করযের মধ্যে দিয়ে দিল। আর ঐ ব্যক্তিকে যার কাছে গচ্ছিত আছে করযদাতার তরফ হতে কবযা করার নির্দেশ দিল। তারপর করযদাতা এলো এবং ঐ কাজ জাইয রাখল। তারপর গচ্ছিতকারী গচ্ছিত গ্রহীতাকে নিষেধ করল যে, করযদাতাকে দিও না এবং তার তরফ হতে কবযা করো না, তবে এই নিষেধ শুদ্ধ হবে, যদি গচ্ছিত গ্রহীতা করযদাতার তরফ হতে কবযা না করে, আর যদি গচ্ছিত গ্রহীতা করযদাতার তরফ হতে কবযা করে, তবে ঐ গচ্ছিত মাল করযদাতার হয়ে যাবে যদিও সে গচ্ছিত গ্রহীতা হতে নিয়ে কবযা করে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি গচ্ছিত মাল গ্রহীতা গচ্ছিত মাল কোন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়, এবং দাবী করে যে, আমি গচ্ছিতকারীর নির্দেশে দিয়েছি, আর গচ্ছিতকারী অস্বীকার করে। তবে তার অস্বীকারমূলক কথা কসম দ্বারা গ্রহণ করা হবে (আল-বাদাঈ)।

১৭. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে নিজের গোলাম অমুক ব্যক্তিকে দেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করল এবং উকীল তার নিকট এসে বলল যে, গোলামের মালিক এই গোলামটি তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। সে গ্রহণ করল, গোলামটি তারপর উকীলকে ফেরত দিল, তারপর গোলাম উকীলের কাছে মারা গেল। তবে গোলামের মালিকের ইখতিয়ার থাকবে উভয়ের মধ্যে যার নিকট হতে ইচ্ছা যিমান নিতে পারবে।

আর যদি উকীল বলে যে, গোলামের মালিক তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে এর দ্বারা খিদমত নিতে কিংবা তাকে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে এবং সে তাই করে এবং গোলাম মারা যায়, তবে উকীল জামিন হবে না। কেননা, উকীল থেকে শুধু ধোঁকা দেওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলা পাওয়া গেছে। আর ধোঁকাবাজের উপর শুধু ধোকার দরূন কোন বিনিময় গ্রহণ না করা অবস্থায় কোন যিমান ওয়াজিব হয় না। আর খিদমত গ্রহণকারী জামিন হবে। কেননা, সে অপরের গোলাম দ্বারা তার অনুমতি ব্যতীত খিদমত গ্রহণ করেছে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ আপোসের জন্য উকীল নিয়োগ

১. মাসআলা ঃ আপোসের উকীলের খুছূমতের ইখতিয়ার থাকে না এবং আপোসের জন্য সে অন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করতে পারবে না। যদি সে অন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে এবং দ্বিতীয় উকীল সোলেহ বা আপোস করে, তারপর যদি সে মুআক্কিলের মাল হতে দিরহাম দেয়, তবে মুআক্কিল তার নিকট হতে নিয়ে নিবে। আর যদি নিজের তরফ হতে দেয়, তবে প্রথম মুআক্কিলের উপর কিছু লাযিম হবে না এবং এই আপোস প্রথম উকীলের উপর জাইয হবে এবং সে অনুগ্রহকারী হবে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি দুই ব্যক্তিকে আপোসের জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর একজন নিজের মাল দ্বারা আপোস করে, মুআক্কিলের মাল দ্বারা নয়, তবে তা তার উপর জাইয হবে এবং সে তাতে অনুগ্রহকারী হবে।

একইভাবে যদি এক হাজার দিরহামে আপোস করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং তাকে মালের যামিন হতে বলে। তারপর সে দুই হাজার দিরহাম কিংবা একশ' দীনারে আপোস করে এবং নিজের নিকট হতে নগদ আদায় করে দেয় কিংবা আসবাবপত্র কিংবা পরিমাপযোগ্য কিংবা ওযনযোগ্য বস্তুর দ্বারা নিজের নিকট থেকে দিয়ে আপোস করে, তবে আপোস জাইয হবে এবং মুআক্কিল হতে কিছু নিতে পারবে না।

আর যদি এক হাজার দিরহামের কমে আপোস করে এবং মাল দিয়ে দেয়, তবে এই আপোস মুআক্কিলের উপর জাইয হবে। আর প্রত্যেক অবস্থায় উকীলকে যে বস্তু দ্বারা আপোস করার নির্দেশ করা হয়, উকীল যদি তার প্রকার বা গুণের মধ্যে বিপরীত করে, তবে আপোস উকীলের উপর জাইয হবে–মুআক্কিলের উপর নয়।

২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে যে, আমার তরফ হতে অমুক ব্যক্তির সাথে–যে আমার কাছে কোন মাল বা করয দাবী করছে–আপোস করো এবং এ ব্যাপারে নিজের মতানুযায়ী কাজ করো। তারপর উকীল একশ' দিরহামে তার সাথে আপোস করল তবে তা জাইয হবে এবং মাল মুআক্কিলের উপর লাযিম হবে, উকীলের উপর নয় (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ বিবাদীর পক্ষ হতে যে ব্যক্তি আপোসের উকীল হয়, যদি সে আপোসের বিনিময় দিয়ে দেয় কিংবা আপোসের মাল নিজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে, যাতে তার উপর লাযিম হয়ে যায়, যদি তা সে পরিশোধ করে দেয়, তবে মুআক্কিল হতে নিয়ে নিবে, যদিও যিমান মুআক্কিলের নির্দেশ ব্যতীত হয়।

ইচ্ছাকৃত হত্যার রক্তপণদাতার পক্ষ হতে যে ব্যক্তি আপোসের উকীল নির্ধারিত হয়, সে সত্তা ক্রয়ের উকীলের অনুরূপ; যদি সে এই পরিমাণ বিনিময়ের উপর আপোস সাব্যস্ত করে যা সত্তার মূল্যের সমতুল্য কিংবা তার চেয়ে এই পরিমাণ কম বা বেশী, যা মানুষ সহ্য করতে পারে, তবে বিনা মতেই জাইয হবে। আর যদি এই পরিমাণ বেশীর উপর সাব্যস্ত করে যে, মানুষ এই পরিমাণ লোকসান দিতে সম্মত হয় না, তবে কারো মতেই তা জাইয হবে না।

আর ইচ্ছাকৃত হত্যায় রক্তপণ তলবকারীর পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি আপোসের উকীল হয়, সে কোন সত্তা বিক্রয়ের উকীলের অনুরূপ; যদি সে এই পরিমাণ বিনিময়ে আপোস সাব্যস্ত করে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যা সত্তার মূল্যের সমতুল্য কিংবা এই পরিমাণ কম যে, মানুষ তা সহ্য করতে পারে, তবে বিনা মতভেদে তা জাইয হবে। আর যদি এই পরিমাণ কমের উপর আপোস করে যে, মানুষ তা সহ্য করতে পারে না, তবে তা জাইয হওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ আছে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ইচ্ছাকৃত হত্যায়, যার উপর তা দাবী করা হয়, কাউকে আপোস করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, আর সে যদি এমন কোন শ্রেণীর বস্তুর উপর আপোস করে, যা দিয়াত বা রক্তপণ রূপে দেওয়া হয়, তা যে কোন বস্তু হোক না কেন, তবে মুআক্কিলের উপর তা জাইয হবে। আর যদি তাতে এই পরিমাণ অতিরিক্ত করা হয় যে, মানুষ ঐ পরিমাণ লোকসান সহ্য করে না। এক্ষেত্রে যদি আপোসের মাল দিয়ে দেয়, তবে উকীলের উপর জাইয হবে–মুআক্কিলের উপর জাইয হবে না।

আর যদি রক্তপণ তলবকারী আপোসের জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর সে দিয়াত বা রক্তপণ জাতীয় যে-কোন বস্তুর উপর আপোস করে, তা জাইয হবে। কিন্তু যদি সে দিয়াতের কমের উপর আপোস করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুআক্কিলের উপর জাইয হবে, কিন্তু সাহিবাইনের মতে জাইয হবে না। অবশ্য যদি কম এই পরিমাণ হয় যে, মানুষ তা সহ্য করে নেয়, তখন জাইয হবে (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে এই মর্মে উকীল করে যে, এক কুর গমে আপোস করবে এবং উকীল এক কুর যবে বা কিছু দিরহামে আপোস করে, তবে তা উকীলের উপর জাইয হবে–মুআক্কিলের উপর জাইয হবে না।

আর যদি কোন নির্দিষ্ট গোলামের বিনিময়ে কাউকে আপোস করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর উকীল নিজের দাসীর বিনিময়ে আপোস করে, তবে তা উকীলের উপর জাইয হবে, এখন তার কর্তব্য হবে যিমান দেয়া কিংবা দাসী দেয়া, বাদী মুআক্কিলের উপর জাইয হবে না।

আর যদি বাদী এজন্য উকীল নিয়োগ করে যে, এই ঘরের ব্যাপারে অমুক নির্দিষ্ট ঘরের বিনিময়ে আপোস করে নাও। তারপর উকীল এই ঘর ও আরেকটি ঘরের বিনিময়ে আপোস করল এবং আপোস করা করল, তাহলে তা জাইয হবে। কেননা সে একটি উত্তম বস্তু অতিরিক্ত যোগ করেছে।

আর যদি কেউ কাউকে এই মর্মে উকীল নিয়োগ করে যে, এই ঘরের ব্যাপারে একশ' দিরহাম দিয়ে আপোস করো। তারপর উকীল ঐ ঘর ও আরেকটি ঘরের ব্যাপারে আপোস করল। আর উকীল বিবাদীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয় তবে আপোস জাইয হবে ঐ ঘরের অংশ পরিমাণ (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ উকীলকে বলে যে, এক কুর নির্দিষ্ট গমের বিনিময়ে আপোস করে দাও। উকীল ঐ গমের পরিবার্তে উত্তম গমের আধা কুরের বিনিময়ে আপোস করল এবং তা দিয়ে দিল। তবে আপোস উকীলের উপর জাইয হবে–মুআক্কিলেরর উপর নয়। আর যদি এক কুর মধ্যম প্রকার গমের উপর আপোস করে এবং নির্দিষ্ট না করে, আর যে কুর উকীলকে দেওয়া হয়েছে তাও মধ্যম প্রকার হয়, তবে ইসতিহসান মতে মুআক্কিলের উপর জাইয হবে।

আর যদি কোন ঘরের দাবীর ব্যাপারে আপোসের জন্য উকীল নিয়োগ করা হয় এবং যার বিনিময়ে আপোস করা হবে তার নামোল্লেখ না করা হয়। তারপর উকীল অধিক মালের উপর

আপোস সাব্যস্ত করে এবং তা দিয়ে দেয়, তবে তা উকীলের উপর লাযিম হবে। এরপর দেখতে হবে–যদি এই পরিমাণ বেশী হয় যা সাধারণত মানুষ সহ্য করে নেয়, তবে আপোস মুআক্কিলের উপর জাইয হবে। আর যদি তার চেয়ে বেশী হয়, তবে ঘরের মালিকের উপর জাইয হবে না (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল বাদীর পক্ষ থেকে হয় এবং সে সামান্য বস্তুর উপর আপোস করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বাদীর উপর জাইয হবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)এর মতে জাইয হবে না। কিন্তু যদি এই পরিমাণ কম হয় যে, মানুষ ঐ পরিমাণ লোকসান স্বীকার করে নেয়, তখন তাদের মতেও জাইয হবে।

আর যদি দাবী এ রূপ হয় যে, বাদীর পক্ষ হতে তার কোন দলীল নেই এবং বিবাদী অভিযোগ অস্বীকার করে, তবে আপোস সকল অবস্থায় জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ খুনের মামলায় যদি বিবাদীর উকীল কাযীর সামনে স্বীকার করে যে, বাদী আমার মুআক্কিলের নিকট সত্য হক তলব করছে তবে কিয়াস মতে এ স্বীকারোক্তি জাইয হবে, কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী জাইয হবে না।

আর অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন বস্তু ক্রয় করে এবং তাতে আয়েব (বা খুঁত) দেখতে পায় এবং আয়েবের ব্যাপারে আপোস করার জন্য কোন উকীল নিযুক্ত করে এবং উকীল স্বীকার করে যে, ক্রেতা আয়েবের কথা বাতিল করে দিয়েছে এবং রাযী হয়ে গিয়েছে, তবে এ স্বীকারোক্তি মুআক্কিলের উপর জাইয হবে না।

আর যদি বিবাদীর উকীল বিবাদীর কোন গোলামের বিনিময়ে আপোস সাব্যস্ত করে এবং বিবাদী আপোসের বস্তু নির্দিষ্ট না করে থাকে, তবে জাইয হবে। আর বিবাদীর ইখতিয়ার থাকবে–ইচ্ছা হলে সে ঐ গোলাম দিয়ে দিবে কিংবা ইচ্ছা হলে তার মূল্য দিয়ে দিবে। আর এই বিধান প্রত্যেক নির্দিষ্ট মালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার সদৃশ নেই। আর যদি এরূপ নির্দিষ্ট মালের বিনিময়ে আপোস সাব্যস্ত করে যার সদৃশ বর্তমান আছে, তবে বিবাদীর ইখতিয়ার থাকবে–সে ইচ্ছা হলে ঐ নির্দিষ্ট মাল দিয়ে দিবে কিংবা ইচ্ছা হলে তার সদৃশ দিয়ে দিবে।

আর যদি কেউ কারো কবযাভুক্ত নির্দিষ্ট মালের দাবী করে এবং বিবাদী কোন ব্যক্তিকে বাদীর সাথে আপোস করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং তাকে যিমান দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তারপর উকীল বাদীর সাথে কিছু পরিমাণ মালের বিনিময়ে মেয়াদী ধার বাবদ আপোস করে এবং তা দিয়ে দেয়, তবে উকীলও মুআক্কিল হতে ঐ মেয়াদের উপর যিমান নিবে। আর যদি নগদ দেওয়ার শর্তের উপর আপোস করে এবং তা দিয়ে দেয়, তবে মুআক্কিল হতেও নগদ নিয়ে নিবে। আর তার ইখতিয়ার থাকবে পরিশোধ করে দেওয়ার পূর্বে মুআক্কিল হতে তলব করার। আর যদি উকীল বাদীর সাথে কিছু পরিমাণ মালের বিনিময়ে এই শর্তে আপোস করে যে, এই মাল উকীলের উপর নয়, বরং মুআক্কিলের উপর, তবে তা জাইয হবে। আর যদি বাদী কাউকে আপোস ও কবযা করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে আপোসের মালের উপর তার কবযা করার ইখতিয়ার থাকবে।

আর যদি বাদী বিবাদীর সাথে আপোস করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে এবং বিবাদী বাদীর সাথে আপোস করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, তারপর উভয় উকীলের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে এবং তারা আপোস করে নেয়, তবে তা জাইয হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি হত্যার হক হয় এবং কতিপয় ওয়ারিস তার ওলী হয়। তারপর একজন নিজের অংশের আপোস করানোর জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং কিছু দিরহামের বিনিময়ে আপোস করে দিরহাম উসুল করে নেয় তবে অবশিষ্ট ওয়ারিসদের ইখতিয়ার থাকবে–নিজ নিজ অংশের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের তাতে শরীক হয়ে যাওয়ার।

আর যদি ভুলবশত হত্যার উকীলের হাতে মাল নষ্ট হয়ে যায়, তবে তা যেন মুআক্কিলের হাতে নষ্ট হল। আর ওয়ারিসদেরকে ঐ উকীলের যিমান দিতে হবে না। অবশ্য ওয়ারিসগণ মুআক্কিল হতে নিজ নিজ অংশের পরিমাণ নিতে পারবে। কেননা, এটা যেন সে-ই উসুল করেছিল।

আর যদি দিয়াতের মধ্যে উটের নির্দেশ হয় এবং বাদী কাউকে তা কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং সে তা কবযা করে সেগুলোর পিছনে খরচ করে, তবে তা হবে তার দান ও ইহ্সান।

আর যদি দিয়াতে কোন প্রকার মাল দেওয়ার নির্দেশ হয়, আর উকীল ঐ জাতীয় মাল-এর পরিবর্তে অন্য জাতীয় মাল উসুল করে, তবে তা বিপরীত কাজ হওয়ার কারণে জাইয হবে না (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি বিবাদী কোন ব্যক্তিকে খুছূমতের জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং সে তার নিজের তরফ থেকে মাল পরিশোধ করে দেয়, তবে তা মুআক্কিলের নিকট থেকে নিতে পারবে না। আর যদি দিয়াতের বিবাদী দুই ব্যক্তিকে দিয়াতে কিছু দিরহাম দেয় এবং বলে যে, আমার পক্ষ হতে তোমরা উভয়ে পরিশোধ করো। তারপর উভয়ে বাদীর সাথে দীনার কিংবা আসবাবপত্রে আপোস সাব্যস্ত করে, তবে তা জাইয হবে।

আর যদি উভয়ে তাদেরকে প্রদত্ত দিরহাম ব্যতীত অন্য কিছু পরিশোধ করে, তবে কিয়াসের দাবী হল, ঐ দিরহাম ফেরত দেওয়া। আর ইসতিহসান অনুযায়ী ঐ দুজনের উচিত উক্ত দিরহামের মিছল বা সদৃশ দেওয়া (আল-মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তির উপর দাবী করা হয় যে, সে মাথায় যখম করেছে। তারপর সে কাউকে উকীল নিয়োগ করে যে, আপোস করে দাও এবং আপোসের মালের জামিন হও। উকীল পাঁচশ' দিরহামের বেশীর উপর আপোস সাব্যস্ত করল। যদি ঐ জখম ভুলবশত করে থাকে, তবে পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে আপোস জাইয হবে এবং অতিরিক্ত বাতিল হবে।

আর যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে যখম করে থাকে, তবে অতিরিক্ত ঐ পরিমাণ জাইয হবে যা মানুষ সহ্য করতে পারে। আর যদি তার চেয়ে বেশী হয়, যা মানুষ সহ্য করে না, তবে ইজমা অনুসারে জাইয হবে না।

আর যার মাথায় যখম হয়েছে, সে যদি মারা যায়, তবে আপোস উভয় অবস্থায় বাতিল হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত ও কিয়াস। আর যদি উকীল অপরাধ সম্পর্কে আপোস করে, তারপর যখম ভাল হয়ে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আপোস বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ঐ ব্যক্তি মারা যায়, তবে আপোস বিশেষভাবে উকীলের উপর জাইয হবে, সে যদি জামিন হয়। মাথা যখমের উকীল যদি যখমের আপোসে পাঁচশ' দিরহামের কম নেয়, তবে আপোস ইজমা অনুসারে জাইয হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে কম এই পরিমাণ হতে হবে যে, মানুষ তা সহ্য করে নেয়। আর যদি তার চেয়ে অধিক কম হয়, তবে তা জাইয হবে না।

আর যদি এই উকীল ঐ যখম এবং অনুরূপ অন্য যখমের আপোস করে, তবে মুআক্কিলের উপর অর্ধেকের আপোস জাইয হবে, উভয়ের দিয়াত যদি সমান হয়। আর যদি দিয়াতে তারতম্য হয়, তবে হিসাব অনুযায়ী লাযিম হবে এবং অতিরিক্ত যা হয় তা উকীলের যিম্মা হবে, যদি সে যামানি হয়ে থাকে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি মুযিহা (মাথার হাড় বেরকারী) যখম ও তৎজনিত ক্ষতির ব্যাপারে আপোস করার জন্য কেউ কাউকে উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল দুই মুযিহা যখম ও তৎজনিত ক্ষতির বিষয়ে আপোস করে এবং জামিন হয়, তবে অর্ধেক উকীলের উপর এবং অর্ধেক মুআক্কিলের উপর জাইয হবে, চাই ঐ ব্যক্তি মারা যাক বা জীবিত থাক (আল-মাবসূত)।

১২. মাসআলা ঃ যদি এক ব্যক্তির উপর কারো মাথার যখম দাবী করা হয়, আর বিবাদী কোন ব্যক্তিকে আপোসের জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং তাকে বিনিময়ের জামিন হতে বলে। সে অনির্দিষ্ট ওসীফ (খিদমত করার যোগ্য গোলাম) কিংবা দশটি বকরী বা পাঁচটি উটের বিনিময়ে আপোস করে, তবে তা জাইয হবে এবং উকীলের উপর ঐ শ্রেণীর মধ্যম মানের ওয়াজিব হবে, যেমন মুআক্কিল নিজে আপোস করলে মধ্যম মানের ওয়াজিব হয়।

যদি বিবাদী ইচ্ছাকৃত কোন মাথা যখমের বিষয়ে আপোস করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং উকীল মুআক্কিলের গোলামের দশ বছর খিদমত করার বিনিময়ে আপোস করে, তবে তা জাইয হবে। আর যদি শরাব কিংবা শূকরের বিনিময়ে আপোস সাব্যস্ত করে, তবে তা মাফ বলে গণ্য হবে, উকীল কিংবা মাথা যখমকারী মুআক্কিলের উপর কিছু ওয়াজিব হবে না।

আর যদি উকীল বলে যে, আমি তোমার সাথে এই গোলাম কিংবা এই সিরকার বিনিময়ে আপোস করছি, তারপর দেখা গেলো যে, গোলামটি আযাদ এবং সিরকটি শরাব তবে উকীলের উপর যখমের দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর যদি দুই গোলামের বিনিময়ে আপোস করে, তারপর এক গোলামকে আযাদ দেখা যায়, তবে আপোসকারীর জন্য অবশিষ্ট গোলাম ব্যতীত আর কিছু থাকবে না। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

আর যদি কোন গোলামের বিনিময়ে আপোস করে এবং গোলামকে মুদাব্বার কিংবা মুকাতাব দেখা যায় অথবা কোন দাসীর বিনিময়ে আপোস করে এবং দাসীকে উম্মু ওয়ালাদ দেখা যায় আর উকীল তাকে সোপর্দ করার জামিন হয়, তবে উকীল নিজের মাল দ্বারা তার মূল্য আদায় করবে এবং মুআক্কিল হতে ফেরত নিবে (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ আর যদি দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তির মাথায় 'মুযিহা' যখম করে এবং উভয়ে আপোস করার জন্য একজন উকীল নিয়োগ করে, তারপর সে নির্দিষ্ট একজনের পক্ষ থেকে একশ' দিরহামে আপোস করে, তবে তা জাইয হবে। আর অপরজনের উপর অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর যদি কোন একজনের পক্ষ থেকে আপোস করে এবং তাকে নির্দিষ্ট না করে, তবে জাইয হবে এবং নির্দিষ্ট করা তারই কথা দ্বারা হবে।

অনুরূপভাবে যদি এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তির মাথায় যখম করে এবং উভয়ের সাথে আপোস করার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর সে নির্দিষ্ট একজনের সাথে আপোস করে, তবে তা

জাইয হবে। আর যদি কোন একজনের সাথে আপোস করে, এবং তা বর্ণনা না করে, তবু জাইয হবে। আর বর্ণনা করা তারই উপর নির্ভর করবে।

আর যদি এক আযাদ ও এক গোলাম কারো মাথা যখম করে। তারপর আযাদ ও গোলামের মালিক আপোস করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করল। সে উভয়ের পক্ষ থেকে পাঁচশ' দিরহামে আপোস সাব্যস্ত করল তবে গোলামের মালিকের উপর অর্ধেক এবং আযাদের উপর অর্ধেক দিরহাম লাযিম হবে, যদিও গোলামের মূল্য পঞ্চাশ দিরহাম হোক না কেনো (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি এক আযাদ ও এক গোলামকে হত্যা করে। তারপর গোলামের মালিক এবং আযাদের ওয়ালী কাউকে হত্যাকারীর সাথে আপোস করার জন্য উকীল নিয়োগ করে।

তবে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে এবং গোলামের মূল্য পাঁচশ' দিরহাম হয় এবং আপোস এগার হাজার দিরহামের বিনিময়ে সংঘটিত হয়, তবে আপোসের বিনিময় উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে। আযাদের ওয়ারিসদেরকে দশ হাজার দিরহাম এবং গোলামের মালিককে পাঁচশ' দিরহাম দেওয়া হবে। তাই মোট একুশ ভাগ হবে।

আর যদি উভয় হত্যা ভুলক্রমে হয়, তবে আযাদের ওয়ারিসদেরকে দশ হাজার দিরহাম এবং অবশিষ্ট দিরহাম গোলামের মালিক পাবে।

আর যদি গোলামের হত্যা ইচ্ছাক্রমে ও আযাদের হত্যা ভুলক্রমে হয়, তাহলেও উপরোক্ত বিধান কার্যকর হবে। অর্থাৎ আযাদের ওয়ারিসগণ দশ হাজার দিরহাম পাবে এবং অবশিষ্ট গোলামের মালিক পাবে। আর যদি গোলামের হত্যা ভুলক্রমে ও আযাদের হত্যা ইচ্ছাক্রমে হয়, তবে তার বিধান উভয় ইচ্ছাক্রমে হত্যা হওয়ার বিধানের অনুরূপ হবে (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ আর যদি কোন গোলাম ভুলক্রমে কতল হয়ে যায় এবং তার মালিক আপোস করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে। আর সে দশ হাজার দিরহামে আপোস করে, তবে তা জাইয হবে। আর মালিক দশ দিরহাম ফেরত দিবে।

আর যদি গোলামের চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হয় এবং ছয় হাজার দিরহামে আপোস করা হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জাইয হবে। আর যদি চোখ ফোঁড়ার স্থলে মাথা যখম করার বিষয় হয় এবং এক হাজার দিরহামে আপোস করা হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জাইয হবে।

আর যদি দশ হাজার দিরহামে আপোস করা হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তা হতে এগারো দিরহাম কম করে দেওয়া হবে। আর মুহাম্মাদ (র)-এর মতে চোখ ফোঁড়ার ক্ষেত্রে পাঁচ দিরহাম কম পাঁচ হাজার দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর মাথা যখমের ক্ষেত্রে অর্ধ দিরহাম কম পাঁচশ' দিরহাম ওয়াজিব হবে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ আর যদি মুকাতাবের উপর কোন অপরাধের কিংবা তার গোলামের উপর কোন অপরাধের দাবী করা হয় এবং সে কাউকে আপোস করার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর মুকাতাব অক্ষম হয়ে গোলাম হয়ে যায়। তারপর উকীল আপোস করে এবং সে তার অক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকে এবং আপোসের বিনিময়ের জামিন হয়, তবে

মুকাতাবের সত্তার ব্যাপারে এই আপোস জাইয হবে না। কেননা, সে নিজে যদি অক্ষম হওয়ার পর আপোস করত তা জাইয হতো না। সুতরাং উকীল মালের মুতালাবা করবে। কেননা, সে তার যিমান দিয়েছে। আর মুকাতাব যখন আযাদ হবে, তখন তার নিকট থেকে ফেরত নিবে (আল-মাবসূত)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি তোমাকে আমার মাথার যখমের ব্যাপারে উকীল নিয়োগ করলাম। এছাড়া আর কিছু না বলে, তবে উকীলের আপোস করা, ক্ষমা করা এবং খুছূমত করার ইখতিয়ার হবে না। আর যদি সে যখমের সম্পূর্ণ দিয়াত নিয়ে নেয়, আর যখম ভুলক্রমে হয়ে থাকে, তবে ইসতিহসান স্বরূপ জাইয হবে। আর যদি ইচ্ছাক্রমে হয়ে থাকে, তবে দিয়াতের উপর কবযা করার ইখতিয়ার হবে না (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি যখমকৃত ব্যক্তি বলে যে, তুমি আমার যখমের ব্যাপারে যা কিছু করবে তাই সিদ্ধ হবে। তারপর যদি উকীল আপোস করে, তবে ইসতিহসান মতে তা জাইয হবে। কিন্তু যদি যখমকারীকে মুক্ত করে দেয়, তবে জাইয হবে না। আর যদি এরূপ বলে যে, যা কিছু তুমি করবে তাই জাইয হবে, তবে সেক্ষেত্রে মুক্ত করে দেওয়া, আপোস করে দেওয়া ইত্যাদি সব কিছু জাইয হবে (আল-মাবসূত)। আর আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ দুইজন লোককে উকীল নিয়োগ করা

১. মাসআলা ঃ যদি কেউ দুই ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে, তবে তাদের যে কোন একজন অন্য জন ছাড়া কোন কিছু করতে পারবে না। আর এটা তখন হবে যখন একই কথার দ্বারা উভয় ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করা হয়। যেমন কেউ বলল যে, আমি তোমাদের উভয়কে আমার গোলাম বিক্রির জন্য উকীল নিয়োগ করলাম। আর যদি উভয় পৃথক পৃথকভাবে উকীল নিয়োগ করে, যেমন দুজনের একজনকে বলল, আমি তোমাকে গোলাম আমার বিক্রির জন্য উকীল নিয়োগ করলাম। তারপর অন্য জনকেও উকীল নিয়োগ করলো। তবে তাদের মধ্যে যে কেউই গোলাম বিক্রি করুক না কেন তা জাইয হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২. মাসআলা ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে কোন একজন স্ত্রীলোকের সাথে বিয়ে করিয়ে দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল, তারপর আরেক ব্যক্তিকেও একই কাজের জন্য উকীল নিযুক্ত করল। তারপর প্রত্যেকে এক এক স্ত্রীলোকের সাথে তার বিয়ে করিয়ে দিল। তারপর দেখা গেল যে, ঐ স্ত্রীলোকদ্বয় পরস্পর সহোদরা ভগিনী। এখন দেখতে হবে যে, যদি তাদের বিয়ে আগে-পরে হয়, তবে যে বিয়ে প্রথম হবে, তা জাইয হবে এবং যে বিয়ে পরে হবে তা বাতিল হবে। আর যদি উভয় বিয়ে একই সাথে অনুষ্ঠিত হয়, তবে উভয় বিয়ে বাতিল হবে।

কেউ দুই ব্যক্তিকে এক স্ত্রীলোকের সাথে বিয়ে করিয়ে দেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করল। কিংবা একজন স্ত্রীলোক এই কাজের জন্য দুই ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করল। তারপর একজন উকীল এই কাজ করল, তবে তা জাইয হবে না, যদিও মুআক্কিল মহর ধার্য করে দেয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ তালাক এবং আযাদ করার দুই উকীলের মধ্যে একজন পৃথক ভাবে কাজ করতে পারে, যদি তা মাল ব্যতীত হয়। গচ্ছিত রাখা, ধার করা, ছিনতাই করা ও বায়' ফাসিদের বস্তু ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে দুই জন উকীলের বিধানও অনুরূপ (আল-খুলাছা)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি দুই ব্যক্তিকে নিজের স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে উকীল নিযুক্ত করে এবং তাদের একজন তালাক দেয়, আর অপরজন অস্বীকার করে, তবে তালাক জাইয হবে। কেননা, তালাক পতিত হওয়ার জন্য মতামতের প্রয়োজন নেই। এ বিধান গোলাম আযাদ হওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কেউ যদি তালাকের জন্য দুই ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করে এবং বলে যে, একজন অন্যজন ব্যতীত কিছুতেই তালাক দিবে না। তারপর একজন অন্যজন ব্যতীত তালাক দিল। কিংবা একজন তালাক দিল এবং অন্যজন শুধু অনুমতি দিল। তবে তা জাইয হবে না। এই বিধান আযাদ করার দুই উকীলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যদি কেউ বলে যে, তোমরা উভয়ে স্ত্রীকে তিন তালাক দাও। তারপর একজন এক তালাক দিল। এরপর অন্যজন দুই তালাক দিল। তবে কোন তালাকই পতিত হবে না। যে পর্যন্ত না তারা উভয়ে তিন তালাকের উপর একত্রিত হয়।

আর যদি উভয়কে কোন অনির্দিষ্ট স্ত্রীলোকের তালাকের জন্য উকীল নিয়োগ করে কিংবা অনির্দিষ্ট গোলামকে আযাদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তালাক বা আযাদ করার ক্ষেত্রে উভয়ে যে পর্যন্ত একত্রিত না হবে, জাইয হবে না (আন-নিহায়া)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ দুই ব্যক্তিকে খোলার জন্য উকীল নিযুক্ত করে। তারপর একজনে খোলা করায়, তবে জাইয হবে না। যদি খোলার বিনিময় নির্দিষ্ট করে দেয়, তবু জাইয হবে না (আয-যখীরা)।

৬. মাসআলা ঃ অনুরূপ যদি একজনে খোলা করে এবং অন্যজনে অনুমতি দেয়, তবু জাইয হবে না। যে পর্যন্ত না সে বলে যে, আমি এই স্ত্রীলোকের সাথে খোলা করিয়ে দিলাম (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ এ জাতীয় মাসাইলের মূলনীতি হলো, যে কাজে মতামতের প্রয়োজন রয়েছে, তাতে যদি দুই ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করা হয়। আর একজন সে কাজ করে এবং অন্যজন না করে, তবে তা জাইয হবে না। আর যে কাজে মতামতের প্রয়োজন নেই, তা যদি একজন অন্যজন ছাড়া করে, তবে জাইয হবে। যেমন, কেউ যদি তার স্ত্রীর (তালাক দেওয়ার) কাজ দুই ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করে, তবে তা একজনে সম্পন্ন করতে পারবে না। (অর্থাৎ একজনে তালাক দিলে তা জাইয হবে না)।

কেউ যদি কাউকে হাজার দিরহাম দেওয়ার জন্য দুই ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করে এবং হাজার দিরহাম উভয়কে দিয়ে দেয়। তারপর একজনে অন্যজন ব্যতীত ঐ দিরহাম ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়, তবে কিয়াস মতে জামিন হবে, আর ইসতিহসান মতে জামিন হবে না।

আর যদি উভয় উকীল কাউকে এই জন্য উকীল নিযুক্ত করে যে, মালিক যার নাম বলেছে তাকে এই দিরহাম দিয়ে দিবে, তারপর সে দিয়ে দেয়, তবে কিয়াস বলে যে, উভয়ে জামিন হবে, কিন্তু ইসতিহসান মতে জামিন হবে না। কেননা, যে ব্যক্তি এই মাল কবযা করার জন্য মালিকের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছিল তার কাছে মাল পৌঁছে গেছে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তিকে কারো নিকট হতে নিজের করয উসুল করার জন্য উকীল নিযুক্ত করল এবং মুআক্কিল গাইব হয়ে গেল। আর একজন উকীলও গাইব হয়ে গেল। তারপর যে অন্য উকীল অবশিষ্ট আছে, সে করযদারের কাছে আসল এবং করযদার করয স্বীকার করল কিন্তু ওকালাত অস্বীকার করল। তারপর ঐ উকীল এরূপ সাক্ষ্য পেশ করল যে, অমুক ব্যক্তি তাকে তার নিকট হতে করয উসুল করার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছে তবে কাযী উভয় ব্যক্তির ওকালাতের নির্দেশ দিয়ে দিবেন। এমনকি যদি গাইব হওয়া ব্যক্তি এসে যায়, তবে তার ওকালাত প্রমাণ করার জন্য তার আবার সাক্ষ্য পেশ করার প্রয়োজন হবে না (আয-যখীরা, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ খুছূমতের জন্য উকীল নিযুক্ত করা)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ দুই ব্যক্তিকে এক করযের দাবীতে মামলা করা এবং কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তবে তাদের একজনের অন্যজন ব্যতীত মামলা করার ইখতিয়ার থাকবে কিন্তু দুই জন একত্র হওয়া ব্যতীত কবযা করতে পারবে না। যদি দুইজনের একজনে কবযা করে, তবে করযদার মুক্ত হবে না, যে পর্যন্ত করয দ্বিতীয় উকীলের হাতেও কিংবা মুআক্কিলের নিকট না পৌঁছবে (আল-হাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে ইব্ন সাম্মা'আহ কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কারো দখলে একখানা ঘর আছে। তার উপর এক ব্যক্তি দাবী করল এবং তাতে মামলা করার জন্য এবং তা কবযা করার জন্য দুই ব্যক্তিকে সে উকীল নিযুক্ত করল। তারপর তারা উভয়ে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করল। তারপর একজন উকীল মারা গেল। তবে ইমাম (র) বলেন যে, আমি জীবিত উকীল থেকে ঘরের মামলায় সাক্ষী গ্রহণ করব এবং মুআক্কিলের জন্য ডিক্রি করে দিব। কিন্তু ঘর তার কবযায় দেওয়ার নির্দেশ দিব না, বরং মৃত উকীলের পক্ষ থেকে এক উকীল ঐ উকীলের সাথে নিযুক্ত করে উভয়ের কবযায় সোপর্দ করার নির্দেশ দিব।

অনুরূপভাবে যদি একজন উকীল নিযুক্ত হয় এবং সে সাক্ষ্য পেশ করে, আর আমি মুআক্কিলের অনুকূলে ডিক্রি করে দিই, তারপর সেই উকীল তার কাছে ঘর সোপর্দ করার পূর্বে মারা যায়, তবে তার পক্ষ হতে ঘর কবযা করার জন্য একজন উকীল নিযুক্ত করে বিবাদীকে নির্দেশ দিবো যে, ঘর তার অধিকারে ছেড়ে দাও। আমি ছিনতাইকারী বিবাদীর হাতে ঘর ছেড়ে দিবো না, যার বিপক্ষে ফায়সালা দিয়েছি (আয-যখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ যদি কেউ দুই ব্যক্তিকে বিক্রয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং তাদের মধ্যে একজন মাহজূর (নিষেধকৃত) গোলাম হয়, তবে অন্যজন একা বিক্রয় করতে পারবে না। কেননা, মুআক্কিল শুধু একজনের রায়ের উপর সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং যদি একজন উকীল মারা যায় কিংবা তার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, তবে অন্যজন তাকে বিক্রয় করতে পারবে না।

যদি কেউ দুই ব্যক্তিকে একটি গোলাম বিক্রয় বা ক্রয় করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে। তারপর একজন অন্যজন বাদে এই কাজ করে, তবে তা জাইয হবে না, যে পর্যন্ত না মুয়াক্কিল বা অন্য উকীল অনুমতি দিবে, চাই মূল্য ধার্য করে দিক বা না দিক, আর চাই অন্য উকীল অনুপস্থিত থাকুক বা উপস্থিত থাকুক। তবে ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, যদি একজনে ক্রয় করে, তবে ক্রয় সাথে সাথে তার যিম্মায় জারী হবে, স্থগিত থাকবে না। কিন্তু বিক্রয়ের বেলায় এটি মুআক্কিল বা অন্য উকীলের অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। অনুরূপভাবে মুকাতাব করে দেওয়া কিংবা মাল নিয়ে আযাদ করে দেওয়ার জন্য নিযুক্ত দুই উকীলের মধ্যে যদি একজন এই কাজ করে এবং অন্যজন না করে, তবে জাইয হবে না, যে পর্যন্ত না মুআক্কিল বা অন্য উকীল অনুমতি দেয়।

আর যদি কাউকে কিছু হিবা করা হয় এবং তা সোপর্দ করার জন্য দু'জন উকীল নিযুক্ত করা হয়। তারপর তাদের একজন অন্যজনকে ছাড়া তা সোপর্দ করে দেয়, তবে হিবা সহীহ্ হবে। আর যদি করয পরিশোধ করার জন্য কেউ দু'জন উকীল নিযুক্ত করে এবং করযের মাল তাদের কাছে দিয়ে দেয়। তারপর তাদের একজন অন্যজন ব্যতীত করযের মাল পরিশোধ করে দেয়, তবে তা জাইয হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দু'জন লোককে এই মর্মে উকীল নিযুক্ত করল যে, আমার উভয় স্ত্রীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের বিনিময়ে খোলা করিয়ে দাও, কিংবা আমার উভয় গোলামকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। তারপর উভয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের বিনিময়ে এক স্ত্রীর খোলা করালো এবং এক গোলামকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের বিনিময়ে বিক্রি করল, তবে তা জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ দুই ব্যক্তিকে এই মর্মে উকীল নিযুক্ত করে যে, উভয়ে এই নির্দিষ্ট মাল হিবা করে দাও এবং হিবা প্রাপককে নির্দিষ্ট না করে, তবে সকলেরই মতে তাদের একেক জন পৃথক পৃথক ভাবে ঐ কাজ করতে পারে (আল-বাহরুর রাইক)।

১৪. মাসআলা ঃ রেহেনের দুই উকীল কেউ পৃথকভাবে কাজ করতে পারে না (আল-হাবী)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি দুই জন উকীলকে কেউ ঘর বা যমীন ভাড়া নেয়ার জন্য নিযুক্ত করে। তারপর একজন ভাড়া নেয়, তবে এই আকদ তার জন্য হবে। আর যদি সে তা মুআক্কিলকে দেয়, তবে এটা নীরব লেনদেনের উভয়ের মধ্যে নতুনভাবে ভাড়া হবে (আল-মুহীত, ২৬ তম অনুচ্ছেদ ঃ ভাড়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করা)।

১৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ দুই ব্যক্তিকে নিজের গচ্ছিত বস্তু কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে। তারপর একজন অন্যজনের নির্দেশ ব্যতীত কবযা করে, তবে সে জামিন হবে। আর যদি উভয়ে এক সাথে কবযা করে, তবে জাইয হবে এবং প্রত্যেকের অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখার ইখতিয়ার থাকবে। আর উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে একজনের সন্তান-সন্ততির কাছে গচ্ছিত রাখার (আল-হাবী, অনুচ্ছেদ ঃ গচ্ছিত বস্তু কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করা)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমাদের দু'জনের একজনকে এই মর্মে উকীল নিয়োগ করলাম যে, আমার জন্য একটি দাসী এক হাজার দিরহাম মূল্যে ক্রয় করে দিবে। তারপর একজন ক্রয় করল, তারপর অন্যজনও ক্রয় করল, তবে দ্বিতীয় জন নিজের জন্য ক্রেতা সাব্যস্ত হবে। আর যদি উভয়জন একই সময়ে মুআক্কিলের জন্য দাসী ক্রয় করে, তবে উভয়ের ক্রয়কৃত দাসীই মুআক্কিলের হবে। আর এর উপরই ফাতওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে নিজের গোলাম বিক্রি করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং আরো এক ব্যক্তিকে সে এই একই কাজের জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর প্রথম ব্যক্তি ঐ গোলাম এক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তা আরেক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে। তারপর যদি কে প্রথম ক্রয়কারী তা জানা যায়, তবে গোলাম তারই হবে। আর কে প্রথম ক্রয়কারী তা যদি জানা না যায়, তবে উভয় ক্রয়কারীর মধ্যে গোলাম অর্ধেক অর্ধেক ভাগ হবে এবং প্রত্যেককেই অর্ধেক মূল্য দিতে হবে। আর তাদের প্রত্যেকেই ঐ গোলামের খিদমত নিতে পারবে। আর যদি গোলাম কোন এক উকীলের কবযায় থাকে কিংবা মুআক্কিলের কবযায় থাকে, তবে তারা উভয়ে সমান অর্থাৎ উপরোক্ত বিধান হবে। আর যদি কোন ক্রেতার হাতে থাকে, তবে সে অগ্রগণ্য হবে এবং সে-ই পাবে। কিন্তু যদি অন্য ক্রেতা তার ক্রয় করার তারিখ তার ক্রয়ের পূর্বের বলে লিখিত দেখায়, তবে এরূপ হবে না।

আরেকটি অবস্থা এই হতে পারে যে, এক উকীল এক ব্যক্তির হাতে এবং স্বয়ং মুআক্কিল আরেক ব্যক্তির হাতে বিক্রি করল। কিংবা একজনই উকীল ছিল। সে এক ব্যক্তির হাতে এবং মুআক্কিল আরেক ব্যক্তির হাতে বিক্রি করল। আর এ দুই অবস্থা কিতাবে উল্লিখিত হয়নি।

এতে সন্দেহ নেই যে, যদি প্রথম ক্রেতা কে তা জানা যায়, তবে সে-ই অগ্রগণ্য হবে। আর যদি তা জানা না যায়, হাসান ইমাম আবূ হানীফা (র), থেকে বর্ণনা করেন যে, সেক্ষেত্রে মুআক্কিলের বিক্রি অগ্রগণ্য হবে। আর ইব্ন সাম্মা'আহ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে, খরিদকৃত বস্তু উভয় খরিদদারের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক যৌথ মালিকানায় হবে (আল-মুহীত, চতুর্দশ অনুচ্ছেদ)।

১৯. মাসআলা ঃ আর যদি দুই ব্যক্তিকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বলে যে, অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। তারপর যদি এক ব্যক্তি তা দিয়ে দেয়, তবে কিয়াস অনুযায়ী সে অর্ধেকের জামিন হবে। কিন্তু ইসতিহসান মতে সে জামিন হবে না। কেননা, অন্যকে মাল পৌছে দেওয়ার ব্যাপারে রায় বা মতামতের প্রয়োজন নেই (আল-মাবসূত)।

২০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমার পক্ষ থেকে এই হাজার দিরহাম অমুক ব্যক্তিকে কিংবা অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। তারপর সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের মধ্য হতে কোন এক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় তবে তা জাইয হবে (আল-হাবী)।

২১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট গোলাম বিক্রি করার জন্য উকীল নিযুক্ত করল এবং তাকে বিক্রি করার জন্য আরো এক ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করল। তারপর একজন তাকে বিক্রি করল। তারপর অন্যজন তার চেয়ে বেশী মূল্যে কোন ক্রেতার নিকট বিক্রি করল। ইমাম আবূ বকর বলখী (র) বলেন, দ্বিতীয় উকীলের বিক্রি জাইয হবে। কেননা, প্রথম ব্যক্তি বিক্রি করার কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তি ওকালাত থেকে বের হয়ে যায় না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির বিক্রি প্রথম ব্যক্তির বিক্রি করার কারণে বাতিলও হয় না। সুতরাং তা নাজাইয হতে পারে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ দুই ব্যক্তিকে দুটি গোলাম এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর এক ব্যক্তি একটি গোলাম চারশ' দিরহাম মূল্যে বিক্রি করে। এখন এই মূল্য যদি হাজার দিরহাম হতে ঐ গোলামের অংশ হয়ে থাকে, তবে জাইয হবে। কেননা, উভয় গোলামকে পৃথক বিক্রি করায় মুআক্কিলের লোকসান হয়নি। অনুরূপভাবে যদি তার অংশ হতে অধিক মূল্যে বিক্রি করে, তাহলেও মুআক্কিলের মুনাফা হবে। আর যদি তার অংশ হতে কম মূল্যে বিক্রি করে, তবে তা জাইয হবে না।

আর কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কম ও বেশী লোকসান একই সমান। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। আর সাহিবাইন (র) বলেন, যদি লোকসান কম হয়, তবে জাইয হবে। আর যদি বেশী হয়, তবে জাইয হবে না (আল-মাবসূত)।

২৩. মাসআলা ঃ কেউ দুই ব্যক্তিকে বন্ধক রাখার জন্য উকীল নিয়োগ করল এবং বলল যে, বন্ধক গ্রহীতাকে বন্ধকী বস্তু বিক্রয়ের জন্য সুযোগ দিবে। তারপর উভয়ে বন্ধক রাখল এবং একজন বন্ধক গ্রহীতাকে বিক্রির জন্য ইখতিয়ার দিল। তবে বন্ধক গ্রহীতার ইখতিয়ার হাসিল হবে না। কেননা, একজন পৃথকভাবে তার বিক্রির ইখতিয়ার রাখে না। তাই অন্যজনকেও বিক্রির ইখতিয়ার দিতে পারে না।

সুতরাং যদি উভয়ে বলে যে, অমুক ব্যক্তি তোমার নিকট করয চাচ্ছে এবং উভয়ে তাকে বন্ধক দিয়ে দেয়। তারপর একজন বলে যে, আমাদেরকে যে পাঠিয়েছে, সে নির্দেশ দিয়েছে যে, আমরা বন্ধক গ্রহীতাকে বিক্রির ইখতিয়ার দিয়ে দিব, আর অন্যজন নীরব থাকে, তবে বন্ধকগ্রহীতার ইখতিয়ার হাসিল হয়ে যাবে। কেননা, একজন দূত বিক্রির জন্য পৃথকভাবে কাজ করতে পারে। সুতরাং বিক্রির ইখতিয়ার দেওয়ার ক্ষেত্রেও সে একা দিতে পারে (আল ঃ মুহীত আস-সারাখ্সী)। আর আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ যেসব অবস্থায় উকীল ওকালাত থেকে বের হয়ে যায়

১. মাসআলা ঃ যেসব অবস্থায় উকীল ওকালাতের পদ থেকে বের হয়ে যায় তার একটি এই যে, যে কাজের জন্য কাউকে উকীল করা হয় সেই কাজ উকীলের করার পূর্বেই যদি মুআক্কিল নিজে করে ফেলে। যেমন, কেউ নিজের গোলাম বিক্রি করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করল, তারপর মুআক্কিল নিজেই তাকে বিক্রি করল কিংবা আযাদ করল কিংবা মুদাব্বার করল কিংবা মুকাতাব করল তবে উকীল ওকালাত থেকে বের হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে যদি তাতে কারো হক প্রমাণিত হয় কিংবা ঐ গোলাম প্রকৃত আযাদ হয়, তাহলেও উকীল ওকালাত হতে বের হয়ে যাবে (আল-বাদাঈ)।

২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ গোলাম বা দাসীকে বিক্রির জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর হিবা করে কিংবা সাদাকা করে কিংবা দাসীর সাথে সংগম করে এবং তাকে উম্মু ওয়ালাদ বানায় তবে উকীল ওকালাত হতে বের হয়ে যাবে। আর যদি সংগম করে এবং উম্মু ওয়ালাদ না বানায় কিংবা খিদমত গ্রহণ করে অথবা তিজারতের অনুমতি দেয়, তবে ওকালাত বহাল থাকবে। আর যদি বন্ধক দেয় কিংবা ভাড়া দিয়ে সোপর্দ করে, তবে যাহিরী রিওয়ায়াত মতে ওকালাত হতে বের হবে না।

আর যদি মুআক্কিল কিংবা উকীল গোলাম বিক্রি করে, তারপর দোষের কারণে কাযীর নির্দেশে ফেরত দেওয়া হয়, তবে উকীল তাকে বিক্রি করতে পারবে। আর যদি মুআক্কিল বিক্রি করে এবং নিজের জন্য তিন দিনের খিয়ারের শর্ত করে, তারপর বিক্রি ভঙ্গ করে দেয়, তবে উকীল তাকে বিক্রি করতে পারবে, যদিও মুআক্কিল তার খিয়ারের সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়ার অধিকারী (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে নিজের গোলাম আযাদ করা কিংবা মুকাতাব করার উকীল নিযুক্ত করে, তারপর মালিক তাকে বিক্রি করে দেয়, তবে উকীল ওকালাত হতে খারিজ হয়ে যাবে। তারপর যদি উক্ত গোলাম ঐ মালিকের অধিকারে আসে এবং যদি সে এরূপ কারণে আসে, যা মূলত বিক্রয় ভঙ্গকারী, তবে তার পুরাতন অধিকার ফিরে আসবে এবং উকীলও নিজের ওকালাতের উপর বহাল থাকবে। আর যদি এরূপ কারণে তার অধিকারে আসে, যা নতুন অধিকার সৃষ্টি করে, যেমন কবযার পর কাযীর নির্দেশ ব্যতীত দোষের কারণে ফেরত নিয়েছে কিংবা ইকালা বা মীরাসের কারণে পাওয়া গেছে, তবে ওকালাত ফিরে আসবে না।

আর যদি হারবীরা তাকে কয়েদ করে নিজেদের মালিকানায় নিয়ে যায়, তারপর মুআক্কিল তাকে খরিদ করে এবং নতুনভাবে মালিক হয় তবে ওকালাত ফিরে আসবে না। আর যদি হরবীদের নিকট থেকে ক্রয়কারীর কাছ থেকে নিয়ে নেয় কিংবা ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে নেয়, যার অংশে মালে গনীমতের মধ্যে এসেছিল এবং মূল্য পরিশোধ করে দেয়, তবে উকীল নিজের ওকালাতের উপর বহাল থাকবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি কেউ তার দাসী আযাদ করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, তারপর মালিক তাকে আযাদ করে দেয়। তারপর সে মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর কয়েদ হয় এবং তারপর মালিক আবার মালিক হয়, তবে তাকে উকীলের আযাদ করা জাইয হবে না (আল-মাবসূত)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে নিজের গোলাম হিবা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর মুআক্কিল নিজে হিবা করে, তারপর হিবা প্রত্যাহার করে তবে ওকালাত ফিরে আসবে না এবং উকীল তাকে হিবা করার অধিকারী হবে না।

অনুরূপভাবে কেউ যদি কাউকে কোন বস্তু খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর তা নিজে খরিদ করে, তবে তার ওকালাত বহাল থাকবে না (আল-বাদাঈ)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট গম ক্রয় বা বিক্রয় করার জন্য উকীল নিযুক্ত করল, তারপর সে তা ক্রয় করে আটা বা ছাতু বানিয়ে ফেলল, তবে উকীল ওকালাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে (আল-খুলাছা)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে কোন নির্দিষ্ট বাড়ি খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, অথচ উক্ত বাড়ি ইমারতশূন্য এক যমীন মাত্র, তারপর তাতে ইমারত বানানো হল, তারপর উকীল তা খরিদ করল তবে তা জাইয হবে না। আর যদি তাতে ইমারত পূর্ব হতে বানানো থাকে, তারপর তাতে একটি দেয়াল বাড়ানো হয় কিংবা চুনকাম করা হয় কিংবা প্লাস্টার করা হয়, তবে তা মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। বিক্রয়ের ওকালাতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য।

অনুরূপভাবে যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমাকে এই খালি পতিত যমীন কিনে দাও কিংবা এই গাছপালাশূন্য যমীনটি কিনে দাও। তারপর তাতে খেজুর গাছ, কিংবা অন্যান্য গাছ লাগানো হল, কিংবা ঘর, কিংবা হাম্মামখানা, কিংবা দোকান বানান হল, কিংবা চার দেয়াল বিশিষ্ট বাগান করা হল, তবে তার ক্রয়-বিক্রয় মুআক্কিলের উপর বর্তাবে না।

অনুরূপভাবে যদি গমের চাষ করা হয় কিংবা আঙ্গুর চারা লাগানো হয়, তবু এই বিধান প্রযোজ্য হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে মাল দিয়ে বলে যে, এর দ্বারা আমার করয পরিশোধ করে দাও, তারপর মুআক্কিল নিজেই তা পরিশোধ করে দেয়। তারপর উকীল পরিশোধ করে, এক্ষেত্রে যদি উকীল মুআক্কিলের পরিশোধের কথা না জেনে থাকে, তবে জামিন হবে না। আর উকীল করযদাতাকে যে মাল দিয়েছে, মুআক্কিল তা ফেরত নিবে। আর যদি জেনে থাকে, তবে জামিন হবে। আর না জানার ক্ষেত্রে কসম নিয়ে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে (আল-হাবী)।

৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে তার গোলাম মুকাতাব করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং উকীল গোলামকে মুকাতাব করে। তারপর মুকাতাব গোলাম অক্ষমতাবশত পুনরায় গোলাম হয়ে যায়, তবে উকীলের পুনরায় গোলামকে মুকাতাব করার ইখতিয়ার থাকবে না।

অনুরূপভাবে যদি কেউ কাউকে কোন স্ত্রীলোকের সাথে তার বিয়ে করিয়ে দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তারপর যদি উকীল ঐ স্ত্রীলোককে তার সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়, তারপর যদি মুআক্কিল ঐ স্ত্রীলোককে বাইন তালাক দিয়ে দেয়, তবে উকীল পুনরায় তাকে তার সাথে বিয়ে করাতে পারবে না (আল-বাদাঈ)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি মুআক্কিল ঐ স্ত্রীলোকের মা কিংবা তার কোন মাহরাম নারীকে বিয়ে করে, কিংবা তাকে ব্যতীত চারজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে, তবে উকীল খারিজ হয়ে যাবে (আল-খুলাছা)। রিওয়ায়াত

১০. মাসআলা ঃ আর অনুরূপ যদি কেউ কাউকে নিজের স্ত্রীকে খোলা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে। তারপর মুআক্কিল নিজেই স্ত্রীকে খোলা করিয়ে দেয় তবে উকীল বরখাস্ত হয়ে যাবে। কেননা, এখন আর সে খোলার পাত্রী নেই (আল-বাদাঈ)।

১১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে কোন নির্দিষ্ট স্ত্রীলোককে তার সাথে বিয়ে করিয়ে দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর মুআক্কিল নিজেই তাকে বিয়ে করে এবং তালাক দেয়, তারপর যদি উকীল ঐ স্ত্রীলোকের সাথে মুআক্কিলের আবার বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে তা জাইয হবে না।

এক স্ত্রীলোক কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির সাথে নিজের বিয়ে করিয়ে দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল, তারপর নিজেই কারো সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলো, তবে উকীল ওকালাত হতে খারিজ হয়ে যাবে–চাই উকীল তার বিয়ে করার কথা জানুক বা না জানুক (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল, তারপর মুআক্কিল নিজেই তার স্ত্রীকে বাইন তালাক বা রাজঈ তালাক দিল এবং তার ইদ্দত অতিক্রান্ত হল, তারপর উকীল তালাক দিল তবে তা কার্যকর হবে না। অনুরূপ যদি মুআক্কিল তারপর তাকে আবার বিয়ে করে, তবে উকীল তাকে তালাক দিতে পারবে না।

আর যদি স্বামী উকীল নিয়োগ করার পর এক তালাক দেয়, তারপর উকীল ইদ্দতের মধ্যে তালাক দেয়, তবে তার তালাক ঐ স্ত্রীলোকের উপর সাব্যস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর মুআক্কিল নিজে স্ত্রীর সাথে খোলা করিয়ে নেয়, তবে যে পর্যন্ত স্ত্রী তার ইদ্দতের মধ্যে থাকবে উকীলের তালাক তার উপর সাব্যস্ত হবে। কেননা, স্বামীর তালাক ঐ অবস্থায় তার উপর সাব্যস্ত হয়। সুতরাং উকীল তার ওকালাতের উপর বহাল থাকবে (আত-তাবয়ীন)।

১৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে রেহেন (বন্ধক) রাখার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর মুআক্কিল নিজেই রেহেন রাখে, তারপর রেহেন ছুটিয়ে নেয় তবে উকীল রেহেন রাখতে পারবে না। আর যদি অন্য আরেক ব্যক্তিকে রেহেন রাখার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং প্রথম উকীল রেহেন রাখে, তারপর সে রেহেন ছুটিয়ে নেয়, তবে দ্বিতীয় উকীল রেহেন রাখতে পারবে। কেননা, যখন সে প্রথম উকীলের রেহেনের পর তাকে উকীল নিযুক্ত করেছে, তখন এটা দলীল হচ্ছে একথার যে, সে প্রথম রেহেন ছুটানোর পর তাকে উকীল করেছে, তাই ঐ দ্বিতীয় উকীলের রেহেন রাখার ইখতিয়ার থাকবে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় উকীলকে প্রথম উকীলের রেহেন রাখার পূর্বে উকীল নিযুক্ত করে, তারপর প্রথম উকীল রেহেন রাখে, তবে এক্ষেত্রে সে রেহেন রাখতে পারবে। কেননা, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় উকীলের রেহেন রাখার অনুমতি ফিলহাল হাসিল হয়েছে। তাই যেনো রেহেনের জন্য দুইজন উকীল হলো। তাই যে-ই রেহেন রাখবে জাইয হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি যাকাতের উকীল মুআক্কিলের নিজের যাকাত পরিশোধ করে দেওয়ার পর যাকাত পরিশোধ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জামিন হবে। চাই

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুআক্কিলের পরিশোধ করে দেওয়া উকীল জানুক বা না জানুক। আর সাহিবায়নের মতে যদি সে জানে তবে জামিন হবে, না জানলে জামিন হবে না (আল-মুহীত, নবম অনুচ্ছেদ ঃ দান-সাদাকার জন্য উকীল নিযুক্ত করা)।

১৬. মাসআলা ঃ উকীলের ওকালাত হতে বের হয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ হল মুআক্কিল কর্তৃক উকীলকে বরখাস্ত করা।

বরখাস্ত সহীহ্ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত আছে। তার একটি হল, উকীলের তা জানা। কেননা, বরখাস্ত হল আক্দ বা চুক্তি রহিত করা। সুতরাং চুক্তি ভঙ্গ করার ন্যায় বরখাস্তের হুকুমৎ জানার আগে কার্যকর হবে না। তাই যদি কেউ উকীলের উপস্থিতিতে তাকে বরখাস্ত করে তবে সে বরখাস্ত হবে। অনুরূপ যদি উকীল অনুপস্থিত থাকে এবং তাকে বরখাস্ত পত্র লিখে পাঠায় এবং সেই বরখাস্তপত্র তার কাছে পৌছে যায়, আর সে বিষয়টি জানতে পারে তবে সে বরখাস্ত হয়ে যাবে।

আর অনুরূপভাবে যদি দূত প্রেরণ করে এবং ঐ দূত বরখাস্তের খরব পৌছে দেয় আর বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে তোমার নিকট একথা বলে পাঠিয়েছে যে, 'আমি তোমাকে ওয়াকাল হতে বরখাস্ত করছি', তবে বরখাস্ত হয়ে যাবে, চাই দূত আদিল হোক কিংবা না হোক, আযাদ হোক কিংবা গোলাম, ছোট হোক কিংবা বড়। তবে শর্ত এই যে, খবর ঐভাবে পৌছাবে যেভাবে আমরা উল্লেখ করেছি।

আর যদি পত্র বা দূত না পাঠায়; বরং দুইজন লোক আদিল হোক বা গায়রে আদিল হোক–বলে যে, তুমি ওকালাত হতে বরখাস্ত হয়েছ কিংবা আদিল এক ব্যক্তি খবর দেয় যে, তুমি বরখাস্ত হয়েছ তবে সর্বসম্মতভাবে উকীল বরখাস্ত হয়ে যাবে, চাই উকীল তা তাসদীক করুক বা না করুক, যদি খবরের সত্যতা প্রকাশ্য হয়। কেননা, এক ব্যক্তির খবর মুআমালাতের ক্ষেত্রে কবূল হয়ে থাকে, যদিও সে ব্যক্তি আদিল না হয়।

আর যদি একজন গাইর আদিল ব্যক্তি উকীলকে খবর দেয় এবং উকীল তার সত্যতা প্রতিপাদন করে তবে ইজমা মতে উকীল বরখাস্ত হবে। আর যদি মিথ্যা প্রতিপাদন করে, তবে বরখাস্ত হবে না যদিও খবর সত্য হওয়া প্রকাশ্য হয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। আর সাহিবাইন (র) বলেন, যদি খবরের সত্যতা প্রকাশ্য হয়, তবে বরখাস্ত হবে, যদিও সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

আর যদি মুআক্কিল উকীলকে বরখাস্ত করে এবং এই বরখাস্ত করার উপর সাক্ষী রাখে এবং উকীল অনুপস্থিত থাকে, আর উকীলকে বরখাস্ত করার খবর উকীলকে কেউ না জানায়, তবে উকীল বরখাস্ত হবে না। আর বরখাস্তের পর উকীলের নিকট তার বরখাস্তের খবর পৌছার পূর্বে উকীল হিসাবে তার যে কোন কার্যক্রম ঐরূপই জাইয হবে, তার বরখাস্ত হওয়ার পূর্বে যেরূপ হয়েছে।

১৭. মাসআলা ঃ উকীলের বরখাস্ত সহীহ্ হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল, ওকালাতের সাথে অন্যের হক সম্পৃক্ত না হওয়া। যদি অন্যের হক সম্পৃক্ত হয়, তবে হকদারের সম্মতি ব্যতীত তাকে বরখাস্ত করা সহীহ্ হবে না। যেমন, কোন ব্যক্তি তার মাল রেহেন রাখল এবং মেয়াদ পূর্তি হলে তা বিক্রি করার অনুমতি দিল, তারপর রেহেনকারীকে বরখাস্ত করল, তবে এ

বরখাস্ত সহীহ্ হবে না। অনুরূপভাবে যদি বিবাদী বাদীর দরখাস্তের প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তিকে তার খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগ করে, তারপর বাদীর অনুপস্থিতিতে উকীলকে বরখাস্ত করে, তবে সে বরখাস্ত হবে না (আল-বাদাঈ)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে নিজের গোলাম বিক্রি করার জন্য উকীল নিয়োগ করল, তারপর তাকে বরখাস্ত করে দিল, কিন্তু উকীল তা জানল না। সুতরাং সে গোলাম বিক্রি করে মূল্য কবযা করল এবং তা তার হাতে নষ্ট হয়ে গেল এবং গোলামও সোপর্দ করার পূর্বে তার নিকট মারা গেল, তখন ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে তার মূল্য উকীল হতে নিয়ে নেওয়ার এবং উকীলের ইখতিয়ার থাকবে সে মুআক্কিলের নিকট থেকে তা নিয়ে নেয়ার।

অনুরূপভাবে যদি গোলামের মালিক গোলামকে বিক্রি করে কিংবা মুদাব্বার করে কিংবা আযাদ করে এবং উকীল তা না জানে। অনুরূপ যদি গোলামের মধ্যে কারো হকের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয় কিংবা প্রকাশ পায় যে, সেই গোলাম প্রকৃতপক্ষে এক আযাদ ব্যক্তি, তাহলেও ঐ বিধান হবে (আল-হাবী)।

১৯. মাসআলা ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে নিজের কোন নির্দিষ্ট মাল বিক্রি করার জন্য উকীল নিয়োগ করল, তারপর তাকে ওকালাত থেকে বের করতে চাইল, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু তার সাথে যদি উকীলের কোন হক সম্পৃক্ত থাকে, তবে সে অবস্থায় সে ইখতিয়ার থাকবে না। যেমন, মুআক্কিল উকীলকে বলল, তুমি এ গোলাম বিক্রি করে এর মূল্য দ্বারা নিজের করয নিয়ে নাও (আয-যখীরা)।

২০. মাসআলা ঃ আর যদি খসম বা প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে উকীল বরখাস্ত হয় আর এই উকীল তালিব বা করযদার হয় তবে বরখাস্ত করা সহীহ্ হবে, যদিও মাতলূব বা করযদার হাযির না থাকে। আর যদি মাতলূব বা করযদারের উকীল হয়, আর এই উকীল নিয়োগ কারো দরখাস্ত ব্যতীত হয়, তবে এ অবস্থায়ও বরখাস্ত করা সহীহ্ হবে। যদিও তালিব বা করযদাতা অনুপস্থিত থাকে। অথবা কাযী কিংবা তালিবের দরখাস্তের দরুন হয়, তবে এ অবস্থায় যদি উকীল নিয়োগের সময় উকীল অনুপস্থিত থাকে এবং সে উকীল নিয়োগের খবর না জানে, তবে সর্বাবস্থায় তাকে বরখাস্ত করা সহীহ্ হবে। আর যদি উকীল হাযির থাকে কিংবা গাইব থাকে কিংবা তার উকীল নিয়োগের কথা জানা থাকে এবং সে প্রত্যাখ্যান না করে, এবং যদি তালিবের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে এই উকীল নিয়োগ হয়ে থাকে, তবে তার অনুপস্থিতিতে বরখাস্ত করা সহীহ্ হবে না, তবে তার উপস্থিতিতে সহীহ্ হবে। চাই সে খুশী হোক বা নাখোশ হোক। আর যদি কাযীর অনুরোধে উকীল নিয়োগ হয়ে থাকে এবং তালিব গাইব থাকে, তবে কাযীর সামনে তাকে বরখাস্ত করা সহীহ্ হবে, যদিও তালিব অনুপস্থিত থাকে। আর যদি তালিবের সামনে বরখাস্ত করা হয় তবু সহীহ্ হবে (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি সফরের ইরাদা করল। তার স্ত্রী বলল, যদি তুমি অমুক সময় পর্যন্ত ফিরে না আসো, তবে আমার তালাকের জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে যাও। সে তারপর আমাকে তালাক দিয়ে দিবে। সে ব্যক্তি তাই করল। তারপর লোকটি সফরে থেকে উকীলকে লিখে জানালো যে, আমি তোমাকে ওকালাত হতে খারিজ করে দিলাম। তবে তার এ বরখাস্ত করা সহীহ্ হবে ? নাসীর ইব্ন ইয়াহইয়া বলেন, তার বরখাস্ত করা জাইয হবে। আর মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা বলেন, তার বরখাস্ত করা সহীহ্ হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২২. মাসআলা ঃ উকীলের বরখাস্ত সহীহ্ হওয়ার আর একটি শর্ত মুআক্কিলের মারা যাওয়া। মুআক্কিল মারা গেলে উকীল ওকালাত হতে বরখাস্ত হয়ে যায়। কেননা, উকীলের ওকালাত মুআক্কিলের নির্দেশ দ্বারা হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর তার নির্দেশ দানের যোগ্যতা বাকী থাকে না। তাই ওকালাত বাতিল হয়ে গেছে। চাই উকীল মুআক্কিলের মৃত্যুর কথা সে জানুক বা না জানুক (আল-বাদাঈ)।

২৩. মাসআলা ঃ আর যদি তালিব মারা যায় এবং তালিবের মৃত্যু খবর মাতলূব না জানে, আর সে উকীলকে মাল দিয়ে দেয়, তবে সে মুক্ত হবে না এবং তার ঐ মাল ফেরত নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি মাতলূব তালিবের মৃত্যুর খবর জেনে থাকে, তবে উকীল হতে সে যিমান নিতে পারবে না, যদি তার নিকট তা নষ্ট হয়ে যায় (আল-খুলাসা)।

২৪. মাসআলা ঃ উকীল যদি ওকালাতের জাইয রীতিতে বিক্রি করে, তারপর মুআক্কিল মারা যায়, তবে তার মৃত্যুতে উকীল বরখাস্ত হবে না। আর বিক্রির জাইয রীতি হল 'পূর্ণ বিক্রয়' (আল-বাহরুর রাইক)।

২৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে দাবী করা হল যে, সে মাথায় যখম করেছে তখন সে এক ব্যক্তিকে আপোস করার জন্য উকীল নিয়োগ করল, তারপর মুআক্কিল মারা গেল, তবে ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে। তারপর যদি উকীল আপোস করে এবং নিজের মাল হতে যিমান দেয়, তবে বিশেষভাবে উকীলের জন্য আপোস জাইয হবে। আর যদি মুআক্কিল মারা না যায় বরং তালিব মারা যায়, আর উকীল তালিবের ওয়ারিসদের সাথে আপোস করে, তবে জাইয হবে। কেননা, তালিবের ওয়ারিস তার স্থলে দাঁড়িয়ে মুতালাবা করতে পারে (আল-মাবসূত)।

২৬. মাসআলা ঃ উকীলের বরখাস্ত সহীহ্ হওয়ার আরেক শর্ত মুআক্কিলের অবিরাম পাগল হওয়া। কেননা, অবিরাম পাগল হলে মুআক্কিলের নির্দেশের উপযুক্ততা বাকি থাকে না (আল-বাদাঈ)।

২৭. মাসআলা ঃ আর 'মুতবিক জুনুন' বা অবিরাম পাগল হওয়ার মেয়াদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এক মাস। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে পূর্ণ এক বছর। আর এটাই বিশুদ্ধ মত (আল-কাফী)।

২৮. মাসআলা ঃ মাশায়িখ কিরাম বলেন, অবিরাম উন্মাদনার যে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে, তা ঐরূপ ওকালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা অপরিহার্য নয় ; অর্থাৎ যে কোন সময় মুআক্কিল তাকে বরখাস্ত করতে পারে। যেমন তালিবের তরফ থেকে খুছূমতের জন্য নিযুক্ত উকীল। আর যদি ওকালাত লাযিম বা অপরিহার্য হয়, মুআক্কিল যে কোন সময় তাকে বরখাস্ত করতে না পারে, যেমন আদিল ব্যক্তি। অর্থাৎ রেহেনের ক্ষেত্রে যদি শর্ত থাকে যে, রেহেনী বস্তু একজন আদিলের কাছে থাকবে। যাতে সময় মত যদি মুআক্কিল টাকা না দেয়, তবে ইখতিয়ার প্রাপ্ত উকীল আদিল মুআক্কিলের তরফ থেকে রেহেনী বস্তু বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করবে। এরূপ উকীল মুআক্কিল পাগল হলে বরখাস্ত হবে না, যদিও মুআক্কিলের উন্মাদনা লাগাতার ও অবিরাম হয়। আর যদি উকীল পাগল হয় এবং সে অবিরাম পাগল হয় এবং সে প্রতিনিধিত্ব এবং বেচাকেনা না বুঝে, তবে সে ওকালাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। এমনকি যদি সে এই অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে জাইয হবে না। আর যদি এমন অবস্থা হয় যে, প্রতিনিধিত্ব ও ক্রয়-বিক্রয় বুঝে, তবে উকীল বহাল থাকবে এবং বরখাস্ত হবে না। সুতরাং সে যদি ক্রয়-

বিক্রয় করে, তবে 'আল আছল' কিতাবে উল্লেখ আছে যে, জাইয হবে। আর মাশায়িখগণ বলেন যে, 'আল-আছল' কিতাবে যা বর্ণিত আছে, তার অর্থ হচ্ছে যদি মুআক্কিল তাতে রাযী থাকে। যদি মুআক্কিল তাকে পসন্দ না করে, তবে তার ক্রয়-বিক্রয় মুআক্কিলের উপর জারী হবে না (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা ঃ উকীলের বরখাস্ত সহীহ্ হওয়ার আরেক শর্ত মুআক্কিলের মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যাওয়া। এটা উকীলকে ওকালাত হতে বের করে দেয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) এ মত পোষণ করেন। আর সাহিবাইনের মতে এতে উকীল ওকালাত হতে বের হয়ে যাবে না।

আর যদি মুআক্কিল স্ত্রীলোক হয় এবং সে মুরতাদ হয়ে যায়, তবে উকীল তার ওকালাতের উপর বহাল থাকবে ঐ স্ত্রীলোক মারা যাওয়া কিংবা দারুল হরবে চলে যাওয়া পর্যন্ত। এটা সর্বসম্মত মত। কেননা, স্ত্রীলোকের মুরতাদ হওয়া তার কাজ চালু থাকার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয় না (আল-বাদাঈ)।

৩০. মাসআলা ঃ যদি উকীল বলে যে, এ কাজ আমি ঐ স্ত্রীলোকের জীবদ্দশায় করেছি, তবে ক্রয়-বিক্রয়, করযের তাকাদা, করয পরিশোধ ইত্যাদি এমন সব জিনিসের মধ্যে যা নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে তাসদীক করা হবে। আর যা হুবহু বর্তমান আছে তাতে তাকে তাসদীক করা হবে না। আর যদি বলে যে, আমি ঐ স্ত্রীলোকের করয অমুক ব্যক্তি থেকে উসুল করেছি, তবে সাক্ষী ব্যতীত তা তাসদীক করা হবে না–যদিও তা হুবহু বর্তমান থাকে (আল-হাবী)।

৩১. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, অমুক স্ত্রীলোক যে মাল আমাকে দিয়েছে তা আমি উসুল করেছি এবং মুআক্কিল স্ত্রীলোক তাকে তার নির্দেশ দিয়েছিল, তবে তার তাসদীক করা হবে, যদি মাল হুবহু বর্তমান না থাকে (আল-মাবসূত, আহলে কুফরের ওকালাত)।

৩২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমাকে ঐ মহিলাকে বিয়ে করিয়ে দাও, তারপর ঐ মহিলা মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর আবার কয়েদ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, তারপর উকীল তার মুআক্কিলের সাথে তার বিয়ে করিয়ে দেয় তবে তা জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা ঃ আর যদি দুইজন লোক একজন লোককে এই মর্মে উকীল নিযুক্ত করে যে, আমাদের দুইজনকে ঐ নির্দিষ্ট দাসীটি খরিদ করে দাও, তারপর ঐ দুজনের মধ্যে একজন মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় তারপর উকীল ঐ দাসীটি খরিদ করে তবে তার অর্ধেক উকীলের যিম্মায় এবং অবশিষ্ট অর্ধেক দ্বিতীয় মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে। যদি মুরতাদের ওয়ারিসগণ বলে যে, তুমি আমাদের মীরাসকারীর মুরতাদ হওয়ার পূর্বে দাসী খরিদ করেছ এবং উকীল একথার তাকযীব করে, তবে কসম করিয়ে তার কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি উকীল মুরতাদের মাল বিক্রেতাকে দিয়ে দেয়, তবে ওয়ারিসদের কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি উভয়ে সাক্ষ্য পেশ করে, তবে ওয়ারিসদের সাক্ষী গ্রহণ করা হবে।

আর যদি উকীল বলে যে, আমি দাসী মুরতাদের দারুল হরবে যাওয়ার পূর্বে খরিদ করেছি, আর ওয়ারিসগণ তা তাকযীব করে, তবে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে, যদি মাল উকীলকে দেওয়া হয়ে থাকে এবং ঐ মাল হুবহু তার কিংবা অন্যের হাতে মওজূদ না থাকে। আর যদি মাল উকীলকে না দেওয়া হয়ে থাকে, তবে ওয়ারিসদের কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি মাল হুবহু উকীল কিংবা বিক্রেতার নিকট মওজূদ থাকে, তাহলেও এই বিধান হবে (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৪. মাসআলা ঃ উকীলের বরখাস্ত সহীহ্ হওয়ার আরেক শর্ত মুআক্কিলের অক্ষম কিংবা মাহজূর (নিষেধকৃত) হওয়া। এরূপ অবস্থায় উকীল বরখাস্ত হয়ে যায়। যেমন, মুকাতাব কাউকে উকীল নিয়োগ করল, তারপর সে অক্ষম হয়ে গেল, কিংবা মাযূন (অনুমতিপ্রাপ্ত) গোলাম কাউকে উকীল নিয়োগ করল, তারপর সে মাহজূর হয়ে গেল, তবে ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে (আল-বাদাঈ)।

৩৫. মাসআলা ঃ আর যদি মুকাতাব কাউকে উকীল নিয়োগ করে, তারপর সে অক্ষম হয়ে যায়। কিংবা মাযূন গোলাম কাউকে উকীল নিয়োগ করে, তারপর সে মাহজুর হয়ে যায়, তবে ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে, চাই উকীল তা জানুক বা না জানুক।

মুসতাসফা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অক্ষম কিংবা মাহজূর হওয়ায় শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের ওকালাত বাতিল হয়। যদি করয তাগাদা কিংবা করয পরিশোধের উকীল হয়, তবে ওকালাত বাতিল হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩৬. মাসআলা ঃ উকীলের বরখাস্ত সহীহ্ হওয়ার আরেক শর্ত হল দুই শরীকের পৃথক হয়ে যাওয়া। দুই শরীক পৃথক হয়ে গেলে ওকালাত বাতিল হয়ে যায়, যদিও উকীল তা না জানে। কেননা, এ বরখাস্ত হল গুণগত বরখাস্ত। আর গুণগত বরখাস্তের ক্ষেত্রে জানা শর্ত নয় (আত-তাবয়ীন)।

৩৭. মাসআলা ঃ উকীলের বরখাস্ত সহীহ্ হওয়ার আরেক শর্ত হল উকীলের মারা যাওয়া কিংবা অবিরাম পাগল হওয়া। আর যদি উকীল মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তবে তার উকীল হিসাবে কাজ করা জাইয হবে না। কিন্তু সে যদি পুনরায় মুসলমান হয়ে ফিরে আসে, তখন জাইয হবে। কিন্তু যে পর্যন্ত কাযীর পক্ষ থেকে তার দারুল হরবে চলে যাওয়ার ঘোষণা না হবে, সে পর্যন্ত তার কাজ স্থগিত থাকবে। এরপর যদি সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে, তবে যেন সে আদৌ মুরতাদই হয়নি। আর যদি তার দারুল হরবে চলে যাওয়ার ঘোষণা হয়, তারপর সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে, তবে কি তার ওকালাত ফিরে আসবে ? ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন যে, ওকালাত ফিরে আসবে না। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, ফিরে আসবে। আর যদি উকীল মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর মুসলমান হয়ে ফিরে আসে, তবে যাহির রিওয়ায়াত অনুসারে ওকালাত ফিরে আসবে না (আল-বাদাঈ)।

৩৮. মাসআলা ঃ আর যদি কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে তালাকের জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং উকীল মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর আবার মুসলমান হয়ে ফিরে আসে, তবে সে নিজের ওকালাতের উপর বহাল থাকবে (আল-হাবী)।

৩৯. মাসআলা ঃ উকীলের বরখাস্ত সহীহ্ হওয়ার আরেক শর্ত হল যে বস্তুর ওকালাতের জন্য কাউকে নিযুক্ত করা হয়, তা নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। যেমন, কেউ কাউকে উকীল নিযুক্ত করল তার গোলামকে বিক্রি করা কিংবা আযাদ করা কিংবা হিবা করা কিংবা মুদাব্বার করা কিংবা মুকাতাব করা ইত্যাদির জন্য। তারপর সে গোলাম মারা গেল, তবে তার ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, কাজের ক্ষেত্র নষ্ট হওয়ার পর কাজ করার কল্পনা করা যায় না (আল-বাদাঈ)।

৪০. মাসআলা ঃ উকীলের বরখাস্ত সহীহ্ হওয়ার আরেক শর্ত হচ্ছে যে, বস্তুর ওকালাতের জন্য কাউকে নিযুক্ত করা হয়, তা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া। যেমন, কেউ কাউকে অমুক ব্যক্তির

খেজুর গাছের কলি বিক্রি কিংবা খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করল। তারপর ঐ কলি বুসর কিংবা রুতাব কিংবা তামার অর্থাৎ আধপাকা, পাকা ও শুকনো খেজুর হয়ে গেল, কলি রইল না, তবে এই নাম পরিবর্তনের কারণে ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে যদি বুসর পেকে রুতাব হয়ে যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয়ের ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কিছু বুসর পেকে রুতাব হয়ে যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয়ের ওকালাত ঐ পরিমাণ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সামান্য কয়েকটি যেমন দুই তিনটি বুসর রুতাব হয়, তবে সমুদয়ের ওকালাত বহাল থাকবে। আর যদি রুতাব শুকনো হয়ে তামার হয়ে যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয়ের ওকালাত ইসতিহসান মতে বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে আঙ্গুর যদি কিশমিশ হয়ে যায়, তবে বাতিল হবে। আর যদি ছোট বুসর বড় বুসর হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয়ের ওকালাত বাতিল হবে না (আল-মুহীত)।

৪১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে ডিম বিক্রয় কিংবা ক্রয় করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং ডিমের বাচ্চা ফুটে যায়, কিংবা কাঁচা খেজুর বিক্রি করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর তা শুকনো খেজুর হয়ে যায়, কিংবা রস বা আঙ্গুর বিক্রির জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর তা সিরকা বা কিশমিশ হয়ে যায়, কিংবা দুধ বিক্রির জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর তা মাখন বা ঘি হয়ে যায়, তবে উকীল ওকালাত হতে খারিজ হয়ে যাবে।

ইব্ন সাম্মা'আহ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি মুরগীর ডিম তিন দিনের খিয়ারের শর্তে বিক্রয় করে, তারপর তিন দিনের মধ্যে ডিমে বাচ্চা ফুটে তবে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। ইব্ন সাম্মা'আহ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কাউকে নির্দিষ্ট টাটকা তাজা দুধ ক্রয় করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর তা টক হয়ে যায়, তারপর তা ক্রয় করে, তবে এ ক্রয় মুআক্কিলের উপর জাইয হবে না। আর যদি সে টাটকা তাজা দুধ না বলে, তবে জাইয হবে। কেননা, টক দুধকেও দুধ বলা হয়।

আর যদি কেউ কাউকে টাটকা তাজা দুধ বিক্রি করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর তা টক হয়ে যায়, তারপর তা বিক্রি করে, তবে তা জাইয হবে। কেননা, যে কারণে সে তা বিক্রি করার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছে তা লুপ্ত ও অপ্রাপ্য হয়নি। আর তা হচ্ছে মূল্য লাভ করা (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪২. মাসআলা ঃ আর যদি কোন যিম্মী কোন যিম্মীকে নির্দিষ্ট শরাব কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং তা সিরকা হয়ে যায়, তবে সে তা কবযা করতে পারবে (আল-হাবী)।

৪৩. মাসআলা ঃ আর যদি কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে নির্দিষ্ট আঙ্গুরের নির্যাস কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর তা সিরকা হয়ে যায়, তবে সে তা কবযা করতে পারবে। আর যদি শরাব হয়ে যায়, তবে তার বিধান কিতাবে বর্ণিত হয়নি। তবে বিশুদ্ধ মত হল কবযা করতে পারবে (আল-মাবসূত)।

৪৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে নির্দিষ্ট ছাতু খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে। তারপর তা ঘি কিংবা যায়তুন তেল দ্বারা মাখানো হয়, কিংবা চিনি বা মধু দ্বারা মিষ্টি করা হয়, তবে তার ক্রয় মুআক্কিলের উপর জাইয হবে না, তবে বিক্রি করা জাইয হবে।

আর যদি কেউ নির্দিষ্ট তিল খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর ঐ তিল বেগুনী বা ক্ষীরের মধ্যে বসানো হয়, তবে তার ক্রয় মুআক্কিলের উপর জাইয হবে না এবং বিক্রয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাইয হবে। আর যদি নির্দিষ্ট সাদা কাপড় ক্রয় করার জন্য কেউ কাউকে উকীল নিয়োগ করে। তারপর তা রং করা হয়, তবে তার ক্রয় মুআক্কিলের উপর জাইয হবে না এবং বিক্রয় জাইয হবে।

অনুরূপভাবে যদি মুখে সাদা না বলে কিন্তু ইঙ্গিতে সাদা বলে, তবু বিক্রয় জাইয হবে, কিন্তু ক্রয় জাইয হবে না (আল-মুহীত)।

৪৫. মাসআলা ঃ আর যদি নির্দিষ্ট তাজা মাছ খরিদ করার জন্য কেউ কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, তারপর ঐ মাছ লবণযুক্ত করা হয়, তবে তা ক্রয় করা মুআক্কিলের উপর জাইয নয়, কিন্তু বিক্রয় জাইয (মুহীত আস-সারাখসী)।

৪৬. মাসআলা ঃ আর যদি গোলাম তার করয তাগাদা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে। তারপর মালিক তাকে করযদাতার অনুমতি নিয়ে বিক্রি করে তবে উকীল ওকালাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে, চাই সে তা জানুক বা না জানুক, চাই গোলামের উপর করয থাকুক বা না থাকুক। আর যদি তার উপর করয না থাকে, তবে মালিক তা তাগাদা করবে আর যদি করয থাকে, তবে কাযী তার পক্ষ থেকে একজন উকীল করয তাগাদার জন্য নিযুক্ত করবেন এবং তার দ্বারা করযদাতাদের করয পরিশোধ করবেন।

আর যদি মালিক তাকে আযাদ করে দেয়, তবে উকীল তার ওকালাতের উপর বহাল থাকবে। অনুরূপভাবে যদি করযদারদের অনুমতি নিয়ে তাকে মুকাতাব করে দেয়, তবু এই বিধান হবে।

আর যদি মুকাতাব তার হিবা কবযা করার জন্য কোন উকীল নিযুক্ত করে এবং উকীল মুকাতাবের অক্ষম হওয়ার কিংবা আযাদ হওয়ার পর কবযা করে তবে জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

৪৭. মাসআলা ঃ আর যদি তিজারতকারী গোলাম ক্রয় কিংবা বিক্রয় প্রভৃতির জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর মালিক উকীলকে ওকালাত থেকে খারিজ করে দেয় তবে এটা কিছু নয়; চাই গোলামের উপর করয থাকুক বা না থাকুক (আল-হাবী)।

৪৮. মাসআলা ঃ আর যদি দুই ব্যক্তির মুকাতাব ক্রয় কিংবা বিক্রয় কিংবা খুছূমতের জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর একজনের অংশ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, আর উকীল ঐ কাজ করে, তবে উভয়ের অংশে তা জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

বরখাস্ত ইত্যাদির বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ যদি স্ত্রীকে উকীল নিয়োগের পর তিন তালাক দেয়, তবে স্ত্রী বরখাস্ত হবে না (আল-বাহরুর রাইক)।

২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ নিজের গোলাম বিক্রির জন্য উকীল নিয়োগ করে, তারপর গোলাম ও মুআক্কিল উভয়ে মারা যায় এবং উকীল তা না জানে, তারপর সে বিক্রি করে এবং মূল্য উসুল করে নেয়, আর তা তার নিকট নষ্ট হয়ে যায়, তবে উকীল মূল্যের জামিন হবে (কেননা, এখানে সে গুণগতভাবে বরখাস্ত হয়েছে)। আর মুআক্কিল থেকে নিতে পারবে না যদি গোলাম মারা যায়। আর মুআক্কিলের ত্যাজ্য সম্পদ থেকে নিতে পারবে না যদি মুআক্কিল মারা যায় (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি এক হরবী আরেক হরবীকে দারুল হরবে উকীল নিযুক্ত করে, তারপর উভয়ে মুসলমান হয় কিংবা একজন মুসলমান হয়, তবে ওকালাত বাতিল হবে (আল-মাবসূত)।

৪. মাসআলা ঃ উকীল যদি ওকালাত রদ করে তবে রদ হয়ে যাবে। আর এটা তখন হবে যখন মুআক্কিল জানতে পারবে। আর যদি জানতে না পারে তবে রদ হবে না। এমনকি যদি কোন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করে এবং তার কাছে খবর পৌছে এবং সে ওকালাত রদ করে আর মুআক্কিল তা না জানে, তারপর উকীল ওকালাত কবূল করে তবে তার কবূল সহীহ্ হবে এবং সে উকীল হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি ওকালাত কবূল করে এবং মুআক্কিল তাকে বলে যে, তুমি ওকালাত রদ কর, আর সে বলে যে, আমি ওকালাত রদ করলাম তবে সে ওকালাত থেকে বের হয়ে যাবে (আল-মুহীত, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ওকালাত রদ করা)।

৫. মাসআলা ঃ যদি মুআক্কিল ওকালাত অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমি তাকে উকীল নিয়োগ করিনি, তবে এটা বরখাস্ত করা হবে না। অনুরূপ যদি বলে যে, তোমরা সাক্ষী থাকো য, আমি তাকে উকীল নিয়োগ করিনি তবে এটা মিথ্যা কথা হবে আর ঐ ব্যক্তি উকীল াকবে, বরখাস্ত হবে না। কোন কোন শায়খ বলেন, এ মাসআলার মধ্যে দুটি রিওয়ায়াত াছে। আর এটাই বিশুদ্ধ মত (আয-যখীরা)।

৬. মাসআলা ঃ পিতা যদি কাউকে পুত্রের মাল বিক্রি করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, রপর পিতা কিংবা পুত্র মারা যায় তবে উকীল বরখাস্ত হবে, যখন পিতা পুত্রের ওয়ারিস হয়। ার এটা আমাদের তিন ইমামের মত (আল-খুলাছা)।

৭. মাসআলা ঃ আর যদি উকীলের কোন কাজ করার পূর্বে পুত্র বালেগ হয়, তবে উকীল বরখাস্ত হবে। আর পিতার উকীল এবং ওসীর উকীলের একই বিধান। আর যদি কেউ কাউকে খুছূমতের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং বলে যে, আমি যখনই তোমাকে বরখাস্ত করব, তখন তুমি আমার খুছূমতের মামলায় উকীল হবে, ভাবী উকীল। মাশায়িখ কিরাম এরূপ ওকালাতের বৈধতার ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন। সাধারণ শায়খগণ বলেন যে, এটা জাইয, তা যেরকমই হোক। আবূ যায়দ শুরূতীও এরূপ বলতেন (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ এরপর যখন এই শর্ত দ্বারা ওকালাত জাইয সাব্যস্ত হল এবং মুআক্কিল তাকে ওকালাত থেকে খারিজ করতে চাইল, তবে কী শব্দ দ্বারা খারিজ করবে তাতে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মুআক্কিল এরূপ বলবে যে, আমি আমার এই কথা থেকে যে, আমি যখনই তোমাকে ওকালাত থেকে খারিজ করব, তখন তুমি আমার উকীল হবে–রুজু করলাম, তবে এই রুজু সহীহ্ হবে। এরপর বলবে যে, আমি তোমাকে এই ওকালাত থেকে বরখাস্ত করলাম। যখন বর্তমান ওকালাত থেকে বের করে দিল, তখন উকীল হবে না। আর শামসুল আইম্মা সারাখসী বলেন, আমার মতে বিশুদ্ধতম পন্থা হচ্ছে এরূপ বলা যে, আমি তোমাকে এ ওকালাতগুলো থেকে বরখাস্ত করলাম, তখন বর্তমান ও শর্তযুক্ত উভয় ওকালাত শামিল হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে শর্তযুক্তভাবে উকীল নিয়োগ করে, তারপর শর্ত পাওয়া যাওয়ার পূর্বেই বরখাস্ত করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সহীহ্ হবে না আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সহীহ্ হবে এবং এর উপরই ফাতওয়া।

আর যদি বলে যে, আমি যখনই তোমাকে বরখাস্ত করব, তখন তুমি আমার উকীল হবে, তারপর বলল যে, যখনই তুমি আমার উকীল হয়ে যাবে, তখন আমি তোমাকে বরখাস্ত করব। এক্ষেত্রেও মাশায়িখ কিরাম মতভেদ করেছেন। আর পসন্দনীয় মত এই যে, উকীলের উপস্থিতিতে মুআক্কিল ওকালাত থেকে তাকে বরখাস্ত করার ইখতিয়ার রাখে, কিন্তু তালাক দেওয়া, আযাদ করা এবং প্রতিপক্ষের দাবীর প্রেক্ষিতে যে উকীল নিয়োগ করা হয়েছে, তা ব্যতীত। আর এরূপ বলবে যে, আমি তোমাকে শর্তহীন ওকালাত সমূহ থেকে বরখাস্ত করলাম এবং শর্তযুক্ত ওকালাতসমূহ থেকে রুজু করলাম। আর এর উপরই ফাতওয়া (আল-খুলাসা)।

১০. মাসআলা ঃ যদি মাতলূব খুছূমতের জন্য এই শর্তে কোন উকীল নিয়োগ করে যে, উকীল অন্য উকীল নিয়োগ করতে পারবে। তারপর তালিবের উপস্থিতি ব্যতীত উকীলকে অন্য উকীল নিয়োগ করতে নিষেধ করল। এরূপ বলল যে, আমি তোমাকে স্বীকার করতে নিষেধ করেছি। যদি তুমি স্বীকার কর, তবে তোমার স্বীকারোক্তি আমার উপর বর্তাবে না, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এরূপ নিষেধাজ্ঞা সহীহ্ হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তালিবের উপস্থিতি ব্যতীত সহীহ্ হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে হুকুম করল, এর দ্বারা আমাকে একটি দাসী কিনে দাও এবং বলল, এ ব্যাপারে তুমি যা করবে তা জাইয হবে। উকীল এই কাজের জন্য আরেক জন উকীল নিয়োগ করল, তারপর মুআক্কিল প্রথম উকীলকে বরখাস্ত করল, তারপর দ্বিতীয় উকীল দাসী খরিদ করল, তার ক্রয় জাইয হবে, চাই দ্বিতীয় উকীল প্রথম উকীলের বরখাস্ত হওয়া জানুক বা না জানুক, চাই প্রথম উকীল দ্বিতীয় উকীলকে মূল্য দিক বা না দিক। অনুরূপ যদি প্রথম উকীল মারা যায়, তারপর দ্বিতীয় উকীল খরিদ করে তবে এ ক্রয় মুআক্কিলের উপর জাইয হবে। আর যদি মুআক্কিল দ্বিতীয় উকীলকে ওকালাত থেকে বরখাস্ত করে, তবে সহীহ্ হবে, চাই প্রথম উকীল জীবিত থাকুক কিংবা মারা যাক। আর যদি প্রথম উকীল নিজের বরখাস্ত হওয়া এবং দ্বিতীয় উকীলের ক্রয় করার পূর্বে দাসী ক্রয় করে, তবে এ ক্রয় মুআক্কিলের উপর জাইয হবে। এরপর যদি দ্বিতীয় উকীল ক্রয় করে তবে তা তার নিজের জন্য হবে, চাই সে প্রথম উকীলের ক্রয়ের কথা জানুক বা না জানুক, চাই তাকে প্রথম

উকীল দাম দিয়ে দিক বা না দিয়ে দিক। আর যদি উভয়ে এক একটি দাসী পৃথক পৃথকভাবে একই সময়ে খরিদ করে, তবে উভয় দাসী মুআক্কিলের হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ যদি মুযারিব কাউকে একটি গোলাম খরিদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং মাল দিয়ে দেয়, তারপর মুআক্কিল মারা যায় কিংবা পাগল হয়ে যায়, তারপর উকীল গোলাম খরিদ করে, তবে খাস করে মুযারিবের যিম্মায় লাযিম হবে। যদি গোলাম খরিদ করার উকীল নিয়োগ করে মাল দিয়ে দেয়, তারপর আকদে মুযারিবাত ভেঙ্গে যায়, এবং উকীল তা না জানে, আর সে খরিদ করে, তবে বিশেষভাবে মুযারিবের যিম্মায় লাযিম হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির উপর আরেক ব্যক্তির করয পাওনা রয়েছে। তারপর করযদার এক ব্যক্তিকে মাল দিয়ে ঐ করয পরিশোধের জন্য উকীল নিয়োগ করল। তারপর তালিব করযদারকে করয হিবা করে দিল তবে উকীল দিয়ে দেওয়ার জামিন হবে। আর যদি সে এ অবস্থার কথা না জানে তবে জামিন হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কোন গোলাম কোন ব্যক্তিকে তার মালিকের কাছে কিংবা অন্য কারো কাছে গচ্ছিত রাখা বস্তু কবযা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে। তারপর মালিক গোলামকে আযাদ কিংবা বিক্রি করে দেয়, অথবা দাসীকে উম্মু ওয়ালাদ বানিয়ে নেয়, তবে উকীল তার ওকালাতের উপর বহাল থাকবে। কেননা, যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা উকীল নিয়োগের সময় অন্তরায় নয়, তাই ওকালাত বহাল থাকার ক্ষেত্রে তো আরো উত্তম ভাবে অন্ত রায় হবে না (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি গোলাম কাউকে খুছূমত কিংবা বিক্রি কিংবা ক্রয় করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর গোলাম পালিয়ে যায়, তবে উকীল ওকালাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আর যদি উকীল গোলাম থাকে এবং পালিয়ে যায়, তবে নিজের ওকালাতের উপর বহাল থাকবে, তবে তার উপর কোন কিছুর দায়িত্ব বর্তাবে না (আল-মাবসূত)। আর আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দশম পরিচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ ক্রয়ের উকীল যদি কোন পণ্যের মূল্য স্থির করার জন্য বিক্রেতা থেকে নিয়ে নেয় এবং মূল্য বলে দেয়, তারপর তা মুআক্কিল পরিশোধ করে দেয়, তারপর মুআক্কিল তাতে রাযী না হয় এবং অপসন্দ করে উকীলকে ফিরিয়ে দেয়, তারপর উকীলের কাছে তা নষ্ট হয়, তবে উকীল বিক্রেতার জন্য তার মূল্যের জামিন হবে। যদি মুআক্কিল তাকে মূল্য স্থির করার জন্য নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকে, তবে উকীল তার থেকে মূল্য নিয়ে নিবে। আর যদি নির্দেশ না দিয়ে থাকে, তবে নিতে পারবে না (আল-মুহীত, অনুচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার করয উসুল করার উকীল। তুমি যাকে ইচ্ছা ঐ কাজের উকীল নিযুক্ত করে দাও। তারপর উকীল ঐ কাজের জন্য একজন উকীল নিযুক্ত করল, তবে যখন ইচ্ছা সে ঐ উকীলকে ওকালাত হতে খারিজ করতে পারবে। আর যদি বলে, তুমি আমার করয উসুল করার উকীল। অমুক ব্যক্তিকে উকীল করে দাও। তারপর সে উকীল নিযুক্ত করে দেয়, তবে এই উকীল তাকে বরখাস্ত করতে পারবে না। আর যদি বলে যে, তোমার ইচ্ছা হলে অমুক ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করে দাও। তারপর সে তাকে উকীল নিযুক্ত করে, তবে উকীল তাকে বরখাস্ত করতে পারবে (আল-হাবী)।

৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি গোলাম খরিদ করল এবং সাক্ষী করে নিল যে, আমি অমুক ব্যক্তির জন্য খরিদ করেছি। আর সেই অমুক ব্যক্তি বলল যে, আমি সম্মত আছি। তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে তাকে গোলাম না দেওয়ার। এরপর যদি ক্রেতা তাকে গোলাম দিয়ে মূল্য তার থেকে নিয়ে নেয়, তবে এটা উভয়ের মধ্যে নতুন বেচাকেনা হল (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ কারো কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে। সে তাকে বলল, ঐ দিরহামের বিনিময়ে আমাকে এই গোলামটি কিনে দাও। তারপর সে তা কিনে দিল তবে তা জাইয হবে। আর যদি হুকুম করে যে, এর বিনিময়ে একটি অনির্দিষ্ট গোলাম কিনে দাও এবং সে ক্রয় করে। তারপর মুআক্কিলের কবযা করার পূর্বে তারই হাতে মারা যায়, তবে ক্রেতার মাল যাবে। আর যদি মুআক্কিল কবযা করে, তবে তার মাল হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। আর সাহিবাইন (র) বলেন, উকীল যখন কবযা করবে তাও মুআক্কিলের হবে (আল-হিদায়া)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে একটি দীনার বিক্রি করার জন্য দিল। সে নিজের দীনার মুআক্কিলের জন্য বিক্রি করল এবং মুআক্কিলের দীনারটি নিজের জন্য রেখে দিল। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বর্ণনা করেন যে, এটা জাইয নয়। আর যদি তাকে এক দীনার কাপড় খরিদ করার জন্য দেয়, আর সে নিজের দীনার দিয়ে কাপড় খরিদ করে তবে খরিদ মুআক্কিলের জন্য হবে এবং দীনার উকীলের নিজের (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি অন্যের দীনার দিয়ে খরিদ করে এবং মুআক্কিলের দীনার পরিশোধ করে, তবে খরিদ উকীলের জন্য হবে এবং মুআক্কিলকে তার দীনারের যিমান দিবে (আল-খুলাসা)।

৭. মাসআলা ঃ ক্রয়ের উকীল যদি ক্রয় করে এবং নিজের মাল থেকে মূল্য দিয়ে দেয়। আর মাল কবযা করে মুআক্কিলকে দিয়ে দেয়, এবং তার থেকে মূল্য নিয়ে নেয়, তারপর বিক্রিত বস্তু মুআক্কিলের হাত থেকে নিয়ে নেয়, তারপর মুআক্কিল ইচ্ছা করল যে, নিজের মূল্য বিক্রেতা থেকে উকীলের নেওয়ার পূর্বে উসুল করবে, তবে তার এ ইখতিয়ার হবে না। আর যদি মুআক্কিল মূল্য দিয়ে না থাকে, তবে উকীলের ইখতিয়ার রয়েছে মুআক্কিল থেকে গ্রহণ করার। তারপর উকীল যখন বিক্রেতা থেকে উসুল করবে, তখন মুয়াক্কিলকে ফেরত দিবে।

এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে হুকুম করল যে, আমার জন্য একটি কাপড়–যার নাম বলে দেওয়া হয়েছে, কিছু দিরহামের বিনিময়ে–যা তাকে দিয়ে দিয়েছে–খরিদ করবে। উকীল খরিদ করল এবং দিরহাম পরিশোধ করল। তারপর বিক্রেতা এই বলে যে, এই দিরহামগুলো খাদযুক্ত, উকীলকে ফেরত দিল। আর উকীল তার তাসদীক করল বা তাকযীব করল। আর মুআক্কিল এই দিরহাম নিজের দিরহাম হওয়া অস্বীকার করল, তবে উকীলের ইখতিয়ার থাকবে মুআক্কিলকে ফিরিয়ে দেওয়ার। আর এক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা গ্রহণ করা হবে। আর দীনারের বিধানও এটাই, কিন্তু আসবাবের বিধান এরূপ নয় (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কবযায় অন্যের গোলাম রয়েছে। কবযাকারী এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল যে, এই গোলামকে তার মালিক থেকে কিনে দাও। তারপর উকীল বলল যে, আমি এই গোলাম কিনেছি এবং মূল্য নিজের পক্ষ থেকে দিয়ে দিয়েছি। আর মুআক্কিল তার তাসদীক করল, তবে মুআক্কিলকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, উকীলকে মূল্য পরিশোধ করে দাও। আর তার এই ওযর যে, আমার আশংকা হচ্ছে, গোলামের মালিক এসে বিক্রি অস্বীকার করে আমার থেকে গোলাম ফেরত নিয়ে নিবে– গ্রহণ করা যাবে না (আয-যখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ কারো দাসী এক ব্যক্তির স্ত্রী। সে এক ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করল, আমার স্ত্রীকে তার মালিক থেকে আমাকে কিনে দাও। উকীল কিনে দিল। স্বামী যদি তার সাথে সংগম না করে থাকে, তবে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে এবং মহর স্বামী থেকে বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এই বিচ্ছিন্নতা এমন ব্যক্তির তরফ থেকে হয়েছে, যে মহরের মালিক ছিল। আর এই বিধান তখন প্রযোজ্য হবে যখন মালিক একথা জানবে যে, উকীল দাসীটি তার স্বামীর জন্য খরিদ করছে। আর যদি মালিক কারো কাছে বিক্রি করে দেয়, তারপর স্বামী তার নিকট থেকে খরিদ করে এবং এখনো পর্যন্ত সে ঐ দাসীর সাথে সংগম না করে থাকে, তবে প্রথম মালিককে অর্ধেক মহর দিতে হবে। কেননা, মহরের মালিকের পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়নি। আর এটা তখন হবে যখন মালিক স্বীকার করবে যে, ক্রেতা দাসীর স্বামীর পক্ষ থেকে উকীল ছিল, কিংবা এ বিষয়টি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়।

আর যদি শুধু উকীলের স্বীকারোক্তি দ্বারা খরিদ করার পর ওকালাত প্রমাণিত হয়, তবে এক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা তার জানার উপর কসম নিয়ে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু ঐ অবস্থায় নয় যখন স্বামী উকীল নিয়োগ করার সাক্ষী পেশ করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক ব্যক্তি উকীল নিয়োগ করল যে, নিজের গোলামের বিনিময়ে আমার জন্য অমুক ব্যক্তির গোলাম খরিদ করে দাও। সে খরিদ করে দিল তবে ঐ গোলাম মুআক্কিলের হবে। আর মুআক্কিলের উপর উকীলের গোলামের মূল্য ওয়াজিব হবে এবং উকীল নিয়োগ করা সহীহ্ হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক গোলাম খরিদ করল এবং খরিদ করার পূর্বে কিংবা পরে সাক্ষী করল যে, আমি অমুক ব্যক্তির জন্য তার নির্দেশে খরিদ করেছি। তারপর সাক্ষী করল যে, আমি অমুক অন্য এক ব্যক্তির জন্য তার নির্দেশে খরিদ করেছি এবং তার মাল দ্বারা খরিদ করেছি। তারপর ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি আসল, কিন্তু প্রথম ব্যক্তি আসল না, তবে গোলাম তারই হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি তার দাবীর উপর বহাল থাকবে। তারপর যদি সে আসে এবং দাবী করে, তবে তার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হবে। অনুরূপ যদি প্রথম ব্যক্তিও সাক্ষ্য পেশ করে, তবু এই বিধান হবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে এজন্য উকীল নিযুক্ত করে যে, আমাকে এত দামের একটি দাসী কিনে দাও, তারপর সে কিনে দেয়, তারপর কোন হকদার এসে নিয়ে যায়, তবে উকীল জামিন হবে না। আর যদি এক দাসী খরিদ করে এবং প্রকাশ পায় যে, সেটি আযাদ, তবে উকীল জামিন হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি আটা খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং দিরহাম দিয়ে দেয়। তারপর এক ব্যক্তি উকীলকে চুনা দেখায় এবং উকীল ধারণা করে যে, তা আটা। তারপর ঐ ব্যক্তি থেকে আটা মনে করে চুনা খরিদ করে এবং মূল্য দিয়ে দেয় তবে উকীল মূল্যের জামিন হবে। অনুরূপভাবে না জেনে ক্রয়কৃত সব বিপরীত জিনিসের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে (আল-মুহীত, উকীলের বিপরীত পণ্য ক্রয়)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করে যে, আমাকে এক কুর গম কিনে দাও। সে তার জন্য খরিদ করল এবং একটি উট ভাড়া করে তার উপর বহন করল। যদি এভাবে উকীল নিযুক্ত করে থাকে যে, যে শহরে উভয়ে বিদ্যমান তার আশেপাশে গম কিংবা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করবে। তবে কিয়াসের দাবী এই যে, বহন খরচের ক্ষেত্রে উকীল অনুগ্রহকারী গণ্য হবে এবং সে বহনখরচ পাবে না। আর ইসতিহসান মতে সে দণ্ড দিবে না এবং বহনখরচ নিয়ে নিবে। আর যদি এভাবে উকীল নিযুক্ত করে থাকে যে, যে শহরে উভয়ে বিদ্যমান রয়েছে, তার কোন পল্লীতে ক্রয় করবে তবে উকীল অনুগ্রহকারী গণ্য হবে এবং সে কিয়াস ও ইসতিহসান উভয় অনুসারে বহনখরচ নিতে পারবে না। আর যদি কোন অন্য শহরে ক্রয় করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে থাকে। তবু কিয়াস ও ইসতিহসান অনুসারে বহন-খরচ নিতে পারবে না।

আর যদি মুআক্কিল এভাবে উকীল নিযুক্ত করে যে, আমার জন্য খাদ্যদ্রব্য কিনে দাও এবং এক দিরহামের একটি উট ভাড়া করে দাও। তারপর সে দেড় দিরহামে ভাড়া করে, তবে ভাড়াকারীর উপর ভাড়া বর্তাবে। আর যদি নির্দেশ অনুযায়ী এক দিরহামেই ভাড়া করত, তবে মুআক্কিলের উপর বর্তাতো। আর বহন-খরচের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য আটকে রাখার ইখতিয়ার তার নেই, যেরূপ ভাড়ার জন্য আটকে রাখতে পারত (আয-যখীরা, মাল ক্রয় ও তা বহন করার জন্য উকীল নিয়োগ করা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৪. মাসআলা ঃ কেউ একটি নির্দিষ্ট দাসী খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করল, আর সে নিজের জন্য খরিদ করে তার সাথে সংগম করল, তবে দণ্ড তাকে দেওয়া যাবে না এবং নসব কায়েম হবে না। আর দাসী ও তার বাচ্চা মুআক্কিলের হবে। আর এটা কিতাবে উল্লেখ নাই যে, জরিমানা লাযিম হবে। আর মাশায়িখ কিরাম বলেন যে, দেখতে হবে, যদি মূল্যের জন্য আটকে রাখার পূর্বে এরূপ করে, তবে জরিমানা লাযিম হবে। আর যদি তার পরে এরূপ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জরিমানা লাযিম হবে না। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মূল্যকে দাসী ও তার জরিমানার উপর বণ্টন করা হবে। যে পরিমাণ মূল্য জরিমানার অংশে পড়ে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং যে পরিমাণ দাসীর অংশে পড়ে তা বাকী থাকবে (মুহীত, আস-সারাখসী)।

১৫. মাসআলা ঃ আর যদি তাকে হুকুম করে যে, আমাকে হাজার দিরহামে একটি গোলাম খরিদ করে দাও। তারপর সে হাজার দিরহামের বিনিময়ে দান করার প্রতিশ্রুতিতে খরিদ করল এবং গোলাম উকীলের হাতে মারা গেল তবে উকীলের উপর মূল্য ওয়াজিব হবে। আর যে পরিমাণ মূল্য দণ্ড দিবে তা মুআক্কিল থেকে নিয়ে নিবে, যদিও হাজার দিরহাম থেকে তা বেশী হয়।

আর যদি গোলাম মারা না যায়, এমনকি মুআক্কিল তাকে আযাদ করে দেয়, তবে সহীহ্ হবে। আর যদি উকীল আযাদ করে দেয়, তবে সহীহ্ হবে না।

আর যদি উকীল এক হাজার দশ দিরহাম দান করার প্রতিশ্রুতিতে খরিদ করে এবং অবশিষ্ট মাসআলা নিজ অবস্থায় থাকে, তবে উকীল যে পরিমাণ মূল্য দণ্ড দিবে তা মুআক্কিল থেকে নিতে পারবে না। কেননা, সে তার নিজের জন্য খরিদ করেনি। এমনকি যদি মারা যাওয়ার পূর্বে মুআক্কিল তাকে আযাদ করে, তবে সহীহ্ হবে না। আর যদি উকীল আযাদ করে, তবে সহীহ্ হবে (আল-মুহীত, অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রির জন্য উকীল নিযুক্ত করা)।

১৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করল যে, আমাকে হাজার দিরহামে একটি গোলাম খরিদ করে দাও। উকীল হাজার দিরহামে হাজার দিরহাম মূল্যের একটি গোলাম খরিদ করল, এই শর্তে যে, উকীলের তিন দিনের খিয়ার থাকবে। তারপর তার মূল্য কমে পাঁচশ দিরহামে নেমে এলো এবং উকীল গোলাম নেওয়া ইখতিয়ার করল, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে গোলাম উকীলের যিম্মায় হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াসও এরূপই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করল এবং তার মূল্য পরিশোধ না করেই তাকে আযাদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করল, আর উকীল তাকে আযাদ করল তবে সে জামিন হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকায় বিশর-এর সূত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে কোন বস্তু খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করল এবং ঐ বস্তুর নাম বলে দিল এবং তার রকম ও গুণও বর্ণনা করল। গোলাম, ঘর, ঘোড়া বা এ ধরনের যে কোন বস্তু। আর মুআক্কিলের মালিকানায় উকীল নিযুক্তির দিন এরূপ কোন বস্তু ছিল। তারপর সে তা বিক্রি করে দিলো তারপর উকীল সেটিকেই মুআক্কিলের জন্য খরিদ করল তবে জাইয

হবে না। আর যদি উকীলের মালিকানায় থাকে এবং সে বিক্রি করে দেয়, তারপর মুআক্কিলের জন্য খরিদ করে তবে মুআক্কিলের উপর জাইয হবে (আল-মুহীত ঃ চতুর্দশ অনুচ্ছেদ)।

১৯. মাসআলা ঃ কেউ এক ব্যক্তিকে অমুকের গোলাম হাজার দিরহামে খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করল। উকীল বিক্রেতার কাছে এলো এবং বিক্রির আবেদন করল। সে বলল যে, আমি আমার এই গোলাম অমুক ব্যক্তি অর্থাৎ মুআক্কিলের কাছে বিক্রি করলাম। উকীল বলল, আমি কবূল করলাম। তবে এই বিক্রয় মুআক্কিলের যিম্মায় লাযিম হবে না। আর বিশুদ্ধ মত এই যে, উকীল এ অবস্থায় মধবর্তী ফুযূলী হয়ে গেল। বিক্রি সম্পূর্ণ হওয়া মুআক্কিলের অনুমতির উপর মূলতবী থাকবে (আল-মুহীত, অনুচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে একটি দাসী খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করল এবং তার রকম বর্ণনা করল কিন্তু মূল্য বর্ণনা করল না। এরপর উকীল একটি দাসী খরিদ করে মুআক্কিলের নিকট পাঠিয়ে দিল। মুআক্কিল তার সাথে সংগম করল। ফলে সে গর্ভবতী হল। তখন উকীল বলল, আমি তোমার জন্য খরিদ করিনি, তবে তারই কথা গ্রহণ করা হবে এবং মুআক্কিলের নসব কায়েম হবে। আর উম্মু ওয়ালাদ বানানো ছাবিত হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী, পরিচ্ছেদ ঃ যাতে উকীলকে তাসদীক করা যাবে আর যাতে তাসদীক করা যাবে না)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিল যে, আমার জন্য এক কুর গম একশ' দিরহামে কিনে দাও এবং নিজের কাছ থেকে দাম দিয়ে দাও। সে তাই করল। তারপর মুআক্কিলকে সে কাবু করতে পারল না, পেল না। অর্থাৎ তাই সে কাযীর দরবারে ব্যাপারটি পেশ করল। এক্ষেত্রে কাযী গম বিক্রি করে তার দাম উকীলের কাছে মুআক্কিলের পক্ষ থেকে গচ্ছিত রেখে দিবে। এভাবে দিবে না যে, যে দামে সে গম কিনেছে এটা সেই দাম (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ কেউ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিল যে, আমাকে এক কুর খাদ্যদ্রব্য একশ' দিরহামে কিনে দাও। সে তাই করল এবং একশ' দিরহাম পরিশোধ করে দিল। তারপর উকীল বিক্রেতাকে পঞ্চাশ দিরহাম এই শর্তে দিল যে, বিক্রেতা এক কুর খাদ্যদ্রব্য অতিরিক্ত দিবে। সে তাই করল। মাশায়িখ কিরাম বলেন, প্রথম কুর মুআক্কিলের হবে এবং দ্বিতীয় কুর উকীলের হবে। আর উকীল মুআক্কিলকে পঁচিশ দিরহাম যিমান দিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে নির্দেশ দেয় যে, কিছু পরিমাণ নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের বায়উস সালামে কিছু নির্দিষ্ট দিরহাম আমার জন্য নিবে। সে নিল এবং মুয়াক্কিলকে দিয়ে দিল। তবে খাদ্যদ্রব্য উকীলের জন্য লাযিম হবে এবং মুআক্কিলের উপর তার দিরহাম করয হবে (আন-নিহায়া)।

২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে হারাবী কাপড়ের একটি গাঁটরি ছিল। সে দুই ব্যক্তিকে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে যে, বিক্রি করবে জাইয হবে, তবে যে বিক্রি করবে জাইয হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে যে, এই দুই জনের মধ্যে থেকে যে কেউ বিক্রি করবে জাইয হবে, তবে যে-কেউ বিক্রি করবে জাইয হবে।

আর যদি বলে যে, আমি একে কিংবা ওকে এটি বিক্রি করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছি তবে তাদের যে ব্যক্তি একাকী বিক্রি করবে জাইয হবে। আর এ বিধান ইসতিহসান মতে (আল-মুহীত, অনুচ্ছেদ ঃ অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করা)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, যে ব্যক্তি আমার এই গোলাম তোমার কাছে বিক্রি করেছে, তাকে আমি অনুমতি দিয়েছি তবে সে উকীল হবে না (তাতারখানিয়্যা ইতাবিয়্যা থেকে)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমার কাছে এই গোলাম অমুক ব্যক্তির জন্য বিক্রি করে দাও। সে বিক্রি করে দিল। তারপর অস্বীকার করল যে, আমাকে অমুক ব্যক্তি হুকুম করেনি, তবে অমুক ব্যক্তি তাকে নিতে পারে। কেননা, পূর্ববর্তী কথা থেকে ওকালাতের স্বীকারোক্তি প্রমাণিত হয়। আর যদি অমুক ব্যক্তি বলে, আমি হুকুম দিইনি, তবে নিতে পারবে না। কিন্তু ক্রেতা যদি তাকে সোপর্দ করে দেয়, তবে নতুন বিক্রয় সংঘটিত হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৭. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বলল, এই গোলাম বিক্রি করে দাও, কিংবা মুকাতাব করে দাও, কিংবা আযাদ করে দাও, তবে এগুলোর মধ্য থেকে যে-কোন কাজ উকীল করবে জাইয হবে।

এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যাকে শর্তযুক্ত করা জাইয, তা অজ্ঞাত অবস্থায়ও অনুষ্ঠিত হয়। কেননা, তা বর্ণনা দ্বারা জ্ঞাত অবস্থায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে অজ্ঞাত অবস্থায় আক্দ হলে ফায়দা আছে। আর যাকে শর্তযুক্ত করা জাইয নয়, তার অজ্ঞাত অবস্থায় আক্দ অনুষ্ঠিত হয় না। কেননা, এক্ষেত্রে অজ্ঞাত অবস্থায় আকদ হলে তাতে কোন ফায়দা হয় না।

কেউ কাউকে উকীল নিয়োগ করল যে, এই গোলাম বা ঐ গোলাম বিক্রি করে দাও, কিংবা এই রমণী বা ঐ রমণীর সাথে আমার বিয়ে করিয়ে দাও। সে উভয়কে একই সাথে একই মূল্যে কিংবা বিভিন্ন মূল্যে বিক্রি করল। অথবা একই সাথে উভয় রমণীর সাথে বিয়ে করিয়ে দিল তবে একটিতেও জাইয হবে না। কেননা, আক্দের পাত্র এখানে অনির্দিষ্ট। আর এরূপ অনির্দিষ্টতা ফাসাদের কারণ হতে পারে এবং ঝগড়ার সৃষ্টি করতে পারে।

যদি কেউ দুই স্ত্রীলোকের মধ্য থেকে একজনকে তালাক,দেয়ার জন্য কিংবা দুই গোলামের মধ্য থেকে একজনকে আযাদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং সে উভয়কে মালের বিনিময়ে বা মাল ব্যতীত তালাক দেয় কিংবা আযাদ করে, তবে একজনের ক্ষেত্রে তা জাইয হবে। আর মুআক্কিল যাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করতে পারবে। কেননা, এদেরকে শর্তযুক্ত করা জাইয আছে। তাই বর্ণনার শর্তযুক্ত করাও জাইয আছে।

অনুরূপ খোলার ক্ষেত্রেও হতে পারে। যদি কেউ তার দুই স্ত্রীর মধ্য থেকে কোন একজনের খোলার জন্য উকীল নিযুক্ত করে। তারপর সে উভয়কে এক সঙ্গে একটি বদল বা দুইটি বদলের বিনিময়ে খোলা করে দেয় তবে কেউ কেউ বলেন যে, একজনের খোলা জাইয হবে। আর স্বামীকে নির্দিষ্ট করার জন্য বাধ্য করা হবে।

আর যদি বলে যে, এই গোলাম বা ঐ গোলামকে মুকাতাব করে দাও, তারপর সে উভয়কে একই সাথে মুকাতাব করে দিল, তবে তা জাইয হবে না, যদি এক শব্দযোগে হয়। অন্যথায় একজনের মধ্যে জাইয হবে। আর মুআক্কিল যাকে চাইবে ইখতিয়ার করবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী, পরিচ্ছেদ ঃ আযাদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করা)।

২৮. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি এক গোলামের আযাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিল এবং অপবাদের কারণে কাযী উভয়ের সাক্ষ্য রদ করে দিল। তারপর মালিক একজনকে গোলামটি বিক্রি করার

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য উকীল নিযুক্ত করল। সে দ্বিতীয় সাক্ষীর কাছে বিক্রি করল, তবে এ বিক্রি সহীহ্ হবে এবং ক্রেতার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। আর বিক্রেতা মুআক্কিলের জন্য মূল্যের জামিন হবে। আর ক্রেতা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মূল্য থেকে দায় মুক্ত হবে।

আর যদি অন্য কারো কাছে বিক্রি করে, তবে সহীহ্ হবে এবং দাম নিয়ে নিবে, আর গোলাম আযাদ হবে না। আর যদি বিক্রেতা দাম উসুল করার পর ক্রেতা তার তাসদীক করে, তবে মুক্ত হওয়া সহীহ্ হবে, আর গোলাম আযাদ হবে, আর বিক্রেতা নিজের মাল থেকে ক্রেতার জন্য জামিন হবে। আর যদি বিক্রেতার দাম উসুল করার পূর্বে তাসদীক করে, তবে ক্রেতা মুক্ত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিক্রেতা মুআক্কিলকে দাম দণ্ড দিবে (মুহীত আস-সারাখসী, পরিচ্ছেদ ঃ উকীল যার জামিন হবে এবং যার জামিন হবে না)।

২৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে উকীল নিযুক্ত করে যে, আমার গোলামকে তারই হাতে হাজার দিরহামে বিক্রি করে দাও। সে ভাতা প্রাপ্তির সময়, ফসল কাটার সময় বা ফসল মাড়াইয়ের সময় পর্যন্ত মেয়াদে হাজার দিরহামে বিক্রি করল এবং গোলাম তা কবূল করল তবে জাইয হবে, আর গোলাম আযাদ হয়ে যাবে, আর মালিক নিজেই দাম উসুল করার ওয়ালী হবে এবং ঐ মেয়াদে পাবে (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ যদি উকীল গোলাম বিক্রি করে এবং মালিক তাকে হত্যা করে, তবে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি মালিক তার হাত কেটে দেয়, তবু বিক্রি বাতিল হবে। কিন্তু ক্রেতা ইচ্ছা করলে তাকে অর্ধেক দামে নিয়ে নিতে পারবে, তার নিজের কাছে তাকে বিক্রি করলে যেমন হয় (আল-মাবসূত)।

৩১. মাসআলা ঃ যদি উকীল গোলাম বিক্রি করে। তারপর ক্রেতার কবযা করার পূর্বে স্বয়ং নিজে তার হাত কেটে ফেলে তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে পুরা মূল্য দিয়ে গোলাম নিয়ে নিবে এবং উকীল থেকে তার অর্ধেক মূল্য ফেরত নিবে। অন্যথায় বিক্রি বাতিল করবে। আর উকীল মুআক্কিলকে অর্ধেক দাম দিবে এবং অতিরিক্তটুকু সাদাকা করে দিবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী, পরিচ্ছেদ ঃ উকীল যার জামিন হবে এবং যার জামিন হবে না)।

৩২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে হাজার দিরহামে নিজের গোলাম বিক্রির জন্য উকীল নিযুক্ত করল। সে বিক্রি করল এবং মূল্য উসুল করল, আর গোলাম ক্রেতাকে দিয়ে দিল, তারপর উকীল ক্রেতাকে একটি ঘর বাড়িয়ে দিল তবে তা জাইয হবে এবং ঘর ও গোলাম ক্রেতার হবে। আর এই অতিরিক্ত প্রদানের ক্ষেত্রে উকীল অনুগ্রহকারী গণ্য হবে। আর শুফা'র অধিকারীর ইখতিয়ার হবে ঐ ঘরকে হাজার দিরহাম হিসাবে যে পরিমাণ তার অংশে পড়ে তা দ্বারা ক্রয় করে নেওয়ার। আর যদি হকদার ঘর নিয়ে যায়, তবে ক্রেতা উকীল থেকে ঐ ঘরের অংশ পরিমাণ ফেরত নিবে, আর উকীল মুআক্কিল থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর যদি গোলামকে হকদার নিয়ে যায়, তবে উকীল পুরা হাজার দিরহাম মুআক্কিল থেকে নিবে, তারপর ক্রেতাকে তা থেকে গোলামের অংশ পরিমাণ দিবে, আর ঘরের অংশ উকীলের জন্য বেঁচে থাকবে।

বিক্রয়ের উকীল যদি বিক্রয় করে, তারপর ক্রেতা থেকে নিজের জন্য খরিদ করে, আর ক্রেতা কবযা করে থাকে, তারপর বিক্রিত বস্তুতে কারো হক ছাবিত হয় তবে উকীল ক্রেতা থেকে নিবে। তারপর ক্রেতা উকীল থেকে, তারপর উকীল মুআক্কিল থেকে নিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা ঃ বিক্রয়ের উকীল যদি বলে, আমি গোলামকে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিয়েছি এবং গোলাম সোপর্দ করেছি কিন্তু আমি তাকে চিনি না। আর আমি তার থেকে মূল্য উসুল করতে পারছি না তবে উকীল জামিন হবে।

বিক্রয়ের উকীল যদি বিক্রেয় বস্তু কাউকে দিয়ে দেয় যে, বিক্রি করার জন্য যাকে ইচ্ছা দেখাও। তারপর ঐ ব্যক্তি পালিয়ে যায় এবং বিক্রেয় বস্তু নিয়ে যায়, কিংবা তার কাছে নষ্ট হয়ে যায় তবে উকীল জামিন হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

৩৪. মাসআলা ঃ আর এটাই বিশুদ্ধতর মত। (গ্রন্থকার বলেন,) আমার পিতা বলতেন, যাকে দিয়েছে সে যদি আস্থাভাজন ব্যক্তি হয়, তবে উকীল জামিন হবে না (আয-যাহীরিয়্যা)।

৩৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে একটি তশতরী দিয়ে বলল যে, এটি বিক্রি করে দাও। সে সেটি ভেঙ্গে ফেলল, তারপর বিক্রি করল। যদি এরূপ ভাঙ্গে, যার দ্বারা এ নির্দেশ দেওয়া যেত যে, উকীল মুআক্কিলকে ক্ষতিপূরণ দিবে, তবে বিক্রয় জাইয হবে। আর যদি এরূপ ভাঙ্গে যে, এরূপ নির্দেশ দেওয়া যেত যে, এই তশতরী উকীলকে দিয়ে দাও এবং তার থেকে নিজের মূল্য নিয়ে নাও তবে এই বিক্রয় মুআক্কিলের পক্ষ থেকে বাতিল হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

৩৬. মাসআলা ঃ কাপড় বিক্রির উকীল যদি ধোলাই করার জন্য কাপড় ধোপাকে দিয়ে দেয়, তারপর সে ধোলাই করে তবে সে জামিন হবে। তারপর যদি কাপড় উকীলের কাছে এসে যায়, তবে উকীল যিমান থেকে মুক্ত হবে। এমনকি যদি পুনরায় তার নিকট নষ্ট হয়, তবে সে জামিন হবে না। আর যদি উকীল এরপর বিক্রি করে, তবে জাইয হবে। আর সমুদয় মূল্য মুআক্কিলের হবে। আর উকীল ধোলাইয়ের বিনিময়ে কিছু পাবে না। আর মুআক্কিল থেকে উকীল ধোলাইয়ের মজুরীও নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৩৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে একটি কাপড় দিয়ে বলল, এটি আমার জন্য বিক্রয় করে দাও। সে বিক্রি করল, কিন্তু মূল্য উসুল করল না। তারপর মুআক্কিলের সাথে সাক্ষাত করে বলল, আমি তোমার কাপড় অমুক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছি এবং আমি তার পক্ষ থেকে তোমাকে মূল্য পরিশোধ করে দিচ্ছি। এরপর তার পক্ষ থেকে কাপড়ের সমস্ত মূল্য দিয়ে দিল তবে সে অনুগ্রহ করল। ক্রেতা থেকে কিছু নিতে পারবে না।

আর যদি এরূপ বলে যে, আমি তোমাকে এই শর্তে পরিশোধ করছি যে, ক্রেতার কাছে তোমার যে মাল পাওনা আছে, তা আমার হবে তবে তা জাইয হবে না। আর যা সে পরিশোধ করেছে, তা মুআক্কিল থেকে ফেরত নিবে। আর ক্রেতার উপর ঐ মূল্য বহাল থাকবে। উকীল তা কবযা করবে এবং মুআক্কিলকে দিবে।

আর যদি উকীল কাপড়ের মালিকের কাছে কোন আসবাব ঐ পরিমাণ দামে, যা ক্রেতার কাছে তার পাওনা হয়, বিক্রি করে, এবং বলে যে, এই মূল্য ঐ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর এটা না বলে যে, এই শর্তে যে, যে মাল তুমি ক্রেতার কাছে পাওনা আছো, তা আমার হবে, তবে জাইয হবে। এক্ষেত্রে সে ক্রেতার উপর ইহসান করল (আয-যখীরা)।

৩৮. মাসআলা ঃ দাসী বিক্রির উকীল যদি তাকে হাজার দিরহামে বিক্রি করে, যেরূপ মুআক্কিল হুকুম করেছিল এবং পরস্পরে কবযা হয়ে যায়। তারপর ক্রেতা দাবী করে যে, আমি এই শর্তে ক্রয় করেছিলাম যে, সে লেখাপড়া জানে, কিংবা রুটি পাকানো জানে, কিংবা এই শর্তে খরিদ করেছি যে, সে কুমারী। কিন্তু আমি তাকে শর্ত অনুযায়ী পাইনি। আর বিক্রেতা তার তাকযীব করল এবং মুআক্কিল তাসদীক করল তবে মুআক্কিলের তাসদীকে বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে না।

আর যদি ক্রেতা দাবী করে যে, বিক্রেতা নিজের জন্য তিন দিনের খিয়ারের শর্ত করেছিল, এবং সে তিন দিনের মধ্যেই বিক্রয় ভেঙ্গে দিয়েছে। আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে, কিন্তু মুআক্কিল তা স্বীকার করে তবে কাযী নির্দেশ দিবেন যে, দাসী মুআক্কিলকে ফেরত দিয়ে দাও। আর ক্রেতা মুআক্কিলের নিকট থেকে মূল্য নিয়ে নিবে।

অনুরূপভাবে যদি ক্রেতা দাসী কবযা করার পূর্বে দাবী করে যে, আমি কুমারী হওয়ার শর্ত করেছিলাম, কিন্তু এখন আমি তাকে বিবাহিতা পেয়েছি, তাই আমার তাকে নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই এবং আমি বিক্রি ভেঙ্গে দিলাম। আর বিক্রেতা এই শর্ত হওয়াকে অস্বীকার করল, কিন্তু মুআক্কিল তাসদীক করল, তবে কাযী নির্দেশ দিবেন যে, দাসী মুআক্কিলকে দিয়ে দাও। আর ক্রেতা মুআক্কিল থেকে দাম নিয়ে নিবে।

অনুরূপভাবে যদি কব্যা করার পূর্বে দাবী করে যে, আমি এই শর্তে খরিদ করেছিলাম যে, সে রুটি পাকাতে জানে, কিংবা লেখাপড়া জানে, এখন আমি তাকে সেইরূপ পাইনি, তবু এই বিধান হবে (আল-মুহীত)।

৩৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে একটি হারাবী কাপড়ের গাঁটরী বিক্রি করার জন্য উকীল নিয়োগ করে। তারপর সে বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতা তা কবযা করে। তারপর খেয়ারে রুইয়াতের কারণে বিক্রেতাকে ফেরত দেয়। আর মুআক্কিল বলে যে, এটি আমার গাঁটরি নয়, তবে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে।

আর যদি উকীল তার মধ্য থেকে একটি কাপড় বিক্রি করে এবং অন্যগুলো বিক্রি না করে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে, কিন্তু সাহিবাইন বলেন যে, জাইয নয়। যদি তাতে পুরা গাঁটরিতে লোকসান হয় (আল-মাবসূত)।

৪০. মাসআলা ঃ উকীল যদি মুআক্কিলের নির্দেশে একটি মটকা কোন ব্যক্তিকে মেরামত করার জন্য দেয়, তারপর তার স্মরণ না থাকে যে, কাকে দিয়েছে, তবে জামিন হবে না (আয-যখীরা)।

৪১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে দশ দিরহাম দিয়ে হুকুম করল যে, এগুলো সাদাকা করে দাও। তারপর উকীল তা খরচ করে ফেলল, তারপর নিজের মাল থেকে মুআক্কিলের পক্ষ থেকে দশ দিরহাম সদকা করে দিল, তবে তা জাইয হবে না। সে দশ দিরহামের জামিন হবে। আর যদি ঐ দিরহাম অটুট থাকে এবং উকীল সেগুলো রেখে দেয়। আর সেগুলোর স্থলে দশ দিরহাম নিজের নিকট থেকে সাদাকা করে দেয়। তবে ইসতিহসান স্বরূপ জাইয হবে। আর এই দশ দিরহাম তার দশ দিরহামের বিনিময়ে তার হয়ে যাবে।

কেউ কাউকে কিছু মাল দিয়ে হুকুম করল যে, এগুলো সাদাকা করে দাও। সে মুআক্কিলের বালেগ পুত্রকে সাদাকা স্বরূপ দিয়েছিলাম, তবে সর্বসম্মতভাবে জাইয হবে।

এক ব্যক্তি নিজের উকীলকে নির্দেশ দিল যে, আমার যে গম তোমার কাছে রয়েছে, তার মধ্য থেকে এত কাফীয অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। আর অমুক ব্যক্তি তাকেই উকীল নিয়োগ করে যে, ঐগুলো আমার পক্ষ থেকে বিক্রি করে দাও। তারপর সে তা বিক্রি করে দিল। তবে বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়া মুআক্কিলের অনুমতির উপর নির্ভরশীল হবে। আর অমুক ব্যক্তির উকীল নিয়োগ করায় ঐ ব্যক্তি উকীল হবে না। কেননা, কবযা করার পূর্বে সে সাদাকার মালিক হয়নি (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি আমার জন্য খরচ করো, সে খরচ করল। তবে মুআক্কিল ফেরত নিবে। যদিও ফেরত নেওয়ার শর্ত না করে থাকে। অনুরূপ যদি বলে যে, আমার সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ করো। তবে শর্ত করা ব্যতীতই যা খরচ করবে তা তার নিকট থেকে নিয়ে নিবে।

নাওয়াদিরে ইব্ন সিমাআহ কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলল যে, আমার পরিবার-পরিজনকে দশ দিরহাম মাসিক খরচ দাও। সে বলল যে, আমি ঐ পরিমাণ খরচ করেছি এবং মুআক্কিল তা তাকযীব করল। আর উকীল তার থেকে কসম নিতে চাইল। তবে কাযী এরূপ কসম নিবে যে, আল্লাহ্র কসম আমি জানি না যে, সে আমার পরিবার-পরিজনের জন্য মাসিক ঐ পরিমাণ খরচ করেছে (আল-মুহীত)।

৪৩. মাসআলা ঃ করয নেওয়ার উকীল বলল যে, আমি করযদাতার নিকট থেকে এক হাজার করয নিয়েছি। এবং করযদাতা তার তাসদীক করেছে। কিন্তু মুআক্কিল অস্বীকার করেছে। তাই ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মুআক্কিলের কথা গ্রহণ করা হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন যে, এক্ষেত্রে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে।

এক ব্যক্তি উকীল নিযুক্ত করল যে, আমার গোলামকে মুকাতাব করে কিতাবতের বিনিময় উসুল করো। উকীল বলল, আমি এরূপই করেছি। কিন্তু মুআক্কিল অস্বীকার করল তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, মুকাতাব করার ক্ষেত্রে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে। কেননা, এতে তার কোন ফায়দা নেই। আর কিতাবতের বিনিময় উসুল করার ক্ষেত্রে উকীলের কথা গ্রহণ করা হবে না। কেননা, তাতে সে অপবাদগ্রস্ত হতে পারে।

আর যদি মুকাতাব করে দেয়। তারপর কিতাবত সাব্যস্ত করে বলে যে, আমি কিতাবতের বিনিময় উসুল করেছি এবং তোমাকে তা দিয়ে দিয়েছি তবে তার তাসদীক করা হবে। কেননা, তাকে আমানতদার সাব্যস্ত করা হয়েছে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী, পরিচ্ছেদ ঃ মুআক্কিলের সাথে উকীলের যখন মতভেদ হয়)।

৪৪. মাসআলা ঃ জনৈক রোগীর মৃত্যু নিকটবর্তী হল। সে এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে বলল, এই দিরহাম গুলো নিয়ে যাও এবং আমার পুত্র ও ভ্রাতাকে দিয়ে দাও। আর এছাড়া কিছুই বলল না তবে এই ব্যক্তি উকীল হবে। ওয়ারিসদেরকে দেওয়া তার পক্ষে হালাল হবে না; বরং করযদাতাদের করয পরিশোধ করবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

৪৫. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কেউ তার উকীলকে হুকুম করল যে, আমার করযদার থেকে হাজার দিরহাম নিয়ে সদকা করে দাও। সে হাজার দিরহাম সদকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে দিল, করযদার থেকে পরে উসুল করে দেওয়ার অভিপ্রায়ে তবে ইসতিহসান মতে জাইয হবে (আল-বাহরুর রাইক)।

৪৬. **মাসআলা ঃ** মুআল্লা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে আযাদ করার জন্য গোলাম দিল, কিন্তু সে আযাদ করল না। এমনকি গোলামের মালিক জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করল যে, তুমি আমাকে কোন গোলাম দাওনি। তারপর তাকে আযাদ করল তবে আযাদ করা বাতিল হবে (আয-যখীরা)।

৪৭. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি একটি ক্রেন ভাড়া করল এবং তার উপর বোঝা চাপিয়ে বলখে প্রেরণ করল। এবং মজদূরকে হুকুম করল যে, এগুলো উকীলের কাছে সোপর্দ করে তার থেকে ভাড়া উসুল করে নিবে। উকীল বোঝাগুলো গ্রহণ করল এবং কিছু ভাড়া দিল। আর অবশিষ্ট ভাড়া দিতে অস্বীকার করল। ভাড়াকারী যদি উকীলের কাছে করয পাওনা থাকে এবং সে তা স্বীকার করে যে, আমার কাছে সে করয পাওনা আছে। আর মুআক্কিল ভাড়া দেওয়ার নির্দেশ দেয়, তবে অবশিষ্ট ভাড়া দেওয়ার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে। আর যদি মুআক্কিলের নির্দেশকে সে অস্বীকার করে। তবে মজদূর তার থেকে এই মর্মে কসম নিতে পারবে যে, আল্লাহ্‌র কসম আমি জানি না যে, সে উসুল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। আর যদি উকীলের কাছে তার করয পাওনা না থাকে, তবে অবশিষ্ট ভাড়া উসুল করার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না (খাযানাতুল মুফতীন)।

৪৮. **মাসআলা ঃ** উকীল ওকালাত কবূল করার পর যদি বলে যে, (আমার ওকালাতের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত হোক) কিংবা বলে যে, আমি এই ওকালাত থেকে মুক্ত। অথবা বলে, (আমি ওকালাতের মধ্যে কখন পতিত হলাম)। আর তার মুআক্কিল তখন হাযির থাকে তবে ওকালাত থেকে সে খারিজ হবে না (আয-যখীরা)। আর আল্লাহ্ পাকই সঠিক মত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। আর তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

অধ্যায় ঃ দাওয়া (দাবী-দাওয়া)

[এ অধ্যায়ে সতেরটি পরিচ্ছেদ আছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ দাওয়া দাবী-এর সংজ্ঞা, রুকন, বৈধ হওয়ার শর্তাবলী, প্রকারভেদ ও বাদী-বিবাদীর পরিচয়)।

১. মাসআলা ঃ দাওয়া (দাবী) এর সংজ্ঞা ও রুকন ঃ বিবাদকালে কোন বস্তুকে নিজের সংগে সম্বন্ধযুক্ত করাকে দাওয়া (দাবী) বলে এবং এটাই দাওয়ার রুক্‌ন (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ দাবী শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ঃ প্রথম শর্ত, দাবী শুদ্ধ হওয়ার জন্য বাদী ও বিবাদীর সুস্থ-বুদ্ধির অধিকারী হওয়া শর্ত। সুতরাং পাগল ও অবুঝ শিশুর দাবী শুদ্ধ নয়, ফলে তার জবাব দেওয়া জরুরী নয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. মাসআলা ঃ দ্বিতীয় শর্ত, প্রতিপক্ষের উপস্থিতি। প্রতিপক্ষের উপস্থিতি ছাড়া দাবীদারের দাবী ও সাক্ষ্য-প্রমাণ শোনা হবে না। হ্যাঁ, দাবীদার ব্যক্তি যদি কোন কাযীর বিচার লাভের উদ্দেশ্যে অপর কোন কাযীর কাছে বিচারমূলক পত্র লিখে দেওয়ার অনুরোধ জানায়, তবে কাযী তার অনুরোধ রক্ষা করবে এবং অন্য স্থানের কাযীর প্রতি, যার এলাকার প্রতিবাদী ব্যক্তির অবস্থান, চিঠি লিখে দেবে এবং তাতে তার সামনে উপস্থাপিত দাবী ও সাক্ষ্য প্রমাণের উল্লেখ করবে, যাতে সেই কাযী এ অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে রায় প্রদার করে (আল-বাদাঈ)।

৪. মাসআলা ঃ তৃতীয় শর্ত, প্রার্থিত বিষয়টি পরিজ্ঞাত থাকা এবং সেটার সঙ্গে বিবাদীর বিপক্ষে রায়ের সম্পৃক্ত হওয়া। সুতরাং প্রার্থিত বিষয়টি যদি অজ্ঞাত হয় অথবা বিবাদীর উপর যে কারণে কিছু অবধারিত না হয়, যেমন কেউ দাবী করল যে, সে এই উপস্থিত ব্যক্তির কোন এক বিষয়ে তার পক্ষ থেকে উকীল নিযুক্ত হয়েছে, কিন্তু সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করল, তবে কাযী তার দাবীতে কর্ণপাত করবে না..... (আল-নিহায়া)।

৫. মাসআলা ঃ চতুর্থ শর্ত, দাবীটি কাযীর মজলিসে উত্থাপিত হওয়া, সুতরাং কাযীর আদালতে বাইরে দাবী করলে সে দাবী শুদ্ধ হবে না এবং তার জবাব দিতে প্রতিপক্ষ বাধ্য থাকবে না (আল-কাফী)।

৬. মাসআলা ঃ পঞ্চম শর্ত, দাবীদার ব্যক্তির নিজ মুখে দাবী উত্থাপিত হওয়া, যদি না তার কোন ওজর থাকে। অবশ্য প্রতিপক্ষ যদি তার পরিবর্তে অন্য কারও মুখে দাবী উত্থাপনকে মেনে নেয়। তবে বৈধ হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে নিজ মুখে দাবী করা শর্ত নয়। সুতরাং বাদী যদি কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও কাউকে মামলার উকীল নিযুক্ত করে আর বিবাদী তাতে সম্মত না থাকে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বাদীর দাবী শুদ্ধ হবে না। ফলে বিবাদী তার জবাব দিতেও বাধ্য থাকবে না এবং তার বিরুদ্ধে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণও গৃহীত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দাবী শুদ্ধ হবে। কাজেই তার জবাব দেওয়া অনিবার্য হবে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণও গৃহীত হবে (আল-বাদাঈ)।

৭. মাসআলা ঃ বাদী যদি মৌখিকভাবে দাবী পেশ করতে অক্ষম হয়, তবে সে একটি কাগজে তার দাবী লিপিবদ্ধ করবে এবং কাযীর সামনে তা পেশ করবে। এভাবে তার দাবী গৃহীত হবে। বাদী ও কাযী ভিন্নভাষী হলে দোভাষী নিয়োগ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ৬ষ্ঠ শর্ত, দাবীর ভেতর স্ববিরোধিতা না থাকা। অবশ্য বংশ ও (গোলামের) আযাদী সংক্রান্ত দাবীতে বিরোধ দূষণীয় নয়। স্ববিরোধিতার অর্থ হচ্ছে, দাবীর পূর্বে তার পক্ষ হতে এমন কিছু পাওয়া যায়, যা তার দাবীর পরিপন্থী, যেমন কেউ স্বীকার করল অমুক ব্যক্তি এই মালের মালিক, তারপর দাবী করল, সে স্বীকারোক্তির আগেই সে তার কাছ থেকে মালটি কিনেছে।

পূর্বের সে স্বীকারোক্তি তার এই দাবীর পরিপন্থী। অবশ্য যদি স্বীকারোক্তির পরে কেনার দাবী করে থাকে বা কোন তারিখ উল্লেখ না করে তবে সেটা দাবীর পরিপন্থী নয়। (আল বাহরুর-রাইক)।

৯. মাসআলা ঃ সপ্তম শর্ত দাবীর বিষয়টা এমন হওয়া, যা ঘটা সম্ভব। সুতরাং কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে, সে আমার পুত্র, অথচ দাবীদারের মত ব্যক্তির সেই ব্যক্তির মত পুত্র জন্ম নেওয়া সম্ভবই নয়, তবে তার এ দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-বাদাঈ)।

১০. দাওয়ার হুকুম ঃ দাবী দ্বারা প্রতিপক্ষের নিকট হ্যাঁ'বা না'-এই উত্তর লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিপক্ষ তার দাবী স্বীকার করে নিলে দাবীর বিষয়টা প্রমাণিত হয়ে যায়। আর সে যদি তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে কাযী তাকে (বাদীকে) বলবে, তোমার কি সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে ? যদি বলে, না তবে কাযী বলবে, তা হলে বিবাদী কসম করবে। যদি বিবাদী নীরব থাকে এবং হ্যাঁ, না কিছুই না বলে, তবে কাযী তাকে অস্বীকারকারী (প্রতিপক্ষ) সাব্যস্ত করবে। কাজেই এ অবস্থায় বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১১. দাওয়ার প্রকারভেদ ঃ দাওয়া অর্থাৎ দাবী দুই প্রকার (ক) সহীহ্ (বিশুদ্ধ) দা'ওয়া এবং (খ) ফাসিদ (অশুদ্ধ) দা'ওয়া। সহীহ্ দাওয়া বলতে এমন দাবীকে বুঝায়, যার সংগে দাওয়ার হুকুম সম্পৃক্ত হয় আর তা হচ্ছে, প্রতিপক্ষকে উপস্থিত করা, তার কাছে জবাব দাবী করা, জবাব দিতে তার বাধ্য থাকা, দাবী প্রত্যাখ্যান করলে সে ক্ষেত্রে কসম করতে বাধ্য থাকা, বাদী কর্তৃক প্রমাণ প্রদর্শনের মাধ্যমে দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা এবং দাবীর মাল উপস্থিত করা অবধারিত হওয়া।

ফাসিদ (অশুদ্ধ) দাওয়া হচ্ছে এমন দাবী, যার সংগে দাওয়ার হুকুমসমূহ সম্পৃক্ত হয় না (আল-কাফী)।

১২. মাসআলা ঃ দাবী যদি অশুদ্ধ হয়, তারপর প্রতিপক্ষ দাবী করে যে, সে মাল পরিশোধ করেছে, তবে কি তার কথা গৃহীত হবে ? এবং বাদীর দাবী বিশুদ্ধায়ন ব্যতীত তার পরিশোধের ব্যাপারটা প্রমাণ করার সুযোগ থাকবে ? বস্তুত এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। সাক্ষ্য প্রত্যাহার শীর্ষক অধ্যায়ের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, যে ব্যক্তি পরিশোধের দাবী করেছে, সে প্রকৃত বাদীকে তার দাবী বিশুদ্ধভাবে পেশ করার আহ্বান জানাবে এবং তারপর তার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করতে বলবে। এটাই সহীহ্ (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

১৩. বাদী-বিবাদীর পরিচয় ঃ বাদী বলে এমন পক্ষকে যে মামলা করতে না চাইলে তাকে তা করতে বাধ্য করা যায় না আর বিবাদী হচ্ছে সেই পক্ষ যাকে মামলায় বাধ্য করা যায়। এটা একটা সাধারণ সংজ্ঞা এবং এটা শুদ্ধ।

'আল-আসল'-গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বিবাদী (مدعى عليه) হচ্ছে সেই পক্ষ যে অস্বীকারকারী হয়। এটাও সহীহ্। তবে এটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা ও একটাকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব কেবল ফিক্হের মাধ্যমে। এটাই আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে বিদগ্ধজনদের অভিমত।

কেননা বাহ্যিক দিক ও শব্দাবলী নয়, বরং অর্থ ও মর্মই ধর্তব্য। কেননা আমানত গ্রহিতা যদি বলে, আমি আমানতের মাল ফেরত দিয়েছি, তবে কসমের সংগে তার কথাই গ্রহণযোগ্য যদিও দৃশ্যত সে বাদী (مدعى) এবং সে ফেরত দেওয়ার দাবী করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে বিবাদী বা অস্বীকারকারী। কেননা সে দায়ী থাকার বিষয়টা অস্বীকার করছে (আল-হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ যেসব বিষয়ে দাওয়া শুদ্ধ হয় এবং যেসব বিষয়ে শুদ্ধ হয় না।

[এর অধীনে তিনটি অনুচ্ছেদ আছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ দেনা-সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া

১. মাসআলা ঃ পাওনা (دين) সম্পর্কে দাবী হলে, সে দাবী গ্রহণযোগ্য (আল-কাফী)।

২. মাসআলা ঃ পাওনা সম্পর্কে দাবী শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে পাওনার শ্রেণী, গুণ ও পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ পাওনা কায়লী (পাত্র দ্বারা পরিমাপ দ্রব্য হলে, সে সম্পর্কে দাবী শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে (ক) তার জাত উল্লেখ করতে হবে যে, সেটা গম বা যব, (খ) তার প্রকার নির্দেশ করতে হবে যে, সেটা সেচের গম, না বিনা সেচের শীতকালীন, না গ্রীষ্মকালীন; (গ) তার গুণ নির্দেশ করতে হবে যে, তা সাদা গম, না লাল গম, তা উৎকৃষ্ট মানের, মাঝারি মানের, না নিম্ন মানের; (ঘ) তার পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে যে, তা কত 'কাফীয'। আবার 'কাফীযদের মধ্যেও তারতম্য আছে। কাজেই নির্দিষ্ট করে বলতে হবে কোন জায়গায় 'কাফীয' (আয-যাখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ পাওনার সূত্র উল্লেখ করাও জরুরী (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে অমুকের কাছে তার দশ কাফীয গম পাওনা আছে, কিন্তু সে পাওনা কোন্ সূত্রে তা না বলে, তবে তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না (খিযানাতুল মুফ্তীন)।

৬. মাসআলা ঃ বায়উস সালাম (অগ্রক্রয়)-এর ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ করা। যদি বলে, বিশুদ্ধ 'সালাম'-এর সূত্রে তার কাছে আমার পাওনা, কিন্তু 'সালাম' সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ না করে, কাযী ইমাম শামসুল-ইসলাম মাহমূদ আল-আওযাজানদী (র)-এর ফাতাওয়া মতে তার দাবী সহীহ্ হবে। কিন্তু অন্যান্য ফুকাহায়ে কিরাম সহীহ্ বলে ফাত্ওয়া দেন না। পক্ষান্তরে যদি সাধারণ ঐ ক্ষেত্রে পাওনার দাবী করে এবং বলে, বিশুদ্ধ ক্রয়-সূত্রে সেটা আমার পাওনা, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে এবং এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।

এমনিভাবে পাওনার যে সকল সূত্র বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য একাধিক শর্ত আছে দাবী সহীহ্ হওয়ার জন্য সেসব শর্তের বিবরণ পেশ করা অপরিহার্য। এটা অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মত। যদি একাধিক শর্ত না থাকে, তবে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, বিশুদ্ধ সূত্রে তার পাওনা' (আজ-জাহীরিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ কর্জের ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হবে যে, গ্রহীতা তা কব্জা করেছে এবং নিজ প্রয়োজনে তা ব্যয় করেছে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সেটা তার কাছে দেনা সাব্যস্ত হতে পারে। কর্জের ক্ষেত্রে এটাও বলা চাই যে, সে তার নিজ মাল থেকে তাকে এই জিনিস ঋণ দিয়েছে। (আয-যখীরা)

৮. মাসআলা ঃ সাদরুশ শাহীদ (র) বলেন, ঋণের ক্ষেত্রে চুক্তির স্থান নির্দেশ করা এবং কোথায় তা পরিশোধ করার কথা তা উল্লেখ করা শর্ত নয় (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে যে, সে অমুকের কাছে তাদের মধ্যকার হিসাব-সূত্রে এই পরিমাণ মাল পাবে। তবে সে দাবী শুদ্ধ নয়। কেননা পাওনা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য হিসাব কোন সূত্র হতে পারে না। (আল-খুলাসা)।

১০. মাস'আলা ঃ পাওনা যদি ওজনী দ্রব্য হয়, তবে দাবী সহীহ্ হওয়ার জন্য তার শ্রেণী ব জিনস্ নির্দিষ্ট করা শর্ত, যেমন বলবে, সে তার কাছে সোনা বা রূপা পাবে।

সোনা বা রূপা যদি মুদ্রাকারে হয় তবে তার পরিমাণ বলতে হবে যে, আমি তার কাছে এত দীনার পারব। সেই সংগে তার প্রকারও বলা চাই যে, তা বুখারী মুদ্রা না নিশাপুরী কিংবা এমন কিছু (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ দীনারের দাবী হলে বলতে হবে যে, দশ (দীনার দিরহাম দিয়েছি বা রেখেছি) (আল-খুলামা)।

১২. মাসআলা ঃ ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, মুদ্রার গুণগত মানও উল্লেখ করা চাই। অর্থাৎ সেটা উৎকৃষ্ট মানের না মাঝারি মানের কিংবা নিকৃষ্ট মানের (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ এ দাবী যদি বিক্রি সূত্রে হয়ে থাকে আর সে এলাকায় এক জাতীয় মুদ্রাই চালু থাকে, তবে গুণগত মান উল্লেখ করা আবশ্যিক নয়। অবশ্য বিক্রির সময় থেকে নিয়ে এই মামলার সময় পর্যন্ত যদি দীর্ঘকাল গত হয় ফলে জানা না যায় যে, বিক্রিকালে কী মুদ্রা চালু ছিল, সেক্ষেত্রে বলতে হবে যে, বিক্রিকালে সেদেশে কোন্ মুদ্রা চালু ছিল এবং তার মান কী ছিল, যাতে সম্পূর্ণরূপে সেটা নির্ণয় করা সম্ভব হয় (আয-যখীরাহ)।

১৪. মাসআলা ঃ দেশে যদি বিভিন্ন রকমের মুদ্রা চালু থাকে এবং প্রচলনে সবগুলোই সমপর্যায়ের হয় আর কোনটা অপেক্ষা কোনওটার মূল্যমান বেশী না হয়, তবে বিক্রি বৈধ হবে এবং ক্রেতা তার ইচ্ছামত যে-কোন মুদ্রা বিক্রেতাকে পরিশোধ করতে পারবে। কিন্তু দাবীর ক্ষেত্রে যে-কোন একটা নির্দিষ্ট করে বলতে হবে। পক্ষান্তরে সবগুলোর প্রচলন যদি সমান হয়, কিন্তু একটির চেয়ে অন্যটির মূল্যমান বেশী হয়, ইতোপূর্বে আমাদের দেশে গাতরীফিয়্যা ও 'আদালিয়া মুদ্রার মধ্যে এ রকম পার্থক্য ছিল, তবে কোন একটি মুদ্রা নির্দিষ্ট না করলে বেচাকেনা বৈধ্য হবে না। এমনিভাবে তা নির্দিষ্ট না করলে দাবীও শুদ্ধ হবে না। (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি এক মুদ্রা বেশী চালু হয় এবং অন্যটির মূল্যমান বেশী হয়, তবে বিক্রি বৈধ হবে এবং যেটা বেশী চালু সেটাই ধর্তব্য হবে। আল-আসতারূশানী (র)-এর লেখায় দেখেছি, কোন শহরে যদি বিভিন্ন মুদ্রা চালু থাকে এবং তন্মধ্যে একটি বেশী চালু হয়, তবে মুদ্রার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করলে দাবী শুদ্ধ হবে না (আল-ফুসূলুল-ইমাদিয়্যা)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে, অমুক ব্যক্তি ঋণ নিয়েছিল এবং সে তা নিঃশেষ করে ফেলেছে, তবে সর্বাবস্থায় কী মানের মুদ্রা তা উল্লেখ করতে হবে (আন-নিহায়া)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি বলে এত পরিমাণ নিশাপুরী খাদমুক্ত দীনার ঋণ নিয়েছিল, কিন্তু جيد (ভাল) শব্দটি ব্যবহার না করে, তবে এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। কেউ বলেন, 'খাদমুক্ত' (منتقد) বললে 'ভাল' (جيد) বলার কোন প্রয়োজন পড়ে না। এমতই সঠিক। যদি 'ভাল' মুদ্রা বলে, 'খাদমুক্ত' না বলে, তবে দাবী শুদ্ধ হবে। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৮. মাসআলা ঃ নিশাপুরী বা বুখারী মুদ্রা বললে 'লাল' বিশেষণ উল্লেখ করাব কোন দরকারে নেই। কেননা নিশাপুরী ও বুখারী দীনার লালই হয়ে থাকে। অবশ্য 'ভাল' বিশেষণের উল্লেখ অপরিহার্য। এটাই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মত।

'ফাতাওয়ান-নাসাফী'-তে বলা হয়েছে, যদি 'খাঁটি লাল' বলে এবং 'ভাল' বিশেষণ যোগ না করে, তবে তাই যথেষ্ট কারও কারও মতে কোন শাসকের আমলে মুদ্রিত তা উল্লেখ করা শর্ত। কিন্তু কতক ফকীহের মতে এটা শর্ত নয় এবং এতটুকু ছাড় এক্ষেত্রে আছে। প্রথমোক্ত মতই সতর্কতার পরিচালক (আয-যাখীরা)।

১৯. মাসআলা ঃ পাওনা সোনা যদি মুদ্রা না হয় তাহলে বলবে না যে, এত দীনার, বরং বলবে এত মিছকাল। যদি খাদমুক্ত হয়ে থাকে, তবে দাবীতে তাও উল্লেখ করবে। যদি খাদ থাকে, তবে তার পরিমাণ উল্লেখ করবে। যেমন বলবে, দশের এক ভাগ বা দশের দুই ভাগ খাদ বা এই জাতীয় কিছু বলবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

২০. মাসআলা ঃ দাবী যদি রৌপ্য মুদ্রা সম্পর্কে হয়, তবে তার প্রকার উল্লেখ করতে হবে, অর্থাৎ যে নামে তা প্রচলিত সেই নাম বলতে হবে। সেই সংগে তার গুণগত মান অর্থাৎ সেটা উৎকৃষ্ট, না মাঝারি, নাকি নিকৃষ্ট মানের তা উল্লেখ করতে হবে। তার পরিমাণও উল্লেখ করবে যে, এত দিরহাম এবং এত ওজনের (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ দাবী যদি রৌপ্য মুদ্রা সম্পর্কে হয়, কিন্তু তাতে খাদের পরিমাণ বেশী থাকে। তবে দেখতে হবে তার লেনদেন ওজনে হয়, না গুণতি হিসেবে। ওজনে লেনদেন হলে তার প্রকার, গুণগত মান ও ওজনের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। আর যদি গুণতি হিসেবে লেনদেন হয়, তবে তার অংক বলতে হবে – (আয-যাহীরিয়্যা)।

২২. মাসআলা ঃ ঋণ যদি রূপার টুকরা হয় এবং তাতে খাদ না থাকে, তবে বলবে, সেটা খাঁটি রূপা। সেই সংগে তার প্রকারও উল্লেখ করবে। যেমন বলবে, সেটা ফিরিংগী বা রুশ তামগাজী রূপা। তার গুণগত মান অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মানের না নিম্ন মানের তাও বলতে হবে। কেউ বলেন, যদি তামগাজী এ জাতীয় কিছু উল্লেখ করে, তবে ভাল-মন্দ বিশেষণ যোগ করার প্রয়োজন নেই। তবে কেবল এতটুকু বলা যথেষ্ট নয় যে, সেটা সাদা রূপা যদি না তামগাজী, কালীজী কিংবা এ জাতীয় কিছু উল্লেখ করে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২৩. মাসআলা ঃ তার পরিমাণ উল্লেখ করা শর্ত, যেমন বলতে 'এত দিরহাম (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি মান্ন (পরিমাপ বিশেষ) হিসেবে গম বা যবের দাবী করে, তবে ফাত্ওয়া গ্রহণযোগ্য মত এই যে, দাবীদারকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তা কোন্ সূত্রে পাবে? যদি দাবী করে যে তা ঋণ নিয়েছিল এবং তা যে নিঃশেষ করে ফেলেছে, তবে তার দাবী শুদ্ধ হয়েছে বলে ফাত্ওয়া দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে, সে গমের বিনিময়ে তার কাছে নিজের কোন মাল বিক্রি করেছিল এবং সে গম তার যিম্মায় আছে, কিংবা বায়উস সালামের সূত্রে তার কাছে সেটা তার প্রাপ্য তবে তার দাবী শুদ্ধ বলে ফাত্ওয়া দেওয়া হবে (আয-যখীরা)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কায়লী হিসেবে পাওনা দাবী করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে দাবী শুদ্ধ হয়ে যায়, তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বিবাদী গম বা যবের কথা স্বীকার করেছিল, কিন্তু স্বীকারোক্তি ক্ষেত্রে গমের গুণগত মানের উল্লেখ না করে, তবে এই হিসেবে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে যে, এই ভিত্তিতে বিবাদীকে তাই গুণগত মান কী তা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য করা যাবে, কিন্তু তাতে তা পরিশোধের জন্য বাধ্য করা যাবে না (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ ভুট্টা ও মাশের ক্ষেত্রে প্রচলন হিসেবে রায় দেওয়া হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৭. মাসআলা ঃ যদি কাফীয হিসেবে আটা পাওনার দাবী করে, তবে সে দাবী বৈধ হবে না। যদি ওজন হিসেবে দাবী করে এবং তার দাবী সহীহ্ হয়ে যায়। তবে তা শুষ্ক না ভেজা, ভাজা কি ভাজা নয়, এবং তা উৎকৃষ্ট, মাধ্যম, না নিম্নমানের তাও নির্দিষ্ট করে বলতে হবে (আয-যাহীরিয়্যার)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে তার কাছে থেকে একশ' 'আদালিয়া মুদ্রা জবরদখল করেছিল, কিন্তু দাবীর দিন তা মানুষের মধ্যে তার লেনদেন না থাকে, তবে তাকে তার মূল্য দাবী করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সেক্ষেত্রে দাবী ও মামলার দিনের মূল্য ধর্তব্য। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জবরদখলের দিনের মূল্য ধর্তব্য আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে যেদিন সেটা অচল হয়ে গেছে সেইদিনের মূল্য ধর্তব্য। এ অবস্থায় দিরহাম অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণ কি তা উল্লেখ করতে হবে (আয-যাখীরা)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি মৃত ব্যক্তির কাছে পাওনা দাবী করে এবং বলে যে, তার পাওনা হতে কিছুমাত্র পরিশোধ করার আগেই তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং সে তার এই সকল ওয়ারিশদের হাতে যে সম্পদ রেখে গেছে তা দিয়ে তার পাওনা মেটানোর পরও তাতে কিছু অবশিষ্ট থাকবে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে ওয়ারিশদের নাম উল্লেখ না করে তবে ফাত্ওয়া অনুযায়ী তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়ারিশের হাতে সম্পদ না পৌছবে, ততক্ষণ তাকে তা পরিশোধের আদেশ দেওয়া হবে না। এখন সে যদি উত্তরাধিকার সম্পত্তি হস্তগত হওয়ার কথা অস্বীকার করে আর বাদী হস্তগত হওয়ার কথা প্রমাণ করতে চায়, তবে তার সে সুযোগ থাকবে না, যাবত না সে উত্তরাধিকার সম্পত্তি সম্পর্কে এমন বর্ণনা দেবে, যাদ্বারা তা সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করা যায় (আল-কারদাবী, আল-ওয়াজীয, দাওয়া অধ্যায়ের পনেরতম পরিচ্ছেদ)।

৩০. মাসআলা ঃ দেনার ক্ষেত্রে দেনাদার ব্যক্তি যদি দাবী করে যে, সে এত দিরহাম তার কাছে পাঠিয়েছে। কিংবা অমুক ব্যক্তি তার অনুমতি ছাড়াই তার পক্ষ হতে তা পরিশোধ করে দিয়েছে, তবে তার সে দাবী শুদ্ধ হবে এবং এক্ষেত্রে তার কাছ থেকে কসম নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে তার কাছে যদি বাদী এক হাজার দিরহাম কর্জের দাবী করে আর সে বলে, অমুক ব্যক্তি মারফত তা তোমার কাছে পৌছেছে এবং সেটা আমার অর্থ, তবে তার সে দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না, যেমন মালামালের ক্ষেত্রে গৃহীত হয় না। (আল-খুলাসা)।

৩১. মাসআলা ঃ যদি কাফালার সূত্রে মাল পাওনার দাবী করে, তবে আসল দেনাদারের কাছে পাওনার সূত্র কি, তা উল্লেখ করতে হবে। এমনিভাবে যার জন্য সে কাফীল হয়েছিল, সেই ব্যক্তি (مكفول له) যে কাফালার মজলিসে তা কবূল করেছিল, তাও উল্লেখ করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে যদি বলে সে তার মজলিসে' তা কবূল করেছিল, তবে তা সহীহ্ হবে না।

এমনিভাবে কোন স্ত্রীলোক যদি তার স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের কাছে মাল পাওনা দাবী করে, তবে পাওনার সূত্র উল্লেখ করা ছাড়া তার দাবী শুদ্ধ হবে না।

ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, বেচাকেনা, ইজারা ইত্যাদি চুক্তির কারণে পাওনা অবধারিত হওয়ার দাবী করলে, সে ক্ষেত্রে একথাও বলা আবশ্যক যে, এটা স্বেচ্ছায় হয়েছিল এবং এমন অবস্থায় হয়েছিল তখন সে কোন লেনদেন করলে তার নিজের পক্ষে সেটা অবধারিত হত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এসব কথা বলা এজন্য দরকার, যাতে পাওনা অবধারিত হওয়া সংক্রান্ত তার দাবী শুদ্ধ হয় (আল-কারদারী; আল-ওয়াজীয)।

৩২. মাসআলা ঃ ইজারাদাতার মৃত্যুর কারণে যে ইজারা বাতিল হয়ে গেছে, যদি তার বকেয়া পাওনা দাবী করা হয় এবং তা দিরহাম বা উদালী (তাম্র ইত্যাদি ধাতব মুদ্রা) হয়, তবে সেক্ষেত্রে বলতে হবে যে, এত দিরহাম বা এত উদালী, যা চুক্তির সময় থেকে বাতিল হওয়ার সময় পর্যন্ত চালু ছিল (আয-যখীরা)।

৩৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাযীর সামনে কারও কাছে দশ দিরহাম পাওনার দাবী করে এবং বলে, তার কাছে আমার দশ দিরহাম পাওনা আছে, এর বেশী কিছু না বলে, তবে এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, দাবী শুদ্ধ এবং কেউ বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ হবে না। যতক্ষণ না যে কাযীকে বলবে, আপনি তাকে আদেশ করুন, যেন আমাকে তা দিয়ে দেয় (আল-নাওয়াযিল)।

আবূ নাসর (র) বলেন, সহীহ্ মত এই যে, তার দাবী শোনা হবে (আল-খুলাসা)।

৩৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে, অমুক ব্যক্তির কাছে তার একটা বিক্রিত মালের দাম পাওনা আছে, যে মাল সে কবজা করেছে, কিন্তু সে মালের বিবরণ না দেয় অথবা সেটা স্থাবর সম্পত্তি হয় এবং সে তার সীমানা বর্ণনা না করে, তবে তার সে দাবী শুদ্ধ হবে এবং এটাই বিশুদ্ধতর মত।

এমনিভাবে যদি অস্থাবর সম্পত্তির ইজারা হয় এবং কোন কারণে তা যে ইজারা বাতিল হয়ে যায়, তারপর ইজারাদাতা তার বকেয়া পাওনা দাবী করে তবে সেক্ষেতেও সীমানা বর্ণনা শর্ত নয়।

কেউ যদি দাবী করে অমুক ব্যক্তি তার একটা মাল হিফাজত করার জন্য মাসিক এত টাকার বিনিময়ে তাকে ভাড়া খাটিয়েছিল; সে মতে যে এই মেয়াদ পর্যন্ত তা হিফাজত করেছে, ফলে ধার্যকৃত অর্থ পরিশোধ করা তার উপর অবধারিত হয়ে গেছে। এতদসংগে বাদী যে মালের নাম ও অবস্থাও বর্ণনা করে। কিন্তু তা দাবীর মজলিসে উপস্থিত না করে, তবে নীতি অনুযায়ী তার সে দাবী শুদ্ধ হওয়ারই কথা।

যদি কব্জা হয়নি এমন বিক্রিত মালের দাম পাওয়ার দাবী করে, তবে সে মাল বিচার সভায় উপস্থিত করা অপরিহার্য। যাতে কাযীর কাছে বিক্রির বিষয়টা প্রমাণিত হয় (খিযানাতুল মুফ্তীন)।

৩৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে দাবী করল যে, আমার শৈশবে আমার ওয়াসী তোমার কাছে আমার এই-এই কাপড় এই মূল্যে বিক্রি করেছিল, কিন্তু সে মূল্য হতে কিছুমাত্র কব্জা করার আগেই ইন্তিকাল করেছে, কাজেই এখন তা আমার হাতে পরিশোধ কর, এখন তার সে দাবী বৈধ হবে কি? কেউ বলেন, তার এ দাবী বৈধ হবে না। কেননা ওয়াসীর মৃত্যুর পর ওয়াসী কর্তৃক বিক্রিত মালের দাম কব্জা করার অধিকার থাকে তার ওয়ারিশ বা তার নিয়োগকৃত ওয়াসীর। যদি তার ওয়াসী ও ওয়ারিশ কিছুই না থাকে, তবে কাযী তার পক্ষ হতে একজন ওয়াসী নিযুক্ত করবে। তবে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে যারা বলেন, মাল বিক্রির জন্য নিয়োগকৃত উকীল তার বিক্রিত মালের দাম কব্জা করার আগেই মারা গেলে কব্জার অধিকার মুআক্কিলের হাতে চলে আসে, তাদের মত অনুযায়ী এস্থলেও বালেগ হওয়ার পর শিশুর হাতেই কব্জার অধিকার চলে আসার কথা। সুতরাং যে হিসেবে তার দাবী বৈধই হবে (আল-মুহীত)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ বাদী যেই নির্দিষ্ট মাল পাওনা থাকার দাবী করে, তা যদি বিদ্যমান থাকে এবং মজলিসেও উপস্থিত করা হয়, তবে সে দিকে হাত দিয়ে ইংগিত করা কর্তব্য। সুতরাং সে বলবে, এই মাল আমার। মাথা দিয়ে ইশারা যথেষ্ট নয়। অবশ্য মাথা দ্বারা ইংগিত করলে যদি বুঝা যায় যে, দাবীকৃত মালের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে, তবে যথেষ্ট হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ দাবীকৃত সুনির্দিষ্ট মালটি যদি বিবাদীর হাতে থাকে, তবে তাকে তা উপস্থিত করতে বলা হবে, যাতে দাবীর সময় বাদী সে দিকে ইশারা করতে পারে, যেমন সাক্ষ্য ও কসম গ্রহণের ক্ষেত্রে এমনই বিধান (আল-কাফী)।

৩. মাসআলা ঃ শামসুল-আইম্মা আল-হালাওয়ালী (র) বলেন, কতক অস্থাবর সম্পত্তি এমনও আছে, যা কাযীর মজলিসে উপস্থিত করা সম্ভব হয় না, যেমন খাদ্যের স্তূপ এবং ছাগলের পাল। এরূপ ক্ষেত্রে কাযীর ইখতিয়ার, চাইলে সে মালের স্থানে চলে যাবে, যদি তার পক্ষে যেটা সহজ হয়। অন্যথায় সেখানে তার কোন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেবে, যদি প্রতিনিধি নিযুক্ত করার ইখতিয়ার তাকে দেওয়া হয়ে থাকে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ দাবীকৃত মাল হাযির করার দাবী জানালে, সে ক্ষেত্রে বলতে হবে, এই বিবাদী যদি আমার দাবী অস্বীকার করে থাকে, তবে তার অবশ্য কর্তব্য মাল হাযির করা যাতে আমি সে সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করতে পারি। কেননা সে যদি অস্বীকারকারী না হয়, বরং দাবী স্বীকার করে নেয়, তবে তার মাল উপস্থিত করার প্রয়োজন হবে না, বরং যার জন্য সে স্বীকার করেছে, সে তা হস্তগত করবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে থাকা সুনির্দিষ্ট এক মাল সম্পর্কে অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সে মাল তার এবং যে মতে সে কাযীর মজলিসে তা উপস্থিত করার দাবী জানাল কিন্তু প্রতিপক্ষ তার হাতে সে মাল থাকার কথা অস্বীকার করল। ফলে বাদী দুই সাক্ষী হাযির করল, যারা সাক্ষ্য দিল যে, সে মাল এই প্রতিপক্ষের হাতে এ তারিখের এক বছর আগে ছিল। এখন বাদীর দাবী শোনা হবে কি? হ্যাঁ তাঁর দাবী শোনা হবে এবং সে মতে সে মাল হাযির করতে বিবাদীকে বাধ্য করা হবে (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

৬. মাসআলা ঃ দাবী যদি অজ্ঞাত স্থানে থাকা কোন মাল সম্পর্কে হয়, যেমন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে দাবী করল যে, সে তার থেকে একটি বস্ত্র বা একটি ক্রীত-দাসী জবরদখল করেছে, কিন্তু জানা নেই এখন তা আছে, না ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে দেখতে হবে, সে তার শ্রেণী, গুণগত মান ও মূল্য উল্লেখ করেছে কিনা। এসব উল্লেখ করে থাকলে তার দাবী শ্রবণযোগ্য হবে এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। যদি মূল্য উল্লেখ না করে তবে অধিকাংশ কিতাবের ইশারা অনুযায়ী সে দাবীও শোনা হবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

৭- মাসআলা ঃ দাবীকৃত মাল যদি বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে যাবত না সে তার শ্রেণী, বয়স গুণগত মান, হুলিয়া ও মূল্য উল্লেখ করবে, তার দাবী শুদ্ধ হবে না। কেননা এসব বিষয়ের উল্লেখ ছাড়া তা সুনির্দিষ্ট হয় না। আল-খাস্সাফ (র)-এর মতে মূল্য উল্লেখ করা দাবী শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। কিন্তু কোন কোন কাযী মূল্য বর্ণনাকে শর্ত বলেন না (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখনী) (আদাবুল-কাযী পরিচ্ছেদের 'দাবী ও মামলার শর্তাবলী' শীর্ষক অনুচ্ছেদে)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ ফকীহ্ আবুল-লায়ছ (র) বলেন, মূল্য বর্ণনার সাথে পুংলিঙ্গ, বা স্ত্রীলিঙ্গ তা উল্লেখ করাও শর্ত (আল-কাফী)।

৯. মাসআলা ঃ পশু সম্পর্কে দাবী হলে তার রং ও বিশেষ চিহ্নের উল্লেখ জরুরী নয়। সুতরাং যদি দাবী করে, অমুক ব্যক্তি তার একটি গাধা জবরদখল করেছে এবং সে তার বিশেষ চিহ্ন ও উল্লেখ করে, তারপর স্বীয় দাবী অনুযায়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তারপর বিবাদী একটি গাধা উপস্থিত করে এবং সেটি দেখে বাদী বলে, আমি যে গাধাটি সম্পর্কে দাবী করেছিলাম এটিই মোট এবং সাক্ষিগণও তাই বলে, পরে লক্ষ্য করে দেখা যায়, তার কোন কোন চিহ্ন তাদের বর্ণনার বিপরীত, যেমন সাক্ষিগণ বলেছিল তার কান কাটা, কিন্তু এ গাধাটির কান কাটা নয়, তো এক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের মতে এ বৈপরিত্য বাদীর পক্ষে রায় প্রদানের জন্য অন্তরায় হবে না এবং এর কারণে সাক্ষীদের সাক্ষ্যও ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত হবে না (আল-ফুসূলুল-ইমাদিয়্যা)।

১০. মাসআলা ঃ শায়খ ইমাম জাহীরুদ্দীন (র)- কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এক ব্যক্তি কারও সম্পর্কে দাবী করল, সে তার একটি তুর্কী গোলাম জবরদখল করেছে। সে তার গুণাবলীও উল্লেখ করল। তারপর দাবী জানাল গোলামটি যেন সে লোক হাযির করে। লোকটি যখন গোলাম হাযির করল, দেখা গেল বাদীর বর্ণনার সাথে তার কিছু গরমিল রয়েছে ; কিন্তু তথাপি সে দাবী করল এটি তারই গোলাম এবং সেমতে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, এ অবস্থায় তার দাবী শ্রবণযোগ্য হবে কি ? উত্তরে তিনি বললেন, বাদী যদি বলে, এটিই সেই গোলাম যেটি সম্পর্কে আমি দাবী করেছিলাম, তবে তার দাবী শোনা হবে না, যদি তার বর্ণিত গুণ এমন হয়ে থাকে, যার মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে গোলামটি উপস্থিত করার পর যদি বাদী বলে, এটি আমার গোলাম এর বেশী কিছু না বলে, তবে তার দাবী শ্রবণযোগ্য হবে এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণও গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও কাছে অনেকগুলো বস্তু পাওনা দাবী করে, যা বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন গুণের, আর সে প্রত্যেকটির আলাদা মূল্য না বলে, বরং এক সংগে সবগুলোর সমষ্টিগত মূল্য উল্লেখ করে, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে। পৃথকভাবে সবগুলোর মূল্য বলা শর্ত নয়। এটাই সহীহ্ মত (খিযানাতুল-মুফ্তীন; ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে অমুক ব্যক্তি তার অনেকগুলো জিনিষ নষ্ট করেছে, যে কারণে সে তার কাছে সেগুলোকে মূল্য হিসেবে এক হাজার দিরহাম পারে, তবে যে জায়গায় নষ্ট করেছে সেখানকার মূল্য বলা অপরিহার্য। এমনিভাবে কি কি মাল নষ্ট করেছে তাও বলতে হবে। যেহেতু কোনও মাল মিছলী (সদৃশ্য) হয় এবং কোনও মাল অদৃশ ও মূল-নির্ভর ফলে মূল ছাড়াই তার বদলা দিতে হয় (আল ফুসূলূল-ইমাদিয়্যা)।

১৩ মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার পাগড়ি রিফু করার জন্য রিফুকরের কাছে কোন ছাত্র মারফত পাঠিয়ে দিল। পরে রিফকর পাগড়ি পাওয়ার কথা অস্বীকার করেন। ইতোমধ্যে ছাত্রটিও মারা গেছে। কিংবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। পাগড়ির মালিক দাবী করল, সেটা আমার পাগড়ি এবং অমুকের মাধ্যমে মোট তোমার কাছে পৌঁছেছে। তার এ দাবী শ্রবণযোগ্য হবে কি? না, তার দাবী শোনা হবে না, যাবত না সে বলবে, তুমি পাগড়িটি নষ্ট করেছ এখন আমি তার মূল্য চাই। যদি বলে আমি তোমার কাছে সেটি পাঠিয়েছি, তবে তার দাবী শোনা হবে (আল-খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৪. মাসআলা ঃ যদি এমন কোন সুনির্দিষ্ট আংগুর পাওনার দাবী করে, যেটা বর্তমান আছে, তবে সে দিকে ইশারা করলেই যথেষ্ট, তার গুণগত মান, ওজন ও প্রকার উল্লেখ করা অপরিহার্য নয়। পক্ষান্তরে সে আংগুর যদি دين হয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট না হয়, আর দাবী এমন মওসুমে হয় যখন সেটা পাওয়া যায়, তবে তার পরিমাণ, প্রকার ও গুণগত মান উল্লেখ করা অপরিহার্য, যেমন সে বলবে, এত মান্ন (পরিমাপ বিশেষ) তাইফের সাদা আংগুর। সেই সংগে তা উৎকৃষ্ট মানের;-না মধ্যম কিংবা নিকৃষ্ট তাও উল্লেখ করবে। যদি এমন সময়ে দাবী করে যখন বাজারে তা পাওয়া যায় না, তবে বিচারক তাকে বলবে, তুমি কি আঙ্গুর চাও, না তার মূল্য ? যদি বলে, আঙ্গুর চাই তবে তার দাবী-গ্রহণযোগ্য নয়। যদি বলে, মূল্য চাই তবে জিজ্ঞেস করবে, তোমার পাওনা কোন্ সূত্রে ? কেননা তা যদি বিক্রিত পণ্যের বিনিময় হয়ে থাকে, তবে বাজার থেকে উঠে যাওয়ার কারণে সে বিক্রিই বাতিল হয়ে গেছে, যেমন দিরহাম ও দীনারের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদি বলে বায়উস-সালাম (অগ্রক্রয়)-এর সূত্রে পাব, বা সে আমার এই পরিমাণ মাল নষ্ট করেছে, যার বদলা হিসেবে আমি এটা পাব কিংবা যদি বলে সে এটা আমার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল, তবে তার পাওনা বাতিল হবে না, বরং সে তার মূল্য দাবী করতে পারবে, যদি পরবর্তী মওসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাযী না হয়। ইমাম জাহীরুদ্দীন (র) এরূপ বলেছেন (আল-কারদারী; আল-ওয়াজীয)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি দুই প্রজাতির আঙ্গুর পাওনার দাবী করে, যেমন দাবী করল, এক হাজার মান্ন 'আলাঈ ও ওয়ারাখ্মাতী আঙ্গুর যা মিষ্টি ও মাঝারি মানের তবে তাকে এটাও স্পষ্ট করতে হবে যে, কোনটির পরিমাণ কত? (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ আনার ও নাস্পাতির ভার সম্পর্কে দাবী করলে তার ওজন বলতে হবে এবং মিষ্টি না টক ও ছোট না বড় তাও উল্লেখ করতে হবে।

গোশত পাওনার দাবী করলে কোন সূত্রে পাবে তা উল্লেখ করতে হবে (আল-খুলাসা)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে সে গোশতের বিনিময়ে তার কাছে একটা মাল বিক্রি করেছিল এবং সেই মূল্য হিসেবে এ গোশত তার কাছে পাওনা হয়েছে; তবে সে দাবী শুদ্ধ হবে – যদি তার গুণগত মান ও স্থান বর্ণনা করে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে, অমুকের কাছে যে একশ' মান্ন (পরিমাপ বিশেষ) কেক পাবে, তবে সে দাবী শুদ্ধ হবে না। তবে কোন সূত্রে পাবে তা উল্লেখ করলে শুদ্ধ হবে। কেননা রুটির বায়উস সালাম বৈধ কিনা, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কর্জের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। যদি রুটি নষ্ট করে ফেলার দাবী হয়। তবে তার মূল্য অবধারিত হবে। যদি বলে, সেটা তার কাছে তার বিক্রিত মালের বিনিময় মূল্য তবে দাবী বৈধ হবে। তবে কেকের দাবী হলে সে ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হবে, তা আটার তৈরী না ময়দার। এমনিভাবে এটাও বলতে হবে যে, তা সাদা রংয়ের হবে, না জাফ্রানে রাঙানো। সেই সংগে আর উল্লেখ করতে হবে যে, তার উপরে তিলের প্রলেপ আছে কি না, যাতে দাবী বিশুদ্ধ হয় (আয-যাহীরিয়্যা)।

১৯. মাসআলা ঃ বরফ যদিও মিছলী দ্রব্য, কিন্তু যখন তা বাজারে পাওয়া না যায়, তখন তার দাবী শুদ্ধ নয়, যেহেতু বাজার থেকে উঠে যাওয়ার কারণে তার অনুরূপ বরফ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে কর্তব্য বরফের মূল্য দাবী করা। আর সে মূল্য হবে মামলার দিনের বাজার দর হিসেবে (আল-ওয়াজীয; আল-কারদারী)।

২০. মাসআলা ঃ যদি তেল বা এ জাতীয় দ্রব্যের দাবী হয় এবং বিক্রি সূত্রে তা পাওনা হয়, তবে তা মজলিসে উপস্থিত করা জরুরী, যাতে সে দিকে ইশারা করা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে যদি

নষ্ট করে ফেলার কারণে বা ঋণ গ্রহণের কারণে কিংবা বিনিময়মূল্য হিসেবে পাওনা সাব্যস্ত হয় তবে তা উপস্থিত করা অপরিহার্য নয় (খিযানাতুল-মুফতীন)।

২১. মাসআলা ঃ যদি কারও কাছে রেশম পাওনা দাবী করে এবং তার ওজন উল্লেখ না করে, তবে দেখতে হবে তা عين (সুনির্দিষ্ট) না دين (অনির্দিষ্ট)। সুনির্দিষ্ট বলে তা উপস্থিত করা ও ইশারা করা শর্ত এবং তখন তার ওজন এবং গুণগত মান উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যদি অনির্দিষ্ট হয়, যেমন সেটা হয়ত বায়উস সালামের ভিত্তিতে কেনা রেশম, তবে তার ওজন উল্লেখ করা শর্ত কিনা সে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে দাবী বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তার ওজন উল্লেখ করা শর্ত এবং এটাই সহীহ্ (আয-যখীরা)।

২২. মাসআলা ঃ মোহরানার দায়ে একটি তাঁবু পাওনার দাবী উত্থাপিত হলে মুফ্তীগণ সে দাবী শুদ্ধ বলে ফাত্ওয়া দান করেন। কেননা এ দাবীর ভেতর ত্রুটি শুধু এতটুকুই যে, কী রকমের তাঁবু সেটা অজ্ঞাত রয়ে গেছে আর মোহরানার ক্ষেত্রে এরূপ অজ্ঞতা মোহরানা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে বাধা নয় (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ আল-ওয়াত্তার (?) উল্লেখ করেন যে, এক ব্যক্তি একটা 'যানদাবীজী বস্ত্রের পাওনা দাবী করল এবং খুওয়ারিযামের ফিতায় তার দৈর্ঘ্যের নির্দিষ্ট পরিমাপ উল্লেখ করল। সাক্ষিগণ বস্ত্রটির উপস্থিতিতে অনুরূপ সাক্ষ্য দিল। তারপর সেটি মাপা হল। দেখা গেল বর্ণিত পরিমাপের চেয়ে তাতে বেশী বা কম আছে। এক্ষেত্রে দাবী ও সাক্ষ্য বৈধ হবে কি? না, দাবী ও সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে, যেমন পশুর বয়স যদি দাবী ও সাক্ষ্যের বিপরীত হয়, তখনও এরকমই হুকুম।

যদি কোন লোহা সম্পর্কে দাবী করে যে, অমুকের কাছে এটা তার পাওনা এবং ওজন দশ 'মান্ন, কিন্তু মেপে দেখা যায় তার ওজন আট মান্ন, তবে তার দাবী ও সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেননা ইশারা করার পর ওজন বলার কোন মূল্য নেই (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি তুলার দাবী করে, তবে সেটা কী তুলা, ইয়ায্কানী, বায়হাকী, না জাজারসী, তাও উল্লেখ করতে হবে (খিযানাতুল মুফ্তীন)।

২৫. মাসআলা ঃ তুলার ক্ষেত্রে এটা বলা শর্ত নয় যে, এর এত মান্ন তুলা ধুনলে এত মান্ন টেকে। এরই উপর ফাত্ওয়া (আল-কারদারী; আল-ওয়াজীয)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি জামার দাবী করে এবং তার শ্রেণী প্রকার, গুণগত মান ও দাম উল্লেখ করে, তবে সে দাবী এই শর্তে বৈধ হবে যে, তা পুরুষের জামা না মহিলার এবং ছোট না বড় তাও উল্লেখ করবে (খিযানাতুল মুফ্তীন)।

২৭. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে অমুক ব্যক্তি তার জামা ছিঁড়ে ফেলেছে বা তার পশুটিকে যখম করে দিয়েছে, তবে জামা ও পশু উপস্থিত করা জরুরী নয়। কেননা যে বিষয়ে দাবী করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেটা জামা ও পশু হতে বিলুপ্ত অংশ (আল-খুলাসা)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি মুক্তা সম্পর্কে দাবী হয়, তবে তার ওজন বলা অপরিহার্য, যদি সেটা উপস্থিত না থাকে এবং বিবাদী তার কাছে থাকার কথা অস্বীকার করে (আস-সিরাজিয়্যা)।

২৯. মাসআলা ঃ মণি বা মুক্তা সম্পর্কে দাবী করলে তার গড়ন, জ্যোতি ও ওজন উল্লেখ করতে হবে (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

৩০. মাসআলা ঃ অনেকগুলো সুই ও ভোমরের দাবী করলে কী সূত্রে পাওনা তাও উল্লেখ করতে হবে। কেননা তা সুনির্দিষ্ট হলে উপস্থিত করা অপরিহার্য। আর যদি অনির্দিষ্ট হয়, যেমন

তা হয়ত বায়উস-সালামের সূত্রে ক্রয়কৃত বা বিক্রিত মালের বিনিময় মূল্য হিসেবে ধার্যকৃত, তবে তার প্রকার ও গুণগত মান উল্লেখ করতে হবে, যাতে সে সম্পর্কিত অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। সুই ও ভোমর হারিয়ে ফেললে (বা নষ্ট করে ফেললে) তার 'মিছল' অনুরূপ বদলা) ওয়াজিব হয় না, যেহেতু এগুলো 'মিছলী' দ্রব্য নয়। এমনিভাবে কর্জ নিলেও তার বদলা দেওয়া ওয়াজিব হয় না। কেননা এর কর্জ জাইয নয় (আল-কারদারি; আল-ওয়াজীয)।

৩১. মাসআলা ঃ সুনির্দিষ্ট কয়েক মান্ন (পরিমাপ বিশেষ) মেহেদীর দাবী করলে, তা উৎকৃষ্ট, মধ্যম না নিম্নমানের তাও উল্লেখ করতে হবে। সেই সংগে এটাও বলতে হবে তা আস্ত পাতা ছিল, না পোষাইকৃত (গুঁড়া মেহেদী)? এমনিভাবে সুর্মার দাবী হলে বলতে হবে তা চাকা ছিল না গুঁড়া। অন্যথায় সে দাবী শুদ্ধ হবে না (খিযানাতুল-মুফতীন)।

৩২. মাসআলা ঃ কারো দখলে পেষাই করার একটি কারখানা আছে। এক ব্যক্তি দাবী করল, সেটি তার। সে তার সীমানাও বর্ণনা করল এবং তাতে কয়টি উপকরণ আছে তাও উল্লেখ করল, কিন্তু উপকরণসমূহের নাম বলল না এবং সেগুলোর অবস্থাও ব্যাখ্যা করল না। এ অবস্থায় তার দাবী শুদ্ধ হবে কি? বলা হয় যে, তার দাবী শুদ্ধ হবে না এবং এটাই বিশুদ্ধতর (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা ঃ রাশীদুদ-দীন (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, আমানত সংক্রান্ত দাবীর ভাষা এরূপ হওয়া উচিৎ যে, তার কাছে আমার এই-এই মাল আছে, যার মূল্য এই পরিমাণ। আপনি তাকে তা উপস্থিত করতে আদেশ দিন, যাতে আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারি যে, আমিই সেটার মালিক। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন বিবাদী তার দাবী অস্বীকার করবে। সে যদি তা স্বীকার করে তাহলে বলবে, তাকে আদেশ করুন যে, আমাকে তা নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়। একথা বলবে না যে, তাকে তা ফেরত দিতে আদেশ-করুন (আল-ফুসূলুল-ইমাদিয়্যা)।

৩৪. মাসআলা ঃ আমানত সংক্রান্ত দাবীর ক্ষেত্রে আমানত রাখার স্থান উল্লেখ করা জরুরী। অর্থাৎ বলবে, আমি অমুক শহরে তার কাছে আমানত রেখেছি। তাতে ঐ বস্তুটি বহন খরচ সম্পন্ন হোক বা না হোক।

যদি গসব অর্থাৎ জবর-দখল সংক্রান্ত দাবী হয় এবং মাল বহন খরচ সম্পন্ন না হয়, তবে গসবের স্থান উল্লেখ করা শর্ত নয় (আল-খুলাসা)।

৩৫. মাসআলা ঃ কারও সম্পর্কে দাবী করল যে, সে গম গসব করেছে এবং শর্তাবলীও উল্লেখ করল, তার সে দাবী শুদ্ধ হবে কি? এই শর্তে শুদ্ধ হবে যে, তাকে গসবের স্থান উল্লেখ করতে হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৩৬. মাসআলা ঃ মিছলী নয়, এমন দ্রব্য সম্পর্কে যদি কারও বিরুদ্ধে গসবের দাবী তোলে এবং বলে যে, সে তা ধ্বংস করে ফেলেছে, তবে গযবের দিন সে দ্রব্যের বাজার মূল্য কী ছিল তাও বলতে হবে। এটাই জাহিরী রিওয়ায়াত সম্মত (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৭. মাসআলা ঃ যদি 'তাখারুজ' (অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছুর বদলে উত্তরাধিকার থেকে বের হয়ে যাওয়া) সংক্রান্ত দাবী হয়, তবে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বিবরণ, জমির সীমানা নির্দেশ, আসবাব-পত্র ও পশু-পাখির ফিরিস্তি এবং তার মূল্যের তালিকা প্রদান জরুরী, যাতে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে বের হয়ে গিয়েছে, সে উত্তরাধিকারে তার প্রাপ্য অংশের বেশীর বদলে আপোস করেনি। কেননা কোন এক ওয়ারিশ যদি উত্তরাধিকার সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে এবং তারপর নষ্ট করেনি-এমন একজনের সংগে তার অংশের মূল্য অপেক্ষা বেশীর বিনিময়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপোস হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে সে আপোস বৈধ হবে না। যেমন গসবের পর মাল নষ্ট করে ফেললে সে মালের মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্যের বিনিময়ে আপোস করলে তাও বৈধ হয় না (আল-কারদারী; আল-ওয়াজীয)।

৩৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, সে আমার ও তার মধ্যকার যৌথ একটি মাল বিক্রি করেছে এবং আমি বিক্রির সংবাদ পাওয়া মাত্র তা অনুমোদন করেছি, কাজেই এখন তার কর্তব্য বিক্রি মূল্যের অর্ধেক আমাকে প্রদান করা, তবে তার সে দাবী ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না সে তার দাবীতে এটাও উল্লেখ করবে যে, অনুমোদনকালে ঐ মাল ক্রেতার কাছে ছিল। সেই সংগে এটাও উল্লেখ করা কর্তব্য যে, অনুমোদনকালে বিনিময়মূল্য প্রচলিত ছিল এবং ক্রেতার কাছ থেকে বিক্রেতা সে মূল্য কব্জা করছে। কাযীর কর্তব্য বাদীকে জিজ্ঞেস করা যে, সে মালে তোমাদের মধ্যে মালিকানার অংশীদারিত্ব ছিল না, চুক্তির অংশীদারিত্ব ? যদি বলে মালিকানার অংশীদারিত্ব, তবে এ উল্লিখিত শর্তাবলী অবশ্যই থাকবে হবে। আর যদি বলে, চুক্তির অংশীদারিত্ব, তবে অনুমোদনকালে ক্রেতার কাছে মাল থাকা জরুরী নয়। তবে মূল্য কব্জা করা শর্ত বটে, যাতে অর্ধেক মূল্য তার হাতে সমর্পণের দাবী জানানো সহীহ্ হয় (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ দাবী করে, অমুক ব্যক্তি ও তার মাঝে যৌথ সম্পদ ছিল আর সে তা অজ্ঞাত রেখেই মারা গেছে। আমি তা থেকে আমার অংশ চাই, তবে তাকে এটা খুলে বলতে হবে যে, সে কি যৌথ মালের বিষয়টা অজ্ঞাত রেখে মারা গেছে, না কি যৌথ সম্পদ দ্বারা কেনা মাল অজ্ঞাত রেখে মারা গেছে ? কেননা অংশীদারি মাল মিছল তথা অনুরূপ মালের বদলে দায়বদ্ধ (مضمون) থাকে। আর কেনামাল দায়বদ্ধ থাকে মূল্যের বিনিময়ে। এক্ষেত্রে প্রত্যর্পণের দাবী ও সে মতে সমর্পন করার বিষয়টা উল্লেখ করা অপরিহার্য নয়। কেননা যার কাছে মাল আমানত থাকে, তার দায়িত্ব কেবল আমানতকারীকে তা হস্তগত করার সুযোগ করে দেওয়া (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

৪০. মাসআলা ঃ যদি কারও কাছে কারও মূলধন বা আমানতের মাল থাকে এবং সে তা অজ্ঞাত রেখে মারা যায়, ফলে প্রকৃত মালিক তার দাবী উত্থাপন করে, তবে তাকে এটাও উল্লেখ করতে হবে যে, ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর দিন এ মালের মূল্য কত ছিল।

এমনিভাবে মুদারাবার চুক্তিতে কাউকে মূলধন দেওয়ার পর যে ব্যক্তি যদি তা অজ্ঞাত রেখে মারা যায়, তবে দাবীদারকে বলতে হবে যে, সেই ব্যক্তির মৃত্যুর দিন মুদারাবার সম্পদ কি নগদ অর্থ আকারে ছিল, না মালামাল রূপেই ? (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪১. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার কাছ থেকে আমানতস্বরূপ এক কাফীয গম কবজা করেছিল, এখন সেগুলো তার কাছে মজুদ থাকলে তার কর্তব্য তা প্রত্যর্পণ করা আর ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকলে বা সে নিজে ধ্বংস করে থাকলে তার কর্তব্য তার মিছ্ল (অনুরূপ গম) প্রত্যর্পণ করা, তবে দাবীদারের উচিত এরূপ বলা যে, সেগুলো মজুদ থাকলে তার কর্তব্য আমাকে তা হস্তগত করার সুযোগ করে দেওয়া। আর ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকলে তার বলা উচিৎ, তা ধ্বংস হয়েছে সে আমানত অস্বীকার করার পর। আর যদি ইচ্ছাকৃত ধ্বংস করে থাকে, তবে বলা উচিত. তা তার পক্ষ হতে ধ্বংস করা হয়েছে (আল-খুলাসা)।

৪২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দাবী করল, অমুক ব্যক্তি দর নির্ধারণের শর্তে এতটা কাপড় কব্জা করেছে, যার দৈর্ঘ্য এত প্রস্থ এত এবং মূল্য এত। এখন তার কর্তব্য সেটাই আমাকে

সমর্পণ করা, যদি তার হাতে মজুদ থাকে। আর ধ্বংস হয়ে থাকলে তার কর্তব্য আমাকে তার মূল্য দেওয়া। তার এ দাবী ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না সে বলবে যে, কাপড়টি সে দরদাম করে এই উদ্দেশ্যে কব্জা করেছে যে, এই মূল্যে সম্মত হলে সে এটা কিনবে. (আল-ফুসূলুল-ইম্যাদিয়্যা)।

৪৩- মাসআলা ঃ বন্ধকদাতা যদি বন্ধকী মাল বন্ধক গ্রহিতার হাতে সমর্পণের দাবী করে তবে তার সে দাবী কি শুদ্ধ হবে ? ইমাম তাহাবী (র) বলেন, বন্ধকী মাল প্রত্যর্পণের খরচ বন্ধকদাতাকে বহন করতে হয়। সে হিসেবে তার এ দাবী শুদ্ধ হয় না। কেউ বলেন, বন্ধকী মাল প্রত্যর্পণের খরচ বন্ধকগ্রহীতার উপর বর্তায়। সে হিসেবে বন্ধকগ্রহীতার হাতে সমর্পণের দাবী শুদ্ধ হবে, ঠিক ধার-গ্রহীতার অনুরূপ (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

৪৪. মাসআলা ঃ কোন গোলাম যদি তার মুনীবের উপস্থিতিতে কোন বস্তু বিক্রি করে, তারপর মুনীব দাবী করে যে, গোলাম যে বস্তুটি বিক্রি করেছে, সেটি তার (মুনীবের) নিজের মাল। তার সে দাবী বৈধ হবে কি? গোলামটি যদি ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়, তবে মুনীবের এ দাবী বৈধ হবে না। আর যদি সে ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত না হয়, তবে বৈধ হবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

৪৫. মাসআলা ঃ বিক্রেতা যদি কোন বিক্রিত মাল সম্পর্কে দাবী করে, তাকে সেটা বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং এখন সেটা ফেরত নিতে চায়, তবে তা বৈধ হবে না যাবত না যে বলবে, সে সেটা বিক্রি ও সমর্পণ করেছে এবং উভয়ই তাকে দিয়ে জবরদস্তিমূলকভাবে করানো হয়েছে। যদি মূল্য কব্জা করে থাকে, তাও উল্লেখ করা উচিত এবং এটাও বলতে হবে যে, তাকে তা কব্জা করতে বাধ্য করা হয়েছে। তারপর তাকে প্রতিটি বিষয় সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিতও করতে হবে। যাকে দিয়ে এসব জবরদস্তিমূলকভাবে করানো হয়েছে, সে যদি দাবী করে, সে মালটির মালিক, আর ক্রেতার হাতে সেটি অন্যায়ভাবে আছে, তবে তার সে দাবী শুদ্ধ হবে না। কেননা বাধ্যতামূলক বিক্রিতে যদি ক্রেতা কর্তৃক মাল কবজা হয়ে যায়, তবে তাতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ হিসেবে ফাসিদ বিক্রির পর যদি ক্রেতা মাল কব্জা করে ফেলে এবং তারপর বিক্রেতা দাবী করে যে, সে মালটির মালিক এবং ক্রেতার হাতে সেটি অন্যায়ভাবে আছে, তবে তার দাবী বৈধ হবে না (আল-কারদারী; আল-ওয়াজীয)।

৪৬. মাসআলা ঃ রাশীদুদ-দীন (র)-এর 'ফাতাওয়া'-গ্রন্থে আছে। বিক্রেতা যদি দাবী করে, তাকে দিয়ে জবরদস্তিমূলকভাবে বিক্রি করানো হয়েছে, তবে কে জবরদস্তি করেছে সেটা বলা তার দাবী শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়, যেমন কেউ যদি দাবী করে, অমুক ব্যক্তির মিথ্যা রিপোর্টের কারণে, সরকারী সৈন্যরা তার মাল নিয়ে গেছে, আমি তার কাছে সে মাল চাই, তবে কোন্ কোন্ সৈন্য তা নিয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা শর্ত নয়.এটাই বিশুদ্ধতম মত (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪৭. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, সে অমুককে তার কাছ থেকে এই মাল নিয়ে যেতে আদেশ করেছে এবং সে মতে তার কাছ থেকে সে তা নিয়ে গেছে, তবে দেখতে হবে আদেশদাতা কে ? আদেশদাতা শাসক হয়ে থাকলে তার দাবী শুদ্ধ। আর যদি অন্য কেউ হয়, তবে আদেশদাতাকে কোন দায় বহন করতে হবে না (আল-খুলাসা)।

৪৮. মাসআলা ঃ যদি আদিষ্ট ব্যক্তির উপর জরিমানা আরোপের দাবী জানায়, তবে আদেশদাতা শাসক হলে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর জরিমানা বর্তাবে না। পক্ষান্তরে সে শাসক না

pdf By Syed Mostafa Sakib

হলে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর জরিমানা আরোপের দাবী শুদ্ধ হবে। শাসকের আদেশই জবরদস্তি হিসেবে গণ্য হবে (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

৪৯. মাসআলা ঃ সি'আয়া অর্থাৎ মিথ্যা রিপোর্টের দাবী করলে সে ক্ষেত্রে মাল কব্জাকারীর নাম পরিচয় বলা শর্ত নয়। তবে মিথ্যা রিপোর্টের ভিত্তিতে যে তার মাল নেওয়া হয়েছে, সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি বলে, অমুকে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে, যার ফলে জালিমরা আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তবে কেবল এতটুকু বলার দ্বারা দাবী শুদ্ধ হবে না। এমনিভাবে, যদি বলে অমুক ব্যক্তি অন্যায়ভাবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেটাও যথেষ্ট নয় (আল-খুলাসা)।

৫০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে আমার এই পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি করেছে, কেননা সেই সরকারী লোকদের কাছে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করেছিল, আর সাক্ষিগণ বলে যে, এই ব্যক্তি এই দাবীদারের বিরুদ্ধে সরকারী লোকদের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল, আর তার সে অভিযোগের ভিত্তিতে সরকারী লোকেরা এই দাবীদারের কাছ থেকে এই পরিমাণ মালামাল অন্যায়ভাবে নিয়ে গেছে, তবে সে দাবী ও সাক্ষ্য শুদ্ধ হবে। যদিও মাল কব্জাকারীর নাম তারা উল্লেখ না করে। অবশ্য মিথ্যা অভিযোগটি কি করেছে তার ব্যাখ্যা দেওয়া অপরিহার্য, যাতে বিবেচনা করা সম্ভব হয় যে, সে অভিযোগের কারণে অভিযোগকারীর উপর জরিমানা অবধারিত হয় কিনা।

কেননা এমনও তো হতে পারে যে, সরকারি লোকদের গিয়ে বলেছে যে, এই ব্যক্তির কাছে আমার এই মাল পাওনা আছে, তোমরা তাকে আদেশ কর সে যেন আমাকে তা দিয়ে দেয়। সে মতে তারা তাকে তলব করেছে এবং তার কাছ থেকে অভিযোগকারীর হক আদায় করে নিয়েছে। এরূপ অভিযোগের কারণে জরিমানা আরোপ করা যায় না। কেননা সে অভিযোগ করেছে তার ন্যায্য পাওনা বুঝে নেওয়ার লক্ষ্যে। এমনিভাবে যদি অভিযোগ করে, সে আমার স্ত্রীর কাছে যাতায়াত করে, ফলে সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে এবং সে অভিযোগের কারণে তার কাছ থেকে অর্থ আদায় করে, তবে এটাও জরিমানার কারণ হতে পারে না। কেননা সে সত্য কথা বলেছে এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইজ্জতের হিফাজত। আর এ জাতীয় রিপোর্ট দ্বারা জরিমানা অবধারিত হয় না। জরিমানা অবধারিত হয়, এমন অভিযোগের ফলে, যা মিথ্যা অথবা যাদ্বারা ইজ্জত রক্ষা উদ্দেশ্য হয় না, অথচ তার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন শাসকের কাছে গিয়ে বলল, অমুক ব্যক্তি গুপ্তধন পেয়েছে আর সে বাস্তবেই তা পেয়েছে। এ অভিযোগের কারণে অভিযোগকারীর উপর জরিমানা বর্তাবে। কেননা দৃশ্যত শাসনকর্তা তার রিপোর্টের কারণেই তার কাছ থেকে ঐ ধন কেড়ে নেবে (খিযানাতুল মুফ্তীন)।

৫১. মাসআলা ঃ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে, সে তার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে, তবে ব্যাখ্যা ছাড়া তার সে দাবী শুদ্ধ হবে না। যদি সে তার যথার্থ কোন ব্যাখ্যা প্রদান করে, তবে তার দাবী শ্রবণযোগ্য হবে, অন্যথায় নয় (আল-খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া

১. মাসআলা ঃ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে দাবী করলে, সম্পত্তির চতুঃসীমা এবং চারপাশের জমিওয়ালাদের নাম ও তাদের বাপ-দাদার নাম উল্লেখ করতে হবে (আল-ইখতিয়ার শারহুল-মুখতার)।

২. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দাদার নাম উল্লেখ করা জরুরী এবং এটাই সহীহ্ মত (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩. মাসআলা ঃ অবশ্য এটা সেই অবস্থায়, যখন সে জমিওয়ালা প্রসিদ্ধ লোক না হয়। পক্ষান্তরে সে যদি খ্যাতনামা লোক হয়, তবে সকলেরই মতে তার বাপ-দাদা কারও নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই (আল-কারদারী; আল-ওয়াজীয)।

৪. মাসআলা ঃ ফকীহ্, হাকিম আবূ নাস্র আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ আস-সামারকান্দী (র) তার 'শুরূত' পুস্তিকায় বলেন, স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে দাবী করলে, সে সম্পত্তি যেখানে অবস্থিত তার শহর, মহল্লা ও সড়কের নাম উল্লেখ করতে হবে। সুতরাং প্রথমে জেলার নাম, তারপর মহল্লার এবং তারপর-সড়কের নাম বলবে। এ বিধান ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী। কেননা তার মতে প্রথমে সাধারণ ঠিকানা উল্লেখ করতে হয় এবং তারপর যথাক্রমে বিশেষ ঠিকানা দিকে নেমে আসতে হয়। আবূ যায়দ আল-বাগদাদী (র) বলেন, প্রথমে বিশেষ ঠিকানা উল্লেখ করবে এবং তারপর সাধারণ ঠিকানা। সুতরাং সে বলবে, অমুক সড়কে অবস্থিত, অমুক মহল্লার বাড়িটি, যেটা অমুক জেলায় পড়েছে। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতই উত্তম (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ সেই সংগে এটাও বলতে হবে যে, বাড়িটি এমন বিবাদীর দখলে আছে। তবে বিবাদীর দখলে থাকার বিষয়টা বাদী ও বিবাদীর স্বীকারোক্তি দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না, বরং বিশুদ্ধ মতে তা প্রমাণিত হয় সাক্ষ্য দ্বারা অথবা কাযীর জানা থাকার দ্বারা (আল-কাফী)।

৬. মাসআলা ঃ আরও বলতে হবে যে, সে বাড়িটি দাবী করছে। কেননা দাবী করাটা তার অধিকার, যা তলব করা অপরিহার্য। তাছাড়া এটাও তো সম্ভব যে, বাড়িটি তার কাছে ঋণের দায়ে আবদ্ধ আছে কিংবা কোন বিক্রিত মালের মূল্যের দায়ে আটক আছে। দাবী করার দ্বারা যে সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবে। এ কারণেই অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, যে তাকে বলতে হবে, বিবাদীর হাতে সে মাল অন্যায়ভাবে আছে (আল-হিদায়া)।

৭. মাসআলা ঃ কতক ফুকাহায়ে কিরামের মতে সীমানা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বলতে হবে। অমুকের বাড়ি সংলগ্ন, কেবল অমুকের বাড়ি বলা যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমাদের মতে উভয় শব্দই সমান। এর যে কোন একটি বললেই যথেষ্ট (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি তিন দিকের সীমানা উল্লেখ করে, কিন্তু চতুর্থ সীমানা সম্পর্কে নীরব থাকে. তবে তাতে ক্ষতি নেই। যদি নীরব না থাকে, বরং চতুর্থ দিকের বর্ণনায় ভুল করে- তবে দাবী শুদ্ধ হবে না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে যদি বিবাদী বলে, এই তফসিলের সম্পত্তি আমার দখলে নেই কিংবা বলে এই তফসিলের সম্পত্তি তাকে সোপর্দ করা আমার দায়িত্ব নয়, তবে তার বিরুদ্ধে এ দাবীর ভিত্তিতে মামলা চলবে না। বিবাদী যদি বলে। এ তফসিলের সম্পত্তি আমার দখলেই আছে। কিন্তু সীমানা বর্ণনায় তুমি ভুল করেছ, তবে তার সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। হ্যাঁ, সে ভুল সম্পর্কে যদি উভয়ে একমত হয়, তখন অবশ্য নতুন করে আবার মামলা রুজু হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কোন বাড়ির মালিকানা দাবী করে এবং তার এক দিকের সীমানা সম্পর্কে বলে যে, সে দিকে যায়দের বাড়ি, তারপর আবারও দাবী উত্থাপন করে এবং এবার সেদিকের বাড়িটি সম্পর্কে বলে যে, সেটি আমরের, তবে তা গৃহীত হবে না। যদিও বিবাদী তার সমর্থন করে বলে যে, প্রথমবারে সে ভুল করেছিল।

১০. মাসআলা ঃ কোন একটি আংগুর বাগান সম্পর্কে সে অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী তুলল এবং তার চতুঃসীমানাও বর্ণনা করল। চতুর্থ দিকের কিয়দংশ আমর ইব্ন আহমদ ইব্ন ইউসুফের আংগুরের বাগানের সংগে মিলিত। কিন্তু দলীলে লেখা হল যে, সেটা 'আমর ইব্ন আহমদ ইব্ন আম্‌রের বাগানের সংগে মিলিত, আর এ মতই দাবীদার দাবী করল এবং সাক্ষিগণও তাই সাক্ষ্য দিল। ফলে কাযীও সে অনুযায়ী রায় দিল। তো এ রায় সহীহ্ হবে কি ? না, বিবাদীর হাতে যে যে বাগানটি আছে, সে সম্পর্কে এ রায় সহীহ্ হবে না, যেহেতু এক দিকের সীমানা বর্ণনায় তারা ভুল করেছে। সুতরাং বাদীর পক্ষে সে বাগান ব্যবহার বৈধ হবে না (খিযানাতুল মুফতীন)।

১১. মাসআলা ঃ যদি চতুর্থ দিকের সীমানা সম্পর্কে বলে যে, সেটা রাস্তা বা গলি-সংলগ্ন এবং সে দিকেই প্রবেশ পথ বা দরজা, তবে এটা যথেষ্ট হবে না। কেননা 'রাস্তা'-শব্দে 'বহু'-এর অবকাশ থাকে। কাজেই এমন কিছুর সংগে সম্পৃক্ত করে সীমানা বর্ণনা করতে হবে, যাদ্বারা তা পৃথকভাবে চেনা যায় যদি কোন কিছুর নামে তা পরিচিত না হয়, তবে বলতে হবে মহল্লার বা গ্রামের রাস্তা কিংবা এই প্রান্তের রাস্তা সংলগ্ন, যাতে এর দ্বারা কিছুটা হলেও আলাদা পরিচয় ফুটে ওঠে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা, আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কেবল দুই দিকের সীমানা বর্ণনা করে, তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী আমাদের ইমামগণের মতে যথেষ্ট হবে না। তিন দিকের সীমানা বললে যথেষ্ট হবে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে চতুর্থ সীমানা সম্পর্কে কিভাবে ফায়সালা দেওয়া হবে? আল-খাস্‌সাফ (র) তাঁর 'ওয়াক্‌ফ' সম্পর্কিত গ্রন্থে বলেন, চতুর্থ দিকের সীমানা তৃতীয় সীমানার শেষ প্রান্ত হতে টেনে প্রথম দিকের সীমানার শুরু ভাগের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ চতুর্থ সীমানা যদি দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন জমির সংলগ্ন হয়, যাদের প্রত্যেকের জমি আলাদা, কিংবা কোন এক ব্যক্তির জমি ও মসজিদের সংগে মিলিত হয়, আর সেক্ষেত্রে বাদী বলে যে, চতুর্থ সীমানা অমুকের জমি সংলগ্ন, দ্বিতীয় প্রতিবেশী বা মসজিদের কথা উচ্চারণ না করে, তবে সে দাবী শুদ্ধ হবে। কেউ বলেন, এ দুই অবস্থায় দাবী সহীহ্ হবে না এবং এটাই সঠিক মত (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কোন স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে দাবী করে এবং তার কোন এক সীমানা অথবা চতুঃসীমা বাদীর নিজের মালিকানাধীন জমি সংলগ্ন হয়ে থাকে, তবে কি পার্থক্য নির্দেশক কোন সীমানা বর্ণনা করতে হবে ? কেউ বলেন, তার প্রয়োজন নেই। যদি বিবাদীর মালিকানাধীন জমির সংগে মিলিত থাকে, তবে পার্থক্য নির্দেশক সীমানা উল্লেখ করতে হবে। আবার কেউ বলেন, জমি সম্পর্কে দাবী হলে তো জবাব ওই হুকুমই, কিন্তু তা যদি জমি না হয়ে ঘর বা বাড়ি হয়, তবে এরূপ কিছু বলার দরকার হবে না। ঘরের প্রাচীরেই পার্থক্য নির্দেশক সাব্যস্ত হবে [আল-মুহীত (সাক্ষ্য অধ্যায়)]।

১৫. মাসআলা ঃ সীমানা হিসেবে বৃক্ষের উল্লেখ যথেষ্ট নয়। বাধ সীমানা হতে পারে। বৃক্ষও সীমানা হতে পারে, যদি দাবীর গোটা সম্পত্তি বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে (আল-খুলাসা)।

১৬. মাসআলা ঃ রাস্তা সীমানা হতে পারে। এক্ষেত্রে তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এটাই বিশুদ্ধতম মত। নদী সীমানা হতে পারে না। তবে বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে যে, খালের মত নদীও সীমানা হতে পারে (খিযানাতুল মুফতীন)।

১৭. মাসআলা ঃ নদীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কি উল্লেখ করতে হবে? বিশুদ্ধতম মত এই যে, তা উল্লেখ করতে হবে না (খিযানাতুল-ফাতাওয়া)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি সাধারণ জনপথকে সীমানা হিসেবে উল্লেখ করে, তবে এটা বলা শর্ত নয় যে, সেটা গ্রামের পথ বা শহরের রাস্তা [আল-মুহীত (সাক্ষ্য অধ্যায়)]।

১৯. মাসআলা ঃ জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী প্রাচীর সীমানা হতে পারে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (খিযানাতুল-ফাতাওয়া)।

২০. মাসআলা ঃ কবরস্থান উঁচু স্থানে হলে, তাকে সীমানা সাব্যস্ত করা যেতে পারে। অন্যথায় নয় (আল- কারদারী; আল-ওয়াজীয)।

২১. মাসআলা ঃ যদি দশ খণ্ড জমিতে মালিকানা দাবী করে আর তার নয়টির চৌহদ্দি বর্ণনা করে, একটির না করে, তবে দেখতে হবে, সেই নবমটি কি বাকিগুলোর মাঝখানে অবস্থিত, না এক কিনারায়। মাঝখানে অবস্থিত হলে তো তা বর্ণিত সীমানার মধ্যেই পড়ল। কাজেই সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলে বাকিগুলোর সংগে এটি সম্পর্কে রায় প্রদান বৈধ হবে। পক্ষান্তরে নবমটি যদি এক প্রান্তে অবস্থিত হয়, তবে সীমানা বর্ণনা দ্বারা সেটি সুনির্দিষ্ট হবে না, কাজেই সেটি সম্পর্কে ফায়সালাও দেওয়া যাবে না (খিযানাতুল মুফতীন ; আল-কারদারী; আল-ওয়াজীয)।

২২. মাসআলা ঃ যদি বলে; ওয়াক্‌ফ-ভূমি সংলগ্ন, তবে সে ভূমির ভোক্তাগণের বিবরণও দিতে হবে। যদি বলে, সরকারি জমি সংলগ্ন, তবে সরকার প্রধানের নাম বলতে হবে এবং তার বংশ পরিচয়ও দিতে হবে. যদি সরকার প্রধান দু'জন হয় [আল-খুলাসা ঃ ('শাহাদাত' অধ্যায়)]।

২৩. মাসআলা ঃ সীমানা বর্ণনা করতে গিয়ে যদি বলে, অমুক ব্যক্তির ওয়ারিশদের জমি সংলগ্ন, তবে সেটা যথেষ্ট হবে না (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি লেখে, অমুক ব্যক্তির ওয়ারিশদের মালিকানাধীন জমি সংলগ্ন, তাও শুদ্ধ হবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২৫. মাসআলা ঃ নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তির লেখায় দেখেছি, যদি লেখে, অমুক ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত বাড়িটি সংলগ্ন, তবে তা শুদ্ধ হবে এবং ঐ সীমানা গৃহীত হবে। এটা অতি সুন্দর মত। যদি সীমানা বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত, তবে সেটা যথেষ্ট নয়।

যদি কোন এক দিকের সীমানা বর্ণনায় এমন জমির নাম বলে, যার মালিক অজ্ঞাত, তবে তা যথেষ্ট হবে না। অন্তত তাকে বলতে হবে, সে জমি কার দখলে আছে, যাতে কিছুটা হলেও অবগতি লাভ হয়।

যদি এক দিকের সীমানা সম্পর্কে বলে, রাষ্ট্রীয় জমি সংলগ্ন, তবে তা শুদ্ধ হবে। যদিও সেটা কার দখলে আছে তা না বলে। তবে উভয় জমির মধ্যে সীমানা কি তা উল্লেখ করতে হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৬. মাসআলা ঃ রাস্তা, কবরস্থান, পুকুর ইত্যাদি যে সকল বিষয় দাবীর বাইরে থাকে, তার চৌহদ্দি বর্ণনা করা দাবী শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত কিনা, এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। কারও মতে সেটা শর্ত এবং কেউ বলেন, তা শর্ত নয়। তবে ব্যতিক্রম সম্পত্তির এমন

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটা সীমানা উল্লেখ করা অপরিহার্য, যাদ্দারা তার স্বাতন্ত্র ফুটে ওঠে। বর্তমানকালে এসবের সীমানা নিরূপণের লক্ষ্যে যে, লেখা হয়ে থাকে, 'এর চতুঃসীমা সেই জমি সংলগ্ন, যা এই দাবীর অন্তর্ভুক্ত বা এই বিক্রির অন্তর্ভুক্ত' এটা শুদ্ধ নয়, কেননা এর দ্বারা স্বাতন্ত্র প্রকাশ পায় না। কাজেই সীমানা বানিয়ে হয়ত এমন কোন নদীর নাম বলবে, যা এই ব্যতিক্রম সম্পত্তির কাছে অবস্থিত, যাতে এর দ্বারা তার পার্থক্য পরিস্ফুট হয় (খিযানাতুল মুফতীন)।

২৭. মাসআলা ঃ জাহীরুদ্দীন আল-মারগীনানী (র) বলতেন, কবরস্থান টিলার উপর হলে তার চৌহদ্দি বর্ণনার দরকার নেই। অন্যথায় তার চৌহদ্দি বলতে হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৮. মাসআলা ঃ ইমাম নাসাফী (র) বলেন, ইমাম সারাখসী (র) বিশেষ কোন গ্রাম করার ক্ষেত্রে মসজিদ, কবরস্থান, পুকুর ও জনপদ ব্যতিক্রম রাখার জন্য এই শর্ত আরোপ করতেন যে, এগুলো চতুঃসীমা এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এগুলোর পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। যেসব নথিপত্র ও দলীল-দস্তাবেজে এসব ব্যতিক্রম সম্পত্তির উল্লেখ চতুঃসীমার বিবরণ ছাড়াই করা হত, তিনি তা গ্রহণ করতেন না।

অপরদিকে ইমাম আবূ শুজা (র) ব্যতিক্রম সম্পত্তির ক্ষেত্রে চৌহদ্দি বর্ণনার শর্তারোপ করতেন না। আমরা মুসলিম সাধারণের সুবিধার্থে তার মত অনুযায়ীই ফাতাওয়া দিয়ে থাকি (আল-খুলাসা)।

২৯. মাসআলা ঃ বর্তমানকালে যে লিখে থাকে, যে জমির উপর চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে-এই ক্রেতা-বিক্রেতা তা চেনে এবং তারা উভয়ে সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত' আমাদের কতক ফুকাহায়ে কিরাম এটা গ্রহণ করেন না এবং এটাই সঠিক মত। কেননা বিক্রিত জমি সম্পর্কে যখন কাযীর কাছে সাক্ষ্য পেশ করা হবে, তখন উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা কাযী এ সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারবে না। কাজেই সুনির্দিষ্টভাবে জমির বিবরণ লেখা কর্তব্য (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে থাকা বাড়ি সম্পর্কে আরেক ব্যক্তি মালিকানা দাবী করল। কাযী তাকে বলল, তুমি কি বাড়িটির চতুঃসীমা জান ? সে বলল, না, এর পরে সে যদি পুনরায় সেটির দাবী উত্থাপন করে এবং তার চতুঃসীমা বর্ণনা করে, তবে তা গৃহীত হবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে, চতুর্দিকে জমিওয়ালাদের নাম আমার জানা নেই, তারপর দ্বিতীয়বার সে তাদের নাম বলে দেয়, তবে তা গৃহীত হবে এবং এক্ষেত্রে উভয়ে বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানেরও প্রয়োজন নেই (আল-খুলাসা)।

৩১. মাসআলা ঃ যদি বলে, আমি চতুঃসীমা জানি না, তারপর আবার চতুঃসীমা বর্ণনা করে এবং বলে, আমি যে বলেছিলাম, চতুঃসীমা জানি না, তার মানে চারপাশের জমির মালিকদের নাম জানি না, তবে তার সে বক্তব্য গৃহীত হবে এবং তার দাবীও গ্রহণযোগ্য হবে (আয-যাহীরা)।

৩২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক স্থাবর সম্পত্তির দাবী করল এবং তার চৌহদ্দিও বর্ণনা করল। সে জমির পরিচয় দিতে গিয়ে বলল, তাতে কিছু গাছ আছে। বাস্তবে সে যে চৌহদ্দি বর্ণনা করেছিল, জমিটি ঠিক সেভাবেই অবস্থিত কিন্তু তাতে কোন গাছ নেই। এক্ষেত্রে তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে না। এমনিভাবে সে যদি বৃক্ষের স্থলে প্রাচীর বলে তখনও একই বিধান।

বাদী যদি বলে, তাতে কোন বৃক্ষ বা প্রাচীর নেই, কিন্তু দেখা যায় তাতে এক বিশাল বৃক্ষ, যা তার দাবীর পর জন্ম নেওয়া সম্ভব নয়, যদিও তার চৌহদ্দি বাদীর বর্ণিত চৌহদ্দির সংগে সংগতিপূর্ণ তবে তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে।

যদি কোন জমির দাবী করে এবং তার চৌহদ্দিও বর্ণনা করে, সেই সংগে বলে এতে সর্বমোট দশ খণ্ড জমি আছে অথবা দশ জারীব (পরিমাপ বিশেষ) জমি আছে এবং বাস্তবে জমি তার বেশী থাকে, তবে তার দাবী বাতিল হবে না।

এমনিভাবে যদি বলে, সে নাম এতটুকু যে, তাতে দশ মন বীজ ফেলা যাবে এবং বাস্তবে দেখা যায় জমি তার চেয়ে কম-বেশী আছে কিন্তু সে যে চতুঃসীমা বর্ণনা করেছিল, তা ঠিকই আছে, তবে তার দাবী বাতিল হবে না। কেননা ঐ বৈপরিত্য এমন যে, এর ব্যাখ্যা চলে। তা ছাড়া এসব বলার কোনও দরকারও ছিল না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা ঃ যদি কোন স্থানের কোন জমি সম্পর্কে মালিকানা দাবী করে এবং তার চতুঃসীমাও বর্ণনা করে, কিন্তু একথা না বলে যে, চতুঃসীমায় আঙ্গুর বাগান, ফসলি জমি কিংবা বাড়ি আছে আর সাক্ষিগণও সেইভাবে সাক্ষ্য দেয়, তবে তার দাবী ও সাক্ষ্য-প্রমাণ কি গৃহীত হবে ?

শামসুল ইসলাম আল-আওযাজানদী (র)-এর ফাতাওয়া বর্ণিত আছে যে, বাদী যদি জমি যে শহর, মহল্লা ও অবস্থানে অবস্থিত তা উল্লেখ করে এবং তার চতুঃসীমাও বর্ণনা করে, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে। চতুঃসীমায় কী আছে তা না বলার কারণে দাবী অসম্পূর্ণ সাব্যস্ত হবে না। জাহীরুদ্দীন আল-মারগীনানী (র)-প্রশ্নের উত্তরে লিখতেন, কাযী এ দাবী গ্রহণ করলে তা বৈধ হবে।

কেউ বলেন, শহর, গ্রাম ও মহল্লার নাম বলাও শর্ত নয়। রাশীদুদ্দীন (র) বলেন, জমির অবস্থানস্থল উল্লেখ করা অপরিহার্য, যাতে সে সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, জমির দলীল লিখলে তাতে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, তা কোন গ্রাম ও কোন স্থানে অবস্থিত ? কেননা চতুঃসীমা উল্লেখ করলেও যদি অবস্থানস্থল উল্লেখ না করে তবে অজ্ঞতা বাকি থেকে যায়। আমি বলব, জমির ঠিকানা বর্ণনা কি সাধারণ (উপর) থেকে শুরু করে বিশেষ (নিচ)-এর দিকে নেমে আসবে, না বিশেষ থেকে শুরু করে সাধারণের দিকে যাবে' এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরাম (اهل الشروط) -এর মতভেদ দ্বারা বুঝা যায় ঠিকানা বর্ণনা জরুরী হওয়ার ব্যাপারে তাদের ঐকমত্য (اجماع) আছে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যার)।

৩৪. মাসআলা ঃ কারও বাড়ির উপর দিয়ে প্রবাহিত পানির প্রণালীর উপর যদি কেউ দাবী তোলে, তবে তাকে উল্লেখ করতে হবে, সে প্রণালী বৃষ্টির পানির, না ওযূর পানির ? (খিযানাতুল মুফতীন)।

৩৫- মাসআলা ঃ এটাও উল্লেখ করা শর্ত যে, যে প্রণালী বাড়ির, সম্মুখভাগে অবস্থিত, না পেছন দিকে ? (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত প্রণালীর উপর কারও বাড়ির উপর দিয়ে যাওয়া পথের উপর দাবী তোলে, তবে কোনও রিওয়ায়াত অনুযায়ী তার দাবী ও যে সম্পর্কে পেশকৃত তার সাক্ষ্য-প্রমাণ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে তার অবস্থানস্থল, এবং তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বর্ণনা করবে। 'আল-আসল'-গ্রন্থে বলা হয়েছে (তা ছাড়াই) তার দাবী শোনা হবে এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে [ফাতওয়ায়ে কাযীখান (শাহাদাত অধ্যায়ের বাতিল শাহাদাত' শীর্ষক অনুচ্ছেদে)]।

৩৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী তোলে যে, সে তার জমিতে খাল কেটেছে এবং তা দিয়ে নিজ জমির দিকে পানি ছেড়েছে, তবে যে জমিতে খাল কেটেছে তার নাম উল্লেখ করতে হবে এবং ঐ জমিতে ডান পাশে কেটেছে, না বাম পাশে তাও উল্লেখ করতে হবে। সেই

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংগে এটাও বলতে হবে যে, খালের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা কত ? এসব বর্ণনার পর বিবাদী যদি তা স্বীকার করে নেয়, তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর যদি অস্বীকার করে, তবে আল্লাহ্‌র নামে তাকে শপথ করতে হবে যে, বাদী তার যে জমিতে সে খাল কাটার দাবী করেছে, তার সে জমিতে সে খাল কাটেনি। এমনিভাবে যদি দাবী করে, সে তার জমিতে ঘর করেছে, তবে তা শ্রবণযোগ্য হবে না, যাবৎ না সে তার জমির তফসিল বর্ণনা করবে এবং ঘরটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উল্লেখ করবে। সেই সংগে এটাও বলতে হবে যে, ঘরটি কাঠের, না মাটির (কিংবা কাঁচা, না পাকা)।

৩৮. মাসআলা ঃ এমনিভাবে যদি দাবী করে সে তার জমিতে বৃক্ষ রোপণ করেছে, সে ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য। বাদী যদি এসব বর্ণনা করে এবং বিবাদী তার দাবী স্বীকার করে তবে তাকে ঘর ও গাছ তুলে নিতে আদেশ করা হবে। আর যদি অস্বীকার করে তবে তাকে শপথ করানো হবে। সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এই ব্যক্তির, জমিতে ঘর তুলিনি বা বৃক্ষরোপণ করিনি। সে কসম করতে অস্বীকার করলে তাকে গৃহ ও বৃক্ষ উৎপাদন করতে নির্দেশ দেওয়া হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন বাড়ির দশ ভাগের তিন ভাগের উপর কারও বিরুদ্ধে দাবী তোলে এবং বলে, এই চৌহদ্দিবিশিষ্ট বাড়িটির। দশভাগের তিনভাগের মালিক আমি এবং আমি তার স্বত্বাধিকারী, এই বিবাদীর দখলে তা অন্যায়ভাবে আছে, কিন্তু একথা না বলে যে, বাড়িটি সমুদয় অংশই তার দখলে আছে এবং সাক্ষিগণ ও তাদের সাক্ষ্যে না বলে যে, সমুদয় বাড়িটি এই বিবাদীর দখলে আছে, তবে এ দাবী ও সাক্ষ্য উভয়ই গ্রহণযোগ্য হবে। (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা ঃ অবিভাজিত ভাবে বাড়ির অর্ধেক গসব (জবরদখল করা)-এর দাবী করলে সে ক্ষেত্রে কি এটা বলা শর্ত যে, সমুদয় বাড়িটি বিবাদীর হাতে আছে ? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এটা শর্ত। কেননা অবিভাজিতভাবে বাড়ির অর্ধেক গসব তখনই সম্ভব যখন পূর্ণ বাড়িটি তার হাতে থাকবে। কেউ বলেন, বাড়ির অর্ধেক অবিভাজিতভাবে গসব সম্ভব হতে পারে এবং তা এভাবে যে, বাড়িটি হয়ত দুই ব্যক্তির হাতে ছিল এবং সে তাদের একজন হতে তা গসব করেছে। এ ক্ষেত্রে বাড়ির, অর্ধেক অবিভাজিত ভাবেই গসব করা হয়, (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪১. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে, এই অংশ তার, কেননা এটা তার ভাগে পড়েছে, তবে উল্লেখ করতে হবে যে, বণ্টন কাযীর ফায়সালাক্রমে হয়েছে, না তাদের সন্তুষ্টিক্রমে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৪২. মাসআলা ঃ কেউ যদি অন্যের বাড়ি বিক্রি করে দেয় এবং তা ক্রেতার হাতে সমর্পণ করে, তারপর মালিক এসে বিক্রেতার বিরুদ্ধে সে বাড়িটির দাবী উত্থাপন করে, তবে তার সে দাবী শুদ্ধ হবে কি ? এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে, সে কি বাড়িটি হস্তগত করতে চায়, না গসবের কারণে জরিমানা আদায় করতে চায় ? বাড়িটি হস্তগত করতে চাইলে তার সে দাবী শুদ্ধ হবে না। আর যদি গসবের কারণে জরিমানা আদায় করতে চায়, তবে এ ক্ষেত্রে এই প্রসিদ্ধ মতভেদের ব্যাপারটা এসে যায় যে, স্থাবর সম্পত্তিতে এমন গসব প্রতিষ্ঠিত হয় কি না; যদ্দরুন জরিমানা অবধারিত হয়ে যায় ? অন্যের জমি বিক্রি ও সমর্পণ করলে জরিমানা অবধারিত হওয়া সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায় (আল-মুহীত)।

বিশুদ্ধ মত এই যে, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি ও সমর্পণ করলে জরিমানা অবধারিত হয় আল-ফুসূলুল 'ইমাদিয়্যা (তেত্রিশতম অনুচ্ছেদ)।।

৪৩. মাসআলা ঃ মালিক যদি বিক্রি অনুমোদন করত এবং মূল্য হস্তগত করতে চায়, তবে তার উল্লিখিত দাবী শুদ্ধ হবে (আল-মুহীত)।

৪৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার পিতার উত্তরাধিকার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত একটা বাড়ি সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার পিতার অসুস্থাবস্থায় তার কাছ থেকে এটা ক্রয় করেছে, কিন্তু অন্যান্য ওয়ারিশগণ তা অস্বীকার করে, তবে তার সে দাবীর শুদ্ধতা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে (আয-যাখীরা)।

৪৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করল। তার পুত্র, স্ত্রী বা তার কোন আত্মীয় তখন উপস্থিত ছিল এবং সে এটা জানে। বিক্রেতা মূল্য এবং ক্রেতা জমি কব্‌জা করল। ক্রেতা কিছুকাল তা ভোগও করল। এরপর বিক্রিকালে উপস্থিত সেই ব্যক্তি এসে ক্রেতার বিপরীতে দাবী করল যে, সে এ বাড়ির মালিক এবং বিক্রিকালে বিক্রেতা এর মালিক ছিল না। তার এ দাবী শুদ্ধ হবে কি ? সামারকান্দের ফুকাহায়ে কিরাম একমত যে, তার এ দাবী বৈধ নয়। সে যে বিক্রিকালে নীরব ছিল, তার সে নীরবতাকেই বিক্রেতার মালিকানার পক্ষে স্পষ্ট সমর্থন হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। কিন্তু বুখারার ফুকাহায়ে কিরাম ফাতাওয়া দিয়েছে যে, তার সে দাবী বৈধ্য হবে।

আস-সাদরুশ শাহীদ (র) তাঁর 'ওয়াকআত' গ্রন্থে বলেন, মুফ্‌তী যদি দাবীর বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং যা বেশী সতর্কতামূলক বলে বিবেচিত হয়, সে অনুযায়ী রায় প্রদান করেন, তবে সেটাই উত্তম। আর তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব না হলে বুখারার ফুকাহায়ে কিরামের মত অনুযায়ী ফাত্‌ওয়া দেবেন।

বিক্রিকালে যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, সে যদি ক্রেতার কাছে এসে এই বলে মূল্য পরিশোধের তাগাদা দেয় যে, বিক্রেতাই তাকে তার কাছে পাঠিয়েছে, তবে এর পর তার মালিকানার দাবী শুদ্ধ হবে না। বরং মূল্য পরিশোধের তাগাদাকে বিক্রি অনুমোদন বলে ধরা হবে। সুতরাং এরপর তার সেটির মালিকানা দাবী বৈধ হবে না (আল-মুহীত)।

৪৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দখল থাকা একটি বাড়ির দাবী করল এবং তাকে বলল, আমি তোমার শৈশবকালে তোমার ওয়াসীর নিকট হতে বাড়িটি কিনেছিলাম। তবে হ্যাঁ সে যদি ওয়াসীর নাম ও বংশ-পরিচয় বলতে পারে তবে তার দাবী বৈধ হবে। এমনিভাবে যদি বলে তোমার উকীলের কাছ থেকে কিনেছিলাম, তাও বৈধ হবে। যদি বলে, তোমার কাছ থেকে আমার উকীল কিনেছিল; তবে বৈধ হবে না (আল-খুলাসা)।

৪৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির অপর এক ব্যক্তির দখলে থাকা একটি বাড়ির দাবী করল এবং সে তার দাবীতে বলল, এ বাড়িটি ছিল আমার পিতার। তার নাম এই। তার মৃত্যু হয়ে গেছে। তিনি এ বাড়িটি উত্তরাধিকারস্বরূপ আমার ও আমার বোনের জন্য রেখে গেছেন। আমার বোনের নাম এই। আমরা ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিশ নেই। তিনি কিছু গবাদি পশু ও কাপড়-চোপড় রেখে গেছেন। আমরা এসব ভাগ করে নেই। আমার ভাগে পড়েছে এই বাড়িটি। কাজেই আজ সেই সূত্রে গোটা বাড়ির মালিক আমি। এই ব্যক্তির হাতে এটা আছে অন্যায়ভাবে। তার এ দাবী শুদ্ধ হবে কি ? হ্যাঁ শুদ্ধ হবে, তবে তাকে একথাও বলতে হবে যে, পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আমার বোন তার ভাগের অংশ হস্তগত করেছে, যাতে বিবাদীর কাছে তার গোটা বাড়ি

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমর্পণের দাবী জানানো বৈধ হয়। যদি সে তার দাবীতে বলে, আমার পিতা মারা গেছেন এ
এই বাড়িটি আমার ও আমার বোনের মধ্যে উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে গেছেন, তারপর আ
বোন স্বীকার করেছে যে, গোটা বাড়িই আমার এখন তার বোন যদি বলে, হ্যাঁ আমি তা স্বী
করেছিলাম, তা হলে শায়খুল ইসলাম আল-আওযাজানদী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি
দাবীকে সহীহ্ সব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে এই তিন ক্ষেত্রেই দাবী অবৈধ সাব্য
হবে [আল-মুহীত (শাহাদাত অধ্যায়ের 'মীরাছ সংক্রান্ত সাক্ষ্য' অনুচ্ছেদে)]

৪৮. মাসআলা ঃ শামসুল ইসলাম আল-আওযাজানদী (র)- কে জিজ্ঞেস করা হয়েছি
এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিপরীতে একটি বস্তুর দাবী করল এবং বলল, এটির মালিক ছি
আমার পিতা তার মৃত্যু হয়ে গেছে। তিনি এটিতে আমার এবং অমুক ও অমুকের মধ্যে
মীরাসস্বরূপ রেখে গেছেন। সে কয়েকজন ওয়ারিশের নাম বলল। কিন্তু তার নিজের অং
কতটুকু তা বলল না। তার এ দাবী শুদ্ধ হবে কি? তিনি বললেন, শুদ্ধ হবে বটে কিন্তু যখ
সমর্পণ করার পর্যায় আসবে, তখন তাকে নিজ অংশের পরিমাণ বলতে হবে। পক্ষান্তরে যদি
নিজ অংশের পরিমাণ উল্লেখ করে। কিন্তু ওয়ারিশ ক'জন তা না বলে, যেমন বলল, আমা
পিতার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং তিনি এ বাড়িটি আমার ও আরও কয়েকজন ওয়ারিশের মধ্যে
মীরাসস্বরূপ রেখে গেছেন আর এতে আমার অংশ এতটুকু, আমি এই ব্যক্তিকে তা আমার হাতে
সমর্পণের দাবী জানাচ্ছি, তবে তার এই দাবী শুদ্ধ হবে না। ওয়ারিশদের সংখ্যা উল্লেখ করা
অপরিহার্য (আয-যাখীরা)।

৪৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার পিতা বা মাতা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন বাড়ি
মালিকানা দাবী করে, কিন্তু পিতা বা মাতার নামও পিতার নাম না বলে, তবে শামসুল ইসলাম
আল-আওযাজানদী (র)-এর থেকে বর্ণিত আছে যে, তার সে দাবী শ্রবণযোগ্য হবে না
[আল-মুহীত ('মীরাস সংক্রান্ত সাক্ষ্য' অনুচ্ছেদে)]।

৫০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির দখলে থাকা কোন বস্তুতে যদি কেউ মালিকানা দাবী করে
এবং বলে, এটি তার, কেননা যার দখলে আছে সে এটি তার বলে স্বীকার করেছে, তবে এ দাবী
শুদ্ধ হবে না।

এমনিভাবে যদি কারও কাছে কিছু দিরহামের দাবী করে এবং বলে, তার কাছে আমি এক
হাজার দিরহাম পাব, কেননা যে স্বীকার করেছিল যে তার কাছে আমার এক হাজার দিরহাম
পাওনা আছে, তবে এ দাবীও বৈধ হবে না।

কিংবা যদি কথা শুরুই করে এইভাবে যে, এই ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, এই মালটি আমার
বা সে স্বীকার করেছে যে, তার কাছে আমার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে সে দাবীও
বৈধ হবে না। এটাই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মত (খিযানাতুল-মুফ্তী; আয-যাখীরা)।

৫১. মাসআলা ঃ 'আদাবুল-কাযী'-এর ভাষ্যে বাহান্নতম পরিচ্ছেদে আস-সাদরুশ-শাহীদ
(র) বলেন, বাদী যদি দাবী করে যে, এই ব্যক্তি স্বীকার করেছে বরং এই মাল আমার, কাজেই
তাকে আদেশ করুন, সে যেন এটা আমার হাতে সমর্পণ করে, কিন্তু যে এই দাবী না করে যে,
আমি এর মালিক, তবে অধিকাংশ উলামার মতে তাতে দাবী শুদ্ধ হবে এবং বিবাদীকে সমর্পণের
আদেশ করা হবে (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়্যা)।

৫২. মাসআলা ঃ ফুকাহায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, বাদী যদি বলে, এই মালের
মালিক আমি এবং যার হাতে আছে সে এমনই স্বীকার করেছে কিংবা বলে, তার কাছে আমার
এই পরিমাণ পাওনা আছে আর বিবাদীও এরকম স্বীকার করেছে, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে এবং
তার স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ শোনা হবে (আয-যাখীরা)।

৫৩. মাসআলা ঃ এ ক্ষেত্রে বিবাদী যদি তার স্বীকারোক্তির কথা অস্বীকার করে, তবে সে
সম্পর্কে তাকে কি কসম করতে বলা হবে? ফাত্ওয়া এই যে, স্বীকারোক্তি সম্পর্কে তাকে কসম
করতে বলা যায় না। কসম নেওয়া হয় মালামাল সম্পর্কে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৫৪. মাসআলা ঃ স্বীকারোক্তি সূত্রে যেমন মালের দাবী শুদ্ধ নয়, তেমনি স্বীকারোক্তির সূত্রে
বিবাহের দাবীও বৈধ নয় (খিয়ানাতুল মুফতীন)।

৫৫. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে, যার হাতে মালটি আছে। সে বলেছে, এ মাল তোমার,
তবে তার দাবী শোনা হবে। কেননা এটা হিবার দাবী এবং হিবাও মালিকানার একটি সূত্র
(আয-যাখীরা)।

৫৬. মাসআলা ঃ প্রতিবাদীর পক্ষ হতে বাদীর স্বীকারোক্তির দাবী করা হলে তা গৃহীত হবে
কি? যেমন সে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করল যে, বাদী স্বীকার করেছে, বিবাদীর কাছে তার কোন
কিছু পাওনা নেই কিংবা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বাদী স্বীকার করেছে এই মালের মালিক
বিবাদী। তাহলে প্রতিবাদীর এ দাবী গৃহীত হবে কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। অধিকাংশের
মতে প্রতিবাদীর পক্ষ হতে বাদীর স্বীকারোক্তি সম্পর্কিত এ দাবী গৃহীত হবে (আল-ফুসূলুল
ইমাদিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শপথ প্রসংগে

[এ পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ আছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ শপথ তলব ও শপথ করতে অস্বীকার করা প্রসংগ

'ইসতি্হলাফ' অর্থ শপথ করানো। বিষয়টা বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে শপথ (ইয়ামীন) কাকে বলে। এতে রুক্ন কি, শর্ত কি এবং হুকুম কি?

১. মাসআলা ঃ اليمين। (শপথ)-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও ক্ষমতা। এ স্থলে শক্তি দ্বারা বুঝানো উদ্দেশ্য প্রতিবাদী কর্তৃক তার প্রতিবাদে শক্তিশালী হয়ে ওঠা। অর্থাৎ বাদীর দাবী উপস্থিত ঠেকিয়ে দেওয়া।

২. মাসআলা ঃ اليمين। (শপথ).এর রুক্ন হচ্ছে আল্লাহ্র নাম যোগে সংবাদমূলক বাক্য উচ্চারণ করা।

৩. মাসআলা ঃ اليمين। -এর শর্ত হচ্ছে প্রতিবাদী কর্তৃক বাদীর দাবী অস্বীকার করা।

৪. মাসআলা ঃ اليمين। - এর হুকুম হচ্ছে মামলার অবসান ঘটা এবং উভয়ের মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া। সুতরাং বাদীর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে প্রতিবাদীর শপথের পর তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।

হাসান ইব্ন যিয়াদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে দাবীদার যে দাবী তোলে সে ব্যাপারে প্রতিবাদীর নিজের মনে যদি সন্দেহ থাকে, তবে তার উচিৎ তাকে সন্তুষ্ট করা, তড়িঘড়ি করে শপথ না করা, বরং তার সংগে মীমাংসা করে ফেলা। আর যদি দ্বিধান্বিত হয়, তবে চিন্তা করে দেখবে মনে ঝোঁক কোন দিকে বেশী। যদি ঝোঁক এই দিকে বেশী হয় যে, তার দাবীই সত্য, তবে তার জন্য শপথ করা বৈধ নয়। আর যদি ঝোঁক এই দিকে বেশী হয় যে, তার দাবী বাতিল, তবে যে কসম করতে পারে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫. মাসআলা ঃ বিশুদ্ধ দাবীর ক্ষেত্রে শপথ প্রযোজ্য এবং অশুদ্ধ দাবীতে নয় (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ দাবী শুদ্ধ হলে কাযী বিবাদীকে জিজ্ঞেস করবে, তার বক্তব্য কি ? সে যদি স্বীকার করে নেয় তবে সে অনুযায়ী ফায়সালা দেওয়া হবে। যদি অস্বীকার করে তবে বাদীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে বলবে। সে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করলে সে অনুযায়ী রায় দেবে। বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয় এবং প্রতিবাদীর কাছে কসম দাবী করে, তখন তার থেকে কসম নেওয়া হবে (কানযুদ-দাকাইক)।

৭. মাসআলা ঃ প্রতিবাদীর উপর যখন কসম বর্তাবে তখন চাইলে সে কসম করবে– যদি সে সত্যবাদী হয়। আর ইচ্ছা করলে সে অর্থের বিনিময়ে কসম হতে মুক্তিলাভ করতে পারে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা ঃ বাদী যদি প্রতিবাদীর কাছে কসম তলব করে এবং সে মতে সে কাযীর সামনে কাযীর আদেশ ছাড়াই কসম করে, তবে সে কসম গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কসম করানোর অধিকার কেবলই কাযীর (আল-কুনয়া; আল-বাহরুর-রাইক)।

৯. মাসআলা ঃ চারটি ক্ষেত্রে কসমের জন্য বাদীর অনুরোধ ছাড়াই কাযী প্রতিবাদীর কাছ থেকে কসম নিতে পারে ঃ শফী' (ক্রয়ের অগ্রাধিকারী) যদি শুফ্'আর পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য কাযীকে অনুরোধ করে, তবে কাযী তাকে কসম করতে বলবে এবং সে মতে সে বলবে, আল্লাহ্র কসম, আমি যখন শুনেছি যে এ জমি ক্রয় করেছে, তখনই আমি শুফ্আর দাবী করেছি। ক্রেতা এরূপ কসম গ্রহণের অনুরোধ না জানালেও কাযী তাকে কসম করার আদেশ দিতে পারে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কাযী এভাবে কসম করাবে না।

(খ) বালিকা যদি বয়ঃপ্রাপ্তা হওয়ার পর স্বামী হতে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয় এবং বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য কাযীকে অনুরোধ জানায়, তবে স্বামী কসম নিতে না বললেও কাযী তাকে কসম করতে নির্দেশ দেবে এবং সে বলবে, আল্লাহ্র কসম বালেগা হওয়া মাত্রই আমি বিচ্ছেদকে বেছে নিয়েছি।

(গ) ক্রেতা যদি দোষের কারণে মাল ফেরত দিতে চায়, তবে কাযী তাকে আল্লাহ্র নামে কসম করতে বলবে যে, তুমি দোষসহ রাখতে সম্মত হওনি এবং দোষ দেখার পর তুমি এটি বিক্রির জন্য তেল নি।

(ঘ) স্ত্রী যদি কাযীর কাছে অনুরোধ জানায় যে, তার অনুপস্থিত স্বামীর সম্পত্তি হতে তার জন্য যেন খোরপোষ ধার্য করে দেয়, তবে তাকে নির্দেশ দেবে, তুমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বল যে, তোমার স্বামী বিদেশ যাত্রাকালে তোমার খোরপোষ দিয়ে যায়নি। অবশ্য খোরপোষের বিষয়ে তিনও ইমামেরই এ মাসআলায় একমত হওয়ার কথা (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১০. মাসআলা ঃ ইস্তিহ্কাক (মালের ভেতর তৃতীয় কোন ব্যক্তির মালিকানা দাবী)-এর ক্ষেত্রে দাবীদারকে নির্দেশ দেবে, তুমি আল্লাহ্র নামে কসম করে বল, তুমি এটা বিক্রি করনি, হিবা করনি কিংবা সাদাকাও করনি। এটা ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে প্রতিবাদীর অনুরোধ ছাড়া তার থেকে এভাবে কসম নেওয়া হবে না (আল-খুলাসা, আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১১. মাসআলা ঃ তিনিও ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, কেউ মৃত ব্যক্তির কাছে পাওনা থাকার দাবী করলে, কাযী তাকে ওয়াসী বা ওয়ারিশের অনুরোধ ছাড়াই আদেশ করবে, তুমি আল্লাহ্র নামে বল, তুমি মৃত ব্যক্তি হতে কিংবা তার পক্ষ হতে আদায় করেছে-এমন কারও থেকে তুমি তোমার পাওনা হস্তগত করনি এবং তোমার কাছে তার বদলে কোনও কিছু বন্ধক ও রাখা হয়নি (আল-খুলাসা)।

১২. মাসআলা ঃ মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য বর্তমানে কসম গ্রহণ করা চলে না। ব্যতিক্রম সে ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) মৃতের কাছে পাওনা থাকার দাবীদার সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার পাওনা প্রতিষ্ঠিত করার পরও তার থেকে কসম গ্রহণ বিধেয়। আর এটা কেবল মৃতের দেনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং যে সকল ক্ষেত্রে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কেউ কোন হক দাবী করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত করে, প্রতিবাদী কসম দাবী না করলেও তাকে আল্লাহ্র নামে কসম করতে বলা হবে যে, সে তার হক বুঝে পায়নি। এটা হুকূকুল্লাহ্ (আল্লাহর হকসমূহ)-এর মত, দাবী ছাড়াই যে ব্যাপারে কসম নেওয়া হয়ে থাকে।

(খ) বিক্রিত মালের ভেতর যে ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা স্বীয় অধিকারে প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়, প্রতিবাদী তাকে আল্লাহ্র নামে কসম করাতে পারে যে, সে এ মাল না বিক্রি করেছে, না হিবা করেছে, না সাদাকা করেছে এবং না এটা তার মালিকানা হতে বের হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(গ) যে ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয় যে, গোলামটি তার মালিকানায় থাকা অবস্থায়ই পলায়ন করে তবে তার থেকে আল্লাহ্‌র নামে কসম নেওয়া হবে যে, গোলামটি এখনও পর্যন্ত তার মালিকানায়ই আছে, বিক্রি বা হিবা সূত্রে তার মালিকানা হতে বের হয়ে যায়নি (আল-বাহরুরাইক)।

১৩. মাসআলা ঃ বাদী যদি বলে, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আমার সাক্ষী আছে এবং তারা শহরেই উপস্থিত আছে, আর এ অবস্থায় সে প্রতিবাদী হতে কসম নিতে চায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার থেকে কসম নেওয়া হবে না। বরং তাকে বলা হবে, তুমি তিন দিনের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন কাফীল (জামিন) রাখ, যাতে তুমি কোথাও চলে না যাও এবং বাদীর হক নষ্ট না হয়। কাফীলকে অবশ্যই বিশ্বস্ত এবং তার ঘর-বাড়ি পরিচিত হতে হবে, যাতে কাফীল রাখার উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয় (আল-কাফী)।

১৪. মাসআলা ঃ সে যদি বলে, সাক্ষী নেই কিংবা বলে, আমার সাক্ষিগণ অনুপস্থিত রয়েছে বা তারা অসুস্থ, তবে বিবাদী হতে কসম নেওয়া হবে।

আমাদের মাশাইখগণ বলেন, বাদী যদি বলে, আমার সাক্ষিগণ অনুপস্থিত, অথবা তারা অসুস্থ, তবে তখনই বিবাদী হতে কসম নেওয়া হবে না, বরং তার আগে কাযী তার বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিদের গ্রামে পাঠাবে এবং তাদের সম্পর্কে খোঁজ নেবে। সে যদি গিয়ে জানতে পারে সত্যিই তারা অনুপস্থিত বা অসুস্থ, তবে এখন কাযী প্রতিবাদীকে কসম করতে বলবে। এরূপ অনুসন্ধান ছাড়া তাদের মতে কসম নেওয়া যাবে না, যারা মনে করেন, সাক্ষিগণ শহরে উপস্থিত থাকা অবস্থায় বিবাদী হতে কসম নেওয়া যায় না (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ প্রতিবাদী যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে আমাদের মতে তার যে অস্বীকৃতির ভিত্তিতে বাদীর পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, মাল তারই। কসম করতে অস্বীকার করার বিষয়টা অবশ্যই কাযীর মজলিসে হতে হবে (আল-কাফী)।

১৬. মাসআলা ঃ দাবীদার ব্যক্তির উপর কসম আরোপিত হয় না (অর্থাৎ তার থেকে কসম নেওয়া বিধেয় নয়) (আল-হিদায়া)।

১৭. মাসআলা ঃ কাযীর উচিত প্রতিবাদীকে বলা, আমি তোমাকে তিনবার বলব 'কসম কর'। তাও যদি না করে, তবে তার দাবী অনুযায়ী তোমার বিপরীতে রায় দেব। আর কসম করলে তো বেঁচে গেলে। তিনবার তাকে কসমের নির্দেশ দেওয়ার পরও যদি সে কসম না করে, তবে কসম না করার ভিত্তিতে তার বিপরীতে রায় দেওয়া হবে (আল-কাফী)।

১৮. মাসআলা ঃ আদেশ তিনবার করার কথা বলেছেন, ইমাম আল-খাস্‌সাফ (র) এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন, যাতে ওযর-অজুহাত প্রদর্শনের কোন সুযোগ না থাকে। কিন্তু আমাদের মাযহাব এই যে, একবার আদেশ করার পরও যদি সে কসম করতে রাযী না হয়, তবে তখনই তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া জাইয হবে। এটাই সঠিক। অবশ্য প্রথমোক্ত নিয়ম উত্তম (আল-হিদায়া)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি একে একে তিনবার তাকে কসম করতে বলা হয়, কিন্তু সে কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, ফলে তার সে অস্বীকৃতির ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয় এবং তারপর সে বলে, আমি কসম করব, তবে তার সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। অবশ্য রায় প্রদানের আগে বলবে তা গৃহীত হবে। কতক মাশাইখের মতে কসম করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের পর সংগে-সংগেই রায় প্রদান করা শর্ত। কিন্তু আল-খাস্‌সাফ (র)-এর মতে এটা শর্ত নয় এবং এরই উপর ফাত্‌ওয়া (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০. মাসআলা ঃ কাযী প্রথমবার তাকে কসম করতে বলার পর সে যদি বলে, আমি কসম করব না, তারপর দ্বিতীয়বার বলার পর যদি বলে, কসম করব, এবং তখন কাযী তাকে কসম করানোর লক্ষ্যে বলে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল আর তখন সে বলে, আমি কসম করব না, তারপর তৃতীয়বার তাকে কসম করতে বলে আর সে জানায়, আমি কসম করব না, তবে কাযী তখন তার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করবে এবং প্রত্যেক বারকেই হিসাবে ধরা হবে।

কাযী দুইবার কসম করতে বলার পর যদি প্রতিবাদী তার কাছে তিনদিনের সময় চায়, এরপর তিনদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে এসে বলে, আমি কসম করব না, তবে তিনবার অস্বীকৃতি না জানানো পর্যন্ত কাযী তার বিরুদ্ধে রায় দেবে না। নতুন করে তাকে তিনবার কসম করার আদেশ দেবে। তিনদিনের সুযোগ প্রদানের আগে সে কসম করতে বলা হয়েছিল সেটা ধর্তব্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা ঃ কসম করতে অস্বীকার করার ব্যাপারটা কখনও তো সরাসরি হয়, যেমন বলল, আমি কসম করব না আবার কখনও মৌনতাবলম্বনের মাধ্যমেও হয়। কসম করতে বলার পর যদি চুপ থাকে, তবে তাকেও অস্বীকৃতিই গণ্য করা হবে, যদি জানা থাকে যে বধির বা বোবা নয় (আল-কাফী)।

২২. মাসআলা ঃ কাযী বাদীর দাবী সম্পর্কে যদি প্রতিবাদীকে জিজ্ঞেস করে কিন্তু সে কোন উত্তর না দেয় আর এভাবে যতবারই কাযী তাকে জিজ্ঞেস করে, সে নিরুত্তরই থাকে, তবে কাযী বাদীকে বলবে, তুমি তার পক্ষ থেকে একজন জামিন রেখে দাও, যাতে তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া যায় যে, তার কোন সমস্যা আছে কিনা, যদ্দরুন সে শুনতে বা বলতে অক্ষম। যদি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তার এরূপ কোন রোগ-ব্যাধি নেই এবং তাকে পুনরায় কাযীর মজলিসে উপস্থিত করা হয় আর তার সম্মুখে বাদী তার দাবী উত্থাপন করে, কিন্তু সে নিরুত্তরই থাকে, তবে কাযী একে একে তিনবার তাকে কসম করতে আদেশ দেবে। অবশেষে তার অস্বীকৃতির ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করবে। যদি বলে, আমি স্বীকারও করব না এবং অস্বীকারও করব না, তবে তার থেকে কসম নেবে না, বরং তাকে আটক করে রাখবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। সাহিবাইনের মতে তাকে অস্বীকারকারীই গণ্য করা হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৩. মাসআলা ঃ কাযী যদি জানতে পারে তার মুখে সমস্যা আছে, অর্থাৎ সে বোবা, তবে আদেশ করবে সে যেন ইশারায় জবাব দেয়। সে ইশারা করলে কাযী তার ইশারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। সে যদি স্বীকৃতিমূলক ইশারা করে, তবে সাব্যস্ত হবে সে বাদীর দাবী মেনে নিয়েছে আর যদি অস্বীকৃতিমূলক ইশারা করে-তবে তাকে কসম করতে বলা হবে। সুতরাং সে যদি হ্যাঁ বাচক ইশারা করে, তবে তার কসম হয়ে যাবে। আর যদি না বাচক ইশারা করে তবে সাব্যস্ত হবে যে কসম করতে অস্বীকৃতি জানাল। সুতরাং অস্বীকৃতির ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হবে (আয-যাখীরা)।

২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক মহিলা সম্পর্কে দাবী করল যে, সে মহিলাটিকে বিবাহ করেছে, কিন্তু মহিলা তা অস্বীকার করল অথবা মহিলাটিই বিবাহের দাবী করল এবং পুরুষ লোকটি তা অস্বীকার করল। অথবা—

তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামী দাবী করল, সে ইদ্দতের ভেতরই স্ত্রীকে ফেরত গ্রহণ করেছে এবং স্ত্রী তা অস্বীকার করল কিংবা স্ত্রীই তা দাবী করল এবং স্বামী তা অস্বীকার করল অথবা—

pdf By Syed Mostafa Sakib

'ঈলার' মেয়াদ শেষ হওয়ার পর স্বামী দাবী করল, সে মেয়াদের ভেতরই স্ত্রীর কাছে ফিরে গেছে, কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করল অথবা স্ত্রীই এটা দাবী করল আর স্বামী তা অস্বীকার করল। অথবা –

অজ্ঞাত পরিচয় কোন ব্যক্তি সম্পর্কে দাবী করল, সে তার গোলাম অথবা সেই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিই এমন দাবী করল অথবা এরকম দুই ব্যক্তির মধ্যে একই পন্থায় ولاء العتاقة (অর্থাৎ দাস মুক্তি সূত্রে মুক্তিদাতা ও মুক্তিপ্রাপ্তের মধ্যকার উত্তরাধিকার) নিয়ে বিরোধ দেখা দিল কিংবা তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল ولاء الموالاة (মৈত্রিচুক্তি সূত্রে প্রাপ্য উত্তরাধিকার) সম্পর্কে। অথবা –

কেউ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি সম্পর্কে দাবী করল, সে তার পুত্র বা তার পিতা। অথবা –

কোন মহিলা তার মুনীব সম্পর্কে দাবী করল যে, তার ঔরসে সে এই পুত্রটিকে জন্ম দিয়েছে অথবা দাবী করল যে, সে তার ঔরসে একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু পুত্রটি মারা গেছে এবং সে হিসেবে সে তার এই মুনীবের 'উম্মু ওয়ালাদ' (সন্তানের মা)।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এসব মাসআলায় প্রতিবাদী হতে কসম নেওয়া হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে কসম নেওয়া হবে এবং সে কসম করতে অস্বীকার করলে সে অস্বীকৃতির ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হবে (আল-নিহায়া)।

২৫. মাসআলা ঃ এমনিভাবে যদি বিবাহে সম্মতি দান অথবা বিবাহের আদেশ দান সম্পর্কে দাবী করা হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে প্রতিবাদী হতে কসম নেওয়া হবে (খিযানাতুল মুফতীন)।

২৬. মাসআলা ঃ মুনীব যদি দাবী করে, সে এই ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছে, তবে তার সে স্বীকারোক্তি দ্বারা মহিলাটির 'উম্মু ওয়ালাদ' হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যাবে। মহিলাটি তা অস্বীকার করলে তাতে ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। সুতরাং উপরের মাসআলাসমূহে উভয় পক্ষ হতে দাবী উত্থাপনের সুযোগ আছে, কেবল এই 'উম্মু ওয়ালাদ' সংক্রান্ত মাসআলাটি ছাড়া (আল-জাওহারাতুন নায়্যিরা)।

২৭. মাসআলা ঃ কাযী ফখরুদ্দীন (র) 'আল-জামিউস সাগীর গ্রন্থে বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতের উপরই ফাত্ওয়া। কেউ বলেন, কাযী (বিচারক) এর উচিৎ প্রতিবাদীর অবস্থা লক্ষ্য করা। যদি তাকে হঠকারী তথা আপন ক্ষতির পক্ষে লড়াইকারী বলে মনে হয়, তবে তাকে কসম করতে বলবে এবং সাহিবাইনের মত অবলম্বন করবে। আর যদি সে মজলুম হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অবলম্বন করবে এবং তার থেকে কসম নেবে না (আল-কাফী)।

২৮. মাসআলা ঃ 'আল-ইয়ানাবী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্ত্রী যদি স্বামীকে কাযীর আদালতে হাযির করে এবং স্বামী তাকে বিবাহ করার কথা অস্বীকার করে, তবে কাযী তাকে কসম করতে বলবে। সে কসম করলে কাযী বলবে, আমি তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালাম। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে খালাফ ইব্ন আয়্যুব (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেন, কাযী স্বামীকে বলবে, সে তোমার স্ত্রী হয়ে থাকলে সে তালাক। স্বামী বলবে, হ্যাঁ (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৯. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ আবূ হানীফা (র)-এর মতে যখন বিবাহের ব্যাপারে কসম প্রযোজ্য নয়, তখন স্ত্রীর পক্ষ হতে যদি বিবাহের দাবী উত্থাপিত হয় এবং সে কাযীকে বলে, এই ব্যক্তি যেহেতু আমার স্বামী তাই আমি অন্যত্র বিবাহ করতে পারছি না, অথচ সে বিবাহের কথা

অস্বীকার করছে, কাজেই আপনি তাকে আদেশ করুন যেন আমাকে তালাক দিয়ে দেয়, যাতে আমি অন্যত্র বিবাহ করতে পারি, আবার স্বামীর পক্ষেও তালাক দেওয়া সম্ভব না, যেহেতু তালাক দিলে বিবাহের কথা স্বীকার করা হয়, তখন কাযী কি করবে? ফখরুল ইসলাম আলী আল-বাযদাবী (র) বলেন, কাযী স্বামীকে বলবে, তুমি তাকে বল, তুমি আমার স্ত্রী হয়ে থাকলে তোমাকে তালাক (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ দাবী যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয় এবং সে বলে, আমি তার বোনকে বিয়ে করতে চাই বা সে ভিন্ন অপর চারজনকে বিয়ে করতে চাই, তবে কাযী তাকে সে সুযোগ দেবে না। কেননা সে তো এই মহিলা সম্পর্কে স্বীকার করেছে যে, তার স্ত্রী। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে কাযী তাকে বলবে, তুমি সেটা চাইলে একে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তার বোন বা তাকে ছাড়া চারজনকে বিবাহ কর (আল-বাদাঈ)।

৩১. মাসআলা ঃ কেবল পিতৃ-পরিচয়ের দাবী হলে (অর্থাৎ তার সাথে যদি সম্পত্তির দাবী না থাকে) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দাবীদার থেকে কসম নেওয়া হবে, যদি তার স্বীকারোক্তি দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়ে যায় (আল-হিদায়া)।

৩২. মাসআলা ঃ পাঁচজন সম্পর্কে পুরুষের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা, পিতা-মাতা সম্পর্কে। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি থাকে স্বীকার করে নেয়, তার দায় তার নিজের উপরই বর্তায়। এদের ছাড়া অন্য কারও সম্পর্কে স্বীকারোক্তি শুদ্ধ নয়। স্ত্রীলোকের স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হয় চারজন সম্পর্কে ঃ পিতা-মাতা, স্বামী ও মুনীব। সন্তান সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি শুদ্ধ নয় এবং অন্য কারও সম্পর্কেও নয়। কেননা তাতে অন্যের উপর পিতৃত্বের দায় চাপানো হয়। হ্যাঁ, স্ত্রী যদি কাউকে পুত্র বলে স্বীকার করে এবং স্বামী তার স্বীকারোক্তি সমর্থন করে বা পুত্রের জনন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে (গায়াতুল-বায়ান)।

৩৩. মাসআলা ঃ এ-সবই সেই অবস্থায়- যখন দাবীদার ব্যক্তি তার এসব দাবী দ্বারা সম্পত্তির দাবী করে না। পক্ষান্তরে সে যদি এসব দাবী দ্বারা সম্পত্তির দাবী করে, তবে কাযী তাকে কসমও করতে বলবে, যেমন স্ত্রী দাবী করল এই ব্যক্তি তাকে এত টাকা মোহরানায় বিবাহ করেছিল এবং 'নিবিড় সাক্ষাতের পূর্বেই তাকে তালাক দিয়েছে, কাজেই সে হিসেবে অর্ধেক মোহরানা তার প্রাপ্য অথবা সে তালাকের দাবী না করে বরং খোরপোষের দাবী জানায়, তবে কাযী তার থেকে কসম নেবে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই (আল-ফাতাওয়াস সুগরা)।

৩৪. মাসআলা ঃ বাদী যদি বলে, আমি এই প্রতিবাদীর বৈমাত্রেয় ভাই, আমাদের পিতা মারা গেছেন এবং এই প্রতিবাদীর কাছে সম্পদ রেখে গেছেন অথবা যদি 'লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা'-আরোপের অধিকার দাবী করে, যেমন কোন পড়ে পাওয়া শিশু সম্পর্কে দাবী করল, এই শিশুটি আমার ভাই এবং এর উপর আমার 'নিষেধাজ্ঞা' আরোপের অধিকার আছে, কিন্তু শিশুটি যার হাতে আছে, সে তা অস্বীকার করে, অথবা যদি কোন পঙ্গু ব্যক্তি দাবী করে যে, এ আমি এই প্রতিবাদীর ভাই, আপনি তার উপর আমার খোরপোষ ধার্য করে দিন কিন্তু সে যে বিবাদীর ভাই, বিবাদী তা অস্বীকার করে। অথবা বাদী যদি তার হিবা-কৃত মাল ফেরত নিতে চায় এবং যাকে হিবা করেছিল, সে দাবী করে যে, আমি তোমার ভাই, তো এসব ক্ষেত্রে বিবাদী যে পিতৃ পরিচয়ের দাবী করে, সে ব্যাপারে তার থেকে কসম নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে সকলেই

একমত। কিন্তু সে যদি কসম করতে না চায়, তবে মাল বা হকের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে কিন্তু পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে না (আল-কাফী)।

৩৫. মাসআলা ঃ হুদূদ (শরীআত শাস্তি) সম্পর্কে সকলেই একমত যে, এ ব্যাপারে কসম প্রযোজ্য নয়, কেবল চুরির ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে, সে চুরি করেছে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তবে তাকে কসম করতে বলা হবে। যদি কসম করতে রাযী না হয়, তবে তার হাত কাটা হবে না বটে, কিন্তু তার উপর জরিমানা আরোপ করা হবে। এমনিভাবে 'লিআন'-এর ব্যাপারেও কসম প্রযোজ্য নয় এবং এ ব্যাপারেও সকলে একমত। কেননা 'লিআন' হুদূদেরই পর্যায়ভুক্ত। স্ত্রী যদি দাবী করে, তার স্বামী তার উপর ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে এবং এ কারণে সে তার থেকে কসম নেওয়ার দাবী জানায়, তবে তার থেকে কসম নেওয়া হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ।)

৩৬. মাসআলা ঃ আস-সাদরুশ শাহীদ (র) বলেন, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, 'হুদূদ'-এর ব্যাপারে কসম প্রয়োজন নয়, অবশ্য তার সংগে হক সংশ্লিষ্ট থাকলে ভিন্ন কথা। যেমন কেউ তার গোলাম আযাদকে ব্যভিচারের সংগে শর্তযুক্ত করে দিল এবং বলল, আমি যদি ব্যভিচার করি তবে তুমি আযাদ। তারপর গোলাম দাবী করল যে, সে ব্যভিচার করেছে, কিন্তু সে সম্পর্কে তার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। তো এক্ষেত্রে মুনীবকে কসম করতে বলা হবে। সে কসম করতে না চাইলে গোলামের আযাদী সাব্যস্ত হয়ে যাবে, কিন্তু ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে না (আত-তাবয়ীন)।

৩৭. মাসআলা ঃ এরপর, মুনীব যদি কসম করে, যেমন সেটাই আমাদের মাযহাবের সঠিক মত, তবে আযাদীর কারণ সম্পর্কে কাযী তাকে কসম করতে বলবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, তোমার গোলাম আযাদ হয়ে যাওয়ার শর্তারোপের পর তুমি ব্যভিচার করনি (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তাকে বলেছে, 'হে মুনাফিক', হে যিন্‌দীক', কিংবা 'হে কাফির, অথবা যদি দাবী করে যে, সে তাকে প্রহার করেছে বা চড় মেরেছে কিংবা এমন কিছু করেছে, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং তার ইচ্ছা কাযী তার থেকে শপথ গ্রহণ করুক, তবে কাযী তাকে শপথ করতে বলবে। যে শপথ করলে তাকে কোন শাস্তি পেতে হবে না। আর যদি শপথ করতে না চায়, তবে শাস্তির ফায়সালা দেবে। এ ক্ষেত্রে কসম নেওয়া হবে দাবীর মূল 'প্রতিপাদ'-এর উপর (আল-মুহীত)।

৩৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও উপর 'কিসাস' দাবী করে, আর যে তার অস্বীকার করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমেই তার থেকে কসম নেওয়া বিধেয় (আল-হিদায়া)।

৪০. মাসআলা ঃ সে ব্যক্তি যদি কসম করে, তবে 'কিসাস' হতে নিষ্কৃতি পাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৪১. মাসআলা ঃ যদি কসম করতে অস্বীকার করে, আর সে কিসাস হত্যার বদলে হত্যা না হয়ে বরং তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হয়, তবে তার উপর সেটা অবধারিত হয়ে যাবে। আর যদি সে কিসাস হত্যার বদলে হত্যা হয়ে থাকে, তবে তাকে বন্দী করে রাখা হবে, যাবৎ না সে হত্যার কথা স্বীকার করে অথবা কসম করে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, উভয় অবস্থায়ই তার উপর 'দিয়াত' (হত্যা ও অংগ হানির অর্থদণ্ড)-এর পর দেওয়া হবে (আল-হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ শপথ তলব ও শপথ করা প্রসঙ্গ

১. মাসআলা ঃ যার উপর কসম প্রযোজ্য হবে, কাযী তাকে আল্লাহ্‌র নামে কসম করতে বলবে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম করাবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

২. মাসআলা ঃ বাদী যদি তার থেকে তালাক বা গোলাম আযাদের শপথ নিতে বলে, তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী কাযী তা অনুমোদন করবে না। কেননা তালাক, গোলাম আযাদ বা এ জাতীয় কোন শপথ করানো জাইয নয়, হারাম। এটাই সহীহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর উল্লেখ পূর্বক কঠিন ভাষায় তার থেকে কসম নেবে। যেমন বলবে, তুমি সেই আল্লাহ্‌র নামে বল, যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সর্ববিষয়ে অবগত। যিনি পরম দয়ালু ও দয়াময় এবং যিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত সব কিছু সমভাবে জানেন, অমুক ব্যক্তি তোমার কাছে এই মাল পাবে না এবং সে তোমার কাছে যে, পাওনা দাবী করছে আর তা হচ্ছে এই-এই জিনিস, তার সমুদয় বা অংশ-বিশেষ-কিছুই তোমার কাছে তার প্রাপ্য নয়। কাযী ইচ্ছা করলে আরও কঠিনভাবে কিংবা আরও লঘুভাবেও কসম নিতে পারে। অবশ্য তার কর্তব্য সতর্কতা অবলম্বন করা। কাজেই "و" (এবং) অব্যয় ব্যবহার করবে না, যাতে তার একাধিক কসম না হয়ে যায়। আর যদি কঠিনভাবে কসম করাতে না চায়, তবে তাকে বলবে, তুমি বল, (والله) (আল্লাহ্‌র কসম) অথবা বা (بالله) (আল্লাহ্‌র কসম) (আল-কাফী)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ বলেন, কাযী প্রতিবাদীর অবস্থা বিবেচনা করবে। যদি তাকে নেক কার ও সজ্জন হিসেবে জানে অথবা তার মধ্যে নেক্‌কারের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় এবং তার ব্যাপারে তার সন্দেহ না থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণকেই যথেষ্ট মনে করবে। আর যদি এর বিপরীত হয়, তবে তাকে দিয়ে কঠিনভাবে কসম করাবে। কারও মতে দাবীর বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হবে। যদি বেশী মূল্যের সম্পদ হয়, তবে কঠিনভাবে শপথ নেবে আর তুচ্ছমূল্যে সম্পদ হলে লঘু ভাষায় কসম নেবে অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণকেই যথেষ্ট মনে করবে। এখন প্রশ্ন হবে বেশী মূল্যমান আর কম মূল্যবান হওয়ার মাপকাঠী কী ? কেউ বলেন, যাকাতের নেসাব পরিমাণ হলে সেটাকে বেশী মূল্যবান ধরা হবে। কেউ বলেন, সর্বনিম্ন যে পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যায় সেটাই বেশী মূল্যবান।

যদি ইয়াহূদীকে কঠিনভাষায় কসম করাতে চায়, তবে তাকে এভাবে কসম করতে বলবে যে, তুমি সেই আল্লাহ্‌র নামে বল, যিনি হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন। খৃষ্টানকে দিয়ে কঠিনভাবে শপথ করানো হবে এভাবে যে, তুমি সেই আল্লাহ্‌র নামে বল, যিনি হযরত ঈসা ('আ)-এর প্রতি ইন্‌জীল অবতীর্ণ করেছেন (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ তাদেরকে বিশেষ কোন গ্রন্থের প্রতি ইশারা করে কসম করতে বলবে না। যেমন, সেই আল্লাহ্‌র নামে, যিনি এই ইন্‌জীল-গ্রন্থ নাযিল করেছেন বা এই 'তাওরাত'-গ্রন্থ নাযিল করেছেন। কেননা তারা আসমানী কিতাব বিকৃত করে ফেলেছে। কাজেই এভাবে ইশারা করলে বিকৃত গ্রন্থের প্রতি ইশারা করা হবে এবং এমন গ্রন্থের উল্লেখ দ্বারা কসমকে কঠিন করে তোলার চেষ্টা হবে, যা আদৌ আল্লাহ্‌র কালাম নয় (আল-বাদাঈ)।

৬. মাসআলা ঃ মাজূসীকে কসম করানো হবে এভাবে যে, সেই আল্লাহ্‌র নামে বল, যিনি আগুন সৃষ্টি করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-আসল' গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন। হিদায়া গ্রন্থেও এরূপ আছে (কানযুদ-দাকাইক।

৭. মাসআলা ঃ জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র) হতে-এর বিপরীত কোন মতামত নেই। তবে 'নাওয়াদির'-এ ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের থেকে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নামেই শপথ নেওয়া হবে (এক সংগে অন্য কিছু যোগ করা হবে না) এ কারণেই কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, কসমে আগুনের উল্লেখ সমীচীন নয় (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ অন্যান্য মুশরিকদের থেকে শপথ নেওয়া হবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নামে। এরূপ নয় যে, সেই আল্লাহ্র নামে, যিনি দেব-দেবী ও প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৯. মাসআলা ঃ মুশরিকদের উপাসনালয়ে বসে তাদের থেকে শপথ নেওয়া যাবে না (আল-ইখতিয়ার, 'আল-মুখতার'-এর ভাষ্যগ্রন্থ)।

১০. মাসআলা ঃ কোন 'দিন-ক্ষণ' বা 'স্থান' দ্বারা মুসলিমের কসমকে গুরুত্ব করে তোলা অনিবার্য নয় (আল-কাফী)।

১১. মাসআলা ঃ বোবা ব্যক্তি থেকে কসম নেওয়া হবে এভাবে যে, কাযী তাকে বলবে, তোমার কাছে যদি এই দাবীদারের এই পাওনা থাকে, তবে তোমার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি থাকল। বোবা ব্যক্তি এর জবাবে মাথা দ্বারা হ্যাঁ সূচক ইশারা করবে। এভাবে তার থেকে কসম নেবে না যে, আল্লাহ্র কসম, তোমার কাছে এই ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা নেই, আর বোবা ব্যক্তি মাথা দ্বারা ইশারা করবে যে, হ্যাঁ (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১২. মাসআলা ঃ বাদী যদি বোবা হয় এবং আর যে বিভিন্নভাবে ইশারা-ইঙ্গিত করে থাকে, যার অর্থ সুবিদিত, অপরদিকে প্রতিবাদী হয় সুস্থ, তবে কাযী প্রতিবন্ধীর অনুরোধে তার থেকে কসম নেবে যে, সেই আল্লাহ্র, কসম, যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, যেমন উভয়ে সুস্থ থাকলে কসম করত। প্রতিবাদী ব্যক্তি বোবা হওয়ার সাথে সাথে যদি বধির হয় এবং সে যে বধির, তা কাযীর জানা থাকে, তবে কাযী তাকে লিখে দেবে এবং সেও লিখে উত্তর দেবে। যদি সে লিখতেও না জানে, কিন্তু তার অর্থপূর্ণ ইশারা থাকে, যা সকলের জানা, তবে তাকে ইশারা করতে বলা হবে, যাতে সে ইশারায় উত্তর দেয় এবং তার ক্ষেত্রে বোবার অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া যায় (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি পাওনা দাবী করে, কিন্তু কোন্ সূত্রে তা উল্লেখ না করে, তবে দাবীর মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে যে, তুমি আল্লাহ্র নামে কসম করে বল, তোমার কাছে ও তোমার পক্ষ হতে এই ব্যক্তির দাবী অনুযায়ী এই-এই মাল বা এর অংশবিশেষ পাওনা নেই। এমনিভাবে যদি উপস্থিত কোন মালে নিজ মালিকানা ও অধিকার দাবী করে, কিন্তু তার সূত্র উল্লেখ না করে, তখনও দাবীর মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে যে, আল্লাহ্র নামে বল, এই বস্তুটি বা এর অংশ বিশেষ অমুকের পুত্র অমুকের নয়। গোটা মাল ও তার অংশবিশেষের কথা বলবে সতর্কতাস্বরূপ (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি ঋণ-সূত্রে বা বিক্রি-সূত্রে পাওনা দাবী করে অথবা ক্রয় বা হিবা-সূত্রে মালিকানা দাবী করে কিংবা গসব (জবরদখল) বা ধার নেওয়ার দাবী করে, তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী আমাদের ইমামগণের মতে দাবীর মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে, সূত্র সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে না। সুতরাং তাকে এভাবে কসম করতে বলা হবে না যে, তুমি আল্লাহ্র নামে বল, তুমি তার থেকে এই মাল ঋণ হিসেবে নাওনি, তুমি এটা গসব করনি,

pdf By Syed Mostafa Sakib

সে তোমার কাছে এটা গচ্ছিত রাখেনি, তুমি তার নিকট থেকে এ বস্তুটি ক্রয় করনি। এমনিভাবে তুমি তার কাছে এই মাল বিক্রি করনি, তাতে প্রতিবাদী কিছু বলুক বা নাই বলুক। অবশ্য আমানত ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তার থেকে এভাবে কসম নেবে যে, আল্লাহ্র নামে বল, তোমার কাছে এবং তোমার পক্ষ হতে তার দাবী অনুযায়ী এই মাল বা এই অংশ বিশেষ তার পাওনা নয়। আমানতের ক্ষেত্রে কসম নেবে যে, আল্লাহ্র নামে বল, সে তোমার কাছে যে এই মাল আমানত থাকার দাবী করছে, তোমার কাছে তার যে আমানত নেই এবং তার অংশবিশেষও নেই এবং তোমার পক্ষ হতে তার কোন পাওনা নেই। কেননা বাদী যদি আমানতের মাল ধ্বংস করে থাকে বা কোন চোরকে তা চুরি করতে বলে দেয়, তবে তো তার হাতে থাকবে না, কিন্তু যে তার জন্য দায়ী থাকবে। সুতরাং যেভাবে বলা হল, সেভাবেই তার থেকে কসম নেওয়া চাই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে কেবল দাবীর মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে প্রতিবাদীর নিকট হতে কসম নেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে যথাযথ কারণে (পাওনার) সূত্রের অবসান ঘটতে পারে। আর তাতে যদি বাদীর স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, তবে তিনিও ইমামের মতে সূত্র সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। উদাহরণ, যাকে বায়েন তালাক দেওয়া হয়েছে সে স্ত্রী খোরপোষ দাবী করল, কিন্তু স্বামী যে মাযহাবের অনুসারী, সে মাযহাব অনুযায়ী খোরপোষ তার প্রাপ্য নয় অথবা প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে কেউ শুফ্আ দাবী করল, কিন্তু ক্রেতা শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী, যে মাযহাবে প্রতিবেশী হিসেবে শুফ্আর অধিকার লাভ হয় না। এক্ষেত্রে সূত্র সম্পর্কেও কসম নেওয়া হবে (আল-কাফী)।

১৬. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, বাদী যদি কোন মালের দাবী করে এবং তার সূত্র উল্লেখ না করে, তবে মাল সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি মালের দাবী করে এবং তার সূত্রও উল্লেখ করে, তবে সূত্রসহ মাল সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে, যেমন তুমি আল্লাহ্র নামে বল যে, তুমি তার নিকট থেকে এই মাল ঋণ নাওনি বা আল্লাহ্র নামে বল, তুমি তার থেকে এই মাল গসব করনি ইত্যাদি। অবশ্য বিবাদী যদি কোন বক্তব্য দেয়, যেমন সে যদি বলে, আপনি এভাবে আমার থেকে কসম নেবেন না তবে ভিন্ন কথা। কেননা অনেক সময় মানুষ ঋণ নেয়, কিন্তু বাদী যখন দাবী করে, তখন আর সে ঋণ তার উপর থাকে না। কারণ হতে পারে সে তার পরিশোধ করেছে অথবা পাওনাদার তাকে মাপ করে দিয়েছে। বিবাদী এ রকম কোন আপত্তি জানালে তখন তার থেকে সূত্র সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে না, বরং দাবীর 'মূল বক্তব্য' সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। কতক মাশাইখ এ মতই গ্রহণ করেছেন।

শামসুল-আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, বাদীর দাবী ও প্রতিবাদীর জবাবের প্রতি লক্ষ্য করা হবে। প্রতিবাদী যদি ঋণ গ্রহণ ও গসব করার কথা অস্বীকার করে এবং বলে, আমি তার নিকট থেকে কোন কিছুই ঋণ নেইনি এবং তার কোন কিছুই গসব করিনি, তবে সূত্র সম্পর্কে তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, আল্লাহ্র নামে বল, তুমি তার থেকে কোন কিছুই ঋণ নাওনি। পক্ষান্তরে বাদীর জবাবে বিবাদী যদি বলে, যে যে মাল দাবী করছে আমার কাছে তা যে পাবে না এবং তার অংশবিশেষও পাবে না, তবে দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে কম নেওয়া হবে যে, আল্লাহ্র নামে বল, তোমার কাছে ও তোমার পক্ষ হতে তার এই মাল প্রাপ্য নয়, যা সে দাবী করছে এবং এর অংশবিশেষও তার প্রাপ্য নয়। শায়খ (র) বলেন, আমার নিকট এটাই সবচেয়ে উত্তম মত এবং অধিকাংশ কাযী এটাই গ্রহণ করেছেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা ঃ পাওনার সূত্র যদি এমন হয়, কোন কারণে যার অবসান হয় না, তখন সর্বসম্মতিক্রমেই দাবীর সূত্র সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। যেমন কোন মুসলিম গোলাম যদি দাবী করে, সে তার মুনীবের পক্ষ হতে মুক্তি লাভ করেছে, তবে যে সূত্রে সে মুক্তি লাভের দাবী করেছে সে সম্পর্কে মুনীব থেকে কসম নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে বাঁদী ও কাফির গোলাম এরূপ দাবী করলে মুনীব হতে সূত্র সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে না। কেননা তাদের উপর গোলামীর পুনরাবর্তন হতে পারে। বাঁদীর উপর এভাবে যে, সে হয়ত ইসলাম ত্যাগ করে কাফির রাষ্ট্রে চলে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে তাকে আবার বন্দী করা হয়েছে। এমনিভাবে কাফির গোলামের উপরন্তু এভাবে গোলামী ফিরে আসতে পারে যে, সে হয়ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কাফির রাষ্ট্রে চলে গিয়েছিল এবং পরে তাকে যেখান থেকে আবার বন্দী করা হয়েছে। কিন্তু মুসলিমের উপর গোলামী পুনরায় ফিরে আসে না (আল-হিদায়া)।

১৮. মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি দাবী করে, সে এই ব্যক্তির থেকে এই গোলামটি কিনেছে, তবে দেখতে হবে সে মূল্য পরিশোধের কথা বলেছে কিনা। মূল্য পরিশোধের কথা বললে, প্রতিবাদীকে আল্লাহ্‌র নামে কসম করতে বলা হবে যে, বাদী এমন সূত্রে এই গোলামটির মালিকানা দাবী করছে, যে সূত্রে গোলামটির মালিক নয় এবং তার অংশ বিশেষেরও নয়। 'আল্লাহ্‌র কসম আমি বিক্রি করিনি'-এই কসম নেওয়া হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৯. মাসআলা ঃ এভাবেও কসম নেওয়া যেতে পারে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, সে যে মালের মালিকানা দাবী করছে সেই মালে এই মুহূর্তে তোমার ও তার মধ্যে কোন বেচাকেনা বিদ্যমান নেই। অথবা বলবে, আল্লাহ্‌র কসম সে যে মূল্যে এইটি কেনার দাবী করছে সেই মূল্যে এটি তার কেনা নয়। অথবা তাকে বলা হবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, এই মালে সে যে ক্রয়-বিক্রয়ের দাবী করছে, তোমার পক্ষ হতে এতে সে রকম কোন ক্রয়-বিক্রয় ঘটেনি। প্রতিবাদী কাযীকে কিছু বলুক বা নাই বলুক, সর্বাবস্থায়ই তার থেকে এভাবে কসম নেওয়া হবে (আল-খাস্‌সাফ প্রণীত 'আদাবুল-কাযী'-এর ভাষ্যগ্রন্থ)।

২০. মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধের কথা না বলে, তবে তাকে বলা হবে, মূল্য উপস্থিত করা। সে তা উপস্থিত করলে প্রতিবাদীকে আদেশ করা হবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল যে, তার দাবীমত এই মূল্য কব্‌জা করতে এবং এই গোলাম সমর্পণ করতে তুমি বাধ্য নও। অথবা তাকে বলবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল যে, এই মুহূর্তে তার ও তোমার মধ্যে কোন বেচাকেনা বিদ্যমান নেই (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২১. মাসআলা ঃ যদি বিক্রেতা বিক্রি দাবী করে এবং ক্রেতা অস্বীকার করে, তবে লক্ষ্য করতে হবে, সে মাল সমর্পণেরও মূল্য কবযা না করার কথা উল্লেখ করেছে কিনা। যদি বলে মাল সমর্পণ করেছে, কিন্তু মূল্য কব্‌জা করেনি, তবে ক্রেতাকে বলা হবে; তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল, তোমার তরফে না এই বাড়ি আছে এবং না এর মূল্য। যদি বলে, সে বাড়ি সমর্পণ করেনি এবং মূল্যও কব্‌জা করেনি, তবে বলা হবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল, এই বাড়িতে তোমার অধিকার নেই এবং সে যে মূল্যের কথা বলছে তা পরিশোধ করা তোমার কর্তব্য নয়– (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২২. মাসআলা ঃ তার থেকে কসম নেওয়া হবে মাল ও মূল্য উভয় সম্পর্কে, যেমন ক্রয়ের দাবীর ক্ষেত্রেও এই একই বিধান (আল-ফুসূলুল 'ইমাদিয়্যা)।

২৩. মাসআলা ঃ বিবাহের ব্যাপারে কসম নেওয়া হবে যে, এই মুহূর্তে তোমাদের মধ্যে বিবাহ বলবৎ নেই (আল-হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৪. মাসআলা ঃ মহিলা যদি বিবাহ ও মোহরানা দাবী করে, তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে স্বামী থেকে দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। তাকে বলা হবে যে, আল্লাহ্‌র নামে কসম কর, এই মহিলার যে বিবাহের দাবী করছে , সেমতে সে তোমার স্ত্রী নয় এবং সে যে মোহরানার দাবী করছে। যার পরিমাণ হচ্ছে এই তাকে তার সমুদয় বা অংশ-বিশেষ পরিশোধ করা তোমার কর্তব্য নয়।

স্বামী দাবীদার হলে স্ত্রীকে বলা হবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল, তার দাবী অনুযায়ী সে তোমার স্বামী নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি দাবী করে, তার স্বামী তাকে এক তালাক রাজঈ দিয়েছে, তবে স্বামীকে আদেশ করা হবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল যে, সে তোমার পক্ষ হতে এই মুহূর্তে তালাক প্রাপ্তা নয়। যদি বায়েন তালাকের দাবী করে, তবে দাবী অনুযায়ী কসম নেওয়া হবে যে, সে তোমার পক্ষ হতে এক তালাক বায়েন বা তিন তালাকপ্রাপ্তা নয়। অথবা সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম আমি এই বিবাহে তাকে এক তালাক বায়েন তিন তালাক দেইনি। সে সাধারণভাবে এভাবে কসম করবে না যে, আমি তাকে তিন তালাক দেইনি (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি স্ত্রী তালাকের দাবী না করে, বরং নির্ভরযোগ্য একজন সাক্ষী বা একদল ফাসিক সাক্ষী কাযীর নিকট সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, তখনও স্বামীর নিকট হতে কসম নেওয়া হবে। কেননা 'সম্ভোগ-অঙ্গের মর্যাদা শরীআতের হক। সুতরাং কাযীর কর্তব্য এ ক্ষেত্রে কসম গ্রহণের মাধ্যমে সতর্কতামূলক পন্থা অবলম্বন করা (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ স্ত্রী দাবী করল যে, সে তার কাছে তালাক চেয়েছিল। উত্তরে সে বলেছে তোমার বিষয়টা তোমার হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। সে মতে সে নিজের বিচ্ছেদকেই বেছে নিয়েছে এবং এর ফলে সে তার স্বামীর পক্ষে হারাম হয়ে গেছে, কিন্তু স্বামী এসব অস্বীকার করল। এরূপ ক্ষেত্রে দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে স্বামীকে কসম করতে বলা হবে না। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। বরং তালাকের সূত্র সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে এবং এ ব্যাপারে কাযী সতর্কতা অবলম্বন করবে। সুতরাং সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাকে সর্বশেষ যখন বিয়ে করেছি, তার পরে এ পর্যন্ত তার তালাক প্রার্থনাক্রমে আমি তার বিষয়টা তার হাতে ন্যস্ত করিনি এবং এটাও আমি জানি না যে, সেই ইখতিয়ার দানের পর ইখতিয়ারদানের মজলিসে সে নিজের বিচ্ছেদকেই বেছে নিয়েছে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২৮. মাসআলা ঃ স্বামী যদি ইখতিয়ার দানের কথা স্বীকার করে, কিন্তু স্ত্রী কর্তৃক নিজের বিচ্ছেদ বেছে নেওয়ার কথা অস্বীকার করে, তবে তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে। তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল যে, তুমি যেই মজলিসে তাকে ইখতিয়ার দিয়েছিলে, সেই মজলিসে যে নিজের বিচ্ছেদ বেছে নিয়েছে বলে তুমি জান না।

যদি স্ত্রী কর্তৃক নিজ বিচ্ছেদ বেছে নেওয়ার কথা স্বামী স্বীকার করে, কিন্তু তাকে ইখতিয়ার দান করার কথা অস্বীকার করে, তবে তাকে বলতে হবে, আল্লাহর কসম সে নিজের বিচ্ছেদ বেছে নেওয়ার আগে আমি সে মজলিসে তার বিষয়টা তার হাতে ন্যস্ত করিনি (আল-ফসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৯. মাসআলা ঃ এক মহিলা দাবী করল, তার স্বামী তার সংগে ঈলা করেছে এবং ঈলার মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে আর সে হিসেবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সে চাইল, কাযী

যেন তার থেকে এ বিষয় কসম নেয়। সে কাযীকে একথাও জানাল যে, তার স্বামী যে মাযহাবের অনুসারী সে মাযহাবে (অর্থাৎ শাফিঈ মাযহাবে) ঈলার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর (স্বামীর এই ইখতিয়ার থাকে, যে সে চাইলে স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবে অথবা তাকে তালাক দেবে আর সে ক্ষেত্রে) স্বামী কসম করে বলবে যে, স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি আর এতে তার কসম ভঙ্গ হয় না।

স্ত্রীর উল্লিখিত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কাযী স্বামীকে বিচ্ছেদের সূত্র সম্পর্কে কসম করতে বলবে যে, আল্লাহ্‌র কসম আমি তাকে বলিনি যে, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমার কাছে এতদিন উপগত হব না, যেমন স্ত্রী দাবী করেছে। সে যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে কাযী এক তালাকের দ্বারা স্ত্রীকে স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবে এবং এভাবে স্ত্রীর দিকটাকে অগ্রাধিকার দেবে, যদিও এতে স্বামীর স্বার্থহানি ঘটার আশংকা থাকে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩০. মাসআলা ঃ স্বামী যদি ঈলার কথা স্বীকার করে, কিন্তু সেই সংগে দাবী করে যে, সে মেয়াদেরই ভিতরেই তার কাছে ফিরে গেছে, তবে কসমের সংগে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে স্ত্রীর থেকে কসম নেওয়া হবে। সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, সে যেই সূত্রে আমাকে তার স্ত্রী বলে দাবী করছে, আমি সেই সূত্রে আজ আর তার স্ত্রী নই। তাকে এভাবে কসম করতে বলা হবে না যে, আল্লাহ্‌র নামে বল, চার মাস গত হওয়ার আগে সে তোমার কাছে ফিরে যায়নি।

'আল-ইস্‌তিহ্‌লাফ'-অধ্যায়ে আছে যে, বিশ্‌র (র) বলেন, আমি আবূ ইউসুফ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, স্ত্রীকে এভাবে কসম করতে বলা হবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, চার মাস গত হওয়ার আগে যে তোমার কাছে ফিরে যায়নি, তাঁর এমত অনুযায়ী কসমে অতিরিক্ত একটা কথা যোগ করা উত্তম। অর্থাৎ সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, স্বামী যে বিবাহের দাবী করছে, সেই বিবাহে যে চারমাসের ভেতর তার কাছে ফিরে যায়নি (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি তার মোহরানার বিনিময়ে স্বামীর সংগে খুলা' করার দাবী করে, কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করে, তবে স্বামীর কথাই গৃহীত হবে। অবশ্য স্বামীকে স্ত্রীর দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে কসম করতে হবে। জাহিরী রিওয়ায়াতের সাথে এটাই বেশী সংগতিপূর্ণ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে কসম করতে হবে দাবীর সূত্র সম্পর্কে (খিযানাতুল-মুফতীন)।

৩২. মাসআলা ঃ কোন স্ত্রী তার স্বামী সম্পর্কে দাবী করল যে, সে কসম করেছিল, আমি যদি এই ঘরে ঢুকি, তবে আমাকে তিন তালাক। তার এই শপথের পর আমি এই ঘরে ঢুকেছি। এক্ষেত্রে স্বামী যদি তার শপথ ও স্ত্রীর প্রবেশ উভয় স্বীকার করে নেয়, তবে তো সে তালাককেই স্বীকার করে নিল। যদি শপথ ও প্রবেশ উভয়ই অস্বীকার করে, তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে তাকে কসম করতে হবে। সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, এই মহিলা আমার পক্ষ হতে তিন তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি, যেমন সে দাবী করেছে। যদি শপথের কথা স্বীকার করে, কিন্তু শপথের পর সে গৃহে তার প্রবেশের কথা অস্বীকার করে, তবে সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম আমি তার তালাকের শপথ করার পর সে এই গৃহে প্রবেশ করেনি। যদি সেই সময়ে তার সেই গৃহে প্রবেশের কথা স্বামী স্বীকার করে। কিন্তু শপথের কথা অস্বীকার করে, তবে সে বলবে, আল্লাহ্ তা'আলার কসম, এই গৃহে তার প্রবেশের আগে আমি এরূপ শপথ করিনি যে, তুমি এই গৃহে প্রবেশ করবে না, করলে তোমাকে তিন তালাক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৩. মাসআলা ঃ দাস মুক্তির ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম। গোলাম বা বাঁদী যদি মুনীব সম্পর্কে দাবী করে যে, সে শপথ করেছিল, তুমি এই ঘরে প্রবেশ করবে না, প্রবেশ করলে তুমি আযাদ, আর তার এই শপথের পর সে সেই গৃহে প্রবেশ করেছিল তবে মুনীব হতে উপরিউক্ত নিয়মে কসম নেওয়া হবে। কিন্তু মুনীব বা স্বামী যদি এ ব্যাপারে কোন আপত্তি জানায়, তবে তার থেকে এইভাবে শপথ নেওয়া হবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, এই মহিলা যেভাবে শপথের সূত্রে তালাকের দাবী করছে, সেভাবে সে তোমার পক্ষ হতে তালাক নয়। এমনিভাবে মুনীব হতে কসম নেওয়া হবে যে, আল্লাহ্‌র নামে বল, এই গোলাম যে দাবী করছে যে, তোমার শপথের কারণে সে আযাদ হয়ে গেছে, প্রকৃতপক্ষে তোমার পক্ষ হতে সে যেভাবে আযাদ হয়নি। এভাবে সে কসম করলে সে কাযীর ইচ্ছা পূরণ করল (আল-খাস্‌সাফ কৃত 'আদ্দাবুল-কাযী-এর ভাষ্যগ্রন্থই)।

৩৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে, আমি তোমার কাছে এত টাকা আমানত রেখেছিলাম আর প্রতিবাদী বলে, আমানত রেখেছিলে তোমরা দু'জন, তুমি এবং অমুক ব্যক্তি, কাজেই একা তোমার কাছে তা প্রত্যর্পণ করব না, তবে প্রতিবাদী হতে আল্লাহ্‌র নামে কসম নেওয়া হবে যে, সমগ্র টাকা প্রত্যর্পণ করা তোমার উপর অবধারিত নয়। সে এরূপ কসম করলে দাবী রদ হয়ে যাবে (খিযানাতুল-মুফতীন)।

৩৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটা ক্রীতদাসী গসব করে লুকিয়ে রাখল। মালিক যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে যে, সে তার থেকে একটা ক্রীতদাস গসব করেছে, তবে তাকে ঐ ক্রীতদাসীর কারণে বন্দী রাখা হবে, যাবৎ না সে ক্রীতদাসীটি উপস্থিত করত ঃ মালিককে ফেরত দেয়। প্রয়োজনের খাতিরে এরূপ দাবী শুদ্ধ; যদিও এর মধ্যে অস্পষ্টতা আছে। মালিকের যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে। তবে প্রতিবাদীর নিকট হতে কসম নেওয়া হবে। সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমার কাছে তার কোন ক্রীতদাসী বা তার বর্ণিত মূল্য তার অংশ বিশেষ প্রাপ্য নয় (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৩৬. মাসআলা ঃ ইজারা, মুযারাআ ও মুআমালার ক্ষেত্রেও প্রতিবাদী হতে শপথ নেওয়া হবে। সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম তার ও আমার মধ্যে এই বাড়ির কোন ইজারা-চুক্তি বলবৎ নেই বা এই জমির মুযারাআ (বর্গাচাষের) চুক্তি বিদ্যমান নেই। এর সংগে বাদীর বর্ণিত সময় ও তার উল্লেখকৃত বিনিময় (ইজারার ভাড়া ও মুযারাআর ফসলের অংশ)- ও উল্লেখ করবে – (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

৩৭. মাসআলা ঃ বাদী যদি বাড়ির ভাড়া দাবী করে আর প্রতিবাদী তা অস্বীকার করে তবে কাযী তাকে শপথ করতে বলবে। সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, সে এই যে সময়ে আমার কাছে এই বাড়ি ইজারা দেওয়ার দাবী করেছে এবং সে হিসেবে এই পরিমাণ ভাড়ার কথা উল্লেখ করেছে, আমার কাছে তার তা প্রাপ্য নয়। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, কাযী ইচ্ছা করলে এভাবেও তার থেকে কসম নিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র কসম, সে এই যে সূত্রে বা এই যে কারণে আমার কাছে এই বাড়ির এই পরিমাণ ভাড়া দাবী করছে, আমার কাছে তার তা প্রাপ্য নয় (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা ঃ যদি কারও সম্পর্কে টাকা-পয়সা বা মালামালের কাফালা (জামিন হওয়া)-এর দাবী করে, তবে দাবীর মূলবক্তব্য) সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। অবশ্য প্রতিবাদী হতে কসম নেওয়া হবে কেবল সেই ক্ষেত্রে, যখন বাদী বিশুদ্ধ কাফালার, দাবী করবে, তা এমন কাফালা থেকে হোক যা (শর্তহীন হওয়ার কারণে) উপস্থিতভাবে কার্যকর হয় অথবা প্রচলিত

শর্তের সাথে যুক্ত কাফালা হোক। এমনিভাবে সে অনুমতিক্রমে কাফীল (জামিন) হয়েছে বলে দাবী করুক বা কাফীল হওয়ার পর কাফালার মজলিসেই তা অনুমোদন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করুক। কিন্তু এসবের কিছুই যদি উল্লেখ না করে তবে সে বিশুদ্ধ কাফালার দাবীদার হল না এবং এর ফলে প্রতিবাদীর উপর কসমও প্রযোজ্য হবে না।

প্রতিবাদীর উপর যখন কসম প্রয়োগ করবে, তখন এভাবে কসম করতে বলবে যে, আল্লাহ্‌র কসম, আমার কাছে তার এই দাবীকৃত কাফালার সূত্রে এই এক হাজার টাকা তার প্রাপ্য নয়। এরূপ বলবে এ কারণে, যাতে অন্য কোন কাফালা এর মধ্যে পড়ে না যায়।

এমনিভাবে যদি কোন মালামাল সম্পর্কে কাফালার দাবী হয়, তখন সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, এই কাফালার কারণে আমার কাছে তার এই কাপড় প্রাপ্য নয়।

ব্যক্তি সত্তার কাফালা সম্পর্কে দাবী হলে বলবে, আল্লাহ্ তা'আলার কসম, তার দাবীকৃত এই কাফালার কারণে অমুক ব্যক্তিকে তার হাতে সমর্পণ করতে আমি বাধ্য নই (আল- ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে সে আমার বাড়ির পাশে একটি বাড়ি কিনেছে আর আমি আমার বাড়িটির কারণে সে বাড়ির শাফী' (ক্রয়ের অগ্রাধিকারী) এবং এভাবে সে বাদী চায় প্রতিবাদীর নিকট হতে কসম নেওয়া হোক, তবে কাযী তাকে দাবীর সূত্র সম্পর্কে কসম করতে বলবে। সুতরাং সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, সে যে এই চৌহদ্দি বিশিষ্ট বাড়িটির কথা বলছে আমি এটা কিনিনি এবং এর অংশ বিশেষও নয়। প্রতিবাদী যদি তার ক্রয় এবং বাদীর প্রতিবেশিত্বের বিষয়টা স্বীকার করে, কিন্তু সে বলে, শাফী' যখন ক্রয়ের কথা শুনেছে, তখন শুফ্'আ দাবী করেনি, কিন্তু শাফী' বলে, আমি দাবী করেছি, তবে কসমের সাথে শাফী'র কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

যখন কসমের সংগে শাফীর কথাই গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হল, ক্রেতা যদি শাফী হতে কসম নেওয়ার জন্য কাযীকে অনুরোধ জানায়, তবে কাযী শাফীকে কসম করতে বলবে। সুতরাং সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যখন এ বাড়িটি বিক্রি হওয়ার কথা শুনেছি, তখনই আমি শুফ্‌আ দাবী করেনি, কিন্তু শাফী বলে, আমি দাবী করেছি, তবে কসমের সাথে শাফীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

যখন কসমের সংগে শাফীর কথাই গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হল, তখন ক্রেতা যদি শাফী হতে কসম নেওয়ার জন্য কাযীকে অনুরোধ জানায়, তবেজ কাযী শাফী'কে কসম করতে বলবে। সুতরাং সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যখন এ বাড়িটি বিক্রি হওয়ার কথা শুনেছি, তখনই আমি শুফ্'আ দাবী করেছি এবং ক্রেতা-বিক্রেতার একজনের উপস্থিতিতে অথবা বাড়িটিতে বসে আমি এ সম্পর্কে সাক্ষীও রেখেছি আল-ইসতিহ্‌লাফ অধ্যায়ে এরূপ বর্ণিত আছে।

৪০. মাসআলা ঃ অবশ্য এটা তখনই সঠিক হতে পারে, যখন ক্রেতা দাবী করবে যে, তার কাছে যখন বিক্রির খবর পৌছেছে, তখন সে একদল লোকের মধ্যে ছিল। কিন্তু যদি তার কাছে সাক্ষী হওয়ার মত কেউ না থাকে, তবে উপস্থিতভাবে সাক্ষী না রাখার কারণে তার শুফআ বাতিল হবে না। তো সে যখন তা স্বীকার করবে, তখন কাযী তাকে কসম করতে বলবে। সুতরাং সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যখন বিক্রির খবর পেয়েছি সংগে-সংগে শুফ্‌আর দাবী করেছি অথবা যখনই সুযোগ পেয়েছি আমি সাক্ষীর খোঁজে বের হয়ে পড়েছি এবং ক্রেতা-বিক্রেতার একজন বা বাড়িটির উপস্থিতিতে আমি তা দাবী করেছি এবং সে সম্পর্কে সাক্ষী রেখেছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শাফী' যদি দাবী করে যে, সে রাতে খবর পেয়েছে এবং ভোর হওয়া মাত্র সে শুফআ দাবী করেছে ও সে সম্পর্কে সাক্ষী রেখেছে, তবে কাযী তাকে বলবে, আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল যে, তুমি যে সময়ে খবর পাওয়ার দাবী করছ, সে সময়েই তুমি খবর পেয়েছ, অন্য সময় নয় এবং তুমি ভোর হওয়া মাত্র শুফ্‌আ দাবী করেছ ও সে সম্পর্কে সাক্ষী রেখেছ (আল-মুহীত)।

৪১. মাসআলা ঃ বাল্য বিবাহের পর বালেগ হওয়ার ফলে যে ইখতিয়ার লাভ করে, স্ত্রী যদি দাবী করে যে, আমি সে ইখতিয়ার-বলে নিজের বিচ্ছেদকেই বেছে নিয়েছি, তবে এটা শাফী কর্তৃক শুফ্‌আ দাবীর মতই। তার এই ইখতিয়ার আরোপ সম্পর্কে কাযী যে কসম গ্রহণ করবে তাও শুফ্'আর দাবী সম্পর্কে শাফী' হতে কসম গ্রহণের মত। সুতরাং সে যদি কাযীকে বলে, আমি বালেগা হওয়া মা এ নিজের বিচ্ছেদ বেছে নিয়েছি কিংবা যদি বলে, আমি বালেগা হওয়া মাত্র বিচ্ছেদের দাবী করেছি, তবে কসমের সাথে তার কথা গৃহীত হবে। যদি বলে, আমি গতকাল বালেগা হয়েছি এবং বিচ্ছেদ দাবী করেছি, তবে তার কথা গৃহীত হবে না, বরং এক্ষেত্রে তাকে সাক্ষ্য প্রমাণ হাযির করতে হবে।

শুফ'আর ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম। সুতরাং শাফী' যদি বলে। আমি খবর পাওয়া মাত্র শুফ্'আ দাবী করেছি, তবে তার কথা গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, আমি গতকাল খবর পেয়েছি এবং তখন শুফ্'আ দাবী করেছি, তবে তার কথা গৃহীত হবে না, বরং তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার রূপার একটি পেয়ালা ভেঙ্গে ফেলেছে এবং পেয়ালাটি সে উপস্থিত করে অথবা দাবী করে যে, সে তার খাদ্যে পানি ঢেলে দিয়ে তা নষ্ট করে ফেলেছে, তবে দেখতে হবে, বিবাদী তা স্বীকার করে কি না, বিবাদী তার দাবী স্বীকার করে নিলে পেয়ালা ও খাদ্যের মালিককে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। চাইলে সে তা রেখে দেবে এবং সে ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিপূরণও পাবে না। আবার ইচ্ছা করলে পেয়ালা ও খাদ্য তাকে দিয়ে দেবে এবং তার থেকে পেয়ালার মূল্য এবং সমপরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে। তা রেখে দিয়ে যে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে, তার সে অধিকার থাকবে না। বিবাদী যদি অভিযোগ অস্বীকার করে তবে কাযী পেয়ালার মূল্য ও সমপরিমাণ খাদ্য সম্পর্কে তার থেকে কসম নেবে যে, তা পরিশোধ করতে সে বাধ্য নয়)।

বাদী যদি বলে, এই বিবাদী এমন মাযহাবের লোক, যে মাযহাবে এ ক্ষেত্রে জরিমানা (বদল) ওয়াজিব নয়, বরং কেবল ক্ষতি পূরণই ওয়াজিব, তবে কাযী কারণ সম্পর্কে কসম নেবে। সুতরাং সে বলবে, আল্লাহ্ পাকের কসম, সে যা দাবী করছে আমি তা করিনি (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৪৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, তার কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছে এবং সে কাপড়টি কাযীর নিকট উপস্থিত করত ঃ অনুরোধ জানায়, কাযী যেন তাকে কসম করতে বলে, তবে কাযী কারণ সম্পর্কে তাকে কসম করতে বলবে না যে, আল্লাহ্‌র নামে বল, তুমি তার কাপড় ছেঁড়নি। বরং কাযী ছেঁড়া লক্ষ্য করবে। কেননা কোন কোন ছেঁড়া এমন যে, তার কারণে ক্ষতিপূরণ অবধারিত হয়ে যায় এবং কোন ইখতিয়ার থাকে না। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন ছেঁড়া সামান্য হয়। আবার কোন কোন ছেঁড়া এমন যে, সে কারণে ইখতিয়ার লাভ হয়। অর্থাৎ কাপড়ের মালিক ইচ্ছা করলে কাপড়টি রেখে দেবে এবং তার থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে, কিংবা চাইলে কাপড়টি ছেড়ে দেবে এবং তার থেকে জরিমানাস্বরূপ তার মূল্য গ্রহণ করতে আর এটা যেই ক্ষেত্রে যখন ছেঁড়া বেশী হয়।

যদি ছেঁড়া অল্প হয় এবং সে কারণে ক্ষতিপূরণের বিধান প্রযোজ্য হয়, তবে ভাল কাপড় ও ছেঁড়া কাপড়ের দামের পার্থক্য নির্ণয় করতে, ছেঁড়া কাপড়ের দাম যতটুকু কম হবে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিবাদীকে তা পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে তাকে দাবীর মূলবক্তব্য সম্পর্কে কসম করতে বলা হবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল, বাদী যে কারণে তোমার কাছে এই পরিমাণ টাকার দাবী করছে, সে কারণে তোমার কাছে এ টাকা তার প্রাপ্য নয়। সে কসম করলে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর কসম করতে না চাইলে এ পরিমাণ টাকা পরিশোধ করতে সে বাধ্য থাকবে। তবে এটা সেই অবস্থায়, যখন কাপড় উপস্থিত থাকে। যদি উপস্থিত না থাকে এবং বাদী এসে বলে, এই ব্যক্তি আমার একটি কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছে, তবে কাযী তাকে বলবে, এটা ছেঁড়ার কারণে তোমার কাপড়ের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে, তা বল, যাতে তোমার পক্ষ আমি তার থেকে কসম নিতে পারি। ছেঁড়ার পরিমাণ অল্প হলে তো এই বিধান। পক্ষান্তরে ছেঁড়া যদি বেশী হয়, যদ্দরুন পূর্ণ কাপড়ের মূল্য পরিশোধ করা অবধারিত হয়ে যায়, তবে কাযী বিবাদী হতে জরিমানার সূত্র সম্পর্কে কসম নেবে। সুতরাং সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম বাদী যা দাবী করছে যে, আমি তার কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছি, আমি তা করিনি। এভাবে বিশদভাবে কসম করতে হবে, যাতে বাদীর স্বার্থ রক্ষা হতে পারে, যদিও এতে বিবাদীর উপর কিছুটা চাপ পড়ে –(শারহ্ আদাবিল-কাযী লিল-খাস্‌সাফ) – আর এ মতই সহীহ্ (আল-মুহীত)।

৪৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে, সে তার একটি প্রাচীর বিধ্বস্ত করেছে বা ভেঙ্গে ফেলেছে, সেই সংগে প্রাচীরের পরিমাপ, তার স্থান ও ক্ষতির পরিমাণ ও উল্লেখ করে এবং তার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করে, তবে কাযী তাকে দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে কসম করতে বলবে। সুতরাং সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম আমার কাছে তার এ পরিমাণ টাকা বা এর অংশবিশেষ প্রাপ্য নয় (কাযীখান ; আদাবুল-কাযী লিল-খাস্‌সাফ)।

৪৫. মাসআলা ঃ শামসুল-আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, কাযীর উচিত তার থেকে দাবীর সূত্র সম্পর্কে কসম নেওয়া, দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে নয়। এটাই সহীহ্ (আল-মুহীত)।

৪৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার একটি ছাগল বা গরু যবাহ্ করেছে অথবা তার একটি গোলামের চোখ ফুঁড়ে দিয়েছে এবং অন্য কোন কারণে তার মৃত্যু হয়ে গেছে অথবা সে তার কোন পশুর চোখ ফুঁড়ে দিয়েছে অথবা সে তার অন্য কোন সম্পদের ক্ষতি সাধন করেছে, যে কারণে তার দাম কমে গেছে, কিন্তু তা উপস্থিত নেই, তবে কাযী জিজ্ঞেস করবে যে, তাতে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে ? সে যখন পরিমাণ উল্লেখ করবে, তখন কাযী বিবাদী হতে দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, দাবীর সূত্র সম্পর্কে নয়। কেননা সূত্র সম্পর্কে শপথ নিলে তাতে বিবাদীর উপর বাড়তি চাপ হয় অথচ দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে শপথ নিলে, তাতে বাদীর কোন ক্ষতি নেই (শারহু আদাবিল-কাযী লিল-খাস্‌সাফ)।

৪৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে, সে তার প্রাচীরের উপর একটি কাঠ স্থাপন করেছে বা তার ছাদের উপর পানি ছেড়েছে কিংবা যদি দাবী করে, সে তার প্রাচীর দিয়ে দরজা খুলেছে বা তার প্রাচীরের উপর ঘর তুলেছে কিংবা যদি দাবী করে, সে তার জমির উপর মাটি বা ময়লা-আবর্জনা ফেলেছে বা মরা নিক্ষেপ করেছে কিংবা সে তার জমিতে গাছ লাগিয়েছে বা এমন কিছু করেছে, যাতে জমি নষ্ট হয়, এ দিকে জমির মালিকের প্রয়োজন তা সরিয়ে ফেলা আর সে এসব দাবী করে বিশুদ্ধ পন্থায়, যেমন সে প্রাচীরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, অবস্থান এবং জমির অবস্থান ও চতুঃসীমা বর্ণনা করল, তো এভাবে যদি তার দাবী শুদ্ধ হয় এবং বিবাদী তা অস্বীকার করে, তবে কাযী সূত্র সম্পর্কে তার থেকে কসম নেবে। যে ব্যক্তি কাঠ স্থাপন

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছে , সে-ই যদি দাবীদার হয় এবং প্রাচীরের মালিককে কাযীর নিকট উপস্থিত করত ঃ দাবী করে যে, এই ব্যক্তির প্রাচীরের উপর আমার একটি কাঠ ছিল, সেটি পড়ে গেছে আমি নিজেই পুনরায় স্থাপন করার জন্য সেটি তুলে ফেলেছি কিন্তু এই ব্যক্তি আমাকে সেখানে কাঠ বসাতে বাধা দিচ্ছে, তবে তার সে দাবী শ্রবণযোগ্য হবে না, যাবৎ না সে তা বিশুদ্ধভাবে পেশ করে। বিশুদ্ধভাবে পেশ করার পন্থা এই যে, সে কাঠটি কোথায় স্থাপিত ছিল তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। তার যে ঐ প্রাচীরে একটি বা দু'টি বা সুনির্দিষ্ট সংখ্যক কাঠ বসানোর অধিকার আছে তাও উল্লেখ করতে হবে। এমনিভাবে সে কাঠের স্থূলতা কী রকম তাও বলতে হবে। এভাবে তার দাবী যদি শুদ্ধ হয় এবং বিবাদী তা অস্বীকার করে তবে দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে কাযী তাকে কসম করতে বলবে। সুতরাং সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, এই প্রাচীরে এই ব্যক্তি যে, এই ধরনের কাঠ বসানোর অধিকার দাবী করছে, প্রকৃতপক্ষে তার এরকম কোন অধিকার নেই। প্রাচীরে কাঠ বসানোর স্থানও কসমে উল্লেখ করতে হবে যে, তা ঘরের সম্মুখ না পেছনে। সে যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার রায় দিয়ে দেবে।

কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার জমিতে গর্ত খুঁড়েছে, যদ্দরুন তার জমির ক্ষতি হয়েছে এবং সে তার কাছে এর ক্ষতিপূরণ চায়, তবে দাবীর সংগে জমির চতুঃসীমা অবস্থান গর্তের পরিমাপ এবং ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। এসব বর্ণনা করলে কাযী বিবাদীকে দাবীর মূলবক্তব্য সম্পর্কে কসম করতে বলবে। সুতরাং সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, যে আমার কাছে যে প্রাপ্য দাবী করেছে, প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে তার এমন কোন প্রাপ্য নেই। তার কাছ থেকে সূত্র সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি অন্য কারও বাড়ির মধ্য দিয়ে পানির নালা বা চলার পথ দাবী করে, তবে দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে বিবাদী হতে কসম নেওয়া হবে। সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমার দখলভুক্ত এই বাড়িতে তার সেই অধিকার নেই, যা সে দাবী করছে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

৪৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে তার এক পুত্রকে বা তার একটি গোলাম বা তার পোষ্য কাউকে এমন কোন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করেছে, যে কারণে কিসাস অবধারিত হয়ে যায় এবং এভাবে সে তার থেকে কিসাস নেওয়ার দাবী জানায় অথবা দাবী করে যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে তার হাত বা তার এক শিশুপুত্রের হাত কেটে ফেলেছে কিংবা যদি দাবী করে, সে তাকে এমন কোন আঘাত বা জখম করেছে, যদ্দরুন কিসাস অবধারিত হয়, কিন্তু বিবাদী তা অস্বীকার করে, তবে বাদী তার থেকে কসম গ্রহণ করতে পারবে।

হত্যা সম্পর্কে কিভাবে কসম নেওয়া হবে, সে সম্পর্কে দু'রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা অনুযায়ী দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, তোমার নিকট থেকে এই ব্যক্তির অমুক পুত্রের বা তার অমুক গোলামের বা তার অমুক পোষ্যের হত্যার কারণে বদলা নেওয়ার কোন অধিকার তার নেই এবং সে যে এই হত্যার দাবী করছে এর কারণে তোমার পক্ষ হতে তার কোন প্রাপ্য নেই।

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী সূত্র সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। সুতরাং সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি অমুকের পুত্র অমুককে, যে এই দাবীদারের পোষ্য ইচ্ছাকৃত হত্যা করিনি।

হত্যা ছাড়া অপরাপর অপরাধ, যেমন আঘাত, যখন হস্তচ্ছেদন ইত্যাদি, এসব ক্ষেত্রে দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। যেমন তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, তোমার উপর এই

হস্তচ্ছেদনের কোন অধিকার নেই এবং এর কারণে তোমার পক্ষ হতে তার কোন প্রাপ্য নেই। যেসব যখম ও আঘাতে কিসাস প্রযোজ্য হয়। সেসব ক্ষেত্রেই এভাবে কসম নেওয়া হবে। যে কসম করলে তো মুক্তি পেয়ে যাবে। আর কসম করতে অস্বীকার করলে হত্যার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দিয়তের ফায়সালা দেওয়া হবে আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাকে বন্দী করে রাখা হবে, যাবৎ না সে কসম করতে রাযী হয়, অথবা অভিযোগ স্বীকার করে নেয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫০. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে সে ভুলে তার পুত্রকে হত্যা করেছে অথবা ভুলে তার এক পোষ্যকে হত্যা করেছে বা ভুলে তার হাত কেটে ফেলেছে অথবা ভুলে তার মাথা জখম করে ফেলেছে কিংবা তার বিরুদ্ধে এমন কোন অপরাধের দাবী করে, যদ্দরুন দিয়ত (রক্তপণ) অথবা 'আরশ' (অংগ হানীর অর্থদণ্ড) অবধারিত হয়, তবে কাযী তার থেকে এভাবে কসম নেবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, তোমার উপর, অমুকের ঐ অধিকার নেই, যা যে তার এই অভিযোগের কারণে দাবী করছে এবং এর অংশ বিশেষও তার প্রাপ্য নয়। কসমের সঙ্গে দিয়ত ও আরশের পরিমাণও উল্লেখ করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যে সমস্ত হক বিবাদী ছাড়া অন্য কারও উপর ওয়াজিব হয়, যেমন ভুলে হত্যা এবং এমন অপরাধ যে কারণে 'আরশ' ওয়াজিব হয়, সে ক্ষেত্রে এভাবে কসম নেওয়া হবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, তুমি এই ব্যক্তির পুত্র অমুককে হত্যা করনি। মাথায় আঘাত করার দাবী হলে বলবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, এই ব্যক্তির মাথার এই আঘাত তুমি করনি। যে সব অপরাধের কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপরই আরশ ও দিয়ত ওয়াজিব হয়, সে ক্ষেত্রে দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। (আল-সাদরুশ-শাহীদ, শাবহু আদাবিল-কাযী লিল-খাস্‌সাফ)।

৫১. মাসআলা ঃ যদি গোলামের বিরুদ্ধে এরূপ অপরাধের অভিযোগ হয় এবং সে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে বলে দাবী করা হয়, তবে এ ব্যাপারে গোলামই বিবাদী গণ্য হবে। সুতরাং তার থেকেই কসম নেওয়া হবে। যদি ভুলক্রমে হত্যার দাবী হয়, তবে বিবাদী হবে মুনীব। কাজেই তখন তার উপরই কসম আরোপিত হবে। অবশ্য সে কসম করবে তার 'জানা' সম্বন্ধে। আর যদি হত্যা ছাড়া অন্য কোন অপরাধ (হস্তচ্ছেদন, জখম ইত্যাদি)-এর অভিযোগ হয়, তবে তা ইচ্ছাকৃত করার দাবী হোক বা ভুলে করার, সে ব্যাপারে মুনীবই বিবাদী বিবেচিত হবে। কাজেই তাকেই কসম করতে হবে এবং সে কসম করবে তার 'জানা' সম্বন্ধে (আল-মুহীত)।

৫২. মাসআলা ঃ যদি এমন কোন কাজের দাবী হয়, যা সর্বতোভাবে বিবাদীরই দ্বারা সংঘটিত, যেমন তার সম্পর্কে দাবী করল, এই মালটি তুমি আমার কাছ থেকে চুরি করেছ, বা তুমি গসব করেছ, তবে (জানা সম্বন্ধে নয়, বরং) নিশ্চিতরূপে তার থেকে কসম নেওয়া হবে। যদি এমন কাজের দাবী হয়, যা সর্বতোভাবে বিবাদী ছাড়া অন্যের দ্বারা কৃত, তবে সে কসম করবে তার 'জানা' সম্বন্ধে। সুতরাং বাদী যদি মৃতের কাছে তার ওয়ারিশের উপস্থিতিতে পাওনা দাবী করে, যা তার কোন মাল নষ্ট করার কারণে মৃতের উপর অবধারিত হয়েছে অথবা যদি দাবী করে, তোমার পিতা এই মালটি আমার কাছ থেকে চুরি করেছে, বা আমার কাছ থেকে গসব করেছে, তবে ওয়ারিশকে তার 'জানা' সম্বন্ধে কসম করতে বলা হবে, এটা আমাদের মাযহাব অনুযায়ী (আয-যাখীরা)।

৫৩. মাসআলা ঃ আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, এই মূলনীতি সমস্ত মাসাইলেই প্রযোজ্য, কেবল একটি মাসআলা ছাড়া অর্থাৎ দোষের কারণে খরিদকৃত মাল ফেরত দেওয়ার মাসআলা। সুতরাং ক্রেতা যদি দাবী করে, গোলামটি পলায়নপ্রবণ কিংবা এরূপ অন্য কোন দোষের কথা

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলে এবং সে মতে সে চায় যে, বিক্রেতা হতে কসম নেওয়া হোক, তবে তার থেকে (তার 'জানা' সম্বন্ধে নয়, বরং) নিশ্চয়তাসহ কসম নেওয়া হবে, যদিও এটা তার নয়, বরং অন্যের কাজ। এ ক্ষেত্রে এরূপ নিয়ম হওয়ার কারণ এই যে, বিক্রেতার দায়িত্ব ছিল দোষমুক্ত গোলাম সমর্পন করা, কিন্তু সে সম্পর্কেই যখন অভিযোগ, তখন সে যে দায়িত্ব নিজ সম্বন্ধে তুলে নিয়েছিল তার উপরই কসম প্রযুক্ত হবে। কাজেই তাকে নিশ্চয়তা কসম করতে হবে। তা ছাড়া অন্যের কাজের ক্ষেত্রে যে নিজ জানা' সম্বন্ধে কসম করার নিয়ম, সেটা তো সেই সময়, যখন বিবাদী বলে, এ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। পক্ষান্তরে যদি জানা থাকার দাবী করে, তবে নিশ্চিতরূপেই কসম করতে হয়। এ কারণেই তো আমানত গ্রহীতা যদি বলে, আমানতকারী তার মাল নিয়ে গেছে, তবে নিশ্চয়তাসহ কসম নেওয়া হয়। এমনিভাবে যাকে বিক্রির জন্য উকীল বানানো হয়েছে, সে যদি দাবী করে, তার মক্কেল মূল্য কব্‌জা করেছে। তবে এ সম্পর্কে তার জানা থাকার দাবীর কারণে তার থেকে নিশ্চয়তা সহ কসম নেওয়া হয়ে থাকে (আত-তাবয়ীন)।

৫৪. মাসআলা ঃ যদি এমন কাজ সম্পর্কে দাবী হয়, যা একদিকে থেকে তার দ্বারা ঘটিত এবং আরেক দিক থেকে অন্যের দ্বারা ঘটিত, যেমন বলল, তুমি আমার কাছ থেকে কিনেছ বা আমার কাছ থেকে ইজারা নিয়েছ বা আমার কাছ থেকে কর্জ নিয়েছ, তবে নিশ্চয়তাসহ কসম নেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

৫৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে কাযীর নিকট উপস্থিত করতঃ বলে, এই ব্যক্তির পিতা মারা গেছেন এবং তার কাছে আমার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে কাযীর কর্তব্য বিবাদীকে প্রথমে জিজ্ঞেস করা; তার পিতা কি মারা গেছেন ? যদি বলে, হ্যাঁ, তবে তার পিতার কাছে এই ব্যক্তি যে পাওনা দাবী করছে সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করবে। যদি বলে, হ্যাঁ তার পিতার কাছে এই ব্যক্তির এই পরিমাণ পাওনা আছে, তবে সে উত্তরাধিকার সম্পত্তি হতে যে অংশ লাভ করেছে, তা হতে পাওনা পরিশোধ করা হবে। সে যদি দাবী অস্বীকার করে এবং বাদী তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে তা গৃহীত হবে এবং পাওনার পক্ষে রায় দেওয়া হবে। তখন পাওনা মেটানো হবে সমস্ত উত্তরাধিকার সম্পত্তি হতে, কেবল এই ওয়ারিশের অংশ হতে নয়। বাদীর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে এবং এই পুত্র হতে কসম নেওয়ার দাবী জানায়, তবে তার জানা সম্বন্ধে তার থেকে কসম নেওয়া হবে। এটাই আমাদের ইমামগণের মত। তাকে বলা হবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল, তুমি জান যে, এই ব্যক্তি, যে অমুকের পুত্র অমুক, তোমার পিতার কাছে এই অর্থ পাবে, যা সে দাবী করছে, আর তার পরিমাণ হচ্ছে এক হাজার দিরহাম, কিংবা এর অংশ-বিশেষ। সে যদি এরূপ কসম করে, তবে তো মামলা খতম। আর যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তার অংশ হতে দেনা মেটানো হবে। যদি বলে, আমার পিতার মীরাস থেকে আমার কিছুই হস্তগত হয়নি, আর বাদীও তা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে সে কিছুই পাবে না। আর সে যদি ওয়ারিশের যে দাবী মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তবে ওয়ারিশ থেকে কসম নিশ্চয়তাসহ কসম নেওয়া হবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, তোমার পিতার সম্পদ থেকে এই একহাজার পরিমাণ বা এর অংশ বিশেষও তোমার হস্তগত হয়নি। সে এরূপ কসম করতে অস্বীকার করলে তাকে সে দেনা পরিশোধ করতে হবে। আর যদি কসম করে, তবে বাদীকে তার কিছুই দিতে হবে না।

উপরিউক্ত নিয়ম সেই ক্ষেত্রে যখন প্রথমে দেনা সম্পর্কে এবং তারপর মীরাস প্রাপ্তি সম্পর্কে কসম করবে। পক্ষান্তরে যদি তার থেকে মীরাস প্রাপ্তি সম্পর্কে কসম নেওয়া হয় এবং তার পূর্বে

বাদী তার থেকে দেনা সম্পর্কে কসম না নিয়ে থাকে, আর এখন সে তার থেকে দেনা সম্পর্কে কসম নিতে চায়, কিন্তু পুত্র বলে, আমার উপর কসম প্রযোজ্য নয়, তবে কাযী তার কথা গ্রহণ করবে না, বরং তাকে তার জানা সম্বন্ধে কসম করতে বলবে।

বাদী যদি তার থেকে প্রথমে দেনা সম্পর্কে কসম নিতে চায় এবং তখন পুত্র বলে, আমার পিতার মীরাস থেকে আমার কিছুই হস্তগত হয়নি এবং সে কারণে আমার উপর কসম প্রযোজ্য নয় আর বাদীও তার সে কথা সত্য বলে স্বীকার করে, কিন্তু তথাপি চায় দেনা সম্পর্কে তার থেকে শপথ নেওয়া হোক, তবে তার সে অধিকার থাকবে। আর বাদী যদি তার দাবী মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং চায় তার থেকে দেনা ও মীরাসপ্রাপ্তি উভয় সম্পর্কে শপথ নেওয়া হোক, তবে এ সম্পর্কে মাশাইখগণের মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে তার থেকে দু'বার শপথ নেওয়া হবে। একবার নিশ্চয়তাসহ মীরাস প্রাপ্তি সম্পর্কে এবং আরেকবার দেনা সম্পর্কে তার 'জানা' সম্বন্ধে। এটা সেই অবস্থায়, যখন ওয়ারিশ তার পিতার মৃত্যুর কথা স্বীকার করে নেয়।

ওয়ারিশ যদি তার পিতার মৃত্যুর কথা অস্বীকার করে এবং পাওনাদার চায় যে, এ বিষয়ে তার থেকে শপথ নেওয়া হোক, তবে অধিকাংশ মাশাইখের মতে তার থেকে দু'বার শপথ নেওয়া হবে। একবার মৃত্যু সম্পর্কে তার জানা সম্বন্ধে এবং একবার নিশ্চয়তাসহ মীরাস প্রাপ্তি সম্পর্কে। সে যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং সে কারণে মৃত্যু সাব্যস্ত হয়ে যায়, তবে দেনা সম্পর্কে তার জানা সম্বন্ধে কসম নেওয়া হবে। সে কসম করলে তাকে কিছুই পরিশোধ করতে হবে না। আর যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে দেনা পরিশোধ করতে হবে (আস-সাদরুশ-শাহীদ, শারহু আদাবিল-কাযী লিল-খাস্‌সাফ)।

৫৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দখলে থাকা একটি বস্তু সম্পর্কে দাবী করল, সেটা তার। তার ইচ্ছা এ সম্পর্কে বিবাদী হতে কসম নেওয়া হোক। এখন বিবাদী যদি বলে, এ বস্তুটি উত্তরাধিকার সূত্রে আমার হাতে আছে, এবং বিষয়টা কাযীর জানা থাকুক বা নাই থাকুক এবং বাদী তা স্বীকার করুক বা না-ই করুক, কিন্তু বিবাদী তার বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে এসব অবস্থায় 'জানা' সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। বিবাদীকে আদেশ করা হবে তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল যে, তুমি জান না এই মাল এই বাদীর হতে সমর্পণ করা তোমার কর্তব্য।

কাযী যদি প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত না থাকে, বাদী তা স্বীকার না করে, এবং বিবাদীও সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে, তবে কাযী তার থেকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তাসহ শপথ গ্রহণ করবে।

বিবাদী যদি কাযীকে অনুরোধ জানায় যে, এমাল যে উত্তরাধিকার সূত্রে আমার হাতে আসেনি এ সম্পর্কে বাদী হতে কসম নেওয়া হোক, তবে কাযী তার জানা সম্বন্ধে এ বিষয়ে কসম করতে বলবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, তুমি জান না এটা উত্তরাধিকার সূত্রে তার হাতে এসেছে। বাদী যদি এরূপ কসম করে, তবে উত্তরাধিকার সূত্রে এটা তার হস্তগত হওয়ার দাবী নাকচ হয়ে যাবে। তখন তার থেকে নিশ্চিতরূপে কসম নেওয়া হবে। বাদী যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তার স্বীকার করে নেওয়া হবে যে, এটা বিবাদীর হাতে উত্তরাধিকার সূত্রে পৌঁছেছে। তখন বিবাদী হতে তার জানা সম্বন্ধে কসম নেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

৫৭. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি বলে, এ মাল অমুকের কাছ থেকে ক্রয়, হিবা বা সাদাকা সূত্রে আমার হাতে এসেছে তবে তার থেকে নিশ্চয়তাসহ কসম নেওয়া হবে যে, আল্লাহ্‌র কসম এই মাল এই দাবীদারের হাতে সমর্পণ করা আমার কর্তব্য নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিবাদী যদি সূত্রের উল্লেখ ব্যতীত সাধারণভাবে ঐ মালে নিজ মালিকানা দাবী করে, তবে তখনও তার থেকে নিশ্চয়তাসহ কসম নেওয়া হবে (আয-যাখীরা)।

৫৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। অপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল গোলামটি তার এবং সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। কিন্তু গোলামটি যার দখলে আছে, তার দাবী হচ্ছে, সে গোলামটি অপর এক ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করেছে এবং সে তার হাতে এটি সমর্পণ করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী বাদীর নিকট হতে দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। সে বলবে। আল্লাহ্‌র কসম, এ গোলাম দখলদার ব্যক্তির নয় (আল-মুহীত)।

৫৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট হতে একটি ক্রীতদাসী বা অন্য কিছু ক্রয় করেছে। এমতাবস্থায় অপর কেউ এসে যদি দাবী করে যে, তার কেনার আগেই সে এটি বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করেছে, তবে যার হাতে সেটি আছে তার থেকে সূত্র সম্পর্কে তার জানা সম্বন্ধে কসম নেওয়া হবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, তোমার ক্রয়ের আগে বিক্রেতা হতে এই ব্যক্তি ক্রীতদাসটি ক্রয় করেছে বলে তুমি জান না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৬০. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি কাযীকে বলে, অনেক সময় তো এমনও হয় যে, লোকে কার থেকে একটা জিনিস কেনে এবং তারপর তাদের মধ্যে ইকালা বা অন্য কোন পন্থায় সে বিক্রি ভেঙ্গে যায়, কিন্তু পাছে কোন দায়-দায়িত্ব এসে যায় সেই ভয়ে সে তা স্বীকার করতে পারে না, তবে কাযী বিবাদী হতে কসম নেবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, তাদের মধ্যে এই ক্রীতদাসীর কোন বেচাকেনা বিদ্যমান আছে বলে তুমি জান না।

কাযী রুক্‌নুল-ইসলাম 'আলী আস-সুগ্‌দী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, সুবিবেচনা এই যে, তার থেকে এভাবে কসম নেওয়া হবে, আল্লাহ্‌র কসম এই দাবীদার যেভাবে দাবী করছে, সেভাবে যে এই ক্রীতদাসীটির মালিক নয়।

উল্লিখিত মাসআলা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী সঠিক হতে পারে, কিন্তু জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী সর্বাবস্থায় দাবীর মূল বক্তব্য সম্পর্কেই কসম নেওয়া হবে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে (আল-মুহীত)।

৬১. মাসআলা ঃ বন্ধকগ্রহীতার হাতে যদি বন্ধকের মাল থাকে এবং অন্য কোন শহরে তাদের মধ্যে সাক্ষাত হয় আর তখন বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার কাছে তার পাওনা চায়, তবে বন্ধকদাতাকে আদেশ করা হবে, যে যেন বন্ধক গ্রহীতার পাওনা মিটিয়ে দেয়। সে যদি দাবী করে, বন্ধকগ্রহীতার হাতে তার মাল ধ্বংস হয়ে গেছে, আর বন্ধকগ্রহীতা তা অস্বীকার করে, তবে তার থেকে নিশ্চিতরূপে কসম নেওয়া হবে যে, আল্লাহর কসম তা ধ্বংস হয়নি। তারা যদি বন্ধকের মাল নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির হাতে রেখে থাকে এবং তা ধ্বংস হওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে বন্ধকগ্রহীতা সে বিষয়ে তার 'জানা' সম্বন্ধে কসম করবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৬২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও নিকট একটি পশু আমানত রাখল। আমানতগ্রহীতা তাতে সওয়াব হল। এরপর সেটি মারা গেল। আমানত গ্রহীতা বলল, আমি তার পিঠ থেকে নামার পরে সেটি মারা গেছে কিন্তু আমানতকারী বলল, না, সেটি মারা গেছে তুমি নামার আগে, তবে কসমের সাথে আমানতকারীর কথাই গৃহীত হবে। এক্ষেত্রে তার থেকে কসম নেওয়া হবে এভাবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল, তুমি জান না যে, সেটি মারা গেছে নামার পর (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৬৩. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি চুক্তি করল, আজ তারা যা কিনবে বা এই শহরে যা কিনবে বা এই বছর যা কিনবে তারা যৌথভাবে তার মালিক। তারা বিশেষভাবে কোন কোন মালের কারবার করবে তা নির্দিষ্ট করল আর সময় হয়ত নির্দিষ্ট করল অথবা করল না। তাদের এ যৌথ কারবার জাইয হবে। এখন তাদের একজন যদি বলে, আমি একটি মাল কিনেছিলাম, কিন্তু সেটি হারিয়ে গেছে আর এভাবে যে তার শরীক থেকে অর্ধেক মূল্য আদায় করতে চায়। কিন্তু তার ক্রয়ের দাবী শরীক অস্বীকার করে, তবে কসমের সংগে শরীকের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। ক্রয়ের অস্বীকারকারী হতে এভাবে কসম নেওয়া হবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে বল যে, তুমি জান না যে, সে ওই মাল কিনেছিল।

হাকিম আবূ মুহাম্মদ (র) বলতেন, এ ক্ষেত্রে এভাবে কসম নেওয়া বাঞ্ছনীয় যে, আল্লাহ্‌র নামে বল, তুমি জান না যে, তোমাদের যৌথ কারবারের অধীনে সে এ মাল কিনেছিল (আল-মুহীত)।

৬৪. মাসআলা ঃ যে সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্তরূপে কসম করা ওয়াজিব, কিন্তু কসম নেওয়া হয় তার নিজ জানা সম্বন্ধে যে কসম গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই এরূপ কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে, সে অস্বীকৃতির কারণে তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া যাবে না এবং কসম করলেও তাদ্বারা সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে না। পক্ষান্তরে যে সকল ক্ষেত্রে অস্বীকারকারীর নিজ জানা সম্বন্ধে কসম নেওয়ার বিধান, সেসব ক্ষেত্রে যদি চূড়ান্তরূপে কসম নেওয়া হয়, তবে সে কসম গ্রহণযোগ্য হবে। কাজেই এরূপ কসম দ্বারা সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে সে অস্বীকৃতির কারণে তার বিরুদ্ধে রায় চলে যাবে। কেননা চূড়ান্তরূপে কসম করাটা (জানা সম্বন্ধে কসম করা অপেক্ষা) বেশী শক্তিশালী কসম। কাজেই এটা সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য এর বিপরীত কসম এ পর্যায়ের নয় (আল-তাবয়ীন)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কার উপর কসম প্রযোজ্য, কার উপর প্রযোজ্য নয় এবং কার পক্ষে কসম করা বৈধ, করা পক্ষে বৈধ নয়।

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি সম্বন্ধে দাবী করল যে, সে তার কন্যাকে তার (বাদীর) কাছে বিবাহ দিয়েছে, আর কন্যাটি অপ্রাপ্ত বয়স্কা, কিন্তু পিতা (বিবাদী) তা অস্বীকার করল। এখন বাদী যদি তার থেকে কসম নিতে বলে, তা নেওয়া যাবে কি? মামলাকালে যদি মেয়েটি বালিকাই থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পিতা হতে কসম নেওয়া যাবে না। সাহিবাইনের মতে পিতা হতে কসম নেওয়া যাবে। মামলাকালে যদি মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্কা হয়, তবে তিনও ইমামের মতে পিতা হতে কসম নেওয়া হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে মেয়েটিকে কসম করতে বলা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও কাছে কোন পাওনা দাবী করে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে, তারপর বিবাদী কাযীকে বলে, বাদীকে কসম করতে বলুন যে, তার দাবী সত্য বা তাকে কসম করতে বলুন যে, তার সাক্ষিগণ সত্য সাক্ষই দিয়েছে, তবে তার কথা অনুযায়ী এরূপ সাক্ষ্য নেওয়া হবে না। এমনিভাবে শরীআতের বিধানের পরিপন্থী কোন ক্ষেত্রেই সাক্ষ্য নেওয়া যাবে না। বিবাদী যদি বলে, সাক্ষীদেরকে আদেশ করুন, তারা যেন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে যে, তারা সত্য সাক্ষ্যই দিয়েছে, তবে এরূপ শপথও নেওয়া হবে না (আল-খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি বলে, এই সাক্ষীই তার এ সাক্ষ্যদানের আগে এসে স্বীকার করেছিল যে, আমিই এই জমির মালিক, কাজেই তার থেকে বা বাদীর থেকে কসম নেওয়া হোক, তবে তাদের থেকে কসম নেওয়া হবে না। এমনিভাবে সাক্ষী যদি সাক্ষ্য অস্বীকার করে, তবে কাযী তার থেকে কসম নেবে না। এমনিভাবে যদি বলে, এই সাক্ষী তার, এই সাক্ষ্যদানের আগে আমার কাছে এসে দাবী করেছিল এ জমি তার কাজেই তার থেকে বা বাদীর থেকে কসম নেওয়া হোক, তবে এক্ষেত্রেও তাদের থেকে কসম নেওয়া হবে না। এমনিভাবে বাদী যদি কাযীকে অনুরোধ জানায়, যেন তিনি বিবাদীকে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলতে বলেন যে, যে সত্য কসমই করেছে, তবে কাযী তার সে অনুরোধ রক্ষা করবে না (খিযানাতুল মুফতীন)।

৪. মাসআলা ঃ পিতা তার নাবালক পুত্রের কাছে কিছু দাবী করলে সে ব্যাপারে তার থেকে কসম নেওয়া যাবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলিভুক্ত জমিতে নিজ মালিকানা দাবী করে আর দখলিকার ব্যক্তি বলে, এটা আমার অমুক নাবালক পুত্রের, তবে তার থেকে এ ব্যাপারে কসম নেওয়া হবে না। যদি তাকে কসম করতে বলা হয়, আর সে অস্বীকার করে, তবে তার সে অস্বীকৃতিও শুদ্ধ হবে না।

বাদী যদি বলে, এই ব্যক্তি এই বাড়ি সম্পর্কে তার নাবালক পুত্রের পক্ষে স্বীকারোক্তি দিয়ে আমার বাড়িটি ধ্বংস করেছে কাজেই সে কসম করতে অস্বীকার করলে তাকে এর দায়ভার বহন করতে হবে, সুতরাং তাকে কসম করতে বলা হোক, তবে এরূপ ক্ষেত্রে তাকে কসম করতে বলা হবে কি ? ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তাকে কসম করতে বলা হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার থেকে কসম নেওয়া হবে। কেননা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে স্থাবর সম্পত্তি গসব করলে তার জরিমানা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়।

শায়খ আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল-ফাযল (র) বলেন, বিবাদী যদি নাবালক পুত্রের পক্ষে স্বীকারোক্তি দেয় (অর্থাৎ সে যদি বলে, এ জমি আমার অমুক নাবালক পুত্রের তবে তাতে সে কসম হতে নিষ্কৃতি পাবে না।

কাযী ইমাম আবূ আলী আন-নাসাফী (র) বলেন, বিবাদী কোন শিশুর পক্ষে স্বীকারোক্তি দিলে তার উপর আর কসম প্রযোজ্য হয় না, তাতে শিশুটি তার নিজের পুত্র হোক বা অন্য কারও।

বিবাদী যদি বলে, এ বাড়িটি আমার অমুক সাবালক পুত্রের, যে এখন দেশে উপস্থিত নেই, তবে তার এই স্বীকারোক্তি এবং অনাত্মীয়। কোন ব্যক্তির পক্ষে দেওয়া স্বীকারোক্তি একই পর্যায়ের। এর ফলে তার উপর থেকে কসম রহিত হয়ে যায় না। সুতরাং তাকে যদি কসম করতে বলা হয় এবং সে কসম না করে, তবে বাড়িটি বাদীর হাতে সমর্পণ করা হবে। এরপর অনুপস্থিত পুত্র যদি ফিরে আসে এবং পিতার স্বীকারোক্তি তাসদীক করে তবে, তার পক্ষে যেহেতু আগেই স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে, তাই বাড়িটি তার হস্তগত করার অধিকার থাকবে।

এমনিভাবে যার মতে নাবালক পুত্রের পক্ষে স্বীকারোক্তি দিলে বিবাদী হতে কসম রহিত হয় না, তার মতানুযায়ী বিবাদীকে কসম করতে বলা হবে। সে কসম করতে অস্বীকার করলে বাড়িটি বাদীকে সমর্পণ করা হবে। এরপর শিশুটি যদি বালেগ হওয়ার পর বাড়িটি দাবী করে, তবে তখন বাড়িটি তাকেই দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি প্রতিবেশী হিসেবে শুফ'আর দাবী করল। কাযী বিবাদীকে জিজ্ঞেস করল, এই ব্যক্তি দাবী সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী? সে বলল, এ বাড়িটি আমার এই

শিশু পুত্রের। পুত্রের পক্ষে তার এ স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে কি ? হ্যাঁ তার এ স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে। শাফী' যদি কাযীকে বলে, তার থেকে আল্লাহ্‌র নামে কসম নিন যে, আমি এ বাড়ির শাফী' নই, তবে কাযী তার থেকে এই কসম নেবেন না। শাফী' যদি ঐ বাড়ির বেচাকেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে পিতাকেই প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করা হবে এবং তার বিপরীতে বাদীর সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহীত হবে (আল-ফুসূলুল 'ইমাদিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দখলভুক্ত একটি গোলাম সম্পর্কে নিজ মালিকানা দাবী করল। দখলকার ব্যক্তি বলল, গোলামটি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির, সে এটি আমার কাছে আমানত রেখেছে। কিন্তু সে তার এ বক্তব্যের পক্ষে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল না। ফলে সে দাবীদার ব্যক্তির প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হল। কাজেই এখন বাদী যদি তার থেকে তার বক্তব্যের সপক্ষে কসম নিতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার আছে। যে কসম করলে তো মামলা চুকে যাবে। আর যদি কসম না করে, তবে বাদীর দাবী অনুযায়ী রায় দেওয়া হবে। বিবাদী প্রথমে যার পক্ষে গোলামটির মালিকানা স্বীকার করেছিল, সে যদি এ রায়ের পর ফিরে আসে, তবে বাদীর নিকট হতে সে গোলামটি হস্তগত করতে পারবে, তবে তখন বাদীকে বলা হবে এখন এই ব্যক্তির সংগে তোমার মামলা চালানোর অধিকার আছে। সে যদি তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তো গোলামটি তারই থাকবে। পক্ষান্তরে তার যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে এই ব্যক্তিকে কসম করতে বলা হবে। সে কসম করলে তার বিরুদ্ধে বাদীর মামলা খারিজ হয়ে যাবে। আর কসম করতে অসম্মতি জানালে কাযী বাদীর পক্ষে রায় দেবে যে, গোলামটি তারই। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন প্রথম বিবাদী তার পক্ষে গোলামটির মালিকানা স্বীকার করবে এবং তারপর বাদীর দাবীর মুখে কসম করতে অস্বীকার করবে। পক্ষান্তরে সে যদি প্রথমে কিছুই না বলে এবং বাদীর ইচ্ছানুযায়ী তাকে কসম করতে বলা হয়, কিন্তু সে কসম না করে, ফলে বাদীর পক্ষে রায় দেওয়া হয় এবং তারপর সে স্বীকার করে যে, গোলামটি অমুক ব্যক্তির তবে তার এ স্বীকারোক্তি বৈধ হবে না এবং এ কারণে সেই ব্যক্তিকে তার কোন জরিমানাও পরিশোধ করতে হবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে একটি ক্রীতদাস আছে এবং তার বক্তব্য হচ্ছে, এটি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি আমার কাছে আমানত রেখেছে। সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। অপর এক ব্যক্তি তাতে নিজ মালিকানা দাবী করল এবং বলল, সে এটি তোমার কাছে আমানত রাখার পর আমার কাছে বিক্রি করেছে বা আমাকে হিবা করেছে। কিন্তু বিবাদী তা অস্বীকার করল। এ রূপ ক্ষেত্রে বিবাদীর উপর কসম আরোপিত হবে। সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, এটি সে তোমার কাছে বিক্রি করেনি এবং তোমাকে হিবাও করেনি (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৯. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি এমন শিশু হয়, যার জন্য লেনদেন নিষিদ্ধ, এবং বাদীর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে সে শিশুকে কাযীর আদালতে উপস্থিত করার কোন অধিকার বাদীর থাকবে না। কেননা এমন শিশুর উপর কসম প্রযোজ্য নয়, যেহেতু সে কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে সে স্বীকৃতির ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া যায় না।

বাদীর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে আর সে দাবী করে যে, শিশুটি তার সম্পদ ধ্বংস করেছে, তবে তাকে কাযীর আদালতে হাযির করার ইখতিয়ার তার থাকবে। কেননা শিশুকে তার নিজ কর্মের জন্য পাকড়াও করা যায়। তা ছাড়া সাক্ষিগণ যখন সাক্ষ্য দেবে তখন তার প্রতি তাদের ইশারা করা অপরিহার্য। অবশ্য তখন শিশুর সংগে তার পিতাকেও উপস্থিত হতে হবে। যাতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিশুর উপর কোন দায় বর্তালে পিতাকে শিশুর সম্পদ থেকে তা আদায় করার আদেশ দেওয়া যায় (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১০. মাসআলা ঃ প্রতিপক্ষ যদি লেনদেনের অনুমতিপ্রাপ্ত শিশু হয়, তবে সাবালকের মত তার থেকেও কসম নেওয়া যাবে। আমরা এ মতই গ্রহণ করে থাকি। মুকাতাব ও ব্যবসায়ী গোলামেরও একই হুকুম। যে গোলামকে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে, কসমের ব্যাপারে সে ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামেরই মত। অর্থাৎ তার থেকে কসম নেওয়া যাবে। এরপর দেয় অর্থ যদি কোন মাল নষ্ট করার কারণে অবধারিত হয়ে থাকে, তবে তার বদলে গোলামটি বিক্রি করা হবে। আর যদি তা এমন অর্থ হয়ে থাকে যে কারণে তাকে কেবল তার মুক্তিলাভের পরেই ধরা যায়। যেমন মুনীবের অনুমতি ছাড়া সে বিবাহ করেছিল এবং তার মোহরানা দেনা হয়ে আছে কিংবা সে কারও কাফীল (জামিন) হয়েছিল, তো এরূপ ক্ষেত্রে তার থেকে কসম নেওয়া হবে। কসম করলে তার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে যাবে। আর কসম করতে অস্বীকার করলে কিংবা দাবী স্বীকার করে নিলে তাকে তার মুক্তিলাভের পরে ধরা যাবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১১. মাসআলা ঃ মেয়াদী ঋণ সম্পর্কে আমাদের মাশাইখগণের মধ্যে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মত এই যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে ব্যাপারে কোন কসম নেওয়া যাবে না (আল-খুলাসা)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে অমুক ব্যক্তি মারা গেছে এবং সে এই ব্যক্তিকে তার ওয়াসী বানিয়ে গেছে, কিন্তু সেই ব্যক্তি বলে, সে আমাকে ওয়াসী বানায়নি, তবে এ ব্যাপারে তাকে কসম করতে বলা হবে না। এমনিভাবে যদি দাবী করে সে অমুকের উকীল, তখনও একই বিধান। এমনিভাবে যদি কোন 'স্বর্নকার' দাবী করে অমুক ব্যক্তি আমাকে এই জিনিস তৈরির অর্ডার করেছে, তবে অর্ডারদাতা থেকে কসম নেওয়া হবে না (শারহু-আদাবিল কাযী লিল-খাস্‌সাফ)।

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাউকে কোন মাল তৈরির অর্ডার দিল এবং তারপর তাদের মধ্যে সে মাল নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। অর্ডার দাতা বলল, আমি যেমন বলেছিলাম তেমন বানাওনি আর কারিগর বলল, সে রকমই বানিয়েছি। এ ক্ষেত্রে কি কসম প্রযোজ্য ? ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, না যেক্ষেত্রে তাদের একজনের থেকে অপরজনের কসম গ্রহণের অধিকার নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে দেনার দাবী করে এবং ওয়াসীকে কাযীর নিকট উপস্থিত করে, কিন্তু তার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে দেখতে হবে ওয়াসী ওয়ারিশও কি না। সে ওয়ারিশ হয়ে থাকলে তার থেকে কসম নেওয়া হবে। আর ওয়ারিশ না হলে তার উপর কসম প্রযোজ্য নয় (আয-যাখীরা)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে। এই ব্যক্তির কাছে অমুক গোত্রীয় অমুকের পুত্র অমুকের নামে এক হাজার দিরহাম আছে এবং এ দিরহামগুলো আম্যর আর অমুকের গোত্রী সেই ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, এ অর্থ আমার, দলীলে তার নাম ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র আর যার নাম এ অর্থ আছে, সে আমাকে এটা কব্‌জার এবং প্রয়োজনে মামলার উকীল বানিয়েছে, তবে তার হাতে এ অর্থ সমর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে, যদি বিবাদী তার দাবী সত্য বলে তাসদীক করে। অবশ্য এ রায় অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে না। কাজেই সে উপস্থিত হয়ে যদি এসব অস্বীকার করে, তবে বিবাদীর নিকট হতে তার তা বুঝে নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। আর বিবাদী তা প্রথম বাদী হতে আদায় করে নেবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি দাবীর সব কিছুই অস্বীকার করে, ফলে বাদী কাযীকে বলে, আপনি আমার দাবী সম্পর্কে তার থেকে কসম গ্রহণ করুন, তবে কাযী প্রথমে বাদীকে আদেশ করবে, তুমি যে দাবী করছ বা, ঐ ব্যক্তি তোমার পাওনা স্বীকার করেছে এবং সে তোমাকে এটা কব্‌জা করার জন্য উকীল বানিয়েছে, এর সপক্ষে তুমি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ কর। তাকে এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করতে হবে যে, সে অমুকের উকীল, যাতে সে মামলার বাদী সাব্যস্ত হতে পারে। সে এরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারলে সে মামলার বাদী সাব্যস্ত হবে। এরপর যদি সে অর্থ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তবে তা গৃহীত হবে এবং বিবাদী হতে সে তার বর্ণিত অর্থ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে তার পক্ষে প্রদত্ত রায় অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হবে। কাজেই সে এসে যদি এসব অস্বীকার করে, তবে বিবাদী হতে তার সে অর্থ হস্তগত করার অধিকার থাকবে না।

বাদীর যদি অর্থ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে এবং আর প্রতিবাদী হতে কসম নিতে চায়, তবে কাযী তাকে বলবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল, তোমার কাছে অমুক গোত্রীয় অমুকের পুত্র অমুকের নিজের বা তার নামে এক হাজার দিরহাম নেই, যা অমুকের পুত্র অমুক উল্লেখ করেছে কিংবা এর অংশ-বিশেষও নেই।

বাদীর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক তাকে উকীল নিয়োগ করা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে এবং সে কাযীকে বলে, এই বিবাদী জানে যে, অমুক ব্যক্তি, যার নামে এ অর্থ গচ্ছিত আছে, আমাকে উকীল বানিয়েছে, কাজেই এ বিষয়ে আপনি তার কাছ থেকে কসম নিন, তবে কাযী তাকে বলবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল যে, অমুক গোত্রীয় অমুকের পুত্র অমুক এই ব্যক্তিকে তার দাবীর বিষয়ে উকীল নিযুক্ত করেছে বলে তুমি জান না। সে কসম করলে তো মামলা এখানেই খতম। আর কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে প্রকারান্তরে তার স্বীকার করে নেওয়া হবে যে, এই ব্যক্তি তার উকীল। সুতরাং উকীল বাদী এবং সে প্রতিবাদী সাব্যস্ত হবে।

বাদী যদি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, এ অর্থের মালিক যে, কিন্তু উকীল নিযুক্ত সম্পর্কে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে তাদের মধ্যে মামলা চলতে পারে না। সে যদি কাযীকে বলে, তার থেকে এ সম্পর্কে কসম নেওয়া হোক, তবে কাযী তার থেকে উপরিউক্ত নিয়মে কসম নেবে। যে কসম করলে তো মামলা এখানেই শেষ, কিন্তু কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে সে ওকালাত স্বীকারকারী এবং অর্থের অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হবে। যদি সুস্পষ্ট ভাষায় ওকালাত স্বীকার করে নেয় অথবা কসম করতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, সে ওকালাত স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু অর্থের ব্যাপারটা অস্বীকার করে, তবে বাদীর তার থেকে অর্থ সম্পর্কে কসম গ্রহণের অধিকার সাব্যস্ত হবে এবং এভাবে সে তার থেকে অর্থ হস্তগত করারও অধিকার পাবে, কিন্তু মামলা করার ব্যাপারে সে একটি পক্ষের মর্যাদা পাবে না। সুতরাং অর্থ সম্পর্কে বিবাদী হতে শপথ গ্রহণের আগে বা তার পরে যদি বাদী তার বিরুদ্ধে অর্থ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে চায়, তবে তা শ্রবণযোগ্য হবে না। নিম্নের মাসআলাটি এর একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে।

আমাদের ইমামগণ বলেন, এক ব্যক্তি দাবী করল, অমুক গোত্রীয় অমুকের পুত্র অমুক তাকে উকীল বানিয়েছে, যাতে সে অমুকের কাছে তার যত প্রাপ্য আছে তা তার কাছে দাবী করে আর তার কাছে তার এক হাজার দিরহাম প্রাপ্য। বিবাদী ওকালাত স্বীকার করল কিন্তু প্রাপ্যের বিষয়টা অস্বীকার করল। এখন যদি বাদী বলে তার কাছে যে তার এই পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য সে সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব, তবে এ ব্যাপারে সে একজন পক্ষ সাব্যস্ত হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিবাদী যদি প্রাপ্যের কথা স্বীকার করে তবে কাযী তাকে তা তার হাতে সমর্পণের আদেশ দেবে। যদি স্বীকার না করে এবং বাদী চায় তার থেকে কসম নেওয়া হোক, তবে কাযী তার থেকে কসম নেবে। এর পরে অনুপস্থিত ব্যক্তি এসে যদি ওকালাতের কথা অস্বীকার করে, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আলোচ্য মাসআলাটিও ঠিক সেই রূপের।

১৭. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি প্রাপ্য অর্থের কথা স্বীকার করে, কিন্তু ওকালাতের কথা অস্বীকার করে, ফলে বাদী ওকালাত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে সে পূর্ণাঙ্গরূপে মামলার একজন পক্ষ সাব্যস্ত হবে। কাজেই বিবাদীকে আদেশ করা হবে, সে যেন দাবীর অর্থ তার হাতে সমর্পণ করে। ওকালাত সম্পর্কে যদি বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে এবং সে চায়, বিবাদী হতে এ সম্পর্কে কসম নেওয়া হোক, তবে উপরে বর্ণিত নিয়মে তাকে কসম করতে বলা হবে, সে কসম করলে মামলাটি এখানেই শেষ হয়ে যাবে। আর সে কসম করতে অস্বীকার করলে ওকালাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তবে তা কেবলই প্রাপ্য অর্থ হস্তগত করার ব্যাপারে মামলা চালানোর ব্যাপারে নয় এবং অনুপস্থিতি ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফায়সালা দানের ব্যাপারেও নয় (আস-সাদরুশ-শাহীদ, শারহু-আদাবিল-কাযী লিল-খাস্‌সাফ)।

১৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে তার শুফ্‌'আর দাবী জানানোর জন্য উকীল নিযুক্ত করে কিন্তু ক্রেতা দাবী করে যে, তার মুআক্কিল শুফ্‌'আর দাবী প্রত্যাহার করেছে, জমি তাকে ছেড়ে দিয়েছে এবং সে মতে তার ইচ্ছা কাযী উকীলের নিকট থেকে কসম গ্রহণ করুন, তবে কাযী তার ইচ্ছানুযায়ী উকীলকে কসম করতে বলবে না। যদি দাবী করে যে, উকীলই শুফ্‌'আর দাবী পরিত্যাগ করেছিল, তবে দেখতে হবে সে তা কখন পরিত্যাগ করেছিল বলে দাবী করছে। যদি বলে, বিচার-মজলিস ছাড়া অন্য কোথাও বসে সে এটা পরিত্যাগ করেছে, তবে উকীলকে কসম করতে বলা হবে না। আর যদি বিচার-সভায়ই পরিত্যাগ করেছিল বলে দাবী করে, কিন্তু উকীল তা অস্বীকার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে তার থেকে কসম নেওয়া হবে এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে কসম নেওয়া হবে না (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ যে সকল ক্ষেত্রে বিবাদী দাবী স্বীকার করে নিলে তার প্রতি তা অবধারিত হয়ে যায়, যেসব ক্ষেত্রে সে যদি তা অস্বীকার করে, তবে তার থেকে শপথ গ্রহণ বিধেয়-কেবল তিনটি মাসআলা ব্যতিক্রম ঃ

এক. কোন মাল কেনার জন্য যাকে উকীল নিযুক্ত করা হয়েছে, সে যদি কেনা মালের মাঝে দোষ পায় এবং সে কারণে মাল ফেরত দিতে চায় আর বিক্রেতা তার থেকে এই মর্মে আল্লাহ্‌র নামে কসম নিতে চায় যে, মুআক্কিল দোষসহ এ মাল রেখে দিতে সম্মত বলে সে জানে না, তবে উকীলকে এরূপ কসম করতে বলা হবে না উকীল নিজেই যদি তা স্বীকার করে, তবে তার জন্য তা রাখা অপরিহার্য হয়ে যাবে এবং ফেরত দেওয়ার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

দুই. বাদী যদি দাবী করে, মুআক্কিল দোষসহ রাখতে রাযী আছে (কিন্তু উকীল তা অস্বীকার করে) তবে উকীল থেকে সে বিষয়ে কসম নেওয়া হবে না। কিন্তু সে তা স্বীকার করলে রাখা অবধারিত হয়ে যাবে।

তিন. ঋণের অর্থ কব্‌জা করার জন্য যাকে উকীল নিযুক্ত করা হয়েছে, দেনাদার যদি তার কাছে দাবী করে যে, মুআক্কিল তাকে দেনার দায় থেকে মুক্ত করে দিয়েছে আর সেমতে যে উকীল থেকে কসম নিতে চায়, তবে তার জানা সম্বন্ধে সে বিষয়ে কসম নেওয়া হবে না। হ্যাঁ, যে নিজেই তা স্বীকার করলে তার পক্ষ হতে তা অবধারিত হয়ে যাবে (আল-খুলাফা)।

১৯. মাসআলা ঃ কোন্ মুসলিম যদি কোন যিম্মীর কাছে সুনির্দিষ্ট মদ-প্রাপ্য বলে দাবী করে, তবে সে দাবী বৈধ হবে। যিম্মী তা অস্বীকার করলে তার থেকে শপথ নেওয়া হবে। যদি দাবী করে সে তার মদ নষ্ট করে ফেলেছে আর যিম্মী তা অস্বীকার করে। তবে এ ব্যাপারে তার থেকে কসম নেওয়া হবে না (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

২০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে কোন পাওনা দাবী করল, কিন্তু বিবাদী তা অস্বীকার করল। তারপর সেই মজলিসেই বাদী দাবী করল যে, তুমি এটা পরিশোধের ব্যাপারে আমার কাছে সময় চেয়েছিলে এবং তার দ্বারা তোমার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, তোমার কাছে আমার পাওনা আছে। কিন্তু বিবাদী দেনা ও সময় বাড়ানোর অনুরোধ উভয়টাই অস্বীকার করল। এরূপ ক্ষেত্রে কেবল দেনা সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে সময় বাড়ানোর অনুরোধ সম্পর্কে নয়। কেননা সময় বাড়ানোর অনুরোধ দ্বারা দেনা স্বীকার করে নেওয়া হয়। আর বিবাদীর স্বীকারোক্তি বাদীর পক্ষে একটা প্রমাণ। আর বাদীর প্রমাণ সম্পর্কে বিবাদী হতে কসম নেওয়া যায় না। এজন্যই তাকে এরূপ কসম করতে বলা হয় না যে, তুমি আল্লাহ্র নামে বল, বাদীর কোন প্রমাণ নেই।

এ জাতীয় মাসাইলের ক্ষেত্রে মূলনীতিএই যে, ব্যক্তি থেকে তার প্রতিপক্ষের হক সম্পর্কে বা হকের সূত্র সম্পর্কে শপথ নেওয়া যায়। এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। প্রতিপক্ষের প্রমাণ সম্পর্কে শপথ নেওয়ার বিধান নেই (আয-যাখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির অপর এক সংগে যৌথ কারবার ছিল এবং সেই সূত্রে সে তার কাছে পাওনা দাবী করল, কিন্তু বিবাদী তা অস্বীকার করল। তারপর বিবাদী বলল, আমার কাছে যৌথ কারবার সূত্রে তোমার এত টাকা ছিল, কিন্তু আমি তা তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। বাদী তার পরিশোধ ও নিজের কবযা করার কথা অস্বীকার করল। তো এক্ষেত্রে বিবাদী যদি যৌথ কারবার এবং সে সূত্রে তার কাছে আদৌ কোন পাওনা থাকার কথা অস্বীকার করে, যেমন বলল, তোমার ও আমার মধ্যে কখনও যৌথ কারবার ছিলই না এবং যৌথ কারবার সূত্রে আমি কখনও তোমার কাছ থেকে কোন অর্থ ও গ্রহণ করিনি, তবে কব্জা সম্পর্কে বাদীর উপর কসম প্রযোজ্য হবে না। বিবাদী যদি অস্বীকার করার সময় বলে, আমার কাছে যৌথ কারবারের কোন অর্থ নেই, তবে তখন বাদীকে কসম করতে বলা হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২২. মাসআলা ঃ মুদারিব (ব্যবসায়ের জন্য যাকে টাকা দেওয়া হয়েছে) ও ব্যবসায়ের অংশীদার যদি অর্থ পরিশোধের দাবী করে এবং মূলধনদাতা ও অপর শরীক তা কব্জা করার কথা অস্বীকার করে, তবে মুদারিবও যে শরীকের কাছে অর্থ ছিল, তার থেকে কসম নেওয়া হবে।

ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধের দাবী করে এবং বিক্রেতা তা অস্বীকার করে, তবে ক্রেতার অনুরোধক্রমেই কাযী বিক্রেতা হতে কসম নিতে পারে। ক্রেতার ইচ্ছা ছাড়াই যদি কাযী তার থেকে কসম নেয় এবং তারপর ক্রেতা তার থেকে পুনরায় কসম নেয়াতে চায়, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে। তারপর যদি বিক্রেতা কসম করে বলে যে, সে মূল্য বুঝে পায়নি আর ক্রেতা বলে যে, মূল্য পরিশোধ সম্পর্কে সে তার সাক্ষীদের নিয়ে আসেনি, তবে কাযী ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবে না, বরং তাকে তিন দিনের সুযোগ দেবে, যদি সে তার সাক্ষিগণ দেশে আছে বলে দাবী করে। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, আমার সাক্ষিগণ দেশে উপস্থিত নেই, তবে রায় দেওয়া হবে যে, তাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং তাকে সময়ও দেওয়া হবে না (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি যৌথ কারবারে তার প্রাপ্য অংশ বা মুদারাবার চুক্তিতে প্রদত্ত মূলধন কিংবা আমানতের মাল দাবী করে এবং বিবাদী বলে, আমি তা পরিশোধ করেছি, তবে কসমের সংগে তার কথা গৃহীত হবে। যদি মূলধন দাতা, আমানতকারী বা অপর শরীক কসম করে বলে, আমি তো বুঝে পাইনি, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি ঋণ বা বিক্রিত মালের দাম দাবী করে এবং বিবাদী বলে, আমি তা পরিশোধ করেছি, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি ঋণদাতা ও বিক্রেতা কসম করে বলে, আমি তা পাইনি তবে তা গৃহীত হবে।

মোদ্দাকথা যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির হাতে দাবীর অর্থ আমানতস্বরূপ থাকে, সে ক্ষেত্রে পরিশোধ করা সম্পর্কে কসমের সংগে তার কথাই গৃহীত হবে। এমনিভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণও তারটাই গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে তা যদি কোন কিছুর বদল হিসেবে থাকে, তবে পরিশোধ সম্পর্কে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তার কসম গ্রহণযোগ্য নয় (আল- ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে, সে আমার সম্পদ ধ্বংস করেছে, তারপর সে কাযীকে তার থেকে কসম নেয়ার অনুরোধ করে, তবে কাযী তার থেকে কসম নেবে না। এমনিভাবে যদি বলে, সে আমার ব্যবসায়ের অংশীদার ছিল, কিন্তু সে মুনাফার ক্ষেত্রে খিয়ানত করেছে, কিন্তু তা কী পরিমাণ আমি জানি না, তবে তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করা হবে না।

এমনিভাবে যদি বলে, আমি খবর পেয়েছি অমুকের পুত্র অমুক তার সম্পত্তির ব্যাপারে আমাকে ওয়াসী বানিয়েছে, কিন্তু সম্পত্তির পরিমাণ আমি জানি না, সে চায় ওয়ারিশ থেকে কসম নেওয়া হোক, তবে কাযী তার কথা গ্রহণ করবে না।

এমনিভাবে দেনাদার যদি বলে, আমি আমার দেনার কিয়দংশ পরিশোধ করেছি, কিন্তু কী পরিমাণ করেছি তা আমি জানি না বা ভুলে গেছি, এবং সে পাওনাদার হতে কসম নিতে চায় তবে তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করা হবে না।

শামসুল-আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, 'অজ্ঞতা' এর কারণে যেমন সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয় না, তেমনি এটা কসম গ্রহণের পক্ষেও অন্তরায়। অবশ্য ইয়াতীমের ওয়াসী ও ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী সম্পর্কে যদি কাযীর সন্দেহ থাকে এবং তার কাছে যা দাবী করা হয়, তাতে অজ্ঞতা থাকে (অর্থাৎ তা সুনির্দিষ্ট না হয়) তবে ওয়াক্ফও ইয়াতীমের স্বার্থে কাযী তার থেকে কসম নেবেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারো দখলে থাকা ঘরের মালিকানা দাবী করে বললো যে, কিন্তু এই ব্যক্তি তাকে তার স্বত্ব ভোগে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু বিবাদী বলল, সেটি এটি সুনির্দিষ্ট খাতে ওয়াক্ফ করেছে। এক্ষেত্রে সেটা ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। অবশ্য তার থেকে বাদীর কসম গ্রহণের অধিকার থাকবে। সে কসম করলে তো দায়মুক্ত হবে যাবে আর যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। বাড়িটি তাকে হস্তান্তর করা হবে না। এমনিভাবে যদি বিবাদী এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি সুনির্দিষ্ট খাতে ওয়াক্ফ করা হয়েছে, কিন্তু কে ওয়াক্ফ করেছে তা উল্লেখ না করে, তবে এর দ্বারা তার থেকে কসম প্রতিহত হবে না। তার স্বীকারোক্তি দ্বারাই ওয়াক্ফ প্রমাণিত হবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ অপ্রাসংগিক সাব্যস্ত হবে, যার কোন প্রয়োজন নেই। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন সে বলবে, এটা ওয়াক্ফ সম্পত্তি। পক্ষান্তরে যদি বলে, এটা সুনির্দিষ্ট খাতে ওয়াক্ফ করেছি এবং বাদীর ইচ্ছা তার থেকে কসম নেওয়া হোক, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কাযী তার থেকে কসম নেবেন, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। যদি সে

ঘরটি হস্তগত করার লক্ষ্যে তার থেকে কসম নিতে চায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমেই তার থেকে কসম নেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারেই ফাত্ওয়া (আল-খুলাসা)।

২৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে দাবী করল যে, সে তার থেকে একটা কাপড় গসব (জবরদখল) করেছে। গসবকারীও তা স্বীকার করল। কিন্তু তাদের মধ্যে কাপড়টির মূল্য নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। কাপড়ের মালিক বলল, আমার কাপড়ের দাম একশ' টাকা এবং গসবকারী বলল, আমি জানি না সেটির দাম কত ছিল, কিন্তু এটা জানি যে, তার দাম একশ' টাকা ছিল না। এক্ষেত্রে কসমের সাথে গসবকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য। অবশ্য তাকে মূল্য ব্যাখ্যা করতে বলা হবে। সে তা ব্যাখ্যা না করলে তাকে বাদীর দাবীকৃত অতিরিক্ত মূল্য সম্পর্কে কসম করতে বলা হবে। সে যদি কসম করে এবং যার থেকে সে গসব করেছে তার দাবী প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে 'আল-ইস্তিহ্লাফ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, যার থেকে গসব করা হয়েছে, সে কসম করে বলবে যে, কাপড়টির মূল্য একশ' টাকা (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ বিক্রেতা যদি মূল্য কব্জা করার কথা স্বীকার করে, তারপর আবার বলে, আমি তা কব্জা করিনি এবং সে চায় যে, ক্রেতা হতে কসম নেওয়া হোক, তবে তার কথা গৃহীত হবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ইস্তিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) অনুযায়ী তার থেকে কসম নেওয়া হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কিয়াস অনুযায়ী তার থেকে কসম নেওয়া হবে না–।

২৮. মাসআলা ঃ এই জাতীয় কয়েকটি মাসআলা আছে। এক, একটি তো উপরে বর্ণিত মাসআলা দুই, দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, একব্যক্তি স্বীকার করল, সে তার বাড়ি বিক্রি করেছে। তারপর বলল, আমি বিক্রির কথা স্বীকার করেছিলাম বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি বিক্রি করিনি। তারপর সে ক্রেতা হতে কসম নিতে চাইল; তিন, ক্রেতা স্বীকার করল যে, সে মাল কব্জা করেছে। তারপর বলল, আমি কব্জা করিনি; চার, দেনাদার বলল, আমি দেনা কব্যা করার কথা স্বীকার করেছিলাম, আসলে আমি তা কব্জা করিনি; পাঁচ, হিবাকারী বলল, আমি হিবা করেছি বলে স্বীকার করেছিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি হিবা করিনি। যার দাবী, আমি তাকে হিবা করেছি তার থেকে এ সম্পর্কে কসম নেওয়া হোক। সবকটি মাসআলায় একই রকম মতভেদ। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার মত প্রত্যাহার করে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত গ্রহণ করেছেন।

ইমাম সারাখসী (র) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত অবলম্বন করাই সতর্কতার পরিচায়ক। যেসব ক্ষেত্রে কাযীর ফায়সালা প্রয়োজন, আমাদের মাশাইখগণ যেসব ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতই গ্রহণ করেছেন (আল-খুলাসা, আদাবুল-কাযী অধ্যায়, 'কসম' সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ)।

২৯. মাসআলা ঃ পাওনাদার যদি দেনাদার হতে তার পাওনা কব্জা করার কথা স্বীকার করে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষী রাখে, তারপর সে কব্জা করার কথা অস্বীকার করে এবং সে দেনাদার হতে কসম নিতে চায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে তার থেকে কসম নেওয়া হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে দেনাদারকে কসম করতে বলা হবে (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি স্বীকার করল যে, আমি এই জিনিস অমুককে হিবা করেছি এবং যে এটা কব্জাও করেছে। তারপর আবার দাবী করল, সে এটা আমার কাছ থেকে কব্জা করেনি। আমি যে স্বীকার করেছিলাম সে কব্জা করেছে, সেটা মিথ্যা ছিল। এখন সে যদি চায়,

pdf By Syed Mostafa Sakib

হিবা গ্রহণের দাবীদার ব্যক্তি হতে কসম নেওয়া হোক, তবে ইমাম খাহারযাদে (র) মুযারাআ অধ্যায়ে বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে তার থেকে কসম নেওয়া হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে কসম নেওয়া হবে। যে সকল ক্ষেত্রে দাবী করা হবে যে, সে পূর্বে যা স্বীকার করেছিল সেটা মিথ্যা ছিল, সেসব ক্ষেত্রে কসম নেওয়া সম্পর্কে এই একই রকমের মতভেদ আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি সম্পর্কে একটি দলীল পেশ করল। স্বীকারোক্তিদাতা বলল, আমি স্বীকার করেছিলাম বটে যে, এই টাকা তোমার, কিন্তু তুমি তখন আমার স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ অবস্থায় مقر له (যার পক্ষে স্বীকার করা হয়েছিল তার) থেকে কসম নেওয়া হবে (আল-মুহীত, বিবিধ পরিচ্ছেদ)।

৩২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির ওয়ারিশের কাছে কোন পাওনা দাবী করল এবং সে সম্পর্কে যে একটা দলীল পেশ করল, যাতে লেখা আছে, মৃত ব্যক্তি পাওনার কথা স্বীকার করেছে। ওয়ারিশ দাবী করল, তার পিতা যার পক্ষে স্বীকার করেছিল, যে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এখন ওয়ারিশের ইচ্ছা দাবীদার ব্যক্তিকে কসম করতে বলা হোক। তার সে অধিকার আছে কি? হ্যাঁ তার থেকে কসম গ্রহণের অধিকার ওয়ারিশের আছে (খিযানাতুল মুফ্তীন)।

৩৩. মাসআলা ঃ স্বীকারকারী যদি মারা যায় এবং তার ওয়ারিশগণ দাবী করে যে, সে তা স্বীকার করেছিল تلجئة স্বরূপ (অর্থাৎ দেখাচ্ছিল যে, স্বীকার করেছে, কিন্তু বাস্তবে যে স্বীকার করেনি), তবে مقله (যার পক্ষে স্বীকার করা হয়) থেকে কসম নেওয়া হবে। যে বলবে, আল্লাহ্র কসম, সে আমার পক্ষে বিশুদ্ধ স্বীকারোক্তিই দান করেছিল। ইমাম যা'ফারানী (র)-এরূপ উত্তর দিয়েছেন।

مقر له যদি মারা যায়, তবে তার ওয়ারিশ থেকে কি কসম নেওয়া হবে ? বুখারার জনৈক ফকীহের মৃতে ওয়ারিশ হতে তার 'জানা' সম্বন্ধে কসম নেওয়া হবে। আমি আমার মরহুম পিতাকে বলতে শুনেছি যে, তার থেকে কসম নেওয়া হবে না। এটা সেই সমস্ত মাসাইলের একটি যাতে مورث (যার থেকে উত্তরাধিকার লাভ হয়) থেকে কসম নেওয়া হয়; ওয়ারিশ থেকে নেওয়া হয় না, যেমন আমানতগ্রহীতা যদি দাবী করে সে আমানতের মাল ফেরত দিয়েছে বা তা ধ্বংস হয়ে গেছে, তারপর তার থেকে কসম নেওয়ার আগেই সে মারা যায় তবে তার ওয়ারিশ থেকে কসম নেওয়া হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-জামিউস সাগীর'-এ এটা উল্লেখ করেছেন (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৩৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কোন মাল সম্পর্কে স্বীকার করল যে, এর মালিক অমুক ব্যক্তি। তারপর সে মারা গেল। তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ বলল, আমার পিতা এ মাল সম্পর্কে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। তার স্বীকারোক্তি সহীহ্ হয়নি। আর হে مقر له (যার পক্ষে স্বীকার করা হয়েছে) তুমিও এটা জান। এখন তারা যদি তার থেকে কসম নিতে চায়। তবে তাদের সে ইখতিয়ার আছে কি? না, তাদের সে ইখতিয়ার নেই (আল-মুহীত, 'বিবিধ' পরিচ্ছেদ)।

৩৫. মাসআলা ঃ বিক্রেতা যদি বিক্রি ও মূল্য গ্রহণ সম্পর্কে সাক্ষী রাখে, তারপর দাবী করে, সে বিক্রি ছিল تلجئة (ভনিতা)-স্বরূপ এবং সে মতে সে ক্রেতা হতে কসম নিতে চায়, তবে তিনও ইমামের মতে তার থেকে কসম নেওয়া হবে। 'আল-ইস্তিহ্লাফ' অধ্যায়ে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। সে বলবে আল্লাহ্র কসম, আমাদের মধ্যে যে বেচাকেনা হয়েছে তাতে تلجئة -এর শর্ত ছিল না (আল-ফুযূলুল ইমাদিয়্যা, ষষ্ঠদশ অনুচ্ছেদ)।

৩৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে একটি গোলাম আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল, আমি এ গোলামটির মালিক। সাতদিন হল আমি এটি অমুকের কাছ থেকে কিনেছি। যার কাছে গোলামটি আছে, সে বলল, এটি আমার গোলাম, আমি এর মালিক। দশদিন আগে আমি এটি সেই ব্যক্তির কাছ থেকে কিনেছি। বাদী বলল, তোমাদের মধ্যে যে বেচাকেনা হয়েছে, আসলে সেটা ছিল বিক্রির ছলনা (تلجئة) মাত্র। এ ক্ষেত্রে বাদীর ইখতিয়ার থাকবে যে, সে চাইলে তার থেকে কসম নিতে পারবে (আল-খুলাসা, আদাবুল-কাযী অধ্যায়; আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয, আল-ইসতিহ্লাফ অধ্যায়)।

৩৭- মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক ব্যক্তির বাড়ির পাশে অপর একব্যক্তির একটি বাড়ি আছে। তাদের একজন প্রতিবেশীর বাড়ি সংলগ্ন তার প্রাচীরটি কাউকে দান করে দিল। দানপ্রাপ্ত তা কব্জাও করল। এখন যদি সেই দান-গ্রহীতা বাড়ির অবশিষ্টাংশ ক্রয় করে নেয়, তবে প্রতিবেশী ব্যক্তির তাকে শুফ'আর অধিকার থাকবে না। সে যদি বিক্রেতা বা ক্রেতা হতে এভাবে কসম নিতে চায় যে, তুমি আল্লাহ্র নামে বল, তুমি প্রতিবেশীর ক্ষতি করা, শুফ্'আ হতে আত্মরক্ষা ও প্রতিবেশীর শুফ্'আর অধিকার বাতিল করার লক্ষ্যে বাড়িটি ছলনাস্বরূপ বিক্রি করনি, তবে কাযী এভাবে তার থেকে কসম নেবে। সম্ভবত এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, প্রাচীরের ওপাশের প্রতিবেশী দাবী করল যে, প্রাচীরের দান ছিল ছলনা (تلجئة)-মাত্র। বাস্তবে তুমি সবটা বাড়িই বিক্রি করেছ। এরপর সে ক্রেতার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করল। বাড়িটি তার হাতে আসুক বা নাই আসুক। অথবা মামলা করল বিক্রেতার বিরুদ্ধে এবং তখন বাড়িটি তার দখলেই আছে। তারপর সে বিক্রেতা বা ক্রেতা থেকে কসম নিতে চাইল। তো এক্ষেত্রে তার কসম নেয়ার অধিকার থাকবে। বিবাদী (ক্রেতা/বিক্রেতা) তার দাবী অস্বীকার করলে তাকে কসম করতে বলা হবে। সে যদি কসম করে, তবে প্রাচীরের দানের ব্যাপারে تلجئة (ছলনা) প্রমাণিত হবে না। ফলে দানগ্রহীতাও ক্রেতার বিরুদ্ধে প্রতিবেশীর মামলা খারিজ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিবাদী যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, দান ছিল ছলনামাত্র। সুতরাং প্রতিবেশী শুফ্'আর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা ঃ যদি একজন দাবী করে, সে তার কাছ থেকে এটা ক্রয় করেছে এবং অপরজন দাবী করে যে, সে এটা তার কাছ থেকে বন্ধক রেখেছে বা এক হাজার টাকায় ইজারা নিয়েছে। বাড়ির মালিক প্রথমে বন্ধকগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার দাবী সত্য বলে স্বীকার করল। তখন যদি ক্রয়ের দাবীদার কাযীকে বলে, আপনি তাকে আল্লাহ্র নামে কসম করতে বলুন যে, সে বাড়িটি আমার কাছে বিক্রি করেনি, তবে কাযী তার থেকে এরকম কসম নেবেন। সে কসম করলে তো কথা এখানেই শেষ। আর যদি কসম না করে তবে বিক্রি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সেই সংগে ক্রেতা ইখতিয়ার লাভ করলে, চাইলে সে বন্ধক ছাড়ানো পর্যন্ত বা ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে অথবা চাইলে বিক্রি রহিত করবে। পক্ষান্তরে মালিক যদি প্রথমে ক্রয়ের দাবীদারের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, ফলে ঋণগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা বলে, আপনি তাকে বলুন, যেন আল্লাহ্ তা'আলার নামে কসম করে বলে যে, সে এটা আমার কাছে বন্ধক রাখেনি বা আমার কাছে ইজারা দেয়নি, তবে এ ব্যাপারে তার উপর কসম প্রযোজ্য হবে না। এমনিভাবে তারা দু'জনেই যদি ইজারার দাবী করে এবং মালিক তাদের যে কোন একজনের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে অপরজনের ব্যাপারে তার উপর কসম প্রযোজ্য হবে না (আল-মুহীত, আস-সারাখসী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে একটি বাড়ি বা কোন আসবাবপত্র বা কোন পশু আছে। দুই ব্যক্তি তাকে কাযীর নিকট উপস্থিত করত তাদের প্রত্যেকে দাবী করল, সে এটা দখলকার ব্যক্তির নিকট থেকে এত টাকায় ক্রয় করেছে। বিবাদী তাদের একজনের পক্ষে স্বীকার করল যে, তার কাছে সে এটা বিক্রি করেছে এবং অপর ব্যক্তির কাছে বিক্রি করার কথা অস্বীকার করল। এখন অপর ব্যক্তি যদি কাযীকে বলে, আপনি আমার ব্যাপারে বিবাদীকে কসম করতে বলুন যে, সে এটা আমার কাছে বিক্রি করেনি, তবে কাযী তার থেকে সে রকম কসম নেবে না।

এমনিভাবে বিবাদী যদি তাদের উভয়ের দাবী অস্বীকার করে, এবং কাযী তাদের একজনের দাবী সম্পর্কে তাকে কসমের নির্দেশ দেয়, কিন্তু সে কসম করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তার ভিত্তিতে বাদীর বিপক্ষে রায় দেওয়া হয়, তারপর অপর ব্যক্তি বলে, আমার দাবী সম্পর্কে তার থেকে কসম নিন, তবে কাযী কসম নেবেন না।

৪০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে একটি বাড়ি অথবা কিছু আসবাবপত্র আছে। দুই ব্যক্তি তাকে কাযীর নিকট উপস্থিত করল এবং তাদের প্রত্যেক দাবী করল যে, দখলকার ব্যক্তি সেটা তাকে হিবা করত তার হাতে সমর্পণও করেছিল। যে ব্যক্তি তাদের একজনের দাবী সত্য বলে স্বীকার করল। এখন অপর ব্যক্তি যদি তার থেকে কসম নিতে বলে, তবে তার থেকে কসম নেওয়া হবে না। এমনিভাবে যদি তাদের একজনের দাবী সম্পর্কে তাকে কসম করতে বলে এবং সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে এরপর অন্যজনের দাবী সম্পর্কে কসম নেওয়া যাবে না।

এমনিভাবে তাদের প্রত্যেকে যদি দাবী করে, সে এক হাজার টাকা দেনার দায়ে এটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিল এবং সে এটা কব্জাও করেছিল, আর বিবাদী তাদের একজনের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে কিংবা একজনের দাবী সম্পর্কে তাকে কসম করতে বলা হয়, কিন্তু সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে এরপর অন্যজনের দাবী সম্পর্কে তার উপর কসম প্রযোজ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি ক্রীতদাসী বা একটি গোলাম কিংবা কোন মালামাল আছে। অপর দুই ব্যক্তি এসে নিজ নিজ মালিকানা দাবী করল। অথবা দাবী করল, সেটি তার এবং যার দখলে আছে, সে তার থেকে গসব করেছে। অথবা দাবী করল, এটি তার, সে এই ব্যক্তির কাছে আমানত রেখেছে তারা তাকে কাযীর নিকট উপস্থিত করল। কাযী তাকে তাদের দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। সে যদি তাদের একজনের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে এবং অন্যজনের দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে যার দাবী স্বীকার করেছে তাকে ঐ মাল সমর্পণ করার নির্দেশ দেবে। এখন অপর এক ব্যক্তি যদি তার দাবী সম্পর্কে কসম নিতে চায়, তবে সে অধিকার তার নেই। বরং সে ব্যক্তি এখন ঐ মালে তার মালিকানা নিয়ে তার অপর সঙ্গীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। সে যদি কাযীকে বলে, বিবাদী শুধু এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তির দাবী সত্য বলে স্বীকার করেছে, যাতে সে কসম করার দায় থেকে বেঁচে যায়। কাজেই আমার দাবী সম্পর্কে তার থেকে কসম নিন। এক্ষেত্রে সঠিক মত এটাই যে, কসম নেওয়া যাবে না।

আমানতের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে একই বিধান। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে গসব ও আমানতের ক্ষেত্রে কসম নেওয়া যাবে।

বিবাদী যদি উভয়ের দাবী স্বীকার করে নেয়, তবে উভয়ের হাতে মাল সমর্পণের আদেশ করা হবে। তাদের কাউকে তার কোন জরিমানা পরিশোধ করতে হবে না।

তাদের একজন কিংবা উভয়ে যদি বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে তার থেকে কসম নিতে চায়, তবে মালিকানার সূত্র ছাড়া মালিকানার সাধারণত দাবীর ক্ষেত্রে তার থেকে কসম নেওয়া যাবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে আমানতের ক্ষেত্রেই এই একই নিয়ম। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে গসব ও আমানত উভয় ক্ষেত্রেই কসম নেওয়া যাবে।

যদি উভয়ের দাবী প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের প্রত্যেক কাযীকে অনুরোধ জানায় যেন তার দাবী সম্পর্কে তার থেকে কসম নেয়া হয় তবে কাযী তাকে আদেশ করবে না যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল এ গোলামটি তাদের দু'জনের নয়। বরং তাদের প্রত্যেকর জন্য কসম করতে বলবে। তবে কসমের ধরন সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, একই সংগে তাদের উভয়ের জন্য আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে যে, এ গোলাম তাদের নয়, এই ব্যক্তিরও নয় এবং এই ব্যক্তিরই নয়। তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথকভাবে কসম করবে না। কেউ বলেন, তাদের প্রত্যেকর জন্য আলাদাভাবে একটি করে কসম করবে। কার দাবী সম্পর্কে আগে কসম করবে, সেটা কাযীর বিবেচনাধীন থাকবে। চাইলে লটারী ছাড়াই যে-কোন একজন সম্পর্কে আগে কসম নিতে পারে আবার চাইলে তাদের মনোতুষ্টির জন্য এবং নিজেকেও পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ থেকে দূরে রাখার জন্য তাদের মধ্যে লটারীও করতে পারে। এভাবে সে তাদের প্রতেক্যের জন্য আলাদাভাবে কসম করলে মাসাআলাটির তিনটি অবস্থা হতে পারে ঃ

(ক) সে হয়ত তাদের প্রত্যেকর আলাদাভাবে একটি করে কসম করেছে। এ অবস্থায় সে তাদের দাবী থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং এটা সুস্পষ্ট।

(খ) হয়ত একজনের দাবী সম্পর্কে কসম করেছে এবং অন্যজনের সম্পর্কে কসম করতে অস্বীকার করেছে। এ অবস্থায় যদি প্রথমজনের দাবী সম্পর্কে কসম করে থাকে, তবে তার দাবী থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়জনের দাবী সম্পর্কে যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, সবটা মালই তার। যেমন সে একটি দাবীদার হলে এবং বিবাদীকে কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে হতো।

যদি প্রথমজনের দাবী সম্পর্কে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে সে অস্বীকৃতির কারণে কাযী প্রথমজনের পক্ষে রায় দেবে না, বরং দ্বিতীয়জনের দাবী সম্পর্কে তাকে কসম করতে বলবে এবং দেখবে তার ক্ষেত্রে সে কী করে? প্রথমজনের পক্ষে রায় দেওয়া অনুচিত হওয়া সত্ত্বেও কাযী রায় দিয়ে দিলে তা কার্যকর হবে।

(গ) যদি উভয়ের দাবী সম্পর্কে একই সংগে সে কসম করতে অস্বীকৃতি জানায় আর কাযীও হয়ত তাকে তাদের উভয়ের দাবী সম্পর্কে একই সংগে কসম করতে বলেছিল, যেমন কতক মাশাইখ এরূপ মত পোষণ করেন। অথবা পালাক্রমে তাদের দাবী সম্পর্কে কসম করতে অস্বীকার করে আর কাযী হয়ত তাকে এভাবেই তাদের জন্য আলাদাভাবে কসম করতে বলেছিল, যেমন কতক মাশাইখের মত, তবে এ উভয় অবস্থায় রায় দেওয়া হবে যে, মালের মালিক তারা উভয়ে-যদি তারা সূত্রের উল্লেখবিহীন সাধারণভাবে মালিকানা দাবী করে থাকে। গসবের দাবী হলে মাল তাদের উভয়ের এবং তারা উভয়েই এর মূল্য পাবে। আর যদি আমানতের দাবী হয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, উভয়েই মালের মালিক, কিন্তু তারা এর মূল্য পাবে না। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মূল্য সম্পর্কেও রায় দেওয়া হবে যে, তাদেরকে বিবাদীর তা পরিশোধ করতে হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে একটি গোলাম আছে, সে তার পিতার মীরাছ হিসেবে গোলামটি পেয়েছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল, গোলামটি তার, সে এই ওয়ারিশের পিতার কাছে এটি আমানত রেখেছিল। কিন্তু ওয়ারিশ তা অস্বীকার করল। এক্ষেত্রে তার থেকে বাদীর দাবী সম্পর্কে তার জানা সম্বন্ধে কসম নেওয়া হবে। সে কসম করলে তো দাবী থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর কসম না করলে রায় দেওয়া হবে যে, গোলামটি দাবীদার ব্যক্তির। সুতরাং তাকে সেটি সমর্পণ করার জন্য ওয়ারিশকে আদেশ করা হবে। সে সেটি সমর্পণ করার পর যদি অপর এক দাবীদার এসে এই বিবাদীর বিরুদ্ধে একই দাবী জানায় এবং সে তার থেকে কসম নিতে চায়, তবে তার থেকে কসম নেওয়া হবে না। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন ওয়ারিশের হাতে এই গোলামটি ছাড়া পিতার অন্য কোন উত্তরাধিকার সম্পত্তি না থাকবে। পক্ষান্তরে তার কাছে যদি গোলামটি ছাড়াও পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অন্য কিছু থাকে, তবে তাকে দ্বিতীয় ব্যক্তির দাবী সম্পর্কেও কসম করতে বলা হবে। সে কসম করতে না চাইলে তার বিরুদ্ধে এক্ষেত্রেও রায় দেওয়া হবে।

উল্লিখিত দাবী যদি গসব সম্পর্কে হয়, তবে সেক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। অর্থাৎ ওয়ারিশের হাতে সেই গোলামটি ছাড়া পিতার রেখে যাওয়া অন্য কোন সম্পত্তি না থাকলে দ্বিতীয় দাবীদারের জন্য তার কসম করতে হবে না। আর যদি গোলাম ছাড়া অন্য কোন মাল থাকে, তবে কসম করতে হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা, ষষ্ঠদশ অনুচ্ছেদ)।

৪৩. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কোন মহিলার বিবাহ দাবী করে এবং তারা মহিলাটিকে কাযীর আদালতে উপস্থিত করত দাবী পেশ করে আর মহিলাটি একজনের দাবী স্বীকার এবং অন্যজনের দাবী অস্বীকার করে, ফলে অন্যজন তার থেকে কসম নিতে বলে, তবে তিনও ইমামের মতে তার থেকে কসম নেওয়া হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৪. মাসআলা ঃ যে স্বামীর দাবী সত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে, তার থেকে কি কসম নেওয়া হবে ? ফাখরুল-ইসলাম আলী আল-বাযদাবী (র) তাঁর ভাষ্যগ্রন্থ উল্লেখ করেছেন যে, এক্ষেত্রে কসম নেয়া না নেয়া সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। সুতরাং যদি কসম নেওয়া হয়, তবে তারপর আর স্ত্রীলোকটিকে কসম করতে বলা হবে না। সে যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তখন স্ত্রীকে কসম করতে বলা হবে। সেও যদি অস্বীকৃতি জানায়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির সংগে বিবাহ হয়েছে বলে রায় দেওয়া হবে এবং প্রথম ব্যক্তির সংগে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৪৫. মাসআলা ঃ স্ত্রী লোকটি যদি উভয়ের দাবীই প্রত্যাখান করে, তারপর কাযী ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে কোন একজনকে কসম করতে বলে, কিন্তু সে কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, ফলে কাযী তাকে সেই ব্যক্তির স্ত্রী বলে ফায়সালা দেয়, তবে এরপর আর দ্বিতীয় ব্যক্তির দাবী সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে সকলেই একমত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি ক্রীতদাসী কিনল এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে আপন-আপন প্রাপ্য হস্তগত করল। তারপর ক্রেতা তাতে কোন দোষ পেয়ে সেটি ফেরত দিতে চাইল এবং বিক্রেতা কসম করতে রাযী না হওয়ায় যে সেটি ফেরত গ্রহণে বাধ্য হল। তারপর বিক্রেতা কাযীর কাছে এসে বলল, বাঁদীটিকে আমার কাছে গর্ভবতী অবস্থায় ফেরত দেওয়া হয়েছে। এখন ক্রেতা যদি তা স্বীকার করে, তবে সে বাঁদীটি রেখে দিতে বাধ্য থাকবে এবং এ অবস্থায় বিক্রেতা হতে সে দোষের কারণে ক্ষতিপূরণ পাবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি সেটির

গর্ভবতী হওয়ার কথা অস্বীকার করে, তবে কাযী মহিলাদের সামনে বাঁদীটিকে পেশ করবে। তারা দেখে শুনে যদি বলে যে, সে গর্ভবতী, তবে ক্রেতাকে কসম করতে নির্দেশ দেবে। সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম এটি আমার কাছে থাকা অবস্থায় গর্ভবতী হয়নি। সে কসম করলে তো মামলা খতম হয়ে যাবে। অন্যথায় বিক্রেতা চাইলে সেটি রেখে দেবে আর তখন ক্রেতার কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। আর চাইলে সে প্রথম দোষসহ সে বাঁদীটি ক্রেতাকে ফেরত দেবে (আল-খুলাসা)।

৪৭. মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি কাযীকে বলে, এ গর্ভ বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায়ই ছিল, তবে বিক্রেতাকে কসম করতে বলা হবে। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, তাকে বলতে হবে যে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এই বিক্রির পর যখন বাঁদীটি হস্তান্তর করি তখন তার এই দোষ ছিল না। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, বাঁদীটি যদি ক্রেতার হাতে থাকে এবং এ অবস্থায় সে দোষের কারণে বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করে তারপর যখন কাযী সেটি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার ফায়সালা দান করে, তখন বিক্রেতা বলে ওঠে, এটি তো গর্ভবতী এবং এ গর্ভ ক্রেতার কাছে যাওয়ার পর হয়েছে, কিন্তু ক্রেতা বলে না, বরং বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায়ই ছিল, তবে কাযী এ ব্যাপারে বিক্রেতাকে কসম করতে বলবে, ক্রেতাকে কসম করতে বলবে না (আল-মুহীত)।

৪৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির উপর কসম অবধারিত হল। সে বলল, এই বাঁদী অমুক শহরের কাযীর নিকট বসে আমার থেকে এই দাবীর ব্যাপারে কসম নিয়েছে। সে চাইল, এ ব্যাপারে বাঁদীকে কসম করতে বলা হোক। কাযী সে মতে তাকে বলবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল যে, তুমি তার থেকে কসম নাওনি। সে যদি এরূপ কসম করতে রাযী না হয়, তবে এখন বিবাদী হতে তার কসম নেয়ার অধিকার থাকবে না। আর সে যদি কসম করে, তবে এখন বিবাদী হতে কসম নিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৯. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি দাবী করে, সে আমাকে এই দাবী হতে মুক্তি দিয়েছে, আপনি তাকে কসম করে বলতে বলুন যে, সে আমাকে এই দাবী হতে মুক্তি দেয়নি, তবে কাযী তাকে এরূপ কসম করতে বলবে না। বরং তাকে বলবে, তুমি প্রথমে তোমার প্রতিপক্ষের কথার জবাব দাও এবং তারপর তার কাছে তুমি যা ইচ্ছা দাবী কর। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, সে আমাকে এই এক হাজারের দায় হতে মুক্তি দিয়েছে, তবে তাকে এ সম্পর্কে কসম করতে বলা হবে। কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, সহীহ্ মত এই যে, কসম গ্রহণের দাবী সম্পর্কে যেমন বাদী হতে কসম নেওয়া যায়, তেমনি দাবী হতে মুক্তিদানের দাবী সম্পর্কেও কসম নেওয়া যাবে। শামসুল-আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) এমতই পসন্দ করেছেন এবং আমাদের সমকালীন কাযীরা এটাই অনুসরণ করে থাকেন (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৫০- মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে কোন পাওনা দাবী করল। জবাবে বিবাদী বলল, বাদী আমাকে এই দাবী হতে মুক্তি দিয়েছে। বিচারক ধরে নিল, এর দ্বারা বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছে যে, তার কাছে বাদীর পাওনা ছিল। কাজেই বিচারক দাবী হতে মুক্তিদানের ব্যাপারে বাদীকে কসম করতে বলল। সে কসম করল। প্রশ্ন হচ্ছে এরপর কি বিবাদীকে পাওনা সম্পর্কে কসম করতে বলা হবে ? ইমাম খাস্‌সাফ (র) বলেন, বিবাদীকে কসম করতে বলা হবে। একই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম আবূ বক্‌র মুহাম্মাদ ইবনুল-ফাযল (র)। সে যে বলেছে, বাদী আমাকে দাবী হতে মুক্তি দিয়েছে; এটা তার পাওনা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে না। বিচারকের কর্তব্য ছিল বাদীকে জিজ্ঞেস করা যে, পাওনা সম্পর্কে তোমার কি সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে ? সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরবর্তীতে দাবী হতে মুক্তিদানের ব্যাপারে তাকে কসম করতে বলা হবে। পক্ষান্তরে বাদীর কাছে যদি তার পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে, তবে বিবাদীকে প্রথমে বাদীর পাওনা সম্পর্কে কসম করতে বলা হবে। সে দাবী করেছিল, বাদী আমাকে তার দাবী হতে আমাকে মুক্তি দিয়েছে, এটাকে পাওনা সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে না। সুতরাং বিবাদী যদি পাওনা সম্পর্কে কসম করে (যে, সে আমার কাছে কিছুই পাবে না), তবে সে দায়মুক্ত হবে। যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে দাবী হতে মুক্তি দানের ব্যাপারে দাবীদার থেকে কসম নেওয়া হবে।

আমাদের পূর্ববর্তী ফকীহ্‌গণ বলতেন, দাবী হতে মুক্তিদানের দাবী দ্বারা পাওনা স্বীকার করে নেওয়া হয় না। এটাই বিশুদ্ধতম মত। শায়খ জাহীরুদ্দীন (র) বলেন, প্রথমে উচিত দাবী হতে মুক্তি দানের ব্যাপারে দাবীদারকে কসম করানো (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫১. মাসআলা ঃ যদি ওয়ারিশদের উপর কসম অবধারিত হয়, তবে তাদের একজনের কসম দ্বারা সকলের পক্ষ হতে কসম আদায় হবে না। বরং সকলের থেকেই কসম নিতে হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি অন্যদের থেকে কসম নেয়ার অধিকার লাভ করে, তবে তাদের যে-কোন একজন কসম করলেই সকলের পক্ষ হতে হয়ে যাবে। যেমন এক ব্যক্তি দাবী করল, মৃত ব্যক্তির কাছে তার পাওনা আছে। তার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকায় ওয়ারিশদের উপর কসম অবধারিত হয়ে গেল। এক্ষেত্রে তাদের সকলের থেকেই কসম নিতে হবে। সকলের পক্ষ হতে একজন কসম করলে যথেষ্ট হবে না। ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ যদি নাবালক হয় বা কেউ অনুপস্থিত থাকে, তবে যারা উপস্থিত আছে তাদের সকলের থেকে কসম নেওয়া হবে। নাবালক ও অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যথাক্রমে বালেগ হওয়া ও উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরপর তারা কসম করবে।

যদি ওয়ারিশগণ কোন ব্যক্তির কাছে মৃত ব্যক্তির হক দাবী করে এবং তাদের যে-কোন একজন বিবাদী হতে কসম নেয়, তবে তার থেকে আর অবশিষ্ট ওয়ারিশদের কসম নেওয়ার অধিকার থাকবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫২. মাসআলা ঃ শিরকাতুল-'আনান (এক প্রকার যৌথ কারবার)-এর এক শরীক অথবা শিরকাতুল-মুফাওয়াযা (অন্য এক প্রকার যৌথ কারবার)-এর এক শরীক যদি কারও কাছে যৌথ কারবারের কোন পাওনা দাবী করে এবং সে কারণে বিবাদী হতে কসম নেয়া হয়, তবে তার থেকে অপর শরীকের কসম নেওয়ার অধিকার থাকবে না (আল-মুহীত)।

৫৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি এক শরীকের কাছে যৌথ কারবারের সাথে সম্পৃক্ত কোন পাওনা দাবী করে, তবে তার উভয় শরীক হতেই কসম নেয়ার অধিকার থাকবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫৪. মাসআলা ঃ যদি একদল লোক কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, তারা তার কাছ থেকে অমুক মাল কিনেছে এবং তাদের একজন তার থেকে সে ব্যাপারে কসম নেয়, তবে বাকী দাবীদারদেরও তার থেকে কসম নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে (খিযানাতুল-মুফ্‌তীন)।

৫৫. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে ইব্‌ন সামা'আ (র) বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি দুই 'আকদে মা ও মেয়েকে বিবাহ করে এবং তারপর বলে আমার জানা নেই কাকে আগে বিবাহ করেছি, তবে তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে তার থেকে কসম নেওয়া হবে। সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম আমি অমুককে আগে বিবাহ করিনি। কাযী তাদের যে-কারও সম্পর্কেই আগে কসম নিতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে তাদের মধ্যে লটারিও করতে পারে। যদি একজনের

ব্যাপারে এভাবে কসম করে, তবে অন্যজনের সংগে তার বিবাহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। যদি প্রথমজনের সম্পর্কে কসম করতে রাযী না হয়, তবে তার সংগেই তার বিবাহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং অপরজনের সংগে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে –এটা ঐ ক্ষেত্রে যখন তাদের প্রত্যেকেই দাবী করে যে, তার বিবাহ প্রথমে সম্পন্ন হয়েছিল (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার পিতার মীরাস থেকে একখণ্ড জমি এক ব্যক্তিকে হিবা করল এবং তাকে তা সমর্পণ করল। তারপর মৃতের স্ত্রী এসে হিবাগ্রহীতার কাছে দাবী করল যে, এ জমি তার। কেননা তার মীরাস বণ্টন করেছে তোমাকে হিবা করার পর এবং বণ্টনে এই জমি আমার ভাগে পড়েছে। হিবাগ্রহীতা দাবী করল যে, এ জমি তার। কেননা তারা মীরাস বণ্টন করার পরেই এ জমি তাকে হিবা করা হয়েছে এবং বণ্টনে এটা হিবাকারীর অংশে পড়েছিল। কিন্তু হিবাগ্রহীতা তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হল। এখন যদি, এ সম্পর্কে মৃতের স্ত্রীর থেকে কসম নেওয়া হয়, তবে অপরাপর ওয়ারিশ থেকে কসম গ্রহণের কোন অধিকার থাকবে না, বরং তাকে জমি ফেরত দেওয়ার আদেশ করা হবে (আয-যাখীরা)।

৫৭. মাসআলা ঃ একব্যক্তি কারও কাছে এক হাজার দিরহাম পাওয়ার দাবী করল আর বিবাদী বলল, তুমি যদি কসম করে বল, তাহলে আমি দিয়ে দেব, সে মতে বাদী সে সম্পর্কে কসম করল এবং বিবাদী তাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দিল। প্রশ্ন হচ্ছে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী বিবাদী যদি তাকে ঐ দিরহাম দিয়ে দেয়, তবে তার পক্ষে কি তা গ্রহণ করা বৈধ হবে ? হ্যাঁ তার জন্য তা বৈধ হবে–(খিযানাতুল-মুফতীন)।

৫৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে কিছু পণ্য আছে। সেটা যে কার হক তা জানা নেই। এখন যদি কেউ এসে তাতে কোন রকমের দাবী জানায়, তবে যার হাতে ঐ পণ্য আছে যে, নিশ্চয়তার সাথে কসম করতে পারবে যে, আল্লাহ্‌র কসম এতে তার কোন হক নেই।

বাদী যদি কিছু দিরহামের বিনিময়ে ঐ মালের ব্যাপারে বিবাদীর সংগে আপোষ করে, এবং তারপর বিবাদী তাতে বাদীর কোন রকম এক থাকার কথা অস্বীকার করে, তবে তার এরূপ কসম করার সুযোগ থাকবে না যে, আমার কাছে তার কোন হক নেই, যাবৎ না সে নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, এ মালে তার কোন হক নেই।

এক দেনাদার তার এক হাজার দিরহাম দেনার ব্যাপারে পাওনাদারকে কারও হাওয়ালা করল। তারপর যাকে হাওয়ালা করল محتال, সে হাওয়ালাকারীকে কাযীর নিকট উপস্থিত করল এবং তার মাযহাব হচ্ছে যে, হাওয়ালার কারণে আসল দেনাদার দায়মুক্ত হয়ে যায় না। আর এটা সে করেছে محتال عليه (যে ব্যক্তির নামে হাওয়ালা করা হয়েছি সে) হাওয়ালা অস্বীকার করার বা সে দরিদ্র ঘোষিত হওয়ার আগে। এক্ষেত্রে হাওয়ালাকারীর এই সুযোগ থাকবে যে, সে কসম করে বলবে, তার কাছে محتال له এর কোন হক নেই এটা ঐ সময় যখন হাওয়ালাকারীর মাযহাব হবে এই হয় যে, হাওয়ালার পর হাওয়ালাকারী দায়মুক্ত হয়ে যায়।

যদি রায় দেওয়া হয় محتال له হাওয়ালাকারীর কাছে তার পাওনা দাবী করতে পারবে এবং এভাবে হাওয়ালাকে কাফালার পর্যায়ে ধরা হয়, তারপর হাওয়ালাকারী নিজের দায়মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কসম করতে চায়, তবে তার সে সুযোগ থাকবে না (আল-মুহীত)।

৫৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির উপর কারও দেনা আছে এবং সে দেনার দায়ে পাওনাদারের কাছে কোন মাল বন্ধক রেখেছে, যার মূল্য দ্বারা দেনা পরিশোধ হয়ে যায়। এখন পাওনাদার যদি বন্ধকের কথা অস্বীকার করে এবং সে ব্যাপারে কসম করে, তবে বন্ধকদাতা এভাবে কসম

pdf By Syed Mostafa Sakib

করতে পারবে যে, আল্লাহ্‌র কসম, সে আমার কাছে যে পাওনা দাবী করছে আমার কাছে তার সে পাওনা নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও কাছ থেকে একশ' টাকা ঋণ করল এবং তার বদলে তার কাছে কিছু বন্ধক রাখল। তার ভয় সে যদি ঋণের কথা স্বীকার করে এবং বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকের কথা অস্বীকার করে, তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে সে কাযীকে বলবে, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, তুমি তার কাছে যে একশ' টাকা পাওনার কথা দাবী করছ, এর বদলে সে কি তোমার কাছে কোন বন্ধক রেখেছিল ? সে যদি বন্ধকের কথা স্বীকার করে, তবে সেও দেনা স্বীকার করে নেবে। পক্ষান্তরে পাওনাদার যদি বন্ধকের কথা অস্বীকার করে, তবে কাযী তার থেকে কসম নেবে যে, তোমার উপর তার এমন কোন ঋণ নেই, যার বদলে তার কাছে কোন বন্ধক নেই। সে এরূপ কসম করলে তাতে মিথ্যা কসম করা হবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৬১. মাসআলা ঃ এভাবেও কসম করতে পারে যে, আল্লাহ্‌র কসম, আমার কাছে তার কোন পাওনা নেই (আল-মুহীত)।

৬২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা দাবী করল। বিবাদী জানে সেটা মেয়াদী। কিন্তু তার ভয় সে যদি এক হাজারের কথা স্বীকার করে এবং মেয়াদ থাকার দাবী করে, তবে অসম্ভব নয় যে, সে মেয়াদের কথা অস্বীকার করবে এবং এক হাজার নগদই চেয়ে বলবে। এরূপ ক্ষেত্রে সে এই কৌশল অবলম্বন করতে পারে যে, সে কাযীকে বলবে, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, সে এক হাজার কি নগদ পাওনা না মেয়াদী? সে যদি কাযীর প্রশ্নের উত্তরে বলে, নগদ পাওনা এবং এ ব্যাপারে সে বিবাদী হতে কসম নিতে বলে, তবে সে এভাবে কসম করতে পারবে যে, আল্লাহ্‌র কসম, আমার কাছে দাবীমত এক হাজার দিরহাম তার পাওনা নেই। যদি বলে, আল্লাহ্‌র কসম, সে যেই এক হাজার দাবী করছে সেটা পরিশোধ করা আমার জন্য অপরিহার্য নয়, তবে সে কসম মিথ্যা হবে না। যদি এক হাজার দিরহাম নগদ পাওনা হয়, কিন্তু সে হয় অভাবগ্রস্ত তবে তার পক্ষে এরূপ কসম বৈধ হবে না, সে যে এক হাজার দিরহাম দাবী করছে, আমার কাছে তার সেটা পাওনা নয়। সুতরাং যদি অভাবগ্রস্ত হওয়ার কারণে সে এ ব্যাপারে তা লোকের কসম করে যে, আমার কাছে তার এই দাবীকৃত এক হাজার পাওনা নেই (যদি পাওনা থাকে তবে আমার স্ত্রী তালাক)। তাহলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৩. মাসাআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটা বাড়ি আছে। তার কথা হচ্ছে যে, বাড়িটির একটা অংশ তার। এখন তার সে অংশ কতটুকু, তা হয়ত তার জানা আছে অথবা জানা নেই। এ অবস্থায় অপর এক ব্যক্তি ঐ বাড়ির সুনির্দিষ্ট অংশে স্বীয় হক দাবী করল। যেমন, সে হয়ত বাড়িটির এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ নিজের মালিকানা দাবী করল। এক্ষেত্রে বিবাদী যদি কাযীকে বলে, আমিও জানি এতে বিবাদীর হক আছে, কিন্তু তার হকের পরিমাণ জানি না সুতরাং আপনার যা ইচ্ছা হয় তাকে দিয়ে দিন, তবে কাযীর এরূপ কিছু করা সমীচীন হবে না। বরং বাদী যা দাবী করে সে ব্যাপারে বিবাদীকে কসম করতে বলবে। সে যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে সে দাবী স্বীকার করে নিল বা সেই পরিমাণ ছেড়ে দিল বলে ধরে নেওয়া হবে। যাই হোক না কেন, তার সে অস্বীকৃতি প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি সেই নির্দিষ্ট অংশ সম্পর্কে কসম করে যে, এতে তার এই পরিমাণ অংশ নেই) তবে সে যেন স্বীকার করে নিল যে, এ বাড়িতে তার হক আছে। সুতরাং কাযী বাদী বিবাদীর সাথে সে বাড়িতে বাস করতে দেবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ হতে কসম নেয়ার প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি মূল্যের পরিমাণ বা বিক্রিত মালের পরিমাণ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, যেমন ক্রেতা মূল্যে একটা পরিমাণ দাবী করে এবং বিক্রেতা দাবী করে তার বেশী কিংবা বিক্রেতা বিক্রিত মালের একটা পরিমাণ দাবী করে আর ক্রেতা দাবী করে তার বেশী অথবা

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মোহরানা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, স্বামীর দাবী এক হাজার দিরহাম আর স্ত্রীর দাবী দু'হাজার দিরহাম, তবে তাদের মধ্যে যে পক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে, তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে, তবে বেশী পরিমাণের সপক্ষে পেশকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে।

যদি মাল ও মূল্য উভয় নিয়েই বিরোধ দেখা দেয়, যেমন ক্রেতা যে পরিমাণ মূল্যে কেনার দাবী করে বিক্রেতা দাবী করে তার বেশী মূল্যে বিক্রির, আবার বিক্রেতা যে পরিমাণ মাল বিক্রি করেছে বলে দাবী করে, ক্রেতা দাবী করে তার বেশী পরিমাণ কেনার এবং উভয়ে দাবী একই চুক্তি সম্পর্কে, তবে মূল্যের ক্ষেত্রে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ বেশী গ্রহণযোগ্য এবং মালের ক্ষেত্রে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ।

যদি দু'পক্ষের কারওই সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে ক্রেতাকে বলা হবে, হয় তুমি বিক্রেতার দাবীকৃত মূল্যে রাযী হয়ে যাও অন্যথায় আমি বিক্রি বাতিল করে দেব এবং বিক্রেতাকে বলা হবে, হয় ক্রেতা যে পরিমাণ মাল দাবী করছে তা তুমি সমর্পণ করবে, অন্যথায় আমি বিক্রি বাতিল করে দেব। যদি তারা তাতে সম্মত না হয়, তবে কাযী তাদের প্রত্যেকের থেকে অপরের দাবী সম্পর্কে কসম নেবেন। বিশুদ্ধ মতে প্রথমে কসম করবে ক্রেতা। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে, আর এটাই ইমাম মুহাম্মাদ (র) ও যুফার (র)-এর মত। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন সুনির্দিষ্ট মাল (عين) বিক্রি করা হয় এমন মূল্যের বিনিময়ে যা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না (যেমন টাকা সোনা-রূপা ইত্যাদি) পরিভাষায় যাকে دين বলে)। পক্ষান্তরে যদি সুনির্দিষ্ট মালের বদলে সুনির্দিষ্ট মাল বিক্রি করা হয় বা সোনা-রূপার বদলে সোনা-রূপা বিক্রি করা হয়, তবে কাযী যাকে ইচ্ছা হয় প্রথমে কসম করার নির্দেশ দিতে পারে (আল-কাফী)।

২. মাসআলা ঃ কসম করার নিয়ম এই যে, বিক্রেতা বলবে, আল্লাহ্‌র কসম যে এটা এক হাজারে বিক্রি করেনি আর ক্রেতা বলবে, আল্লাহ্‌র কসম সে এটা দু'হাজারে কেনেনি। এটাই বিশুদ্ধতর (আল-হিদায়া)।

৩. মাসআলা ঃ যদি তারা উভয়ে কসম করে তবে কাযী তাদের মধ্যকার বেচাকেনা রহিত ঘোষণা করবে-যদি তারা উভয়ে বা তাদের যে-কোন একজন সে রকম দাবী জানায়। এটাই সহীহ্। তাদের একজন যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে অপর পক্ষের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে (আল-কাফী)।

৪. মাসআলা ঃ যদি মাল ও মূল্য সম্পর্কে তাদের বিরোধ সরাসরি না হয়, বরং অন্য কিছু নিয়ে মতবিরোধের ফলে এক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দেয়, যেমন এক ব্যক্তি কারও থেকে এক কৌটা

ঘি ক্রয় করল এবং সে কৌটার ওজন একশ' রাত্‌ল। তারপর সে যে কৌটাটি ফেরত দিতে আসল। তার ওজন বিশ রাত্‌ল। বিক্রেতা বলল, এ কৌটা আমার নয়। ক্রেতা বলল, এটা তোমারই কৌটা, এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য, তাতে প্রতি রাত্‌লের আলাদা মূল্য উল্লেখ করা হোক বা নাই হোক (আত-তাবয়ীন)।

৫. মাসআলা ঃ মেয়াদ নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে উভয়ের উপর কসম প্রযোজ্য নয়, বিরোধ স্বয়ং মেয়াদ সম্পর্কে হোক, বা তার পরিমাণ সম্পর্কে এমনিভাবে যদি ক্রয়-বিক্রয়ে ইচ্ছাধিকারের শর্ত নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তাতেও তাদের উভয়ের উপর কসম প্রযোজ্য নয়, সে বিরোধ স্বয়ং শর্ত সম্পর্কে হোক বা তার মেয়াদ সম্পর্কে হোক। এমনিভাবে যদি তাদের মধ্যে মূল্য কব্‌জা করা বা মাল কব্‌জা করা সম্পর্কে অথবা মূল্যে ছাড় দেওয়া সম্পর্কে অথবা মূল্য ক্ষমা করে দেওয়া সম্পর্কে। কিংবা কোন জায়গায় বায়উস সালামের মাল বুঝিয়ে দেওয়ার কথা ছিল সে সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তাতেও উভয়ের উপর কসম প্রযোজ্য নয়; বরং তাদের মধ্যে যে منكر (দাবী অস্বীকারকারী) হবে, কেবল তাকেই কসম করতে হবে (আবুল-মাকারিম, শারহুন-নুকায়া)।

৬. মাসআলা ঃ আসলেই বেচাকেনা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিলে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে না, বরং যে ব্যক্তি বেচাকেনার কথা অস্বীকার করবে কেবল তার কথাই (কসমের সংগে) গৃহীত হবে (আল-কাফী)।

৭. মাসআলা ঃ যদি চুক্তির শ্রেণী সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয়, যেমন একজন বিক্রয় চুক্তির আর অন্যজন হেবা চুক্তির দাবী করলো কিংবা যদি বিনিময় মূল্যের শ্রেণী সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয়, যেমন দিরহাম, দীনার তবে এ ব্যাপারে উভয়ের উপর কসম প্রযোজ্য নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-জামিউস সাগীর' গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন। মাশাইখগণ বলেন, আল-জামিউস সাগীরে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উভয়কেই কসম করতে বলা হবে এবং এটাই সহীহ্ (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা ঃ যদি বিক্রিত মাল নষ্ট হওয়ার পর ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে না, বরং ক্রেতার কথাই (কসমের সংগে) গ্রহণযোগ্য। এমনিভাবে কেনা মাল যদি ক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায় এবং অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, দোষের কারণে সেটা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়, তখনও একই বিধান অবশ্য এটা ঐ ক্ষেত্রে যখন বিনিময় মূল্য دين (অনির্দিষ্টতা গুণসম্পন্ন) পক্ষান্তরে তা যদি عين (নির্দিষ্টতাগুণ সম্পন্ন) হয়, তবে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে এবং তারপর কেনা মালের অনুরূপ মাল ফেরত দিতে হবে, যদি তা মিছলী (সদৃশ্য) দ্রব্য হয় পক্ষান্তরে অদৃশ্য হলে বাজার মূল্য দিতে হবে (আল-হিদায়া)।

৯. মাসাআলা ঃ এক ব্যক্তি একই চুক্তিতে দু'টি গোলাম কিনল এবং সে দু'টি কব্‌জা করল। তারপর তার একটি মারা গেল এবং তারপর মূল্য নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কসমের সংগে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য। অবশ্য বিক্রেতা যদি জীবিত গোলামটি ফেরত নিতে চায়, তবে ভিন্ন কথা কিন্তু তখন সে কিছুই পাবে না (لاشئ له) । তিনি لاشئ له বলে, কি বুঝাতে চেয়েছেন এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এর অর্থ, মৃত গোলামটির যে মূল্য ক্রেতা স্বীকার করে, বিক্রেতা তার বেশী কিছুই পাবে না। এটাই সঠিক। আর তিনি যে বলেছেন, 'বিক্রেতা জীবিত

গোলামটি ফেরত নিতে চাইলে ভিন্ন কথা' এর ব্যাখ্যা নিয়েও মতভেদ আছে যে, এই ব্যতিক্রমের সম্পর্ক কি উভয়ের কসমের সংগে, না ক্রেতার কসমের সংগে ? কেউ বলেন, উভয়ের কসমের সংগে। অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা হতে কসম নেওয়া হবে না, কিন্তু বিক্রেতা যদি জীবিত গোলামটি ফেরত নিতে চায়, তখন উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে। কেননা তখন জীবিত গোলামটিই পূর্ণাঙ্গ معقود عليه (চুক্তিকৃত পণ্য এ পরিণত হবে শারহুল জামিউস-সাগীর। এমতই জাহিরী রিওয়ায়াতের সাথে বেশী সংগতিপূর্ণ (আল-মুহীত ঃ আস সারাখসী)।

'আল-কিফায়া'-গ্রন্থে উপরিউক্ত মত সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটাই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মত। আবুল-মাকারিম (র) 'মুখতাসারুল -বিকায়া'-এর ভাষ্যগ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে কারও মতে উপরিউক্ত ব্যতিক্রমের সম্পর্ক ক্রেতার কসমের সংগে। অর্থাৎ ক্রেতার কথাই কসমের সংগে গৃহীত হবে, কিন্তু বিক্রেতা যদি জীবিত গোলামটি ফেরত নিতে চায় তখন ক্রেতাকে কসম করতে হবে না। এ ব্যাখ্যাই সঠিক। কেননা এর পূর্বে ক্রেতার কসমের কথাই বলা হয়েছে। উভয়ের থেকে কসম না নেয়ার কথা বলা হয়নি, যাতে ব্যতিক্রম তার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে ব্যতিক্রমের সম্পর্ক তো পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের সংগেই হয়ে থাকে (শারহুল জামিউস-সাগীর)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি একটি গোলাম কেনে এবং সেটি কব্‌জা করার পর তার অর্ধেক বিক্রি করে ফেলে এবং তারপর প্রথম বিক্রেতা ও প্রথম ক্রেতার মধ্যে গোলামটির মূল্য নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে না, বরং কসমের সংগে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ক্রেতার হাতে যে অর্ধেক বাকী আছে, বিক্রেতা যদি ঐ অর্ধেক ফেরত নিতে রাযী থাকে, তবে ঐ অর্ধেকের ব্যাপারে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে পূর্ণ গোলামটির ব্যাপারেই উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে। তারা উভয়ে কসম করলে ক্রেতা অর্ধেক গোলামের মূল্য বিক্রেতাকে ফেরত দেবে এবং তার হাতে যে অর্ধেক গোলাম অবশিষ্ট আছে, সে অর্ধেক ও ফেরত দেবে, যদি বিক্রেতা তা গ্রহণে সম্মত হয়। আর যদি তা অংশীদারিত্বের দোষের কারণে সেটা গ্রহণে সম্মত না হয়, তবে এই অর্ধেকেরও মূল্য ফেরত দেবে (আল-কাফী)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন ক্রীতদাসী কেনে তা কব্‌জা করে এবং তারপর তারা তাতে ইকালা করে অর্থাৎ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিক্রি রহিত করে, তারপর তার মূল্য সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তাদের উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে। ফলে পূর্বের বিক্রি আবার ফিরে আসবে। বিক্রেতা যদি ইকালার পর বিক্রিত মাল কব্‌জা করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উভয়ের উপর কসম প্রযোজ্য হবে না (আল-হিদায়া)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি দশ দিরহামের বিনিময়ে এক খুবর (পরিমাপ বিশেষ) গমে বায়উস-সালামের চুক্তি করে এবং তারপর উভয়ে চুক্তি ইকালা করে এবং তারপর তাদের মধ্যে মূল্য নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে مسلم اليه অর্থাৎ বিক্রেতার কথাই গৃহীত হবে এবং বায়উস সালাম পুনর্বহাল হবে না (শারহুল-জামিউস সাগীর)।

১৩. মাসআলা ঃ এক বা দুই চুক্তিতে দু'টি গোলাম কিনল। একটি নগদ এক হাজার দিরহামে এবং অপরটি বাকীতে এক হাজার দিরহামে, যার মেয়াদ এক বছর। তারপর একটি

গোলাম দোষের কারণে ফেরত দিল। এখন যদি এটির মূল্য মেয়াদ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, ক্রেতা বলে এইটির মূল্য মেয়াদ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, বিক্রেতা বলে এইটির মূল্যই নগদ ছিল এবং বিক্রেতা বলে, বরং এটির মূল্যই বাকী ছিল, তবে বিক্রেতার কথাই গৃহীত হবে। উভয়ের উপর কসম প্রযোজ্য হবে না। এমনিভাবে যদি একই চুক্তিকে একশ' দিরহামে দু'টি গোলাম কেনে, তারপর সে দু'টি কব্‌জা করে, তারপর তার হাতে একটি মারা যায় এবং অন্যটি দোষের কারণে ফেরত দেয় আর তখন তাদের মধ্যে সেটির মূল্য সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয়, তবে বিক্রেতার কথাই গৃহীত হবে এবং তাদের উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে না।

যদি একটির মূল্য দিরহাম এবং অপরটির মূল্য দীনার হয় আর বিক্রেতা উভয়ই কব্‌জা করে, তারপর কোন দোষের কারণে একটি গোলাম ফেরত দেওয়ার পর অবশিষ্ট গোলামটির মূল্য নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, ক্রেতা বলে সেটির মূল্য দিরহাম, কাজেই দীনার ফেরত দাও আর বিক্রেতা তার বিপরীত দাবী করে, তবে কসমের সংগে ক্রেতার কথাই গৃহীত হবে, যদি উভয়ের মৃত্যু ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রেও ক্রেতা-বিক্রেতার উপর কসম প্রযোজ্য নয়। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত এর বিপরীত। যদি উভয় গোলাম জীবিত থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমেই ক্রেতা-বিক্রেতাকে কসম করতে হবে। এমনিভাবে যদি চুক্তি সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয়, বিক্রেতার দাবী উভয়ের মূল্য একই সংগে ধরা হয়েছিল আর ক্রেতার দাবী, আলাদা আলাদা মূল্য ধরা হয়েছিল, তবে ক্রেতার দাবীই গৃহীত হবে (আল-কাফী)।

১৪. মাসআলা ঃ বিনিময় মূল্য عين (নির্দিষ্টতাগুণ-সম্পন্ন) বস্তু ছিল না, دين (অনির্দিষ্টতাগুণসম্পন্ন) বস্তু ছিলো এ নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে তবে দেখতে হবে যে عين এবং কে دين - এর দাবী করছে ? যদি বিক্রেতা عين-এর দাবী করে, যেমন সে বলল, আমি আমার এ ক্রীতদাসীটি তোমার কাছে বিক্রি করেছিলাম তোমার ওই গোলামটির বদলে আর ক্রেতা দাবী করে, তা ছিল دين যেমন সে বলল, আমি তোমার কাছ থেকে কিনেছিলাম এক হাজার দিরহামে, তবে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে – যদি ক্রীতদাসীটি জীবিত থাকে। আর সেটি যদি ক্রেতার কাছে মারা গিয়ে থাকে, তবে উভয়ের উপর কসম প্রযোজ্য থাকবে না, বরং তখন ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে।

বিনিময় মূল্য عين ছিল-এর দাবী যদি ক্রেতার হয় আর সে বলে, আমি তোমার ক্রীতদাসীটি আমার এই গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলাম আর ক্রেতা বলে, আমি এটি তোমার কাছে বিক্রি করেছিলাম দু'হাজার দিরহাম বা এক হাজার দীনারে, তবে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে এবং প্রত্যেকে আপন-আপন মাল ফিরিয়ে দেওয়া হবে–যদি ক্রীতদাসীটি জীবিত থাকে। সেটি যদি মারা গিয়ে থাকে, তখনও উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে এবং তার মূল্য ফেরত দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত (শারহুত-তাহাবী, আল-বুয়ূ' অধ্যায়)।

১৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি ক্রীতদাসী কিনল এবং কব্‌জার পর সেটি মারা গেল। তারপর ক্রেতা বলল, আমি এটি কিনেছি এক হাজার দিরহাম ও এই গোলামটির বদলে আর গোলামটির দাম পাঁচশ' দিরহাম। বিক্রেতা বলল, আমি বিক্রি করেছি দু'হাজার দিরহামে। এ ক্ষেত্রে ক্রীতদাসীটির দুই-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে কসমের সংগে ক্রেতার কথা গৃহীত হবে যে, সে তা কিনেছে এক হাজার দিরহামে। বাকী এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে। আর তা হচ্ছে সেই অংশ, যা গোলামের বিনিময়ে কেনা হয়েছে। তাদের প্রত্যেক কসম করবে গোটা ক্রীতদাসীটির ব্যাপারে। ক্রেতা বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এটি দু'হাজার দিরহামে কিনিনি আর বিক্রেতা বলবে, আল্লাহ্‌র কসম আমি এটি এক হাজার দিরহাম ও এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

গোলামের বিনিময়ে বিক্রি করিনি। এরপর ক্রেতাকে এক হাজারের সংগে ক্রীতদাসীটির এক-তৃতীয়াংশের মূল্য দান করবে আর সে তার গোলামটি ফেরত পাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সর্বাবস্থায় উভয়ের থেকে কসমে নেয়া হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৬. মাসআলা ঃ বিক্রেতা যদি দাবী করে, সে ক্রীতদাসীটিকে এই গোলাম ও এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছে আর ক্রেতা দাবী করে সে দু'হাজার দিরহামে কিনেছে-আর ইতোমধ্যে ক্রীতদাসীটি ক্রেতার হাতে মারা গিয়ে থাকে, তবে কসমের সংগে ক্রেতার কথাই গৃহীত হবে। ক্রীতদাসীটির কোন অংশের ব্যাপারে তাদের উভয়ের উপর কসম প্রযোজ্য হবে না। গোলামটির স্থানে যদি সুনির্দিষ্ট কায়লী বা ওজনী দ্রব্য হত, তখনও একই বিধান হত (আল-কাফী)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি বিক্রেতা দু'হাজারে বিক্রির দাবী করে এবং ক্রেতা একশ' দীনার ও একটি গোলামের বিনিময়ে কেনা দাবী করে, তবে একশ' দীনার ও গোলামটির মধ্যে ক্রীতদাসীটিকে ভাগ করে একশ' দীনারে যে অংশ পড়ে সে ব্যাপারে কসমের সংগে ক্রেতার কথা গৃহীত হবে। গোলামটির অংশে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে। এরপর ক্রেতাকে একশ' দীনারের সংগে সেই অংশের মূল্য আদায় করতে হবে। ক্রেতা যদি এক হাজার দিরহাম ও একশ' দীনারে কেনার দাবী করে এবং বিক্রেতা দাবী করে দু'হাজার দিরহামে বিক্রির, তবে কসমের সংগে ক্রেতার কথাই গৃহীত হবে। এমনিভাবে দিরহামের সংগে যদি কোন কায়লী বা ওজনী কিংবা গণী দ্রব্যের কথা বলে, যা সুনির্দিষ্ট নয়, তবে সেটাও দিরহাম দীনারের মতই মূল্য হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তা যদি সুনির্দিষ্ট হয়, তবে বিক্রিত মাল হিসেবে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে তার পরিমান সম্পর্কে বিক্রেতাকে কসম করতে বলা হবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা ঃ বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় গোলামের হাত কাটা গেল এবং বিক্রেতা বলল, বিক্রির আগে এই ক্রেতাই তার হাত কেটেছে, কাজেই তার কাছে আমার প্রাপ্য গোলামটির অর্ধেক দাম এবং এর পূর্ণ বিক্রিমূল্য। ক্রেতা বলল, বিক্রেতাই বিক্রির পর এর হাত কেটেছে। কাজেই আমার ইখতিয়ার আছে। চাইলে অর্ধেক মূল্যে এটা রাখব আর চাইলে প্রত্যাখ্যান করব। কিন্তু বিক্রেতা ও ক্রেতা কারই সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। এক্ষেত্রে উভয়কে কসম করতে বলা হবে। তারা কসম করলে ক্রেতা পূর্ণ মূল্যে সেটা রাখবে অথবা ছেড়ে দেবে। যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য। যদি উভয়ে এ ব্যাপারে একমত হয় যে, তার হাত কেটেছে বিক্রেতা বা ক্রেতা কিংবা তৃতীয় কোন ব্যক্তি, কিন্তু বিক্রেতার দাবী, তা কাটা হয়েছে বিক্রির আগে এবং ক্রেতার দাবী, বিক্রির পরে, তবে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য। হ্যাঁ, প্রমাণ গৃহীত হবে ক্রেতার (আল-কাফী)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি বিক্রেতা বলে, আমি যে ক্রীতদাসীটি তোমার কাছে বিক্রি করেছি, তার মালিক ছিল এই ব্যক্তি, সে আমাকে সেটি বিক্রির জন্য উকীল বানিয়েছে আর যার পক্ষে সে মালিকানা স্বীকার করেছে, সে বলে, আমি এটি একশ' দীনারে তোমার কাছে বিক্রি করেছি এবং তুমি কব্‌জাও করেছ, তারপর তুমি নিজ মাল হিসেবে মোট বিক্রি করেছ, তবে ক্রীতদাসীটি ক্রেতারই হবে। যার পক্ষে মালিকানা স্বীকার করা হয়েছে (مقرله), ক্রীতদাসীটি যদি তার বলে পরিচিত না হয়, তবে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে। প্রথমে কসম করতে বলা হবে স্বীকারোক্তি দাতাকে। যদি উভয়ে কসম করে তবে স্বীকারকারীকে জরিমানা স্বরূপ তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। পক্ষান্তরে مقرله অর্থাৎ যার পক্ষে স্বীকার করা হয়েছে, সে যে

ক্রীতদাসীটির মালিক ছিল, এটা যদি সুবিদিত হয়, তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার থেকে নয়, বরং কেবল স্বীকারকারী হতেই কসম নেওয়া হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)- এ অধ্যায়ের শেষদিকে এটা স্পষ্ট করেই বলেছেন। এক্ষেত্রে স্বীকারকারীকে তার জরিমানা আদায় করতে হবে না। সে চাইলে এর মূল্য গ্রহণ করবে। অন্যথায় مقرله-এর 'তাসদীক' করবে যে, সেটি তারই তখন সে মূল্য গ্রহণ করবে।

ক্রীতদাসীটি যদি মারা গিয়ে থাকে, তবে مقرله অর্থাৎ ক্রীতদাসীটি যার বলে স্বীকার করা হয়েছে, এটির মূল্য (বাজারমূল্য) তার অবশ্য প্রাপ্য, তাতে তার মালিকানার ব্যাপারটা খ্যাত হোক বা অখ্যাত (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২০. মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি ক্রীতদাসীটির সংগে 'কিতাবাত-এর চুক্তি করে অথবা তাকে আযাদ করে দেয়, অথবা তাকে মুদাব্বর ঘোষণা করে (অর্থাৎ ঘোষণা করে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ) অথবা তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে (অর্থাৎ ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ সন্তানের মা' হয়ে যায়) এবং তারপর مقر (স্বীকারোক্তিদাতা) ও مقرله (স্বীকারোক্তিপ্রাপ্ত) হতে কসম নেওয়া হয়, তবে স্বীকারোক্তি দাতাকে জরিমানা স্বরূপ তার বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হবে। যদি মালিকানার বিষয়টা সুবিদিত না হয়। পক্ষান্তরে মালিকানা যদি সুবিদিত হয়, তবে তার কোন অবস্থায়ই জরিমানা দিতে হবে না। বরং কিতাবাতের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে, যেহেতু তার পক্ষে ধার্যকৃত অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। সে উম্মু ওয়ালাদ হয়ে থাকলে স্বীকারোক্তিদাতার মৃত্যুর পর সে আযাদ হয়ে যাবে। যার পক্ষে স্বীকার করা হয়েছে তার মৃত্যুতে আযাদ হবে না। মুদাব্বার হলে তাদের যে-কোনও একজনের মৃত্যুতে তাদের আপন-আপন ধারণা অনুযায়ী সে আযাদ হয়ে যাবে। আর তাকে আযাদ করা হয়ে থাকলে তাদের প্রত্যেকের অস্বীকৃতির কারণে ওয়ালা (মুক্তিদান-জনিত উত্তরাধিকার) স্থগিত থাকবে।

বিক্রেতা যদি বলে, ক্রীতদাসীটি আমার হাতে আমানত ছিল, সে আমাকে এটি বিক্রি করার জন্য আদেশ করেছিল। তারপর এটি (ক্রেতার হাতে) মারা গেছে, তবে স্বীকারকারীর উপর জরিমানা আসবে। তাকে সর্বাবস্থায়ই এর মূল্য আদায় করতে হবে। কেননা সে এতে অন্যায় হস্তক্ষেপের কথা স্বীকার করেছে আর তা হচ্ছে আমানতের মাল অন্যের হাতে ন্যস্তকরণ (আল-কাফী)।

২১. মাসআলা ঃ ইজারার মাল ব্যবহারের আগে যদি ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে, এরপর তারা একে অপরকে তার হক ফিরিয়ে দেবে। যদি ভাড়া নিয়ে বিরোধ হয়, তবে প্রথমে ইজারাগ্রহীতাকে কসম করতে বলা হবে আর সেবা (منفعة) নিয়ে বিরোধ হলে প্রথমে ইজারাদাতার থেকে কসম নেওয়া হবে। তাদের যে-কেউ কসম করতে অস্বীকৃতি জানাবে তার বিরুদ্ধে তার প্রতিপক্ষের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাদের যে-কেউ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হবে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে, তবে ভাড়া সম্পর্কে বিরোধের ক্ষেত্রে ইজারাদাতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে আর সেবা (منفعة) সম্পর্কে বিরোধ হলে ইজারা গ্রহীতার বিরোধ হয়, তবে তাদের প্রত্যেকে যা অতিরিক্ত দাবী করবে সে সম্পর্কে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। যেমন ইজারাদাতা দাবী করল এক মাস দশ দিরহামে ভাড়া দেওয়া হয়েছে আর ইজারাগ্রহীতা দাবী করল দু'মাস পাঁচ দিরহামে। এক্ষেত্রে রায় দেওয়া হবে যে, দু'মাস দশ দিরহামে ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

যদি ভাড়ার মাল ব্যবহারের (অর্থাৎ সেবা গ্রহণের) আগে বিরোধ দেখা দেয়, তবে প্রত্যেকের উপর কসম প্রযোজ্য নয়, বরং ইজারাগ্রহীতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি চুক্তির আংশিক সময় ব্যবহারের পর বিরোধ দেখা দেয়, তবে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে এবং তাদের মধ্যকার অবশিষ্ট মেয়াদের চুক্তি রহিত করা হবে। বিগত সময়ের ব্যাপারে ইজারাগ্রহীতার কথা গৃহীত হবে (আল-হিদায়া)।

২২. মাসআলা ঃ মুনীব ও মুকাতাবের মধ্যে যদি চুক্তিতে ধার্যকৃত অর্থের পরিমাণ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের উভয়ের উপর কসম প্রযোজ্য হবে না, বরং কসমের সংগে গোলামের কথাই গৃহীত হবে। শিষ্যদ্বয়ের মতে উভয়কে কসম করতে বলা হবে, তারপর চুক্তি রহিত করা হবে (আল-কাফী)।

২৩. মাসআলা ঃ যদি তাদের যে-কোন একজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে। যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে মুনীবের সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রগণ্য হবে, কিন্তু গোলাম যে পরিমাণ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে তা যদি মুনীবকে পরিশোধ করে থাকে, তবে সে আযাদ হয়ে যাবে (আত-তাবয়ীন)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মোহরানার পরিমাণ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। তবে তাদের মধ্যে যে-কেউ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে স্ত্রীর সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রগণ্য হবে-যদি তার মাহ্‌রে মিছল তার দাবীকৃত মোহরানা অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। যদি তাদের কারও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে। কিন্তু বিবাহ রহিত করা হবে না, বরং মাহ্‌রে মিছলের ভিত্তিতে ফায়সালা দেওয়া হবে। মাহ্‌রে মিছল যদি স্বামীর দাবীকৃত মোহরানার সমান বা তার কম হয়, তবে স্বামীর কথা অনুযী ফায়সালা দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে মাহ্‌রে মিছল স্ত্রী দাবীকৃত মোহরানার অনুরূপ বা তার বেশী হলে স্ত্রীর দাবী অনুযায়ীই রায় দেওয়া হবে। স্বামী যে মোহরানা স্বীকার করেছে 'মাহরে মিছল যদি তার বেশী হয়, কিন্তু স্ত্রী যা দাবী করেছে তার থেকে কসম হয়, তবে রায় দেওয়া হবে, সে মাহরে মিছলই পাবে। এ স্থলে প্রথমে উভয়ের থেকে কম নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তারপর 'মাহরে মিছল'-কে মীমাংসার মাপকাঠী বানাতে বলা হয়েছে। এটাই ইমাম কারখী (র)-এর মত (আল-হিদায়া)।

২৫. মাসআলা ঃ কিন্তু ইমাম জাস্‌সাস আর-রাযী (র)-এর মতানুসারে একটি অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় উভয়ের উপর কসম প্রযোজ্য নয়। ব্যতিক্রম অবস্থা এই যে, 'মাহরে মিছল' তাদের কারও পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় না, তখন উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে। অন্যান্য অবস্থায় হয় স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে নয়ত স্ত্রীর কথা। যদি 'মাহরে মিছল' স্বামীর কথার অনুরূপ বা তার কম হয়, তবে কসমের সংগে স্বামীর কথা গৃহীত হবে আর যদি 'মাহরে মিছল' স্ত্রীর দাবীর অনুরূপ বা তার বেশী হয়, তবে কসমের সংগে স্ত্রীর কথা গৃহীত হবে। 'আল-নিহায়্যা-গ্রন্থে বলা হয়েছে, এটাই-বিশুদ্ধতর মত।

কোনও কোনও ভাষ্যগ্রন্থে আছে, ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, ইমাম কারখী (র)-এর মতই সহীহ্ (আল-ইনায়া)।

২৬. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুযায়ী প্রথমে স্বামীকে কসম করতে বলা হবে।

স্বামী যদি দাবী করে, এই গোলামটির বিনিময়ে (অর্থাৎ এটিকে মোহরানা ধরে) বিবাহ হয়েছে আর স্ত্রী দাবী করে, এই ক্রীতদাসীর বিনিময়ে, তবে এর ফায়সালাও উপরে বর্ণিত মাসআলার অনুরূপ হবে। কিন্তু ক্রীতদাসীর মূল্য যদি মাহরে মিছলের সমান হয়, তবে স্ত্রী তার মূল্যই পাবে ক্রীতদাসীটি নয় (আল-হিদায়া)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ কে অপরের প্রতিপক্ষ হতে পারে, কে পারে না ? দাবী শ্রবণের জন্য কার উপস্থিতি শর্ত, কার উপস্থিতি শর্ত নয় এবং দাবীর পরও রায়ের আগে নতুন কিছু সৃষ্টি হলে সে সম্পর্কে কী করণীয় ?

১. মাসআলা ঃ কোন সুনির্দিষ্ট বস্তুর বন্ধক সম্পর্কে দাবী হলে বন্ধকদাতা ও বন্ধক-গ্রহীতার উপস্থিতি শর্ত। ধারও ইজারার বিষয়টাও বন্ধকের অনুরূপ।

চাষের জমি সম্পর্কে দাবী হলে, সে ক্ষেত্রে কি বর্গাচাষীর উপস্থিতি শর্ত? হ্যাঁ, বীজ যদি চাষীর পক্ষ থেকে হয়, তবে সে ইজারাগ্রহীতার মত। সুতরাং তার উপস্থিতি শর্ত। যদি বাধ্য তার পক্ষ হতে না হয়, তবে দেখতে হবে চারা উদ্‌গত শর্ত। আর উদ্‌গত না হলে তার উপস্থিতি শর্ত নয়। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন সাধারণ মালিকানা সম্পর্কে দাবী হয়।

যদি দাবী করে অমুক ব্যক্তি তার জমি গসব করেছে এবং সে জমি বর্গাচাষীর যাতে আছে, তবে সে ক্ষেত্রে বর্গাচাষীর উপস্থিতি শর্ত নয়। কেননা এ স্থলে তার দাবী মূলত গসবকারীর কার্য সম্পর্কে।

যদি বিক্রির পর বাড়িটি বিক্রেতার হাতেই থাকে, এরপর এক দাবীদারে এসে তাতে হক দাবী করে, তবে বিক্রেতা ও ক্রেতার উপস্থিতি ছাড়া বাড়িটি তার বলে রায় দেওয়া হবে না (আল-খুলাসা)।

২. মাসআলা ঃ ক্রয় যদি ফাসিদ প্রসিদ্ধ হয় এবং মাল কব্‌জা করা হয়, তবে ঐ ক্রেতা বাদীর প্রতিপক্ষ হতে পারে। কিন্তু কব্‌জা না হলে সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ হতে পারে কেবলা বিক্রেতা।

কেউ যদি খিয়ার-এর শর্তে কোন মাল কেন তারপর অন্য কেউ এসে তাতে নিজ মালিকানা দাবী করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাতে বিক্রেতা ও ক্রেতার উপস্থিতি শর্ত।

যে বেচাকেনা বাতিল, তার ক্রেতা কোন দাবীদারের প্রতিপক্ষ হতে পারে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা– ৩য় অনুচ্ছেদ)।

৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে একটা ক্রীতদাসী আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল, অমুকের পুত্র অমুকে, যে এখন দেশে অনুপস্থিত, সে আমার যৌথ কারবারের অংশীদার ছিল। আমাদের মূলধন ছিল এক হাজার দিরহাম। সেই যৌথ দিরহাম দ্বারা সে এই ক্রীতদাসীটি ক্রয় করেছে। কাজেই এর অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক সেই অনুপস্থিত ব্যক্তির। যার হাতে ক্রীতদাসীটি আছে, সে বলল, আমিও জানি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি তোমার ও তার যৌথ অর্থ দ্বারা এই ক্রীতদাসীটি ক্রয় করেছে এবং এর অর্ধেক তোমার ও অর্ধেক সেই অনুপস্থিত অমুকের। কিন্তু অনুপস্থিত সেই ব্যক্তি আমাকে আদেশ করেছে, আমি যেন ক্রীতদাসীটি বাগদাদে নিয়ে বিক্রি করি। শায়খ জাহীরুদ্দীন (র) বলেন, এক্ষেত্রে দাবীদার ব্যক্তি তাকে বাগদাদে নিয়ে যেতে বাধা দিতে পারবে না। অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি বাদীদের মুযাারিব, হত এখনও বিধান এ রকমই হত। এমনিভাবে অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা আছে এমন যে-কেউ বলে এ রকমেই বিধান হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাদের মধ্যে যদি ব্যবসায়ের অংশীদারিত্ব না হয়ে মালিকানার অংশীদারিত্ব হয়, তবে তাকে কোথাও নিয়ে যেতে বাধা দেওয়ার অধিকার তার থাকবে এবং সেটিতে কোনও রকমের লেনদেন করতেও সে বাধা দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তিনটি পশু ভাড়া করল। তারপর পশুর মালিক তা থেকে একটি পশু অন্য কারও কাছে ভাড়া দিল, একটি কাউকে ধার দিল এবং একটি হিবা বা বিক্রি করল। পরে ভাড়াগ্রহীতা তাদের হাতে সেগুলো দেখতে পেল। এক্ষেত্রে হুকুম এই যে, মালিক যদি বিশেষ ওযরবশত বিক্রি করে থাকে, তবে সে বিক্রি জাইয হয়েছে আর যদি বিনাওযরে বিক্রি করে, তবে ভাড়াগ্রহীতা তার থেকে সেটি হস্তগত করতে পারবে। তখন ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং তারপর পশুটি গ্রহণ করবে অথবা চাইলে বিক্রি রহিত করবে। পশুর মালিক যদি অন্য কাউকে পশু হিবা করে বা ধার দেয় কিংবা ভাড়া দেয়, তবে দেখতে হবে প্রথমকার ভাড়া প্রসিদ্ধ ছিল কিনা। প্রসিদ্ধ হয়ে থাকলে ভাড়া গ্রহীতা তাদের হাত থেকে তা ফেরত নিতে পারবে আর যদি প্রসিদ্ধ না হয় আর সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে চায়, তবে দেখতে হবে পশু কার হাতে আছে। যদি হিবা গ্রহীতার হাতে থাকে, তবে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারবে। তারপর সে তার হাত থেকে পশু হস্তগত করবে–যদিও হিবাকারী অনুপস্থিত থাকে। সে তা হস্তগত করার পর যখন ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তখন তার থেকে হিবাগ্রহীতার সেটি দখলে নেওয়ার অধিকার থাকবে না। এমনিভাবে পশু যদি ক্রেতার হাতে থাকে, তবে ক্রেতা প্রতিপক্ষ হবে এবং ভাড়া গ্রহীতা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারবে। পশু যদি ধারগ্রহীতার হাতে অথবা দ্বিতীয় ভাড়াগ্রহীতার হাতে থাকে এবং তখন প্রথম ভাড়াগ্রহীতা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে চায় আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেওয়া ধার বা ইজারা প্রসিদ্ধ হয়, কিংবা প্রসিদ্ধ নাই হয়, অন্যদিকে ভাড়াগ্রহীতা ও দ্বিতীয় ইজারাগ্রহীতাও ভাড়া ও ইজারা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, কিন্তু পশুর মালিক অনুপস্থিত থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধে প্রথম ভাড়াগ্রহীতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)। কিন্তু পশুর মালিক অনুপস্থিত থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধে প্রথম ভাড়াগ্রহীতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (আল- ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি পশু ভাড়া নিল ও কব্জা করল। তারপর মালিক কোথাও চলে গেল। এসময় অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সে এর আগেই পশুটি ভাড়া নিয়েছিল এবং সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে কি? ফাখরুল ইসলাম আল-বায্দাবী (র) ফাত্ওয়া দিয়েছেন যে, তা গৃহীত হবে। এটাই বিশুদ্ধতার বেশী কাছাকাছি। কেউ বলেন, যে যতক্ষণ না দাবী করবে যে মালিক এটি আমার কাছে অর্পণ করেছিল এবং তুমি এটি আমার কাছ থেকেই কব্জা করেছ, ততক্ষণ পর্যন্ত এই দ্বিতীয় ভাড়া-গ্রহীতা তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে না। এরূপ দাবী করলে তখন এই ব্যক্তি প্রতিপক্ষ হবে এবং তখন তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, সে এটি তোমার কাছে অর্পণ করেছে আমার কাছে ভাড়া দেওয়ার পর। আমার কাছে (পূর্বে ভাড়া দিলেও) অর্পণ করেনি, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। ইমাম জাহীরুদ্দীন (র)-এর উপরই ফাতওয়া দিয়েছেন। ইমাম সারাখসী (র) বলেন, সহীহ্ কথা হচ্ছে যে, মালিকের কাছ থেকে ধারগ্রহীতার মত এই ব্যক্তিও প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে না। বন্ধক ও ধারের দাবীতে ইজারাগ্রহীতাও ক্রেতা প্রতিপক্ষ হতে পারে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬. মাসআলা ঃ হিবাগ্রহীতা যে-কারও প্রতিপক্ষ হতে পারে। আবূ বকর (র)-এর ঝোঁক এ দিকেই (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলে থাকা একটি বাড়ি সম্পর্কে দাবী করে যে, এ বাড়িটি আমার অধীনে ভাড়ায় আছে, অমুক ব্যক্তি এটা আমার কাছে ভাড়া দিয়েছে আর যার দখলে আছে, সে দাবী করে এটি আমার কাছে ভাড়ায় আছে এবং অন্য কারও সম্পর্কে বলে, সে এটি আমার কাছে ভাড়া দিয়েছে, তবে দাবীদারের দাবী শোনা হবে এবং দখলদার ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে দাবীদার ব্যক্তি যদি সাধারণ ভাবে মালিকানা দাবী করে আর দখলদার ব্যক্তি ইজারা দাবী করে, তবে দখলদার ব্যক্তির তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে না এবং তার দাবী শোনা হবে না।

ইজারাগ্রহীতা যদি ইজারাদাতার অনুপস্থিতে ইজারার দাবী করে, তবে তার দাবী শ্রবণযোগ্য হবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দাবী করল এ বাড়িটি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির এবং যার দখলে আছে,' সে এটি তার কাছ থেকে কিনে কব্জা করেছে। আমি বাড়িটির শাফী' (ক্রয়ের অগ্রাধিকার), আমি শুফ্'আর দাবী করছি। যার দখলে আছে সে বলল, এটি আমারই বাড়ি। এটি আমি কারও কাছ থেকে কিনিনি। অথবা বলল, তোমার এ বাড়িটি তুমি অমুকের কাছে বিক্রি করেছ। কিন্তু এখনও সমর্পণ করনি। আমি শুফ'আ দাবী করছি। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে প্রথম ক্ষেত্রে বিক্রেতার অনুপস্থিতিতে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রেতার অনুপস্থিতিতে দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যার দখলে বাড়িটি আছে, তাকেই প্রতিপক্ষ ধরা হবে এবং তার বিপরীতেই শুফ্'আর ফায়সালা দেওয়া হবে। আর তার বিপরীতে প্রদত্ত শুফ্'আর ফায়সালাকে বিক্রেতা ও ক্রেতার বিপরীতে প্রদত্ত ফায়সালা হিসেবে ধরা হবে। সেই সংগে তার মতে শাফী'র হতে বাড়ির মূল্য গ্রহণ করতঃ বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখা হবে।

ক্রেতা যদি উপস্থিত থাকে এবং ক্রয়ের কথা অস্বীকার করে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে শাফী'র পক্ষে শুফ্'আর ফায়সালা দেওয়া হবে এবং তাকে দায়িত্বশীল ধরে বাড়ির মূল্য তার হাতে সমর্পণ করা হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৯. মাসআলা ঃ যাকে বাড়ি ক্রয়ের উকীল বানানো হয়েছে, সে যদি বাড়ি কিনে কব্জা করে এবং তারপর সে বাড়ির শাফী' এসে উকীলের কাছ থেকে বাড়িটি হস্তগত করতে চায়, তবে সে সুযোগ তার থাকবে। এক্ষেত্রে মুআক্কিলের উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। ক্রেতা অর্থাৎ উকীল যদি বাড়িটি কব্জা না করে থাকে, তবে শাফী', সে বাড়ি মুআক্কিলের বা তার উকীলের উপস্থিতি ছাড়া গ্রহণ করতে পারবে না। এ হিসেবে ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত উকীলের হাত থেকে যদি কোন হকদার বাড়িটি হস্তগত করতে চায়, তবে সে হকদারের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য মুআক্কিলের উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। উকীলের উপস্থিতিই যথেষ্ট (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার একটি বাড়ি ভাড়া দিল এবং ভাড়াটিয়ার কাছে সমর্পণও করল। এখন ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে যদি কেউ বাড়িটি গসব করে, তবে ভাড়াটিয়ার অনুপস্থিতিতে গসবকারীর বিরুদ্ধে মালিকের দাবী উত্থাপন সহীহ্ হবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন বাড়ি কেনে, কিন্তু কব্জা করে নেয়, তবে মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করা হবে। ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধ করে থাকে, অথবা বাকি মূল্যে কিনে থাকে, তবে ক্রেতা হবে প্রতিপক্ষ অন্যথায় বিক্রেতা প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ ক্রেতা মূল্য পরিশোধের আগে যদি বিক্রেতা বিক্রিত মাল অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দেয় তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী দ্বিতীয় ক্রেতার বিরুদ্ধে প্রথম ক্রেতার দাবী শোনা হবে। কেননা সে নিজের পক্ষে মালিকানা দাবী করছে আর যার দখলে সেটি আছে, যে তার বিরোধিতা করছে। কিন্তু মূল্য পরিশোধ সে দখলদারের নিকট থেকে সেটি হস্তগত করতে পারবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও নিকট থেকে এক হাজার দিরহামের একটা ক্রীতদাসী কিনল, কিন্তু তার মূল্য পরিশোধ করল না। তারপর বিক্রেতা অনুমতি ছাড়া সেটি কবজা করল। তারপর সে একশ' দীনারের বিনিময়ে দাসীটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দিল এবং সে মূল্য ও ক্রেতা দাসী কবজা করল। তারপর প্রথম ক্রেতা কোথাও চলে গেল এবং প্রথম বিক্রেতা উপস্থিত হন। সে চাইল দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট থেকে ক্রীতদাসীটি ফেরত নেবে। প্রশ্ন হচ্ছে তার সে সুযোগ থাকবে কি ? দ্বিতীয় ক্রেতা যদি স্বীকার করে যে, প্রথম বিক্রেতা যা বলেছে বিষয়টা তেমনই, তবে দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট হতে সে ক্রীতদাসীটি ফেরত গ্রহণ করতে পারবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্রেতা যদি প্রথম বিক্রেতার দাবী মিথ্যা সাব্যস্ত করে, কিংবা যদি বলে, প্রথম বিক্রেতার কথা সত্য, না মিথ্যা তা আমি জানি না, তবে তাদের মধ্যে কোন মামলা চলবে না, যাবৎ না প্রথম ক্রেতা উপস্থিত হয় (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও সম্পর্কে দাবী করল যে, সে তার গোলামের চোখ ফুঁড়ে দিয়েছে আর তার গোলামটি জীবিত, তবে গোলামটির উপস্থিত ছাড়া তার দাবী ও সাক্ষ্য-প্রমাণ শ্রবণ করা হবে না। গোলামটি জীবিত না থাকলে শোনা হবে এবং চোখের 'আরশ' (অর্থদণ্ড) আদায়ের ফায়সালা দেওয়া হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৪. মাসআলা ঃ গোলাম যদি এমন শিশু হয়, যে নিজের কথা প্রকাশ করতে পারে না, তবে গোলামের উপস্থিতি ছাড়াই কাযী রায় দেবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চোখের আর্‌শ (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি স্বীকার করে যে, সে গোলামটির চোখ ফুঁড়ে দিয়েছে এবং এই বাদীই ঐ গোলামের মালিক, কিন্তু গোলাম সেখানে উপস্থিত না থাকে, তবুও বাদীর পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাকে চোখের আর্‌শ আদায় করবে (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি তার একটি ঘোড়ার চোখ ফুঁড়ে দিয়েছে, তবে তা গৃহীত হবে। দাবী সহীহ্ হওয়ার জন্য কাযীকে ঘোড়া দেখানো শর্ত নয়। তবে ঘোড়াটি যদি উপস্থিত থাকে, তবে সে তার চোখ ফুঁড়েছে কিনা তা দেখানো জরুরী। লোকটি যদি চোখ ফোঁড়া ঘোড়া উপস্থিত করে এবং দাবী করে সেটি তার ঘোড়া তবে তার পক্ষে আরশের রায় দেওয়া হবে না, যাবত মালিকানা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে। সাক্ষিগণকে এটাও বলতে হবে যে, বিবাদী যখন ঘোড়াটির চোখ ফুঁড়েছে, তখনও সে এর মালিক ছিল। এভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করার পর সে চোখের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারবে। ঘোড়ার মালিক যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ঘোড়াটি তার, এই ব্যক্তি এটির চোঁখ ফুঁড়ে দিয়েছে এবং তখনও সে এর মালিক ছিল, অপরদিকে প্রথম বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ঘোড়াটি তার এবং যার হাতে ঘোড়াটি আছে, সেই এর চোখ ফুঁড়েছে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রগণ্য হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি কোন পশুকে জখম করার বা কোন কাপড় ছিঁড়ে ফেলার দাবী করে, তবে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ শ্রবণের জন্য পশুও কাপড় উপস্থিত করা শর্ত নয় (খিযানাতুল-মুফতীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল এবং তিন হাজার দিরহাম ও একজন ওয়ারিশ রেখে গেল। এক ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করল যে, মৃত্যু ব্যক্তি তার জন্য তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করে গেছে, কিন্তু ওয়ারিশ তার দাবী অস্বীকার করল। এ ক্ষেত্রে কাযী ওয়ারিশের বিপরীতে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ শোনবে এবং তার ওসিয়তের পক্ষে রায় দেবে। ওয়ারিশ যদি এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি موصى له (যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে সেই ব্যক্তি). কে দেয় এবং তারপর অপর এক ব্যক্তি এসে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মৃত ব্যক্তি তার জন্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করেছিল, আর ইতোমধ্যে ওয়ারিশ অন্য কোথাও চলে যায়, ফলে সে موصى له (মুসালাহ)- কে কাযীর নিকট উপস্থিত করে, তবে কাযী মুসলাহ্‌কে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করতঃ তার বিরুদ্ধে দাবীদারের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে এবং তাকে আদেশ করবে ওসিয়তের যে অর্থ তার হাতে আছে তার অর্ধেক যেন এই ব্যক্তিকে প্রদান করে। তার হাতে যদি কিছুই না থাকে, যেমন তা হয়ত ধ্বংস হয়ে গেছে বা সে খরচ করে ফেলেছে আবার সে নিজেও একজন নিঃস্ব ব্যক্তি, ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি ওয়ারিশকে কাযীর নিকট উপস্থিত করে এবং তার হাতের সম্পত্তি হতে কিয়দংশ হস্তগত করতে চায় আর ওয়ারিশ তা অস্বীকার করে, তবে তাকে পুনরায় ওয়ারিশের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করতে হবে না। পূর্বের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই সে ওয়ারিশের কাছ থেকে তার হাতের সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ হস্তগত করতে পারবে। তারপর এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ওয়ারিশের সংগে মিলে প্রথম মূসালাহ্‌কে ধরবে এবং সে যা হস্তগত করেছিল তার অর্ধেক তার কাছ থেকে আদায় করে নেবে। সেটা আদায় করার পর তারা তা পাঁচ ভাগে ভাগ করবে, যার চারভাগ পাবে ওয়ারিশ এবং একভাগ দ্বিতীয় মূসালাহ্। এ ব্যাপারে যে কাযী প্রথম মূসালাহ্‌র পক্ষে রায় দিয়েছিল, তার কাছে মুকদ্দমা পেশ করা আর দ্বিতীয় কোন কাযীর কাছে পেশ করা একই কথা।

যদি প্রথম মূসালাহ্‌ই অনুপস্থিত থাকে, ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি ওয়ারিশকে কাযীর নিকট উপস্থিত করে, তবে কাযী ওয়ারিশের বিপরীতেই রায় দেবে আর ওয়ারিশের বিপরীতে প্রদত্ত চায় প্রথম মূসালাহ্‌র বিপরীতে প্রদত্ত বলেই গণ্য হবে। কাযী যদি প্রথম ব্যক্তির পক্ষে ওসিয়তের ফায়সালা দেয়, কিন্তু সম্পদ তার হাতে অর্পণ না করে এবং ইতোমধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে তার বিরুদ্ধে মামলা করে আর তখন ওয়ারিশ উপস্থিত না থাকে, তবে দেখতে হবে এ কাযী পূর্বের কাযীই কি না। পূর্বের কাযী হয়ে থাকলে সে প্রথম মূসালাহ্‌কে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করবে আর যদি নতুন কাযী হয়, তবে প্রথম ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করবে না।

যদি প্রথম মূসালাহ্ অনুপস্থিত থাকে এবং ওয়ারিশ উপস্থিত থাকে আর কাযী প্রথম মূসালাহ্‌কে সম্পত্তির কিছুই প্রদান না করে, তবে ওয়ারিশই দ্বিতীয় মূসালাহ্‌র প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে মামলা করে অন্য কাযীর নিকট। এ সবই সেই অবস্থায়, যখন প্রথম মূসালাহ্ স্বীকার করবে যে, তার হাতে যে সম্পদ আছে, তা মৃত ব্যক্তি হতে ওসিয়তের সূত্রে প্রাপ্ত অথবা এটা কাযীর জানা থাকবে। পক্ষান্তরে এর কোনটাই যদি না হয় এবং প্রথম ব্যক্তি বলে, এ সম্পত্তি আমি আমার পিতা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, মৃত ব্যক্তি আমার জন্য কোন ওসিয়ত করেনি, এবং আমি তার সম্পত্তি হতে কিছুই হস্তগত করিনি, তবে সে-ই দ্বিতীয় মুসালাহ্‌র প্রতিপক্ষ হবে।

সে যদি বলে, এ সম্পদ আমার কাছে অমুক মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে আমানত স্বরূপ আছে, যার পক্ষ হতে দ্বিতীয় ব্যক্তি ওসিয়তের দাবী করছে অথবা যদি বলে, আমি তার থেকে এসব গসব করেছি, তবে তাদের মধ্যে কোন মামলা চলবে না।

যদি ওসিয়তকারী ছাড়া অন্য কারও সম্পর্কে বলে যে, তার পক্ষ হতে এ সম্পদ আমার কাছে আমানত আছে কিংবা বলে, তার থেকে আমি এটা গসব করেছি, তবে তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ব্যক্তির মামলা চলবে। কিন্তু সে যদি নিজ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করতে পারে, তবে তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ব্যক্তির মামলা খারিজ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল এবং কিছু সম্পত্তি ও একজন ওয়ারিশ রেখে গেল। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, মৃত ব্যক্তির কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। কাযী তার পক্ষে রায় দিল এবং ওয়ারিশকে নির্দেশ দিল, যেন তার পাওনা মিটিয়ে দেয়। ওয়ারিশ তার এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করল এবং তারপর কোথাও বলে গেল। তারপর মৃতের অপর এক পাওনাদার উপস্থিত হল এবং দাবী করল, মৃত ব্যক্তির কাছে সে এক হাজার দিরহাম পাবে। এক্ষেত্রে প্রথম পাওনাদার দ্বিতীয় পাওনাদারের প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে না। যদি প্রথম পাওনাদার অনুপস্থিত থাকে এবং দ্বিতীয় পাওনাদার মৃতের ওয়ারিশকে কাযীর নিকট উপস্থিত করে, তবে ওয়ারিশ দ্বিতীয় ব্যক্তির বিপক্ষ সাব্যস্ত হবে। কাযী যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে রায় দেয় এবং ওয়ারিশকে তার পাওনা পরিশোধের নির্দেশ দেয়, কিন্তু ইতোমধ্যে ওয়ারিশের হাতের সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় পাওনাদার প্রথম পাওনাদারকে ধরবে এবং সে যা কব্জা করেছিল তার অর্ধেক বুঝে নেবে। তারপর তারা দু'জন মিলে তাদের অবশিষ্ট পাওনার জন্য ওয়ারিশের পিছু নেবে। প্রথম ব্যক্তি যদি পাওনাদার না হয়, বরং মৃত ব্যক্তি তার জন্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করে থাকে এবং সে তা কব্জা করে নেয়, এদিকে ওয়ারিশ কোথাও চলে যায়, আর এ অবস্থায় কোনও ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মৃত ব্যক্তির কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে মুসালাহু তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে না (আয-যাখীরা)।

১৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, মৃত ব্যক্তি এই ক্রীতদাসীটি তার জন্য ওসিয়ত করেছিল এবং এটি তার সর্বমোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ। ফলে কাযী তার পক্ষে রায় দিল যে, ক্রীতদাসীটিকে সেই পাবে এবং সেটি তার হাতে সমর্পণও করল। তারপর ওয়ারিশ কোথাও চলে গেল। তারপর অপর কোন ব্যক্তি মুসালাহুর বিপরীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, মৃত ব্যক্তি এ ক্রীতদাসীটি তার জন্য ওসিয়ত করেছিল। এক্ষেত্রে সাক্ষিগণ যদি বলে, ওসিয়তকারী তার প্রথম ওসিয়ত প্রত্যাহার করেছিল, তবে কাযী রায় দেবে যে, পূর্ণ ক্রীতদাসীটিই দ্বিতীয় মূসালাহু পাবে। তারা যদি ওসিয়ত প্রত্যাহারের কথা না বলে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্রীতদাসীটির অর্ধেক পাবে। কাযীর এ রায় ওয়ারিশের উপরও বর্তাবে, সে উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত। সুতরাং প্রথম মূসালাহু যদি তার হক বাতিল করে দেয়, তবে পূর্ণ ক্রীতদাসীটি দ্বিতীয় মূসালাহুরই হয়ে যাবে।

কাযী যদি প্রথম ব্যক্তিকে ক্রীতদাসীটি দিয়ে দেয় এবং তারপর সে ব্যক্তি কোথাও চলে যায় এবং ওয়ারিশ উপস্থিত হয়, তবে ওয়ারিশ দ্বিতীয় মূসালাহুর প্রতিপক্ষ হবে না, তাতে যে ব্যক্তি প্রথম কাযীর কাছেই মামলা দায়ের করুক বা অন্য কোন কাযীর কাছে।

কাযী যদি প্রথম মূসলাহুর পক্ষে রায় প্রদান করে, কিন্তু এখনও তার হাতে ক্রীতদাসীটি সমর্পণ না করে, ইতোমধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ওয়ারিশের বিরুদ্ধে মামলা করে, তবে ওয়ারিশ তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে না- যদি মামলাটি প্রথম কাযীর আদালতেই হয়। পক্ষান্তরে যদি নতুন কাযীর আদালতে মামলা হয়, তবে ওয়ারিশকে প্রতিপক্ষ ধরা হবে। এক্ষেত্রে কাযী যখন ওয়ারিশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ব্যক্তির, সাক্ষ্য-প্রমাণ শুনবে, তখন রায় দেবে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি

ক্রীতদাসীটির অর্ধেক পাবে, তাতে তার সাক্ষিগণ প্রথম ওসিয়তের প্রত্যাহার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিক বা না-ই দিক। তারপর যখন প্রথম মূসালাহু উপস্থিত হবে, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি প্রথম ওসিয়তের প্রত্যাহার সম্পর্কে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে সে পূর্ণ ক্রীতদাসীটিই পাবে অন্যথায় অর্ধেকই পাবে। প্রথম ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মৃত ব্যক্তি তার জন্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করেছে এবং সে মতে কাযী তাকে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি প্রদান করে, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মৃত ব্যক্তি তার প্রথম ওসিয়ত প্রত্যাহার করতঃ তার (অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তির) জন্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করেছে, তবে কাযী প্রথম ব্যক্তিকে প্রদত্ত এক-তৃতীয়াংশ তার কাছ থেকে ফেরত নেবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তা প্রদান করবে।

যদি ওয়ারিশই উপস্থিত থাকে, তবে প্রথম ওসিয়তের প্রত্যাহার ছাড়াই কাযী দ্বিতীয় ওসিয়তের পক্ষে রায় দিয়ে দেবে।

প্রথম মূসালাহুর জন্য যদি সুনির্দিষ্ট কোন গোলাম ওসিয়ত করা হয় এবং কাযীর ফায়সালাক্রমে সেটি তাকে দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর অপর এক ব্যক্তি মূসালাহুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মৃত ব্যক্তি তার সম্পত্তি থেকে একশ' দিরহাম তার জন্য ওসিয়ত করেছে, তবে প্রথম ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষ হবে না।

যদি ওয়ারিশ উপস্থিত থাকে এবং প্রথম মূসালাহু অনুপস্থিত থাকে, তবে ওয়ারিশই দ্বিতীয় মূসালাহুর প্রতিপক্ষ হবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, যা যে ঋণ নিয়েছিল বা গসব করেছিল কিংবা তার কাছে আমানত রাখা হয়েছিল। গসবকারী বা আমানতগ্রহীতার হাতে হুবহু সে হাজার দিরহাম সংরক্ষিত আছে। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, দিরহামের মালিক মারা গেছে এবং এই ব্যক্তির কাছে তার যে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তা তার জন্য ওসিয়ত করেছে। যার হাতে সেটা আছে, সেও পাওনার কথা স্বীকার করে, কিন্তু সে বলে যে, ঐ ব্যক্তি মারা গেছে কিনা তা তার জানা নেই। এক্ষেত্রে কাযী উভয়ের মধ্যে মামলা গ্রহণ করবে না, যাবৎ না মৃতের কোন ওয়ারিশ বা ওয়াসীকে উপস্থিত করা হয়।

যার যাতে দিরহাম গুলো আছে, সে যদি বলে আমিই এগুলোর মালিক, মৃতের কোন অর্থকড়ি আমার কাছে নেই, তার সে বাদীর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তার হাতে যে দিরহাম আছে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পর্কে রায় দেবে যে, তা বাদীর প্রাপ্য। কিন্তু বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মৃত ব্যক্তি এই এক হাজার ছাড়া আরও দু'হাজার দিরহাম রেখে গেছে, যা ওয়ারিশ হস্তগত করেছে, তবে কাযী রায় দেবে যে, এই এক হাজার দিরহামের সর্বটাই বাদীর প্রাপ্য। তারপর ওয়ারিশ উপস্থিত হয়ে যদি বলে, আমি মৃতের সম্পত্তি হতে কিছুই কব্জা করিনি, তবে তার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না।

মূসালাহুর স্থলে যদি কোন পাওনাদার থাকে এবং সে মৃত ব্যক্তির কাছে পাওনা থাকার দাবী করে, তবে যার কাছে মৃত ব্যক্তির সম্পদ আছে, সে তার প্রতি পক্ষ সাব্যস্ত হবে না, ঐ ব্যক্তি মৃতের সম্পদের কথা স্বীকার করুক, বা অস্বীকার করুক।

যদি এই দাবীদার দাবী করে যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে এবং সে কোন ওয়ারিশ বা ওয়াসী রেখে যায়নি, তবে কাযী তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে নেবে। এক্ষেত্রে মৃতের পক্ষ হতে কোন ওয়াসী নিযুক্ত করবে না, বরং যার হাতে মৃতের সম্পদ আছে তার বিরুদ্ধে বাদীকে তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে বলবে। পেশ করলে পাওনা সম্পর্কে কাযী তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে এবং যার কাছে মৃতের সম্পদ আছে তাকে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধের আদেশ করবে, যদি সে ব্যক্তি মৃতের সম্পদের কথা স্বীকার করে (আয-যাখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ ওসিয়ত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিপক্ষ (বিবাদী) হবে মৃতের ওয়ারিশ বা মূসালাহু বা মৃত ব্যক্তির কাছে যে ব্যক্তি দেনাদার কিংবা মৃত ব্যক্তি যার কাছে দেনাদার (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুই পুত্র রেখে মারা গেল। একজন দেশে অনুপস্থিত। উপস্থিত পুত্র দাবী করল যে, তার পিতার কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে আর তার পিতা অমুক ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে। তা ছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ নেই। এখন উপস্থিত পুত্র যদি সেই ব্যক্তির কাছে তার পিতার পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে, কিন্তু সে তার পিতার কাছে তার পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং তার প্রমাণের ভিত্তিতে তৃতীয় ব্যক্তির হতে তার পিতার যে পাওনা উসূল করা হবে, সেটা তার প্রাপ্য বলে রায় দেওয়া হবে না। বরং বিষয়টা তার ভাই ফিরে আসা পর্যন্ত মুলতবি থাকবে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি এ বাড়িটি তোমার কাছ থেকে আমার জন্য ক্রয় করেছে, কিন্তু যার দখলে বাড়িটি আছে, সে বিক্রির কথা অস্বীকার করল। এখন দাবীদার ব্যক্তি যদি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে। এমনিভাবে যদি ক্রেতা উপস্থিত থাকে এবং সে ক্রয়ের কথা অস্বীকার করে, তখনও তার বিরুদ্ধে বাদীর প্রদর্শিত সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হবে। এটা ঠিক এই রকম, যেমন কেউ কারও দখলে থাকা বাড়ি সম্পর্কে দাবী করল যে, আমি এ বাড়িটি অমুকের কাছ থেকে কিনেছি আর সে এটি কিনেছিল তোমার কাছ থেকে।

'আল-মুনতাকা' গ্রন্থের 'দাবী-দাওয়া' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যার দখলে বাড়িটি আছে, সে যদি বলে, আমি এটি অমুকের কাছে বিক্রি করেছিলাম, যার সম্পর্কে তুমি বলছ যে, তুমি তাকে তোমার জন্য এটি ক্রয়ের উকীল বানিয়েছিলে, আর সে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে, তবে তার ও দখলদার ব্যক্তির মধ্যে মামলা চলবে না এমনিভাবে যদি সে বলে, তুমি বাড়িটি যার কাছ থেকে কেনার কথা বলছ, আমি এটি তার কাছে বিক্রি করেছিলাম, কিন্তু সে যতক্ষণ পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ না করবে, বাড়িটি আমার দখলেই থাকবে কিংবা সে যদি বলে, সে এ বাড়িটি আমার কাছে আমানত রেখেছে, তবে তার ও দাবীদারের মধ্যে কোন মামলা চলবে না (আল-ফুসূলুল ইম্যাদিয়্যা)।

২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তির পাওনা থাকার কথা একটি দলীলে লেখা আছে। অপর একব্যক্তি দেনাদারের কাছে সেই দলীল নিয়ে উপস্থিত হল এবং বলল, অমুক ব্যক্তির নামে এই দলীলে তোমার কাছে যে পাওনার কথা লেখা আছে, এ সম্পর্কে সে স্বীকার করেছে যে, এ টাকা আমার। এ সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। এখন বিবাদী যদি তার কাছে সেই অনুপস্থিত ব্যক্তির পাওনা থাকার কথা অস্বীকার করে তবে সে একজন প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে এই দাবীদারের উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, এ টাকা তারই। পক্ষান্তরে সে যদি স্বীকার করে যে দলীলে যার নামে পাওনার কথা লেখা আছে, ঠিকই সে এ টাকা তার কাছে পাবে, তবে যার নামে পাওনার কথা লেখা

আছে, সেই অনুপস্থিত ব্যক্তিই হবে-এই বাদীর প্রতিপক্ষ। কাজেই তার অনুপস্থিতিতে এ ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয় (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

২৫. মাসআলা ঃ ইব্ন সামআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কাউকে তার জন্য একশ' দিরহামের বিনিময়ে দশ দীনার কিনতে আদেশ করে, ফলে সেই ব্যক্তি তা করে এবং দীনার কব্জা করেও দিরহাম পরিশোধ করে, তারপর কেউ এসে দীনারগুলো দাবী করে, তবে ক্রেতা সেই ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবে। এখন ক্রেতা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি তাকে আদেশ করেছিল এবং তার জন্য সে এ দীনারগুলো ক্রয় করেছে, তবে তার যে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। পক্ষান্তরে দীনারগুলোর দাবীদার যদি যে কথা স্বীকার করে, তবে তার ও ক্রেতার মধ্যে কোন মামলা চলবে না (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও সম্পর্কে দাবী করল যে, সে তার মুনীবের আদেশে এই গোলামটি এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছে এবং গোলামটি তার হাতে পণ্যস্বরূপ ছিল। কিন্তু বিবাদী বলল, আমি এটি এর মুনীবের আদেশ ছাড়াই বিক্রি করেছি, ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন এক্ষেত্রে আমি বিক্রেতাকে বাদীর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করব এবং রায় দেব যে, ক্রেতার হাতে তাকে এ গোলাম সমর্পণ করতে হবে (আয-যাখীরা)।

২৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটা গোলাম সম্পর্কে দাবী করল, সেটি তার। সেই সংগে বলল, এখন সেটি আমার হাতে নেই গোলাম বলল, আমি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির মালিকানাধীন। এখন গোলাম যদি তার বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তারও দাবীদারের মধ্যে কোন মামলা চলবে না। কিন্তু তার যদি কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে তার বিরুদ্ধে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, তার মালিক দাবীদার ব্যক্তি । এরপর যদি সেই ব্যক্তি হাযির হয়, যার পক্ষে গোলাম মালিকানা স্বীকার করেছিল, তবে তার গোলামটি ফিরে পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না। হ্যাঁ, সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে এবং প্রথমে যার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছিল, তাকে গোলামটি তার হাতে সমর্পণের আদেশ করা হবে (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলে থাকা কোন গোলামের মালিকানা দাবী করে বা তার কাছে পাওনা থাকার দাবী করে কিংবা দাবী করে যে, তার কাছ থেকে যে অমুক মাল কিনেছিল, তবে সে ব্যক্তি তার বিবাদী সাব্যস্ত হবে। কিন্তু বাদী যদি স্বীকার করে যে, তার উপর বেচাকেনা করার নিষেধাজ্ঞা জারি আছে, তবে তাদের মধ্যে কোন মামলা চলবে না (আয-যাখীরা)।

২৯. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে আছে যে, এক ব্যক্তির হাতে একটি বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল, বাড়িটি অমুক ব্যক্তির আর সে ব্যক্তি এক মাস আগে এক হাজার দিরহামের বদলে বাড়িটি আমার কাছে বন্ধক রেখেছে, যে এক হাজার দিরহাম তার কাছে আমার পাওনা আছে। সে বাড়িটি আমার কাছে সমর্পণ করেছে এবং আমি তার কাছ থেকে এটি কব্জা করেছি। তারপর আবার সে এটি আমার ধার চেয়েছি। ফলে আমি এটি তাকে ধার দিয়েছি। সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণও পেশ করল। কিন্তু বাড়ির মালিক দেশে উপস্থিত নেই। যার দখলে সেটি আছে, সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বাড়িটি তারই, সে গতকাল বাড়িটি সেই ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করেছে, যার সম্পর্কে বাদী বলছে যে, তার কাছে সে এটি বন্ধক রেখেছে। অথবা বলল, আমি তার কাছ থেকে এটি দশ দিন আগে কিনেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যে ব্যক্তি বন্ধকের দাবী করছে বাড়িটির হকদার সে-ই হবে। আবার যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্তি ক্রয়ের দাবী করছে, সে তার ক্রয় বাতিল করতে পারবে না, যাবৎ না অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসে। বন্ধকের স্থলে যদি ইজারা নেওয়ার দাবী করত তখনও ফায়সালা এ রকমই হত।

বন্ধকগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার স্থলে যদি এমন কেউ হত, যে বাড়টির মালিকানা দাবী করছে এবং বলছে, আমি এক মাস আগে এই ব্যক্তির ক্রয়ের আগেই অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট থেকে বাড়িটি ক্রয় করেছি, তবে সে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটি সেই পাবে। এ স্থলে দ্বিতীয় ক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। এরপর বাদীর নিকট হতে বাড়িটির মূল্য গ্রহণ করতঃ দখলদারির হাতে আমানতস্বরূপ রাখা হবে এবং বাড়িটি বাদীর হাতে হস্তান্তর করা হবে–যদি বাদীর সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্যে একথা না বলে যে, বিক্রেতা তার কাছ থেকে এর মূল্য বুঝে নিয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০- মাসআলা ঃ হিশাম (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এক ব্যক্তি বলল, আমি এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি ক্রীতদাসী ক্রয় করতঃ তার মূল্য পরিশোধ করি এবং ক্রীতদাসীটি কব্‌জা করি। তারপর এক ব্যক্তি এসে সে, ক্রীতদাসীটির মালিকানা দাবী করল এবং সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। ফলে কাযী তার পক্ষে দিল। অগত্যা আমি বিক্রেতাকে কাযীর নিকট উপস্থিত করলাম। সে বলল, আমার কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে যে, যে ব্যক্তি স্বীয় হকের দাবীতে ক্রীতদাসীটি তোমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে, সে ক্রীতদাসীটি আমার কাছে বিক্রি করেছিল অথবা সে স্বীকার করেছিল যে, ক্রীতদাসীটি আমার এ ক্ষেত্রে বিধান কী? তিনি বললেন কাযী ক্রেতাকে ইখতিয়ার দেবে। সে চাইলে স্বয়ং মামলার পন্থা অবলম্বন করবে এবং চাইলে ক্রীতদাসীটি ফেরত দেবে এবং ক্রেতা থেকে মূল্য ফেরত নেবে। ক্রেতা যদি বলে, আমি অপেক্ষা করব এবং বিক্রেতা নিজেই এ ব্যাপারে মামলা চালাক, তবে তার সে সুযোগ থাকবে না (আয-যাখীরা)।

৩১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি হতে থাকা একটি নির্দিষ্ট গোলামের মালিকানা দাবী করল এবং সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। এরপর তার সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা দ্বারাই করা হল অথবা যাচাই করা হল না। ইতোমধ্যে যার হাতে গোলামটি আছে, সে যদি স্বীকার করে যে, গোলামটি আযাদ বা সে তাকে অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দিয়েছে বা কাউকে হিবা করেছে, তবে বাদীর পক্ষে গোলামটির মুক্তি লাভের বিষয়টি সাব্যস্ত হবে না। আর বিক্রি করা বা হিবা করার ব্যাপারটা স্বীকারোক্তিদাতার দিক থেকে বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কাজেই যদি সাক্ষিগণের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত না হয়, তবে তার স্বীকারোক্তি কার্যকর হবে। এমনিভাবে যদি একজন সাক্ষী পেশ করে, এবং তারপর বিবাদী গোলামটিকে আযাদ, বিক্রি বা হিবা করে, তবে বাদীর পক্ষে তা কার্যকর হবে না, যেমন দু'জন সাক্ষীর ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না।

বিবাদী যদি গোলামটি আযাদ, বিক্রি বা হিবা না করে, বরং বাদী কর্তৃক সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর যে স্বীকার করে নেয় যে, গোলামটি বাদীরই, তবে কাযী তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় দেবে, না সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে? আল-আকযিয়া ঃ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, কাযী তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় দেবে। কিন্তু 'আল-জামিউল কাবীর' গ্রন্থে আছে যে, সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেবে (আল-খুলাসা)।

৩২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলভুক্ত একটি বস্তু সম্পর্কে অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সেটি তার, কিন্তু বিবাদী তা অস্বীকার করল। তারপর বাদী তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার আগেই বিবাদী সেটি কারও কাছে বিক্রি করে ফেলল এবং সে সম্পর্কে সাক্ষী রাখল। তারপর যখন বাদী তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল এবং কাযী সে অনুযায়ী

তার পক্ষে রায় দিল, তখন ক্রেতা ঐ বাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বস্তুটি তার এবং ওই ব্যক্তির হাতে সেটা অন্যায়ভাবে আছে। ফলে তার পক্ষে রায় দেওয়া হল। তারপর যার পক্ষে দ্বিতীয়বার রায় দেওয়া হল, সেই ব্যক্তি, (অর্থাৎ ক্রেতা) যদি সেটি যার কাছ থেকে কিনেছিল, তার কাছে বিক্রি করে দেয় বা তাকে হিবা করে তবে তা জাইয হবে এবং মালটি এভাবে তার কাছে ফিরে আসবে। আজকাল জুলুম রোধের জন্য লোকে এ কৌশল অবলম্বন করে থাকে। তবে এ কৌশল বৈধ হবে তখনই, যখন প্রথম যার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছিল, তার কাছ থেকে কেনার দাবী না করবে। বরং সাধারণভাবে মালিকানা দাবী করবে। পক্ষান্তরে যদি তার কাছ থেকে কেনার দাবী করে। তবে ক্রেতার দাবী শোনা হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা ঃ 'আল-আকাযিয়্যা' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, কেউ কারও দখলভুক্ত বাড়ির অর্ধেকে নিজ মালিকানা দাবী করল। বিবাদীও তার দাবী স্বীকার করে নিল, অর্পণ করল না। আর সে কোথাও চলে গেল। ইতোমধ্যে অপর কোন ব্যক্তি এসে যদি সেই অর্ধেকে নিজ মালিকানা দাবী করে, তবে দখলদার যার পক্ষে মালিকানা স্বীকার করেছিল, সে এই দ্বিতীয় দাবীদারের প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে না। দখলদারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি যদি অনুপস্থিত থাকে, আর স্বীকৃতিদাতা উপস্থিত থাকে, তবে সে প্রতিপক্ষ হবে (আল-খুলাসা)।

৩৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার দখলে থাকা বাড়ি সম্পর্কে স্বীকার করল যে, বাড়িটি অমুক ব্যক্তির। সে এমন এক ব্যক্তির নাম বলল, যে এমনভাবে উপস্থিত রয়েছে যে, তার সংগে যোগাযোগ সম্ভব নয়। সে আরও স্বীকার করল যে, সে তারপক্ষ হতে বাড়িটি হিফাজত করার জন্য অমুককে আদেশ করেছিল। তারপর সেই ব্যক্তি এটি আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল এবং তার মৃত্যু হয়ে গেছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাড়িটি যার হাতে রাখা হয়েছে, সে যে-কোন দাবীদারের প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে। তবে সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং সাক্ষিগণ অনুপস্থিত ব্যক্তির নাম ধাম ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দানের পর বলে যে, সে এ বাড়িটি মৃত ব্যক্তির কাছে রেখে দেশের বাইরে চলে গেছে এবং তারপর মৃত ব্যক্তি বাড়িটি এখন এই যে ব্যক্তির দখলে আছে, তার হাতে ছেড়ে দিয়েছে, তবে এ সাক্ষ্য-প্রমাণের পর তার ও বাদীর মধ্যে কোন মামলা চলবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ ব্যক্তি কেবল এই বাড়িটির ব্যাপারেই মৃত ব্যক্তির ওয়াসী হবে। কিন্তু ইমাম আবূ-হানীফা (র)-এর মতানুসারে যাবতীয় ব্যাপারেই তার ওয়াসী সাব্যস্ত হওয়ার কথা।

এক ব্যক্তি দাবী করল যে, অমুকের কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। আর সে তা পরিশোধ করার আগেই মারা গেছে। তোমার কাছে তার সম্পত্তি থেকে এক হাজার দিরহাম আছে। কাজেই তুমি তা দিয়ে আমার পাওনা পরিশোধ করে দাও। তার এ দাবী গ্রহণযোগ্য কি? না, কাযী তার দাবীও শুনবে না এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণও গ্রহণ করবে না। সে যদি কাযীকে বিবাদী হতে কসম গ্রহণের অনুরোধ জানায়, তবে কাযী তার সে অনুরোধও রক্ষা করবে না (আল-মুহীত)।

৩৫. মাসআলা ঃ মুদারাবার মূলধনে যদি অন্য কেউ হক দাবী করে এবং তাতে ইতোমধ্যে মুনাফা হয়ে থাকে, তবে মুনাফার অংশে মুযারিবই বাদীর প্রতিপক্ষ হবে, মূলধনদাতার উপস্থিত থাকা অপরিহার্য নয়। তাতে যদি মুনাফা না হয়ে থাকে, তবে প্রতিপক্ষ হবে মূলধনদাতা (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৩৬. মাসআলা ঃ হিশাম (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি মুসলিম জনসাধারণের এমন কোন রাস্তায় ঘর নির্মাণ করল বা ফসল বুনল, যার মাথা

pdf By Syed Mostafa Sakib

খোলা (অন্য রাস্তার সাথে গিয়ে মিলেছে), তারপর যে কোন লোকের হাতে তার দেখাশোনার ভাব অর্পণ করে কোথাও চলে গেল। এখন সেই রাস্তার বাসিন্দাগণ এসে যদি তাকে (দায়িত্বপ্রাপ্তকে) পাকড়াও করে আর সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটা আমার হাতে অমুকের পক্ষ হতে আছে, সে আমাকে এর উকীল বানিয়ে আমার হাতে এটা রেখে গেছে, তবে এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন, যদি সে রাস্তা এমন অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত হয় যে, সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া বুঝা যায় না যে, সেটা রাস্তা তবে তার সংগে কোন মামলা চলবে না, যাবৎ না তার মুআক্কিল ফিরে আসে। পক্ষান্তরে সেটা রাস্তা হিসেবে বুঝতে যদি কোন কষ্ট না হয়, তবে সেই ব্যক্তিকেই বিবাদী বানানো হবে (আয-যাখীরা)।

৩৭. মাসআলা ঃ ইব্‌রাহীম (র) তাঁর 'নাওয়াদির'- এ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি একটি গোলাম আযাদ করে মারা গেল। তারপর এক ব্যক্তি নিজেকে মৃত ব্যক্তির পুত্র দাবী করল। মৃত ব্যক্তির কোথাও ওয়াসী নেই। এক্ষেত্রে আযাদকৃত গোলামটি কি বিবাদী হবে ? তিনি বললে, যদি মুমূর্ষ অবস্থায় আযাদ করে থাকে, তবে বিবাদী হবে। আর সুস্থাবস্থায় আযাদ করে থাকলে বিবাদী হবে না. (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি গোলাম কিনল। তারপর তারা আপন-আপন প্রাপ্য বুঝে না নিতেই এক ব্যক্তি দাবী করল গোলামটি তার। আর বাদী বিক্রির কথা স্বীকার করে। সে বিক্রেতা ও ক্রেতাকে কাযীর নিকট উপস্থিত করল এবং বলল, আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। আপনি এদের থেকে কসম নিন। কাযী তাদেরকে কসম করতে বলল। বিক্রেতা কসম করল, কিন্তু ক্রেতা অস্বীকার করল। এ ক্ষেত্রে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে বলা হবে। সে মূল্য পরিশোধ করলে গোলামটি বাদীকে দিয়ে দেওয়া হবে। যদি ক্রেতা কসম করে, কিন্তু বিক্রেতা অস্বীকৃতি জানায়, তবে বাদীকে গোলামটির পূর্ণ বাজারমূল্য বিক্রেতার পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু বাদী যদি বিক্রি অনুমোদন করে এবং যে ধার্যকৃত মূল্যে সম্মত থাকে, তবে ভিন্নকথা (আয-যাখীরা)।

৩৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে একটি বাড়ি আছে এবং সে স্বীকার করে যে, বাড়িটি অমুক ব্যক্তির ছিল। সে মারা গেছে এবং বাড়িটি মীরাছ স্বরূপ রেখে গেছে। সে ওয়ারিশদেরও নাম বলল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দেশে অনুপস্থিত। তার দাবী, সে অনুপস্থিত ওয়ারিশদের কাছ থেকে তাদের অংশ কিনে নিয়েছে। সে কাযীকে অনুরোধ জানাল; তারা না ফেরা পর্যন্ত যেন বাড়িটি তার হাতে রেখে দেবে ? না, তার হাতে রাখবে না। সে যদি ক্রয় সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা শোনা হবে বটে, কিন্তু বেচাকেনা কার্যকর করা হবে না এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিদের বিপক্ষে কোন রায় দেওয়া হবে না। বরং তখন বাড়িটি তার হাতেই থাকবে এবং নিশ্চয়তা স্বরূপ একজন জামিন রাখা হবে। এরপর যখন অনুপস্থিত ব্যক্তিগণ ফিরে আসবে, তখন তার সংগে নতুন করে ফায়সালা হবে (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির মামলার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য বিবাদী দু'জনকে উকীল নিয়োগ করল। এখন বাদী যদি তাদের একজনের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী এবং অপরজনের বিরুদ্ধে আরেকজন সাক্ষী পেশ করে, তবে জাইয হবে কি? ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন,. জাইয হবে। এমনিভাবে যদি উকীলের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী এবং মুআক্কিলের বিরুদ্ধে আরেক সাক্ষী পেশ করে, তবে তাও বৈধ হবে। এমনিভাবে যদি জীবিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী পেশ করে এবং তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশদের বিরুদ্ধে আরেকজন সাক্ষী পেশ করে, তাও বৈধ (আয-যাখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪১. মাসআলা ঃ হিশাম (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। সে অপর এক ব্যক্তিকে বলল, এ বাড়িটি তোমার, তুমি তোমার অমুক ভাই হতে উত্তরাধিকার সূত্রে এটি লাভ করেছ। কিন্তু সে ব্যক্তি বলল, না, এটা অমুক ব্যক্তির এবং সে এটা তার অমুক ভাইয়ের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার অর্থাৎ প্রথমে যার পক্ষে স্বীকার করা হয়েছে। তার কথা যদি মিলিতভাবে হয়, বিচ্ছিন্নভাবে না হয়, তবে সে দ্বিতীয় যে ব্যক্তির পক্ষে স্বীকার করেছে, সেই ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটি তার। যদি প্রথমে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোথাও বলে যায় এবং দ্বিতীয় স্বীকৃতি প্রাপ্ত ব্যক্তি এসে দখলকার ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে প্রথম ব্যক্তির পক্ষে স্বীকার করেছিল যে, বাড়িটি তার আর সে আমার পক্ষে স্বীকার করেছে যে, বাড়িটি আমার তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

৪২. মাসআলা ঃ যদি মৃত জন্তু, রক্ত, মদ বা শূকরের বিনিময়ে কোন মাল কেনে এবং ক্রেতা তা কব্‌জা করে, তারপর কেউ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তাকে হক দাবী করে, তবে মৃত জন্তু ও রক্তের বিনিময়ে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে না এবং তার বিরুদ্ধে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ শোনা হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪৩. মাসআলা ঃ মদ ও শূকরের বিনিময়ে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে এবং তার বিরুদ্ধে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ ও শোনা হবে (আল-মুহীত)।

৪৪. মাসআলা ঃ 'আল-জামিউস সাগীর' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কেউ যদি কারও কাছ থেকে দুই দীনারের বিনিময়ে রূপার ঘটি কিনে কব্‌জা করে এবং এক দীনার পরিশোধ করে, তারপর অপর দীনার পরিশোধের আগেই তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে অর্ধেক ঘটিতে বেচাকেনা অবৈধ হয়ে যায়, তবে সে অবৈধতা বাকি অর্ধেকে বিস্তার লাভ করবে না। ঘটির বিক্রেতা কোথাও বলে যাওয়ার পর যদি কেউ এসে দাবী করে, ঘটির অর্ধেক তার, তবে ক্রেতা তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে। সে ব্যক্তি অর্ধেকের ক্ষেত্রে তার মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর এবং কাযী কর্তৃক তার পক্ষে অর্ধেক ঘটির মালিকানা সম্পর্কে রায় দেওয়ার পর যদি বিক্রেতা ফিরে আসে, তবে ক্রেতা ঘটির এক-চতুর্থাংশ বিক্রেতাকে ফেরত দেবে এবং বিক্রেতা তাকে দাবীদার কর্তৃক নিয়ে যাওয়া অংশের অর্ধেকের মূল্য ফেরত দেবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কোন ইখতিয়ার লাভ হবে না, যদিও ঘটিতে বিক্রেতা তার অংশীদার হয়ে গেছে।

এমনিভাবে কেউ যদি কারও কাছ থেকে একই চুক্তিতে একটি গোলাম কেনে, অর্ধেক নগদ একশ' দীনারে এবং অর্ধেক বাকিতে 'ভাতা প্রাপ্তির'[১] মেয়াদের শর্তে তারপর ক্রেতা গোলাম কব্‌জা করে এবং বিক্রেতা কোথাও চলে যায়, তারপর কেউ এসে দাবী করে যে, গোলামটির অর্ধেক তার এবং সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তখনও একই বিধান (আস-যাখীরা)।

৪৫. মাসআলা ঃ যদি অর্ধেক বিক্রি করে এবং অর্ধেক ক্রেতার কাছে আমানত রাখে, তারপর বিক্রেতা কোথাও চলে যায় এবং এক ব্যক্তি এসে তার অর্ধেকে মালিকানা দাবী করে, তবে ক্রেতা তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে না। যদি এক ব্যক্তি তার কাছে অর্ধেক বিক্রি করে এবং অপর একজন তার কাছে বাকি অর্ধেক আমানত রাখে, তারপর কেউ এসে তার অর্ধেকে নিজ

১. عطاء বায়তুল মাল থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রদত্ত ভাতা।

মালিকানা দাবী করে, তবে গোলামটির এক-চতুর্থাংশে তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে এবং সেটা ক্রেতার কেনা অর্ধেকের ভেতর। সুতরাং ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে অর্ধেক মূল্য ফেরত পাবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও কাছ থেকে একটি গোলামের অর্ধেক কেনে এবং তারপর তার কাছে বাকি অর্ধেক কেনে, যার এক ক্রয় সহীহ্ এবং অপরটি ফাসিদ অসিদ্ধ অথবা উভয়টি সহীহ্ কিংবা উভয়টি ফাসিদ, তারপর কেউ এসে তার বিরুদ্ধে দাবী করে যে, গোলামটির অর্ধেক তার এবং সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ক্রেতা তার বিবাদী সাব্যস্ত হবে এবং সে দ্বিতীয়বার যে অর্ধেক কিনেছে কাযী সে অর্ধেকে দাবীদারের পক্ষে রায় দেবে।

যদি প্রথমবারের ক্রয় সহীহ্ হয় এবং দ্বিতীয়বারের ক্রয় মৃত জন্তু, রক্ত বা মদের বিনিময়ে হয় তবে ক্রেতা ও দাবীদারের মধ্যে কোন মামলা চলবে না। বরং দাবীদারকে বিক্রেতার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেননা রক্ত। মৃত জন্তু বা মদের বিনিময়ে যা কেনা হয়, তাতে কারও মতেই ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না (আল-মুহীত)।

৪৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলার বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে তার ক্রীতদাসী আর সে মহিলা বিবাহিত হয় এবং তার স্বামী দেশে অনুপস্থিত থাকে তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে এবং এজন্য স্বামীর উপস্থিতি শর্ত নয় (আয-যাখীরা)।

৪৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে ভুলে তার গোলামের হাত কেটে ফেলেছে। ফলে তার কাছে তার গোলামটির অর্ধেক মূল্য প্রাপ্য, যার পরিমাণ পাঁচশ' দিরহাম অথবা দাবী করল, সে তার কাছে তার অমুক ক্রীতদাসীটিকে বিবাহ দিয়েছে, যে কারণে তার কাছে সে মোহরানার অর্থ পাবে। গোলাম ও ক্রীতদাসী দু'জনই জীবিত কিন্তু দেশে অনুপস্থিত। বিবাদী তার দাবী স্বীকার করল, কিন্তু বলল, আমি তোমাকে আরশ (হাত কাটার আর্থিক জরিমানা) ও মোহরানা এই ভয়ে দিচ্ছি না যে, গোলাম ও ক্রীতদাসী ফিরে এসে যদি তোমার মালিকানা অস্বীকার করে, তখন তো তারা আমার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তির কারণে কাযী রায় দেবে যে, তাকে আরশ ও মোহরানা দাবীদারের যাতে সমর্পণ করতে হবে। একই উত্তর হতে সেই ক্ষেত্রে, যখন মোহরানা আসবাবপত্র জাতীয় কিছু হয়।

যদি এ ব্যক্তির কাছে গোলামের এক হাজার দিরহাম আমানত থাকে অথবা সে তার কাছ থেকে তা গসব করে বা ঋণ নিয়ে থাকে কিংবা তার কাছ থেকে কোন কিছু বাকিতে কেনার কারণে এ পরিমাণ দেনা থাকে, তারপর সে স্বীকার করে যে, যে ব্যক্তি তাকে এ দিরহাম দিয়েছে, সে অমুকের গোলাম এবং যার অনুকূলে স্বীকার করেছে সেও তা সত্য বলে তাসদীক করে, তবে তাতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির (مقرلہ) কোন অধিকার থাকবে না। এমনিভাবে দিরহামগুলো যার হাতে আছে, সে যদি বলে, এ দিরহাম অমুক ব্যক্তির, তার কাছ থেকে তার গোলাম এগুলো গসব করেছে এবং তারপর সে তা আমার কাছে রেখেছে, আর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিও তা সত্য বলে মেনে নেয়, তবে তখনও একই বিধান।

এমনিভাবে যদি স্বীকার করে যে, অমুক ব্যক্তি তার গোলামকে আদেশ করেছে, সে যেন ক্রীতদাসীটি বিক্রি করে এবং সে মতে সে ক্রীতদাসীটি বিক্রি করে দেয়, কিন্তু তার মূল্য কব্জা না করে এবং গোলামের মালিকও তা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে মুনীবকে মূল্য সমর্পণের জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না। এ সবই ঐ অবস্থায়, যখন দিরহামগুলো স্বীকারকারীর হাতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মজুদ থাকে। সে যদি তা খরচ করে ফেলে, তবে সে যার অনুকূলে স্বীকার করেছে, সে তাকে তজ্জন্য ধরতে পারবে।

অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি ফিরে আসে এবং সে যে স্বীকারকৃত ব্যক্তির গোলাম বা সে যে তার কাছ থেকে কিছু গসব করেছে, তা অস্বীকার করে, তবে তার কথাই গৃহীত হবে। কাজেই স্বীকারকারী ব্যক্তি যে পরিমাণ দিরহাম কব্জা করার কথা স্বীকার করেছে, তার থেকে সে অনুরূপ দিরহাম আদায় করে নিতে পারে। এরপর স্বীকারকারী ব্যক্তি কি, যার অনুকূলে সে, স্বীকার করেছিল তার কাছ থেকে তা ফেরত চাইতে পারবে ? উত্তর এই যে, স্বীকারকৃত ব্যক্তি যদি স্বীকারকারী থেকে আরশ ও মোহরানা গ্রহণ করে থাকে, এরপর অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে এসে নিজেকে স্বীকারকৃত ব্যক্তির গোলাম হিসেবে স্বীকার না করে, তবে কেবল এই ক্ষেত্রে স্বীকারকারী ব্যক্তি তার স্বীকারকৃত ব্যক্তি হতে আরশ ও মোহরানা হিসেবে আদায়কৃত অর্থ ফেরত নিতে পারবে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ফেরত চাইতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৪৯. মাসআলা ঃ উপরের সবগুলো ক্ষেত্রে যদি স্বীকারকারী ব্যক্তি বলে, আমি জানি না অনুপস্থিত ব্যক্তি তোমার গোলাম কিনা, তবে এই দাবী সম্পর্কে মুনীবের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি তার গোলাম। সুতরাং এ রায়ও দেওয়া হবে না যে, স্বীকারকারীর কব্জায় যে অর্থ আছে, তাকে তা মুনীবের হাতে সমর্পণ করতে হবে। বরং বিষয়টা গোলামের ফিরে আসা পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। এমনিভাবে বাদী যে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর নিজ মালিকানা দাবী করছে, সে সম্পর্কে বিবাদী হতে কসমও নেওয়া হবে না। হ্যাঁ অপরাধ (جنایہ) ও মোহরানা সম্পর্কে তার থেকে কসম নেওয়া হবে। কাযী তাকে আদেশ করবে, তুমি আল্লাহর নামে শপথ করে বল যে, সে অপরাধজনিত আরশ ও মোহরানার যে, দাবী করছে, তোমার কাছে তার তা প্রাপ্য নয়। অর্থ কড়ি সম্পর্কে কোন অবস্থায়ই কসম নেওয়া হবে না। হ্যাঁ, বাদী যদি দাবী করে, তার গোলাম তার কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম নিয়ে এই বিবাদীকে ঋণ দিয়েছে অথবা যদি দাবী করে, আমার গোলাম আমার কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম নিয়ে এই বিবাদীকে ঋণ দিয়েছে অথবা যদি দাবী করে, আমার গোলাম আমার কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম নিয়েছিল, যা এই ব্যক্তি তার কাছ থেকে গসব করেছে এবং তা সে খরচ করে ফেলেছে, অপরদিকে বিবাদী বলে, আমাকে অমুক ব্যক্তি ঋণ দিয়েছে বা আমি অমুকের থেকে এক হাজার দিরহাম গসব করে তা খরচ করে ফেলেছি, কিন্তু আমি জানি না, যে এই ব্যক্তি গোলাম, কি গোলাম নয়, তবে এ ক্ষেত্রে তার থেকে কসম নেওয়া হবে যে, তুমি আল্লাহ্র নামে বল, এই ব্যক্তি তোমার কাছে যে এক হাজার দিরহাম পাওনার দাবী করছে, তোমার কাছে তার তা প্রাপ্য নয়।

কেউ যদি কাউকে বলে, আমার কাছে এই যে, এক হাজার দিরহাম আছে, এটা তোমার আমি তোমার গোলামের কাছ থেকে এটা গসব করেছি, তোমার গোলামের মাল তো তোমারই মাল, অথবা যদি বলে, তোমার গোলাম এটা আমার কাছে আমানত রেখেছে আর মুনীব বলে, এ হাজার দিরহাম আমার বটে, কিন্তু তুমি এটা আমার গোলামের কাছ থেকে গসব করনি, তবে সে তার গ্রহণ করতে পারবে। স্বীকারকারী যদি গসব ও আমানত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে সে ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে পারবে না। তার যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে এবং মুনীব সে দিরহাম তার কাছ থেকে নিয়ে যায়, তারপর গোলাম উপস্থিত হয়ে নিজেকে স্বীকারকৃত ব্যক্তির গোলাম হিসেবে স্বীকার না করে আর মুনীবের ও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে গোলামকে স্বীকারকারীর এক হাজার দিরহাম জরিমানা আদায় করতে হবে। যদি সে

গসবের কথা স্বীকার করে থাকে। আর যদি আমানতের কথা স্বীকার করে থাকে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে তার কোন জরিমানা দিতে হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উভয় অবস্থায় জরিমানা দিতে হবে।

যার হাতে দিরহামগুলো আছে, সে যদি বলে, এই এক হাজার দিরহাম তোমার গোলাম আমার কাছে আমানত রেখেছে বা আমি তার থেকে গসব করেছি, এগুলো তোমার, কেননা তোমার গোলামের সম্পদ তোমারই সম্পদ, তবে মুনীব তা গ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু তার আগে তাকে কসম করে বলতে হবে যে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি না অমুক ব্যক্তি এটা তার কাছে আমানত রেখেছে বা সে তা অমুকের কাছ থেকে গসব করেছে।

অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে এসে যদি নিজেকে সেই ব্যক্তির গোলাম হিসেবে স্বীকার না করে, তবে সে মুনীবের কাছ থেকে সেই হাজার দিরহাম ফেরত নিতে পারবে। তখন মুনীবকে বলা হবে, তোমার যদি কোন হক থেকে থাকে, তবে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ কর। এক্ষেত্রে স্বীকারকারীকে কোন জরিমানা আদায় করতে হবে না।

স্বীকারকারী যদি বলে, এই হাজার দিরহাম তোমার অমুকে গোলামের, আমার কাছে গসব বা আমানত হিসেবে আছে, আর মুনীব বলে, সে আমার গোলাম এবং এই হাজার দিরহাম আমার, তবে সে তার কাছ থেকে তা নিতে পারবে না এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তার বিরুদ্ধে তার কোন দাবী চলবে না।

কেউ যদি কারও কাছে তার ক্রীতদাসীর মোহরানা দাবী করে বা সে তার গোলামের কোন অংগহানি ঘটিয়েছে বলে তার আরশ (অর্থদণ্ড) দাবী করে কিংবা তার হাতে তার গোলামের নিকট থেকে কোন আমানত বা গসবের অর্থ থাকার দাবী করে, সেই সংগে এটাও দাবী করে যে, তার গোলামের মৃত্যু হয়েছে এবং বিবাদীও তা স্বীকার করে, তবে রায় দেওয়া হবে, সে যেন তার হাতে তা সমর্পণ করে। বিবাদী যদি বলে, গোলামের যিম্মায় দেনা আছে, তবে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। এমনিভাবে বিবাদী যদি এর কোনটিই স্বীকার না করে, কিন্তু বাদী তার দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয়, তখনও একই ফায়সালা হবে (মুখতাসারুল-জামিউল-কাবীর।)

৫০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে কিছু টাকা আছে। অপর এক ব্যক্তি বলল, তোমার গোলাম আমার কাছ থেকে এ টাকা গসব করে তোমার কাছে আমানত রেখেছে সে বলল, সত্য বলেছ, কিন্তু এ টাকা আমি তোমাকে ফেরত দেব না, পাছে গোলাম এ কথা অস্বীকার করে বসে যে, সে আমার গোলাম। এক্ষেত্রে তার সে কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না; বরং তাকে তা বাদীর হাতে সমর্পণ করার পর গোলাম ফিরে এসে যদি নিজেকে তার গোলাম হিসেবে স্বীকার না করে, তবে তার কথাই গৃহীত হবে এবং বাদী যে টাকা হস্তগত করেছিল, তা এই ব্যক্তির বলে রায় দেওয়া হবে। যদি তা তার কাছে মজুদ থাকে।

কিন্তু বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, সে টাকা তার, তবে তার প্রমাণই গ্রহণযোগ্য। বাদী যে টাকা হস্তগত করেছিল, তা যদি খরচ করে ফেলে, ফলে অনুপস্থিত ব্যক্তি যার হাতে টাকাটা ছিল তার উপর জরিমানা আরোপ করতে চায়, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে। যার হাতে টাকাটা আছে, সে যদি বলে, এ টাকা আমার অমুক গোলাম আমার কাছে আমানত রেখেছে, আর আমি জানি না, এটা তোমার টাকা কিনা, ফলে বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে টাকা তার, তবে কাযী তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে এবং টাকাটা তাকে সমর্পণ করবে। এরপর অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে এসে যদি নিজেকে তার গোলাম হিসেবে স্বীকার না

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে, তবে সে তার টাকা ফেরত পাবে। তখন বাদীকে বলা হবে, তুমি পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ কর, নচেৎ তুমি কিছু পাবে না।

যার হাতে টাকাটা আছে, সে যদি বলে, এই টাকা তোমার, অমুক ব্যক্তি তোমার পক্ষে এটা আমার কাছে আমানত রেখেছে আর সে ব্যক্তি আমার গোলাম নয় আর বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার (যার হাতে টাকা আছে তার) গোলাম, তবে তাদের মধ্যে কোন মামলা চলবে না এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

৫১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও গোলামকে কোন কিছু হিবা করল। তারপর সে তার প্রত্যাহার করে নিতে চাইল। গোলামের মুনীব অনুপস্থিত। এ ক্ষেত্রে গোলাম যদি অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তবে প্রত্যাহার করার ব্যাপারে দাতার পক্ষে রায় দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তবে মুনীব ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রত্যাহারের পক্ষে রায় দেওয়া হবে না।

গোলাম যদি বলে, আমি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত আর দাতা বলে, না তুমি অনুমতিপ্রাপ্ত, তবে কসমের সংগে দাতার কথাই গৃহীত হবে; গোলাম যদি নিষেধাজ্ঞা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে না। যদি মুনীব উপস্থিত থাকে এবং গোলাম অনুপস্থিত তা তখন দেখতে হবে হিবার মাল কার হাতে আছে। যদি গোলামের হাতে থাকে, তবে মুনীব মামলার প্রতিপক্ষ হবে না। যদি মুনীবের হাতে থাকে, তবে সে প্রতিপক্ষ হবে (খিযানাতুল-মুফতীন)।

৫২. মাসআলা ঃ যদি মুনীব বলে, আমার অমুক গোলাম এই ক্রীতদাসীটি আমার হাতে আমানত রেখেছে, কিন্তু আমি জানি না, বাদী সেটি তাকে হিবা করেছে কিনা, ফলে বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে যে, সে ক্রীতদাসীটি তাকে হিবা করেছে, তবে মুনীব তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে। যদি কাযী রায় দেয় যে, ক্রীতদাসীটি হিবাকারীর প্রাপ্য, ফলে সে তাকে কব্‌জা করে নেয়, এরপর হিবাকারীর হাতে থাকা অবস্থায় ক্রীতদাসীটির দৈহিক বৃদ্ধি সাধিত হয়, তারপর হিবাগ্রহীতা ফিরে আসে এবং নিজেকে গোলাম হিসেবে স্বীকার না করে, তবে তার কথাই গৃহীত হবে এবং সে ক্রীতদাসীটি হস্তগত করতে পারবে। এরপর হিবাকারীর আর হিবা প্রত্যাহার করার ইখতিয়ার থাকবে না।

হিবাকারীর হাতে যদি ক্রীতদাসীটি ইতোমধ্যে মারা গিয়ে থাকে তবে হিবাগ্রহীতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে আমানত গ্রহীতার নিকট থেকে জরিমানা স্বরূপ তার মূল্য আদায় করতে পারে এবং চাইলে হিবাকারী হতেও জরিমানা আদায় করলে সেও হিবাকারীর কাছে তা চাইতে পারবে না।

মুনীব যদি বলে, আমি জানি ক্রীতদাসীটি যে ব্যক্তি আমানত রেখেছে তুমি তাকে এটা হিবা করেছ, কিন্তু সে আমার গোলাম নয় অন্যদিকে বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অনুপস্থিত সে ব্যক্তি তার গোলাম, তবে গোলাম জীবিত থাকলেও তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

হিবাকারী যদি বলে আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, সুতরাং আমানত গ্রহীতা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলুক যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি তার গোলাম নয়, তবে তাকে কসম করতে বলবে। সে কসম করলে মামলা থেকে খালাস পেয়ে যাবে। অন্যথায় সে মামলায় হেরে যাবে।

বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মুনীব স্বীকার করেছিল, অনুপস্থিত সেই ব্যক্তি তার গোলাম তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, বাদী তার হিবা প্রত্যাহার করতে পারবে।

বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি এই লোকটির গোলাম এবং তার মৃত্যু হয়ে গেছে, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং যার হাতে ক্রীতদাসীটি আছে, সে মামলার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে।

বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি তারই গোলাম ছিল, পরে সে তা অমুকের কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করে দিয়েছে এবং ক্রেতা তার কাছ থেকে তা কব্‌জা করেছে, তবে তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না এবং সে হিবা প্রত্যাহার করতে পারবে না।

বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ক্রীতদাসীটি যার হাতে আছে সে স্বীকার করেছে যে, সে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তিকে অমুকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে, কিন্তু সাক্ষিগণ একথা না বলে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি যে তার গোলাম এ কথাও সে স্বীকার করেছে, তবে কাযী তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে না। সুতরাং যার হাতে ক্রীতদাসীটি আছে, সে তার বিবাদী সাব্যস্ত হবে না (আল-মুহীত)।

৫৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে একটি গোলাম আছে এবং সে গোলাম নিজের গোলাম নিজের গোলাম হওয়ার কথা স্বীকারও করে। এই গোলাম দাবী করল যে, অমুক ব্যক্তি তাকে তার মুনীবের কাছ থেকে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছে এবং সে মূল্যও পরিশোধ করেছে, তবে তার এ দাবী গৃহীত হবে না। যদি দাবী করে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি তাকে তার মুনীবের কাছ থেকে ক্রয় করেছে এবং তাকে মামলা করার এবং নিজেকে বিক্রেতার হাত থেকে কব্‌জা (দখলযুক্ত) করার জন্য উকীল বানিয়েছে, তবে এ সম্পর্কে তার পেশ করা সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। কেননা নিজ ব্যক্তিসত্তার কব্‌জা সম্পর্কে গোলাম মামলার পক্ষ হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

গোলাম যদি বলে, আমি অমুকের গোলাম ছিলাম। সে আমাকে তোমার কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছি এবং আমাকে মূল্য কব্‌জার ব্যাপারে উকীল বানিয়েছে এরপর সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। অবশ্য তার মুনীবের এই ইখতিয়ার আছে যে, তাকে মামলা করতে নিষেধ করে দেবে। যদি নিষেধ না করে থাকে তবে তার ওকালাত বৈধ এবং সে মূল্য কব্‌যা করতে পারবে, ফলে মুনীব দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

যদি বলে, আমি অমুকের গোলাম, সে আমার ব্যাপারে মামলা করার জন্য আমাকে তার উকীল বানিয়েছে এবং এ ব্যাপারে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ যে সব কারণে বাদীর দাবী প্রতিহত হয় এবং যেসব কারণে প্রতিহত হয় না

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে কোন হক বা অর্থ-সম্পদের দাবী করল। এখন বিবাদী যদি বলে, তার দাবী হতে আমার আত্মরক্ষার উপায় আছে, তবে কাযী তাকে পরবর্তী মজলিস পর্যন্ত সুযোগ দেবে। এখনই তার বিরুদ্ধে রায় দেবে না। তার এ কথা দ্বারা বাদীর অনুকূলে তার স্বীকারোক্তি বুঝাবে না। হযরত মাওলানা (র) বলেন, কাযীর উচিত বিবাদীকে জিজ্ঞেস করা, সে বাদীর দাবী কিভাবে খণ্ড করবে ? তার ধারা বিশুদ্ধ হলে কাযী তাকে অবকাশ দেবে আর যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে অবকাশ দেবে না এবং তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও দখলের একটি গোলামের মালিকানা দাবী করল। দখলকার ব্যক্তি বলল, এটা অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে আমার কাছে আমানত, ধার, ভাড়া বা বন্ধক স্বরূপ আছে কিংবা আমি এটা তার কাছ থেকে গসব করেছি। সে তার এ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। অথবা সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বাদী স্বীকার করেছিল এটা অমুক ব্যক্তির। তো তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণের ফলে বাদীর মামলা খারিজ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যার দখলে গোলামটি আছে, সে সৎ লোক হলে তার প্রতিষ্ঠিত সাক্ষ্য-প্রমাণের কারণে তার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি ছলনাকারী হিসেবে পরিচিত হয়, তবে তার দেখানো সাক্ষ্য-প্রমাণের ফলে তার বিরুদ্ধে মামলা বাতিল হবে না। তিনি এ মতের দিকে ফিরে আসেন বিচারপতি হয়ে মানুষের হালচাল পর্যবেক্ষণ করার পর। তিনি বলেন, ফন্দিবাজ লোক অনেক সময় মানুষের মালামাল গসব করে। তারপর যে ব্যক্তি শহর ছেড়ে কোথাও যাওয়ার উদ্যোগে নেয়, গোপনে তার কাছে চলে যায় এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সে মাল তার কাছে আমানত রাখে। তারপর যখন মালিক এসে সে মালে স্বীয় মালিকানা প্রমাণ করতে চায়, তখন যার হাতে মাল আছে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি তার কাছে এটা আমানত রেখেছে। ফলে তার হক বাতিল গণ্য হয় এবং এভাবে সে মালিকের দায়ের করা মামলা প্রতিহত করে (আল-কাফী)।

৩. মাসআলা ঃ সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে, তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী সে মামলার বিবাদী সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত, তৃতীয় অনুচ্ছেদ)।

৪. মাসআলা ঃ কাযী যদি বাদীর পক্ষে রায় দেয়, তারপর অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে এসে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে মাল সে তা এই ব্যক্তির হাতে আমানত রেখেছে, তবে কাযী (পূর্বের রায় প্রত্যাহার করে) তার পক্ষেই রায় দেবে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ কাযী যদি বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তার পক্ষে রায় প্রদান না করে এবং ইতোমধ্যে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফিরে এসে দখলদারের বক্তব্য সত্য বলে সমর্থন করে ও দখলদার ব্যক্তি গোলামটি তার হাতে সমর্পণ করে, তারপর কাযী পূর্বের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে গোলামটির মালিকানা সম্পর্কে বাদীর পক্ষে রায় প্রদান করে, তবে এটা দখলকারের বিরুদ্ধে রায় হিসেবে গণ্য হবে।

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (مقرلہ) ব্যক্তি যদি বাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি তার এবং সে এই ব্যক্তির হাতে সেটি আমানত রেখেছিল, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, গোলামটি তার। ফলে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-জামিউস সাগীর'-গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন।

কাযী আবুল হায়দাস (র) 'তিন কাযী' হতে বর্ণনা করেন যে, মাসআলাটির যে সমাধান বর্ণিত হল, তা সহীহ্ নয়। বরং সহীহ্ মাসআলা এই যে, বাদী এবং যে ব্যক্তি উপস্থিত হল, তাদের উভয়ের পক্ষেই রায় দেওয়া হবে যে, তারা গোলামটি অর্ধার্ধি করে পাবে।

কাযী আবুল-হায়দাস (র) বলেন, ইব্ন সামাআ (র) এ মাসআলা সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কাছে পত্র মারফত জানতে চান। ইমাম মুহাম্মাদ (র) তার জবাবে লেখেন, গোলামটি সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে যে, তারা উভয়ে তার মালিক। তারপর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (مقرلہ) ব্যক্তি যদি তার দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল প্রমাণিত হয়, তবে কাযী বাদীকে বলবে, তুমি এখন উপস্থিত ব্যক্তির সম্মুখে তোমার সাক্ষ্য-প্রমাণ পুনরায় হাযির কর, অন্যথায় তুমি কিছুই পাবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ যার হাতে গোলামটি আছে, তার সাক্ষিগণ যদি বলে, তার কাছে একে এক ব্যক্তি আমানত রেখেছে, যাকে আমরা আদৌ চিনি না, তবে কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না এবং এ ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে দখলদারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বাদীর মামলা খারিজ হবে না (আল-কাফী)।

৭. মাসআলা ঃ তারা যদি বলে, আমরা আমানতকারীর চেহারা চিনি, কিন্তু তার নাম-পরিচয় জানি না, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ বিবাদীর সাক্ষিগণ যদি বলে, আমরা আমানতকারীর নাম পরিচয় জানি, কিন্তু তার চেহারা চিনি না, তবে তার হুকুম কী হবে এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মাদ (র) কিছুই লেখেননি, ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এর দ্বারা বিবাদীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রতিহত হবে না, কেউ বলেন, প্রতিহত হবে। 'আল-আকযিয়া' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, কাযী বাদীকে জিজ্ঞেস করবে তার নাম-পরিচয় কি এটাই ? যদি বলে না, তবে প্রমাণ হবে, সে আমানতকারী নয়, অন্য কেউ (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, তিনও পন্থায় তার পরিচয় নিরূপণ জরুরী। পরবর্তী ইমামগণ ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর এই কথার উপরই নির্ভর করেছেন (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১০. মাসআলা ঃ যার হাতে গোলামটি আছে, সে যদি বলে, আমার কাছে এটা অমুক আমানত রেখেছে এবং সে সুপরিচিত কোন লোকের নাম বলে আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, জনৈক ব্যক্তি তার কাছে এটা আমানত রেখেছে, তবে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ যার হাতে গোলামটি আছে, সে যদি বলে, আমার কাছে একে আমানত রেখেছে, যাকে আমি চিনি না আর তার সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, তার কাছে এক ব্যক্তি আমানত রেখেছে, কিন্তু তারাও তাকে চেনে না, তবে সে বাদীর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে (অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে বাদীর মামলা খারিজ হবে না) (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ যার হাতে গোলামটি আছে, সে যদি বলে, আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে আমানত রেখেছে, যাকে আমি চিনি না, আর সাক্ষিগণ বলে, তার কাছে একে আমানত রেখেছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অমুকের পুত্র অমুক, তবে এ সম্পর্কে ইমাম খাস্সাফ (র) 'আদাবুল-কাযী' গ্রন্থে বলেন, কাযী তাদের সাক্ষ্যগ্রহণ করবে না এবং দখলদারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ হবে না (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা ঃ বাদী যদি স্বীকার করে যে, এক ব্যক্তি গোলামটি তার কাছে রেখেছে, কিন্তু বাদী তাকে চেনে না, তবে তাদের মধ্যে মামলা বাকি থাকবে না। এমনিভাবে যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, বাদী স্বীকার করেছে যে, এক ব্যক্তি গোলামটি দখলকারের হাতে রেখেছে, যাকে সে চেনে না, তবে কাযী তাকে বাদীর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করবে না (খিযানাতুল মুফতীন)।

১৪. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি বলে, তার কাছে এমন এক ব্যক্তি গোলামটি আমানত রেখেছে, যাকে আমরা তিনও পন্থায় চিনি, কিন্তু আমরা তা বলব না এবং আমরা এ সম্পর্কে সাক্ষ্যও দেব না, তবে এর দ্বারা তার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হবে না।

যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সুপরিচিত এক ব্যক্তি তার কাছে একে আমানত রেখেছে, কিন্তু সাক্ষিগণ এটা স্পষ্ট করে না বলে যে, আমানতকারী এর মালিক, তবে এর দ্বারাই তার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে যাবে।

সাক্ষিগণ যদি বলে, অমুক ব্যক্তি তার কাছে এটা আমানত রেখেছে, কিন্তু আমরা জানি না এর মালিক কে, অথবা যদি বলে এই দাবীকৃত গোলামটি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির হাতে ছিল, কিন্তু আমরা জানি না, সে গোলামটি তার খাতে রেখেছে কি না, আর যার হাতে আছে, সে বলে, হ্যাঁ যে তাকে আমার কাছে রেখেছে, তবে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ হয়ে যাবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৫. মাসআলা ঃ বিবাদীর সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয়, বাদী স্বীকার করেছে যে, এ গোলামটি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির আর বিবাদী বলে, সেই অনুপস্থিত ব্যক্তি একে আমার কাছে আমানত রেখেছে কিংবা তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বাদী নিজেই এটা স্বীকার করেছে আর বিবাদী না বলে যে, এটা অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির, সে আমার কাছে আমানত রেখেছে, তবে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ হয়ে যাবে। এমনিভাবে বাদী যদি কাযীর সামনে স্বীকার করে যে, অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি গোলামটি এই বিবাদীর কাছে রেখেছে, তবে এর দ্বারাও দখলদারের (অর্থাৎ বিবাদীর) বিরুদ্ধে বাদীর দায়েরকৃত মামলা বাতিল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ বাদী যদি স্বীকার করে, ক্রীতদাসীটি অমুকের হাতে ছিল, কিন্তু আমি জানি না, সে দাসীটিকে এই ব্যক্তির হাতে রেখেছে কি না, অন্যদিকে যার হাতে আছে সে বলে, অমুক ব্যক্তি দাসীটি আমার হাতে রেখেছে, তবে তাদের মধ্যে মামলা চলবে না (খিযানাতুল-মুফতীন)।

১৭. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বাদী স্বীকার করেছে যে, ক্রীতদাসীটি অমুকের হাতে ছিল, কিন্তু আমরা জানি না যে সেটি অমুকের কাছে রেখেছে কিনা, তবে তাদের মধ্যে মামলা গ্রহণযোগ্য নয়।

যার দখলে ক্রীতদাসীটি আছে, তার সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রীতদাসীটি অমুকের কিন্তু তারা এ সাক্ষ্য না দেয় যে, অমুক ব্যক্তি ক্রীতদাসীটি তার কাছে আমানত রেখেছে, তবে কাযী এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না এবং তার বিরুদ্ধে মামলাও বাতিল হবে না।

বিবাদী অর্থাৎ যার দখলে ক্রীতদাসীটি আছে, তার পেশকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে যদি বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং তার সাক্ষিগণ বলে যে, বিবাদী দাবী করেছিল

ক্রীতদাসীটি তার নিজের, তবে আমানত রাখা সম্পর্কে বিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ আদৌ গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি বলে, এ বাড়িটি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির, সে এই ব্যক্তিকে এতে বাস করতে দিয়েছে এবং আমাদেরকে সে ব্যাপারে সাক্ষী রেখেছে, তখন বাড়িটি সেই অনুপস্থিত ব্যক্তির দখলেই ছিল কিংবা যদি বলে, বাড়িটি তখন এর বাসিন্দার দখলে ছিল অথবা বলে, আমরা জানি না, তখন বাড়িটি কার দখলে ছিল, কিন্তু এখন যে, সেটা এতে বসবাসরত ব্যক্তির দখলে আছে তা আমরা জানি কিংবা তখন বাড়িটি কার দখলে ছিল সে সম্পর্কে তারা না বলে, তবে তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং এর ফলে বিবাদীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ হয়ে যাবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৯. মাসআলা ঃ তারা যদি বলে, সে দিন এ বাড়ি তৃতীয় এক ব্যক্তির দখলে ছিল, তবে এ সাক্ষ্য দ্বারা তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বাতিল হবে না, যেমন তারা যদি সাক্ষ্য দিত, তাকে এ বাড়িতে বাস করতে দিয়েছে অমুক ব্যক্তি, কিন্তু তার কাছে সমর্পণ করেছে অপর এক ব্যক্তি, তখনও মামলা খারিজ হত না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২০. মাসআলা ঃ বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে দিন সাক্ষ্য রাখা হয়েছিল, সেদিন বাড়িটি এর বসবাসকারী এবং সে বাস করতে দিয়েছে তাদের নয় বরং অন্য এক ব্যক্তির দখলে ছিল আর সে হচ্ছে অমুক, তবে তা গৃহীত হবে না। এরপর সেই ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে যদি একইভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে, তবে তাও ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর গৃহীত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে গৃহীত হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২১. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি বলে, বাড়ির অর্ধেক আমার নিজের এবং অর্ধেক আমার কাছে অমুক ব্যক্তির আমানত এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে দেবে, সবটার ব্যাপরেই তার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে যাবে (আল-ইখতিয়ার শারহুল-মুখতার)।

২২. মাসআলা ঃ যার দখলে বাড়িটি আছে, সে যদি আমানত দাবী করে, কিন্তু তার সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, ফলে কাযী বাদীর পক্ষে রায় দিয়ে দেয়, তবে সে রায় কার্যকর হবে। এর পরে যদি সে আমানত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে চায় তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। এরপর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসে, তবে তার দাবী উত্থাপনের সুযোগ থাকবে।

যার দখলে বাড়িটি আছে, সে যদি আমানত সংক্রান্ত তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে, ফলে সে মামলার বিবাদী সাব্যস্ত হয় এবং বাদী তার বিরুদ্ধে এক বা দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করে, কিন্তু কাযী সে অনুযায়ী রায় প্রদান না করে, তারপর দখলদার ব্যক্তি আমানত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেয়ে যায়, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। কেননা এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রায় ঘোষণার আগে সে বাদীর প্রতিপক্ষ হয়নি (জামিউল-ইস্‌তীজাবী; আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দখলভুক্ত একটি বাড়ির মালিকানা দাবী করল। দখলদার ব্যক্তি বলল, অমুক ব্যক্তি এটা আমার কাছে আমানত রেখেছে। বাদী বলল, সে তোমার কাছে আমানত রেখেছিল বটে, কিন্তু তারপর সে এটা তোমার কাছে বিক্রি করেছে অথবা তোমাকে হিবা করেছে। এক্ষেত্রে কাযী বিবাদী থেকে কসম নেবে। সে কসম করে বলবে যে, সে ব্যক্তি এ বাড়ি তার কাছে বিক্রি করেনিএবং হিবাও করেনি। সে যদি কসম করতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অস্বীকার করে, তবে এ মামলায় তাকে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করা হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৪. মাসআলা ঃ বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি এ বাড়িটি ঐ দখলদারের কাছে বিক্রি করেছে, তবে তা গৃহীত হবে এবং বিবাদীকে মামলার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করা হবে।

বিবাদী যদি আমানত দাবী করে, কিন্তু সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে, ফলে বাদী তার থেকে কসম নেওয়ার অনুরোধ জানায়, তবে কাযী তাকে বলবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল যে, এ বাড়ি অমুক ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে। এভাবে নিশ্চিতরূপে কসম করতে হবে। তার জানা সম্বন্ধে কসম করলে চলবে না। যদিও এ কসম অন্যের কর্ম সম্পর্কে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সে কর্মের পূর্ণতা হয়েছে তার দ্বারা আর সেটা হচ্ছে তার কবূল (গ্রহণ) করে নেওয়া। সুতরাং নিশ্চিতরূপই কসম নেওয়া হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তির আমানত আছে। এক ব্যক্তি এসে দাবী করল যে, আমানতকারীর পক্ষ হতে এটা কব্‌জার জন্য নিয়োগকৃত উকীল। সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল, এখন যার দখলে সেটা আছে, সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, আমানতকারী এই ব্যক্তিকে ওকালাত হতে বরখাস্ত করেছে তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। এমনিভাবে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, উকীলের সাক্ষিগণ গোলাম, তাও গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দখলের একটা বাড়ি নিজের বলে দাবী করল। দখলদার ব্যক্তি বলল, এটা অমুকের পক্ষ হতে আমার কাছে আমানত হিসেবে আছে এবং সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। ফলে তার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে গেল। তারপর অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসল এবং দখলদার ব্যক্তি বাড়িটি তার হাতে সমর্পণ করল। তখন বাদী পুনরায় তার বিরুদ্ধে সে বাড়ির ব্যাপারে দাবী উত্থাপন করল। এখন সে যদি উত্তরে বলে, এটা আমার কাছে অমুক ব্যক্তির পক্ষ হতে আমানত স্বরূপ আছে, এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তাও গৃহীত হবে এবং প্রথমবারের মত তার বিরুদ্ধে ও মামলা খারিজ হয়ে যাবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দখলভুক্ত বাড়ির মালিকানা দাবী করল। দখলদার ব্যক্তি স্বীকার করল যে, বাড়িটি বাদীরই ছিল, কিন্তু তারপর আবার বলল, বাড়িটি অমুক ব্যক্তির, সে এটি আমার কাছে আমানত রেখেছে কিংবা এর বিপরীত করল, অর্থাৎ প্রথমে আমানতের কথা বলল এবং পরে সেই ব্যক্তির মালিকানা স্বীকার করল তো সে যদি আমানত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে যাবে। তার যদি সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে এবং প্রথমে বাদীর পক্ষে মালিকানা স্বীকার করে এবং পরবর্তীতে আমানতের কথা বলে, তবে তাকে আদেশ করা হবে, যেন বাড়িটি বাদীর হাতে সমর্পণ করে। এরপর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসে এবং তার কথা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে বাদীর হাত থেকে বাড়িটি মুক্ত করা হবে। কেননা এই ব্যক্তির হক অগ্রগণ্য ছিল, কিন্তু এখনই বাড়িটি সেই ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হবে না। বরং তাকে বলা হবে, তুমি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ কর যে, সম্পূর্ণ বাড়িটি তোমার।

যদি প্রথমে আমানতের কথা বলে এবং পরে বাদীর অনুকূলে মালিকানা স্বীকার করে, তবে আদেশ করা হবে, সে যেন বাড়িটি বাদীর হাতে সমর্পণ করে। কেননা বাদীর হক প্রমাণিত হয়ে

গেছে আর অনুপস্থিত ব্যক্তির হক শুধু সম্ভাবনাপূর্ণ। কারণ সে বাদীর দাবী সত্য বলে স্বীকার করেছে আর সে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে যা স্বীকার করেছে, অনুপস্থিত ব্যক্তি তা অস্বীকার ও করতে পারে। যদি মেনে নেওয়া যায় সে অস্বীকারই করবে, তবে তো তার (অনুপস্থিত ব্যক্তির) হক প্রমাণিত হবে না। যদি মেনে নেওয়া যায় সে অস্বীকারই করবে, তবে তো তার (অনুপস্থিত ব্যক্তির) হক প্রমাণিত হবে না।

যদি আমানত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ যা করে, কিন্তু কাযীর এটা জানা থাকে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি তার কাছে এটা আমানত রেখেছে, তবে কাযী তাদের মধ্যে মামলা অনুমোদন করবে না। যদি বাদী তা স্বীকার করে তখনও একই হুকুম।

যদি কাযীর জানা থাকে যে, বাড়িটি বাদীর, কিন্তু বিবাদী (দখলদার) সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি তার কাছে এটা আমানত রেখেছে, তখনও তাদের মধ্যে কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির ফিরে আসা পর্যন্ত মামলা চলবে না।

যদি কাযীর জানা থাকে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি বাড়িটি বাদীর কাছ থেকে গসব করেছে এবং দখলদারের কাছে আমানত রেখেছে, তবে কাযী বাড়িটি দখলদারের হাত থেকে মুক্ত করে বাদীকে সমর্পণ করবে।

'আল-ইয়ামীন' অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, দখলদার যদি বলে, অনুপস্থিত ব্যক্তি বাড়িটি আমার কাছে আমানত রেখেছে, কিন্তু তার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে তাকে কসম করতে বলা হবে। সে কসম করলে মামলা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে দাবী প্রমাণিত হয়ে যাবে।

প্রথমে যার পক্ষে স্বীকার করা হয়েছিল, সে যদি ফিরে আসে, তবে বাদীর নিকট থেকে সে বাড়িটি হস্তগত করতে পারবে। তারপর দ্বিতীয়বার যার পক্ষে স্বীকার করা হয়েছে, তাকে বলা হবে, প্রথম স্বীকারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোমার মামলার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে বাড়িটি পাবে আর তার যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে তাকে কসম করতে বলা হবে। সে কসম করলে মামলা হতে মুক্তি পাবে। আর যদি কসম না করে, তবে তার বিরুদ্ধে দাবী প্রমাণিত হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি বলে, আমি এটা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করেছি, তবে সে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে (আল-হিদায়া)।

২৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি তাতে সাধারণভাবে মালিকানার দাবী করল (অর্থাৎ কোন সূত্রে তা বলল না) অথবা এক বছর আগে মালিকানা দাবী করল কিংবা শুফ্'আর সূত্রে পাওয়ার দাবী করল। এখন দখলদার ব্যক্তি যাদের বলে বাড়িটি আমারই ছিল। আমি অমুকের কাছে এটি বিক্রি করেছি বা তাকে হিবা করেছি। তবে তার বিরুদ্ধে বাদীর দায়েরকৃত মামলা খারিজ হবে না– যদি না বাদী তার বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করে অথবা কাযীর তা জানা থাকে। এমন কিছু হলে তখন তার বিরুদ্ধে মামলা চলবে না। পক্ষান্তরে এর কোনটিই যদি পাওয়া না যায় এবং দখলদার ব্যক্তি বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে না। যদি তার বিরুদ্ধে রায় হয়ে যায়, এবং তারপর অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসে এবং সে এই সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, দখলদার ব্যক্তির নিকট থেকে সে বাড়িটি কিনেছে, তবে তাও গৃহীত হবে না। হ্যাঁ, সাধারণভাবে মালিকানা সম্পর্কেই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে তা গৃহীত হবে। যদি বাদীর পক্ষে রায় ঘোষণার আগে ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে এসে সাধারণভাবে মালিকানা সম্পর্কে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে বাদীর সংগে সে তৃতীয় দুই ব্যক্তির মত হবে, যারা নিজ নিজ দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে।

যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে দখলদার ব্যক্তির নিকট থেকে বাড়িটি এক মাস আগে ক্রয় করেছে, তবে অপর ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল করার ব্যাপারে তা গৃহীত হবে। তখন বাদীকে বলা হবে, তুমি চাইলে স্বীকারকারী (দখলদার)-এর বিরুদ্ধে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পার।

বাদী যদি বলে, বাড়িটি অমুক ব্যক্তির নিকট ছিল বটে, কিন্তু আমি জানি না, সে এই ব্যক্তির দখলে সেটি ছেড়েছে কিনা, অপরদিকে দখলদার বলে, ঐ ব্যক্তি এটি আমার হাতে অর্পণ করেছে, তবে তাদের মধ্যে মামলা চলবে না (আল-কাফী)।

৩০. মাসআলা ঃ কারো দখলের গোলাম সম্পর্কে অন্য কেউ মালিকানা দাবী করল, ফলে তার কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করা হল। তারা দু'জন যখন কাযীর নিকট থেকে উঠে গেল, তখন দখলদার ব্যক্তি তৃতীয় একজনের কাছে সেটি বিক্রি করে ফেলল এবং সে মূল্য এবং ক্রেতা গোলাম কব্জা করল। তারপর ক্রেতা সেটি বিক্রেতার কাছে আমানত রেখে কোথাও গাইব হয়ে গেল। তারপর বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে হাযির হল। এখন কাযীর যদি দখলদারের কর্ম সম্পর্কে জানা থাকে কিংবা বাদী তা স্বীকার করে, তবে দখলদারের বিরুদ্ধে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। পক্ষান্তরে কাযীর যদি তা জানা না থাকে এবং বাদীও তা স্বীকার না করে, তবে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ শোনা হবে। এখন দখলদার নিজে যদি তার কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা শোনা হবে না, হ্যাঁ, সে যদি এ বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাদী তার এই কর্মের কথা স্বীকার করেছে, তবে তা গৃহীত হবে। সুতরাং তখন তার বিরুদ্ধে বাদীর মামলা খারিজ হয়ে যাবে। হিবার পর যদি হিবাগ্রহীতা তা কব্জা করে নেয়, তবে এক্ষেত্রে তা বিক্রিরই মত। সাদাকাও তাই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, 'অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবী' অনুচ্ছেদ)।

৩১. মাসআলা ঃ বাড়িটির মালিকানা দাবী করার পর বাদী সে সম্পর্কে একজন সাক্ষী পেশ করল এবং তারপর বাদী ও দখলদার কাযীর নিকট থেকে উঠে গেল। তারপর কিছুকাল অতিক্রান্ত হল। তারপর তারা আবার কাযীর কাছে আসল এবং বাদী দ্বিতীয় সাক্ষী হাযির করল। অন্যদিকে দখলদার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তারা কাযীর নিকট থেকে উঠে যাওয়ার পর সে বাড়িটি অমুকের কাছে বিক্রি করেছে অথবা তাকে হিবা করেছে এবং সমর্পণও করেছে, তারপর সেই ব্যক্তি আবার বাড়িটি তার কাছে আমানত রেখেছে। এখন বাদী যদি তা স্বীকার করে বা কাযীর তা জানা থাকে কিংবা দখলদার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাদী তা স্বীকার করেছে, তবে তাদের মধ্যে আর মামলা চলবে না। পক্ষান্তরে যদি এর কোনটি পাওয়া না যায়, এবং দখলদার তার সে কাজ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না এবং তার বিরুদ্ধে বাদীর দায়েরকৃত মামলা খারিজ হবে না।

যদি এমন হয় যে, বাদী যখন বাড়িটির মালিকানা দাবী করল এবং সে সম্পর্কে দু'জন সাক্ষী হাযির করল আর তাদের বিশ্বস্ততার তাসদীকও পাওয়া গেল, তখন কাযী বাদীর পক্ষে বাড়িটির মালিকানা ঘোষণা করার আগেই তারা দু'জন উঠে গেল, তারপর কিছুদিন কেটে গেল, তারপর তারা আবার কাযীর কাছে উপস্থিত হল এবং দখলদার দাবী করল যে, তারা কাযীর নিকট থেকে উঠে যাওয়ার পর সে অমুকের নিকট বাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছে বা তাকে হিবা করেছে এবং সে বাড়িটি কব্জাও করেছে, তারপর যে ব্যক্তি আবার দখলদারের কাছে বাড়িটি গচ্ছিল রেখে

কোথাও গাইব হয়ে গেছে এখন বাদী যদি তার এ দাবী স্বীকার করে নেয় বা কাযীর জানা থাকে যে, এরূপ ঘটেছে, তবে এর দ্বারা দখলদারের বিরুদ্ধে বাদীর দায়েরকৃত মামলা খারিজ হবে না (আল-মুহীত, পঁচিশতম অনুচ্ছেদ)।

৩২. মাসআলা ঃ একজন অন্যজনের দখলভুক্ত একটি গোলামের মালিকানা দাবী করল এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। আর বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বাদী গোলামটিকে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছে, তবে তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে। অমনিভাবে যদি বলে, তুমি এটা অমুকের কাছে বিক্রি করেছ এবং সে বিক্রি করেছে আমার কাছে, কিন্তু সেই ব্যক্তি যে তার কাছে বিক্রি করেছে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তবুও তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে (আল-খুলাসা)।

৩৩. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে স্বীকার করেছে যে, গোলামটি অমুক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছে কিংবা সে স্বীকার করেছে যে, এর মালিক অমুক ব্যক্তি, তবে তা গৃহীত হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও দখলভুক্ত একটি বাড়ির মালিকানা দাবী করল। বিবাদী তার দাবী খণ্ডন করার জন্য বলল যে, আমি এটা অমুকের কাছ থেকে ক্রয় করেছি এবং তুমি সে বিক্রি অনুমোদন করেছ, তবে এর দ্বারা প্রমাণিত হবে না যে, বাদী বিবাদীর অনুকূলে মালিকানা স্বীকার করেছে। সুতরাং এর দ্বারা বাদীর দাবীও প্রতিহত হবে না (আল-মুহীত)।

৩৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলভুক্ত বাড়ির মালিকানা দাবী করে এবং সাক্ষ্য-প্রমানও পেশ করে, অন্যদিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ বাড়িটি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির, সে বাদীর কাছ থেকে এটা কিনেছে এবং আমাকে এর উকীল বানিয়েছে, তবে 'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থের বর্ণনামতে দখলদারের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহীত হবে এবং তাকে উকীল মেনে নেওয়া হবে। সুতরাং এর ফলে বিবাদীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খণ্ডন হয়ে যাবে এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে ক্রয় অবধারিত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। সে বাড়িটি ক্রয় করেছে। বাড়িটির শাফী' শুফ্আ দাবী করল। ক্রেতা বলল, আমি এটা এক বছর আগে অমুকের জন্য কিনেছি। সে আমাকে এটা কেনার জন্য উকীল বানিয়েছিল। এখন সে যদি তার এ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে তা গৃহীত হবে না (আল-মুহীত ২২তম অধ্যায়)।

৩৭. মাসআলা ঃ কোন বস্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যদি সে সম্পর্কে দাবী উত্থাপিত হয়, এবং বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে মাল আমার কাছে আমানত স্বরূপ ছিল বা তা মুদারাবা কিংবা যৌথ কারবারের সম্পদ ছিল, তবে বিবাদীর সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে নয়। এরপর যখন বাদীর পক্ষে রায় দেওয়া হল যে, সে মালের মূল্য পারে এবং বিবাদীর কাছ থেকে সে তা গ্রহণও করে নিল, তখন যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসে এবং বিবাদীর বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করে তবে আমানত, বন্ধক, ইজারা, মুদারাবা ও শির্ক (যৌথ কারবার)-এর ক্ষেত্রে বিবাদী জরিমানাস্বরূপ যা আদায় করেছিল, তা অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছ থেকে উসুল করে নিতে পারবে। কিন্তু ধারগ্রহীতা, গসবকারী ও চোর মালের যে জরিমানা আদায় করবে তা অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে চাইতে পারবে না। পক্ষান্তরে দখলদার ব্যক্তি উপরিউক্ত পন্থাসমূহের যে পন্থায় সে মাল তার হাতে এসেছে বলে দাবী করেছে, অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি ফিরে এসে তার সে দাবী মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তবে ইজারা, বন্ধক, আমানত ও শির্ক (যৌথ কারবার)-এর ক্ষেত্রে সে যে জরিমানা আদায় করেছে, তা অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছ থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া আদায় করতে পারবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি গোলাম পালিয়ে যায় এবং যার হাত থেকে পালিয়েছে তার বিরুদ্ধে দাবী তোলে, ফলে বিবাদী উপরিউক্ত কোন পন্থায় তার হাতে আসা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে মৃত্যুর ক্ষেত্রে যেমন ফায়সালা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তাই হবে। এরপর গোলাম যদি পলায়ন থেকে ফিরে আসে, তবে আমানত, বন্ধক, ইজারা.ও শিরকা, ও মুদারাবার ক্ষেত্রে গোলামটি অনুপস্থিত ব্যক্তির মালিকানায় ফিরে আসবে এবং চুরি, গসব ও ধারের ক্ষেত্রে দখলদারের মালিকানায় ফিরে আসবে। কেননা জরিমানার ব্যাপারটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

৩৮. মাসআলা ঃ গোলাম যদি দখলেই থাকে, কিন্তু তার চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং সে তার আর্‌শ (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করে, এরপর সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি একে তার কাছে আমানত রেখেছে, তবে গোলাম ও আরশের ব্যাপারে কোন মামলা চলবে না (আল-কাফী)।

৩৯. মাসআলা ঃ কারও দখলের ক্রীতদাসী যদি সন্তান প্রসব করে, মারা যায় এবং তারপর বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ক্রীতদাসীটি তার এবং সন্তান প্রসবকালে তারই মালিকানাধীন ছিল, অপরদিকে দখলদার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সন্তান জন্মদানের পূর্বেই তার কাছে এটি আমানত রাখা হয়েছিল, তবে রায় দেওয়া হবে যে, বাদী ক্রীতদাসীটির মূল্য পাবে। বাচ্চাটির ব্যাপারে ফায়সালা স্থগিত থাকবে। অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসার পর এ ব্যাপারে বিবেচনা হলে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪০. মাসআলা ঃ কেউ কারো দখলভুক্ত একটি গোলামের মালিকানা দাবী করল। বিবাদী বলল, এ গোলাম আমার কাছে অমুকের পক্ষ হতে আমানত। বাদী বলল, গোলামটি আমার হাতে সমর্পণ কর এবং সেই ব্যক্তিকে উপস্থিত কর, যাতে আমি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারি। সুতরাং সে গোলামটি তার হাতে অর্পণ করল এবং সেই ব্যক্তিকে আনতে চলে গেল। এদিকে বাদীর হাতে গোলামটি মারা গেল। তারপর সেই ব্যক্তি আসল এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, গোলামটি তার, সে দখলদারের হাতে আমানত রেখেছিল। এদিকে বাদীও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, গোলামটি তার। এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে (বাদীর নয়)। গোলামটি জীবিত থাকলে বাদীকে আদেশ করা হত, যে যেন তাকে ঐ ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করে এবং তারপর তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য- প্রমাণ পেশ করে (আল-মুহীত)।

৪১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে একটি ক্রীতদাসী আছে। একটি গোলাম তাকে হত্যা করল। বিনিময় স্বরূপ গোলামটি তাকে দিয়ে দেওয়া হল। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, ক্রীতদাসীটি ছিল তার। দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখাল যে, গোলামটি তার হাতে আমানত ছিল। এক্ষেত্রে বাদীকে বলা হবে, তুমি যদি গোলামটি চাও তবে তোমার মামলা দায়ের করা চলবে না। আর যদি ক্রীতদাসীর মূল্য চাও, তবে তোমার মামলার অধিকার আছে (আল-কাফী)।

৪২. মাসআলা ঃ কাযী যখন রায় দিল যে, দখলদার ব্যক্তিকে ক্রীতদাসীর মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং সে মতে তার কাছ থেকে তা বাদী বুঝে নিল, তারপর অনুপস্থিত ব্যক্তি এসে যদি স্বীকার করে যে, সে দখলদারের হাতে ক্রীতদাসীটিকে আমানত রেখেছিল, তবে সে দখলদারের কাছ থেকে গোলামটি গ্রহণ করবে এবং দখলদার ব্যক্তি জরিমানা স্বরূপ বাদীকে ক্রীতদাসীটির যে মূল্য আদায় করেছিল সে তা অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছ থেকে হস্তগত করবে।

ক্রীতদাসীটি যদি গোলাম কর্তৃক নিহত না হয়, বরং গোলাম তার হাত কেটে ফেলে এবং হাতের বদলে গোলামটি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে অনুপস্থিত ব্যক্তি হাযির না হওয়া পর্যন্ত তাদের

মধ্যে কোন মামলা চলবে না, ক্রীতদাসীটির ব্যাপারেও নয় এবং গোলামটির ব্যাপারেও নয় (আল-মুহীত)।

৪৩. মাসআলা ঃ যদি দখলদারের বিরুদ্ধে কোন কর্মের দাবী করে, যেমন বলল, তুমি ক্রীতদাসীটি আমার কাছ থেকে গসব করেছ বা আমি তোমার কাছে এটি ভাড়া দিয়েছি বা তোমাকে হিবা করেছি পক্ষান্তরে দখলদার ব্যক্তি দাবী করে যে, ক্রীতদাসীটি তার কাছে অমুকের পক্ষ হতে আমানত বা ধার স্বরূপ আছে এবং সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, তবে তার বিরুদ্ধে বাদীর দায়ের করা মামলা খারিজ হবে না। এরপর সে যার পক্ষে মালিকানা স্বীকার করেছিল সে ব্যক্তি যদি উপস্থিত হয় এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে– (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪৪. মাসআলা ঃ দখলদার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করলেও একই হুকুম (আল-মুহীত)।

৪৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও দখলভুক্ত একটি বাড়ির মালিকানা দাবী করে বলল যে, এই ব্যক্তি তার কাছ থেকে এটি গসব করেছে। এখন দখলদার ব্যক্তি যদি বলে, এটির মালিক আমার পিতা, আমার কাছে আমানতস্বরূপ আছে, তবে এর ফলে বাদীর মামলা প্রতিহত হবে না। বাদী যদি তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং তারপর বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখায় যে, বাড়িটি তার পিতার এবং তার পিতা এটি এই বাদীর কাছ থেকে ক্রয় করেছিল। তবে ফুকাহায়ে কিরামের মতে বিবাদীর এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৬. মাসআলা ঃ বাদী যদি বলে, তুমি এটি আমার কাছ থেকে চুরি করেছ অথবা বলে, এটি সে চুরি করেছে, তবু মামলা খারিজ করে না, যদিও বিবাদী আমানত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিবাদীর বিরুদ্ধেই রায় যাবে। তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি হাযির হয়, এবং স্বীয় মালিকানার সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে (আল-কাফী)।

৪৭. মাসআলা ঃ যদি বলে, সে আমার কাছ থেকে চুরি করেছে, তারপর দখলদার তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে কিয়াস অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে যাবে এবং এটাই ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। কিন্তু ইস্‌তিহসান অনুযায়ী খারিজ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)- ও আবূ ইউসুফ (র) সে কথাই বলেন (আল-মুহীত)।

৪৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন বস্তুর মালিকানা দাবী করে বলে যে, দখলদার ব্যক্তি এটি তার কাছ থেকে গসব করেছে বা নিয়ে গেছে, কিন্তু দখলদার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার কাছে এটা অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে পৌঁছেছে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ হয়ে যাবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতের একটি গোলাম আছে। গোলামটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে যার হাতে আছে, তারই গোলাম, কিন্তু সে তাকে আযাদ করে দিয়েছে। অপরদিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, গোলামটি অমুক ব্যক্তির সে তাকে তার হাতে আমানত রেখেছে। এক্ষেত্রে কাযী রায় দেবে যে, গোলামটি আযাদ হয়ে গেছে। দখলদার ব্যক্তি যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছিল তাদ্বারা তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ হয়ে যাবে না (আয-যাখীরা)।

৫০. মাসআলা ঃ দখলকারের বিপরীতে রায় দেওয়ার পর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে গোলামটি দাবী করে, তবে তাতে কর্ণপাত করা হবে না, যেহেতু তাদের উভয়ের বিরুদ্ধেই রায় কার্যকর হয়ে গেছে (আল-কাফী; আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী; প্রভৃতি)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫১. মাসআলা ঃ 'আয-যাখীরা' গ্রন্থে আছে, এক গোলাম এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে তার মালিকানাধীন ছিল, কিন্তু পরে তাকে আযাদ করে দিয়েছে। মুনীব বলল, তাকে যখন আযাদ করেছি, তখন আমি তার মালিক ছিলাম না। কেননা তখন আমি তাকে অমুকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। তারপর আবার তাকে তার কাছ থেকে ক্রয় করেছি। তো এখন সে যদি তাকে আযাদ করার পূর্বে বিক্রি করে দেওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে না।

মুনীব যদি বলে, আমি তোমাকে আযাদ করেছিলাম তোমাকে কেনার আগে আর গোলাম বলে, না, বরং আপনি আমাকে কেনার পরেই আযাদ করেছেন, তবে গোলামের কথাই গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৫২. মাসআলা ঃ দখলদারের বিরুদ্ধে যদি এমন কোন কাজের দাবী করে, যার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এখনও সম্পন্ন হয়নি, যেমন দাবী করল, সে তার কাছ থেকে এক হাজার দিরহামে কিনেছে, কিন্তু মূল্য পরিশোধ করেছে কিনা বা কব্‌জা হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করল না, অপরদিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সেটি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির, সে এটি আমার কাছে আমানত রেখেছে অথবা আমি এটি তার কাছ থেকে গসব করেছি, তবে তিনও ইমামের মতে এর দ্বারা তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ হবে না।

পক্ষান্তরে যদি তার বিরুদ্ধে এমন কোন চুক্তির দাবী করে, যার করণীয় কার্যাবলী সমাপ্ত হয়ে গেছে, যেমন দাবী করল, সে তার কাছ থেকে এই বাড়িটি বা এই গোলামটি কিনেছে এবং তার মূল্য পরিশোধ করেছে ও পণ্য কব্‌জা করেছে, তারপর বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটা অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির, সে এটি আমার কাছে আমানত রেখেছে, তবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ হয়ে যাবে এবং এটাই সহীহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৩. মাসআলা ঃ কারো দখলে একটি গোলাম আছে। অন্য কেউ সেটির মালিকানা দাবী করে বলল, আমি এটি দখলদারের কাছ থেকে কিনেছি। আর দখলদার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, অমুক ব্যক্তি এটা আমার কাছে আমানত রেখেছে তবে তার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হবে না। কাযী যদি বাদীর পক্ষে রায় না দেয় আর এর মধ্যে অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে যায় এবং দখলদারের বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করে, তবে কাযী সেই ব্যক্তির হাতে গোলামটি সমর্পণ করবে এবং তারপর রায় দেবে যে, যে ব্যক্তি ক্রয়ের দাবী করেছে গোলামটি তারই প্রাপ্য তাকে পুনরায় তার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে বাধ্য করা হবে না।

গোলামের মালিক যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি তার এবং সে তাকে তার কাছে আমানত রেখেছিল কিংবা আমানত রাখার কথা যদি নাই বলে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং বাদীর সাক্ষ্য প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে।

গোলামের মালিক যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি তার, এরপর গোলামের দাবীদার গোলামের মালিকের বিরুদ্ধে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি দখলকারেরই ছিল এবং সে তার কাছ থেকে তাকে এত টাকায় কিনেছে এবং মূল্যও পরিশোধ করেছে, তবে দেখতে হবে যে সে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে গোলামের মালিকের অনুকূলে রায় ঘোষণার পর না তার আগে। পরে হলে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না আগে হলে গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৫৪. মাসআলা ঃ ক্রয়ের দাবীদার যদি দখলদারের কাছ থেকে ক্রয় সম্পর্কে একজন সাক্ষী পেশ করে এবং তখন দখলদার অনুপস্থিত এক ব্যক্তির অনুকূলে স্বীকার করে যে, গোলামটি

তার এবং সে আমার কাছে এটি আমানত রেখেছে, তারপর বাদী কর্তৃক দ্বিতীয় সাক্ষী পেশ করার আগেই অনুপস্থিত সেই ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে যায় এবং দখলদারের বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করে, ফলে কাযী গোলামটি কে তার হাতে অর্পণের আদেশ দেন এবং তারপর বাদী ক্রয় সম্পর্কে তার দ্বিতীয় সাক্ষী হাযির করে, তবে গোলামটি তার বলে রায় দেওয়া হবে। উপস্থিত ব্যক্তির সম্মুখে প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরাবৃত্তি করতে হবে না। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উপস্থিত হল তার বিরুদ্ধে নয়, বরং দখলদারের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হল বলে সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

৫৫. মাসআলা ঃ ক্রয়ের দাবীদার যদি দখলদারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে এবং ইতোমধ্যে দখলদার অনুপস্থিত এক ব্যক্তির অনুকূলে স্বীকার করে যে, গোলামটি তার, তারপর সেই ব্যক্তি উপস্থিত হয় এবং তার কথা সত্য বলে তাসদীক করে, ফলে গোলামটি তাকে সমর্পণ করা হয়, তারপর ক্রয়ের দাবীদার স্বীকারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং তার পক্ষে রায় দেওয়া হয় যে, গোলামটি তার, তবে এ রায় স্বীকারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে (আল-খুলাসা)।

৫৬. মাসআলা ঃ কেউ কারও দখলে থাকা কাপড়ের মালিকানা দাবী করে বললো যে, অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি তার কাছ থেকে এটা চুরি করেছে এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। অপরদিকে দখলদার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এটা অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে তার নিকট আমানত হিসেবে আছে। এই সাক্ষ্য-প্রমাণের কারণে দখলদার মামলা হতে মুক্ত হবে না। রায় দেওয়া হবে যে, কাপড়টি বাদীর এবং এটা ইস্‌তিহ্‌সান-সম্মত (আয-যাখীরা)।

৫৭. মাসআলা ঃ কেউ কারো দখলে থাকা কাপড়ে মালিকানা দাবী করে বললো যে, অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি তার কাছ থেকে এটা গসব করেছে এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। জবাবে দখলদার ব্যক্তি যদি বলে অমুক ব্যক্তি এটা আমার কাছে আমানত রেখেছে, তবে তাদের মধ্যে কোন মামলা থাকবে না, যদিও দখলদার ব্যক্তি আমানত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে (আল-মুহীত)।

৫৮. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে, সে এটা অমুকের কাছ থেকে ক্রয় করেছে আর দখলদার অমুক ব্যক্তি এটা আমার কাছে আমানত রেখেছে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে ব্যক্তি আমাকে এটা কব্‌জা করার উকীল বানিয়েছে, এবং সে (বাদী) আমানতের দাবী সম্পর্কে বিবাদী হতে কসম নিতে চায়, তবে তার থেকে নিশ্চিতরূপে কসম নেওয়া হবে। সে যদি বলে, আমার কাছে তার উকীল আমানত রেখেছে, তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তা গৃহীত হবে না (আল-কাফী)।

৫৯. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আমার তার কাছে এটা আমানত রেখেছে, কিন্তু আমরা জানি না আমরকে কে দিয়েছে আর যার দখলে আছে সে বলে, তাকে দিয়েছে 'আবদুল্লাহ্ তবে তাদের মধ্যে মামলা চলবে না এবং দখলদারকে কসম করতেও বলা হবে না।

সাক্ষিগণ যদি বলে, আব্দুল্লাহ্ এটা আমরকে দিয়েছে, কিন্তু দখলদারকে কে দিয়েছে তা আমরা জানি না আর দখলদার বলে, আমাকে এটা দিয়েছে আম্‌র, তবে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ হবে না। সে যদি বলে, বাদীকে কসম করতে বলা হোক যে, এটা আমাকে আমর দেয়নি, তবে এ বিষয়ে তার জানা সম্বন্ধে তাকে কসম করতে বলা হবে। বাদী যদি কাযীকে বলে, আপনি দখলদারকে কসম করে বলতে বলুন যে, এটা তাকে আমর দিয়েছে, তবে তাকে কসম করতে বলা হবে নিশ্চয়তার সাথে (আল-খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬০. মাসআলা ঃ কোন গোলাম যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে আযাদ করেছে, আর দখলদার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সেই ব্যক্তি গোলামটি তার কাছে আমানত রেখেছে, তবে তা গৃহীত হবে এবং এর ফলে গোলামের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং কিয়াস অনুযায়ী তার ও গোলামের মধ্যে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করা যাবে না, কিন্তু ইস্‌তিহ্‌সান অনুযায়ী অন্তরায় সৃষ্টি করা যাবে। সে ক্ষেত্রে গোলামের পক্ষ হতে একজন জামিন রাখা হবে, যাতে তার পালিয়ে না যাওয়ার নিশ্চয়তা লাভ হয়। এরপর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি (অর্থাৎ গোলামের দাবী মতে আযাদকারী) যদি ফিরে আসে, তবে গোলাম পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে তাকে আযাদ ঘোষণা করা হবে, অন্যথায় সে গোলামই থেকে যাবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৬১. মাসআলা ঃ এমনিভাবে যার দখলে গোলামটি আছে সে যদি আযাদকারী ছাড়া অন্য কারও সম্পর্কে বলে যে, সে তার কাছে আমানত রেখেছে, তবে সে সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণও গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৬২. মাসআলা ঃ গোলাম যদি দাবী করে যে, সে মৌলিকভাবেই আযাদ, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যার দখলে আছে, সে যদি মালিকানাও মালিক কর্তৃক তার কাছে আমানত রাখা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে। যদি কেবল আমানত রাখা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে গৃহীত হবে না। পক্ষান্তরে বাড়ির ক্ষেত্রে তা গৃহীত হত।

দখলদার ব্যক্তি যদি মালিকানা ও আমানত রাখা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং গোলাম সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তার মৌলিকভাবে স্বাধীন হওয়া সম্পর্কে তবে উভয়ের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে এবং গোলামের পক্ষ থেকে একজন জামিন রাখা হবে (আল-কাফী)।

৬৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, গোলামটি তার এক পোষ্যকে ভুলে হত্যা করেছে। এখন দখলদার যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি অমুক ব্যক্তির, সে আমার কাছে একে আমানত রেখেছে, তবে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ হয়ে যাবে (আল-খুলাসা)।

৬৪. মাসআলা ঃ কেউ কারো গোলাম ক্রয়ের দাবী করল এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল বিক্রেতা তার দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে বলল, বিক্রির পর তুমি দোষের কারণে গোলামটি আমাকে ফেরত দিয়েছিলে। এখন সে যদি তার এ দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৬৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে তার কাছে একটি ক্রীতদাসী বিক্রি করেছে। কিন্তু সে বলল, আমি ক্রীতদাসীটি কখনই তোমার কাছে বিক্রি করিনি। ক্রেতা তার ক্রয়ের দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। তারপর সে দেখতে পেল ক্রীতদাসীটির একটি অতিরিক্ত আঙ্গুল আছে সুতরাং সে চাইল তাকে ফেরৎ দেবে। এখন যদি বিক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বিক্রিকালে সে শর্ত করেছিল, সে এর কোন দোষত্রুটির জন্য দায়ী থাকবে না, তবে বিক্রেতার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

খাস্‌সাফ (র)-'আদাবুল-কাযী' গ্রন্থের শেষ দিকে এ মাসআলাটি উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (আস-সাদরুশ-শাহীদ, শারহুল-জামি')।

৬৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও দখলভুক্ত স্থাবর সম্পত্তি মালিকানা দাবী করে বলল, এ জমি আমার এবং আমি যখন সাবালক, তখন আমার পিতা এটা তোমার কাছে বিক্রি করেছে।

দখলদার ব্যক্তি বলল, তোমার পিতা এটা আমার কাছে বিক্রি করেছে তোমার শৈশব অবস্থায়। এক্ষেত্রে বাদীর কথাই গ্রহণযোগ্য (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৬৭. মাসআলা ঃ নিজ নাবালক পুত্রের জন্য এক ব্যক্তি নিজের একটা বাড়ি ক্রয় করল এবং এ ব্যাপারে কয়েকজনকে সাক্ষী রাখল। পরে পুত্র বড় হল। কিন্তু সে জানে না যে, তার পিতা তার জন্য সে বাড়িটি ক্রয় করেছিল। তারপর পিতা সে বাড়িটি এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করল এবং ক্রেতার কাছে সেটি সমর্পণ করল। তারপর পুত্র সেই ব্যক্তির নিকট থেকে বাড়িটি ভাড়া নিল। তারপর সে তার পিতার কর্ম সম্পর্কে জানতে পারল। তখন সে ক্রেতার বিরুদ্ধে দাবী করল যে, বাড়িটি তার এবং বলল, আমার শৈশবকালে আমার পিতা আমার জন্য এ বাড়িটি তার নিজের কাছ থেকে ক্রয় করেছিল। কাজেই আমি এ বাড়ির মালিক। সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। তখন বিবাদী তার দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে বলল, তোমার দাবী স্ববিরোধী । কেননা বাড়িটি আমার কাছ থেকে তোমার ভাড়া গ্রহণ দ্বারা যেন তুমি স্বীকার করে নিয়েছ যে, বাড়িটি তোমার নয়। এ ঘটনা সম্পর্কে। ফাত্ওয়া চাওয়া হলে মুফ্তীগণের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। বিভিন্নজন বিভিন্ন রকমের জবাব দেন। সহীহ্ জবাব এই যে, বিবাদীর এ কথা দ্বারা বাদীর দাবী প্রতিহত হবে না তার দাবী সহীহ্। যদিও তার মধ্যে স্ববিরোধীতা আছে। কেননা এ বিরোধ দেখা দিয়েছে কেবল জানার সূত্রে অস্পষ্ট থাকার কারণে (আয-যাখীরা)।

৬৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি ক্রয় সূত্রে একটি বাড়ির মালিকানা দাবী করল। বিবাদী বলল, তুমি যার কাছ থেকে কিনেছ বলে দাবী করছ আমিও তো বাড়িটি তার কাছ থেকে ক্রয় করেছি। সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করল। কিন্তু বাদী যে তারিখে কেনার কথা বলেছে সেটা দখলকারের তারিখের আগের। বিবাদী বলল, তোমার দাবী বাতিল। কেননা যে তারিখে তুমি বাড়িটি কিনেছ তখন এ বাড়ি অমুকের কাছে বন্ধক ছিল আর সে তোমার ক্রয় অনুমোদন করেনি। পক্ষান্তরে আমার ক্রয় বৈধ হয়েছে। কেননা আমি কিনেছি বন্ধক থেকে মুক্ত হওয়ার পর সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। কিন্তু তার এসব বক্তব্য দ্বারা বাদীর দাবী খণ্ডন হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৬৯. মাসআলা ঃ বাদী যদি দাবী করে যে, এই মাল ছিল অমুক ব্যক্তির, সে এত টাকা ঋণের দায়ে এটা আমার কাছে বন্ধক রেখেছিল এবং আমি কব্জাও করেছিলাম, তারপর সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে আর তার দাবী খণ্ডণার্থে বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, আমি এটি তার কাছ থেকে কিনেছি এবং এর মূল্যও পরিশোধ করেছি, তবে এর দ্বারা বন্ধক সংক্রান্ত দাবী খণ্ডন হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭০-মাসআলা ঃ 'মাজমূউল-নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে আমার কাছ থেকে একটি ক্রীতদাসী এত দিরহামে কিনেছে। ক্রীতদাসীটির হুলিয়া ও গুণাবলী এই-এই। সে সেটি কব্জা করেছে এবং তারপর তাকে হালাক করেছে। সুতরাং আমাকে তার দাম দেওয়া তার উপর অবধারিত হয়ে গেছে। এমন কি সে তা স্বীকারও করেছে। তারপর সে তা অস্বীকার করলে সাক্ষিগণ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। এখন বাদীর দাবী খণ্ডন করার লক্ষ্যে বিবাদী বলল, হালাক করা সংক্রান্ত তোমার দাবী মিথ্যা। কেননা ক্রীতদাসীটি জীবিত আছে এবং সে এখন অমুক শহরে অমুক ব্যক্তির কাছে আছে। সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। সাক্ষিগণ বলল, আমরা তাকে অমুক শহরে জীবিত অবস্থায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেখেছি। প্রশ্ন হচ্ছে বিবাদী এ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা কি বাদীর দাবী প্রতিহত হবে ? না প্রতিহত হবে না (আয-যাখীরা)।

৭১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও দখলভুক্ত একটি বাড়ি সম্পকে দাবী করল, সে অমুকের কাছ থেকে বেচাকেনার শর্তাবলী রক্ষা করে এ বাড়িটি ক্রয় করেছে। বিবাদী তার দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে বলল, আমি এ বাড়িটি এই বাদীর কাছ থেকেই ক্রয় করেছিলাম। এখন বাদী যদি বিবাদীর দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে বলে, আমার ও এই বিবাদীর মধ্যে যে বেচাকেনা হয়েছিল, আমরা তা ইকালা অর্থাৎ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে রহিত করেছিলাম, তবে এ খণ্ডন সহীহ্ হবে। এমনিভাবে বাদী যদি প্রথমে ক্রয়ের উল্লেখ দ্বারা সাধারণভাবে মালিকানা দাবী করে এবং তার দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে বিবাদী বলে, আমি এ বাড়িটি এই বাদীর কাছ থেকে ক্রয় করেছিলাম এবং বিবাদীর এ দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে বাদী আবার বলে, আমার ও এই বিবাদীর মধ্যে যে বেচাকেনা হয়েছিল আমরা তা ইকালা করেছিলাম, তবে এর দ্বারা বিবাদীর দাবী প্রতিহত হবে।

এমনিভাবে বিবাদীর দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে যদি বাদী বলে, তুমি স্বীকার করেছিলে যে, এ বাড়িটি আমার কাছ থেকে কেননি, তবে এ খণ্ডনও সহীহ্ হবে (আল-মুহীত)।

৭২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দখলভুক্ত একটা বাড়ির মালিকানা দাবী করল । বিবাদী বলল, আমি এ বাড়িটি বাদীর কাছ থেকে কিনেছি এবং এ সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ইস্তিহসান অনুযায়ী বাড়িটি বিবাদীর হাতেই থাকবে এবং তার পক্ষ হতে একজন শাফীর (জামিন) রাখা হবে। তারপর বাদীকে তিনদিনের সুযোগ দেওয়া হবে। এর ভেতর সে তার দাবীর অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারলে তো ভাল অন্যথায় তার বিরুদ্ধেই রায় দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও দখলের একটি বাড়ির মালিকানা দাবী করল। বিবাদী তার দাবী খণ্ডনের জন্য বলল, তুমি এর আগে স্বীকার করেছিলে যে, তুমি এ বাড়িটি আমার কাছে বিক্রি করেছ। তার ইচ্ছা এ ব্যাপারে বাদীর থেকে কসম নেওয়া হোক। তো সে যদি বাদীর সে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তা গৃহীত হবে এবং এর ফলে বাদীর দাবী খণ্ডন হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

৭৪. মাসআলা ঃ কেউ কোন বাড়ির মালিকানা দাবী করে বলল যে, আমি এটি অমুকের কাছ থেকে কিনেছি আর দখলদার বলল, আমি ঐ ব্যক্তির কাছ থেকেই এটা কিনেছি। এখন বাদী যদি বলে, তোমাদের যে বেচাকেনা রহিত হয়ে গিয়েছিল এবং তারপর আমি এটা কিনেছি, তারপর সে তার এ দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে। এ মামলা যদি অস্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারে হয় তবে বিক্রি রহিত করণের পর পুনরায় বিক্রি বৈধ হওয়ার জন্য আগে সেটা কব্জা করা শর্ত।

৭৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মাল সম্পর্কে দাবী করে যে, আমি এটা সাত দিন আগে অমুকের কাছ থেকে কিনেছি আর দখলদার ব্যক্তি বলে আমি ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে এটা দশ দিন আগে কিনেছি এবং সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, তবে পূর্বে ক্রয়কারীর পক্ষেই রায় হবে। যে পরবর্তী তারিখে কেনার দাবী করেছে, সে যদি বলে, পূর্বের তারিখে তোমার কাছে তার বিক্রি ছিল ছলনা মাত্র (تلجئة), কিন্তু অন্যজন তা অস্বীকার করে, তবে তার কাছ থেকে তা কসম নেয়ার অধিকার থাকবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৭৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এই সম্পত্তি তার পিতা হতে সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। এখন বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখায় যে, তার পিতা তার

জীবদ্দশায় স্বীকার করেছিল, এ সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার নেই অথবা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে, বাদী নিজেই তার পিতার জীবদ্দশায় বা তার মৃত্যুর পর স্বীকার করেছিল যে, এ সম্পত্তি তার পিতার ছিল না, তবে বাদীর দাবী বাতিল হয়ে যাবে এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণও গৃহীত হবে না। এমনিভাবে বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাদী তার এ দাবীর আগে স্বীকার করেছিল, এ সম্পত্তি তার নয় বা তার ছিল না অথবা যে স্বীকার করেছিল, এতে তার কোন অধিকার নেই অথবা এতে তার কোন হক নেই এবং সেখানে তার কোন দাবীদার উপস্থিত ছিল, তবে এর ফলে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে আর সেখানে যদি তার কোন দাবীদার না থাকে, তবে তা বাতিল হবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৭৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটা বাড়ি সম্পর্কে দাবী করল যে, এ বাড়িটি সে তার পিতা হতে মীরাস হিসেবে পেয়েছে। বিবাদী বলল, তোমার পিতা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থ থাকাকালে এ বাড়িটি অমুকের কাছে এত টাকায় বিক্রি করেছিল আর আমি সেই ব্যক্তির কাছ থেকে এটা কিনেছি। তো সে যদি তার এ দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে-তবে কেউ বলেন, তা গৃহীত হবে এবং এ মতই বিশুদ্ধতর (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৭৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে থাকা একটি বাড়িতে কেউ মীরাস বা হিবা-সূত্রে মালিকানা দাবী করল। তার কাছ থেকে বাড়িটি ক্রয় করেছে। এখন বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখায় যে, তার সংগে সে ইকালা করেছিল, তবে এর দ্বারা বিবাদীর প্রতিবাদ প্রতিহত হবে–(আল-কারদাবী, আল-ওয়াজীয)।

৭৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল যে, তার পিতা মারা গেছে এবং এই বাড়িটি তার জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে গেছে। সে তার এ দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিল যে, তার পিতার মৃত্যুর সময় এ বাড়ি তার দখলে ছিল এবং এই ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এই বাড়িটি দখল করেছে অথবা তারা বলল, এই ব্যক্তি এই বাদীর পিতার জীবদ্দশায় তার কাছ থেকে এ বাড়িটি দখল করেছে। অপরদিকে বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, ওয়ারিশ বা তার পিতা স্বীকার করেছিল যে, বাড়িটি তার নয়, বাড়িটি ওয়ারিশের হাতে অর্পণের রায় দেয়া হবে (আল- মুহীত)।

৮০. মাসআলা ঃ কারো দখলে থাকা কোন বস্তু সম্পর্কে কেউ দাবী করল যে, এটি তার পিতার ছিল সে মারা গেছে এবং এই বস্তুটি তার জন্য উত্তরাধিকারস্বরূপ রেখে গেছে। দখলদার ব্যক্তি বলল, তোমার পিতা এটি আমার কাছে আমানত রেখেছে। আমি জানি না, সে মারা গেছে কিনা। 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তার এ বক্তব্য দ্বারা তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮১. মাসআলা ঃ কেউ কারো বিরুদ্ধে এক খণ্ড জমির মালিকানা দাবী করে বলল, এ জমি ছিল অমুকের। সে মারা গেছে এবং সে তার বোন যয়নাবের জন্য এটি মীরাছ স্বরূপ রেখে গেছে। তারপর তার বোন মারা গেছে আর আমি তার ওয়ারিশ। তো সে যদি তার এ দাবী সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে। বিবাদী যদি তার দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে বলে যে, ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর আগেই তো তার বোন যয়নাবের মৃত্যু হয়ে গেছে, তবে এ প্রতিবাদ গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৮২. মাসআলা ঃ এক মহিলা তার স্বামীর ওয়ারিশদের কাছে মোহরানা ও মীরাস দাবী করল। জবাবে ওয়ারিশগণ বলল, আমাদের পিতা তার মৃত্যুর দু'বছর আগে এ মহিলাকে তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিজের জন্য হারাম করেছিল। তাদের এ দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে মহিলা বলল, তার স্বামী তার মৃত্যু শয্যায় বসে স্বীকার করেছে যে, আমি তার জন্য বৈধ স্ত্রীর এ বক্তব্য দ্বারা ওয়ারিশদের দাবী বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৮৩. মাসআলা ঃ এক মহিলা এক মৃতের পুত্রের বিরুদ্ধে মীরাসের দাবী তুলে বলল, সে তার পিতার স্ত্রী। সে তার বিবাহাধীন থাকা অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পুত্র তা অস্বীকার করল। মহিলা তার বিবাহ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। তারপর পুত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তার পিতা এ মহিলাকে তিন তালাক দিয়েছিল এবং তার মৃত্যুর আগেই এর ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে সহীহ্ মত এই যে, পুত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। মহিলার উপরিউক্ত দাবীকালে যদি পুত্র বলে, তার পিতা একে বিয়েই করেনি কিংবা এ মহিলা কখনও তার স্ত্রীই ছিল না এবং তারপর তালাক সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, আমার পিতা তোমার কাছে এত-এত টাকা পেত। তিনি তা থেকে কিছু উসুল করার আগেই মারা গেছেন। এখন তার সবটাই আমার মীরাস হয়ে গেছে। যেহেতু আমি তার একমাত্র ওয়ারিশ। বিবাদী বলল, তুমি আমার কাছে যে দেনা দাবী করলে, তোমার পিতা আমার কাছে তা পেত কাফালা সূত্রে। কেননা আমি অমুকের পক্ষ হতে তার জন্য কাফীল (জামিন) হয়েছিলাম। কিন্তু সেই ব্যক্তি তোমার পিতার জীবদ্দশায় সবটা দেনাই তার কাছে আদায় করেছে। দেনার দাবীদার স্বীকার করল যে, তার কাছে তার পিতার পাওনাটা সেই ব্যক্তির পক্ষ হতে কাফালার সূত্রেই ছিল। কিন্তু সে এ কথা অস্বীকার করল যে, দেনাদার নিজেই তা তার পিতার কাছে আদায় করেছে। এখন বিবাদী যদি তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তাদ্বারা বাদীর দাবী বাতিল হয়ে যাবে।

এমনিভাবে এক্ষেত্রে বিবাদী যদি বলে, তোমার পিতা তার জীবদ্দশায় আমাকে কাফাল হতে মুক্তি দিয়েছিল অথবা যদি বলে, তোমার পিতার মৃত্যুর পর তুমি আমাকে কাফালা হতে মুক্তি দিয়েছিল এবং সে তার এ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে, তবে এর ফলেও বাদীর দাবী প্রতিহত হবে (আল-মুহীত)।

৮৫. মাসআলা ঃ কেউ কারও সম্পর্কে দাবী করল যে, তোমার কাছে আমার পিতার এত টাকা পাওনা ছিল। আমার পিতা তা থেকে কিছুমাত্র কব্জা করার আগেই মারা গেছেন। এখন আমার পিতার মীরাস হিসেবে তা সবই আমার হয়ে গেছে, যেহেতু আমি ছাড়া আমার পিতার কোন ওয়ারিশ নেই। বিবাদী যদি তার দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে বলে আমার কাছে তোমার পিতার যা পাওনা ছিল তা সে অমুকের উপর হাওয়ালা করেছিল, আমি সে হাওয়ালা মেনে নিয়েছিলাম, সুতরাং আমি তা সেই ব্যক্তিকে (محتال له) আদায় করে দিয়েছি, আর সে ব্যক্তি (محتال) (له-ও তা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে যাবৎ না হওয়ালা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে বাদী,হতে মামলা খারিজ হবে না। যখন সে হাওয়ালা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করবে, তখন তার বিরুদ্ধে দাবী ও মামলা সবই বাতিল হয়ে যাবে (আস-যাখীরা)।

৮৬. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বলল যে, তোমার কাছে আমার এত দিরহাম পাওনা আছে। কেননা আমার পিতা তোমাকে এই জিনিস ভাড়া দিয়েছিল। পরে ইজারা ফাসখ (রহিত) হয়ে গেছে, কিন্তু আমার পিতা তোমার কাছ থেকে কিছুই উসুল করেনি। বিবাদী তার দাবী খণ্ডন করার লক্ষ্যে বলল, বাদী তার পিতার মৃত্যুর পর স্বীকার করেছিল যে, তার পিতা সে দিরহাম

কব্‌জা করেছে এবং সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। সাক্ষিগণ বলল যে, সে স্বীকার করেছিল তার পিতা দিরহামগুলো উসুল করেছে, কিন্তু তারা একথা বলল না যে, তার পিতার মৃত্যুর পর স্বীকার করেছে, তবু তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৮৭. মাসআলা ঃ এক মহিলা মারা গেলে জনৈক ব্যক্তি তার মীরাছ দাবী করে এবং বলল, যে, মৃত্যুর দিন সে আমার স্ত্রী ছিল। মৃত ওয়ারিশগত সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, স্বামী বলেছিল মৃতা যদি আমার স্ত্রী হবে। তাহলে আমি তার মীরাছ পেতাম। তাদের এ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা স্বামীর দাবী বাতিল হয়ে যাবে। তারা যদি বলে, সে তাকে তালাক দিয়েছিল, তবে তাতে তার দাবী প্রতিহত হবে না। কেননা হতে পারে সেটা রাজঈ তালাক ছিল, যদ্দারা স্বামিত্ব বিলুপ্ত হয় না, সুতরাং সে তার উত্তরাধিকারী হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয; আল-খুলাসা)।

৮৮. মাসআলা ঃ এক মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে ধার্যকৃত মোহরানা দাবী করল। স্বামী যদি বলে, সে স্বীকার করেছিল যে, তাদের বিবাহ মোহরানা স্থির করা ছাড়াই হয়েছিল, তবে এর দ্বারা স্ত্রীর দাবী প্রতিহত হবে (আল-খুলাসা)।

৮৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার পিতার বিবাহিতার দখলে থাকা একটি বাড়ির ব্যাপারে দাবী করল যে, এটি তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি। সে মহিলা যদি বলে, এ বাড়িটি তোমার পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি বটে, কিন্তু কাযী আমার বকেয়া মহোরানার বদলে এটি আমার কাছে বিক্রি করেছে আর তখন তুমি নাবালক ছিলে, তবে এর দ্বারা বাদীর অর্থাৎ পুত্রের দাবী নাকচ হয়ে যাবে যদি তা সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৯০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি ও একটি কন্যা সন্তান রেখে মারা গেল। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, মৃত ব্যক্তি তার আযাদকৃত গোলাম ছিল, সতুরাং তাও 'ওয়ালা' (দাস-মুক্তি-সূত্র প্রাপ্ত উত্তরাধিকার) আমার প্রাপ্য। এখন কন্যাটি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার পিতা মৌলিকভাবেই আযাদ ছিল (কখনও কারও গোলাম ছিল না), তবে আল-আসলের বর্ণনা অনুযায়ী কন্যার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুই শিশুপুত্র রেখে মারা গেল এবং প্রত্যেক পুত্রের জন্য পৃথক দু'জন ওয়াসী আছে। এক ওয়াসীর দখলে একটি বাড়ি আছে। সে সম্পর্কে তার দাবী এই যে, বাড়িট তার অভিভাবকত্বাধীন পুত্রের তার বিরুদ্ধে অপর শিশুর ওয়াসী দাবী করল যে, তোমার দখলে যে বাড়িটি আছে, তার অর্ধেকের মালিক দ্বিতীয় পুত্র, আমি যার ওয়াসী। কেননা এ বাড়ির সম্পূর্ণটারই মালিক ছিল শিশু দু'টির পিতা। সে তাদের জন্য এটি মীরাছ রেখে মারা গেছে। সুতরাং তুমি এর অর্ধেক আমার হাতে সমর্পণ করে, যাতে আমি যার ওয়ারিশ, সেই পুত্রের জন্য এটা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি। এখন যদি বিবাদী ওয়াসী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, শিশু দু'টির পিতা তার জীবদ্দশায় স্বীকার করেছিল যে, সম্পূর্ণ বাড়িটার মালিক এই পুত্র; যে আমার অভিভাবকত্বে আছে, তবে এর দ্বারা দাবীদার ওয়াসীর দাবী নাকচ হয়ে যাবে। এখন 'বিবাদী ওয়াসীর'.এ দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে যদি বাদী ওয়াসী' সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তুমি তো এর আগে বাড়িটির অর্ধেক সম্পর্কে দাবী করেছিলে যে, তোমার অভিভাবকত্বে যে শিশুটি আছে, সে তার পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে সেই অর্ধেক পেয়েছে, এখন আবার দাবী করছ যে, অন্য সূত্রে সম্পূর্ণ বাড়িটার মালিক সে, তবে এই স্ববিরোধিতার কারণে 'বিবাদী ওয়াসী'র দাবী বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

৯২. মাসআলা ঃ নাজমুদ-দীন আল-নাসাফী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেউ মৃতের যদি চাচাত ভাই হওয়ার দাবীতে 'আসাবা হিসেবে মীরাস দাবী করে এবং সে যে মৃতের চাচাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভাই তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দাদা পর্যন্ত বংশ তালিকা উল্লেখ করে এবং তার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, কিন্তু বিবাদী বাদীর বংশ-পরিচয় ও তার দাবী অস্বীকার করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখায় যে, বাদীর দাদা অন্য কেউ, সে যার নাম বলেছে সে নয়, তবে এর দ্বারা কি বাদীর দাবী ও সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিহত হবে? তিনি বলেন, বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী যদি কাযীর রায় হয়ে যায়, তবে সে রায় কার্যকর হবে। বিবাদীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার দাবী ও সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী যদি রায় প্রদান করা না হয়ে থাকে, তবে উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ পরস্পর-বিরোধী হওয়ার কারণে কাযী এখন কারও সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেবে না (আল-মুহীত)।

৯৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও থেকে মীরাস লাভের দাবী করে বলে যে, সে মৃতের আপন চাচাত ভাই, সে দাদা পযন্ত তার বংশ-তালিকাও উল্লেখ করে, এর বিপরীতে বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই বাদীর পিতা তা জীবদ্দশায় বলত সে মৃতের আপন ভাই নয়, বরং বৈপিত্রেয় ভাই, তবে বিবাদীর সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। হ্যাঁ, বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাদী যার নাম বলেছে সে নয়, বরং তার মায়ের হচ্ছে অমুক ব্যক্তি এবং অমুক কাযী সে অনুযায়ী রায় প্রদান করেছে, তবে তার এই সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, এ বাড়িটি আমি আমার পিতা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, তারপর তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আপোষরফা করে এবং তারপর বিবাদী দাবী করে যে, আমি এ বাড়িটি যার কাছ থেকে কিনেছি, সে এটি তোমার পিতার কাছ থেকে কিনেছিল, তবে তা শ্রবণযোগ্য নয় (আল-খুলাসা)। আমি এ বাড়িটি যার কাছ থেকে কিনেছি, সে এটি তোমার পিতার কাছ থেকে কিনেছিল, তবে তা শ্রবণযোগ্য নয় (আল-খুলাসা)।

৯৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি আংগুর বাগান আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সে তার নানার উত্তরাধিকার হিসেবে এ বাড়িটি পেয়েছে। সে বলল, আমার নাম মুহাম্মাদ, আমার মায়ের নাম হুররা এবং আমার মায়ের পিতার হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবনুল হারিছ ইব্‌ন সাদী। এর বিপরীতে বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বাদী ইতোপূর্বে বলেছিল, যে, 'আইশার পুত্র। তার নানার নাম 'আলী ইব্‌নুল-হুসাইন। এ জাতীয় মাসআলায় শামসুল-ইসলাম আওযাজানদী (র) ফাত্‌ওয়া দিতেন বিবাদী তার দাবীর সপক্ষে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে তা গৃহীত হবে না এবং এর কারণে বাদীর দাবী নাকচ হবে না।তার সমকালীন কতক ফুকাহায়ে কিরামও অনুরূপ মতপোষণ করতেন। জাহীরুদ্দীন আল-মারগীনানী (র) ও এ রকম ফাতওয়া দিতেন এবং আমাদের দৃষ্টিতে এটাই সঠিক আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা; আল-মুহীত; আয-যাখীরা ও এ রকম ফাতওয়া দিতেন এবং আমাদের দৃষ্টিতে এটাই সঠিক আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা; আল-মুহীত; আয-যখীরা।

৯৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দাবী করল, আমার পিতার নাম 'আলী ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ। তোমার কাছে তার এত টাকা পাওনা আছে। তার মৃত্যু হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার কাছ থেকে তিনি তার পাওনার কিছুই আদায় করে যাননি। সুতরাং তোমার কাছে তার যা পাওনা ছিল, মীরাস হিসেবে তার সমুদয় আমার হয়ে গেছে। বিবাদী বলল, বাদীর এ দাবী বাতিল। কারণ সে বলেছিল যে, কাসিমের পুত্র হচ্ছে মুহাম্মাদ আর কাসিমের পিতা আহমদ। শামসুল-ইসলাম আওযাজানদী (র) ও তার সমকালীন কতক ফুকাহায়ে কিরামের মত বিবাদীর

এ বক্তব্য দ্বারা বাদীর দাবী প্রতিহত হবে না। সুতরাং এ ব্যাপারে বিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। বস্তুত এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল এবং সেক্ষেত্রে এ রকমই ফাত্ওয়া দেওয়া হয়েছিল (আল-মুহীত)।

৯৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের দখলভুক্ত একটা বাড়িতে পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে অংশীদারিত্ব দাবী করল। বিবাদী তার দাবী অস্বীকার করে বলল, এ বাড়িতে আমার পিতার কোন হক ছিল না। এর পরে যদি বিবাদী দাবী করে যে, সে এ বাড়িটি তার পিতার কাছ থেকে ক্রয় করেছিল কিংবা বলে, তার পিতা স্বীকার করেছিল যে, এ বাড়িটি তার, তবে তার এ দাবী শুদ্ধ হবে এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণও শ্রবণযোগ্য হবে। যদি বলে, এ বাড়ি কখনও আমার পিতার ছিল না কিংবা বলে, এ বাড়িতে কখনও আমার পিতার কোন হক ছিল-না, তবে সে তার পিতার হতে বাড়িটি কিনেছিল,' তার এ দাবী বৈধ হবে না (আয-যাখীরা)।

৯৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটা বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল, সে তার পিতার হতে উত্তরাধিকার সূত্রে এ বাড়িটি পেয়েছে। বিবাদী যদি তার দাবী খণ্ডনার্থে বলে, আমি তোমার শৈশবে কাযীর অনুমোদনক্রমে এ বাড়িটি ক্রয় করেছিলাম, তবে তার এ দাবী সহীহ হবে এবং এর দ্বারা বাদীর দাবী প্রতিহত হবে–যদি প্রমাণিত হয় যে, ষিশর প্রয়োজনে বা মৃতের দেনা পরিশোধের জন্যই বাড়িটি বিক্রি করা হয়েছিল (আল-মুহীত)।

৯৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটা বাড়ির মালিকানা দাবী করল। বিবাদী বলল, আমি তোমার শৈশবকালে তোমার ওয়াসীর কাছ থেকে এ বাড়িটি এত টাকায় ক্রয় করেছি, কিন্তু সে ওয়াসীর নাম বলল না। কিংবা বলল, তোমার শৈশবকালে কাযীর অনুমতিক্রমে অমুক ব্যক্তি এ বাড়িটি আমার কাছে বিক্রি করেছে, কিন্তু কাযীর নাম বলল না। বিবাদীর এ দাবী কি শ্রবণযোগ্য হবে এবং এর দ্বারা কি বাদীর দাবী প্রতিহত হবে ? এ ব্যাপারে মাশাইখগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যদি ওয়াসী ও কাযীর নাম উল্লেখ করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ হবে (আল-ফুসূলুল-'ইমাদিয়্যা)।

১০০. মাসআলা ঃ বাদী যদি তার মীরাসের দাবীতে বলে, আমি ছাড়া মৃতের অন্য কোন ওয়ারিশ নেই এবং বিবাদী তার দাবী প্রতিহত করার জন্য বলে, তোমার তো এক ভাই ও এক বোন আছে, অথচ বলছ, তুমি ছাড়া তার কোন ওয়ারিশ নেই? তবে এর দ্বারা কি বাদীর দাবী বাতিল হয়ে যাবে ? শামসুল ইসলাম আল-আওযাজানদী (র)-এর ফাতওয়া বর্ণিত আছে যে, বাদী যদি তা স্বীকার করে, তবে তার দাবী ও সাক্ষ্য-প্রমাণ সবই বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তা সাব্যস্ত করতে চায়, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। আল-জিনায়াত' অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, তাও গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

১০১. মাসআলা ঃ রাশীদুদ্দীন (র)-এর 'ফাতাওয়া'-গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি তার পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে একটি বাড়ির মালিকানা দাবী ও সাক্ষ্য পেশ করল। অন্যদিকে বিবাদী সাক্ষ্য পেশ করল যে, তোমার পিতা তার জীবদ্দশায় স্বীকার করেছিল যে, এ বাড়ির মালিক আছি বিবাদীর এ বক্তব্য শোনা হবে। যদি বাদী তার বিপরীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তুমি স্বীকার করেছিলে যে, আমার পিতাই এ বাড়ির মালিক এবং এটা তারই অধিকার, তবে তার ও শ্রবণযোগ্য হবে। তবে পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে উভয়ই বাতিল হয়ে যাবে। বাকি থাকল মীরাস সম্পর্কে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ, যার বিপরীতে কোন প্রমাণ নেই, সুতরাং তা গৃহীত হবে। বিবাদী যদি মৃত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি সম্পর্কে তার পেশকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণে তারিখ উল্লেখ করে এবং বাদী বিবাদীর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে তারিখ উল্লেখ না করে, তবে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে এক খণ্ড জমি আছে। অপর এক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে দাবী করল যে, এ জমি ছিল তার পিতার। তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং এ জমি তবে ও অমুক অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য মীরাসস্বরূপ রেখে গেছে। তার এ দাবী প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিবাদী বলল, তোমার পিতা অমুক, তার জীবদ্দশায় স্বীকার করেছিল যে, এ জমির মালিক আমি। বলা হয়ে থাকে যে, তার এ দাবী দ্বারা বাদীর দাবী প্রতিহত হবে এবং এ মতই বিশুদ্ধতর (আয-যাখীরা)।

১০৩. মাসআলা ঃ যদি অনুপস্থিত ভাই ফিরে আসে এবং বিবাদী তার ভাইয়ের দাবীর খণ্ডনে যা বলেছিল, তা বাতিল সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে দাবী করে যে, এই বিবাদী আমাদের পিতার মৃত্যুর পর স্বীকার করেছিল যে, এই জমি আমাদের পিতার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার, তবে এর দ্বারা বিবাদীর দাবী খণ্ডন হয়ে যাবে।

বিবাদী যদি প্রথমে এই দাবী না করে থাকে যে, মৃত ব্যক্তি স্বীকার করেছিল, সে এই জমির মালিক, বরং সে দাবী করে যে, ওয়ারিশ যে এই জমির দাবীদার, স্বীকার করেছিল যে, বিবাদীই এই জমির মালিক তখন কি হবে? এর উত্তর সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ আছে। কেউ বলেন, কতক মাশাইখ বলেন, এর দ্বারাও বাদীর দাবী প্রতিহত হবে এবং কতকের মতে মাসআলাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অর্থাৎ যদি বলে, তুমি স্বীকার করেছিলে আমি এ জমির মালিক এবং আমি তোমার কথা তাসদীক করেছিলাম, তবে এর দ্বারা দাবী প্রতিহত হবে। যদি এ কথা না বলে যে, আমি তোমার কথা তাসদীক করেছিলাম তবে দাবী প্রতিহত হবে না।

যদি অনুপস্থিত তাই উপস্থিত হয়ে দাবী করে যে, বিবাদী আমাদের পিতার মৃত্যুর পর স্বীকার করেছিল যে, এই জমি আমাদের পিতার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার, তবে তার এ বক্তব্য শোনা হবে না (আল-মুহীত)।

১০৪. মাসআলা ঃ এক মহিলা দাবী করল যে, সে এই মৃতের কন্যা এবং সে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির এত অংশ পাবে। এখন মৃতের ওয়ারিশগণ যদি বলে তোমার এ দাবী বাতিল। কেননা তুমি এই ব্যক্তির মৃত্যুর পর স্বীকার করেছিল যে, তুমি এই ব্যক্তির ক্রীতদাসী ছিলে এবং সে তোমাকে আযাদ করে দিয়েছে। তবে তাদের একথা দ্বারা তার দাবী প্রতিহত হবে না (আয-যাখীরা)।

১০৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একখণ্ড জমি আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, তুমি এ জমি আমার কাছ থেকে কিনেছ। কিন্তু আমি এটা স্বেচ্ছায় বিক্রি করিনি, বরং আমাকে বিক্রি করতে ও তোমার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। তার ইচ্ছা এ জমি তাকে ফেরত দেওয়া হোক। বিবাদী বলল, বিষয়টা তেমনই হয়েছিল, যেমন তুমি বলছ, কিন্তু সে জবরদস্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তুমি স্বেচ্ছায় এ জমি আমার কাছে এত টাকায় বিক্রি করেছে। সে তার এ দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। এ ক্ষেত্রে কাযী বিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী রায় দেবে এবং এর ফলে বাদীর দাবী বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তার সে বাড়ী ফেরত গ্রহণের কোন অধিকার থাকবে না (আল-মুহীত)।

১০৬. মাসআলা ঃ কেউ কারো বিরুদ্ধে একখণ্ড জমিতে দাবী তুলল। তার কথা হচ্ছে যে, জমিটি সে তার কাছ থেকে কিনেছ। সে তার বক্তব্যের শেষে বলল যে, বিবাদীও স্বীকার করেছে যে, সে এ জমি আমার কাছে বিক্রি করেছে। এখন বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে এ জমি বিক্রির স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছে, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হবে না (আল-খুলাসা)।

১০৭. মাসআলা ঃ ইমাম জাহীরুদ্দীন আল-মারগীনানী (র) উপরিউক্ত ফাত্ওয়াই দিতেন। তিনি বলতেন, এটা সম্ভব যে, সে বিক্রি করেছে স্বেচ্ছায় আর তাকে দিয়ে স্বীকার করানো হয়েছে চাপ দিয়ে। যে বিক্রি স্বেচ্ছায় হয়, সে সম্পর্কে চাপ দিয়ে স্বীকারোক্তি নিলে তাতে বিক্রি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় না। হ্যাঁ, সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখাতে পারে যে, তাকে বিক্রি করতে এবং তারপর তা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়েছে, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হবে (আল-মুহীত)।

১০৮. মাসআলা ঃ বিক্রেতা যদি দাবী করে তাকে চাপ দিয়ে বিক্রি করানো হয়েছে এবং তারপর সমর্পণ করতেও বাধ্য করা হয়েছে আর ক্রেতা তার দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে বলে, তুমি খুশী মনেই আমার কাছ থেকে এর দাম নিয়েছ অথবা যদি হিবাকারী দাবী করে, তাকে হিবা করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং বিবাদী তার দাবী খণ্ডনার্থে বলে, তুমি আমার কাছ থেকে খুশী মনে তোমার হিবার বদলা গ্রহণ করেছ, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

১০৯. মাসআলা ঃ 'মাজমূউল-নাওয়াযিল'-গ্রন্থে আছে, শায়খুল-ইসলাম 'আতা ইব্ন হামযা আস-সুগদী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করে যে, সে স্বেচ্ছায় তার অনুকূলে এই কথা স্বীকার করেছে আর বিবাদী তার সে দাবী রদ করার লক্ষ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার সে স্বীকারোক্তি ছিল চাপের মুখে, তবে এর দ্বারা কি বাদীর দাবী প্রতিহত হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বরং চাপ প্রয়োগ সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণই তো বেশী গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত (আল-মুহীত)।

১১০. মাসআলা ঃ কেউ কারো কাছে টাকা পাবে বলে দাবী করল এবং বলল, সে এরকমই স্বীকার করেছে। এখন বিবাদী যদি বলে, আমাকে স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তবে বাদীর দাবী খণ্ডন হবে। কে বাধ্য করেছিল? তার বাপ-দাদার নাম কী? এ সব বলা শর্ত নয় (আল-খুলাসা)।

১১১. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে যে, সে স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছিল আর বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ তারিখে আমাকে তা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তবে বিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। যদি তাদের কেউ তারিখ উল্লেখ না করে অথবা দু'জনে দুই তারিখ বলে, তবে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য (আত-তাতার খানিয়া, 'আন-নাসিরী-এর বরাতে)।

১১২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে অমুকের পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির আদেশে বা তার আদেশ ছাড়াই কাফীল হয়েছিল এবং সেই সূত্রে আমি তার কাছে এক হাজার টাকা পাব। মূল দেনাদার এসে তার দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে বলল যে, আমার কাছে এ টাকা তোমার প্রাপ্য নয়। কেননা আমাকে তা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। তো দেনাদারের এ উত্তর গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে কাফীল যদি দাবী করে যে, আসল দেনাদার এ টাকা আদায় করেছে অথবা বাদী তাকে এর দাস থেকে মুক্তি দিয়েছে, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে (আল-খুলাসা)।

১১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দাবী করল যে, অমুকের কাছে এক হাজার টাকা পাবে। অপর এক ব্যক্তি তার পক্ষ হতে কাফীল (জামিন) হল। তারপর কাফীল সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বাদীর দাবীকৃত টাকা আসলে মদের দাম কাফীলের এ দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, পাওনাদার এ কথা স্বীকার করেছিল আর পাওনাদার তা প্রত্যাখ্যান

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে, তবে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও গৃহীত হবে না। সে যদি পাওনাদার থেকে কসম নিতে চাইলে তাও পারবে না। কাফীল যদি টাকা আদায় করে থাকে এবং সে দেনাদারের কাছ থেকে তা উসুল করতে চায়, কিন্তু পাওনাদার দেশে উপস্থিত না থাকে, এ দিকে দেনাদার বলে, সেটা ছিল জুয়ার টাকা অথবা মদ বা মৃত জন্তুর দাম কিংবা এ জাতীয় কিছু এবং সে কাফীলের বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে চায়, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। বরং তাকে আদেশ করা হবে যেন কাফীলকে তার টাকা দিয়ে দেয়। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি তোমার পাওনাদারকে খুঁজে বের কর এবং তার বিরুদ্ধে মামলা কর। পাওনাদার যদি কাফীলের কাছ থেকে টাকা গ্রহণের আগেই উপস্থিত হয়ে যায় এবং কাযীর সামনে স্বীকার করে যে, সে টাকা ছিল মদ বা মৃত জন্তুর দাম বা এ জাতীয় কিছু, তবে কাফীল ও মূল দেনাদার উভয়ই দায়মুক্ত হয়ে যাবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১১৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও কাছে টাকা পাবে বলে দাবী করল। বিবাদী বলল, আমি তার এ দাবী রদ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করব। কাযী জিজ্ঞেস করল, তুমি কিভাবে রদ করবে? তোমাকে সে এর দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে এটা প্রমাণ করে, না তুমি তা আদায় করে দিয়েছে, তা প্রমাণ করে ? তোমার দাবী কোন্টা ? সে বলল, উভয়ই এটা কি স্ববিরোধিতা হবে না ? শায়খ নাজমুদ্দীন আন-নাসাফী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, সে যদি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে তবে স্ববিরোধিতা হবে না। সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে এভাবে যে, সে বলবে, আমি কতক পরিশোধ করেছি এবং কতক সে মাফ করে দিয়েছি অথবা বলবে, আমি সবটাই আদায় করেছিলাম কিন্তু সে পরে তা অস্বীকার করে বসে। ফলে আমি তার কাছে ক্ষমা চাই এবং সে আমাকে ক্ষমা করে দেয় অথবা বলবে, সে সবটাই ঝেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু পরে ছেড়ে দেওয়ার কথা অস্বীকার করে, ফলে আমি তা আদায় করে দেই। কেউ বলেন, সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা না করলেও এটা স্ববিরোধিতা হবে না এবং তার দাবী বাতিল হবে না (আয-যাখীরা)।

১১৫. মাসআলা ঃ এক মহিলা তার স্বামীর ওয়ারিশদের বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার ধার্যকৃত মোহরানা পাওনা রয়ে গেছে এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। ওয়ারিশগণ তার দাবী রদ করার জন্য বলল, তুমি তো স্বীকার করেছিলে যে, মোহরানা ধার্য করা ছাড়াই বিবাহ হয়েছিল এবং তুমি পাবে মাহ্র-ই মিছ্ল, অথচ এখন ধার্যকৃত মোহরানা দাবী করছ, এ দুই-এর মধ্যে তো সুস্পষ্ট বিরোধ! তো কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা তার দাবী নাকচ হবে না এবং এ মতই বিশুদ্ধতর (আল-মুহীত)।

১১৬. মাসআলা ঃ রাশীদুদ্দীন (র)-এর 'ফাতাওয়া'-গ্রন্থে আছে, এক মহিলা তার স্বামীর ওয়ারিশদের বিরুদ্ধে মোহরানা দাবী করল। এখন ওয়ারিশগণ যদি দাবী করে, এ মহিলা প্রথমে বিবাহ অস্বীকার করেছিল এবং তারপর সে খুলা করেছিল, তবে তাদের সে দাবী শোনা হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার কাছে সে এক হাজার টাকা পাবে। বিবাদী বলল, আমার কাছে তোমার কখনও কিছু পাওনা ছিল না বা আমার কাছে তোমার কিছুই পাওনা নেই। বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে তার কাছে এই পরিমাণ পাবে। তখন আবার বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখাল যে, সে তা পরিশোধ করেছে বা পাওনাদার তা ছেড়ে দিয়েছে। তো তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ কী শ্রবণযোগ্য ? হ্যাঁ, তা শ্রবণযোগ্য এবং এভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে তার দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে যদি বলত আমার কাছে তোমার

কখনও কোন পাওনা ছিল না বরং আমি তোমাকে চিনিই না, তবে পরবর্তীতে তার এরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হত না এবং এর দ্বারা বাদীর দাবী প্রতিহত হত না। ইমাম কুদূরী (র) আমাদের ইমামগণের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

১১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে দাবী করল যে, আমি তার কাছে এত টাকা পাব। বিবাদী তা অস্বীকার করল। বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তুমি দশ দিন আগে আমার কাছে এ টাকা পরিশোধের ব্যাপারে সময় চেয়েছিলে আর তাদ্বারা তোমার পক্ষ হতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, এটা তোমার কাছে আমার পাওনা। এখন বিবাদী তার দাবী খণ্ডন করার লক্ষ্যে যদি বলে, তুমি তো বিশ দিন আগে আমাকে এ দেনার দায় হতে মুক্তি দিয়েছিলে এবং সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, তবে এর দ্বারা তার দাবী প্রতিহত হবে না (আল-মুহীত)।

১১৯. মাসআলা ঃ কেউ কারো বিরুদ্ধে দশ দীনার পাওনা দাবী করল। এখন বিবাদী যদি তার দাবী প্রতিহত করার লক্ষ্যে বলে, তুমি তো স্বীকার করেছিলে যে, তুমি মাত্র তিন দীনার পাবে, তবে বাদীর দাবীর বিপরীতে তার এ বক্তব্য গৃহীত হবে না (আল-খুলাসা)।

১২০. মাসআলা ঃ কেউ কারো বিরুদ্ধে একশ' দিরহাম পাওনা দাবী করল। বিবাদী বলল, আমি তা থেকে পঞ্চাশ দিরহাম তোমাকে পরিশোধ করেছি, কিন্তু বাদী তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করার কথা অস্বীকার করল। এখন বিবাদী যদি পরিশোধের সাক্ষ্য পেশ করে, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী প্রতিহত হবে না, যাবৎ না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, সে যে দিরহামের দাবী করছে তা থেকে পঞ্চাশ দিরহাম তাকে দিয়েছে বা পরিশোধ করেছে (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া)।

১২১. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি বলে তোমার পাওনা টাকা হল জুয়ার টাকা বা মদের দাম, তবে তা শোনা হবে এবং সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে তাও গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

১২২. মাসআলা ঃ কেউ কারও বিরুদ্ধে দাবী করল যে, আমি তোমার কাছে এত দিরহাম বা এত দীনার পাব। বিবাদী সাক্ষ্যসহ তা পরিশোধের দাবী করল সাক্ষিগণ বলল, বিবাদী তাকে এত দিরহাম দিয়েছে, কিন্তু তারা এটা বলল না যে, সে তার দিয়েছে কী হিসেবে। এখন কাযী কি তাদের যে সাক্ষ্য গ্রহণ করবে এবং এর দ্বারা কি বাদীর দাবী প্রতিহত হবে? আমাদের কতক মাশাইখ থেকে বর্ণিত আছে যে, তা গৃহীত হবে এবং এর দ্বারা বাদীর দাবীও রদ হবে এটাই বেশী যুক্তিযুক্তি ও অধিকতর বিশুদ্ধ (আল-মুহীত)।

১২৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার কাছে সে এক হাজার দিরহাম পাবে। বিবাদী বলল, আমি তো তা সমরকন্দের বাজারে পরিশোধ করেছি। তার কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করা হল। সে বলল, এ ব্যাপারে আমার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। তারপর সে বলল, আমি অমুক গ্রামে বসে তা আদায় করেছি এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে তার কাছে এত টাকা পাবে। বিবাদী তার দাবী রদ করার জন্য বলল, তুমি তো এ দাবী থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছিলে। সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। তারপর বাদী দাবী করল যে, আমি তাকে মুক্তি দেওয়ার পর সে আবার স্বীকার করেছিল যে, তার কাছে এ টাকা আমার পাওনা আছে। তো বাদী যেভাবে বিবাদীর বক্তব্য রদ করল তা কী গৃহীত হবে ? বলা হয় যে, বিবাদী

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি বলে তাকে, তুমি আমাকে এ দাবী থেকে মুক্তি দিয়েছিলে এবং আমি সে মুক্তিদান মেনে নিয়েছিলাম কিংবা যদি বলে, আমি তা সত্য বলে স্বীকার করেছিলাম, তবে বাদী কর্তৃক বিবাদীর স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত দাবী বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি মুক্তিদান কে গ্রহণ করার কথা স্বীকার না করে থাকে, তবে বাদীর এ দাবী গৃহীত হবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

১২৫. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে দশ দিরহাম দিয়েছিল। সে বলল, তুমি তো এজন্য দিয়েছিলে যে, আমি যেন তা অমুককে দেই। কাজেই আমি তাকে তা দিয়ে ফেলেছি। তার এ কথা গৃহীত হবে এবং এর ফলে বাদীর দাবী প্রতিহত হবে (আল-কারদারী ও আল-ওয়াজীয)।

১২৬. মাসআলা ঃ কেউ কারও বিরুদ্ধে দাবী করল যে, আমি তোমার কাছে পঞ্চাশ দীনার পাব, বিবাদী তার দাবী প্রতিহত করার লক্ষ্যে বলল, বাদী স্বীকার করেছে যে, আমি তাকে প্রতি দীনারের বদলে পঞ্চাশ উদালী পরিশোধ করেছি এবং দীনার সম্পর্কে আমি তার কাছ থেকে লেখা গ্রহণ করেছি। তার এ বক্তব্য দ্বারা বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি বলে, তুমি অমুক বছর তোমার সব রকমের দাবী-দাওয়া হতে আমাকে মুক্তি দিয়েছিলে, তবে এর দ্বারাও বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১২৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অপর এক ব্যক্তি দেনার দাবী তুলল। ওয়ারিশ বলল, সে তো কোন সম্পত্তি রেখে যায়নি। বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তার দখলে যে সব মাল আছে তার মধ্যে এই মাল মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া। এখন ওয়ারিশ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার পিতা এ মাল অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছিল, তবে দাবী রহিত হবে, এমন কি সে যদি ক্রেতার নাম ও তার বাপ-দাদার নাম না বলে তবুও (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১২৮. মাসআলা ঃ এক মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অপর এক ব্যক্তি দেনা দাবী করল এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। তারপর সে যে ওয়ারিশের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছিল, সে ছাড়া অন্য কোন ওয়ারিশ তার দাবীর কিয়দংশে তার সংগে আপোষরফা করল, যেমন সে হয়ত একশ' দীনার দাবী করেছিল, আর আপোষরফা হল বিশ দীনারে। বাদী যখন তার কাছে বদলা চাইতে আসল, তখন সে তার দাবী খণ্ডনার্থে বলল, আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব যে, আমার পিতা এ দেনা পরিশোধ করে গেছেন এবং তোমার দাবী বাতিল। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, পরিশোধ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ কে পেশ করেছে। যে ওয়ারিশ আপোষ করেছিল সে হলে এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হবে না এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণও শ্রবণ যোগ্য হবে না। আর যদি অন্য কোন ওয়ারিশ হয়, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে (আল-খুলাসা)।

১২৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মৃতের ওয়াসীকে উপস্থিত করে দাবী করল যে, মৃতের কাছে তার পঞ্চাশ দিরহাম পাওনা আছে। আর মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় স্বীকার করেছিল যে, তার উপর দেনা সাব্যস্ত হয়ে আছে, যা অবশ্য পরিশোধ্য। মৃতের ওয়াসী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বাদী স্বীকার করেছিল যে, মৃতের কাছে তার পঞ্চাশ দিরহাম পাওনা হয়েছে এ কারণে যে, সে তার কাছে একশ' দিরহাম বিক্রি করেছিল, যা সে তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে পাবে। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এক্ষেত্রে ওয়াসীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং এর দ্বারা বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তোমার পিতা তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ আমার জন্য ওসিয়ত করেছে। বিবাদী ওসিয়তের দাবী প্রত্যাখ্যান

করল। বাদী তার দাবীর অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। বিবাদী তার দাবী রদ করার লক্ষ্যে বলল, আমার পিতা তার জীবদ্দশায় এ ওসিয়ত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন অথবা বলল, আমার পিতা তার জীবদ্দশায় বলেছিল, আমি যত ওসিয়ত করেছি তা সব প্রত্যাহ্যার করে নিলাম। বলা হয়ে থাকে যে, বিবাদীর এ বক্তব্য গৃহীত হবে এবং এটাই সহীহ্।

এমনিভাবে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার পিতা তার জীবদ্দশায় এ ওসিয়ত অস্বীকার করেছিল, তবে 'আল-মাবসূত'-এর বক্তব্য অনুসারে এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে। 'আল-জামিউস সাগীর' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ওসিয়ত অস্বীকার করার দ্বারা ওসীয়ত প্রত্যাহ্যার হয়ে যায় না। কেউ বলেন, এ মাসআলা সম্পর্কে দু'রকমের বর্ণনা আছে।। আবার কারও মতে আল-জামিউস সাগীর-এ যা বলা হয়েছে, সেটা কিয়াস-সম্মত আর 'আল-মাবসূত'-এর বর্ণনা ইস্তিহ্সান-সম্মত (আল-মুহীত)।

১৩১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দাবী করল, তার শিশু পুত্রের জন্য মৃত ব্যক্তি তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে ওসিয়ত করেছে। সে ওয়ারিশদের বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। ফলে কাযী তার পুত্রের জন্য ওসিয়তের পক্ষে রায় দিল। তারপর ওয়ারিশগণ বাদীর দাবী রদ করার লক্ষ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, রায় ঘোষণার আগে এই ব্যক্তি স্বীকার করেছিল যে, মৃত ব্যক্তির উপর তার রেখে যাওয়ার সম্পত্তির সমপরিমাণ দেনা আছে। তাদের এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং এর দ্বারা কাযীর পূর্বেকার রায় বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

১৩২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার দুই পৌত্র (পুত্রের পুত্র)-এর জন্য তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করল। পৌত্রদের একজন নাবালক ও একজন সাবালক। তাদের উভয়ের পিতা জীবিত। তারপর ওসিয়তকারীর মৃত্যু হয়ে গেল। নাবালক পৌত্রের পিতা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশের বিরুদ্ধে তার নাবালক পুত্রের পক্ষে দাবী করল যে, মৃত ব্যক্তি তার জন্য ওসিয়ত করে গেছে আর সাবালক পৌত্র নিজেই নিজের পক্ষে ওসিয়তের দাবী করল। কিন্তু ওয়ারিশ উভয়ের ওসিয়ত অস্বীকার করল এবং সে তাদের দাবী রদ করার লক্ষ্যে বলল, এই সাবালক পৌত্র ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর স্বীকার করেছে যে, মৃত ব্যক্তি আমার পক্ষে কিছুই ওসিয়ত করেনি, এমনিভাবে নাবালকের পিতাও স্বীকার করেছে যে, মৃত ব্যক্তি তার নাবালক পুত্রের জন্য কিছুই ওসিয়ত করেনি। তো ওয়ারিশের এ বক্তব্য দ্বারা কি তাদের দাবী রদ হয়ে যাবে? কেউ বলেন, এর দ্বারা তাদের দাবী আদৌ রদ হবে না এবং এটাই ফিকহী মূলনীতির সংগে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ (আল-মুহীত)।

১৩৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন পশুর ব্যাপারে দাবী করে যে, এটা তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে এবং বিবাদী তার দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে বলে যে, তোমার এ দাবী বাতিল কেননা তুমি স্বীকার করেছিলে যে, এ পশুটি তুমি অমুকের কাছ থেকে কিনেছ, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

১৩৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে এই-এই সীমানা বিশিষ্ট এক খণ্ড জমি দীর্ঘ মেয়াদে ইজারা নিয়েছে এবং সে তা কবষাও করেছে, এবং কবযা করার পর সে এই বিবাদীর কাছে জমিটি অল্প অল্প সময়ের জন্য (مقاطعة) ভাড়া দিয়েছে, যার শর্তাবলী ছিল এই-এই, সুতরাং সে তার কাছে ভাড়ার টাকা চাইল। বিবাদী তার দাবী রদ করার জন্য বলল, আমি এ জমি ইজরাদাতার কাছ থেকে ক্রয় করেছি এবং ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ায় তার সে বিক্রি কার্যকর হয়েছে। সুতরাং এর ভাড়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাবদ তোমার প্রাপ্য বাতিল হয়ে গেছে। বিবাদীর এ বক্তব্য গৃহীত হবে কি ? না ইজারাদাতার অনুপস্থিতিতে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এ মতই সঠিক (আল-খুলাসা)।

১৩৫. মাসআলা ঃ আঙ্গুরের বাগান সম্পর্কে উত্থাপিত দাবী রদ করার লক্ষ্যে বিবাদী যদি বলে বাদী আমার কাছে নিজেকে ভাড়া দিয়েছে, আঙ্গুরের বাগনে কাজ করার জন্য তবে এর দ্বারা দাবী রদ হয়ে যাবে এবং বাদী পক্ষ হতে এটা স্বীকারোক্তি হয়ে যাবে যে, সে বাগানটির মালিক নয়। এমনিভাবে যদি বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাদী এ বাড়িটি আমার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিল এবং এই জমিটি বর্গা চাষের জন্য গ্রহণ করেছিল অথবা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাদী আমাকে বলেছিল, তুমি এ বাড়িটি আমার কাছে ভাড়া দাও বা এই জমিটি আমাকে বর্গাচাষের জন্য দাও, তবে এর দ্বারাও বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা বাদীর পক্ষ হতে স্বীকার করে নেওয়া হবে যে, তাতে তার কোন মালিকানা নেই (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৩৬. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআর (র) বর্ণনা করেন যে, মনে করা যাক, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে তার কাছ থেকে এই-এই মাল নিয়েছে। সে এমনভাবে সে মালের বর্ণনা দিল, যাদ্বারা তারপূ-া পরিচয় পাওয়া গেছে। বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে স্বীকার করেছে, তার বিবরণ দেওয়া মাল তার কাছ থেকে নিয়েছে অমুক ব্যক্তি (আমি নই)। কিন্তু বাদী এ কথা অস্বীকার করল। এ ক্ষেত্রে বিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বাদীর দাবী বাতিল হবে না এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণও মিথ্যা সাব্যস্ত হবে না।

বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই বাদী স্বীকার করেছিল যে, অমুক ব্যক্তি, যে এই বিবাদীর উকীল, তার কাছ থেকে এই মাল নিয়েছে, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী বাতিল হয়ে যাবে এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।

ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, উকীলের এ মাসআলাটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন মুআক্কিল অর্থাৎ বিবাদী কর্তৃত্ব সম্পন্ন না হয়। পক্ষান্তরে তার যদি কর্তৃত্ব সম্পন্ন হয়, তবে দায়-দায়িত্ব মুআক্কিলের উপরই বর্তাবে, উকীলের উপর নয়। আর এ স্থলে উকীল দ্বারা প্রকৃত উকীলকে বুঝানো হয়নি, বরং যাকে কোন কাজের আদেশ করা হয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে (আয-যাখীরা)।

১৩৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে তার ক্রীতদাসীর পেটে আঘাত করেছে এবং তার সে আঘাতে ক্রীতদাসীটি মারা গেছে। বিবাদী যদি তার দাবী খণ্ডনার্থে বলে আমি আঘাত করার পরও তো সে বাজারে গিয়েছিল, তবে এর দ্বারা তার দাবী খণ্ডন হবে না। পক্ষান্তরে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পাবে যে, আঘাতের পর সে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল, তবে তা সঠিক হবে। বিবাদী যদি আরোগ্য লাভ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে আর বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, আঘাতের ফলে সে মারা গেছে, তবে আরোগ্য সংক্রান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণই বেশী গ্রহণযোগ্য (আল-খুলাসা)।

১৩৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে তার পিতাকে লাথি মেরেছিল এবং সে লাথির চোটেই তার মৃত্যু হয়েছে। সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। আঘাতকারী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে লাথি মারার পর তার পিতা আরোগ্য লাভ করেছিল, এবং তার আঘাত সেরে গিয়েছিল। কেউ বলেন এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে আবার কেউ বলেন, বিষয়টা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অর্থাৎ বাদী যদি দাবী করে থাকে যে, সে একবার লাথি মেরেছিল এবং সেই লাথিতেই তার মৃত্যু হয়েছে এবং সাক্ষিগণও এ রকমই সাক্ষ্য দেয়, তবে তো বিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার দাবী রদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি দাবী করে

যে, সে তাকে লাথি মেরেছিল এবং লাথির আঘাতেই তার মৃত্যু হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে তার দাবী রদ হবে না। সুতরাং রায় দেওয়া হবে যে, বিবাদীকে এর জরিমানা আদায় করতে হবে (আল-মুহীত)।

১৩৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে তার সামনের দিকের উপরের দাঁত ভেঙে ফেলেছে এবং বিবাদী বলে যে, তার উপরের দিকের দাঁত ছিলই না, তবে বাদীর দাবী খণ্ডনে তার এ কথায় কর্ণপাত করা হবে না (আল-খুলাসা)।

১৪০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, তার দখলভুক্ত এ মালের মালিক আমি, কিন্তু কী সূত্রে মালিক তা উল্লেখ না করে এবং সে তার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে আর বিবাদী তার দাবীর খণ্ডনে বলে, এ মালের মালিক আমি আর হে বাদী! তুমি তো এটা আমার কাছ থেকে কিনেছিলে, তারপর তুমি ও আমি মিলে সে বেচাকেনা ইকালা (রহিত) করি, কাজেই আজ আমিই এর মালিক এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হবে না। কেননা বাদী সাধারণভাবে অর্থাৎ সূত্রের উল্লেখ বিহীন মালিকানা দাবী করেছে। আর এরূপ ক্ষেত্রে মাল যার দখলে নয়, তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হয়ে থাকে (আল-মুহীত)।

১৪১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটা গোলাম উপস্থিত করে দাবী করল, গোলামটি তার এবং সে তার অবাধ্য হয়ে গেছে। গোলাম বলল, আমি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির গোলাম। 'আল-মুন্‌তাকা'-গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, গোলাম যদি তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তার বিরুদ্ধে বাদীর কোন মামলা চলবে না। আর সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখাতে না পারে, তবে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে। গোলাম যার অনুকূলে মালিকানা স্বীকার করেছিল, সে যদি পরবর্তীতে উপস্থিত হয়, তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া গোলামটিতে তার কোন অধিকার থাকবে না। হ্যাঁ, সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তা গৃহীত হবে এবং প্রথমে যার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছিল তা বাতিল করে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক মন তিলের তেলে বিশুদ্ধ সূত্রে মালিকানা দাবী করল। বিবাদী তার দাবী রদকল্পে বলল, তার এ দাবী বাতিল, কেননা আমি এ তেলের বদলে তাকে বুখারী আদলে তৈরি একটি উৎকৃষ্ট লাল সোনার মোহর দিয়েছিলাম। তার এ বক্তব্য দ্বারা বাদীর দাবী রদ হবে না, যাবৎ না তেল পাওনা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ জানা যাবে। কেননা এ তেল যদি বায়উস-সালাম (অগ্রিম ক্রয়)-এর জন্য (مسلم فيه) হয়ে থাকে আর তার বিপরীতে দীনার দিয়ে তাকে, তবে তো (مسلم فيه) কে কবযার করার আগে দীনার দ্বারা বদল করা হয়ে গেল। অথচ مسلم فيه –কে কব্‌জা করার আগে বদল করা জাইয নয়। পক্ষান্তরে সে তেল যদি উপস্থিত বেচাকেনার পণ্য হয়ে থাকে, যেমন সে হয়ত উপস্থিতিভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ তেল কিনেছিল, তবে তার বদলে যখন সোনার মোহর দিল আর সে তেলও হাতে মজুদ রয়েছে, তখন কেনা মাল কবযা করার আগে বিক্রি করা হল। অথচ কোন মাল কেনার পর তা কবযা না করে বিক্রি করা জাইয নয়। সুতরাং এ অবস্থায়ও বাদীর দাবী রদ হবে না (আল-মুহীত)।

১৪৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এই শর্তে তালাকের ক্ষমতা দিল যে, অমুক সময়ে যদি তোমার হাতে খোরপোষ না পৌছায়, তবে তুমি নিজের তালাক বেছে নিতে পারবে। সে মতে স্ত্রীকে নিজেকে এক তালাক দিল। স্বামী দাবী করল, ঠিক সময়েই তার হাতে তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

খোরপোষ পৌছেছিল। কিন্তু স্ত্রী যদি তার দাবী রদ করার জন্য বলে সে স্বীকার করেছে যে, ঠিক সময়ে আমার হাতে খোরপোষ পৌছেনি, তবে তা গৃহীত হবে। আর যদি বলে, সে স্বীকার করেছে যে, সে খোরপোষ দেয়নি, তবে এর দ্বারা স্বামীর দাবী রদ হবে না (আল-খুলাসা)।

১৪৪. মাসআলা ঃ আল-নাসাফী (র)-এর ফাতাওয়া গ্রন্থে আছে, জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, নিম্নের ঘটনায় কি বাদীর দাবী রদ হবে ? এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, আমি তোমার কাছে এই আকৃতি-প্রকৃতির একটা মাল এত টাকা দেনার দায়ে বন্ধক রেখেছিলাম। তুমি এখন সেটা উপস্থিত কর, যাতে আমি আমার দেনা শোধ করতে পারি এবং তুমিও সে মাল আমাকে ফেরত দিতে পার। কিন্তু বিবাদী বন্ধকের কথা অস্বীকার করল। ফলে বাদী দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করল, যারা বন্ধক সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল। অপরদিকে বিবাদী দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করল, যারা সাক্ষ্য দিল যে, বিবাদী এ মাল বাদীর কাছ থেকে এত টাকায় ক্রয় করেছে এবং দামও পরিশোধ করেছে, তারপর বিক্রেতা (এই বাদী) মাল সমর্পণ করেছে এবং এই ক্রেতা তা কবযা করেছে।

উত্তর দেওয়া হল যে, এস্থলে বিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে এবং যার দখলে মাল আছে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। কেননা তার সাক্ষ্য-প্রমাণ বেশী বলিষ্ঠ, যেহেতু বন্ধক অপেক্ষা ক্রয় বেশী শক্তিশালী চুক্তি (আল-মুহীত)।

১৪৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির একটি পশু হস্তগত করল এবং সেটি তার হাতে মারা গেল। যার হাতে পশুটি ইতোপূর্বে ছিল, সে কাযীর কাছে হাযির হয়ে দাবী করল যে, যার হাতে পশুটি মারা গেছে, সে পশুটি তার হাত থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে গিয়েছিল। অপর দিকে বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, আমি ন্যায়সংগতভাবেই এটা হস্তগত করেছিলাম। কেননা আমি সেটির মালিক ছিলাম। এই বাদীর নিকটই সেটি অন্যায়ভাবে ছিল। তার এ কথা দ্বারা বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে পশুটি যদি তার হাতে জীবিত থাকত এবং বাদী তখন এই একই রকমের দাবী করত এবং তার বিপরীতে পশুটির গ্রহীতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করত যে, সে পশুটির মালিক হিসেবেই সেটি হাতে নিয়েছিল, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হত (আয-যাখীরা)।

১৪৬. মাসআলা ঃ এক মহিলা দাবী করল যে, সে তিন তালাকের কারণে তার স্বামীর পক্ষে হারাম হয়ে গেছে এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। স্বামী তার দাবী রদ করার জন্য বলল, সে স্বীকার করেছে যে, সে তিন তালাকের ইদ্দত সমাপ্ত করার পর অন্য স্বামীকে বিবাহ করেছে এবং তার সংগে সেই দ্বিতীয় স্বামীর সহবাসও হয়েছে। তারপর সে স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে এবং তার ইদ্দতও শেষ হয়েছে। তারপর সে (প্রথম স্বামী) তাকে বিবাহ করেছে। সুতরাং সে আজ তার পক্ষে হালাল। তো স্বামীর এ বক্তব্য দ্বারা কি স্ত্রীর দাবী বাতিল হবে ? বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এভাবে স্ত্রীর দাবী রদ করলে তা সহীহ্ হবে (আল-মুহীত)।

১৪৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলা সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তাকে বিবাহ করেছে এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে আর তার সে দাবী রদ করার জন্য সে মহিলা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার সংগে খুলা করেছে, তবে এর দ্বারা স্বামীর দাবী খণ্ডন হয়ে যাবে। অবশ্য এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন তাদের উভয়ে তারিখ অনুল্লেখ রাখবে অথবা একজন তারিখ উল্লেখ করলেও অন্যজন উল্লেখ না করবে। পক্ষান্তরে যদি উভয়ে তারিখ উল্লেখ করে এবং খুলা' সম্পর্কে বর্ণিত তারিখ পূর্বের হয়, তবে এর দ্বারা স্বামীর দাবী রদ হবে না, বরং স্ত্রীর সাক্ষ্য-প্রমাণই বাতিল হয়ে যাবে।

কেউ যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করার দাবী করে আর মহিলা দাবী করে যে, সেই লোকটি স্বীকার করেছে যে, সে (মহিলা) তার পক্ষে হারাম, তবে এর দ্বারা দাবী প্রতিহত হয়ে যাবে।

এমনিভাবে যদি স্ত্রীলোকটি বিবাহের দাবী করে আর সে (পুরুষটি) খুলা'র দাবী করে, তবে এর দ্বারা স্ত্রী দাবী খারিজ হয়ে যাবে।

কেউ যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করার দাবী করে আর মহিলাটি দাবী করে যে, সে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির বিবাহিতা, তবে এর দ্বারা লোকটির দাবী রদ হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৪৮. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি কোন পুরুষের বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে তাকে বিবাহ করেছে, কিন্তু পুরুষটি বলে, আমার ও তোমার মধ্যে কোন বিবাহ নেই, ফলে স্ত্রীলোকটি বিবাহের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে আর তখন সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার সংগে খুলা' করেছে, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪৯. মাসআলা ঃ মহিলা বিবাহের দাবী করল। স্বামী তাদের মধ্যে বিবাহ হওয়ার কথা অস্বীকার করল, মহিলাটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। ফলে বিবাহের পক্ষে রায় দেওয়া হল। তারপর যদি স্বামী দাবী করে যে, সে তার সংগে খুলা' করেছে, তবে কি এর দ্বারা স্ত্রীর দাবী রদ হবে ? মাওলানা (র) জবাব দেন যে, রদ হবে না। কেননা স্বামীর দাবী স্ববিরোধী (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৫০. মাসআলা ঃ কাযী যদি স্ত্রীর খোরপোষ স্বামীর উপর ধার্য করে দেয় আর তখন স্বামী বলে, আপনি যখন খোরপোষ ধার্য করেছেন, তখন তো সে আমার জন্য হারাম, তবে তার এ রদ শ্রবণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি মোহরানা ও ইদ্দতকালীন খোরপোষের বিনিময়ে খুলা' হয়েছে বলে দাবী করে, তবে তা শোনা হবে (আল-খুলাসা)।

১৫১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি গোলাম কিনল ও সেটি কবযা করল। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, গোলামটির মালিক, কিন্তু মালিকানার সূত্রে উল্লেখ করল না, সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখিয়ে গোলামটি নিয়ে গেল। ফলে বিক্রেতার কাছে ক্রেতার মূল্য ফেরৎ চাওয়ার অধিকার লাভ হল। সে যখন মূল্য ফেরত চাইল তখন তার পক্ষে কাযী রায় দেওয়ার আগেই বিক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, গোলামটি তার। তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে কি ? না, তা গৃহীত হবে না।

বিক্রেতা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে মালিকের কাছ থেকে গোলামটি প্রথমে নিজে ক্রয় করেছে এবং তারপর এই বিক্রেতার কাছে বিক্রি করেছে কিংবা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে, তবে লক্ষ্য করতে হবে যে, বিক্রেতা তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ করার বিরুদ্ধে পেশ করেছে? যদি মালিকের বিরুদ্ধে পেশ করে থাকে, তবে তা গৃহীত হবে এবং ইতোপূর্বে মালিকের পক্ষে যে রায় দেওয়া হয়েছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ ক্রেতার বিরুদ্ধে পেশ করে, তবে লক্ষ্য করতে হবে, মূল্য ফেরত দেওয়া ব্যাপারে বিক্রেতার বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার আগে যে তা পেশ করেছে, না তার পরে ? যদি মূল্য ফেরত দেওয়ার রায় প্রদানের পরে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে থাকে, তবে তা গৃহীত হবে না। আর যদি ক্রেতা বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাওয়ার পরও কাযী ফেরত দেওয়ার রায় প্রদানের আগে সে তা পেশ করে থাকে, তবে গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৫২. মাসআলা ঃ যদি কাযীর মজলিস ছাড়া অন্য কোথাও বসে স্বীকার করে যে, এ মালটি তার, সে এটা অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে কিনেছে, তারপর কাযীর কাছে দাবী করে যে, এ মাল তার, কিন্তু মালিকানার সূত্র উল্লেখ না করে, ফলে বিবাদী তার দাবী রদ করার লক্ষ্যে কাযীকে বলে, সে ইতোপূর্বে দাবী করেছিল যে, অমুকের কাছ থেকে ক্রয়ের সূত্রে সে এ মালের মালিক, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে–যদি সে তা কাযীর সম্মুখে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে (আল-মুহীত)।

১৫৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটা বস্তু আছে। অপর এক ব্যক্তির কাযীর সম্মুখে দাবী করল যে, এ বস্তুর মালিক এবং তা এমন এক সূত্রে যা তার পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে বিবাদী অপর এক ব্যক্তির কাছে তা বিক্রি করে দেয় এবং তার হাতে তা সমর্পণেও করে। তারপর কিছুকাল কেটে যায়। তারপর সেই বাদী একই কাযী বা অন্য কোন কাযীর সম্মুখে বিক্রেতার বিরুদ্ধে যে মালের মালিকানা দাবী করল, কিন্তু সূত্র উল্লেখ করল না। ক্রেতা তার দাবী খণ্ডনার্থে বলল, তার দাবী বাতিল। কেননা আমার কাছে যে ব্যক্তি বিক্রি করেছে তার বিরুদ্ধেও সে এ সম্পর্কে দাবী তুলেছিল এবং তখন বলেছিল, সে এর মালিক ক্রয় সূত্রে, অথচ এখন সাধারণভাবে মালিকানা দাবী করছে। ক্রেতার এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য এবং এর দ্বারা বাদীর দাবী বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

১৫৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটা বস্তু আছে। অপর এক ব্যক্তি তাতে সূত্র বিহীন মালিকানা দাবী করল। বিবাদী তার দাবী খণ্ডনকল্পে দাবী করল যে, ইতোপূর্বে সে বিশেষ সূত্রে এর মালিকানা দাবী করেছিল। এখন যদি বাদী বলে, এখনও আমি সেই সূত্রে মালিকানা দাবী করছি এবং সূত্রবিহীন মালিকানার দাবী পরিত্যাগ করেছি, তবে তার দ্বিতীয় দাবী গৃহীত হবে এবং এ দ্বারা বিবাদীর দাবী খণ্ডন নাকচ হয়ে যাবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৫৫. মাসআলা ঃ শুফ্'আর দাবী খণ্ডনের লক্ষ্যে যদি ক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সেই জমির কারণে এই ব্যক্তির শুফ্'আর দাবী করছে, সে জমি তার নয়, বরং অমুক ব্যক্তির তবে তা শ্রবণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে স্বীকার করেছিল সে জমির মালিক অমুক ব্যক্তি, তবে তা গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

১৫৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি বাড়ি সম্পর্কে দাবী করল যে, বাড়িটি তার আর এই বিবাদীর মৃত পিতা এ বাড়িটি অন্যায়ভাবে দখল করেছিল, এরপর তার এই ওয়ারিশের হাতে বাড়িটি রেখে সে মারা গেছে। সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। বিবাদী তার দাবী রদ করার লক্ষ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তার মৃত পিতা এ বাড়িটি এই দাবীদারের কাছ থেকে চূড়ান্তরূপে ক্রয় করেছিল এবং সে হিসেবে সে এই বাড়ি এবং দাবীদার ব্যক্তি এর দাম হস্তগত করেছিল। তারপর আমার পিতা মারা গেছে এবং আমি উত্তরাধিকারসূত্রে এর মালিক হয়েছি। বিবাদীর এ দাবীর প্রতিবাদে বাদী দাবী করল যে, বিবাদীর পিতা স্বীকার করেছিল যে, তারও আমার (বাদীর) মধ্যকার বেচাকেনা এই শর্তে হয়েছিল যে, আমি যখন এর মূল্য ফেরত দেব তখন সে এটি ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। এ সম্পর্কে শায়খ জাহীরুদ্দীন (র) বলেন যে, বিবাদীর দাবী খণ্ডনে বাদীর এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫৭. মাসআলা ঃ বিক্রেতার কাছ থেকে হিবা চাওয়া বা কিনতে চাওয়ার দ্বারা বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী বিক্রেতার মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া হয়। 'আয-যিয়াদাত' গ্রন্থে আছে যে, এর দ্বারা মালিকানা স্বীকার করা হয় না এবং সেটাই সহীহ (খিযানাতুল মুফতীন)।

১৫৮. মাসআলা ঃ কাযী 'আলউদ-দীন (র)-এর 'যিয়াদাত' গ্রন্থে আছে যে, আল-জামিউস সাগীর-এর বর্ণনাই সহীহ্। অর্থাৎ হিবা চাওয়া, কিনতে চাওয়া, আমানত রাখতে বলা ও ইজারা নিতে চাওয়ার দ্বারা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, সে এর মালিক নয় এ ব্যাপারে সমস্ত রিওয়ায়াতের ঐকমত্য রয়েছে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৫৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে থাকা একটি বস্তুতে এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সে এর মালিক এবং দখলদার ব্যক্তি নিজেও এতে আমার মালিকানা স্বীকার করেছে। এর প্রতিবাদ যদি বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ ব্যক্তি আমার কাছে অনুরোধ করেছিল, আমি যেন তাকে এটা হিবা করে দেই, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১৬০. মাসআলা ঃ 'আল-জামিউস সাগীর'-এ বলা হয়েছে যে, বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, বাদী এ মালে দাবী জানানোর আগে তার সংগে এর দর-দাম করেছিল, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং এর দ্বারা বাদীর দাবী বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বিক্রেতার সংগে দরদাম করার দ্বারা মালের মাঝে বিক্রেতার মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং দরদামকারী যে মালে দর-দাম করেছে সে যে তার মালিক নয় তাও জানিয়ে দেওয়া হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬১. মাসআলা ঃ বাদী যদি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার দাবী করে এবং বলে, আমিই এটির মালিক ছিলাম, কিন্তু সে আমাকে দিতে রাযী না হওয়ায় আমি তার কাছ থেকে কিনতে চেয়েছি, তবে বাদীর এ বক্তব্য গৃহীত হবে না (খিযানাতুল্-মুফ্তীন)।

১৬২. মাসআলা ঃ বিবাদী কর্তৃক এভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর যদি বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, দখলদার ব্যক্তি তার কাছ থেকে এ মাল কিনতে চেয়েছিল, তবে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং এর দ্বারা প্রথমোক্ত খণ্ডন বাতিল হয়ে যাবে। কেননা 'আল-জামিউস সাগীর-এর রিওয়ায়াতে আছে যে দর-দাম করার দ্বারা দর-দামকারীর পক্ষ হতে মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া হয়। সুতরাং বাদী বিবাদীর দাবী খণ্ডনে এই যে কথা বলল, এতে সে দাবী করছে যে, দখলদার ব্যক্তি স্বীকার করে নিয়েছে যে, বাদীই এ মালের মালিক। বাকি প্রশ্ন থাকে যে, বাদী দাবীর ভেতর তো স্ববিরোধিতা রয়েছে ? এ উত্তর এই যে, বিবাদীর তাসদীক দ্বারা এ স্ববিরোধিতা ঘুচে গেছে। অবশ্য এটা সেই ক্ষেত্রে যখন তাদের প্রত্যেকে আপন-আপন স্বীকারোক্তির তারিখ বর্ণনা করবে। তারা কেউ যদি তারিখ উল্লেখ না করে, তবে তখনও প্রত্যেকের স্বীকারোক্তি অপরের স্বীকারোক্তি দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং বাকি থাকবে কেবল, বাদী কৃর্তক সূত্রবিহীন মালিকানা সম্পর্কে পেশকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ। কাজেই এটা গৃহীত হবে।

যে রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, দর-দাম করার দ্বারা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, দর-দামকারী এর মালিক নয়, সে রিওয়ায়াত অনুযায়ীও বিবাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে। কেননা সে অনুযায়ী দখলদার ব্যক্তি অর্থাৎ বিবাদী স্বীকার করেছে যে, সে এ মালের মালিক নয়। আর স্ববিরোধিতার কারণে কেউ আর নিজের মালিকানার দাবীদার থাকল না। এমতাবস্থায় বিবাদীর যে স্বীকার দ্বারা তার পক্ষ হতে এটাও মেনে নেওয়া হল যে, বাদীই এর মালিক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬৩. মাসআলা ঃ বিবাদী ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে কিনতে চাইলে তাদ্বারাও স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, বাদী সে মালের মালিক নয়, যেমন বিবাদীর কাছ থেকে কিনতে চাইলেও তা স্বীকার করা হয়। সুতরাং বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাদী এ মাল অমুক

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্তির কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিল, তবে এর দ্বারা বাদীর মালিকানার দাবী রদ হয়ে যাবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৬৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও কাছে একটা কাপড় ধার চাইল। তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, কাপড়টি তার শিশু পুত্রের। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) আমালী-তে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে তার দাবী শোনা হবে এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে।

সংকলক (র) বলেন, এটা সেই রিওয়ায়াত অনুযায়ী, যে রিওয়ায়াতে হিসেবে ধার চাওয়া দ্বারা দখলদারের মালিকানা স্বীকার করা হয় না। কেবল এতটুকু স্বীকার করা হয় যে, ধার প্রার্থী তার মালিক নয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৬৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি খেজুর বাগান আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল বাগানটি তার। বিবাদী তার খণ্ডনের লক্ষ্যে বলল, এই ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এ বাগানের খেজুর কিনতে চেয়েছিল। তার এ কথা দ্বারা বাদীর দাবী রদ হবে কি ? না, তা রদ হবে না (আয-যাখীরা)।

১৬৬. মাসআলা ঃ স্থাবর সম্পত্তির দাবীর ক্ষেত্রে বিবাদী যদি এক-দু'বার অস্বীকার করার পর বলে, আমার হাতে যে জমি আছে, সেটা তার বর্ণিত চৌহদ্দিযুক্ত নয়, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী প্রতিহত হবে না (খিযানাতুল মুফতীন)।

১৬৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে এক খণ্ড জমি আছে। অপর এক ব্যক্তি তার মালিকানা দাবী করল এবং তার চর্তুঃসীমা বর্ণনা করল। বিবাদী বলল; এই বাদী যে চৌহদ্দিযুক্ত জমির মালিকানা দাবী করছে, সে জমির মালিক আমি এবং সেটা আমারই হক। তারপর অপর এক মজলিসে সে বাদী সেই একই সীমানাযুক্ত জমিতে তার দাবীর পুনরাবৃত্তি করল। তখন বিবাদী বলল, সে সীমানা বর্ণনায় ভুল করেছে। আমার দখলে যে জমি আছে, সেটা তার দাবীকৃত সীমানাযুক্ত নয়। বাদী অপর এক মজলিসে তৃতীয়বার সে দাবীর পুনরাবৃত্তি করল। বিবাদী বলল, তুমি যে সীমানাযুক্ত জমির মালিকানা দাবী করছ, তুমি তো এ দাবীর আগে তা অমুকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলে এবং তারপর তার কাছ থেকে আমি এটা কিনে নিয়েছি। বিবাদীর এ বক্তব্য দ্বারা কি বাদীর দাবী রদ হবে ? কেউ বলেন না। কেননা তার দ্বিতীয় বক্তব্য দ্বারা তৃতীয় বক্তব্য খণ্ডন হয়ে যায়। আর যদিও তার তৃতীয় কথা খণ্ডনের জন্য দ্বিতীয় কথাটি ধর্তব্য, কিন্তু বাদীর দাবী খণ্ডনের জন্য তা ধর্তব্য নয় (আল-মুহীত)।

১৬৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও কাছ থেকে একটা পশু ধার নিল। তারপর ধার-গ্রহীতার কাছে ঐ পশু মারা গেল। পশুর মালিক ধার দেওয়ার কথা অস্বীকার করল। এখন ধারগ্রহীতা যদি কিছু টাকা দিয়ে তার সংগে আপোষরফা করে তবে তা জাইয হবে। এরপর যদি ধারগ্রহীতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে পশুটি ধার নিয়েছিল, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা ধার সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং পূর্বের আপোষরফা বাতিল হয়ে যাবে। সে যদি এ সম্পর্কে ধারদাতা থেকে কসম নিতে চায়, তবে সে অধিকারও তার আছে। 'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা বুঝা যায়, তার গ্রহীতার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। তন্মধ্যে একটি মাসআলা নিম্নরূপ, এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। আর এক ব্যক্তি দাবী করল, সে তার পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে এ বাড়ির মালিক। তারপর তারা কোন কিছুর বিনিময়ে আপোষরফা করল। তারপর যদি বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে এ বাড়িটি অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে কিনেছিল আর সে ব্যক্তি কিনেছিল এই বাদীর পিতার কাছে থেকে তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (আয-যাখীরা)।

১৬৯. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে আছে কেউ যদি কোন কাপড়ের মালিকানা দাবী করে এবং বিবাদী তার বিনিময়ে দশ দিরহাম দিয়ে আপোষরফা করে, তারপর বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, বাদী স্বীকার করেছিল, এ কাপড়ে তার কোন হক নেই। তবে দেখতে হবে তারা আপোষরফার পূর্বের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে, না আপোষরফা পরের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে। যদি আপোষরফার পূর্বে স্বীকার করেছিল বলে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে এবং তাদের সে আপোষরফা বৈধ সব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে বিবাদী যদি আপোষরফা পরের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং সাক্ষিগণ বলে যে, যে স্বীকার করেছিল এ কাপড়ে তার কোন হক ছিল না, তবে আপোষরফা বাতিল হয়ে যাবে। কাযীর যদি জানা থাকে যে, বাদী আপোষরফার আগে তার কাছে স্বীকার করেছিল, এ ব্যাপারে তার নয়, তবে আপোষরফা বাতিল করে দেবে। এ ক্ষেত্রে কাযীর জানা থাকাটা আপোষরফার পরবর্তী স্বীকারোক্তির পর্যায়ে গণ্য হবে। অবশ্য তা সেই অবস্থায়, যখন বাদী একই মালিকানা সম্পর্কে দাবী করবে, যেমন সে হয়ত কাযীর সামনে স্বীকার করেছিল যে, এ কাপড় কখনই তার ছিল না এবং সে এটা তার পিতা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে ও পায়নি। তারপর আবার সে এসে দাবী করল যে, সে এটা তার পিতা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে আর প্রথমে সে মিরাস ছাড়া অন্য কোন সূত্রে মালিকানার দাবী করেছিল, এবং তার উপর আপোষরফা করেছিল। এ ক্ষেত্রে কাযী সেই স্বীকারোক্তির কারণে এ আপোষরফা বাতিল করবে না (আল-খুলাসা)।

১৭০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে তার কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে। বিবাদী বলল, আমার কাছে তোমার কখনই এক হাজার দিরহাম পাওনা ছিল না। আর পূর্বেও তুমি আমার কাছে এই এক হাজার দাবী করেছিল, যা আমি গতকাল তোমাকে প্রদান করেছি। বিবাদী বলল, আমি তোমার কাছে এক হাজার দিরহাম পাব আর তোমার কাছে থেকে কিছুই কবযা করিনি। তারপরে সে পাঁচশ' দিরহাম দিয়ে তার সংগে আপোষ করল এবং এভাবে তার দাবী হতে যুক্তিলাভ করল। এর পরে বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিল যে, তার গতকাল এই বিবাদীকে বাদীর হাতে একশ' দিরহাম দিতে দেখেছে। তাদের এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে কি ? না, তাদের সাক্ষ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করা হবে না। কেননা তার আপোষ ছিল নিজেকে কসম হতে রক্ষার লক্ষ্যে।

বাদী যখন দাবী করেছিল, তখন যদি বিবাদী তাকে বলত, আমি তোমার এ দাবীর সত্যতা স্বীকার করছি যে, আমার কাছে তুমি এক হাজার পেতে, কিন্তু আমি গতকাল তোমাকে তা পরিশোধ করে দিয়েছি। বাদী বলল, তুমি তা আমাকে পরিশোধ করনি। সুতরাং যে তাকে এক হাজার দিরহাম দিল অথবা পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে তার সংগে আপোষরফা করে সে এক হাজার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করল। তারপর বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। সাক্ষিগণ বলল, যে গতকাল তাকে এক হাজার দিরহাম দিয়েছে। তাদের এ সাক্ষ্য বৈধ হবে এবং আপোষরফা বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং বিবাদীর কাছ থেকে বাদী যা গ্রহণ করেছিল বিবাদী তা ফিরে পাবে। কেননা, এ অবস্থায় সে যখন আপোষের আগেই পাওনা পরিশোধের দাবী করল,তখন বাদীর উপরই কসম প্রযোজ্য হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আপোষরফাটা বাদীর পক্ষ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা হিসেবে গণ্য হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৭১. মাসআলা ঃ যাকে পাওনা টাকা কবজা করার জন্য উকীল বানানো হয়েছে, সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা ওকালাত প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং কাযী তার ওকালাতের পক্ষে রায় দেন, তারপর দেনাদার দাবী করে যে, পাওনাদার তার দাবী উথাপনের আগেই মারা গেছে। কাজেই উকীলের সে টাকা কবজার কোন অধিকার নেই, তবে বাদীর দাবী খণ্ডনের জন্য এ বক্তব্য যুক্তিসংগত। সুতরাং সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে দাবী খণ্ডন হয়ে যাবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৭২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তোমার কাছে অমুকের পুত্র অমুকের এত টাকা পাওনা আছে। সে নাবালক। কাযী অমুকের পুত্র অমুককে সে নাবালকের ওয়াসী নিযুক্ত করেছি। সে নাবালক এই কাযীর কর্তৃত্বাধীন এলাকারই বাসিন্দা। সেই ওয়াসী আমাকে তোমার কাছ থেকে নাবালকের পাওনা টাকা কবজা করার জন্য উকীল বানিয়েছে, যার পরিমাণ এত।

কাযী যথার্থ শর্তের সাথে বাদীর ওকালাতের পক্ষে রায় দিল। সে মতে বাদী টাকা কবজা করল যে, সেই নাবালক, যে অমুকের পুত্র অমুক নাবালক হয়ে গেছে আর সে আমাকে তোমার কাছ থেকে তার টাকা কবজার জন্য উকীল বানিয়েছে। ওয়াসী কর্তৃক নিযুক্ত সেই উকীল বলল, আমি সে টাকা ওয়াসীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার এ কথা কি গ্রহণযোগ্য ? বলা হয়ে থাকে যে, তা গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত)।

১৭৩. মাসআলা ঃ একটি দোকানে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা স্বীয় হক প্রতিষ্ঠা করত ক্রেতার হাত থেকে সেটি হস্তগত করল। ক্রেতা দোকানটি যার কাছে থেকে কিনেছিল, তার কাছ থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখিয়ে দোকানের দাম ফেরত চাইল। বিক্রেতা তার হকদারের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, হকদার স্বীকার করেছিল যে, এ দোকানের মালিক ছিল আমার পিতা।

তিনি এটি মীরাস স্বরূপ আমার জন্য রেখে গেছেন। আমি ছাড়া তার কোন ওয়ারিশ নেই আর আমার পিতা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় বলে গেছেন যে, এ দোকানের সবটুকু বিশুদ্ধসূত্রে আমার মালিকানাধীন আর তার হাতে এটা আছে ইজারা হিসেবে। সে এর মালিক নয়। আমি তার সে স্বীকারোক্তি সত্য বলে সমর্থন করেছিলাম। তারপর আমি দোকানটি এই ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছি, যার কাছ থেকে এই দাবীদার দোকানটি হস্তাগত করেছে। সুতরাং দাবীদারের পক্ষে কাযীর প্রদত্ত রায় সঠিক হয়নি। তো বিক্রেতা এভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে এর দ্বারা দাবীদারের দাবী বাতিল হয়ে যাবে।

বিক্রেতা যদি এসব কথা না বলে, বরং সে বলে, দাবীদারের ব্যক্তি দোকানের হক দাবীর পূর্বে বলেছিল, অমুকের দখলে যে দোকাটি আছে তার মালিক অমুকের পুত্র অমুক, অথচ এখন সে নিজের পক্ষে মালিকানা দাবী করেছে যা সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে, তবে এর ছাড়াও বাদীর দাবী বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

১৭৪. মাসআলা ঃ গোলামের বিক্রেতা যখন ক্রেতার কাছে দাম চাইল, তখন ক্রেতা বলল,তোমার এ দাবী অন্যায়। কেননা তুমি একজন স্বাধীন লোককে বিক্রি করেছো, কেননা তুমি কসম করে বলেছিলে যে, তুমি কোন গোলাম কিনলে সে আযাদ। তুমি সে কসমের পর এই গোলামটি কিনেছিলে। ফলে এটি আযাদ হয়ে গেছে এবং সে আযাদ হয়ে যাওয়া গোলাম আমার কাছে বিক্রি করেছো। ক্রেতা যদি তার এ দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে এর দ্বারা বিক্রেতার দাবী বাতিল হয়ে যাবে।

এমনিভাবে যদি বলে, তুমি শপথ করেছিলে যে, তুমি যে কোন গোলাম কিনবে, সে-ই আযাদ, তারপর তুমি এই গোলামটি কিনেছো, ফলে সে আযাদ হয়ে গেছে এবং তারপর তুমি তাকে আমার কাছে বিক্রি করেছো, তবে এর দ্বারাও বিক্রেতা দাবী বাতিল হয়ে যাবে।

এমনিভাবে যদি বলে, তুমি আমার কাছে বিক্রির আগে এ গোলাটিকে আযাদ করেছিলে, তবে এর দ্বারাও বিক্রেতার দাবী প্রতিহত হবে। মাসআলার শেষোক্ত রূপটি গ্রন্থে বিনা মতভেদেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)ও আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্রেতার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। সুতরাং ক্রেতা বিক্রেতার কাছে গোলামের মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। বরং ক্রেতার সে স্বীকারোক্তির কারণে তার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ বিবাদীর পক্ষ হতে যে কথা দ্বারা জবাব হয় এবং যা জবাব হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

১. মাসআলা ঃ কেউ কারে দখলে জমির মালিকানা দাবী করল এখন বিবাদী যদি বলে, আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখব, তবে এটা জবাব হল না। সুতরাং কাযী তাকে জবাব দিতে বাধ্য করবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ যদি বলে, দেখব অথবা বলে, আমার জানা নেই কিংবা বলে আমি এর মালিক কিনা আমার সে খবর নেই, তবে এসব দ্বারা জবাব হয় না। এমনিভাবে যদি বলে, তুমি আমার হক সম্পর্কে দাবী করছ, এতে তোমার কোন হক নেই, তবে এটাও জবাব হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় (আল-খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ যদি বলে,আমি জানি না, এই বাদী এ জমির মালিক কিনা, তবে এটাও জবাব হল না। কাজেই কাযী তাকে সঠিক জবাব দিতে বাধ্য করবে। সে জবাব না দিলে তাকে অস্বীকারকারী হিসেবে ধরে নেওয়া হবে এবং তার বিরুদ্ধে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি বলে, এ জমি আমি তোমাকে হস্তান্তর করতে বাধ্য নই এ জমি তোমাকে সমর্পণ করা আমার কর্তব্য নয়, তবে কারও মতে এটা জবাব হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং এ মতেই বিশুদ্ধতর। (আয-যাখীরা)।

৫. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির দখলে এক খণ্ড জমি আছে। অপর এক ব্যক্তি তাতে মালিকানা দাবী করল। তারা দু'জন বলল, এ জমির তিন ভাগের মালিক অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি, আমাদের হাতে তা আমানত হিসেবে আছে, তাদের এ কথা পূর্ণাঙ্গ জবাব হিসেবে গৃহীত হবে। অবশ্য তৃতীয় যে তাদের হাতে আমানস্বরূপ আছে, সে সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করবে, ততক্ষণ সে অংশের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে বাদীর কামনা খারিজ হবে না। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ স্থাবর সম্পত্তির দাবী করতে গিয়ে যদি বাদী বলে, এই জমির মালিক আমি, কিন্তু সেটা যে এই বিবাদীর দখলে আছে তা না বলে, তবে বিবাদী তার জবাব দিতে বাধ্য থাকবে না। যদি বলে, এ জমির মালিক আমি, এবং এই বিবাদীর দখলে আছে, আর বিবাদী জবাবে বলে, এ জমির মালিক তুমি নও, তবে এর দুই অবস্থা হতে পারে। হয়ত সে বলবে, এটা আমার দখলে আছে, তুমি এর মালিক নও, তবে এটা জবাব হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, তুমি এর মালিক নও, কিন্তু একথা না বলে যে, এটা আমার দখলে আছে, তবে কারও কারও মতে এর দ্বারাও জবাব হয়ে যাবে এবং এটাই যুক্তিসংগত (আয-যাখীরা)।

৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটা বাড়ি আছে। যে সম্পর্কে এক ব্যক্তি দাবী করল যে, বাড়িটি তার এবং দখলদার ব্যক্তি তার থেকে এটা জবরদখল (গসব) করেছে। দখলদার ব্যক্তি বলল, এই বাড়ির সম্পূর্ণটাই আমার দখলে শরীআত সম্মত সূত্রে আছে। এই বাড়ির হাতে এটা আমি সমর্পণ করবার নই। গসব অস্বীকার করার পক্ষে এটা পূর্ণাঙ্গ জবাব বটে, কিন্তু মালিকানা সম্পর্কে এ জবাব পূর্ণাঙ্গ নয় (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটা ঘর আছে, অপর এক ব্যাক্ত তাতে নিজ মালিকানা দাবী করল। এখন বিবাদী যদি বলে, ঘরের মালিক আমি, তবে এর দ্বারা জবাব হবে না, যাবৎ না বলবে, এই ঘরের মালিক আমি। এমনিভাবে সাক্ষিগণ যদি বলে, ঘরের মালিক এই ব্যক্তি তবে তা সাক্ষ্য হিসেবে যথেষ্ট হবে না। বরং তাদের বলতে হবে এই ঘরের মালিক এই ব্যক্তি (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে আছে, এমন একটি বাড়ি সম্পর্কে কেউ দাবী করল, যে এর মালিক। বিবাদী বলল, এটি আমার বাড়ি। তারপর বলল, এটা ওয়াক্ফ সম্পত্তি। তার একথা পূর্ণাঙ্গ জবাব হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে তা গৃহীত হবে। এমনিভাবে প্রথমেই যদি বলে, এ বাড়ি ওয়াক্ফ সম্পত্তি, আমি এর মুতাওয়াল্লী, যে হিসেবে এটা আমার হাতে আছে, তবে এটা ও পূর্ণাঙ্গ জবাব হবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ যদি দেনার দাবী হয় এবং বিবাদী বলে, তোমাকে কোন কিছু প্রদান করতে আমি বাধ্য নই, তবে কারও কারও মতে এর দ্বারা জবাব হয়ে যাবে এবং এটাই বেশী যুক্তিযুক্ত।

দেনার দাবীর ক্ষেত্রে যদি বিবাদী বলে, আমার কিছু জানা নেই, আমার কোন খবর নেই, তবে এটা কোন জবাব হল না (আয-যাখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ বেচাকেনা বা এ জাতীয় কোন কারণে দেনার দাবী বলে যদি বিবাদী বলে, এ কারণে এই পরিমাণ টাকা আমি তোমাকে দিতে বাধ্য নই, তবে এটা জবাব হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কোনও কোনও রিওয়ায়াতে তো এরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা আসল দেনা অস্বীকার করা হবে। সুতরাং আসল দেনার ব্যাপারে সে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ পুঁজি মালিকের ওয়ারিশ যদি কাযীর সম্মুখে মুযারিবের বিরুদ্ধে দাবী তোলে এবং মুযারিব তার ব্যাপারে বলে, তার এই দাবীর কারণে তাকে ও তার মুআক্কিলবৃন্দকে অর্থাৎ অবশিষ্ট ওয়ারিশদেরকে আমি কোন কিছুই দিতে বাধ্য নই, তবে জবাব হিসেবে এটা যথেষ্ট। কাযী তাকে এর ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য করতে পারবে না। বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার মৃত পিতা মুযারাবার চুক্তিতে তাকে এই পরিমাণ টাকা দিয়েছিল এবং সে তা কবজা করেছে, তবে এর দ্বারা তার উপর কিছুই অবধাবিত হবে না। এমনিভাবে আমানত গ্রহীতা, ধারগ্রহীতা, ইজারাদার, উকীল, পুঁজিগ্রহীতা ইত্যাদি যত রকমের আমানতগ্রহীতা আছে, সকলের ক্ষেত্রেই এই একই বিধান। অবশ্য যদি এমন কোন কিছুর দাবী করা হয়, যার বদলে জরিমানা আসে তবে আলাদা কথা (আল-মুলতাকাত)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ কোন মহিলাকে স্ত্রী বলে দাবি করল। সে মহিলা বলল, আমি এই বাদীর স্ত্রী নই। সে যদি তার প্রতি ইশারা করে থাকে, তবে তার জবাব শুদ্ধ হবে। অন্যথায় এক মত অনুযায়ী জবাব শুদ্ধ হবে না। অন্যমত অনুযায়ী হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৪. মাসআলা ঃ পিতা তার কন্যার নগদ মোহরানা স্বরূপ দশ দীনার করল। স্বামী বলল, আমার যা দেয় ছিল তা আদায় করেছি। এতদ্দ্বারা বাদীর দাবীর জবাব হবে না। কেননা তার বিরুদ্ধে দাবী করেছে। নির্দিষ্ট পরিমাণের কিন্তু কাযীর উচিৎ বাড়িতে বলা যে, তুমি যা আদায় করেছ সে সম্পর্ক সাক্ষ্য-প্রদান পেশ কর, তাতে এর ও উল্লেখ থাকতে হবে যে, কী পরিমাণ আদায় করেছে, যাতে সাক্ষ্য সহীহ্ হয়।

এমনিভাবে যদি বিক্রিত মালের দাম দাবী করে আর ক্রেতা বলে, আমার যা দেয় ছিল তা আদায় করেছি, তবে সে ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ যাদ্বারা দাবীর মাঝে স্ববিরোধিতা সৃষ্টি হয় এবং যাদ্বারা তা হয় না

১. মাসআলা ঃ কাযীর দৃষ্টিতে যদি দাবী সম্পর্কে দুই কথা এমন পরস্পর বিরোধী হয় যে, তার একটি দ্বারা অন্যটি খণ্ডন হয়ে যায়, তবে তা সাক্ষ্য শ্রবণের পক্ষে অন্তরায় হবে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২. মাসআলা ঃ স্ববিরোধিতা যেমন নিজের পক্ষে উথাপিত দাবীর বিশুদ্ধতা ব্যাহত করে, তেমনি এর দ্বারা অন্যের অনুকূলে উথাপিত দাবীর বিশুদ্ধতা ও ব্যাহত হয়। যেমন কেউ কোন বস্তু সম্পর্কে স্বীকার করল যে, অমুক ব্যক্তি এর মালিক। তো এখন সে যেমন সে বস্তুতে নিজের মালিকানা দাবী করতে পারবে না। তেমনি ওসিয়ত, ওকালাত ইত্যাদি সূত্রে অন্য কারও অনুকূলেও দাবী করতে পারবে না। এটা সেই অবস্থায়, যখন তার পক্ষ হতে এমন কিছু পাওয়া যাবে, যাদ্বারা তার পক্ষে মালিকানার স্বীকারোক্তি হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি বিবাদী সর্ব প্রকার দাবী-দাওয়া থেকে দায়মুক্ত করে দেয় এবং তারপর তার বিরুদ্ধে কারও পক্ষ হতে ওকালাত বা ওসিয়ত সূত্রে সম্পত্তির দাবী তোলে তবে তা শ্রবণযোগ্য হবে (খিযানাতুল মুফতীন)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ কারও দখলের একটা মাল সম্পর্কে মালিকানা দাবী করল, তারপর আবার দাবী করল, এটা অমুকের এবং সেই ব্যক্তি তাকে এ ব্যাপারে মামলার উকীল বানিয়েছে। এখন সে যদি তার এ দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তা গৃহীত হবে। এ ক্ষেত্রে সে স্ববিরোধী বক্তব্য দাতা সাব্যস্ত হবে না। যদি প্রথমে দাবী করে যে, এটি অমুকের এবং সে তাকে এ ব্যাপারে মামলার উকীল বানিয়েছে, তারপর দাবী করে যে, মালটি তার এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে এ ক্ষেত্রে তার দাবী পরস্পর বিরোধী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং এ অবস্থায় তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। তবে হ্যাঁ, সে যদি উভয় দাবীর মধ্যে সংগতি দেখাতে পারে, তবে ভিন্ন কথা। যেমন সে বলল, এ মাল তারই ছিল এবং যে আমাকে এ ব্যাপারে মামলার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছিল, কিন্তু পরে আমি তার কাছ থেকে এটা কিনে নিয়েছি এবং যে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এ ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (আয-যাহিরিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ বাদী দাবী করল যে, এই মাল অমুকের। সে আমাকে এ ব্যাপারে মামলার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছে। তারপর অন্য কারও অনুকূলে দাবী করল যে, সেই ব্যক্তি এ মালের মালিক এবং সে তাকে এ ব্যাপারে মামলার উকীল বানিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না-যদি না উভয় দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাতে পারে। যদি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করে এবং বলে, এটা প্রথম ব্যক্তিরই ছিল এবং সে আমাকে উকীল নিযুক্ত করেছিল, কিন্তু পরে যে এটি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ও আমাকে উকীল নিযুক্ত করেছে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। আর এটা সম্ভব এভাবে যে, প্রথমোক্ত দাবীর পরে সে মজলিস থেকে চলে গেল এবং কিছুকাল পর এসে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, যেমন আল-হাসীরী (র) 'আল-জামি'– গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৫. মাসআলা ঃ এ ব্যাপারে دين (অনির্দিষ্টতা গুণসম্পন্ন বাদ) এর মাসআলা عين (নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন) বড় এর মাসআলার অনুরূপ (আয-যাহিরিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ যাকে মামলার জন্য উকীল নিযুক্ত করা সে যদি তার মুআক্কিল সম্বন্ধে কাযীর মজলিস ছাড়া অন্য স্থানে স্বীকার করে যে, সে তার প্রাপ্য কবজা করে নিয়েছে এবং এই বিবাদীর কাছে তার মুআক্কিলের আর কোন হক নেই, তারপর আবার মুআক্কিলের পক্ষে পাওনা দাবী করে, তবে তার দাবী গৃহীত হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৭. মাসআলা ঃ ইয়াতীম সাবালক হওয়ার পর ওয়াসী তার সম্পত্তি তাকে হস্তান্তর করল, পুত্র কি তার নিজের বিপক্ষে সাক্ষী রাখল যে, ওয়াসীর হাতে তার পিতার রেখে যাওয়া যা কিছু অল্প বিস্তার সম্পত্তি ছিল, তার কিছুই আর তার হাতে অবশিষ্ট নেই, সে তা সবই সম্পূর্ণরূপে বুঝে নিয়েছে। এরপর যদি সে দাবী করে যে, ওয়াসীর হাতে এই মাল হয়ে গেছে এবং সে সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে।

এমনিভাবে ওয়াসী যদি স্বীকার করে যে, মানুষের কাছে মৃত ব্যক্তির যত রকমের পাওনা ছিল, যে তা সবই আদায় করে নিয়েছে এবং তারপর আবার কারও কাছে কিছু পাওনা থাকার দাবী করে, তবে তার যে দাবী শোনা হবে, যেমন ওয়ারিশ এরূপ স্বীকার করার পর আবার কারও কাছে পাওনা দাবী করলে তাও শ্রবণযোগ্য হত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ যদি বলে, এ গোলামটি অমুকের তারপর আবার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার কাছ থেকে এটি এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছে এবং কোন তারিখ উল্লেখ না করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

যদি বলে, এই গোলামটি অমুকের, আমি তার কাছ থেকে এটি গতকাল কিনেছি, অর্থাৎ উভয় বাক্য মিলিতভাবে বলে এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ইসতিহসান অনুযায়ী তা গৃহীত হবে। যদি পৃথকভাবে বলে, যেমন বলল, গোলামটি অমুকের, তারপর চুপ করল, তারপর বলল, গতকাল তার কাছ থেকে এটি কিনেছি, তবে তা গৃহীত হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যাক্তি স্বীকার করল যে, এই গোলাম অমুকের। তারপর এতটুকু সময় দেরী করল, যে সময়ে তার কাছ থেকে সেটা কেনা সম্ভব এবং তারপর তার কাছ থেকে সেটা কেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, এ কিন্তু সাক্ষিগণ কোন তারিখ উল্লেখ করল না। এ ক্ষেত্রে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে।

এমনিভাবে যদি স্বীকার করে যে, এই গোলাম অমুকের, এতে আমার কোন হক নেই, তারপর কিছুক্ষণ বিলম্ব করে এবং তারপর দাবী করে সে এটা তার কাছ থেকে কিনেছে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে দেখতে হবে, সাক্ষিগণ তারিখ উল্লেখ করেছে কিনা। তারা যদি বলে, সে স্বীকার করার পরে কিনেছে, তবে তা গৃহীত হবে, অন্যথায় গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে যদি স্বীকার করে, এ গোলামটি অমুকের ছিল, এতে আমার কোন হক নেই, তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং সাক্ষিগণ বলে যে, সে এটা তার কাছ থেকে কিনেছে, তবে তা গৃহীত হবে-যদি স্বীকারোক্তির পরে কেনার কথা বলে। পক্ষান্তরে তারা যদি সময় উল্লেখ না করে , তবে তা গৃহীত হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১০. মাসআলা ঃ আল-ইমলা-তে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কারও হাতে যদি কোন কাপড় থাকে আর সে স্বীকার করে যে, কাপড়টি অমুকের, তারপর চুপ করে, তারপর বলে, তার কাছে এটি একশ' দীনারে বিক্রি করেছি, অন্যদিকে সেই ব্যক্তি বলে, এটা তার কাছ

pdf By Syed Mostafa Sakib

থেকে কেনা ছাড়াই আমার মাল এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে এবং দখলদারের স্বীকারোক্তি দ্বারা সাক্ষ্য-প্রমাণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে না।

স্বীকারকারী যদি উভয় কথা মিলিতভাবে এ রকম বলে যে, এ মাল অমুকের আমি তার কাছে এটি একশ' দীনারে বিক্রি করেছি, তবে তার কথা গৃহীত হবে। কাজেই সে মাল তার থেকে দখলযুক্ত হবে কেবল সেভাবেই যেভাবে সে স্বীকার করেছে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কারও হাতে যদি কোন বাড়ি থাকে এবং অন্য কেউ স্বীকার করে যে, দখলদার ব্যক্তিই এ বাড়ির মালিক, আমি তার কাছে এক হাজার দিরহামে এটি বিক্রি করেছি, এভাবে মালিকানার স্বীকৃতির সংগে মিলিয়ে বিক্রির দাবী করে, অন্যদিকে দখলদার ব্যক্তি ক্রয়ের কথা অস্বীকার করে এবং বলে বাড়িটি আমারই, ফলে স্বীকারকারী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ বাড়ি তার, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে সে যদি তা পৃথকভাবে বলে, তবে বাড়িটি যে তার, সে সম্পর্কে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাযীর সম্মুখে স্বীকার করে যে, এ গোলাম বা বাড়ি অমুকের আর সে ব্যক্তি দখলদার ছাড়া অন্য কেউ এবং তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সেটি তার, উল্লেখিত স্বীকারোক্তির আগে যে এটি দখলদারের কাছ থেকে ক্রয় করেছে, তবে তা গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি বলে, এ মাল অমুকের এতে আমার কোন হক নেই অথবা বলে, এটা অমুকের ছিল, এতে আমার কোন হক নেই এবং এর কিছুক্ষণ পর সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে এটা তার কাছ থেকে কিনেছে, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। অবশ্য সাক্ষিগণ যদি স্বীকারোক্তির পরে কেনার কথা উল্লেখ করে, তবে তখন তা গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে বলে, এই গোলাম তোমার, আর সেই ব্যক্তি বলে, এটা আমার নয়, তারপর আবার বলে, এটা আমার, তবে 'আল-আসল' এর বর্ণনা মতে তার সে কথা গৃহীত হবে না এবং সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে তাও কবূল করা হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি বলে, আমি আমার হকের কথা জানি না বা আমার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কিনা জানি না এবং তারপর সে হক দাবী করে বা সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে, তবে তা গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

১৬. মাসআলা ঃ দখলদার ব্যক্তি যদি বলে, এ মাল আমার নয়, বা আমি এর মালিক নই বা এটা আমার হক নয় বা এতে আমার কোন হক নেই এটা আমার ছিল না কিংবা এ জাতীয় কিছু বলে, আর সে এ রকম বলার সময় সে মালের ব্যাপারে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে, তারপর কেউ সে মালের মালিকানা দাবী করে আর তখন দখলদার ব্যক্তি বলে, এটা আমার তবে তার সে দাবী শুদ্ধ হবে এবং এ ব্যাপারে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। দখলদার ব্যক্তি উপরিউক্ত রকমের কিছু বলার সময় তার যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে, যে তাতে মালিকানা দাবী করে, তবে 'আল-জামি'– এর বর্ণনা অনুযায়ী এর দ্বারা মালিকানা সম্পর্কে তার পক্ষ হতে দাবীদারের অনুকূলে স্বীকারোক্তি হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে 'আল-আসল'– এর বর্ণনা অনুযায়ী এর দ্বারা তার পক্ষ হতে স্বীকার করা হয়ে যাবে না যে, দাবীদার ব্যক্তিই এর মালিক। বরং এক্ষেত্রে কাযী তাকে জিজ্ঞেস করত, তবে কি দাবীদার ব্যক্তি এর মালিক ? সে যদি তার মালিকানা

স্বীকার করে নেয়, তবে তাকে আদেশ করবে, যেন সে মাল দাবীদার হাতে সমর্পণ করে। পক্ষান্তরে দাবীদার ব্যক্তি যদি তা অস্বীকার করে, তবে বাদীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে বলবে।

যদি দখলদার ছাড়া অন্য কেউ উল্লিখিত পদ্ধতিতে স্বীকার করে, তবে সে ক্ষেত্রে বিধান কী ? শায়খুল-ইসলাম (র) 'আল-জামিউস সাগীর' এর ভাষ্য গ্রন্থে বলেছে, সে যে বলল 'আমি এর মালিক নই' বা এটা আমার ছিল না, এর ফলে সে মালে তার আর মালিকানা দাবীর সুযোগ থাকবে না। কেননা তাহলে সেটা স্ববিরোধী দাবী হয়ে যাবে। দখলদার ক্ষেত্রে যে, এরূপ স্বীকারোক্তি পরবর্তীতে মালিকানা দাবীর পক্ষে বাধা হয় না, তা এই কারণে যে, মালে তার দখল প্রতিষ্ঠিত আছে।

'আল-জামিউল সাগীর'–এর ভাষ্যগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি কারও দখলভুক্ত বাড়ির মালিকানা দাবী করে এবং বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাদী স্বীকার করেছিল, এ বাড়ি আমার মালিকানাধীন নয় বা এ বাড়ি আমার ছিল না, তবে এর দ্বারা বাদীর দাবী রদ হয়ে যাবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৭. মাসআলা ঃ স্বামী যদি বলে, এ সন্তান আমার ঔরসজাত নয় এবং এভাবে সে তার পিতৃত্ব অস্বীকার করে, ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের থেকে সে সন্তানের ব্যাপারে লিআন নেওয়া হয়, ফলে স্বামী হতে সে সন্তানের পিতৃ-পরিচয় বাতিল হয়ে যায় এবং তারপর সে আবার বলে, সে আমার পুত্র, তবে তা গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা ঃ 'আল-জামি'- গ্রন্থে আছে, ওয়ারিশ স্বীকার করল যে, এই মাল তার মৃত পিতার মালিকানাভুক্ত ছিল না, বরং এটা তার কাছে অমুকের পক্ষ হতে আমানত স্বরূপ ছিল। তারপর সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এ মাল তার মৃত পিতারই ছিল। তার জীবদ্দশায় বা তার মৃত্যুর পর এই বিবাদী এটা হস্তগত করেছে। এ ক্ষেত্রে সে মাল ওয়ারিশের হাতে রাখা হবে, যদি সে বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। এরপর যখন আমানতকারী উপস্থিত হবে, তখন এ বিষয়ে ফায়সালা হবে। আর ওয়ারিশ যদি বিশ্বস্ত না হয়, তবে বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তির হাতে রাখা হবে। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন ওয়ারিশ জানা শোনা কোন লোকের অনুকূলে স্বীকার করবে। পক্ষান্তরে সে যদি কেবল এতটুকু বলে যে, এ মাল তার মৃত পিতার নয় এবং তারপর আবার দাবী করে, সেটা তার মৃত পিতার, তবে কিছুকাল অপেক্ষা করার পর সেটা তাকে প্রদান করা হবে, যদি এর মধ্যে কোন দাবীদার উপস্থিত না হয় (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে হিশাম (র) বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি বলে, রায় নামক স্থানে কোন বাড়ি বা কোন জমিতে আমার কোন হক নেই। তারপর সে আবার দাবী উত্থাপন করল এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, রায় নামক স্থানে অমুক ব্যক্তির দখলে যে বাড়িটি আছে, সেটি তার, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে।

যদি বলে রায় প্রদেশের অমুক জেলায়, অমুক ব্যক্তির দখলে আমার কোন বাড়ি বা জমি নেই এবং নেই কোন হক বা দাবী-দাওয়া, তারপর আবার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সেই জেলায় সেই ব্যক্তির দখলে একটা বাড়ি বা জমিতে তার হক আছে, তবে তা গৃহীত হবে না। অবশ্য সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখাতে পারে যে, তার স্বীকারোক্তির পর সে তা হস্তগত করেছে, তবে তা গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২০. মাসআলা ঃ যদি বলে, অমুকের দখলে আমার কোন বাড়ি, কোন হক ও কোন ঘর নেই, কিন্তু জেলা ও গ্রামের নাম উল্লেখ না করে, তারপর সে দাবী করে যে, অমুক জেলার

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্তর্গত অমুক গ্রামে সেই ব্যক্তির দখলে তার হক আছে, তবে তা গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা ঃ 'আন-নাওয়াদির'- গ্রন্থে হিশাম (র) -কে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ যদি বলে, এই বাড়িতে আমার কোন হক ও দাবী-দাওয়া নেই, তারপর আবার সে এসে বলে যে, এই বাড়ির ব্যাপারে দাবী উত্থাপনের জন্য সে অমুকের উকীল, তবে কি তা গৃহীত হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, গৃহীত হবে।

২২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলভুক্ত কোন বাড়ি সম্বন্ধে কেউ দাবী করল যে, সে তার পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাড়ির অংশীদার। বিবাদী তা অস্বীকার সূত্রে বলল, এতে আমার পিতার কোন হক ছিল না। তারপর সে দাবী করল যে, এ বাড়িটি আমি আমার পিতার কাছ থেকে কিনে নিয়েছি কিংবা দাবী করল যে, আমার পিতা স্বীকার করেছিল, এ বাড়িটি আমার। তার এ দাবী শুদ্ধ হবে এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণ ও গৃহীত হবে। কেননা এক্ষেত্রে তার এই ব্যাখ্যা দানের সুযোগ আছে যে, আমি যে বলেছিলাম এটা আমার পিতার ছিল না, তার মানে আমি ক্রয় করার পর এটা তার থাকে নাই। হ্যাঁ, সে যদি বলে, এটা কখনই আমার পিতা ছিল না, তবে এক্ষেত্রে তার পিতার কাছ থেকে তার ক্রয় করার দাবী গৃহীত হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে তার বক্তব্য স্ববিরোধী। পক্ষান্তরে যে যদি দাবী করে তার পিতা স্বীকার করেছিল, এটা তার (বিবাদীর), তবে তা গৃহীত হবে, যেহেতু এক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা পাওয়া যায় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা ঃ কেউ কারও বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার কাছে তার এই পরিমাণ যৌথ কারবারের টাকা পাওনা আছে। বিবাদী যৌথ কারবারের দাবী অস্বীকার করল। তারপর সেই বিবাদী দাবী করল যে, বাদীকে সে তার দাবীর টাকা পরিশোধ করেছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে যে, সে তাদের মধ্যে আদৌ যৌথ কারবার থাকার কথা অস্বীকার করেছে, না কি বর্তমানে তা বিদ্যমান থাকার কথা অস্বীকার করেছে ? যদি প্রথম অবস্থা হয় এবং সে বলে আমাদের মধ্যে আদৌ যৌথ কারবার ছিল না এবং আমি তাকে কোনও টাকা দেইনি, তবে এরপর সে টাকা পরিশোধের দাবী করলে তা গৃহীত হবে না। কেননা এ অবস্থায় তার বক্তব্য স্ববিরোধী হয়ে যায়। আর যদি বর্তমানে যৌথ কারবার থাকার কথা অস্বীকার করে এবং বলে, আমাদের মধ্যে কোন যৌথ কারবার নেই এবং আমার হাতে তোমার যৌথ কারবারের কোন টাকা নেই, তবে এর পরে তার টাকা পরিশোধের দাবী গৃহীত হবে, যেহেতু এ ক্ষেত্রে তার বক্তব্য স্ববিরোধিতা নেই (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে তার ভাই এবং সে তার কাছে খোরপোষ চায়। আর বিবাদী বলে, সে আমার ভাই নয়, তারপর বাদী মারা যায় এবং বিবাদী এসে তার মীরাস দাবী করে ও বলে, সে আমার ভাই, তবে তার সে দাবী গৃহীত হবে না। যদি ভ্রাতৃত্বের মূলে পুত্রত্ব বা পিতৃত্বের দাবী হত তবে তার এ দাবী গৃহীত হত এবং রায় দেওয়া হত যে, সে তার মীরাস পাবে (আল-ফাতাওয়া আস-সুগরা)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে এ বাড়ি তার, সে দখলদারের পিতার কাছ থেকে এটা ক্রয় করছিল আর এর বিপরীতে বিবাদী (দখলদার) বলে, এ বাড়িতে আমার পিতার কোন হক ছিল না, ফলে বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে এটা দখলদারের পিতার কাছ থেকে ক্রয় করেছিল এবং তখন সে এর মালিক ছিল আর বিপরীতে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে নিজ পিতা হতে এ বাড়িটি ক্রয় করেছে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে।

দখলদার ব্যক্তি যদি বলে, এ বাড়ি কখনই আমার পিতার ছিল না, অথবা বলে এতে আমার পিতার কখনই কোন হক ছিল না, তারপর বাদী তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার পিতার সুস্থতাকালে তার কাছ থেকে এ বাড়ি ক্রয় করেছিল, তবে তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার পিতা তার সুস্থতাকালে স্বীকার করেছিল এ বাড়ি আমার, তবে তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ কারো কাছে এক হাজার দিরহাম পাওয়ার দাবী করল, বিবাদী বলল, আমার কাছে তোমার কখনও কোন পাওনা ছিল না। তারপর বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। তার বিপরীতে বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ করল যে, সে তা পরিশোধ করেছে। তবে এ ক্ষেত্রের বিবাদীর এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে সে যদি বলত, তোমার ও আমার মধ্যে কখনও কোন বিষয়ে লেনদেন ছিল না, তবে পরিশোধ সম্পর্কে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হত না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, বিবাদী যদি বলে, তোমার আমার মধ্যে কখনও কোন লেনদেন হয় নি, কিন্তু আমার এই সাক্ষিগণ আমাকে জানিয়েছে যে, তুমি আমার বিরুদ্ধে হক দাবী করেছ এবং তারপর তাদেরকে বলেছ, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি তাকে নিষ্কৃতি দিলাম, তার ও আমার মধ্যে আসলে কোন লেনদেন হয়নি, তবে তার এ বক্তব্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২৭. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি প্রথমে বলে, আমার কাছে তার কখনও কোন পাওনা ছিল না এবং আমি তাকে চিনিও না, তারপর যখন বাদী তার পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, তখন সে পরিশোধ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে। তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে তার কাছে এই ক্রীতদাসীটি এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছে আর দখলদার বলে, আমি তার কাছে এটি কখনও বিক্রি করিনি, ফলে বাদী ক্রয়ের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং তার পক্ষে রায় দেওয়া হয় যে, ক্রীতদাসীটি তার প্রাপ্য, কিন্তু তখন ক্রেতা দেখতে পায় তার একটি অতিরিক্ত আংগুল রয়েছে, ফলে সে ক্রীতদাসটি বিবাদীকে ফেরত দিতে চায়, কিন্তু সে তখন বলে যে, বিক্রিকালে শর্ত ছিল, এর কোন দোষের কারণে আমি দায়ী থাকব না, এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে না (আল ফুযুলুল ইমাদিয়্যা)।

২৯. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি কাউকে স্বামী বলে দাবী করে, আর সে বলে, তোমার আমার মধ্যে কোন বিবাহ নেই, তারপর মহিলা বিবাহ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে সে, তার বিপরীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মহিলাটি তার সংগে খুলা করেছে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে।

পুরুষটি যদি মহিলার দাবীর প্রতিবাদে বলত, তোমার ও আমার মধ্যে কখনও বিবাহই ছিল না কিংবা বলত, আমি তোমাকে কখন ও বিবাহই করিনি, তারপর মহিলা বিবাহ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করত যে, মহিলাটি তার সংগে খুলা করেছে, তবে এ মাসআলাটি বেচাকেনা সম্পর্কে উপরে বর্ণিত মাসআলার অনুরূপই হওয়ার কথা। বেচাকেনার ক্ষেত্রে জহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ীর বিক্রেতার এই সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয় না যে, সে সর্বপ্রকার দোষের দায় হতে মুক্ত থাকার শর্ত করেছিল। তেমনিভাবে আমাদের মতে খুলা সংক্রান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও গৃহীত হবে না। কেননা খুলা হচ্ছে তালাক আর তালাকের দাবী হচ্ছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পূর্বে বিবাহ বিদ্যমান থাকা। কাজেই এই ব্যক্তি তালাকের দাবী করে তার পূর্ববর্তী বিবাহ না করার দাবী খণ্ডন করছে। কাজেই তা গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি কাউকে স্বামী বলে দাবী করে আর পুরুষ তা অস্বীকার করে, কিন্তু পরে আবার সে দাবী করে যে, সে তাকে বিবাহ করেছে এবং এর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩১. মাসআলা ঃ কোন মহিলা তার স্বামীর সংগে খুলা করার পর যদি তিন তালাক সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে সে খুলার জন্য প্রদত্ত বিনিময় ফেরত নিতে পারবে। যদিও দৃশ্য ও তার দাবী স্ববিরোধী হয়।

এমনিভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীর ভাইয়ের সংগে স্ত্রীর মীরাস বণ্টন করে নেয় এবং ভাই স্বীকার করে যে, সে তার ওয়ারিশ, তারপর আবার ভাই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিল, তবে তার যে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং স্বামী মীরাসের যে অংশ গ্রহণ করেছিল ভাই তা ফেরত পাবে।

তদ্রূপ দাদা বা দাদীর সংগে যদি মুনীবের কিতাবাত চুক্তি হয় আর সে চুক্তির অর্থ আদায় করে দেয় এবং তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, কিতাবাতের চুক্তি হওয়ার আগেই তার মুনীব তাকে আযাদ করে দিয়েছিল, তবে তা গৃহীত হবে।

এমনিভাবে কোন মহিলা যদি স্বামীর ওয়ারিশদের সংগে মীরাস বণ্টন করে নেয় এবং তারা সকলেই সাবালক হয় আর তারা তখন স্বীকার করে নেয় যে, সে তার স্বামী সুস্থাবস্থায় তাকে তিন তালাক দিয়েছিল, তবে মহিলাটি মীরাসের যে অংশ হস্তগত করেছিল তা তারা ফেরত পাবে (আল-ফুযূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩২. মাসআলা ঃ কয়েক ব্যক্তি তার পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে একটি বাড়ি লাভ করল এবং নিজেদের মধ্যে সেটি বণ্টন করে নিল। তারপর তাদের মধ্যে একজন দাবী করল যে, তার পিতা বাড়িটির একটা নির্দিষ্ট অংশ তাকে সাদাকা করেছিল অথবা সে তার এক নাবালক পুত্রের পক্ষে এরূপ দাবী করল এবং বলল, আমার সে পুত্র মারা গেছে এবং উত্তরাধিকার হিসেবে আমি তা পেয়েছি। সে তার এ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। বস্তুত তার এ দাবী বাতিল এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রত্যাখ্যানযোগ্য। পক্ষান্তরে সে যদি দাবী করত যে তার পিতা তার কাছে দেনাদার ছিল, তবে সে দাবী শুদ্ধ হত এবং তার সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হত (আয-যাখীরা)।

৩৩. মাসআলা ঃ মৃতের ওয়ারিশগণ যদি বাড়ি বণ্টন করে নেয় এবং মৃতের স্ত্রী ও তা স্বীকার করে নেয়, ফলে বাড়ির এক-অষ্টমাংশ তার ভাগে পড়ে এবং সে মতে বাড়ির একটা অংশ তার জন্য পৃথক করে দেওয়া হয়, তারপর সে দাবী করে যে, তার স্বামী সুস্থাবস্থায় এ বাড়ি তাকে মোহরানা স্বরূপ দিয়েছিল অথবা দাবী করে যে, সে তার মোহরানার বদলে তার কাছ থেকে এ বাড়ি ক্রয় করেছিল এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে তা গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে যদি ওয়ারিশগণ জমি বণ্টন করে নেয় এবং প্রত্যেকের ভাগে তার পিতার রেখে যাওয়া মীরাসের থেকে এক-এক খণ্ড জমি পড়ে, তারপর এক ওয়ারিশ অন্য ওয়ারিশের ভাগে যে জমি পড়েছে তার একটা ঘর বা খেজুর গাছ সম্পর্কে দাবী করে যে, সে-ই ঘরটা তৈরি করেছে বা খেজুর গাছ লাগিয়েছে এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৪. মাসআলা ঃ এক ওয়ারিশ যদি স্বীকার করে যে, এই জমি আমাদের পিতার রেখে যাওয়া মীরাস, তারপর দাবী করে যে, এটা আমার পিতার এ জমি আমার অমুক পুত্রের জন্য ওসিয়ত করে গেছে এবং এর সপক্ষে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, তবে বলা হয়-যে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না এবং তার এ দাবী স্ববিরোধী সাব্যস্ত হবে। এটাই বেশী স্পষ্ট (আয-যাহীরিয়্যা)।

৩৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্বীকার করে যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে এবং এই বাড়ি বা এই জমি মীরাস হিসেবে রেখে গেছে, তারপর আবার সে দাবী করে যে, সে তার সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ তার জন্য ওসিয়ত করে গেছে এবং এর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে। তার পূর্বের স্বীকারোক্তির কারণে তার ওসিয়তের দাবী খারিজ হবে না।

এমনিভাবে যদি দাবী করে, মৃত ব্যক্তির কাছে তার এত টাকা পাওনা আছে, তবে পূর্বের সে স্বীকারোক্তির কারণে এ দাবী অশুদ্ধ সাব্যস্ত হবে না।

এমনিভাবে ওয়ারিশদের সকলেই যদি স্বীকার করে যে, এসব জমি আমাদের মধ্যে আমাদের পিতার পর হতে মীরাছ। তারপর তাদের মধ্যে একজন দাবী করে যে, এ সব জমির এক-তৃতীয়াংশ আমার পিতা আমার অমুক শিশু পুত্রের জন্য ওসিয়ত করেছে এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে তাও গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি সুদীর্ঘ মেয়াদে কারও কাছে জমি ইজারা দিল এবং ইজারাদার আবার সে জমি অন্য কারও কাছে ইজারা দিল। দ্বিতীয় ইজারাদার স্বীকার করল যে, সে জমি কবজা করেছে। তারপর প্রথম ইজরাদার দ্বিতীয় ইজরাদারের সংগে ইজারার চুক্তি রহিত করল এবং প্রথম ইজারাদার দ্বিতীয় ইজারাদারের কাছে বকেয়া ভাড়া চাইল। তখন দ্বিতীয় ইজারাদার বলল, এ জমি তো দ্বিতীয় ইজারার চুক্তি যে দিন হয়েছিল, সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রথম ইজারাদাতার দখলেই ছিল। ফলে আমার উপর কোন ভাড়া আসেইনি। এখন সে যদি তার এ বক্তব্যের সপক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তা গৃহীত হবে কি ? সঠিক মত এই যে, তার দাবী ও শুদ্ধ হবে না এবং দলীল ও গ্রহণযোগ্য হবে না, যেহেতু তার দাবী স্ববিরোধী।

প্রথম ইজারাদার যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, দ্বিতীয় ইজারাদার জমি কবজা করেছিল আর দ্বিতীয় ইজরাদার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে গোটা সময়ই তা প্রথম ব্যক্তির দখলে ছিল, তবে প্রথম ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণই বেশী গ্রহণযোগ্য।

নাজমুদ-দীন আন-নাসাফী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কেউ যদি দাবী করে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার দেনা আছে, ওয়ারিশও তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করে এবং সে দেনা পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তারপর আবার এই ওয়ারিশই দাবী করে যে, মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় দেনা পরিশোধ করে গেছে এবং সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে চায়, তবে তার কি দাবী শুদ্ধ হবে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ শোনা হবে? তিনি বললেন, না (আল-মুহীত)।

৩৭. মাসআলা ঃ শায়খ জাহীরুদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কেউ যদি তার স্ত্রীর সংগে খুলা করে এবং সেই মজলিসে বলে, এ বাড়িতে আসার কোন অধিকার নেই, তারপর ঐ বাড়ির কিছু আসবাবপত্র ও বস্ত্রাদিতে সে মালিকানার দাবী করে, তবে তার সে দাবী শুদ্ধ হবে কি? তিনি বললেন, বাদী যদি বলে, স্বীকারকালে এসব সে বাড়িতে ছিল, তবে তার দাবী শোনা হবে না আর যদি বলে, স্বীকারকালে এসব বাড়ির ভেতর ছিল না, তবে তার দাবী শোনা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৮. মাসআলা ঃ 'আল-জামি' গ্রন্থে আছে কেউ যদি বলে আমার দখলে অল্প-বিস্তর, গোলাম ও মালামাল যা কিছু আছে সবই অমুকের, তবে তার সে স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে। যার অমুকের স্বীকার করা হয়েছে, সে যদি এসে স্বীকারকারীর হাত থেকে একটি গোলাম নিয়ে যেতে চায় এবং তার তখন উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, অর্থাৎ যার অনুকূলে স্বীকার করা হয়েছে সে বলে, তুমি যখন স্বীকার করেছিল, তখন এটা তোমার দখলে ছিল কাজেই এটা আমার আর স্বীকারকারী বলে, না, বরং স্বীকার করার পর আমি এর মালিক হয়েছি, তবে স্বীকারকারীর কথাই গৃহীত হবে। অবশ্য যার পক্ষে স্বীকার করা হয়েছিল, সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, স্বীকারকালে এটা স্বীকারকারীর দখলে ছিল তবে তা গৃহীত হবে।

৩৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বলল, আমার দোকানে যা কিছু আছে, সবই অমুকের। কিছুদিন পর আবার সে সেই দোকানের একটা মাল সম্পর্কে দাবী করল যে, সে উল্লিখিত স্বীকারোক্তির পর এটা দোকানে রেখেছে। তার এ বক্তব্য গৃহীত হবে কি ? হ্যাঁ, গৃহীত হবে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে রিওয়ায়াতে আছে যে, তা গৃহীত হবে না। মাওলানা (রা) বলেন, এ রিওয়ায়াত 'আল-জামি' এর রিওয়ায়াতের বিপরীত। মাশাইখগণ বলেন, এই দ্বিতীয় রিওয়ায়াতের ব্যাখ্যা এই যে, এটা সেই অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন স্বীকারোক্তি প্রদানের পর এত অল্প সময়ের ভেতর দাবী করেছে যে, এ সময়ের ভেতর কিছুতেই দোকানের ভেতর তা ঢোকানো সম্ভব না। 'আল-জামি'-এর মাসআলায়ও যদি স্বীকারোক্তির পর এত অল্প সময়ের ভেতর মালিকানা লাভের দাবী করে, যে সময়ে মালিকানা লাভ সম্ভব নয়, তবে তার এ দাবী গৃহীত হবে না যে, আমি স্বীকারোক্তির পর এর মালিক হয়েছি (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪০. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে, এটা আমার এর বেশী কিছু না বলে, তবে তার এ দাবী গ্রহণযোগ্য হবে , যদি তা কাযীর মজলিসে উত্থাপন না করে।

'আল-জামিউল কাবীর'-গ্রন্থে বলা হয়েছে, কেউ যদি বলে, অমুকের কাছে আমার কোন হক নেই বা অমুকের দখলে আমার কোন হক নেই, তারপর সে যার অনুকূলে স্বীকার করেছিল, তার এ দখলভুক্ত একটি গোলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার কাছ থেকে কিছু পাওনা থাকার দাবী করে, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না, যাবৎ না সাক্ষিগণ বলে, তার স্বীকারোক্তির পর যে এটা তার কাছ থেকে গসব করেছে এবং বাদীর কাছে থেকে তার এ দেনাও হয়েছে তার স্বীকারোক্তির পর।

এমনিভাবে কেউ যদি কারও পক্ষে ছাড়পত্র লিখে দেয় যে, তোমার কাছে আমার কোন নির্দিষ্ট মাল, দেনা ও ক্রয়, কোন রকমের হক নেই, তারপর সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম ঋণ নিয়েছে, তবে তা যদি ছাড়পত্র লেখার পরে না হয়, তবে গৃহীত হবে না, তারপরে হলে গৃহীত হবে।

মাওলানা (র) বলেন, এ হিসেবে পূর্বোক্ত মাসআলায় স্বীকারোক্তির পর স্বামীর দাবী ও গৃহীত হওয়ার কথা নয়, যদি না সে ভেতর ছিল না। যদি সাধারণভাবে অর্থাৎ তারিখ বর্ণনা ছাড়া দাবী করে যে, এই মাল তার, তবে তা গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪১. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি স্বীকারোক্তি দেয় যে, আমার হাতে অল্প বিস্তর যা কিছু আছে তা অমুকের, তারপর কয়েকদিন কেটে যায় এবং তারপর সেই ব্যক্তি হাযির হয়ে তার হাতে যা কিছু আছে তা নিয়ে যেতে চায় আর সে তার হাতের একটি গোলাম সম্পর্কে দাবী করে যে, এটি আমার আমি স্বীকারোক্তি দান করার পর এটি আমার মালিকানায় এসেছে আর বাদী বলে, তুমি যখন স্বীকার করেছিলে তখনই এটা তোমার হাতে ছিল, তবে বিবাদীর কথাই গৃহীত হবে এবং

গোলামটি তারই থাকবে-যদি না বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, স্বীকারোক্তিদানকালেই এটি বিবাদীর হাতে ছিল (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি স্বীকার করল যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাবে, তারপর সে বলল, আমি স্বীকারোক্তি দানের পর তাকে তা পরিশোধ করেছি এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। সে যদি স্বীকারোক্তির সাথে মিলিত বাক্যে বলে, আমি তা স্বীকারোক্তিদানের আগে আদায় করেছি, তবে এ সম্পর্কে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এটা ইসতিহসান-সম্মত (আল-মুহীত)।

৪৩. মাসআলা ঃ যদি বলে যে, আমার কাছে এক হাজার দিরহাম পেত এবং তারপর বলে, আমি তাকে তা পরিশোধ করেছি, তবে সে তা স্বীকারোক্তির সংগে মিলিত বাক্যে বলুক বা পৃথক বাক্যে, তবে এর সম্পর্কে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

৪৪. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) বলেন, কেউ যদি কারও কাছে দশ হাজার দিরহাম পাবে বলে দাবী করে, কিন্তু সে লোক তা অস্বীকার করে, ফলে কাযী বাদীকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি কি তা থেকে কিছু বুঝে পেয়েছ, উত্তরে সে স্বীকার করে যে, তা থেকে দশ হাজার দিরহাম কবজা করেছে, ফলে কাযী বিবাদীকে দশ হাজারের দায় থেকে মুক্ত ঘোষণা করে, তারপর তারা যখন কাযীর কাছ থেকে বিদায় নেয়, তখন বিবাদী বলে, আল্লাহর কসম, তুমি আমার কাছ থেকে তা কবজা করনি, ফলে বাদী কাযীর কাছে তার সে কথা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে হাযির হয়ে, তবে কি তা গৃহীত হবে? ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বাদীর পক্ষ হতে তা আমি গ্রহণ করব এবং রায় দেন যে, বিবাদীর কাছে সে তা পাবে। কিন্তু পাওনাদার যদি পাওনার টাকা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তার পক্ষ হতে তা গৃহীত হবে না। দেনাদার যদি বলে, আমি যে বলেছি তুমি তা কবজা করনি তার মানে আমার কাছ থেকে তা নিশ্চয়ই কবজা করেছ এবং সে সম্পর্ক আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। দেনাদার যদি সাক্ষী নিয়ে হাযির হয় এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, অপর এক ব্যক্তি পাওনাদারের আদেশ বা ওকালাত ছাড়াই অনুদান স্বরূপ তার নিজের টাকা দ্বারা দেনাদারের দেনা পরিশোধ করে দিয়েছে, তবে আমি তা গ্রহণ করব।

দেনাদার যদি বলে, অমুক তা কবজা করেনি, তবে এর অর্থ হবে সে তার খোদ দেনাদার থেকে, তার উকীল থেকে এবং তৃতীয় কোন ব্যক্তি থেকে-মোদ্দাকথা কারও থেকেই কবজা করেনি। সুতরাং এরপর যদি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, পাওনাদার তা তৃতীয় এক ব্যক্তি থেকে কবজা করেছে, তবে আমি তা গ্রহণ করব না (আল-মুহীত)।

৪৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার কাছে আমার এত টাকা পাওনা আছে এবং এর সপক্ষে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। তারপর সে বলল, আমি সে পাওনা থেকে এত টাকা আদায় করে নিয়েছি। এর দ্বারা কি তার পূর্বোক্ত দাবী বাতিল হয়ে যাবে ? মাশাইখগণ বলেন, যদি বলে, আমি সে পাওনা থেকে এত টাকা আদায় করে নিয়েছি, তবে তার দাবী বাতিল হবে না। কেননা তার পক্ষে এটা বলা সম্ভব যে, আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর তা আদায় করেছি। পক্ষান্তরে যদি বলে, তা থেকে এত টাকা আদায় করে নিয়েছিলাম, তবে তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৬. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে অমুকের কাছে চারশ' টাকা পাবে, তারপর বাদী স্বীকার করে যে, বিবাদী তার কাছে একশ' টাকা পাবে, তবে আবুল কাসিম (র)-এর মতে বিবাদীর দেনা হতে তিনশ' টাকা বিয়োগ হয়ে যাবে। আবূ আহমদ 'ঈসা ইব্ন

নামীর (র) বলেন, তার থেকে তা বিয়োগ হবে না এবং এরই উপর ফাত্ওয়া (আল-মুলতাকাত)।

৪৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, তার কাছে নগদ দশ টাকা পাবে এবং বিবাদী তার জবাবে বলে, হ্যাঁ, এটা সত্য যে এ দশ টাকা আমি তোমাকে পরিশোধ করতে বাধ্য, কিন্তু আমিও তোমার কাছে নগদ এক হাজার টাকা পাব, তবে বিবাদীর এ দাবী শুদ্ধ হবে না, যখন উভয়টাই একই জাতীয় (আয-যাখীরা)।

৪৮. মাসআলা ঃ যার কাছে পাওনা দাবী করা হয়েছে সে যদি বলে, এই পরিমাণ টাকা, যা তুমি দাবী করেছ। আমি তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছি, তারপর সে বলে আমি এটা অমুকের উপর হাওয়ালা করেছি তোমার এবং সে তা পৌঁছে দিয়েছে, তবে কেউ বলেন, তার এই দ্বিতীয় কথা গ্রহণযোগ্য নয় এবং কেউ বলেন, গ্রহণযোগ্য (আল-মুহীত)।

৪৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে তার কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে। বিবাদী বলল, আমি সমরকন্দের বাজারে বসে তা তোমাকে পরিশোধ করেছি। তাকে বলা হল সাক্ষী উপস্থিত কর। সে বলল, এ সম্পর্কে আমার সাক্ষী নেই। তারপর সে আবার বলল, আমি তা অমুক গ্রামে বসে পরিশোধ করেছি এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে কি ? হ্যাঁ, গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলভুক্ত একটা বাড়ির, দর-দাম করল এবং তারপর সে দাবী করল, সে এটা এর মালিক অমুকের কাছ থেকে ক্রয় করেছে এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। অবশ্য যদি দর-দাম করার পরে ক্রয় করেছে বলে, সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে কিংবা এ বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, যার সংগে দয়-দাম করেছিল সে ছিল অমুকের পক্ষ হতে বিক্রির উকীল, তবে তা গৃহীত হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৫১. মাসআলা ঃ কেউ কারও কাছ থেকে একটা কাপড় কিনল বা তার দরদাম করল বা তার কাছে সেটি হিবা হিসেবে চাইল এবং তারপর দাবী করল যে, সে ক্রয় বা দর-দাম করার আগে কিংবা হিবা চাওয়ার আগে সেটির মালিক ছিল অথবা দাবী করল যে, দর-দাম করার দিন এটির মালিক ছিল তার পিতা, পরে তার পিতার মৃত্যু হয়েছে এবং মীরাসস্বরূপ এটি তার জন্য রেখে গেছে বা এটা তাকে হিবা করে গেছে। তার এ দাবী শ্রবণযোগ্য নয়। অবশ্য দর-দামকালেই যদি সে তার পিতার মালিকানার বিষয়টা স্পষ্ট করে, যেমন সে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করল যে, দর-দামকালে তাকে বলেছিল, এ কাপড়টি আমার পিতার, তিনি তোমাকে এটি বিক্রির জন্য উকীল বানিয়েছেন, সুতরাং এটি আমার কাছে বিক্রি কর, কিন্তু তখন তাদের মধ্যে বেচাকেনা হয়নি, তারপর সে দাবী করল যে, সে এ বাড়িটি তার পিতা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে, তবে এটা গৃহীত হবে, যেহেতু এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এমনিভাবে দাবীকালে যদি বলে, এটা আমার পিতার ছিল, তিনি তাকে এটি বিক্রি করার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছিলেন, তখন আমি এটা ক্রয় করেছি, তারপর তিনি মারা গেছেন এবং এর দাম উত্তরাধিকারী হিসেবে আমার জন্য রেখে গেছেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, বাড়ির বিক্রিমূল্য তার প্রাপ্য, যেহেতু এক্ষেত্রেও তার দাবী স্ববিরোধী নয় (আল-কাফী)।

৫২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন চাদর কেনে বা তার দর-দাম করে, তারপর তার এক ভাইয়ের সাথে মিলে দাবী করে যে, সে এটা ক্রয় করা বা দর-দাম করার আগেই এর মালিক

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিল কিংবা দাবী করে যে, দরদাম করার দিন তার পিতা এর মালিক ছিল, পরে তার মৃত্যু হয়ে যায় এবং বাড়িটি তাদের জন্য মীরাস হিসেবে রেখে যায়, তবে তার অংশ সম্বন্ধে তার দাবী গৃহীত হবে না, কিন্তু তার ভাইয়ের অংশ সম্বন্ধে গৃহীত হবে। অবশ্য চাদরটির পূর্ণ অংশে বেচা-কেনা বহাল না থেকে তাতে বিভক্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণে তার ইখতিয়ার লাভ হবে।

যদি সে একা কাপড়টি কেনে এবং সেটা কব্‌জা করে অথবা কবজা নাই করে কিংবা সে কাপড়টি না কিনে কেবল দরদাম করে এবং তারপর তার পিতা এসে দাবী করে যে, কাপড়টি তার, তবে তা গৃহীত হবে। তখন ক্রেতার কাপড়টির মূল্য বিক্রিতা হতে ফেরত পাবে।

এমনিভাবে যদি তার পিতার পক্ষে রায় দেওয়া হয়, কিন্তু সে এখনও কবযা না করে, ইতোমধ্যে তার মৃত্যু হয়ে যায় এবং পুত্রের জন্য মীরাস হিসেবে সেটি রেখে যায়, তবে সে নির্বিঘ্নে কাপড়টি পেয়ে যাবে এবং বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেবে।

যদি তার পিতার অনুকূলে কাযী এখনও রায় না দেয় এবং ইতোমধ্যে তার ইন্তিকাল হয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে পুত্রের পক্ষে রায় দেওয়া হবে না (আল-খুলাসা)।

৫৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন কাপড় সম্বন্ধে ক্রয়ের দাবী করে এবং দুই সাক্ষী তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, সে এটা বিবাদীর কাছ থেকে ক্রয় করেছে, সে হিসেবে কাযী তার পক্ষে রায় প্রদান করে কিংবা এখনও রায় প্রদান না করে, ইতোমধ্যে একজন সাক্ষী দাবী করে যে, কাপড়টি তার, অথবা তার পিতার ছিল এবং সে তার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, তবে তার সে দাবী শোনা হবে না। যদি সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলে, বিবাদী এ কাপড় তার কাছে বিক্রি করেছে, কিন্তু এটি আমার অথবা এটি আমার পিতা ছিল, আমি তার মীরাস হিসেবে পেয়েছি, তবে বিক্রি বৈধ হওয়ার পক্ষে রায় দেওয়া হবে এবং সাক্ষীর দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ শোনা হবে। সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে, যেহেতু তার দাবীতে স্ববিরোধিতা নেই।

সাক্ষীদ্বয় যদি বিক্রির বিষয়টা কথাচ্ছলে বলে, সাক্ষ্য হিসেবে না বলে, তারপর তাদের একজন দাবী করে, সেটা তার কিংবা সেটা তার পিতার এবং তাকে তার দাবী জানানোর জন্য উকীল বানিয়েছে, তবে তা গৃহীত হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৫৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলের একটি ক্রীতদাসীর সন্তান কেনার জন্য দরদাম করে কিংবা কোন খেজুর গাছের ফল বা কোন জমির খেজুর গাছের দরদাম করে এবং তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে ক্রীতদাসীটি, খেজুর গাছটি কিংবা সে জমি তার, তবে তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, সে ক্রীতদাসী খেজুর গাছ কিংবা জমি তারই, কিন্তু বাচ্চা, খেজুর কিংবা খেজুর গাছ তার হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি বাচ্চাসহ মা, খেজুরসহ গাছ এবং গাছসহ জমির মালিকানা দাবী করে, তবে গাছ, খেজুর ও বাচ্চার ব্যাপারে তার দাবীতে কর্ণপাত করা হবে না (আল-খুলাসা)।

৫৫. মাসআলা ঃ এমনিভাবে ক্রীতদাসীটি যদি গর্ভবতী হয় এবং তার হাতে থাকা অবস্থায় বাচ্চা প্রসব করে, তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর ক্রীতদাসীটি সম্পর্কে রায় ঘোষিত হওয়ার আগে বাচ্চাটির ব্যাপারে দরদাম করে, তখনও বাচ্চাটির ব্যাপারে তার দাবী গ্রাহ্য হবে না।

এমনিভাবে সাক্ষীদ্বয় যদি বলে বাচ্চাটি বিবাদীর, অথবা বলে, আমরা জানি না বাচ্চাটি কার, তখনও বাচ্চার ব্যাপারে তার দাবী গ্রাহ্য হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনিভাবে যদি বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, এবং বিবাদী ক্রীতদাসীটির ব্যাপারে স্বীকার করে যে, সেটি বাদীর, কিন্তু বাচ্চাটির ব্যাপারে তা স্বীকার না করে, তখনও একই রকম ফায়সালা হবে (আয-যাখীরা)।

৫৬. মাসআলা ঃ যদি কাযীর মজলিসে উকীলের দরদাম করা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে উকীল ও তার মুআক্কিল উভয়ে মামলা হতে মুক্তি পাবে। আর কাযীর মজলিসে না হলে কেবল উকীল মুক্তি পাবে মুআক্কিল নয়। যদি মুআক্কিল সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে এভাবে উকীল বানিয়েছে যে, তার সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি বৈধ নয়, অন্যদিকে বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, উকীল স্বীকারোক্তি দিয়েছে, তবে মুআক্কিলের দাবী বলবৎ থাকবে এবং উকীল মামলা হতে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৫৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি নেকাব পরিহিতা একটি ক্রীতদাসী কেনে, তারপর ক্রীতদাসীটি তার নেকাব সরিয়ে মুখ বের করলে তখন সে বলে উঠে, এ ক্রীতদাসীটি আমারই, কিন্তু নেকাব থাকার কারণে আমি তাকে চিনতে পারিনি, তবে তার দাবী ও সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

কেউ যদি কারও কাছ থেকে থলের ভেতর কোন মাল কেনে অথবা রুমালে পেচানো কাপড় কেনে, তারপর সেটি খোলার পর বলে ওঠে এ মাল তো আমার, আমি তখন চিনতে পারিনি, তবে তার দাবী ও সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দরদাম কালে যা-কিছু চেনা সম্ভব, যেমন নেকাব পরিহিতা ক্রীতদাসী, যে দরদামকারীর সামনেই উপস্থিত থাকে, এরূপ ক্ষেত্রে না চেনার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। আর দরদামকালে যা চেনা সম্ভব নয়, যেমন রুমালে পেচানো কাপড় অথবা এ চাদরে ঢাকা বসে থাকা ক্রীতদাসী, যার কিছুই দেখা যায় না, তা না চেনার দাবী ও তার মালিকানা সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫৮. মাসআলা ঃ ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি কারও কাছ থেকে কোন গোলাম কেনে ও সেটি কবযা করে, তারপর স্বীকার করে যে, সে যে গোলামটি অমুকের কাছ থেকে কিনেছে, গোলামটিকে সে বিক্রির আগে মুক্তিদান করেছিল কাজেই সে একটি মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম কিনেছে কিন্তু বিক্রেতা অস্বীকার করে, তবে গোলামটি যথারীতি তার মালিকানাতেই থাকবে। বিক্রেতার বিরুদ্ধে তার স্বীকারোক্তি গৃহীত হবে না।

অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি এরূপ স্বীকারোক্তি না দেয়, বরং স্বীকার করে যে, বিক্রেতা এটি আমার কাছে বিক্রি করার আগে অমুকের কাছে বিক্রি করেছিল, আর ঐব্যক্তিও তার এ কথা সত্য বলে প্রকাশ করে, কিন্তু বিক্রেতা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তবে এক্ষেত্রেও বিক্রেতার বিপরীতে তার বক্তব্য গৃহীত হবে না। সুতরাং বিক্রেতার কাছে সে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। হ্যাঁ, তার নিজের ব্যাপারে তার এই বক্তব্য সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে। সুতরাং তাকে আদেশ করা হবে, যেন গোলামটি প্রথম ক্রেতার হাতে সমর্পণ করে।

অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি এরূপ স্বীকারোক্তি না দেয় বরং স্বীকার করে যে, বিক্রেতা এটি আমার কাছে বিক্রি করার আগে অমুকের কাছে বিক্রি করেছিল, আর ঐ ব্যক্তিও তার এ কথা সত্য বলে প্রকাশ করে, কিন্তু বিক্রেতা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তবে এ ক্ষেত্রেও বিক্রেতার বিপরীতে তার বক্তব্য গৃহীত হবে না। সুতরাং বিক্রেতার কাছে সে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। হ্যাঁ, তার নিজের ব্যাপারে তার এই বক্তব্য সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে। সুতরাং তাকে আদেশ করা হবে, যেমন গোলামটি প্রথম ক্রেতার হাতে সমর্পণ করে।

অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম বিক্রেতার বিরুদ্ধে যা বলেছে, বিক্রেতা যদি তা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে সে ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে।

এমনিভাবে সে যদি বিক্রেতার বিরুদ্ধে প্রদত্ত বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে অথবা সে এ সম্পর্কে বিক্রেতাকে কসম করতে বলে, কিন্তু বিক্রেতা কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তখনও সে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে।

এভাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) এক সংগে তিনটি মাসআলার সমাধান দিয়েছেন। অর্থাৎ অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের দাবী যদি বিক্রেতা সত্য বলে স্বীকার করে অথবা গোলাম যদি তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে অথবা গোলাম বিক্রেতাকে কসম করতে বলে, কিন্তু সে কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে এ তিনও অবস্থায় সে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উপরিউক্ত সমাধান প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিক্রেতার গোলামের দাবী স্বীকার করে নেয়ার ক্ষেত্রে তো পরিষ্কার, কিন্তু গোলামের সাক্ষ্য পেশ করার বা বিক্রেতাকে কসম করতে বলার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সমাধান কী করে সহীহ্ হয়, এটা বুঝা মুশকিল। বরং এ দুই ক্ষেত্রে তো মাসআলা এ রকম হওয়ার কথা যে, গোলাম তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে তা শ্রবণযোগ্য হবে না এবং বিক্রেতা থেকে তার কসম গ্রহণেরও অধিকার থাকবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র)– এ মাসআলাটি 'আয-যিয়াদাত' ও 'আল-জামিউস সাগীর'-এ স্বাধীন ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেন, ক্রেতা যদি দাবী করে যে, বিক্রেতা তার কাছে বিক্রি করার আগে এ মাল অন্য এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছিল এবং এর সপক্ষে সে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে না। সে যদি এ সম্পর্কে বিক্রেতা থেকে কসম নিতে চায় তবে সে অধিকারও তার থাকবে না।

অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম সম্পর্কে যে মাসআলা বর্ণিত হল, আমাদের মাশাইখগণের মধ্যে কেউ কেউ তা সহীহ্ মনে করেন না। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা সহীহ্। বাকি এ ক্ষেত্রে সমাধান কী হবে, সে সম্পর্কেও তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এ মাসআলায় দুই রিওয়ায়াত আছে। 'যিয়াদাত' ও 'আল-জামি'-এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী গোলামের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না এবং বিক্রেতাকেও কসম করতে বলা যাবে না। আর 'আল-মাযূন'-অধ্যায়ের বক্তব্য মতে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং বিক্রেতাকে কসম করতে বলা হবে। আবার কেউ বলেন, 'যিয়াদাত' ও 'আল-জামি'গ্রন্থে যা বলা হয়েছে, তা কিয়াস-সম্মত এবং 'আল-মাযূন'-অধ্যায়ে প্রদত্ত সমাধান ইস্তিহ্সান-সম্মত (আল-মুহীত)।

৫৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক শহরে এসে একটি বাড়ি ভাড়া নিল। তাকে বলা হল, এ বাড়িটি ছিল তোমার পিতার। সে এটি তোমার জন্য মীরাস হিসেবে রেখে মারা গেছে। সে বলল, আমি তো এটা জানতাম না। সুতরাং এখন যদি সে বাড়িটি নিজের বলে দাবী করে, তবে তার দাবী শোনা হবে না, যেহেতু এর মধ্যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা রয়েছে (আয-যাখীরা)।

৬০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটা বাড়ি আছে। এক ব্যক্তি বলল, বাড়িটি আমাকে দাও, আমি এতে বাস করব। সে তাকে দিতে অস্বীকার করল। তখন লোকটি দাবী করল, সে এ বাড়ির মালিক। তার এ দাবী শোনা যাবে কি ? হ্যাঁ তার দাবী শোনা হবে।

এমনিভাবে যদি বলে, আমাকে এ পশুটি দাও আমি এতে চড়ব কিংবা বলে, আমাকে এ কাপড়টি দাও, পরিধান করব, সে ক্ষেত্রেও একই মাসআলা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি বলে, আমাকে এই ঘরে বাস করতে দাও, বা আমাকে এই ঘর বা এই কাপড় বা পশুটি ধার দাও এবং তারপর তার মালিকানা দাবী করে, তবে তার সে দাবী শোনা যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬১. মাসআলা ঃ ইব্ন হিশাম (র) তাঁর 'নাওয়াদির'-গ্রন্থে বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর দাবী করে সে তাকে তার মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করেছে, তবে কি তা গৃহীত হবে ? তিনি বললেন, না, আমি এ সম্পর্কে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করব না, যাবৎ না সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেবে যে, সে তাকে কিনেছে বিবাহের পর এবং বিক্রেতা বিক্রিকালে এর মালিক ছিল (আল-মুহীত)।

৬২. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে আছে যে, বিশ্র (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন, দুই সাক্ষী যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে এবং কাযী তাদের সাক্ষ্য কার্যকর করে, তারপর এক সাক্ষী দাবী করে যে, ঐ মহিলা তার স্ত্রী, তালাকদাতার আগেই সে তাকে বিবাহ করেছিল এবং এ সম্পর্কে তার সাক্ষ্য-প্রমাণও আছে, কিন্তু মহিলা তা অস্বীকার করে, তবে তার সে দাবী গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে তারা দু'জন যদি এ সাক্ষ্য না দিত যে, সে তার স্ত্রী, কেবল এই সাক্ষ্য দিত যে, সে তাকে তিন তালাক দিয়েছে, তবে সেক্ষেত্রেও মাসআলা একই রকম হত।

এমনিভাবে দাসমুক্তি, বেচাকেনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি সাক্ষীর দাবী অস্বীকার করে এবং বলে, এ মাল আমরা তখনও একই হুকুম ।

এমনিভাবে সাক্ষী যদি বলে, আমরা তাকে এটা বিক্রির আদেশ করেছি, তখনও তাদের দাবী গৃহীত হবে না, তাতে বিক্রেতা বিক্রির কথা অস্বীকার করুক বা ক্রেতা ক্রয়ের কথা অস্বীকার করুক।

কাযী যদি সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে এবং তারপর তারা দাবী করে সে মাল তাদের, তবু তাদের যে দাবী গ্রহণযোগ্য নয়।

এমনিভাবে তারা যদি কাযীর সামনে সাক্ষ্য না দেয়, বরং চুক্তিপত্র বা ক্রয়ের রশিদে সাক্ষী হয়, কিন্তু মৌখিক কোন স্বীকারোক্তি দান না করে, তবে এ ক্ষেত্রেও তাদের কোন দাবী দাওয়া চলবে না।

একই গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে, সে এই মহিলাকে তালাক দিয়েছে, কিন্তু একথা না বলে যে, সে তার স্ত্রী, তথাপি কাযী তার সাক্ষ্য কার্যকর করে, তারপর ঐ সাক্ষী দাবী করে যে, এ মহিলা আমার স্ত্রী, আমি তাকে চিনতে পারিনি, যেহেতু তার সংগে আমার এখনও একান্ত বাস হয়নি, তবে এ সম্পর্কে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। এমনিভাবে যদি সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, এ মহিলা নিজেকে তার স্ত্রী বলে স্বীকার করেছে, এ সাক্ষ্য না দেয় যে, সে তার স্ত্রী, সে মতে কাযী ঐ মহিলার স্বীকারোক্তি অনুমোদন করেন, তারপর সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে এক বছর আগে বিবাহ করেছে, কিন্তু সাক্ষ্য দানকালে সে তাকে চিনতে পারেনি, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং কাযীর পূর্বেকার রায় বাতিল হয়ে যাবে। এভাবে সাক্ষী স্ত্রী হিসেবে ঐ মহিলাকে ফিরে পাবে। দেখা যাচ্ছে, তালাকের মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মধ্যে মতভেদ আছে (আয-যাখীরা)।

৬৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলভুক্ত কোন বস্তুর মালিকানা দাবী করে, কিন্তু মালিকানার সূত্র উল্লেখ না করে, তারপর আবার সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধেই এবং সেই একই কাযীর

সম্মুখে নতুন কোন সূত্রে সেই মালের মালিকানা দাবী করে, তবে তার সে দাবী শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে প্রথমে যদি সূত্রের উল্লেখপূর্বক সে মালের মালিকানা দাবী করে এবং তারপর আবার সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধেই সূত্রের উল্লেখ ছাড়া সে মালের মালিকানা দাবী করে, তবে তা শুদ্ধ হবে না (আল-মুহীত) এবং এরই উপর ফাতওয়া (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৬৪. মাসআলা ঃ যদি প্রথমে দাবী করে যে, এ পশুটি তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে, তারপর আবার একই কাযীর সম্মুখে বিশেষ কোন সূত্রে তার মালিকানা দাবী করে তবে তার এ দ্বিতীয় দাবী সহীহ্ হওয়ার কথা নয়, পক্ষান্তরে প্রথমে যদি সাধারণভাবে (অর্থাৎ সূত্রের উল্লেখ ছাড়া) মালিকানা দাবী করে এবং পরে একই কাযীর সম্মুখে সেই পশুতে বিশেষ সূত্রে মালিকানা দাবী করে, তবে তা সহীহ্ হবে (আল-মুহীত)।

৬৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে বাড়ির নির্দিষ্ট এক অর্ধেকের মালিকানা দাবী করে এবং তারপর সম্পূর্ণ বাড়িটির মালিকানা দাবী করে, তবে তা গৃহীত হবে না, কিন্তু এর বিপরীত হলে গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৬৬. মাসআলা ঃ তবে সঠিক কথা এই যে, উভয় অবস্থায়ই দাবী গ্রহণযোগ্য। হ্যাঁ অর্ধেকের দাবীর সময় যদি বলে, অন্য অর্ধেকে আমার কোন হক নেই, তবে তার উভয় দাবীই বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৬৭. মাসআলা ঃ যদি কারও দখলভুক্ত বাড়িটির ক্রয়সূত্রে মালিকানা দাবী করে এবং পরে প্রকাশ পায় যে, দাবী উত্থাপনের দিন বাড়িটি বিবাদীর দখলে ছিল না, বরং অন্য এক ব্যক্তির দখলে ছিল, তারপর সেই বাদী অন্য এক মজলিসে দখলদারের বিরুদ্ধে সেই বাড়িটির মালিকানা দাবী করে, কিন্তু মালিকানার সূত্র উল্লেখ না করে, তবে বলা হয়ে থাকে যে, তার সে দাবী শুদ্ধ হবে না এবং এটাই বিশুদ্ধতর মত। এটা সেই অবস্থায়, যখন প্রথমে ক্রয়ের দাবী করে, কিন্তু কবযার কথা উল্লেখ না করে। পক্ষান্তরে প্রথমে যদি কবযাসহ ক্রয়ের দাবী করে এবং তারপর একই কাযীর সম্মুখে এবং একই বিবাদীর বিরুদ্ধে সাধারণভাবে মালিকানা দাবী করে, তবে কি তা গৃহীত হবে ? বলা হয় যে, এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ থাকার কথা, যেমন বাদীর কবযাসহ ক্রয়ের দাবী আর সাক্ষিগণদের সাধারণভাবে মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৬৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে এবং তার কথা হচ্ছে যে, সে বাড়িটি এক ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করেছে। তারপর এক ব্যক্তি এসে কাযী ছাড়া অন্য কারও সম্মুখে দাবী করল যে, এ বাড়িটি তার, সে এটি সেই ব্যক্তিকে সাদাকা করেছে, যে এই দখলদারের কাছে বিক্রি করেছে। এর এক মাস বা এক বছর পর দখলদার ব্যক্তি কাযীর আদালতে মকদ্দমা পেশ করল এবং দাবী করল যে, এটি তার বাড়ি, সে এটা অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করেছে, অর্থাৎ যার কাছ থেকে কেনার কথা সে বলত, তার নাম উল্লেখ করল। সে ক্রয়ের যে তারিখ উল্লেখ করেছে তা যদি সাদাকার তারিখের আগে হয় তবে তার সাক্ষিগণের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর যদি ক্রয়ের তারিখ সাদাকার তারিখের পরের হয় তবে তা গৃহীত হবে (আল-আক্‌যিয়া)।

৬৯. মাসআলা ঃ যদি তারিখ উল্লেখ না করে তবে তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, তাতে সে সাদাকার ক্ষেত্রে কবযা করার কথা বলুক বা নাই বলুক তাতে কিছু যায় আসে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সে যদি ক্রয়ের তারিখের পরে সাদাকা করার দাবী করে, তবে সে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে না (আয-যাখীরা, আল-মুহীত)। দাবী ও সাক্ষ্যের মধ্যে বিরোধ অনুচ্ছেদ।

৭০. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে যে, এ বাড়ি সে তার পিতার থেকে কিনেছে এবং তারপর মীরাস সূত্রে পাওয়ার দাবী করে, তবে তা গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে প্রথমে মীরাসের এবং পরে ক্রয়ের দাবী করলে তা গৃহীত হবে না, যেহেতু এ দাবী স্ববিরোধী (খিযানাতুল-মুফ্‌তীন)।

৭১. মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি প্রথমে মাহ্‌র-ই মিছ্‌ল দাবী করে এবং পরে ধার্যকৃত মোহরানা দাবী করে, তবে তার দ্বিতীয় দাবী গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে প্রথমে যদি ধার্যকৃত মোহরানার এবং তারপর মাহ্‌র-ই মিছ্‌ল, দাবী করে তবে তার দ্বিতীয় দাবী গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

৭২. মাসআলা ঃ স্ত্রী তার স্বামীর কাছে মোহরানা দাবী করলে স্বামী যদি একবার বলে, আমি তোমাকে তা পরিশোধ করেছি এবং আরেকবার বলে, তোমার বাবার কাছে তা পরিশোধ করেছি, তবে তার কথা কি পরস্পর বিরোধী হবে? মাশাইখগণ বলেন, পরস্পর বিরোধী হবে না (আল-ফুসূলুল-আশ তাবৃশানিয়্যা)।

৭৩. মাসআলা ঃ একবার এই ঘটনা ঘটল যে, এক ব্যক্তি তার সেবিকা (ক্রীতদাসী)-কে বিবাহ দিল। তারপর সে দাবী করল, সেবিকাটি তার বিবাহাধীন ছিল এবং সে তাকে তালাক দেয়নি। এ ব্যাপারে ফাত্‌ওয়া চাওয়া হল যে, তার এ দাবী কি গৃহীত হবে ? আল-আশতারূশানী (র) বলেন, তার দাবী স্পষ্টতই স্ববিরোধী। কাজেই গৃহীত হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৭৪. মাসআলা ঃ এক মহিলা একটি আঙ্গুর বাগান বিক্রি করল। তার এক নাবালক পুত্র দাবী করল যে, বাগানটি তার। সে তার মৃত পিতা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে এটা লাভ করেছে। বিক্রেতা অর্থাৎ তার মাও তার কথা সত্য বলে স্বীকার করল এবং সে এটাও বলল যে, সে শিশুটির ওয়াসী নয়। মাশাইখগণ বলেন, বিক্রিকালে যদি সে নিজেকে ওয়াসী বলে দাবী করে থাকে, তবে পরবর্তীতে তার এই কথা গ্রহণযোগ্য হবে না যে, সে তার ওয়াসী ছিল না। কাজেই সে যখন স্বীকার করল যে, সে বাগানটি বিক্রি ও ক্রেতার হাতে সমর্পণ করে শিশুর সম্পত্তি নষ্ট করেছে, তখন তাকে বাগানটির প্রকৃত মূল্য শিশুকে প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে শিশুটির প্রকৃত অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া শিশুটির সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল বাড়িটি তার এবং সে এক বছর আগে তার পিতার মীরাস হিসাবে এটি পেয়েছে। সে তার সপক্ষে সাক্ষী হাযির করল। সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিল যে, সে দু'বছর আগে বাড়িটি দখলদারের কাছ থেকে ক্রয় করেছে। বাদীও এরূপ দাবী করল। এক্ষেত্রে কাযী তাদের এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না এবং বাড়িটির ব্যাপারে বাদীর অনুকূলে রায় দেবে না। বাদী যদি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং বলে, আমি দখলদারের কাছ থেকে এটা দু'বছর আগে ক্রয় করেছিলাম, যেমন তারা সাক্ষ্য দিয়েছে, তারপর আমি এটা আমার পিতার কাছে বিক্রি করে দেই এবং এক বছর আগে আবার তার উত্তরাধিকার সূত্রে এর মালিক হই আর সাক্ষিগণও এরূপ সাক্ষ্যদান করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটি তারই।

হিবা বা সাদাকার দাবী করার ক্ষেত্রেও ক্রয়ের দাবীর মতই বিধান হবে (আল-মুহীত)।

৭৬. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে যে, এক বছর আগে এটা তাকে সাদাকা করা হয়েছে, তারপর আবার দাবী করে, সে দু'মাস আগে এটা কিনেছে এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে না। অবশ্য যদি উভয় দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাতে পারে, যেমন

বলল, সে আমাকে ঠিকই এটা সাদাকা করেছিল এবং আমি কবযাও করেছিলাম পরে কোনভাবে এটা তার হাতে চলে যায়, তখন সে সাদাকার কথা অস্বীকার করে, ফলে আমি এটা তার থেকে কিনে নেই, কাজেই সাদাকাই আমার মালিকানার মূল সূত্র, ক্রয় করা হয়েছিল কেবল সেটা দখলমুক্ত করার জন্য, তবে তার এ বক্তব্য গৃহীত হবে।

যদি এক বছর আগে সাদাকার দাবী করে আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে দু'মাস আগে এটা তার কাছ থেকে কিনেছে, তবে তা গৃহীত হবে না। হ্যাঁ, যদি উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তবে গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলভুক্ত বাড়ি সম্পর্কে দাবী করে যে, সে এটা তাকে হিবা করেছিল, তাকে সাদাকা করে এবং সে দু'জন সাক্ষীও পেশ করে, কিন্তু তারা সাক্ষ্য দেয় সাদাকা সম্পর্কে, তখন সেও বলে যে, সে এটা আমাকে কখনও হিবা করেনি, অথচ এর আগে কাযীর সামনেই হিবার দাবী করেছে, তবে এর দ্বারা তার পক্ষ হতে সাক্ষীদ্বয়কে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে যদি দাবী করে যে, এটা উত্তরাধিকার সম্পত্তি সে এটা কখনও কেনেনি, তারপর এসে বলে, আমি এর মালিক হয়েছি ক্রয়সূত্রে, কখনও উত্তরাধিকার হিসেবে পাইনি, তারপর সে দু'জন সাক্ষী হাযির করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে এটা এক বছর আগে কিনেছে, তবে তা গৃহীত হবে না।

যদি হিবার দাবী করে আর একথা না বলে যে, সে তাকে এটা কখনও সাদাকা করেনি, তারপর সে দু'জন সাক্ষী হাযির করে, যারা সাদাকার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় আর সে তখন বলে, হিবাকারী যখন হিবার কথা অস্বীকার করল তখন আমি অনুরোধ করলাম, যেন এটা আমাকে সাদাকা করে দেয়, তখন সে সাদাকা করেছে, তবে তার এ দাবী ও সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে।

এমনিভাবে যদি বলে, আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, তারপর আবার বলে, সে আমার মীরাস প্রাপ্তির কথা অস্বীকার করেছিল, ফলে আমি এটা তার কাছ থেকে কিনে নিয়েছে, তারপর সে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, এটা সে ক্রয় করেছে তবে তা গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রথম ক্রয়ের দাবী করত, তারপর মীরাস সূত্রে প্রাপ্তির সপক্ষে দু'জন সাক্ষী হাযির করত তাহলে তা গৃহীত হত না (আল-মাবসূত)।

৭৮. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে, এ বাড়ি তার, সে তার পিতার হতে উত্তরাধিকার সূত্রে এটা পেয়েছে, তারপর আবার সে অন্য একজনের সংগে মিলে দাবী করে যে, তারা দু'জন এটা মৃত ব্যক্তি হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে, এবং এ সম্পর্কে তারা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৭৯. মাসআলা ঃ এক শিশুর কয়েকখণ্ড মওরূছী সম্পত্তি আছে। সে বালেগ হওয়ার পর একখণ্ড জমি সম্পর্কে দাবী করল যে, তার ওয়াসী এটা চাপের মুখে বিক্রি করেছে এবং চাপের মুখেই ক্রেতার হাতে সমর্পণ করেছে, কাজেই আমি এটা ক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নিতে চাই। তারপর আবার সে দাবী করল যে, তার ওয়াসী এটা অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে বিক্রি করেছে। এক্ষেত্রে কাযী তার দ্বিতীয় দাবী শুনবে (আয-যাখীরা)।

৮০. মাসআলা ঃ কেউ কারো কাছ থেকে একটা গোলাম কেনার পর বিক্রেতা দাবী করল যে, সে মালিকের অনুমতি ছাড়াই গোলামটি বিক্রি করেছে। এভাবে সে ক্রেতার কাছ থেকে গোলামটি ফেরত নিতে চাইল, কিন্তু ক্রেতা তা অস্বীকার করল। অথবা ক্রেতার দাবী বিক্রেতা

pdf By Syed Mostafa Sakib

এটা মালিকের অনুমতি ছাড়াই বিক্রি করেছে, সে মতে সে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিতে চাইল। তার এ দাবী শুদ্ধ হবে কি ? না, তার দাবী শুদ্ধ নয়। সুতরাং সে যদি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে চায় তবে তা গৃহীত হবে না। এমনিভাবে তার যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, ফলে সে বিবাদী হতে তার ফুসূলী হওয়া সম্পর্কে কসম নিতে চায়, তবে সে অধিকারও তার থাকবে না (আল-মুহীত)।

৮১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, এ বাড়িটি আমার, তারপর দাবী করে যে, এটা তাকে ওয়াক্ফ করা হয়েছে, তবে তা গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রথমে ওয়াক্ফের দাবী করে এবং পরে নিজ মালিকানা দাবী করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয় (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৮২. মাসআলা ঃ কেউ যদি একখণ্ড জমি বিক্রি করার পর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ জমি তার ও তার সন্তান-সন্ততিদের প্রতি ওয়াক্ফ করা হয়েছিল, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যেহেতু বিক্রির পর ওয়াক্ফের দাবী সম্পূর্ণ স্ববিরোধী। সুতরাং সে যদি এ সম্পর্কে বিবাদী হতে কসম নিতে চায়, তবে সে ইখতিয়ারও তার থাকবে না। কেউ বলেন, সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করলে তা গৃহীত হবে। বলা হয় যে, গৃহীত না হওয়ার মতই বেশী সঠিক ও অধিকতর সতর্কতামূলক (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৮৩. মাসআলা ঃ 'আল-আজনাস'-গ্রন্থে আছে যে, জমির ক্রেতা যদি স্বীকার করে যে, তার কেনা জমিটি আসলে কবরস্থান বা মসজিদ এবং কাযী তার প্রতিপক্ষের সম্মুখে তার এ স্বীকারোক্তি কার্যকর করে এবং তারপর ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেওয়ার লক্ষ্যে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে। (আল-মুহীত)।

৮৪. মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি বিক্রেতার বিরুদ্ধে দাবী করে যে, তুমি আমার কাছে যে জমি বিক্রি করেছ, সেটা অমুক মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত, তবে তা গৃহীত হবে এবং তাদের মধ্যকার বেচাকেনা বাতিল হয়ে যাবে। এটা ফকীহ আবূ জা'ফর (র)-এর মত। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, আমরা এ মতই গ্রহণ করি। কেউ বলেন, তার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রথমোক্ত মতই বিশুদ্ধতর (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৮৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলের টাকা সম্পর্কে দাবী করে, এটা যৌথ কারবারের অর্থ এবং তারপর দাবী করে তার হাতে সেটা ঋণ হিসেবে আছে, যা তার পাওনা, তবে তা গৃহীত হবে। এর বিপরীত বলে গৃহীত হবে না। কেননা যৌথ কারবারের টাকা অস্বীকার করলে দেনা হয়ে যায়, কিন্তু দেনা কখনও যৌথ সম্পত্তি হতে পারে না (আল ফুসূলুল-আশতারুনিয়্যা)।

৮৬. মাসআলা ঃ কেউ কারো বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তোমার কাছে অমুক ব্যক্তি এত টাকা পেত। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী হিসেবে এখন তোমার কাছে সে টাকা আমার প্রাপ্য। বিবাদী বলল, আমি সে টাকা তাকে পরিশোধ করেছি। এই বলে সে সাক্ষী আনতে গেল, কিন্তু আর ফিরে আসল না। তারপর বাদী অপর এক মজলিসে তার দাবীর পুরাবৃত্তি করল। এবার যদি বিবাদী বলে, তুমি যে তার ওয়ারিশ সেটা আমার জানা নেই, তবে তার সে কথা গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৮৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলাকে স্ত্রী বলে দাবী করে কিন্তু মহিলাটি তা অস্বীকার করে, তারপর সেই ব্যক্তি মারা যায় এবং সে মহিলা তার মীরাসের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়, তবে সে মীরাস পাবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮৮. মাসআলা ঃ যদি মহিলাটি বিবাহের দাবী করে এবং পুরুষ তা অস্বীকার করে, তারপর সে মহিলা মারা যায় এবং পুরুষটি স্বামী বলে তার মীরাস দাবী করে, তবে সে মীরাস পাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে 'আল-নাওয়াদির' গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮৯. মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে তিন তালাকের দাবী করে কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করে, তারপর স্বামী মারা যায় এবং স্ত্রী তার মীরাস দাবী করে, তবে সে তার মীরাস পাবে না। এমনিভাবে স্ত্রী যদি নিজের দাবী মিথ্যা বলে স্বীকার করে এবং বলে তার স্বামী মৃত্যুর আগে তাকে তালাক দেয়নি। তবুও সে মীরাস পাবে না (আল-মুহীত)।

৯০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল গোলামটি তার, কিন্তু দখলদার ব্যক্তি তা অস্বীকার করল এবং দাবী করল সেটি তারই গোলাম। কাযী তাকে নির্দেশ দিল, তুমি কসম করে বল যে, গোলামটি এই বাদীর নয়, কিন্তু সে এ রকম কসম করতে অস্বীকার করল। কাযী তার সে অস্বীকৃতির ভিত্তিতে রায় দিল যে, গোলামটি বাদীরই। তখন যদি দখলদার ব্যক্তি বলে আমি মামলার আগে গোলামটি তার কাছ থেকে কিনেছিলাম এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে এবং গোলামটি তার বলে রায় দেওয়া হবে। সে যে পূর্বে কসম করতে অস্বীকার করেছিল, তাদ্বারা তার পক্ষ হতে তার সাক্ষীদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি এ বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ গোলাম আমার এবং সে আমারই মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে তারপর সে আবার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, আমি এটি অমুকের কাছ থেকে কিনেছি অর্থাৎ বাদী ছাড়া অন্য কারও নাম বলে, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (আয-যাখীরা)।

৯১. মাসআলা ঃ ঈসা ইব্ন আবান (র) তাঁর 'নাওয়াদির'-এর উল্লেখ করেন, তিন ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তাদের পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে এই ব্যক্তির কাছে তাদের এত টাকা পাওনা আছে। কাযী তাদের অনুকূলে রায় প্রদান করল। তারপর তাদের একজন বলল, এই ব্যক্তির কাছে আমাদের যে টাকা প্রাপ্য বলে রায় দেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে টাকায় আমার কোন হক নেই, তার মালিক আমার এই দুই ভাই। তো তার এ কথার কারণে বিবাদীর প্রদেয় হতে কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। অবশ্য সে যদি বলে, এ টাকায় আমার আদৌ কোন হক ছিল না, এটা পাবে কেবল আমার এই দুই ভাই, তবে বিবাদী হতে তার অংশ বাতিল হয়ে যাবে।

কাযী তাদের পক্ষে রায় দেওয়ার আগে যদি সে বলে, এ টাকায় আমার কোন হক নেই, এটা কেবল আমার এই দুই ভাইয়ের, তবে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা তো তোমাদের পিতার দাবী করলে, তা এর কী রহস্য যে, এটা তাদের দু'জনের হয়ে গেল, আর তুমি পাচ্ছ না ? সে যদি এমন কোন কারণ দেখাতে পারে, যদ্দরুন সে তা থেকে বাদ পড়েছে, তবে তা গৃহীত হবে। সে এরূপ কথা বলার পর যদি মারা যায়, তবে কাযী অপর দুই ভাইয়ের পক্ষে রায় দেবে যে, তারা সে টাকার দুই-তৃতীয়াংশ পাবে আর ঐ ভাইয়ের অংশ ছেড়ে দেওয়া হবে।

যারা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে, তাদের মধ্যে যদি পারস্পরিক লেনদেন থাকে এবং তারা বিবাদীর বিরুদ্ধে মীরাস সম্পর্কে কোন দাবী না তোলে, বরং তারা তার কাছে কোন মাল বিক্রি করেছিল এবং সে মালের দাম দাবী করে, তারপর তাদের একজন বলে যে, ঐ টাকা কেবল এই দু'জনেরই প্রাপ্য, আমার তাতে কোন হক নেই, তবে তা কেবল সেই দু'জনেরই হবে এবং সে ক্ষেত্রে বিবাদীর প্রদেয় হতে কিছুই হ্রাস পাবে না (আল-মুহীত)।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ দুই ব্যক্তির দাবী প্রসংগ

[এর অধীনে চারটি অনুচ্ছেদ আছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট মালে সূত্রবিহীন মালিকানার দাবী প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-আসল' গ্রন্থে বলেন, কেউ যদি কারও দখলভুক্ত বাড়ির বা অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির কিংবা কোন অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা দাবী করে এবং দাবীদার ও দখলদার উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে দাবীদারের সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। এ ব্যাপারে আমাদের তিনও ইমাম একমত। এটা সেই অবস্থায়, যখন তাদের কেউ তারিখ উল্লেখ না করে। যদি উভয়ে তারিখ উল্লেখ করে এবং উভয়ের তারিখ একই হয়, তখনও মাসআলা একই রকমের হবে। অর্থাৎ বাড়িটি যার দখলে নয়, তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে।

যদি উভয়ে তারিখ উল্লেখ করে এবং একজনের তারিখ আগের হয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যার তারিখ আগের তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও পরবর্তীকালে অনুরূপ রায় দিয়েছেন।

যদি তাদের একজন তারিখ উল্লেখ করে এবং অপরজন তারিখ উল্লেখ না করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বেদখল ব্যক্তির অনুকূলে রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ কেউ অন্য কারো দখলের বাদীর মালিকানা দাবীর করে বলল যে, সে এক বছর আগে এর মালিকানা লাভ করেছে। অপরদিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে অমুকের কাছ থেকে এ বাড়িটি দু'বছর আগে কিনে কবযা করেছে এবং বিক্রিকালে সে ব্যক্তি এর মালিক ছিল। এ ক্ষেত্রেও বেদখল দাবীদারের অনুকূলে রায় দেওয়া হবে (আয-জাহীরিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ বেদখল ব্যক্তি যদি দাবী করে, এটি তার গোলাম, তার সংগে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে চুক্তি হয়েছিল এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে; অপর দিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তারই গোলাম, তার সংগে তার এক হাজার টাকার বিনিময়ে কিতাবাতের চুক্তি হয়েছিল, তবে রায় দেওয়া হবে যে, সে উভয়েরই মুকাতাব এবং এ অর্থ সে উভয়কে পরিশোধ করবে (আয-যাখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি একজন দাবী করে যে, সে তার মালিক এবং সে তাকে মুদাব্বার বানিয়েছে (অর্থাৎ ঘোষণা দিয়েছে যে, তার মৃত্যুর পর সে আযাদ) এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, অপর দিকে অন্যজন দাবী করে যে, সে তার সংগে কিতাবাতের চুক্তি করেছে, তবে যে ব্যক্তি মুদাব্বার বানানোর দাবী করেছে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণই অধিকরত গ্রহণযোগ্য (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি দু'জন একটি গোলামের মালিকানা দাবী করে কিন্তু কেউ মালিকানার সূত্র উল্লেখ না করে আর গোলামটি তৃতীয় কারও দখলে থাকে এবং তারা কেউ তারিখ উল্লেখ না করে, অথবা উভয়ে একই তারিখ বলে, তবে সেটি তারা উভয়ে অর্ধাধি করে পাবে (আল-খুলাসা)।

৬. মাসআলা ঃ যদি উভয়ে তারিখ উল্লেখ করে এবং একজনের তারিখ আগের হয়, তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যার তারিখ আগের তার অনুকূলেই রায় দেওয়া হবে। এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর পরবর্তীকালীন এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর পূর্ববর্তী মত।

যদি একজন তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজন তারিখ ছাড়াই মালিকানা দাবী করে তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ীই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের উভয়ের মধ্যে সেটি বণ্টন করে দেওয়া হবে এবং এটাই সহীহ্। সাহিবাইনের মত কি সে সম্পর্কে বর্ণনার বৈপরিত্য রয়েছে। ইমাম খাহারাযাদে (র) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রাক্তন মত ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর পরবর্তী কালীন মত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতেরই অনুরূপ অর্থাৎ গোলামটি তারা উভয়েই পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ কোন বাড়ি বা অস্থাবর সম্পত্তি দুই ব্যক্তির দখলে আছে। তাদের উভয়ে তার মালিকানার দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। তারা কেউ যদি তারিখ উল্লেখ না করে অথবা উভয়ে একই তারিখ বলে তবে রায় দেওয়া হবে যে, তারা উভয়ে বাড়িটি অর্ধাধি পাবে, যদি উভয়ে তারিখ উল্লেখ করে, কিন্তু একজনের তারিখ আগের হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আগের তারিখের পক্ষেই রায় হবে। এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর পরবর্তীকালীন মত। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর পূর্ববর্তী মতও এটাই ছিল।

যদি একজন তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজন উল্লেখ না করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উভয়ের পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। সুতরাং গোলামটি তারা অর্ধেক করে পাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতও তাই, তবে তা সেই মত অনুযায়ী, সে মতে তাদের নিকট তারিখ বিবেচ্য নয়। আর সে মতে তারিখ বিবেচ্য, যে মত অনুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তারিখ উল্লেখকারীর অনুকূলে রায় দেওয়া হবে এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে যে ব্যক্তি তারিখ উল্লেখ করেনি, তার পক্ষেই রায় হবে, কেননা যে ব্যক্তি তারিখ উল্লেখ করেনি, প্রকৃতপক্ষে তার তারিখই আগের (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, গোলামটি তার, দখলদার ব্যক্তি এটা তার থেকে গসব করেছে অথবা বলে, দখলদার ব্যক্তি এটা তার থেকে গসব করেছে অথবা বলে, দখলদার ব্যক্তি এটা তার কাছ থেকে ভাড়ায় এনেছে বা ধার হিসেবে এনেছি কিংবা বলে, সে দখলদারের কাছে এটা বন্ধক রেখেছে। অপরদিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এটা তার মালিকানাভুক্ত। সে তাকে আযাদ করেছে বা মুদাববার বানিয়েছে অথবা সেটি একটি ক্রীতদাসী এবং দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এটা তার মালিকানাভুক্ত। সে তাকে আযাদ করেছে বা মুদাববার বানিয়েছে অথবা সেটি একটি ক্রীতদাসী এবং দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে তাকে উম্মু ওয়ালাদ বানিয়েছে (অর্থাৎ তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছে)। এক্ষেত্রে বেদখল ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সুতরাং রায় তার পক্ষেই হবে (আয-যাখীরার)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বাড়িটি তার। তৃতীয় এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এ বাড়ি তার এবং প্রথম বাদী এটি তার কাছ থেকে গসব করেছে। এ ক্ষেত্রে সাক্ষিগণ যার কাছ থেকে গসব করা হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিয়েছে, রায় দেওয়া হবে যে, সেই বাড়িটির মালিক। গসবের দাবীর স্থলে যদি আমানত রাখার দাবী হত, তখনও মাসআলা এ রকমই হত (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ সা'দ ও যায়দ-এর দখলে একটি বাড়ি আছে। বক্‌র দাবী করল যে, বাড়িটি তার এবং সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। অপর দিকে সা'দ ও যায়দও আপন-আপন মালিকানার দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটির অর্ধেক পাবে তারা দু'জন এবং অর্ধেক পাবে বকর।

বকর যদি সা'দের বিরুদ্ধে গসব বা আমানতের দাবী তোলে, তবে যায়দ পাবে বাড়িটির এক-চতুর্থাংশ এবং বাকি সব পাবে বকর।

এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, কোন মাল সম্পর্কে যদি এমন দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, যাদের কারও দখলে সে মাল নেই, আর তাদের একজন অপরজনের বিরুদ্ধে গসবের দাবী করে, এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, তবে যে ব্যক্তি গসবের দাবী করেছে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। যার বিরুদ্ধে গসবের দাবী করা হয়েছে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী রায় দেওয়া হবে না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

যদি বকর দাবী করত যে, সা'দ তার কাছ থেকে গসব করেছে এবং সা'দ দাবী করত, বকর গসব করেছে, অন্যদিকে যায়দ সাধারণভাবে মালিকানা দাবী করত, তবে বাড়িটির অর্ধেক দেওয়া হত বকরকে এবং অর্ধেক তাদের দু'জনকে।

যদি বকর দাবী করে সা'দ গসব করেছে আর সা'দ দাবী করে, যায়দ গসব করেছে আর যায়দ সাধারণভাবে মালিকানা দাবী করে, তবে বাড়িটির এক-চতুর্থাংশ পাবে যায়দ এবং বাকি সব বকর।

যদি বকর দাবী করে সা'দ গসব করেছে আর সা'দ বলে, যায়দ গসব করেছে আর যায়দ বলে, বকর গসব করেছে, তবে সা'দের হাতে যে অর্ধেক আছে, তা পাবে যায়দ এবং যায়দের হাতে যে অর্ধেক আছে, তা পাবে বকর।

যদি সা'দ ও যায়দ দাবী করে যে, বকর গসব করেছে আর বকর দাবী করে সা'দ গসব করেছে, তবে সা'দের হাতে যে অর্ধেক আছে, তা পাবে যায়দ আর যায়দের হাতে যে অর্ধেক আছে, তা বকর ও সা'দের মধ্যে অর্ধাধি বণ্টন হবে (আল-কাফী)।

১১. মাসআলা ঃ যদি সা'দ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটা আমার বাড়ি আমার কাছ থেকে এটা যায়দ গসব করেছে, আর যায়দ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটা আমার বাড়ি, আমার কাছ থেকে এটা সা'দ গসব করেছে, অপরদিকে বকর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটা আমার বাড়ি, আমার কাছ থেকে এটা সা'দ ও যায়দ গসব করেছে, তবে বকর পাবে বাড়িটির অর্ধেক এবং বাকি অর্ধেক পাবে সা'দ ও যায়দ। তাদের মধ্যে তা অর্ধাধি ভাগ করা হবে। (আল-মুহীত)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ উত্তরাধিকার, ক্রয় হিবা ইত্যাদি সূত্রে নির্দিষ্টতা গুণসম্পন্ন বস্তু (اعيان) -এর মালিকানা দাবী প্রসংগ।

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে একটা বাড়ি আছে। দুই ব্যক্তি সেটির মালিকানা দাবী করল। তাদের প্রত্যেকে বলল, এটি তার বাড়ি, সে তার পিতা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। এক্ষেত্রে সমাধান এই যে, তারা কেউ যদি তারিখ উল্লেখ না করে অথবা উভয়ে একই তারিখ উল্লেখ করে, তবে বাড়িটি তাদের উভয়ের মধ্যে সমান ভাগ করা হবে। যদি একজন আগের ও একজন পরের তারিখ বলে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পরবর্তীকালীন মত অনুযায়ী আগের তারিখের পক্ষেই রায় হবে। যেমন

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল-মুনতাকা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আল-আস্‌ল-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও পরবর্তীতে এই মত গ্রহণ করেন। আর ইব্‌ন সামাআ-এর বর্ণনা অনুসারে এটা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর প্রাক্তন মত (আয-যাখীরা)।

২. মাসআলা ঃ এমনিভাবে তারা যার যার থেকে মীরাস পেয়েছে, তাদের মালিকানা সম্পর্কে যদি তারিখ বর্ণনা করে, তবে যার তারিখ আগের হবে, তার কথাই গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ যদি একজন তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজন তারিখ উল্লেখ না করে তবে তিনও ইমামের মতে রায় দেওয়া হবে যে, তারা বাড়িটি অর্ধার্ধি করে পাবে (আল-কাফী)।

৪. মাসআলা ঃ বাড়িটি যদি একজনের দখলে থাকে, তবে বেদখল ব্যক্তির অনুকূলেই রায় হবে। অবশ্য দখলদারের বর্ণিত তারিখ যদি আগের হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রগণ্য। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তখনও বেদখল ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে। যদি একজন তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজন উল্লেখ না করে, তবে তিনও ইমামের মতে বাড়িটি বেদখল ব্যক্তিই পাবে।

যদি বাড়িটি উভয়ের দখলে থাকে, তবে তিনও ইমামের মেত বাড়িটি তাদের মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করা হবে। অবশ্য একজনের বর্ণিত তারিখ পূর্বের হলে তারই অগ্রাধিকার লাভ হবে (আল-খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির প্রত্যেকে একটি বাড়ি ক্রয়ের দাবী করল। এক ব্যক্তি বলল, সে এটি কিনেছে অমুকের কাছ থেকে এবং বিক্রিকালে সে ব্যক্তি এর মালিক ছিল। অন্যজন অপর একজনের নাম নিয়ে বলল যে, সে এটি তার থেকে কিনেছে এবং সেও বিক্রিকালে এর মালিক ছিল। এক্ষেত্রে কাযী রায় দেবে যে, বাড়িটি উভয়েই পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ যদি উভয়ে একই ব্যক্তি হতে ক্রয়ের দাবী করে, কিন্তু কেউ তারিখ উল্লেখ না করে অথবা উভয়ে একই তারিখ উল্লেখ করে, তবে বাড়িটি উভয়ই পাবে (আল-কাফী)।

৭. মাসআলা ঃ সে ক্ষেত্রে উভয়কে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। অর্থাৎ কাযী যাদি রায় দেয় যে, বাড়িটি উভয়ে অর্ধার্ধি করে পাবে এবং উভয়কে ইখতিয়ার দান করে, সে মতে একজন অর্ধেক রাখতে রাযী হয় এবং অন্যজন রাযী না হয়, তবে যে ব্যক্তি অর্ধেকে রাযী হয়েছে, সে অর্ধেকই পাবে, তার বেশী নয় (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি উভয়ে তারিখ উল্লেখ করে এবং একজনের তারিখ আগের হয়, তবে তিনও ইমামের মতে যার তারিখ আগের তার অনুকূলেই রায় দেওয়া হবে।

যদি একজন তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজন না করে, তবে এক্ষেত্রেও তিনও ইমামের মতে যে ব্যক্তি তারিখ উল্লেখ করবে, তার পক্ষে রায় হবে।

মাল যদি উভয়ের দখলে থাকে, তবে তা উভয়ে অর্ধেক করে পাবে, কিন্তু উভয়ে যদি তারিখ উল্লেখ করে এবং একজনের তারিখ আগের হয়, তবে যার তারিখ আগের তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে।

যদি তা একজনের দখলে থাকে, তবে দখলদারই পাবে, তাতে সে তারিখ উল্লেখ করুক বা না-ই করুক। অবশ্য যদি উভয়ে তারিখ উল্লেখ করে এবং বেদখল ব্যক্তির তারিখ আগের হয়, তবে বেদখল ব্যক্তির অনুকূলেই রায় দেওয়া হবে (আল-কাফী)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি ও একটি গোলাম আছে। দুই ব্যক্তি ঐ বাড়ির মালিকানা দাবী করল। তাদের প্রত্যেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে দখলদারের

কাছে থাকা গোলামটির বিনিময়ে তার কাছ থেকে বাড়িটি ক্রয় করেছে। কিন্তু দখলদার ব্যক্তি উভয়ের দাবী প্রত্যাখ্যান করল। এ ক্ষেত্রে কাযী রায় দেবে যে, বাড়িটিও তারা দু'জনেই পাবে এবং গোলামটিও তাদের দু'জনেরই। সেই সংগে তাদের উভয়ের ইখতিয়ার লাভ হবে। যদি উভয়ে চুক্তি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তারা বাড়িটি অর্ধাধি নেবে এবং গোলামটি উভয়ের মধ্যে ভাগ হবে। যদি উভয়ে চুক্তি রহিত করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে উভয়ে গোলামটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে এবং গোলামের মূল্য তাদের মধ্যে অর্ধাধি ভাগ হবে। কাযী উভয়ের পক্ষে রায় ঘোষণার পর যদি তাদের একজন সম্পূর্ণ বাড়িটি গ্রহণ করতে চায়, তবে তার সে অধিকার থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ বাড়িটি যদি উভয় দাবীদারের হাতে থাকে, এবং বাকি সব অবস্থা উভয়ের অনুরূপ হয়, তবুও সমাধান একই রকমের হবে।

পক্ষান্তরে যদি বাড়িটি দুই দাবীদারের একজনের দখলে থাকে এবং বাকি সব অবস্থা উপরের মত হয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, দখলদার ব্যক্তিই বাড়িটি পাবে, সে ক্ষেত্রে তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না আর পূর্ণ গোলামটি পাবে অন্য দাবীদার (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি বাড়িটি তার দখলে না থাকে, কিন্তু সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে বাড়িটি কবযা করেছে, তবে কাযী রায় দেবে যে, বাড়িটি তারই প্রাপ্য (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি দখলদারকে বলে, বাড়িটির বিনিময় মূল্য আমার অধিকারে থাকে নি, বরং অপর দাবীদার তার অধিকারের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখিয়ে মোট নিয়ে গেছে, সুতরাং আমি এখন বাড়িটি তোমার কাছে ফেরত চাই, তবে তার কথায় কর্ণপাত করা হবে না। কেননা যে ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখিয়ে গোলামটিতে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ দখলদারের ব্যাপারে কার্যকর হবে না, যেহেতু দখলদারের সাক্ষ্য-প্রমাণ সে ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণের চেয়ে অগ্রগণ্য। সুতরাং গোলামটিতে তার প্রতিষ্ঠিত অধিকারও দখলদারের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে না। বিষয়টা এমন হয়ে গেল, যেন বিবাদীর স্বীকারোক্তি দ্বারা সেই ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপরিউক্ত সমাধান নেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন তারা উভয়ে ক্রয়ের, দাবী করে তারিখ ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তারিখসহ তারা ক্রয়ের দাবী করে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে দেখতে হবে উভয়ের তারিখ একই, না আগে-পরে আছে। যদি একজনের তারিখ আগের হয়, তবে বাড়িটির ব্যাপারে তার অনুকূলেই রায় হবে, তাতে বাড়িটি বিবাদীর দখলে থাকুক বা তাদের উভয়ের দখলে কিংবা তাদের যে-কোন একজনের দখলে। গোলামটির ব্যাপারে রায় দেওয়া হবে যে, সেটি অপর বাদীর প্রাপ্য (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি তাদের একজন তারিখ উল্লেখ করে, অপরজন নয়, আর বাড়িটি থাকে বিবাদীর হাতে, তবে যে বাদী তারিখ উল্লেখ করবে সে পাবে বাড়িটি আর অপরজন পাবে গোলাম। যদি একজন তারিখ বর্ণনা করে এবং অপরজনের কবযা চাক্ষুষভাবে বা সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে সে-ই রায় পাওয়ার উপযুক্ত হবে (আল-কাযী)।

১৪. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি তারিখ উল্লেখ করেনি, তার সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা স্বীকার করেছিল যে, বাদী তার কাছ থেকে ক্রয় ও কবযা করেছে, তবে তার (অর্থাৎ যে ব্যক্তি তারিখ বর্ণনা করেছে) তার পক্ষেই রায় হবে, যদি একজনের কবযা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত এবং অন্যজনের কবযা চাক্ষু হয়, তবে যার কবজা চাক্ষুষ তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৫. মাসআলা ঃ যদি বাড়ি তাদের একজনের দখলে থাকে এবং তাদের একজন তারিখ বলে, অন্যজন না বলে, তবে গোলাম ও বাড়ির উভয়ের মধ্যেই ভাগ করা হবে (আল-কাফী)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি প্রত্যেক বাড়ির সাক্ষিগণ ক্রয় ও চাক্ষুষ কবজার সাক্ষ্য দেয় অথবা সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা কব্জার কথা স্বীকার করেছে এবং তাদের একজন তারিখ উল্লেখ করে, কিন্তু অপরজন তারিখ উল্লেখ না করে, তবে দেখতে হবে বাড়িটি কার দখলে আছে। যদি বিক্রেতার দখলে থাকে, তবে তারিখ উল্লেখকারীর অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হবে। যদি সেই ব্যক্তির দখলে থাকে, যার সাক্ষিগণ তারিখ উল্লেখ করেনি, তবে সেই ব্যক্তিই বেশী হকদার হবে যার কবজা চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত।

বাড়িটি যদি উভয় ক্রেতার দখলে থাকে এবং উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে আর প্রত্যেকের সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে ক্রয় করেছে এবং তারা তাকে কবজা করতে দেখেছে কিংবা তারা সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা কবজার কথা স্বীকার করেছে, কিন্তু তাদের একজনের সাক্ষিগণ তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজনের সাক্ষিগণ তারিখ উল্লেখ না করে, তবে বাড়ি ও গোলাম উভয়ের মধ্যে ভাগ করা হবে এবং উভয়েকই ইখতিয়ার দেওয়া হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে কবজার তারিখকে ক্রয়ের তারিখের পর্যায়ে ধরা হবে। সুতরাং বাড়িটি যদি বিক্রেতার হাতে থাকে এবং প্রত্যেক বাদীর সাক্ষিগণ ক্রয় ও কবজার সপক্ষে সাক্ষ্য দেয় আর তারা কবজার তারিখ উল্লেখ করে, কিন্তু ক্রয়ের তারিখ উল্লেখ না করে, তবে যার কবজার তারিখ পূর্বের অর্থাৎ যে আগে কবজা করেছে, সেই বেশী হকদার হবে।

এমনিভাবে বাড়িটি যদি পরে, কবযাকারীর দখলে থাকে তবুও যার কবযা আগে হয়েছে, তার হকই অগ্রগণ্য।

যদি একজনের সাক্ষিগণ কবযার তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজনের সাক্ষিগণ তারিখ উল্লেখ না করে, আর বাড়িটি বিক্রেতার দখলে থাকে, তবে যার কবযার তারিখ বর্ণিত হয়েছে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। আর বাড়িটি যদি সেই ব্যক্তির দখলে থাকে, যার কবজার তারিখ বর্ণিত হয়নি, তবে তারই অগ্রাধিকার থাকবে। এ সবই সেই অবস্থায় যখন গোলামটি বিবাদীর হাতে থাকবে।

যদি গোলাম থাকে উভয় দাবীদারের হাতে আর বাড়ি বিবাদীর হাতে এবং অন্যান্য অবস্থা হয় উপরের মত, তবে বাড়ি ও গোলাম উভয়ের মধ্যে অর্ধাধি হবে আর উভয়কে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। তারা যদি চুক্তি বহাল রাখে, তবে বাড়িটি উভয়ের হবে আর যদি চুক্তি রহিত করে, তবে গোলামটি তাদের মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ হবে। এক্ষেত্রে বিবাদীকে তাদের অনুকূলে গোলামটির মূল্য পরিশোধ করতে হবে না (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে গোলামটির মালিক ছিল এবং সে এটি এই দখলদারের কাছে এক হাজার দিরহাম ও এক রাত্ল মদের বিনিময়ে বিক্রি করেছে। আরও এক ব্যক্তি-সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে ছিল এ গোলামের মালিক এবং সে এটি এই দখলদারের হাতে এক হাজার দিরহাম ও একটি শূকরের বিনিময়ে বিক্রি করেছে। কিন্তু দখলদার উভয়ের দাবী প্রত্যাখ্যান করল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এক্ষেত্রে গোলামটি উভয় দাবীদারকে অর্ধার্ধি ফেরত দেওয়া হবে আর যার হাতে সেটি সে গোলামটির মালিক ছিল এবং সে এটি এই দখলদারের কাছে এক হাজার দিরহাম ও এক রাত্ল মদের বিনিময়ে বিক্রি করেছে। আরও এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে ছিল এ গোলামের মালিক এবং সে এটি এই দখলদারের হাতে এক হাজার

দিরহাম ও একটি শূকরের বিনিময়ে বিক্রি করেছে। কিন্তু দখলদার উভয়ের দাবী প্রত্যাখ্যান করল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে গোলামটি উভয় দাবীদারকে অর্ধাধি ফেরত দেওয়া হবে আর যার হাতে সেটি আছে সে প্রত্যেককে গোলামটির অর্ধেক মূল্য আদায় করবে।

এমনিভাবে যদি তাদের প্রত্যেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে এই দখলদারের হাতে এটা অসিদ্ধ পন্থায় বিক্রি করেছে, তখনও একই রকমের সমাধান হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ ক্রেতার হাতে যদি গোলামটির মৃত্যু হয়, তবে প্রত্যেককে তার পূর্ণ গোলামের মূল্য (অর্থাৎ দ্বিগুণ মূল্য) আদায় করতে হবে (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত সমাধান হবে সেই ক্ষেত্রে যখন উভয়ের সাক্ষিগণ বলবে যে, দখলদার ব্যক্তি সে কথা স্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা বেচাকেনা করতে ও গোলামটি কব্জা করতে দেখেছে, তবে দেখতে হবে গোলামটি বেঁচে আছে, কি না বেঁচে থাকলে তারা সেটি অর্ধাধি করে ফেরত নেবে। তারা এর বেশী কিছু পাবে না। আর মারা গেলে তারা এক মূল্য ফেরত পাবে এবং সেটা ভাগাভাগি করে নেবে। এর বেশী কিছু তারা পাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির তৃতীয় জনের দখলী গোলামের মালিকানা দাবী করলো এবং প্রত্যেকে সাক্ষি পেশ করল। প্রত্যেকের সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দিল যে, সে এটি এই দখলদারের হাতে একশ' দিরহামের বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রি করেছে যে, সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাতে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যার দখলে গোলামটি আছে, সে তাদের দাবী অস্বীকার করে বলল, গোলামটি তার নিজের। এক্ষেত্রে দখলদারের এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে যাকে ইচ্ছা গোলামটি দেবে এবং অন্যজনকে দেবে তার মূল্য (আয-যাহীরিয়্যা)।

২১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। দুই ব্যক্তি সেটির দাবী করল ও সাক্ষী পেশ করল। প্রত্যেকের সাক্ষি সাক্ষ্য দিল যে, গোলামটি তার এবং সে এটি এক হাজার দিরহামে এই শর্তে দখলদারের কাছে বিক্রি করেছে যে, তার তিন দিনের ইখতিয়ার থাকবে। তো এ তিন দিনের ভেতর যদি তারা বিক্রি কার্যকর করে অথবা একজনে কার্যকর করে ও অন্যজন তাতে সম্মতি জানায়, তবে ক্রেতা সেটি রাখতে বাধ্য থাকবে, এবং তাদের প্রত্যেকে এক হাজার দিরহাম করে পাবে। যদি তাদের একজন বিক্রি অনুমোদন করে এবং অন্যজন বাতিল করে, তবে অনুমোদনকারী অর্ধেক মূল্য পাবে এবং যে বাতিল করল, সে পাবে পূর্ণ গোলামটি। তারা উভয়ে যদি বিক্রি বাতিল করে, তবে তারা গোলামটি অর্ধাধি করে গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে ক্রেতার কিছুই আদায় করতে হবে না।

দুই বাদীর কেউ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারে, কিন্তু দখলদার ব্যক্তি তাদের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, আর এটা জানা না থাকে যে, কে আগে বিক্রি করেছে, তবে তারা বিক্রি অনুমোদন করলে তো প্রত্যেকে এক হাজার দিরহাম করে পাবে। তারা যদি বিক্রি অনুমোদন না করে এবং ইখতিয়ারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তবে তারা গোলামটি অর্ধার্ধি করে গ্রহণ করবে। তখন ক্রেতার তাদের প্রত্যেককে গোলামটির অর্ধেক মূল্য আদায় করতে হবে। যদি একজন বিক্রি অনুমোদন করে এবং অন্যজন অনুমোদন না করে, তবে অনুমোদনকারী পূর্ণ এক হাজার গ্রহণ করবে এবং বাতিলকারী গ্রহণ করবে পূর্ণ গোলামটি (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

২২. মাসআলা ঃ ইব্ন হিশাম (র.) তাঁর 'নাওয়াদির'-গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এমন যদি হয় যে, এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সে এক বছর আগে এটি দখলদারের কাছ থেকে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছি। আরেক ব্যক্তি দাবী করল যে, সে পাঁচ মাস আগে এটি দখলদারের কাছ থেকে একশ' দীনারে ক্রয় করেছে। দখলদার বলল, আমি দ্বিতীয় দাবীদারের কাছে এটি একশ' দীনারে বিক্রি করেছি। কাযী রায় দিল যে, ব্যক্তি এক হাজার দিরহামে ক্রয়ের দাবী করেছে গোলামটি সেই পাবে। ফলে গোলামটি তার হাত সমর্পণ করা হল। তারপর ক্রেতা তাতে কোন দোষ পেয়ে কাযীর ফায়সালাক্রমে ফেরত দিল। তারপর একশ' দীনারে ক্রয়ের দাবীদার এসে বলল, গোলামটি আমি নেব। কেননা তুমি আমার কাছে বিক্রি করার কথা স্বীকার করেছ। কিন্তু দখলদার ব্যক্তি বলল, কাযী তো তোমার ও আমার মধ্যকার বিক্রি বাতিল করে দিয়েছে, এক্ষেত্রে কি দখলদারের কথা গ্রহণযোগ্য ? ইমাম মুহাম্মাদ (র) বললেন না, তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। যে ব্যক্তি এক হাজারে ক্রয়ের দাবী করেছিল, তার পক্ষে রায় দেওয়ার দ্বারা একশ' দীনারে বেচাকেনার চুক্তি বাতিল হয়ে যায়নি। সুতরাং বিক্রেতা যে একশ'ত দীনারে বিক্রির কথা স্বীকার করেছিল, তার ভিত্তিতে একশ' দীনারে ক্রয়ের দাবীদার গোলামটি গ্রহণ করতে পারবে।

বিক্রেতা যদি একশ' দীনারে ক্রয়ের দাবীদারকে বলে, তুমি গোলামটি গ্রহণ কর আর সে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে বিক্রেতা তাকে নিতে বাধ্য করতে পারবে। কাযী যখন রায় দিয়েছিল যে, এক হাজারে ক্রয়ের দাবীদারই গোলামটি পাবে, তখন একশ' দীনারে ক্রয়ের দাবীদার কাযীর মজলিস ত্যাগ করার পর যদি বলে, আমি আমাদের মধ্যকার বেচাকেনা বাতিল করলাম, তবে যতক্ষণ না বিক্রেতা বলবে যে, আমি তা মেনে নিলাম বা যতক্ষণ না কাযী তাদের মধ্যকার চুক্তি বাতিল করবে, ততক্ষণ তা বাতিল হবে না (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ বেদখল ব্যক্তি ও দখলদার ব্যক্তি উভয়ে যদি একই সূত্রে মালিকানা লাভের দাবী করে এবং একই তারিখ উল্লেখ করে অথবা তারা কেউ তারিখ না বলে কিংবা একজন তারিখ বলে এবং অন্যজন না বলে, তবে দখলদার ব্যক্তিরই অগ্রাধিকার লাভ হবে। যদি উভয়ে তারিখ উল্লেখ করে এবং একজনের তারিখ আগের হয়, তবে আগের তারিখ অগ্রাধিকার পাবে (আয-যাখীরা)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি কারও দখলে একটি বাড়ি থাকে এবং কেউ এসে দাবী করে যে, সে বাড়িটি যায়দের কাছ থেকে কিনেছে এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, অপরদিকে দখলদারের ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে এটি যায়দের কাছ থেকে কিনেছে তবে দেখতে হবে কার তারিখ আগে। যদি বাদী অর্থাৎ বেদখল ব্যক্তির বর্ণিত তারিখ আগের হয়, তবে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। যখন ফায়সালা হয়ে যাবে যে, বেদখল ব্যক্তির ক্রয়ই সিদ্ধ তখন দেখতে হবে উভয়ে মূল্য পরিশোধ করেছে কিনা। যদি বিক্রেতার স্বীকারোক্তি দ্বারা কাযীর কাছে প্রমাণিত হয় যে, উভয়ে মূল্য পরিশোধ করেছে অথবা কাযী উভয়কে মূল্য পরিশোধ করতে দেখে, তবে বাড়িটি বেদখল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করা হবে। সে বিক্রেতাকে যে মূল্য পরিশোধ করেছে, তা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত বাড়িটি আটকে রাখার কোন অধিকার দখলদারের থাকবে না। যদি কাযীর কাছে তাদের মূল্য পরিশোধের ব্যাপারটা প্রমাণিত না হয়, বিক্রেতার স্বীকারোক্তি দ্বারাও নয় এবং কাযীর নিজের দেখা দ্বারাও নয়, তবে কাযী বেদখল ব্যক্তির হাতে বাড়ি সমর্পণ করবে না। যাবৎ না তার কাছ থেকে মূল্য আদায় করা হবে। যদি বিক্রেতার স্বীকারোক্তি বা চাক্ষুষ দেখা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদের একজন মূল্য পরিশোধ করেছে, তবে দেখতে হবে, কে তা পরিশোধ করেছে। যদি প্রমাণিত হয় যে, বেদখল ব্যক্তি মূল্য পরিশোধ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছে, তবে তাকে বাড়ি সমর্পণ করা হবে। তখন দখলদার ব্যক্তি কিছুই পাবে না। যদি প্রমাণিত হয় যে, দখলদার ব্যক্তিই মূল্য পরিশোধ করেছে, বেদখল ব্যক্তি নয়, তবে সে যতক্ষণ না মূল্য পরিশোধ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাযী তার হাতে বাড়ি সমর্পণ করবে না। দখলদার ও বেদখল ব্যক্তির প্রদত্ত বিনিময় মূল্য যদি দুই জাতীয় হয়, তবে কাযী বেদখল ব্যক্তি হতে যা কবজা করেছে তার কোন অংশ দখলদারকে দেবে না। কেননা বিক্রেতা যদি উপস্থিত থাকে, তবে তা তার সম্মতি ছাড়া তা দিতে পারবেই না আর যদি উপস্থিত না থাকে, তবুও কাযীর তা দেওয়ার ইখতিয়ার নেই। যদি উভয়ের দেওয়া বিনিময় মূল্য সমজাতীয় হয়, তবে কাযী যা কব্‌জা করেছে, তা থেকে দখলদারকে তার পূর্ণ হক প্রদান করতে হবে। তারপর যদি কিছু বেঁচে থাকে, তবে তা বিক্রেতার পক্ষে সংরক্ষণ করা হবে। পক্ষান্তরে দখলদারের পাওনা যদি সম্পূর্ণ শোধ না হয়, কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়, তবে বিক্রেতা যখন উপস্থিত হবে, তখন তার কাছ থেকে তা আদায় করে নেওয়া হবে। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন দখলদার কর্তৃক মূল্য পরিশোধের ব্যাপারটা কাযীর কাছে প্রমাণিত হবে, বিক্রেতার স্বীকারোক্তি দ্বারা অথবা কাযীর নিজ দেখা দ্বারা। পক্ষান্তরে দখলদার যদি বিক্রেতাকে তার মূল্য পরিশোধ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে চায়, তবে তা গৃহীত হবে না।

দখলদারের কাছে বাড়িটি যদি হিবা, সাদাকা বা ক্রয় সূত্রে থাকে, কিন্তু মূল্য পরিশোধ না করে এবং বেদখল ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে যায়দের কাছ থেকে এ বাড়িটি তার আগে কিনেছে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, বেদখল ব্যক্তিই বাড়িটি পাবে এবং তার হাতে বাড়িটি সমর্পণ করা হবে। অবশ্য তার কাছ থেকে মূল্য আদায় করে বিক্রেতার জন্য রেখে দেওয়া হবে এবং তা থেকে দখলদারকে কিছুই দেওয়া হবে না (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ দখলদার ও বেদখল (বাদী) যদি ভিন্ন-ভিন্ন সূত্রে মালিকানা লাভের দাবী করে, তবে বেদখল ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত ঃ আয-যাখীরা)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি বাদী ও দখলদার একই সূত্রে মালিকানা দাবী করে এবং তারা কেউ তারিখ উল্লেখ না করে অথবা উভয়ে একই তারিখ উল্লেখ করে কিংবা একজন তারিখ উল্লেখ করে ও অন্যজন উল্লেখ না করে তবে রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটি উভয়েই পাবে। যদি উভয়ে ভিন্ন তারিখ উল্লেখ করে তবে যার তারিখ আগের হবে, তার অনুকূলেই রায় দেওয়া হবে। যদি তার দু'জন ভিন্ন-ভিন্ন সূত্রে মালিকানা লাভের দাবী করে, তবে তখনও উপরিউক্ত বিশ্লেষণ অনুযায়ী সমাধান দেওয়া হবে (আয-যাখীরা)।

২৭. মাসআলা ঃ বেদখল ব্যক্তি ও দখলদার এ দু'জনের প্রত্যেকে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তি হতে কেনার দাবী করল এবং উভয়ে কেনার তারিখও উল্লেখ করল। একজনের তারিখে কিছুটা অস্পষ্টতা আছে, যেমন বেদখল ব্যক্তি দাবী করল যে, সে এক বছর আগে এটা যায়দের কাছ থেকে ক্রয় করেছে এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। আর দখলদার দাবী করল যে, সে এটা আমরের কাছ থেকে এক বছর বা তারও আগে কিনেছে এবং সেও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। কিন্তু সাক্ষী ঠিক বলতে পারল না যে, এক বছরের কতদিন আগে কিনেছে? এক্ষেত্রে বেদখল ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহীত হবে।

এমনিভাবে যদি বিবাদীর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে এটা অমুকের কাছ থেকে এক বছর বা দু'বছর আগে কিনেছে, অর্থাৎ এক বছরের বেশীর ব্যাপারে তারা সন্দিহান থাকে, তবে তখনও বেদখল পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-ফুসূলূল ইমাদিয়্যা)।

২৮. মাসআলা ঃ কেউ দাবী করল যে, সে দখলদারের কাছ থেকে বাড়িটিই কিনেছে, আবার দখলদার দাবী করল যে, সে এটা সেই (বেদখল) ব্যক্তির কাছ থেকে কিনেছে। আর

উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। কিন্তু কেউ তারিখ উল্লেখ করল না। এক্ষেত্রে উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে। তাতে সাক্ষিগণ কবজা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিক বা না-ই দিক। সুতরাং বাড়িটি বিনা ফায়সালায় দখলদারের হাতেই থাকবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। এরপর যদি উভয় পক্ষের সাক্ষিগণ মূল্য পরিশোধ সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উভয়ের মধ্যে টাকা কাটাকাটি হবে। আর এরূপ সাক্ষ্য না দিলে কেবল ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতেই কাটাকাটি হবে, যেহেতু এক্ষেত্রে কেবল তার মতেই মূল্য অবধারিত হয়ে গেছে (আল-কাফী)।

২৯. মাসআলা ঃ উভয় পক্ষের সাক্ষিগণ যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের দাবী উল্লেখ করে, কিন্তু তারা কবজার কথা না বলে, আর বেদখল ব্যক্তির তারিখ আগের হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে দখলদারের পক্ষে রায় দেওয়া হবে।

উভয় পক্ষের সাক্ষিগণ যদি কবজার পক্ষেও সাক্ষ্য দেয়, তবে তখনও দখলদারের অনুকূলে রায় দেওয়া হবে। অবশ্য যদি দখলদারের তারিখ আগের হয়, তবে উভয় অবস্থায় বেদখল ব্যক্তির পক্ষে রায় যাবে (আল-হিদায়া)।

৩০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো দখলভুক্ত বাড়ির মালিকানা দাবী করে বলে যে, সে এটি দখলদারের কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছে এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, অপরদিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটা তার নিজেরই বাড়ি এবং সে-ই এটা এই দাবীদারের কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ যায়দের দখলভুক্ত একটি বাড়ির ব্যাপারে আমর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে এটা বকরের কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছে, আবার বকর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে এটা আমরের কাছে একশ' দীনারে বিক্রি করেছে, কিন্তু যায়দ এসবই অস্বীকার করে, তবে বাড়িটির ব্যাপারে উভয় দাবীদারের পক্ষে রায় দেওয়া হবে, কিন্তু উভয়ের বর্ণিত মূল্য সম্পর্কে কোন রায় দেওয়া হবে না (আল-কাফী)।

৩২. মাসআলা ঃ মুহাম্মাদের দখলে একটি বাড়ি আছে। বকর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে এটা এই মহিলার কাছ থেকে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছে। ঐ মহিলা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে এটা বক্‌রের কাছ থেকে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছে। আবার দখলদার ব্যক্তি ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে এটা বকরের কাছ থেকে ক্রয় করেছে। কারও পক্ষের সাক্ষীই কবজা ও তারিখ উল্লেখ করল না। এরূপ ক্ষেত্রে মুহাম্মাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। রায় দেওয়া হবে যে, বক্‌রের কাছ থেকে তার ক্রয় সঠিক। আর বকর ও মহিলাটির সাক্ষ্য-প্রমাণ ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বাতিল হয়ে যাবে।

বাড়িটি যদি বকরের দখলে থাকত এবং বাকি সব আবস্থা উপরের অনুরূপ হত, তবে মুহাম্মাদের দখলে থাকা অবস্থায় যে সমাধান দেওয়া হয়েছে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে ক্ষেত্রেও একই সমাধান হত।

বাড়িটি যদি মহিলার দখলে থাকত, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তখন কোন রায় দেওয়া হত না, বরং বাড়িটি মহিলার দখলেই রেখে দেওয়া হত (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৩. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি ক্রয় ও কব্‌জা দু'টোর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং বাড়িটি থাকে মুহাম্মাদের দখলে আর বাকি সব অবস্থা আগের মতই হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে রায় দেওয়া হবে যে, মুহাম্মাদের ক্রয়ই সঠিক। বকর ও মহিলার সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে।

এমনিভাবে যদি বাড়িটি বকরের হাতে থাকে এবং বাকি সব অবস্থা একই রকম হয়, তখনও সমাধান একই রকমের হবে। পক্ষান্তরে বাড়িটি যদি মহিলার হাতে থাকে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বকর ও মুহাম্মাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং মহিলার সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা ঃ এক স্বাধীন ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। এক মুকতাব দাবী করল যে, এ গোলামটি তার এবং এই মহিলার কাছে এক হাজার দিরহামকে বিক্রি করেছে। সে তার এ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। অপরদিকে মহিলা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে এটি এই মুকাতাবের কাছে দশ কুরর গমের বিনিময়ে বিক্রি করেছে। আবার স্বাধীন ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে গোলামটি এই মুকতাবের কাছ থেকে এভাবেই ক্রয় করেছে, কিন্তু কারও সাক্ষীই কবজার কথা উল্লেখ না করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে রায় দেওয়া হবে যে, গোলামটি স্বাধীন ব্যক্তিরই প্রাপ্য। মহিলা ও মুকাতাবের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে। গোলামটি যদি মুকাতাবের মতে থাকে, তবে এ দুই ইমামের মতে স্বাধীন ব্যক্তির ক্রয়ের পক্ষে রায় দেওয়া হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতেও তাই হবে। যদি গোলামটি মহিলার হাতে থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কোন ফায়সালা দেওয়া হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৫. মাসআলা ঃ প্রত্যেকের পক্ষের সাক্ষী যদি বিক্রি ও কবজা উভয় সম্পর্কেই সাক্ষ্য দেয় এবং গোলামটি থাকে স্বাধীন ব্যক্তির দখলে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে মহিলা ও মুকাতাবের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে। স্বাধীন ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হবে। গোলামটি যদি মুকাতাবের দখলে থাকে এবং বাকি সব অবস্থা পূর্ববৎ হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এক্ষেত্রেও প্রথম অবস্থার অনুরূপ সমাধানই হবে।

গোলামটি যদি মহিলার হাতে থাকে এবং বাকি সব অবস্থা একই রকমের হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে মহিলার বিরুদ্ধে মুকাতাবের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে এবং মুকাতাবের বিরুদ্ধে মহিলার এবং মুকাতাবের বিরুদ্ধে স্বাধীন ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা ঃ স্বাধীন ব্যক্তি যদি দাবী করে সে মুকাতাবের কাছে গোলামটি একশ' দীনারে বিক্রি করেছে এবং বাকি সব অবস্থা আগের মতই হয়, আর গোলামটি থাকে স্বাধীন ব্যক্তির দখলে, কিন্তু কারও পক্ষের সাক্ষীই কবজার কথা উল্লেখ না করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে রায় দেওয়া হবে যে, স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রিই সঠিক। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতও তাই। গোলামটি যদি মুকাতাবের দখলে থাকে, তখনও ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এ রকমই রায় দেওয়া হবে। যদি মহিলার দখলে থাকে, তবে মুকাতাবের কাছে স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রি সঠিক বলেই রায় দেওয়া হবে। সাক্ষিগণ যদি কবজার কথা উল্লেখ করে, এবং গোলামটি থাকে স্বাধীন ব্যক্তির দখলে, তবে তখনও রায় দেওয়া হবে যে, মুকাতাবের কাছে স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রিই সঠিক। সুতরাং ইমাম

আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে গোলামটি তার হাতে সমর্পণ করা হবে। গোলামটি যদি মুকাতারের হাতে থাকে, তখনও তাদের মতে এরূপই সমাধান হবে। যদি মহিলার হাতে থাকে, তবে গোলামটি তার হাতেই রেখে দেওয়া হবে এবং মহিলা ও মুকাতাবের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে। আর তখন ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে মুকাতাবকে আদেশ করা হবে, যেন স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের মূল্য পরিশোধ করে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৭. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি এক মহিলার বিবাহ দাবী করে এবং প্রত্যেকে আপন-আপন দাবী সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে– তবে কারও পক্ষেই রায় দেওয়া হবে না। অবশ্য মহিলাটি কারও অনুকূলে স্বীকারোক্তি দিলে ভিন্ন কথা। এটা সেই অবস্থায়, যখন কোন দাবীদার তারিখ উল্লেখ না করবে অথবা একই তারিখে বিবাহের দাবী করবে। পক্ষান্তরে যদি একজন আগের ও অন্যজন পরের তারিখ উল্লেখ করে, তবে যার তারিখ আগের হবে সে-ই বেশী হকদার হবে।

যদি উভয়ের তারিখ একই হয় এবং মহিলাটি কোন একজনের দখলে থাকে তবে যে যার দখলে আছে তারই স্ত্রী সাব্যস্ত হবে।

যদি একজন তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজন উল্লেখ না করে, তবে তারিখসহ দাবীদারেরই অগ্রাধিকার লাভ হবে। যদি একজনের তারিখ থাকে এবং অন্যজনের দখল, তবে দখলদারেরই অগ্রাধিকার থাকবে। যদি মহিলাটি একজনের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে এবং অপরজনের তারিখ থাকে তবে সে যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, সে তারই স্ত্রী সাব্যস্ত হবে। এসবই সেই অবস্থায় যখন মহিলা জীবিত থাকবে। পক্ষান্তরে মহিলাটির মৃত্যুর অবস্থায় যার তারিখ আগের হবে তারই অগ্রাধিকার থাকবে। যদি উভয়ের তারিখ অভিন্ন হয় কিংবা তাদের কেউ তারিখ উল্লেখ না করে, তবে উভয়ের বিবাহই সঠিক বলে রায় দেওয়া হবে। তখন প্রত্যেককে অর্ধেক মোহরানা পরিশোধ করতে হবে এবং উভয়ে মিলে এক স্বামীর মীরাস পাবে, মহিলাটির কোন সন্তান থাকলে উভয়ের থেকেই তার পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে উভয়ের প্রত্যেকে থেকে পূর্ণ এক পুত্রের মীরাস পাবে আর তারা দু'জন মিলে সে পুত্রের থেকে এক পিতার মীরাস লাভ করবে (আল-খুলাসা)।

৩৮. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি এক মহিলা সম্পর্কে দাবী করল যে, তারা তাকে বিবাহ করেছে, কিন্তু বিবাহের তারিখ উল্লেখ করল না আর সে মহিলাটি আছে তাদের একজনের অধীনে। তারা প্রত্যেকে আপন-আপন দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে মহিলাটি যার অধীনে আছে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে।

যদি প্রথমে সেই ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, যার অধীনে মহিলাটি নেই এবং কাযী তার অনুকূলে রায় দেয়, তারপর যার অধীনে আছে, সে আপন দাবীর সপক্ষে সাক্ষী হাযির করে, তবে কি আবার পূর্বের রায় বাতিল করে তার অনুকূলে রায় দেওয়া হবে ? এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। যারা বলেন, তারা এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে, তাদের মতে এর পরে যদি প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ মহিলাটি যার অধীনে নয়, সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, সে-ই আগে বিবাহ করেছিল, তবে পুনরায় তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কোন মহিলার বিবাহ দাবী করল, মহিলাটি অন্য কারও অধীনে আছে। মহিলা বাদীর দাবী সত্য বলে স্বীকার করল। তারপর বাদী ও দখলদার ব্যক্তি উভয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করল, কিন্তু কেউ তারিখ উল্লেখ করল না। এক্ষেত্রে সমাধান কী হবে তা নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ বলেন, মহিলার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বেদখল ব্যক্তির অনুকূলেই রায় দেওয়া হবে। আবার কেউ বলেন, দখলদারের পক্ষে রায় দেওয়া হবে (আল-ফুসূলুল আশ-তারূনিয়্যা)।

৪০. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি কোন মহিলার স্ত্রীত্ব দাবী করল কিন্তু সে তাদের কারও দখলে নেই, এরপর মহিলাটি তাদের একজনের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে সে যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, রায়ও তার পক্ষে যাবে। এরপর যদি অন্যজন সাক্ষী পেশ করতে পারে, তবে তারই অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

একজনের পক্ষে মহিলাটির স্বীকারোক্তির পর যদি উভয়ে সাক্ষী হাযির করে, তবে যে অগ্রবর্তী তারিখে উল্লেখ করবে সে-ই অগ্রগণ্য হবে। যদি তারিখ উল্লেখ না করে, তবে যার সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হয়েছে, তার অনুকূলে রায় দেওয়া হবে। যদি কারও সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত না হয়, কিংবা উভয়ের সাক্ষীদের পক্ষেই প্রত্যায়ন পাওয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, মহিলাটি যার বিবাহ আগে হয়েছে বলে স্বীকার করবে তার অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এটাই বেশী যুক্তিসংগত। কেউ বলেন, তাদের কারও বিবাহই সঠিক বলে রায় দেওয়া হবে না। 'আদাবুল-কাযী'-গ্রন্থের 'বিবাহ সম্পর্কে সাক্ষ্য' শীর্ষক অনুচ্ছেদে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি কোন মহিলার বিবাহ দাবী করল। সে তাদের কারও হাতে নয়। তারা আপন-আপন সাক্ষী হাযির করল। কারও সাক্ষী বিবাহের তারিখ উল্লেখ করল না। মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করা হল। সেও কারও দাবী সত্য বলে স্বীকার করল না। শেষ পর্যন্ত উভয়ের সাক্ষী প্রত্যাখ্যাত হল। এর পরে যদি একজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মহিলাটি তার সংগে তার বিবাহের কথা স্বীকার করেছে, তবে তার অনুকূলে রায় দেওয়া হবে। ঠিক যেমন তারা উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর যদি সে কাযীর সামনেই একজনের দাবী সত্য বলে স্বীকার করত। দুই ব্যক্তি কোন মহিলার বিবাহ দাবী করল। সে উভয়ের দাবী অস্বীকার করল। সে তাদের কারও দখলেও নেই। এরপর উভয়ে আপন-আপন সাক্ষী হাযির করল। একজনের সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, তার সংগে এ মহিলার বিবাহ হয়েছে এবং অপরজনের সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, তার সংগে তার বিবাহ হয়েছে এবং মহিলাটি তা স্বীকার করেছে। এক্ষেত্রে বিবাহের স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত সাক্ষ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে না (আল-ফুসূলুল-আশতারূনিয়্যা)।

৪২. মাসআলা ঃ যদি দু'জনই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং তারপর তাদের একজন মারা যায়, তারপর মহিলা মৃত ব্যক্তির দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে তার সে স্বীকারোক্তি সহীহ্ হবে এবং তার মোহরানা ও মীরাস প্রাপ্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে। এমনিভাবে যদি উভয়ে বিবাহ ও দুখূল (সংগত হওয়া)-এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং মহিলাটির একজনের সম্পর্কে স্বীকার করে যে, সেই তার কাছে আগে প্রবেশ করেছিল, তবে তারই অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সে যদি কারও অনুকূলে স্বীকারোক্তি না দেয়, তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে এবং সেক্ষেত্রে 'ধার্যকৃত মোহরানা' ও 'মাহর-ই মিছল'-এর মধ্যে যার পরিমাণ কম, তাদের প্রত্যেককে দুখূলের (সহবাস) কারণে সেটা পরিশোধ করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৩. মাসআলা ঃ যদি প্রথমে একজন দাবী করে, কিন্তু মহিলা তা অস্বীকার করে, ফলে সে সাক্ষী হাযির করে এবং কাযী সে মতে তাকে তার স্ত্রী বলে রায় দেয়, তারপর অপরজন তাকে

তার স্ত্রী বলে দাবী করে এবং সেও বিবাহের সাক্ষী হাযির করে, তবে তার অনুকূলে রায় দেওয়া হবে না। অবশ্য দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষিগণ যদি আরও আগের তারিখ উল্লেখ করে তবে ভিন্ন কথা।

এমনিভাবে মহিলা যদি স্বামীর ঘরে থাকে এবং তাদের বিবাহের বিষয়টা সুবিদিত হয়ে থাকে, তবে অপর কেউ এসে বিবাহের দাবী করলে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে তা গৃহীত হবে না (আল-হিদায়া)।

৪৪. মাসআলা ঃ দুই দাবীদারের একজনের সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাহের পর এ মহিলার সংগে তার দুখূল (সহবাস) হয়েছে, তবে তারই অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হবে।

মহিলাটি যদি তাদের একজনের ঘরে থাকে অথবা একজনের সাক্ষিগণ দুখূল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু অন্যজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে-ই তাকে আগে বিবাহ করেছিল, তবে যার বিবাহ আগে হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে, তারই অগ্রাধিকার লাভ হবে।

দুই বোন কাউকে স্বামী বলে দাবী করলো কিন্তু ঐ লোক তা অস্বীকার করল, ফলে তাদের একজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এই ব্যক্তি তাকে এক হাজার দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করার কথা স্বীকার করেছে, তারপর অপরজন সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বীকার করল যে, সে স্বীকার করেছে, সে তাকে একশ' দীনারে মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করেছে এবং সে তার সংগে সংগতও হয়েছে, তারপর উভয়ের সাক্ষিগণকে বিশ্বস্ত বলে তাসদীক করা হল, তবে কাযী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে এবং প্রত্যেকের সাক্ষিগণ যে পরিমাণ মোহরানার কথা লোকটি স্বীকার করেছে বলে সাক্ষ্য দিয়েছে, সেটা তাকে পরিশোধ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। এটা ইসতিহসান' সম্মত।

যদি একজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, লোকটি স্বীকার করেছে যে, তাকে বিবাহ করেছে এবং বিবাহের পর তার সংগে সহবাসও করেছে, কিন্তু অপরজন সহবাসের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে, বরং কেবল বিবাহের সাক্ষী পেশ করে, আর লোকটি এসবই প্রত্যাখ্যান করে, তবে যার সংগে সহবাস হয়েছে, তার সংগে বিবাহ সহীহ্ হয়েছে বলে রায় দেওয়া হবে এবং তা সাক্ষীদের উল্লেখকৃত মোহরানায়, কেননা সহবাস প্রমাণ বহন করে যে, আগে বিবাহ হয়ে গেছে।

দুই বোনের কেউ যদি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে যে, সে ব্যক্তি তার সংগে সহবাস করার কথা স্বীকার করেছে কিংবা সে তার সংগে সহবাস করেছে। তবে কাযী তার ও ঐ দুই বোনের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধন করবে আর তাদেরকে দুই মোহরানার অর্ধেক প্রদান করবে অর্থাৎ যে বোন দিরহামের দাবী করেছে, সে পাবে মোট দিরহামের চার ভাগের একভাগ এবং যে বোন দীনারের দাবী করেছে, সে মোট দীনারের চার ভাগের এক ভাগ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৫. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি বলে আমি আমরকে বিয়ে করার পর যায়দকে বিয়ে করেছি আর উভয় স্বামীও বিবাহ দাবী করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে যায়দের স্ত্রী সাব্যস্ত হবে এবং এরই উপর ফাত্ওয়া (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪৬. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত মতই সহীহ্। কেননা 'আমি যায়দকে বিবাহ করেছি' কথাটি হচ্ছে মহিলার পক্ষ হতে বিবাহের স্বীকারোক্তি। সুতরাং যায়দের পক্ষে তার এ স্বীকারোক্তি ধর্তব্য হবে। পক্ষান্তরে সে যে বলেছে আম্রকে বিবাহ করার পর' এর দ্বারা সে আমরের পক্ষে স্বীকারোক্তিকে বাতিল করে দিয়েছে (আল-মুহীত ঃ আল-সারাখ্সী)।

৪৭. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি প্রত্যেকে এক মহিলার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে স্বীকার করেছে, সে তার স্ত্রী এবং সে এক হাজার দিরহামে তার সংগে খুলা' করেছে। কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

পক্ষের সাক্ষীই তারিখ উল্লেখ করল না। এ ক্ষেত্রে মহিলা তাদের প্রত্যেককে দাবী অনুযায়ী অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। উভয়ে যদি তারিখ উল্লেখ করে তবে যার তারিখ আগের হবে, সে তাকে খুলার অর্থ প্রদান করবে। যার তারিখ পরের হবে, তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তাকে মহিলার কিছুই দিতে হবে না। অবশ্য উভয়ের মধ্যে যদি সময়ের এতটুকু দূরত্ব থাকে যে, সে সময়ে ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে অন্য স্বামীর সংগে বিবাহ হওয়া সম্ভব, তবে তার উভয়কে খুলার অর্থ প্রদান করতে হবে। যদি তাদের একজনও তার সংগে সহবাস না করে, তবে উভয় খুলার অর্থই অবধারিত হয়ে যাবে, তার তারিখ উল্লেখ করুক আর নাই করুক (আল-মুহীত)।

৪৮. মাসআলা ঃ আল-নাসাফী (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থের 'দাওয়া' অধ্যায়ে আছে, এক ব্যক্তি কোন মহিলা সম্পর্কে দাবী করল, সে তার স্ত্রী ও বৈধ পরিণীতা, কিন্তু মহিলা দাবী করল, সে তার স্ত্রী ছিল বটে, কিন্তু সে তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে এবং সে ইদ্দত সমাপ্তির পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছে আর এখনও সেই দ্বিতীয় স্বামীর ঘরেই আছে। দ্বিতীয় স্বামী দাবী করল, সে এই মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং সে প্রথম বিবাহ ও তালাকের কথা অস্বীকার করল। এক্ষেত্রে মহিলাকে আদেশ করা হবে, সে যেন তালাক সম্পর্কে সাক্ষী হাযির করে। সে যদি সাক্ষী হাযির করতে ব্যর্থ হয়, তবে তালাক সম্পর্কে প্রথম স্বামীকে কসম করতে বলা হবে, এরপর দ্বিতীয় স্বামীর সংগে মহিলার বিচ্ছেদ ঘটানো হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করল। তারপর সে তাকে বলল, আমার আগে অমুক ব্যক্তি তোমার স্বামী ছিল। সে তোমাকে তালাক দিয়েছে। তারপর তোমার ইদ্দত শেষ হয়েছে এবং তারপর আমি তোমাকে বিয়ে করেছি। এর উত্তরে স্ত্রী যদি বলে, প্রথম স্বামী আমাকে তালাক দেয়নি, তবে তাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে না। তারপর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি (প্রথম স্বামী) উপস্থিত হয়ে তালাকের কথা অস্বীকার করে, তবে তখন তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে এবং সে প্রথম স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হবে। প্রথম স্বামী যদি বিবাহ ও তালাকের কথা স্বীকার করে, কিন্তু স্ত্রী তালাকের কথা অস্বীকার করে, তবু প্রথম স্বামীর পক্ষ হতে তার তালাক হয়ে যাবে এবং সে এখন থেকে ইদ্দত পালন করবে। কাজেই তারও দ্বিতীয় স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ সাধিত হবে। স্ত্রী যদি দ্বিতীয় স্বামীর যাবতীয় কথা সত্য বলে স্বীকার করে তবে সে দ্বিতীয় ব্যক্তির বৈধ স্ত্রী সাব্যস্ত হবে। প্রথম স্বামী যে বিবাহ ও তালাকের কথা স্বীকার করে স্ত্রীও যদি তা সত্য বলে মেনে নেয়, তবে তখনও সে দ্বিতীয় ব্যক্তিরই স্ত্রী সাব্যস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫০. মাসআলা ঃ স্বামী যদি বলে, আমার আগে তোমার এক স্বামী ছিল, সে তোমাকে তালাক দিয়েছে এবং তোমার ইদ্দতও শেষ হয়েছে, কিন্তু স্ত্রী তালাকের কথা অস্বীকার করে, তারপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করে, সে-ই তার প্রথম স্বামী, কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী তো অস্বীকার করে, তবে দ্বিতীয়-স্বামীর কথাই গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করল। তারপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল, এ মহিলা তার স্ত্রী। বিবাদী বলল, তোমার স্ত্রী ছিল বটে, কিন্তু তুমি দু'বছর আগে তাকে তালাক দিয়েছো এবং তার ইদ্দতও শেষ হয়ে গেছে। তারপর আমি তাকে বিবাহ করেছি। কিন্তু বাদী তালাক দেওয়ার কথা অস্বীকার করল। এক্ষেত্রে তাকে আদেশ করা হবে, সে যেন মহিলাকে বাদীর হাতে সমর্পণ করে।

বাদী যদি বলে, হ্যাঁ, আমি তাকে তালাক দিয়েছিলাম, কিন্তু তারপর আবার তাকে বিবাহ করেছি, কিন্তু বিবাদী তার দ্বিতীয় বিবাহের দাবী অস্বীকার করে, এক্ষেত্রে মহিলাকে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে।

বাদী যদি তালাক দেওয়ার কথা অস্বীকার করে, ফলে বিবাদা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে দু' বছর আগে তাকে তালাক দিয়েছে এবং তারপর আমি তাকে বিবাহ করেছি, তবে কাযী তালাকের পক্ষে রায় দেবে এবং তালাকের সময় থেকেই তার ইদ্দত শুরু হবে (আল-ফুসূলুল আশ-তারূনিয়্যা)।

৫২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির বাড়িতে এক মহিলা থাকে। লোকটি দাবী যে, সে তার স্ত্রী। অপর এক ব্যক্তি এসে তাকে নিজ স্ত্রী বলে দাবী করল। মহিলাটিও তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করল। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে মহিলাটি যার বাড়িতে আছে, তার কথাই গ্রহণযোগ্য (আল-ফুসূলু'ল ইমাদিয়্যা)।

৫৩. মাসআলা ঃ যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, এই মহিলা তার স্ত্রী এবং সে এই ব্যক্তির বাড়িতে আছে অন্যায়ভাবে। যার বাড়িতে আছে, সে বলল, এ-তো আমার স্ত্রী। আর মহিলাও তার কথা সত্য বলে স্বীকার করল। এ ক্ষেত্রে ফায়সালা দেওয়া হবে যে, সে বেদখল ব্যক্তিরই স্ত্রী। যার বাড়িতে আছে, সে যদি তার বিবাহের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রগণ্য হবে, যদিও তারিখ উল্লেখ না করে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৫৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বলল, তোমার পিতা তোমাকে আমার সংগে বিবাহ দিয়েছেন এবং তখন তুমি নাবালিকা ছিলে। মহিলাটি বলল, না তিনি যখন আমাকে তোমার সংগে বিবাহ দিয়েছেন তখন আমি সাবালিকা ছিলাম এবং আমি এ বিবাহে সম্মতি দেইনি, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য স্বামী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (আল-মুহীত, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৪. মাসআলা ঃ স্ত্রী সাবালিকা হওয়ার পর যদি সাক্ষী পেশ করে যে, সাবালিকা হওয়ার সাথে সাথেই সে বিবাহ প্রত্যাখ্যান করেছে আর স্বামী সাক্ষী হাযির করে যে, সে সাবালকত্ব লাভের পর চুপ থেকেছিল, তবে স্ত্রীর সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে (আল-ফুসূলুল আশতারূনিয়্যা)

৫৫. মাসআলা ঃ সন্তান জন্মানোর পর যদি বিবাহের শুদ্ধাশুদ্ধ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, স্বামী দাবী করে, বিবাহ অশুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু স্ত্রীর দাবী শুদ্ধ হয়েছে এবং উভয়ে আপন-আপন দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে যে ব্যক্তির বিরাহ অশুদ্ধ হওয়ার দাবী করবে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। আর সে অনুসারে যখন বিবাহ অশুদ্ধ হওয়ার রায় দেওয়া হবে। তখন ইদ্দতকালীন খোরপোষও বাতিল হয়ে যাবে। বাচ্চার পিতৃ-পরিচয় সর্বাবস্থায়ই প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৫৬. মাসআলা ঃ এক পুরুষ ও এক নারীর দখলে একটি বাড়ি আছে। মহিলাটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বাড়িটি তার এবং পুরুষটি তার গোলাম আর পুরুষটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বাড়িটি তার এবং মহিলাটি তার স্ত্রী, তাকে সে এক হাজার দিরহাম মোহরানায় বিবাহ করেছে এবং তা নগদ তাকে পরিশোধ করেছে কিন্তু সে নিজে যে স্বাধীন পুরুষ, সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করল না। এক্ষেত্রে রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটি মহিলার এবং পুরুষটি তার গোলাম।

পুরুষটি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে সর্বদাই স্বাধীন, কখনও কারও গোলাম ছিল না এবং বাকি সব অবস্থা উপরের মত হয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, মহিলাটি তার স্ত্রী এবং সে মৌলিকভাবে স্বাধীন। আর বাড়িটি সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে যে, সেটি মহিলার। তাদের কারও যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে বাড়িটি স্বামীর বিবেচিত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫৭. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বিশ্‌র (র) বর্ণনা করেন যে, কোন নারী ও পুরুষের মধ্যে যদি নারীদের ব্যবহারের কিছু সামগ্রী নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং স্ত্রীলোকটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে সব সামগ্রী তার আর পুরুষটি তার গোলাম, অন্যদিকে পুরুষ লোকটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে সব সামগ্রী তার এবং মহিলাটি তার স্ত্রী, যাকে সে এক হাজার দিরহাম মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছে এবং মোহরানার অর্থ নগদ পরিশোধ করেছে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, পুরুষটি মহিলার গোলাম এবং যে সব সামগ্রী মহিলার।

পুরুষটির সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৌলিকভাবেই স্বাধীন কখনও কারও গোলাম ছিল না, তবে রায় দেওয়া হবে যে, মহিলাটি তার স্ত্রী এবং সে সব সামগ্রী তার (পুরুষটির)। মাসআলাটি এভাবে লেখা হয়েছে, কিন্তু বাড়ি সম্পর্কে যে মাসআলা পূর্বে লেখা হয়েছে, সে অনুযায়ী সমাধান হওয়া উচিৎ এই যে, সে সব সামগ্রী মহিলাটির বলেই বিবেচিত হবে। যদি তাদের মধ্যে তা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় আর সে রকম মালামাল পুরুষটির কাছেও থাকে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, মহিলাটি তার স্ত্রী এবং পুরুষটি স্বাধীন হয়ে যাবে। আর তাদের প্রত্যেকের হাতে যে মালামাল আছে, সে সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে যে, তা অপরজনের নারীদের ব্যবহার্য মালামাল হোক বা পুরুষের ব্যবহার্য হোক কিংবা হোক উভয়ের ব্যবহার্য মাল। মালামাল যদি কেবল একজনের হাতে থাকে, অন্যজনের হাতে নয়, তবে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

৫৮. মাসআলা ঃ ইব্‌ন শুজা' (র) তার 'নাওয়াদির'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পুরুষ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাড়িটি তার এবং মহিলাটি তার ক্রীতদাসী, অপরদিকে মহিলাটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাড়িটি তার এবং পুরুষটি তার গোলাম, কিন্তু বাড়িটি তাদের কারও দখলে নেই, তবে রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটি তারা দু'জনেই অর্ধার্ধি পাবে। যদি একজনের হাতে থাকে, তবে তার হাতেই সেটি রেখে দেওয়া হবে এবং তাদের প্রত্যেককে স্বাধীন ঘোষণা করা হবে, একজনের বিরুদ্ধে অপরজনের দাসত্ব সংক্রান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

হযরত মাওলানা (র) বলেন, বাড়িটি যদি তাদের যে-কোনও একজনের দখলে থাকে, তবে বেদখলজনের সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হওয়া উচিত। কেননা সূত্র বিহীন মালিকানার দাবী সম্পর্কে দখলদারের সাক্ষ্য-প্রমাণ বেদখল ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক মহিলা সম্পর্কে দাবী করল যে, সে তার স্ত্রী, অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখাল যে, সে তার ক্রীতদাসী। মহিলাটি তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করল যে, তাঁরা দু'জনই তার গোলাম। এক্ষেত্রে কিয়াস অনুযায়ী তাদের উভয়ের বিপরীতে মহিলাটির সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। তাদের দু'জনের কেউ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না দেখায়, তবে তাদেরকে কসম করতেও বলা হবে না এবং 'নুকূল' অর্থাৎ কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে তার ভিত্তিতে রায় দেওয়াও হবে না (জাওয়াহিরুল-ফাতাওয়া)।

৬০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির গোলাম এক স্বাধীন নারী বিবাহ করল। তারপর সে দাবী করল যে, তার মুনীব তাকে বিবাহের অনুমতি দেয়নি। মহিলা বলল, তার মুনীব তাকে অনুমতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে এবং মোহরানা বাতিল করার ব্যাপারে গোলামটির দাবী সত্য বলে গৃহীত হবে না। বরং সে তার সংগে সহবাস করলে তাকে তার মোহরানা উপস্থিত পরিশোধ করতে বলা হবে। সে যতদিন ইদ্দতের ভেতর থাকবে, ততদিন খোরপোষও পাবে। যদি সহবাস না হয়ে থাকে, তবে সে অর্ধেক মোহরানা পাবে।

এমনিভাবে গোলাম যদি বলে, আমি জানি না, আমার মুনীব আমাকে বিবাহের অনুমতি দিয়েছিল কিনা, তখনও ফায়সালা একই রকম হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

পরিশিষ্ট

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি সাক্ষীসহ মহিলাকে স্ত্রী বলে দাবী করে এর বিপরীতে মহিলাটি অন্য এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সেই লোক তাকে বিবাহ করেছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তবে প্রথম ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলাকে স্ত্রী বলে দাবী করে, অপরদিকে সেই মহিলার কোন সাক্ষীসহ ঐ ব্যক্তিকে স্বামী বলে দাবী করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পুরুষ লোকটির সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে, মহিলার সাক্ষ্য-প্রমাণ নয়।

মহিলার সাক্ষিগণ যদি তারিখ উল্লেখ করে, এবং পুরুষটির সাক্ষিগণ তারিখ উল্লেখ না করে, তবে পুরুষটির দাবীই বৈধ হবে এবং সে যাকে বিবাহের দাবী করেছে তার সংগেই তার বিবাহ সাব্যস্ত হবে। যে মহিলা দাবী করেছে যে, বিবাহ হয়েছে তার সংগে, তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য পুরুষটির কাছে সে অর্ধেক মোহরানা পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ কোন মহিলা সম্পর্কে দাবী করল যে, সে তাকে বিবাহ করেছে এবং সে এর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। মহিলাটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তার বোন হচ্ছে এ দাবীদারের স্ত্রী। কিন্তু লোকটি তা অস্বীকার করল এবং বলল, সে আমার স্ত্রী-নয়। এ ক্ষেত্রে কাযী রায় দেবে যে, উপস্থিত সে মহিলাই বাদীর স্ত্রী, অনুপস্থিত মহিলাটি নয়। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত।

এমনিভাবে উপস্থিত মহিলা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাদী স্বীকার করেছে, সে তার অনুপস্থিত বোনকেই বিবাহ করেছে, তখনও একই রকম রায় দেওয়া হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কাযী বিষয়টা স্থগিত রাখবে। এখনই উপস্থিত মহিলার বিবাহের পক্ষে ফায়সালা দেবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করেছে বলে দাবী করে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, এর বিপরীতে মহিলাটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার মাকে বা তার মেয়েকে বিবাহ করেছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এক্ষেত্রেও সেই ফায়সালা দেওয়া হবে, যেমন ফায়সালা দেওয়া হয়, বোনকে বিবাহ করেছে বলে দাবী করার ক্ষেত্রে। উপস্থিত মহিলা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার মাকে বিবাহ করেছে এবং তার সংগে সহবাসও হয়েছে, বা সে তাকে চুম্বন করেছে কিংবা সমকাম স্পর্শ করেছে, কিংবা তার যৌনাঙ্গের সমকাম দৃষ্টিপাত করেছে, তবে কাযী উপস্থিত মহিলা ও বাদীর মধ্যকার বিবাহ ভেঙে দেবে, কিন্তু অনুপস্থিত মহিলাকে তার স্ত্রী সাব্যস্ত করবে না (আল-ফুসূলুল আশতারূনিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দুই কন্যা আছে। একজন নাবালিকা ও একজন সাবালিকা। অপর এক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে তার সাবালিকা কন্যাকে তার-সংগে বিবাহ দিয়েছে। তার পিতা সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখা যে, সে তার নাবালিকা কন্যাকে তার সংগে বিবাহ দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি বলে, আমি এই ব্যক্তিকে গতকাল বিয়ে করেছি, তারপর অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলে যে, আমি এক বছর আগে তাকে বিয়ে করেছি, তবে যার সম্পর্কে স্বীকার করেছে যে, গতকাল তাকে বিয়ে করেছে, সে তারই স্ত্রী সাব্যস্ত হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে উভয়কে বিয়ে করার কথা স্বীকার করেছে, কিন্তু সে তা অস্বীকার করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আমি সাক্ষীদের জিজ্ঞেস করব, সে কার কথা প্রথমে বলেছে। যার কথা প্রথমে বলবে, সে তারই স্ত্রী হবে।

যদি বলে, আমি উভয়কে বিয়ে করেছি, এই ব্যক্তিকে গতকাল এবং ওই ব্যক্তিকে এক বছর আগে, তবে যাকে গতকাল বিয়ে করার কথা বলেছে সে তারই স্ত্রী হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলাকে বিয়ে করেছে বলে দাবী করে, কিন্তু মহিলা তা অস্বীকার করে এবং সে এর উপস্থিত অন্য কোন লোককে বিয়ে করার কথা স্বীকার করে আর ঐ ব্যক্তিও বলে, তার কথা সত্য; তবে বাদীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে মহিলা যাকে বিয়ে করার কথা স্বীকার করেছে, তাকে আবার সেই ব্যক্তি ও মহিলার উপস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর সেও যদি এভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয়, তবে তারই (অথাৎ মহিলা যাকে বিয়ে করার কথা স্বীকার করেছে) অগ্রাধিকার লাভ হবে–যেহেতু তার পক্ষে স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ দুটোই আছে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ ঃ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন লোক যদি কোন মহিলার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে এক হাজার দিরহাম মোহরানায়, বিয়ে করেছে, মহিলাটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে বিয়ে করেছে একশ' দীনারের বিনিময়ে, পক্ষান্তরে মহিলার পিতা, যে কিনা স্বামীর গোলামও বটে, সাক্ষ্য-প্রমাণ করে যে, সে তাকে বিয়ে করেছে তার মুক্তির বিনিময়ে আর মহিলার মা, যে কিনা স্বামীর ক্রীতদাসী, সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে যে, সে তাকে বিয়ে করেছে তার মুক্তির বিনিময়ে, তবে এক্ষেত্রে মহিলার পিতামাতার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। আর বিবাহ বৈধ হবে তাদের উভয়ের অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে।

কাযী যদি প্রথমে মহিলার পক্ষে রায় দিয়ে দেয় যে, মোহরানা বাবদ সে একশ' দীনার পাবে এবং তারপর পিতা তার দাবী পেশ করে এবং অন্যান্য অবস্থা উপরের অনুরূপ হয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, মহিলার পিতাই তার মোহরানা। সুতরাং মহিলার সম্পত্তি হিসেবে সে আযাদ হয়ে যাবে আর পূর্বের রায় বাতিল হয়ে যাবে।

স্বামী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে বিবাহ করেছে,তার পিতার বিনিময়ে আর পিতাও তা সত্য বলে স্বীকার করে, ফলে কাযী সে মতে রায় দিয়ে দেয়, তার পর মহিলাটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে বিয়ে করেছিল একশ' দীনারের বিনিময়ে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, সে একশ' দীনার পাবে। এ ক্ষেত্রে মহিলার পিতা আযাদ হবে স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে এবং তখন ওয়ালা (মুক্তিদান সূত্রে প্রাপ্য উত্তরাধিকার) হবে স্বামীর।

পিতা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে বিয়ে করেছে তার (পিতার) বিনিময়ে (অর্থাৎ তাকে মোহরানা ধার্য করেছে), মহিলা দাবী করে যে, মোহরানা ধরা হয়েছিল একশ' দীনার আর স্বামী দাবী করে এক হাজার, দিরহাম, তবে পিতার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। সুতরাং সে তার কন্যার সম্পত্তি হিসেবে মুক্তি লাভ করবে। তারপর যদি মহিলার মা' সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে মোহরানা ধার্য করে তার কন্যাকে বিয়ে করেছে, তবে তা গৃহীত হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৯. মাসআলা ঃ দুই বোনের প্রত্যেকে যদি কোন লোকের বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে তাকেই আগে বিয়ে করেছে এবং এর সপক্ষে তারা আপন-আপন সাক্ষী হাযির করে , তবে এর

নিষ্পত্তি হবে স্বামীর তাসদীক দ্বারা। সে যার সম্পর্কে বলবে যে, তাকে আগে বিয়ে করেছে। সে-ই তার স্ত্রী হবে এবং অন্যজনের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে। তার সংগে যদি সহবাস না হয়ে থাকে তবে সে কোন মোহরানা পাবে না।

স্বামী যদি বলে, আমি তাদের একজনকেও বিয়ে করিনি অথবা বলে, আমি তাদের দু'জনকেই বিয়ে করেছি, কিন্তু আমার জানা নেই কাকে আগে করেছি, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে এবং তাদের কারও সংগে সহবাস না হয়ে থাকলে তাদেরকে তার অর্ধেক মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এটা সেই ক্ষেত্রে যখন সে বলবে, আমি তাদের দু'জনকেই বিয়ে করেছি কিন্তু আমার জানা নেই কাকে আগে করেছি। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, আমি তাদের একজনকেও বিয়ে করিনি, তবে মোহরানাই সাব্যস্ত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বিশুদ্ধতর মত (اصح) এই যে, উপরিউক্ত সমাধান হবে উভয় অবস্থায়ই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি কোন পুরুষের বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে তাকে বিবাহ করেছে, কিন্তু পুরুষটি তা অস্বীকার করে এবং তারপর আবার তারা স্বীকার করে যে, বিবাহ হয়েছিল,তবে তাতে বিবাহ সাব্যস্ত হবে না। কেননা প্রথমেই যদি স্বীকার করত যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী তাতেও তো বিবাহ সাব্যস্ত হত না (আল-ফুসুলুল আশতারূনিয়্যা)।

১১. মাসআলা ঃ কোন পুরুষ কোন মহিলার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখাল যে, সে তাকে বিবাহ করেছে, কিন্তু মহিলা বলল, আমার অন্য একজন স্বামী আছে। সে অমুকের পুত্র অমুক এবং সে অমুক শহরে থাকে। এক্ষেত্রে বাদীর পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। আর অনুপস্থিত ব্যক্তির অনুকূলে মহিলার প্রদত্ত স্বীকারোক্তি গ্রাহ্য হবে না (আল-কারদারী, আল–ওয়াজীয)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলা সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তাকে বিবাহ করেছে আর মহিলা তা অস্বীকার করে, কিন্তু সে অন্য কারও সংগে বিবাহের কথা স্বীকার না করে এবং পরে অন্য এক মজলিসে কাযীর সামনে স্বীকার করে যে, বাদীর দাবী সত্য, তবে তার সে স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে ও তা শোনা হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রথমে অন্য কারও অনুকূলে স্বীকার করে এবং তারপর এই বাদীর অনুকূলে স্বীকার করে, তবে এই বাদীর অনুকূলে তার সে স্বীকারোক্তি গৃহীত হবে না (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ কোন মহিলা কাউকে স্বামী বলে দাবী করে আর পুরুষটি প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি কোন পুরুষের বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে তাকে বিবাহ করেছে, কিন্তু পুরুষটি অস্বীকার করে, তারপর আবার পুরুষটি তাকে বিবাহ করেছে বলে দাবী করে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে।

কোন পুরুষ যদি কোন মহিলার বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে তাকে এক হাজার দিরহাম মোহরানায় বিবাহ করেছে, কিন্তু মহিলা তা অস্বীকার করে, তারপর সে পুরুষ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে দু'হাজার দিরহাম মোহরানায় বিবাহ করেছে, তবে তা গৃহীত হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, দু'হাজার দিরহামেই বিবাহ হয়েছে।

এমনিভাবে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে বিবাহ করেছে এই গোলামটির বিনিময়ে তবে তাও গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলাকে স্ত্রী বলে দাবী করে আর মহিলাটি বলে, আমি তার স্ত্রী ছিলাম বটে, কিন্তু আমি খবর পেলাম যে তার মৃত্যু হয়ে গেছে, ফলে আমি ইদ্দত

pdf By Syed Mostafa Sakib

পালন করি এবং এই ব্যক্তিকে বিবাহ করি, তবে সে বাদীর স্ত্রী বলেই গণ্য হবে। যদি বলে, আমি এই ব্যক্তির স্ত্রী, কিন্তু এর আগে আমি ওই বাদীর স্ত্রী ছিলাম আর এই বলে সে ঘটনার বিবরণ দেয়, তবে সে দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রী গণ্য হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৬. মাসআলা ঃ মৃত্যু তারিখ কাযীর রায় দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং কেউ যদি দাবী করে যে, তার পিতা অমুক দিন মারা গেছে এবং কাযী সে সম্পর্কে রায় প্রদান করে, তারপর কোন মহিলা দাবী করে যে, সেই মৃত ব্যক্তি সে তারিখের একদিন পরে তাকে বিবাহ করেছিল, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে এবং বিবাহ সাব্যস্ত হওয়ার রায় দেওয়া হবে।

হত্যার তারিখ কাযীর রায় দ্বারা সাব্যস্ত হতে পারে। সুতরাং কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে অমুক দিন তার পিতাকে হত্যা করেছে এবং কাযীও সে রায় প্রদান করে, এরপর কোন মহিলা দাবী করে যে, তার পিতা সে তারিখের একদিন পর তাকে বিবাহ করেছিল, তবে তা গৃহীত হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৭. মাসআলা ঃ কেউ কোন মহিলার বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে তাকে বিবাহ করেছে এবং সে তাকে বলল, তোমার স্বামী অমুক তোমাকে তালাক দিয়েছিল, তারপর তোমার ইদ্দত শেষ হয়ে যায় এবং তারপর আমি তোমাকে বিবাহ করি। মহিলা বলল, অমুক আমাকে তালাক দেয়নি। এখন বাদী যদি প্রথম স্বামীর তালাক সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে কি? না, তা গৃহীত হবে না। সুতরাং তারপর যদি প্রথম স্বামী উপস্থিত হয় এবং তার তালাক সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে। তারপর লক্ষ্য করে দেখতে হবে যে, দ্বিতীয় বিবাহ ইদ্দত শেষ হওয়ার পর হয়েছিল কি না। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তাকে বিবাহ করেছে তবে তার বিবাহ শুদ্ধ হবে (আল-ফুসূলুল-আশতারূনিয়্যা)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তির প্রত্যেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই পশুটি তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে এবং প্রত্যেকেই তারিখ বর্ণনা করে, তবে যার তারিখের সাথে পশুটির বয়সের মিল পাওয়া যাবে, তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে, তাতে পশুটি তাদের উভয়ের দখলে থাকুক বা তাদের কোন একজনের দখলে থাকুক কিংবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির দখলে। কেননা তাতে মূল বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। পক্ষান্তরে, যদি তারিখ উল্লেখ ছাড়াই তারা নিজ মালিকানায় জন্মের দাবী করত, তবে যার দখলে থাকত, তার অনুকূলেই রায় দেওয়া হত। আর যদি উভয়ের দখলে থাকত বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির দখলে থাকত, তবে রায় দেওয়া হত যে, উভয়ের সেটির মালিক।

যদি পশুটির রায় তাদের কারও বর্ণিত তারিখের সাথে না মেলে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, সেটি উভয়েরই। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন পশুটি তৃতীয় কোন ব্যক্তির দখলে থাকবে, তাদের কারও দখলে না থাকবে। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের দখলে থাকে তখনও সমাধান এরকমই হবে (আত-তাবয়ীন)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি জানা যায় যে, পশুটির বয়স তাদের একজনের বর্ণিত তারিখের সংগে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয় এবং দ্বিতীয়জনের তারিখের সাথে মেলার ব্যাপারটাও হয়ে সন্দেহপূর্ণ। তবে যার তারিখের সাথে মেলা, না মেলার সন্দেহ থাকে, তার অনুকূল রায় দেওয়া হবে।

যদি তাদের একজন তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজন উল্লেখ না করে এবং পশুটির বয়স হয় অমীমাংসিত, তবে উভয়ের পক্ষেই দেওয়া হবে যে, তারা উভয়েই পশুটির মালিক যদি

সেটি তাদের কারও দখলে না থাকে। আর যদি তাদের উভয়ের দখলে থাকে, তবে উভয়ের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ যদি তাদের একজনের দখলে থাকে, তবে যার দখলে আছে তার অনুকূলেই রায় দেওয়া হবে। যদি পশুর বয়স উভয়ের বর্ণিত তারিখের বিপরীত হয় তবে উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে এবং যার দখলে আছে, পশুটি তার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে– (আত-তাবঈন)। অধিকাংশ মাশাইখের মতে এটাই সহীহ্ (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ বিশুদ্ধতম মত এই যে, তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হবে না। বরং পশুটি যদি তাদের উভয়ের হাতে বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির হাতে থাকে। তবে রায় দেওয়া হবে যে, তারা উভয়েই পশুটির মালিক। আর যদি তাদের কোন একজনের দখলে থাকে, তবে তার মালিক সাব্যস্ত করা হবে (আত-তাবয়ীন)।

২২. মাসআলা ঃ দখলদার ব্যক্তি তার দাবীর পক্ষে, কাযী কর্তৃক বেদখল ব্যক্তির অনুকূলে রায় দেওয়ার আগে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করুক, বা তার পরে, তাতে মাসআলায় কোন প্রভেদ হবে না। উভয় অবস্থায়ই উপরিউক্ত রায় প্রযোজ্য হবে (আল–মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ বেদখল ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটা তার গোলাম তাকে সে অমুকের কাছ থেকে কিনেছে এবং গোলামটি তার বিক্রেতার মালিকানাতেই জন্ম নিয়েছে, অপর দিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি তার এবং অন্য এক ব্যক্তির নাম নিয়ে বলে যে, তার কাছ থেকে সে এটি কিনেছে আর তার মালিকানাতেই এটির জন্ম হয়েছে, তবে রায় দেওয়া হবে সে দখলদার ব্যক্তিটি একটি মালিক।

এমনিভাবে বেদখল ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি বিক্রেতার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে আর দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার নিজের মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে, তখনও দখলদারের সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে।

এমনিভাবে যদি ওয়ারিশ বা ওয়াসীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ গোলাম অমুক আমাকে হিবা করেছে, তারপর এটি আমি কবজা করেছি এবং এটি ঐ ব্যক্তির মালিকানাতেই জন্ম নিয়েছিল (আল-মাবসূত)।

২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি ছাগল আছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, ছাগলটি তার এবং এটি তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে, অপরদিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার ছাগল। সে অমুকের পক্ষ হতে এটির মালিকানা লাভ করেছে এবং সেই অমুকের মালিকানাতেই এটির জন্ম হয়েছে। এক্ষেত্রে দখলদার অনুকূলেই রায় দেওয়া হবে (আয-যাখীরা)।

২৫. মাসআলা ঃ 'আল-আস্‌ল'–গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কাযী দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে রায় দিয়েছে থাকলে তা বাতিল করতঃ প্রথম ব্যক্তির পক্ষে রায় দেবে এবং এটাই সহীহ্ (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি একজন মালিকানা লাভের পক্ষে এবং অপরজন স্বীয় মালিকানায় জন্ম নেওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে ব্যক্তি স্বীয় মালিকানায় সেটি জন্ম নিয়েছে বলে দাবী করেছে, তারই অগ্রাধিকার লাভ হবে। তা সে যেই হোক।

এমনিভাবে যদি এ দাবী দুই বেদখল ব্যক্তির মধ্যে হয়, তবে যে ব্যক্তি নিজ মালিকানায় জন্মের দাবী করবে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রগণ্য হবে।

যদি দখলদারের পক্ষে রায় দেওয়া হয় যে, ছাগলটি তার মালিকানাতেই জন্ম নিয়েছে, তারপর ততীয় একজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার মালিকানাতেই জন্ম নিয়েছে, তবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে। অবশ্য যদি তার মালিকানা জন্মের সপক্ষে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তার পক্ষেই রায় যাবে (আল-কাফী)।

২৭. মাসআলা ঃ দখলদার যদি তার সাক্ষ্য-প্রমাণ পুনরায় পেশ করতে সক্ষম না হয় এবং কাযী তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে রায় দেয়, তারপর দখলদার সাক্ষী হাযির করে এবং তারা বলে এ গোলাম তার, তারই মালিকানায় জন্ম নিয়েছে, তবে গোলামটি তার বলে রায় দেওয়া হবে। দখলদার যদি পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারে এবং ইত্যবসরে চতুর্থ ব্যক্তি হাযির হয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার গোলাম এবং তার মালিকানাতেই জন্মগ্রহণ করেছে, তবে কাযী তৃতীয় ব্যক্তিকে বলবে, এটি যে তোমার গোলাম এবং তোমার মালিকানাতেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং সপক্ষে চতুর্থ ব্যক্তির সম্মুখে তোমার সাক্ষ্য-প্রমাণ পুনরায় হাযির কর। সে যদি তা হাযির করতে পারে, তবে চতুর্থ ব্যক্তি অপেক্ষা সেই গোলামটির বেশী হকদার হবে। যদি প্রথম দাবীদার হাযির হয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার গোলাম এবং তারই মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে, তবে তার সাক্ষ্য–প্রমাণ গৃহীত হবে না। কেননা এটির ব্যাপারে একবার তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছে। কাজেই এরপর আর কারও বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে ফায়সালা এ রকমই হবে (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, সেটি তার গোলাম এবং তারই মালিকানায় জন্ম নিয়েছে আবার অন্য এক ব্যক্তি একই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখাল। ফলে কাযী রায় দিল যে, গোলামটি উভয়ের। তারা এটি অর্ধার্ধি পাবে। তারপর তৃতীয় একজন আসল এবং একই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে প্রথম দু'জন যদি গোলামটিতে তাদের মালিকানা এবং সেটি তাদের মালিকানায় জন্ম নেওয়ার সপক্ষে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির না করে, তবে কাযী তৃতীয় ব্যক্তির অনুকূলে রায় দেবে যে, সে-ই গোলামটির মালিক। তাদের একজন যদি স্বীয় দাবীর সপক্ষে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে, কিন্তু অপরজন তা না করে তবে যে ব্যক্তি পুনরায় সাক্ষী হাযির করবে, তাকে গোলামটির সেই অর্ধেকের মালিক সাব্যস্ত করা হবে যা তার দখলে আছে। এ অর্ধেকের তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি পুনরায় সাক্ষ্য হাযির করেনি, পূর্বে তার অনুকূলে যে অর্ধেকের রায় দেওয়া হয়েছিল, সে অর্ধেকের ব্যাপারে রায় বাতিল করে তৃতীয় ব্যক্তিকে তার মালিক সাব্যস্ত করা হবে। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির সংগে পুর্নবার সাক্ষী উপস্থিত কর্তার অংশীদারিত্ব লাভ হবে না। প্রথমে যার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ গোলামটি যার দখলে ছিল, সে যদি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেয়ে যায় যে, সে-ই গোলামটির মালিক এবং এটি তারই মালিকানায় জন্ম নিয়েছে, ফলে সে তা কাযীর সামনে পেশ করে, তবে কাযী রায় দেবে যে, গোলামটি তারই। কেননা সে যদি প্রথম দিন এ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারত, তবে তারই অগ্রাধিকার লাভ হত। কাজেই পরবর্তী সময়ে তা পেশ করতে সক্ষম হলেও তার সে অধিকার লাভ হবে (আয-যাখীরা)।

২৯. মাসআলা ঃ দখলদার ও বেদখল দু'জনেই যদি সাধারণভাবে মালিকানা দাবী করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, ফলে কাযী দখলদারের বিপরীত রায় দেয় যে, বেদখল ব্যক্তিই তার মালিক, তারপর দখলদার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটির তার মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে, তবে তা গৃহীত হবে এবং এর ফলে পূর্বের দেওয়া রায় বাতিল হয়ে যাবে (আল-কাফী)।

৩০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, গোলামটি ছিল তার এবং সে এর মালিক থাকা অবস্থায় এটিকে মুক্তিদান করেছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এটি তার গোলাম এবং তার মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে, তবে এ ক্ষেত্রে নিজ মালিকানায় জন্মগ্রহণের দাবীদারই অগ্রাধিকার লাভ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩১. মাসআলা ঃ বেদখল ব্যক্তি এ দখলদার উভয়ে নিজ নিজ মালিকানায় গোলামটির জন্মগ্রহণ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে আর বেদখল ব্যক্তি সেই সংগে মুক্তিদানে ও দাবী করে, তবে তারই অগ্রাধিকার লাভ হবে।

এমনিভাবে তারা উভয়ে যদি সেটির অনুরূপ মালিকানা দাবী করে, আর সেটি তৃতীয় কোন ব্যক্তির দখলে থাকে এবং তাদের একজন সেই সংগে মুক্তিদানেরও দাবী করে তবে মুক্তিদানের দাবীদারই অগ্রগণ্য হবে। কেননা সাক্ষিগণ যদি জন্মগ্রহণের সাথে মুক্তিদানের সম্পর্কেও সাক্ষ্যদান করে তবে সে সাক্ষ্য বেশী বলিষ্ঠ হয়। কেননা তা দ্বারা এমনভাবে দাবীদারের অগ্রগণ্যতা প্রমাণিত হয় যে, তার উপর আর অন্য কারও হক প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকে না। পক্ষান্তরে দখলদারের সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা এমনভাবে মালিকানা সাব্যস্ত হয় যে, তার উপর অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার অবকাশ থাকে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩২. মাসআলা ঃ বেদখল ব্যক্তি কেউ নিজ মালিকানায় গোলামটির জন্ম গ্রহণ করে দাবীর সাথে এ দাবী করে যে, সে তাকে মুদাব্বার বানিয়েছে অর্থাৎ ঘোষণা দিয়েছে যে, আমার মৃত্যুর পর সে আযাদ, অপরদিকে দখলদার ব্যক্তি কেবল জন্মগ্রহণের দাবী করে, এর বেশী কিছু নয়, তবে সমাধান কী হবে, সে সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ সুলায়মান (র)-এর বর্ণনায় আছে যে, বেদখল ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। অর্থাৎ মুদাব্বার বানানোটা মুক্তিদান করার মতই। আবার আবূ হাফ্স (র)-এর বর্ণনায় আছে যে, দখলদারের অনুকূলে রায় দেওয়া হবে। এ বর্ণনা অনুযায়ী মুদাব্বার বানানোকে কিতাবাতের পর্যায়ে ধরা হয়েছে (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা ঃ বেদখল ব্যক্তি যদি দাবী করে যে, এটি তার মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে এবং সে তাকে মুদাব্বার বা উম্মু ওয়ালাদ বানিয়েছে আর দখলদার ব্যক্তি দাবী করে সে তাকে চূড়ান্তভাবে মুক্তিদান করেছে, তবে দখলদারেরই অগ্রাধিকার লাভ হবে। দখলদার ব্যক্তি যদি তার মালিকানায় জন্মের দাবীর সাথে মুদাব্বার বানানো বা উম্মু ওয়ালাদ বানানোর দাবী করে আর বেদখল ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে আযাদ করার দাবী করে, তবে বেদখল ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রাধিকার পাবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখাসী)।

৩৪. মাসআলা ঃ দখলদার ব্যক্তি যদি দাবী করে, এটি তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে আর বেদখল ব্যক্তি দাবী করে যে, সে এটির মালিক, দখলদার ব্যক্তি তার কাছ থেকে এটি গসব করেছে, তবে বেদখল ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রাধিকার পাবে। এমনিভাবে দখলদার ব্যক্তি যদি দাবী করে, এটি তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে আর বেদখল ব্যক্তি দাবী করে এর মালিক সে, এই দখলদারের কাছে যে এটি ভাড়া দিয়েছে বা তার কাছে আমানত রেখেছে কিংবা তাকে ধার দিয়েছে, তবে তখনও বেদখল ব্যক্তির, সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রগণ্য হবে (আল-মুহীত)।

৩৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি ক্রীতদাসী আছে। অপর পক্ষে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, অমুক শহরের কাযী এই দখলদারের বিপরীতে রায় দিয়েছে যে, এ ক্রীতদাসীটির আমিই মালিক। অপরদিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্রীতদাসীটি তার এবং এটি তারই মালিকানায় জন্ম নিয়েছে। এখন বাদীর সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, কাযী তার অনুকূলে এ ক্রীতদাসীটির মালিকানায় রায় দিয়েছে সাক্ষীদের সাক্ষ্যক্রমে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, সে এটি দখলদারের কাছ থেকে ক্রয় করেছে বা দখলদার তাকে এটি হিবা করেছে বা তাকে সাদাকা করেছে কিংবা তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, কাযী এটিতে তার মালিকানার রায় দিয়েছে, কিন্তু কি হিসেবে রায় দিয়েছে তা তারা উল্লেখ না করে, তবে এই কাযী সে রায় কার্যকর করবে এবং ক্রীতদাসীটিকে বাদীর হাতে সমর্পণ করবে।

বাদীর সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সেই কাযী এ বাদীর পক্ষে সেটির মালিকানা ঘোষণা করেছে সাক্ষীদের সাক্ষ্যক্রমে, যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, এটি তার বা এটি তারই মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কাযী সে রায়ও বহাল রাখবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কাযী সে রায় বাতিল করে দেবে।

সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক শহরের কাযী আমাদের নিকট স্বীকার করেছেন যে, তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্যক্রমে রায় দিয়েছেন যে, এই ক্রীতদাসীটি এই বাদীর, কেননা সাক্ষিগণ তার সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, ক্রীতদাসীটি তার বা এটি তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে। তবে শায়খুল-ইসলাম (র)-এর বর্ণনামতে তিনও ইমামের মত দ্বিতীয় কাযী সে রায় বাতিল করে দেবে (আয-যাখীরা)।

৩৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি ক্রীতদাসী আছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, অমুক শহরের কাযী এই ক্রীতদাসীটির ব্যাপারে এই দখলদারের বিরুদ্ধে তার অনুকূলে রায় দিয়েছে। কিন্তু তার সাক্ষিগণ একথা বলল না যে, সে কাযী রায় দিয়েছে কিসের ভিত্তিতে? এর বিপরীতে যদি অন্য কেউ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে, তবে অগ্রাধিকার লাভ হবে, সেই ব্যক্তিরই যার পক্ষে ইতোপূর্বে কাযীর রায় হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে প্রথম ব্যক্তির সাক্ষিগণ যদি বলে, অমুক শহরের কাযী এ ক্রীতদাসীটি এই বাদীর বলে রায় দিয়েছে সাক্ষীদের এই সাক্ষের ভিত্তিতে যে, সেটি তার আর এর বিপরীত দখলদারের সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, এটি তার মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)–এর মতে যার পক্ষে ইতোপূর্বে রায় হয়ে গেছে তারই অগ্রাধিকার থাকবে, কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)–এর মতে যার মালিকানায় ক্রীতদাসীটির জন্ম হয়েছে, তাকেই এর মালিক বলা হবে (আল–মুহীত)।

৩৭. মাসআলা ঃ বেদখল ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য–প্রমাণ পেশ করে যে,এই ক্রীতদাসীটি আমার মালিকানায় এই গোলামটির জন্ম দিয়েছে আর দখলদার ব্যক্তিত্ব একই দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে বাদীর অনুকূলেই রায় দেওয়া হবে। কেননা তারা ক্রীতদাসীটির মালিকানা দাবী করেছে সূত্রের উল্লেখ ছাড়াই। কাজেই সেটির ব্যাপারে বাদীর পক্ষেই রায় যাবে। আর ক্রীতদাসীটির অধীনে গোলামের ভেতরও তার হক প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা।)

৩৮. মাসআলা ঃ বিবাদীর দখলভুক্ত ছাগল সম্পর্কে যদি বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার এবং তার মালিকানা থাকা অবস্থায়ই সে এটির এই পশম কেটেছে, অপরদিকে, বিবাদী ও একই দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে রায় দেওয়া হবে যে, ছাগল ও পশম উভয়ই বাদীর (আয-যাখীরা)।

৩৯. মাসআলা ঃ দখলদার ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার গোলাম এবং তার মালিকানাভুক্ত এক ক্রীতদাসী ও গোলামের দ্বারা এর জন্ম হয়েছে, অন্যদিকে বেদখল

ব্যক্তিও একই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, দখলদার ব্যক্তিই গোলামটির মালিক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪০. মাসআলা ঃ সুতরাং গোলামটি দখলদার ব্যক্তির ক্রীতদাসী ও গোলামেরই সন্তান সাব্যস্ত হবে, বেদখল ব্যক্তির ক্রীতদাসী ও গোলামের সন্তান নয়। অর্থাৎ মালিকানা ও জন্ম পরিচয় উভয় ব্যাপারেই দখলদারের পক্ষে ফায়সালা হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৪১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলভুক্ত একটি গোলাম সম্পর্কে যদি অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার গোলাম এবং এটির জন্ম হয়েছে তার এই ক্রীতদাসীর গর্ভে ও তার এই গোলামের ঔরসে অন্যদিকে আরও এক বেদখল ব্যক্তি গোলামটির ব্যাপারে একই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে কাযী রায় দেবে যে, উভয় বেদখল ব্যক্তিই অর্ধার্ধি করে এ গোলামের মালিক এবং সে উভয় ক্রীতদাসী ও উভয় গোলামেই সন্তান সাব্যস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলভুক্ত কোন গোলাম সম্পর্কে যদি কেউ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার গোলাম, তার মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু ক্রীতদাসীর নাম না বলে, অপর দিকে অন্য এক বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার গোলাম এবং এটি তার এই ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে, তবে ক্রীতদাসীট যার দখলে আছে, তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। গোলামটি যার দখলে আছে সে যদি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার গোলাম, তার এই ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সে অন্য কোন ক্রীতদাসীর কথা বলে, তবে দখলদারকেই তার মালিক ঘোষণা করা হবে (আল-মুহীত)।

৪৩. মাসআলা ঃ 'আল-ফাতাওয়াল কুব্‌রা'-গ্রন্থে আছে, দুই ব্যক্তির দখলে দুটি ছাগল আছে। তাদের প্রত্যেকের দাবী যে, তার প্রতিপক্ষের দখলে যে ছাগলটি আছে, সেটি তার এবং তারই মালিকানাধীন বকরীর গর্ভজাত আর তারা এ দাবীর সপক্ষে আপন-আপন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে 'আল-আসল' এর দাওয়া অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমার্ণ গৃহীত হবে এবং প্রত্যেকের অনুকূলে এই রায় দেওয়া হবে যে, তার প্রতিপক্ষের দখলে যে ছাগল আছে সেটি তার। এরই উপর ফাতওয়া (আল-মুয্‌মারাত)।

৪৪. মাসআলা ঃ উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে কেবল সেই অবস্থায়, যখন ছাগলের বয়স হবে অমীমাংসিত, আপাতত দৃষ্টিতে তাদের প্রত্যেকটি অপরটির মা হতে পারে। পক্ষান্তরে, প্রত্যেকটি যদি অপরটির মা হওয়ার উপযুক্ত না হয়, তবে উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার দখলে যে ছাগলটি আছে, সেটি তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে আর তার প্রতিপক্ষের দখলে যে, ছাগল আছে, সেটি তার এবং সেটিকে তার অন্য একটি ছাগল জন্ম দিয়েছে আর প্রতিপক্ষ ও একই রকম সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে, তবে তাদের প্রত্যেকের অনুকূলে এই রায় দেওয়া হবে যে, তার দখলে যে ছাগল আছে, সেটি তারই (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখাসী)।

৪৫. মাসআলা ঃ মালিকানার যে কারণ একাধিকবার ঘটতে পারে না, সেটা জন্মসূত্রে মালিকানা লাভের পর্যায়ভুক্ত। উদাহরণ যে বস্তু কেবল একবারই বয়ন করা যায়। তার বয়ন, যেমন সুতি কাপড়, এমনিভাবে সুতা কাটা, দুধ দোওয়ানো, পনির তৈরি করা, পশম কাটা ইত্যাদি।

যে সব কারণ একাধিকবার ঘটতে পারে তা জন্মসূত্রের সমপর্যায়ে গণ্য হবে না। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বেদখল ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে, যেমন সূত্রবিহীন মালিকানার দাবীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এরূপ কারণের মধ্যে রয়েছে গৃহ নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ, গম, ধান ইত্যাদি বপন

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রভৃতি। এরূপ ক্ষেত্রে বয়স নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে অভিজ্ঞজনদের শরণাপন্ন হতে হবে (আল-কাফী)।

৪৬. মাসআলা ঃ কারও দখলভুক্ত কোন বস্ত্র সম্পর্কে যদি কেউ দাবী করে যে, বস্ত্র তার এবং সে নিজে তা বয়ন করেছে কিংবা কারও দখলভুক্ত তরবারির ফলা সম্পর্কে দাবী করে যে, সেটা তার যা সে তৈরি করেছে এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, আর দখলদার ব্যক্তি অনুরূপ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে সে ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখতে হবে যে, অনুরূপ বস্ত্র ও তরবারি একাধিকবার তৈরি করা যায় কি না। যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, এরূপ কেবল একবারই বয়ন ও নির্মাণ করা যায়, তবে দখলদারের অনুকূলে রায় দেওয়া হবে। যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, এ রকম কাপড় ও এরকম ফলা একাধিকবার তৈরি করা যায়, তার রায় দেওয়া হবে বেদখল ব্যক্তির অনুকূলে। বিষয়টা যদি নিশ্চিতভাবে জানতে না পারে বরং কাযী এ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত থাকে, তবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞেস করবে এবং তাদের কথার ভিত্তিতেই রায় প্রদান করবে। এক্ষেত্রে তাদের একজনের কথাই যথেষ্ট দু'জন হলে উত্তম। যদি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞজনদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়টা অমীমাংসিত থাকে, তবে কী করণীয় সে সম্পর্কে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা অনুযায়ী বেদখল ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

৪৭. মাসআলা ঃ যদি কারিগরদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়, সে ব্যাপারেও মতভেদ আছে (এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী বেদখল ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে) (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৪৮. মাসআলা ঃ যদি তুলার সুতা নিয়ে দুই মহিলার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, একজন দাবী করে তা সে কেটেছে এবং অন্যজনের দাবী সে কেটেছে তবে দখলদারীর অনুকূলে রায় দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৯. মাসআলা ঃ তুলার পরিবর্তে যদি পশমী সুতা হয় তবে তা যার দখলে নেই তারই অগ্রাধিকার লাভ হবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

৫০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলভুক্ত বস্ত্র নিয়ে যদি দুইজনের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়, একজন দাবী করে যে, সে তার অর্ধেক বয়ন করেছে এবং অপরজন দাবী করে সে অর্ধেক বয়ন করেছে এবং উভয়ে স্ব-স্ব দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মধ্যে কে কোন অংশ বয়ন করেছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হলে প্রত্যেককে তার বুনা অংশ দেওয়া হবে। আর যদি তা নিরূপণ করা সম্ভব না হয়, তবে সবটাই পাবে বেদখল ব্যক্তি (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলভুক্ত পশম সম্পর্কে যদি অপর এক ব্যক্তি দাবী করে যে, ঐ পশম তার এবং সে তার ভেড়া থেকে তা কেটেছে, দখলদার ব্যক্তিও অনুরূপ দাবী করে এবং উভয়ে আপন-আপন দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে দখলদার ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আয-যাখীরা)।

৫২. মাসআলা ঃ কেউ যদি সাক্ষীসহ কারও দখলের ঘি বা তেল এর মালিকানা দাবী করে বলে যে, সে-ই তো তৈরি করেছে, অন্যদিকে দখলদার ব্যক্তিও একই শ্রেণীতে একই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে দখলদারের পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। আটা ও ছাতুর ক্ষেত্রেও একই ফায়সালা (আল-মুহীত)।

৫৩. মাসআলা ঃ যদি পনির নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং বেদখল ও দখলদার উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তা তার এবং নিজের মালিকনায় তা তৈরি করেছে, তবে

দখলদারের পক্ষেই রায় যাবে। এমনিভাবে যদি দুধ সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয় এবং প্রত্যেকে সাক্ষ্য প্রমাণ দেখায় যে, সেটা তার এবং নিজ হাতে নিজ মালিকানায় তা দুইয়েছে, তবে দখলদারকেই মালিক সাব্যস্ত করা হবে (আল কাফী)।

৫৪. মাসআলা ঃ যদি প্রত্যেক সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, যেই দুধ দ্বারা এই পনির তৈরি করা হয়েছে, তা তার ছিল, তবে বেদখল ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে। যদি প্রত্যেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এর দুধ তার ছাগল থেকে তারই মালিকানায় দোওয়ানো হয়েছে এবং তা থেকেই এ পনির তৈরি করা হয়েছে, তবে পনির যার দখলে আছে তাকেই মালিক সাব্যস্ত করা হবে।

যদি প্রত্যেক সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই পনিরের দুধ যে ছাগল থেকে দোওয়ানো হয়েছে, তার মালিক যে, তবে বাদীর পক্ষে তার রায় হবে।

যদি প্রত্যেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই পনিরের দুধ যে ছাগল থেকে দোওয়ানো হয়েছে, সেটি তারই ছাগলের ওলানজাত তবে পনির যার দখলে আছে, তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল মুহীত)।

৫৫. মাসআলা ঃ বাদী যদি বলে এ পনির আমার, আমি আমার এই ছাগলের দুধ দ্বারা তৈরি করেছি এবং বেদখল ব্যক্তিও অনুরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, ছাগলটি বেদখল ব্যক্তিরই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৬. মাসআলা ঃ যদি কোন অলংকার সম্পর্কে দাবী এটা আমার, আমি আমার মালিকানায় এটা বানিয়েছি, তবে এটা নিজ মালিকনায় উৎপন্ন সংক্রান্ত দাবীর পর্যায়ে পড়বে না। এমনিভাবে যদি দাবী করে এ গম তার সে নিজে এর চাষ করেছে, তবে সেটাও উৎপাদনের দাবী হিসেবে গৃহীত হবে না (আয-যাহীরিয়্যা)।

৫৭. মাসআলা ঃ যদি কারও দখলের বাড়ি সম্পর্কে কেউ দাবী করে, এটা তার দাদার বাড়ি, তার দাদাই এ বাড়ি করেছিল এবং তার মীরাস হিসেবে এটা তার হাতে পৌঁছেছে আর দখলদার ব্যক্তিও একই দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে বাদীই বাড়িটির মালিক (আল মুহীত)।

৫৮. মাসআলা ঃ যদি কারও দখলে জমি ও খেজুর গাছ থাকে এবং অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ জমি ও খেজুর গাছ আমার আমিই এ জমিতে এ খেজুর গাছ লাগিয়েছি, অন্যদিকে দখলদার ব্যক্তির একই দাবী করে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে বাদীর পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটি তার। আংগুরের মাচান ও অন্যান্য বৃক্ষের ক্ষেত্রেই মাসআলা এ রকমই (আল-কাফী)।

৫৯. মাসআলা ঃ জমিতে যদি ফসল থাকে এবং বাদী ও দখলদার প্রত্যেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, জমি তার এবং ফসলও তার, সে-ই জমিতে ফসল করেছে, তবে বেদখল ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে যে, জমি ও ফসল তার (আল-মুহীত)।

৬০. মাসআলা ঃ এমনিভাবে যদি ইমারত সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয় এবং প্রত্যেকে দাবী করে যে, সে তার জমিতে এই ইমারত নির্মাণ করেছে, তবে বেদখল ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৬১. মাসআলা ঃ যদি তুলার পুর দেওয়া জোব্বা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং বাদী দাবী করে যে, জোব্বাটি তার সে এটি কেটেছে, পুর দিয়েছে ও নিজ মালিকানা সেলাই করেছে এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, অন্যদিকে দখলদার ব্যক্তিও একই দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখায়, তবে বাদীর অনুকূলে রায় দেওয়া হবে যে, জোব্বাটি (জামাটি) তারই (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬২. মাসআলা ঃ এমনিভাবে ভেতরে পুর দেওয়া হয় এমন যে কোন পোশাক এবং কেটে সেলাই করা হয়, এমন চাদর, গালিচা, গদি ও বালিশ, এমনিভাবে উসফুর, জাফরান, ওয়ারস ইত্যাদি দ্বারা রাঙানো কাপড় সম্পর্কে যদি বেদখল ব্যক্তি ও দখলদার প্রত্যেকবার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সেটি তার এবং তারই মালিকানা রঙ করা হয়েছে, তবে বেদখল ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

৬৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটা চামড়া আছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এটা তার চামড়া, সে এটা তার মালিকানায় দাঁড়িয়েছে। দখলদার ব্যক্তিও অনুরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এ ক্ষেত্রে দখলদারের পক্ষে রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৬৪. মাসআলা ঃ চামড়া ছাড়ানো একটি ছাগল এক ব্যক্তির দখলে আছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে যে,ছাগলটি তার এবং সেই এটি যবাহ করে চামড়া ছাড়িয়েছে। দখলদারও একই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে রায় দেওয়া হবে বেদখল ব্যক্তির পক্ষে (আল-মুহীত)।

৬৫. মাসআলা ঃ যদি তাদের প্রত্যেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ছাগলটি তার তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে, সে এটি যবাহ করেছে এবং চামড়া ছড়িয়েছে, কাজেই এর চামড়া, মাথা ও বর্জাবলীও তারই, তবে রায় দেওয়া হবে যে, ছাগলটি যার দখলে আছে, এ সবই তার (আল-মাবসূত)

৬৬. মাসআলা ঃ দখলদার ও বেদখল ব্যক্তি যদি ভুনা মাংস বা ভুনা মাছ নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হয়, প্রত্যেকে দাবী করে যে, সে তার মালিকানাই তা ভুনেছে, তবে বেদখল ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে।

এমনিভাবে কুরআনের অনুলিপি নিয়ে যদি বিরোধ দেখা দেয় এবং প্রত্যেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ কপি তার সে নিজ মালিকানায় এটি লিখেছে, তবে বেদখল ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে। কেননা লেখা এমনই এক কাজ যা বারবার করা হয়ে থাকে, একবার লেখা হয়, তা মুছা হয়, আবার লেখা হয় (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৬৭. মাসআলা ঃ পিতলের কলস, তশতরি, লোহা, তামা, পিতল বা এ জাতীয় কোন ধাতব পাত্র, আয়না, সেগুনের দুই কপাট, পেয়ালা, বাক্স,খাট, মশারি, তাঁবু, মোজা, টুপি প্রভৃতির ক্ষেত্রে বেদখল ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে-যদি পুনর্বার তৈরি সম্ভাবনা থাকে। অন্যথায় যার দখলে আছে, তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-খুলাসা)

৬৮. মাসআলা ঃ কারও দখলের কাঁচা ইট সম্পর্কে যদি কেউ দাবী করে, এটা আমার, আমি নিজ মালিকানায় এগুলো তৈরি করেছি এবং এর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, যার দখলে আছে, সে ও অনরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে, তবে বেদখল ব্যক্তির, পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে পাকা ইট, জিপসাম, কিংবা চুন নিয়ে বিরোধ হলে দখলদারের পক্ষে রায় যাবে (আল-মুহীত)।

৬৯. মাসআলা ঃ চামড়া ছাড়ানো ছাগল আছে এক ব্যক্তির দখলে এবং তার চামড়া ও বর্জাদি আছে অন্য ব্যক্তির দখলে। ছাগলটি যার দখলে আছে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, ছাগল, চামড়া, ও বর্জাদি, সবই তার, অন্যদিকে যার দখলে চামড়া ইত্যাদি আছে, সেও অনুরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করল। এক্ষেত্রে যার দখলে যা আছে, সে তার মালিক বলে রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারখসী)।

৭০. মাসআলা ঃ কবুতর, বা মুরগি কিংবা এ জাতীয় কোন পাখি বা ডিম থেকে জন্মায়, এ সম্পর্কে যদি কেউ সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, এটা আমার, আমারই মালিকানায় জন্ম নিয়েছে, অপরদিকে দখলদার ব্যক্তিও অনুরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে দখলদারের অনুকূলে রায় দেওয়া হবে (আয-যাখীরা)।

৭১. মাসআলা ঃ বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, যে ডিম ফুটে এ মুরগী বের হয়েছে, সেটি ছিল তার, তবে সে কারণে এ রায় দেওয়া হবে না যে, মুরগিটিও তার। বরং মুরগির মালিককে বলা হবে যে, কোন ডিমের মালিককে অনুরূপ ডিম পরিশোধে করে (আল-মাবসূত)।

৭২. মাসআলা ঃ গসব করা মুরগি দুটি ডিম দিল। মুরগিটি তার একটিতে তা দিল এবং একটি বাচ্চা ফুটল। গসবকারী অন্য ডিমটিতে অন্য মুরগি দ্বারা তো দেওয়ালো এবং তাতেও একটি বাচ্চা ফুটল। এক্ষেত্রে মুরগি ও তার তা দেওয়া বাচ্চাটি পাবে মুরগির মালিক, আর গসবকারী যেটির তা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, সে বাচ্চাটি হবে তার (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৭৩. মাসআলা ঃ পশম, গাছের পাতা ও গাছের ফল, নিজ মালিকানায় জন্ম নেওয়া পশুশাবকের পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু গাছের ডালা ও গম সে পর্যায়ে পড়ে না। সুতরাং বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ পশম তার ছাগলের, এ ফল তার গাছের, এ পাতা তার গাছের, এ ডালা তার গাছের এবং এ গম সেই ফসলের যা সে তার জমিতে চাষ করেছিল আর দখলদারের ব্যক্তিও অনুরূপ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ডালা ও গমের ক্ষেত্রে বাদীর পক্ষে রায় দেওয়া হবে এবং পশম, ফল ও পাতার ক্ষেত্রে রায় যাবে দখলদারের অনুকূলে (আল-মুহীত)।

৭৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলের একটি কাপড় সম্পর্কে দাবী করে যে, যে সেটি তার সে তা বয়ন করেছে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষী হাযির করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে এটি বয়ন করেছে, কিন্তু এ কথা না বলে যে, সে এর মালিক, তবে এক্ষেত্রে বাদীর পক্ষে রায় দেওয়া হবে না।

এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এ পশুটি তার মালিকানার জন্ম দিয়েছে, কিংবা কোন ক্রীতদাসী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, এটি তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এ সাক্ষ্য না দেয় যে, এটি তার তবে সেটির ব্যাপারে বাদীর সপক্ষে রায় দেওয়া হবে না।

এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এটি তার ক্রীতদাসীর কন্যা কিংবা এ কাপড়টি অমুকের তুলা দ্বারা বোনা হয়েছে, তবে এর দ্বারা সেই ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭৫. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তির এ কাপড় অমুকের তুলা দ্বারা বুনেছে সেই ব্যক্তি এ তুলার মালিক ছিল, তবে গসবকারীর কর্তব্য অনুরূপ তুলা মালিককে পরিশোধ করা আর কাপড়টি পাবে গসবকারী। অবশ্য তুলার মালিক যদি বলে, আমি তাকে সুতা কাটতে এ কাপড় বুনতে আদেশ করেছিলাম, তবে কাপড়টি সেই পাবে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারখাসী)।

৭৬. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এ ফল এই বাদীর গাছের, তবে রায় দেওয়া হবে যে, বাদীই সে ফলের মালিক (আল-মুহীত)।

৭৭. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এ গম অমুকের জমিতে চাষ করা ফসলের বা এ খেজুর অমুকের জমিতে অবস্থিত গাছের কিংবা এই আংগুর অমুকের জমিতে করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাগানের, তবে রায় দেওয়া হবে না যে, এ ফল সেই ব্যক্তির প্রাপ্য। ফলে যার দখলে আছে সে যদি তা স্বীকার করে তবে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এই গোলামটিকে অমুকের ক্রীতদাসী জন্ম নিয়েছে তবে গোলামটি ক্রীতদাসীর মালিকেরই সাব্যস্ত হবে।

যদি সাক্ষ্য দেয় এই গম এই ব্যক্তির ফসলের, তবে ঐ গমের ব্যাপারে ফসলের মালিকের পক্ষেই রায় যাবে। এমনিভাবে যদি সাক্ষ্য দেয় যে, কিসমিস অমুকের আংগুর বাগানের, তবে রায় দেওয়া হবে যে, এ কিসমিস সেই ব্যক্তির (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭৮. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয়, এ ব্যক্তি এই আটা অমুকের মালিকানাধীন গম পিষে তৈরি করেছে তবে রায় দেওয়া হবে যে, সমপরিমাণ গম সেই মালিককে পরিশোধ করতে হবে। গমের মালিক যদি বলে, আমি তাকে পেষাই করতে বলেছিলাম, তবে আটা সে পাবে (আল-মাবসূত)।

৭৯. মাসআলা ঃ উসফুর দ্বারা রং করা কাপড় সম্পর্কে সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয়, এই ব্যক্তির দখলভুক্ত এই কাপড়ে যে উসফুর ল্যাগানো হয়েছে তা এই বাদীর সে এর দ্বারা কাপড়টি রং করেছে, আর রংয়ের মালিক কাপড়ের মালিকের বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে-ই এর রং করেছে, কিন্তু কাপড়ের মালিক তা অস্বীকার করে, তবে কাপড়ের মালিকের কথাই গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৮০. মাসআলা ঃ একব্যক্তির দখলে একটি ক্রীতদাসী আছে এবং তার কন্যাটি অন্য কারও দখলে। অপর এক ব্যক্তি দাবীর করল যে, ক্রীতদাসীটি তার, সে সাক্ষি-প্রমাণও পেশ করল। ফলে রায় দেওয়া হল যে, ক্রীতদাসীটি তারই। তো এ রায়ের বলে, বাদী ক্রীতদাসীটির কন্যাটি হস্তগত করতে পারবে না, যদিও সে মালিকানার সূত্র উল্লেখ ছাড়াই ক্রীতদাসীটির অধিকার লাভ করে।

ক্রীতদাসী কন্যাটি যদি বিবাদীর দখলে থাকে, তবে সে ক্রীতদাসীর সাথে কন্যাটি পাবে।

কেউ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই খেজুর গাছ তার আর গাছটি থাকে বিবাদীর দখলে এবং ফল অন্য কারও দখলে, ফলে গাছটির ব্যাপারে দেওয়া হয় যে, এটি বাদীর তবে সে ফলও পাবে। ফলকে বাচ্চার সাথে তুলনা করা যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮১. মাসআলা ঃ হিশাম (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম গমের চাষ করা হয়েছে এমন একটি জমি সম্পর্কে যদি কেউ সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, এ জমি তার, কিন্তু সাক্ষিগণ সেই সংগে বলে যে, ফসল কার তা আমরা জানি না, তবে কিভাবে সমাধান দেওয়া হবে ? তিনি বললেন, ফসল কার জানা না থাকলে তা জমির অধীনে চলে যাবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, যার দখলে ঐ জমি আছে, সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে-ই জমিতে গমের চাষ করেছে, তবে কি ফসল তাকে দেওয়া হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

আমি বললাম, ফসল যদি কর্তিত বা স্তুপিকৃত থাকে এবং সাক্ষিগণ ফসল সম্পর্কে কারও পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়, তখন কী হবে ? তিনি বললেন, জমি যার দখলে সেই পাবে (আল-মুহীত)।

৮২. মাসআলা ঃ বেদখল ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ মাল তার, কিন্তু মালিকানার সূত্র উল্লেখ না করে, অপর দিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে এটা তার কাছে থেকে কিনেছে, তবে দখলদার ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রগণ্য হবে (আল-হিদায়া)।

৮৩. মাসআলা ঃ একজন যদি কবজার সাথে হিবার দাবী করে এবং অন্যজন সেই হিবাকারী হতেই ক্রয়ের দাবী করে আর মাল থাকে তৃতীয় ব্যক্তির দখলে, তবে তাদের কেউ তারিখ না বললে অথবা উভয়ে একই তারিখ বলবে, ক্রয়েই অগ্রাধিকার পাবে। যদি একজন তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজন না করে, তবে তারিখ উল্লেখকারীকেই অগ্রাধিকার লাভ হবে, তা যে ব্যক্তিই হোক।

যদি উভয়ে তারিখ উল্লেখ করে এবং একজনের তারিখ অপরজন অপেক্ষা আগের হয়, তবে যার তারিখ আগের সেই অগ্রাধিকারী সাব্যস্ত হবে।

মাল যদি তাদের কোন একজনের দখলে থাকে, তবে তার পক্ষেই রায় হবে। অবশ্য উভয়ে যদি তারিখ উল্লেখ করে এবং বেদখল ব্যক্তির তারিখ আগের হয় তবে বেদখল ব্যক্তির পক্ষেই রায় যাবে।

মাল যদি উভয়ের দখলে থাকে, তবে সেটি উভয়েই পাবে। অবশ্য যদি উভয়ে তারিখ উল্লেখ করে এবং একজনের তারিখ আগের হয়, তবে যার তারিখ আগের হবে, মালও তারই হবে।

যদি ক্রয়ের দাবীর বিপরীতে কবজাসহ সাদাকার দাবী হয়, তবে সেটা ক্রয়ের বিপরীত কবজাসহ হিবার দাবীর মতই হবে। অর্থাৎ একই সমাধান সেক্ষেত্রে হবে (আল-মুহীত)।

৮৪. মাসআলা ঃ যদি একজন যায়দের কাছ থেকে এক হাজার দিরহামে কেনার দাবী করে এবং অন্যজন অন্য কারও নাম নিয়ে বলে, সে এটা তাকে হিবা করেছে এবং তার কাছ থেকে বলে যে এটা তাকে হিবা করেছে এবং তার কাছ থেকে এসে কবজাও করেছে আর মাল থাকে তৃতীয় কারও দখলে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, তারা উভয়েই সেটির মালিক।

এমনিভাবে যদি তৃতীয় একজন দাবী করে, সে তার পিতা হতে মীরাস হিসেবে এটি পেয়েছে আর চতুর্থ একজন অন্য কারও কাছ থেকে সাদাকা হিসেবে পাওয়ার দাবী করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, তারা প্রত্যেকে এক-চতুর্থাংশ করে পাবে।

মাল যদি তাদের কোন একজনের দখলে থাকে তবে বেদখল ব্যক্তির অনুকূলে রায় দেওয়া হবে। কিন্তু কারও তারিখ আগের হলে তার পক্ষেই রায় যাবে।

মাল যদি উভয়ের দখলে থাকে তবে রায় দেওয়া হবে যে, সেটি দু'জনেরই। কিন্তু একজনের তারিখ পূর্বের হলে তখন তারই অগ্রাধিকার লাভ হবে। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন দাবীর মাল এমন হয়, যা ভাগ বাটোয়ারা করা যায় না, যেমন গোলাম ও পশু। পক্ষান্তরে তা মাত্র ভাগ-বাটোয়ারার উপযুক্ত হয়, যেমন বাড়ি তবে যে ব্যক্তি ক্রয়ের দাবীদার তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৮৫. মাসআলা ঃ সঠিক মত এই যে, যে মাল বিভাজ্য আর যা বিভাজ্য নয়, এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্য কোন প্রভেদ নেই (আল-মুহীত; আয-যাখীরা)।

৮৬. মাসআলা ঃ উভয় প্রকার মালের ভেতর-কবজাসহ হিবা ও সাদাকার দাবীর হুকুম একই। যে মাল অবিভাজ্য, সে ব্যাপারে তো কোন ইখতিয়ার নেই। আর বিভাজনযোগ্য মালের ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধতম মতে তা সহীহ্ নয়। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন কোনও পক্ষের সাক্ষী তারিখ উল্লেখ না করবে এবং কারও পক্ষেই কবজা পাওয়া না যাবে। পক্ষান্তরে যদি উভয় তারিখ বর্ণনা করে, তবে যার তারিখ আগের হবে তারই অগ্রাধিকার থাকবে। যদি কেউ তারিখ উল্লেখ না করে কিন্তু একজনের দ্বারা কবজা সম্পন্ন হয় তবে সেই অগ্রাধিকার যোগ্য হবে। যদি উভয়ে তারিখ উল্লেখ করে, কিন্তু কবজা করে একজন তবে যে কবজা করেছে, তার পক্ষেই রায় হবে (আত-তাবয়ীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮৭. মাসআলা ঃ যদি তাদের একজনের সাক্ষী তারিখ উল্লেখ করে, তবে তারিখ ওয়ালারই অগ্রাধিকার বিবেচিত হবে (আল-মুহীত)।

৮৮. মাসআলা ঃ তৃতীয় ব্যক্তির দখলভুক্ত কোন মালে দুই ব্যক্তি দাবী তুলল। একজন দাবী করল, সে এটা যায়দের কাছ থেকে কিনেছে। অন্যজন দাবী করল, সে এটা যায়দের কাছ থেকে বন্ধক রেখেছে ও কবজা করেছে। উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। তো তারা যদি কেউ তারিখ উল্লেখ না করে অথবা উভয়ে একই তারিখ বলে, তবে ক্রয়ের দাবীই অগ্রাধিকার পাবে। যদি একজন তারিখ বলে, অন্যজন না বলে তবে যে ব্যক্তি তারিখ বলবে, তারই অগ্রাধিকার লাভ হবে, সে যে-ই হোক। যদি উভয়ে তারিখ বলে, কিন্তু একজনের তারিখ আগের হয়, তবে যার তারিখ আগের হবে তারই অগ্রধিকার থাকবে। মাল যদি তাদের একজনের দখলে থাকে তবে যার দখলে থাকবে তার পক্ষেই রায় যাবে। অবশ্য যদি দু'জনেই তারিখ বলে এবং বেদখল ব্যক্তির তারিখ আগে হয়, তবে বেদখল ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৮৯. মাসআলা ঃ একজন যদি দখলদারের কাছ থেকে কবজাসহ বন্ধকের, অন্যজন দখলদারের কাছ থেকে কবজাসহ হিবার দাবী করে এবং উভয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে কিন্তু কারও সাক্ষী তারিখ কবজার কথা উল্লেখ না করে, তবে বন্ধকের দাবীই অগ্রাধিকার পাবে। এটা ইস্তিহ্সান-সম্মত (আত-তাবয়ীন)।

৯০. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত সমাধান এই সেই ক্ষেত্রে যখন উভয়েই একই ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণের দাবী করবে। পক্ষান্তরে যদি দুইজনের কাছ থেকে গ্রহণের দাবী করে তবে উভয়ের অধিকার সমান হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৯১. মাসআলা ঃ যদি একজনের তারিখ আগের হয় কিংবা একজনের দখলে থাকে তবে তার পক্ষেই রায় দেওয়া (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়্যা)।

৯২. মাসআলা ঃ এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন হিবা কোন বিনিময়ের শর্তে না হবে। পক্ষান্তরে যদি বিনিময়ের শর্তে হয় তবে হিবার দাবীই অগ্রাধিকার পাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ; আল-হিদায়া)।

৯৩. মাসআলা ঃ যদি এক ব্যক্তি দাবী করে, সে এই গোলাম কিনেছে এবং মহিলা দাবী করে তার বিয়েতে এটা মোহরানা ধার্য করা হয়েছে, তবে উভয়েই অধিকার সমান হবে। সুতরাং রায় দেওয়া হবে যে, তারা গোলামটি অর্ধার্ধি করে পাবে। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন তাদের কেউ তারিখ না বলবে কিংবা একই তারিখ বলবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ক্রয়ের পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। যদি উভয়ে তারিখ বলে এবং একজনের তারিখ আগের হয় তবে যার তারিখ আগের হবে, তার অনুকূলেই রায় দেওয়া হবে (গায়াতুল-বায়ান।)

৯৪. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে অর্ধার্ধি ভাগ হওয়ার পর মহিলাটি গোলামের অর্ধেক পাবে আর স্বামীর কাছে সে বাকি অর্ধেকের মূল্য পাবে। আর ক্রেতা পাবে গোলামের অর্ধেক এবং ইচ্ছা করলে সে বিক্রেতার কাছ থেকে বাকি অর্ধেকের মূল্য ফেরত নেবে অথবা বেচাকেনা বাতিল করবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মহিলা তার স্বামীর কাছে পূর্ণ গোলামের মূল্য পাবে (আত-তাবয়ীন)।

৯৫. মাসআলা ঃ যদি গোলামটিতে মোহরানা, হিবা, বন্ধক ও সাদাকা-এ চার রকমের দাবী উত্থাপিত হয়, তবে মোহরানার দাবীই অগ্রগণ্য হবে (আল-মুহীত)।

৯৬. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষী করযের পক্ষে সাক্ষ্য দিল এবং অন্য দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল মুদারাবার পক্ষে। এক্ষেত্রে করযের দাবীদারের পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে এ বাড়িটির মালিকানা দাবী করেছিল, ফলে দখলদার ব্যক্তি একশ' দিরহাম দিয়ে তার সংগে আপোষরফা করেছে যার দখলে আছে, সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বাদী এ বাড়িতে তার হকের দাবী হতে তাকে মুক্তি দিয়েছে। এক্ষেত্রে আপোষরফার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি ক্রীতদাসী আছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষীসহ দাবী করল, সে দখলদারের কাছ থেকে তাকে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছে এবং তারপর তাকে আযাদ করে দিয়েছে। অন্য এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে এটি দখলদারের কাছ থেকে একহাজার দিরহামে কিনেছে, কিন্তু সে আযাদ করার কথা বলল না। এ ক্ষেত্রে আযাদকারীর দাবীই অগ্রগণ্য হবে। অবশ্য যদি ক্রয়ের দাবীদার গোলামটি কবজা করে থাকে, তবে তার পক্ষেই রায় হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ গোলাম সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তার মুনীব তাকে আযাদ করে দিয়েছে অথবা তাকে মুদাব্বার বানিয়েছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, মুনীব তার কাছে এক হাজার দিরহামে গোলামটি বিক্রি করেছে। এক্ষেত্রে ক্রেতার কবজা সাব্যস্ত না হলে গোলামের সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে ক্রেতার কবজা সাব্যস্ত হয়ে গেলে তার সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রগণ্য হবে। যদি উভয়ে তারিখ উল্লেখ করে এবং একজনের তারিখ আগের হয়, তবে যার তারিখ আগের হবে। তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আয-যাখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ কোন ক্রীতদাসী যদি সাক্ষীসহ দাবী করে যে, সে তার মুনীবের ঔরসে সন্তান জন্ম দিয়েছে আর অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে মুনীবের কাছ থেকে ক্রীতদাসীটি ক্রয় করেছে, তবে ক্রীতদাসীর সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে, তাতে ক্রীতদাসীটি ক্রেতার কবজায় থাকুক বা তার কবজায় না থাকুক। ক্রেতা যদি ক্রীতদাসীটির গর্ভ সঞ্চারের অন্তত তিন বছর পূর্বের তারিখ উল্লেখ করে, তবে তখন ক্রেতার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ তার দখলভুক্ত ক্রীতদাসী সম্পর্কে সাক্ষ্য পেশ করল যে, সে তাকে মুদাব্বার বানিয়েছে, এবং এ ঘোষণাকালে ক্রীতদাসীটি তার মালিকানায়ই ছিল। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখাল যে, ক্রীতদাসীটি তার মালিকানায় তার ঔরসে সন্তান জন্ম দিয়েছে, তৃতীয় একজনও একই দাবীতে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে দখলদারের অনুকূলেই রায় দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ গোলাম যদি কারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে আযাদ করেছে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি তা অস্বীকার করে অথবা সে তা স্বীকার করে এবং অন্য এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি তার, তবে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে যে, গোলামটি তার, সেই ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে।

এমনিভাবে সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার দখলে থাকা অবস্থায় তাকে আযাদ করেছে, তাও গৃহীত হবে। যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এটি গতকাল তার দখলে ছিল, তবে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭. মাসআলা ঃ গোলামের সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তাকে আযাদ করে দিয়েছে এবং আযাদ করার সময় সে তার মালিক ছিল এবং অন্য একজনের সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার গোলাম, তবে যারা আযাদ করা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের সাক্ষ্যই গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ মুনীব যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই ব্যক্তি তার গোলাম, যাকে সে আযাদ করেছে এবং অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার গোলাম, তবে আযাদ করা সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। এমনিভাবে গোলাম যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি তার মালিক থাকা অবস্থায় তাকে মুদাব্বার ঘোষণা করেছে, অন্যদিকে অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার গোলাম, তবে মুদাব্বার ঘোষণার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে, ঠিক যেমন মুনীব নিজে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে যে, সে তাকে মুদাব্বার বানিয়েছে এবং অন্য এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার গোলাম, তবে মুনীবের সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী রায় দেওয়া হয়ে থাকে (আয-যাখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ গোলাম যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি তার সংগে কিতাবাত করেছে অর্থাৎ আর এ চুক্তিকালে সে তার মালিক ছিল, অন্যদিকে অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার গোলাম, তবে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুসারেই রায় দেওয়া হবে।

গোলামের দখলদার যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি তার মালিকানাধীন এবং সে তার সংগে কিতাবাতের চুক্তি করেছে, অন্যদিকে অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য পেশ করে যে, সে তার গোলাম তবে এক্ষেত্রেও গোলামিয়াতের সাক্ষ্যের অনুকূলে রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, গোলামটি তার এবং সে তাকে আযাদ করেছে, অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে মৌলিকভাবেই স্বাধীন (কখনও কারও গোলাম ছিল না) এবং সে তার সংগে এই শর্তে মৈত্রি চুক্তি করেছে যে, তাদের একজন অপরজনের উত্তরাধিকারী হবে, তবে যে ব্যক্তি মৈত্রী চুক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে, তার অনুকূলেই রায় দেওয়া হবে (আয-যাখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ গোলামের দখলদার সাক্ষ্য পেশ করল যে, সে তাকে আযাদ করেছে এবং আযাদ করার সময় সে তার মালিক ছিল। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে তার মালিক থাকা অবস্থায় তাকে আযাদ করেছে। এক্ষেত্রে গোলাম কাউকে সত্যায়ন করলে, তার সাক্ষ্যই গৃহীত হবে। সে যদি উভয়ের দাবী প্রত্যাখ্যান করে তবে রায় দেওয়া হবে যে, তার ওয়ালা (মুক্তিদান সূত্রে প্রাপ্য উত্তরাধিকার) তারা উভয়ে অর্ধার্ধি করে পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ তাদের প্রত্যেকেই যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করেছে এবং আযাদ করার সময় সে তার মালিক ছিল, তবে গোলাম তা স্বীকার করে কি অস্বীকার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। বরং রায় দেওয়া হবে যে, তারা উভয়ে তার 'ওয়ালা'-এর অধিকারী হবে। আর তাদের প্রত্যেকেরই তার কাছে এক হাজার দীনার পাওনা সাব্যস্ত হবে।

যদি একজনের সাক্ষী দিরহামের কথা উল্লেখ করে এবং অন্যজনের সাক্ষী তা উল্লেখ না করে, তবে যার সাক্ষী দিরহামের কথা উল্লেখ করেছে, তার পক্ষেই 'ওয়ালা'-প্রাপ্তির রায় দেওয়া হবে, তাতে গোলাম তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করুক বা মিথ্যা সাব্যস্ত করুক (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা ঃ ইব্‌ন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির-গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কারও দখলের একটি গোলাম সম্পর্কে যদি তার পুত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে শৈশবে যখন তার পিতার পোষ্য ছিল, তখন তার পিতা এ গোলামটি তাকে সাদাকা করেছিল, আর গোলামটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার পিতা তাকে আযাদ করেছে, তবে তার সমাধান কী হবে ? তিনি বললেন, আমি মুক্তিদান সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করব।

সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার এ গোলামটিকে তার এই দরিদ্র সাবালক পুত্রকে সাদাকা বা হিবা করেছে এবং পুত্র তাকে কবজা করেছে, অন্যদিকে গোলাম সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে আযাদ করেছে, কিন্তু কোন তারিখ উল্লেখ না করে, তবে সাদাকা বৈধ হবে এবং মুক্তিদান বাতিল হয়ে যাবে।

'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যে, সে অসুস্থাবস্থায় তার এই গোলামটিকে আযাদ করেছিল। ওয়ারিশ বলল, সাক্ষী যখন তার কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তখন সে প্রলাপ বকছিল। মোটকথা ওয়ারিশ আযাদ করার কথা স্বীকার করল না। এক্ষেত্রে ওয়ারিশের কথাই গ্রহণযোগ্য। অবশ্য সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আযাদ করার সময় সে সুস্থ বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তবে গোলামের মুক্তিলাভের পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। ওয়ারিশ যদি মুক্তিদানের কথা স্বীকার করে, কিন্তু সেই সংগে দাবী করে যে, সে প্রলাপ বকত, তবে গোলামের কথাই গ্রহীত হবে এবং তার মুক্তিলাভের পক্ষে রায় দেওয়া হবে। অবশ্য ওয়ারিশ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, আযাদকারী প্রলাপ বকত, তবে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি ক্রীতদাসীকে মুক্তি দান করল। ক্রীতদাসীটির একটি সন্তান আছে। ক্রীতদাসী বলল, তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছি আমার বাচ্চা জন্মানোর আগে। কাজেই বাচ্চাটি স্বাধীন। মুনীব বলল, না, বরং আমি তোমাকে মুক্তি দিয়েছি বাচ্চার জন্মের পর। সুতরাং সে গোলাম। এক্ষেত্রে সমাধান কী হবে?

'আল-'উয়ূন'-গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বাচ্চাটি যদি ক্রীতদাসীর হাতে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে তার কথাই গৃহীত হবে। এমনিভাবে সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। কিতাবাতের ক্ষেত্রেও মাসআলা এ রকমই। হ্যাঁ মুদাব্বার-সংক্রান্ত হলে সে ক্ষেত্রে মুনীবের কথা গ্রহণযোগ্য।

'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, বাচ্চাটি যদি নিজ বিষয় ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়, তবে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তার কথাই গৃহীত হবে আর যদি সে নিজ বিষয়ে জানানোর ক্ষমতা না রাখে তবে, সে যার দখলে আছে তার কথা গ্রহণযোগ্য। যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ক্রীতদাসীর সাক্ষ্য-প্রমাণ অগ্রগণ্য হবে। কিতাবাতের ক্ষেত্রেও তাই।

কেউ যদি তার ক্রীতদাসীকে মুক্তিদান করে, তারপর তার বাচ্চা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং ক্রীতদাসী বলে, আমি মুক্তি লাভ করার পর তার জন্ম হয়েছে এবং তারপর তুমি তাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছ আর মুনীব বলে, তোমার মুক্তিলাভের আগে তার জন্ম হয়েছে এবং তখনই আমি তাকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে গেছি, অন্যদিকে বাচ্চাটির নিজের অবস্থা প্রকাশ করার মত ক্ষমতা না থাকে, তবে মুনীবের কর্তব্য বাচ্চাটি মায়ের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। কিতাবাতের ক্ষেত্রেও তাই। পক্ষান্তরে ক্রীতদাসীটি মুনীবের বা উম্মু ওয়ালাদ হলে সেক্ষেত্রে মুনীবের কথা গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৫. মাসআলা ঃ কারও দখলভুক্ত গোলাম যদি দাবী করে, সে স্বাধীন আর যার দখলে আছে সে বলে, এটি আমার গোলাম, তবে দেখতে হবে গোলামটি নিজের অবস্থা ব্যক্ত করতে সক্ষম কিনা। সে নিজ অবস্থা ব্যক্ত করতে সক্ষম না হলে দখলদারের কথা গৃহীত হবে। কেননা তখন সে আসবাবপত্রের পর্যায়ভুক্ত। আর সে যদি গোলাম নিজ অবস্থা ব্যক্ত করতে সক্ষম হয় কিংবা সে সাবালক হয়, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য যদি উভয়ে আপন-আপন দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে গোলামের সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রাধিকার পাবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক শহরে আসল। তার সংগে অনেক নারী-পুরুষ ও শিশু আছে, যারা তার কাজ-কর্ম করছে। সে দাবী করল, এরা সব আমার গোলাম, কিন্তু তাদের দাবী-তারা স্বাধীন মানুষ। এক্ষেত্রে কথা তাদেরটাই গ্রহণযোগ্য–যাবৎ না তারা কথা দ্বারা বা বেচাকেনা দ্বারা তার অনুকূলে মালিকানা স্বীকার করবে কিংবা তাদের বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে, যদিও তারা সিন্ধু, হিন্দুস্তান, তুর্কিস্তান, বা রোমের লোক হয়। মাশাইখগণ বলেন, এরূপ সমাধান সেই ক্ষেত্রে, যখন সে তাদেরকে তার বশীভূত অবস্থায় নিয়ে না আসবে। সুতরাং সে যদি তাদেরকে তার বশীভূত অবস্থায় নিয়ে আসে, তবে তাদের এ দাবী গৃহীত হবে না যে, তারা স্বাধীন (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে সে জন্মসূত্রে স্বাধীন, কিন্তু তারা পিতামাতার নাম না বলে এবং তারা যে স্বাধীন ছিল সেটাও উল্লেখ না করে, তবু তার দাবী শুদ্ধ হবে (আয-যাখীরা)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দেনা রেখে মারা গেল। তার সম্পদ বলতে আছে একটি ক্রীতদাসী, যার কোলে একটি শিশু আছে। এখন সে যদি দাবী করে, সে মৃতের উম্মু ওয়ালাদ (সন্তানের মা) এবং এই সন্তান মৃতের ঔরসজাত, তবে তার দাবী গৃহীত হবে না। অবশ্য সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায়, স্বীকার করেছিল যে, সে তার উম্মু ওয়ালাদ, তবে তা গৃহীত হবে।

ওয়ারিশগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের উম্মু ওয়ালাদ, তবে তাদের সাক্ষ্য-গৃহীত হবে। সুতরাং তার উপর পাওনাদারদের কোন অধিকার থাকবে না (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। দুই ব্যক্তি সেটির দাবী উত্থাপন করল। প্রত্যেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে গোলামটি এই ব্যক্তির কাছে আমানত রেখেছে। দখলদার ব্যক্তি তাদের একজনের দাবী সত্য বলে স্বীকার করল। এখন দেখতে হবে যে, তা স্বীকার করেছে কখন ? উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর নাকি উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণে পেশ করার আগে, নাকি প্রত্যেক একজন করে সাক্ষী পেশ করার পর নাকি তাদের একজন দুই সাক্ষী পেশ করার পর ? যদি সাক্ষ্য শ্রবণের পর ও রায় প্রদানের আগে স্বীকার করে তবে যার অনুকূলে স্বীকার করেছে তাকে গোলামটি প্রদান করা হবে।

যদি উভয় পক্ষের সাক্ষিগণকে বিশ্বস্ত বলে প্রত্যায়ন করা হয়, তবে গোলামটিতে উভয়ের মালিকানা সাব্যস্ত হবে। দখলদার ব্যক্তি যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল তার সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে না।

যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার আগে একজনের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে এবং তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে যার অনুকূলে স্বীকার করেনি, তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে।

যদি প্রত্যেকে একজন করে সাক্ষী পেশ করে এবং তারপর একজনের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে যার অনুকূলে স্বীকার করেছে তার হাতে গোলাম সমর্পণ করা হবে এবং

অন্যজনকে বলা হবে, তুমি আরেকজন সাক্ষী পেশ কর। সে যদি তা পেশ করে তবে তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে। যদি তার পক্ষে রায় দেওয়ার আগেই দখলদারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় সাক্ষী নিয়ে হাযির হয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, গোলামটি উভয়েরই। এরূপ রায় দেওয়ার আগে যদি অপর দাবীদার তার প্রথম সাক্ষীকে পুনরায় পেশ করে অথবা স্বতন্ত্র দু'জন সাক্ষী হাযির করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, সম্পূর্ণ গোলামটিই তার। তার পক্ষে এরূপ রায় দেওয়ার আগে বা পরে তার বিরুদ্ধে দখলদারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার প্রথম সাক্ষী ও অপর একজন সাক্ষী হাযির করে, তবে তাদের সাক্ষ্য শোনা হবে না।

দখলদার যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেয়নি, সে যদি বলে, আমার প্রথম সাক্ষী মারা গেছে বা দেশের বাইরে বলে গেছে, তবে তাকে বলা হবে, অন্য একজন সাক্ষী হাযির কর। সে যদি আরেকজন সাক্ষী হাযির করতে পারে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, গোলামটি তার। অবশ্য দখলদারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি আরেকজন সাক্ষী বা স্বতন্ত্র দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, গোলামটি দু'জনেরই। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, সে যদি স্বতন্ত্র দু'জন সাক্ষী হাযির করে, তবে সম্পূর্ণ গোলামটিই তাকে দেওয়া হবে।

দখলদার ব্যক্তি যদি কারও দাবী সত্য বলে স্বীকার না করে, ফলে রায় দেওয়া হয় যে, গোলামটি দু'জনেরই তারপর তাদের একজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি তার, তবে তা শ্রবণযোগ্য হবে না।

যদি একজনের সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যাতি না হয়, অথবা সে সাক্ষী আদৌ উপস্থিত না করে, ফলে অন্যজনের পক্ষে রায় দেওয়া হয় যে, সে-ই গোলামটির মালিক, তারপর অন্যজন বিশ্বস্ত সাক্ষী হাযির করে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, গোলামটি তার, তবে পূর্বের রায়ের বিপরীতে এবার তাকেই গোলামটির মালিক সাব্যস্ত করা হবে।

যদি একজন সাক্ষী উপস্থিত করে এবং অপরজন উপস্থিত না করে আর যে ব্যক্তি সাক্ষী হাযির করেনি, দখলদার ব্যক্তি তার দাবীই সত্য বলে স্বীকার করে, তবে গোলামটি তার হাতে সমর্পণ করা হবে, তারপর দখলদার যার পক্ষে স্বীকারোক্তি দেয়নি, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী রায় দেওয়া হবে যে, সে-ই গোলামটির মালিক, এজন্য তাকে পুনরায় সাক্ষী উপস্থিত করতে বলার প্রয়োজন নেই। আর এ রায় স্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যাবে, যার অনুকূলে স্বীকার করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, গোলামটি তার এবং সে-ই এটি দখলদারের কাছে আমানত রেখেছে, তবে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। যদি তার পক্ষে রায় দেওয়ার আগেই অপর ব্যক্তি পুনরায় সাক্ষী হাযির করে, তবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে এবং অপর ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, গোলামটি তার (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। দুই ব্যক্তি তাতে দাবী তুলল। প্রত্যেকের দাবী বাড়িটি তার এবং সে এই দখলদারের কাছে দশ দিরহামের বিনিময়ে এক মাসের জন্য ভাড়া দিয়েছে। প্রত্যেকে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। যার দখলে বাড়িটি আছে, সে তাতে এক মাস বাস করেছে এবং সে তাদের দাবী অস্বীকার করেছে। এক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং তারা বাড়িটি অর্ধাধি করে পাবে। সেই সংগে তারা বিবাদীর কাছ থেকে দশ দিরহাম গ্রহণ করবে এবং তাদের মধ্যে তাও অর্ধাধি ভাগ হবে (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ বিশ্‌র (র)-এর 'নাওয়াদির'-গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যদি কারও কাছ থেকে একটি গোলাম কিনে কবজা করে এবং তার মূল্যও

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিশোধ করে, তারপর সে বিক্রেতার অনুকূলে স্বীকার করে যে, এ গোলামটি অমুকের, সে মতে বিক্রেতা এই বলে তার কাছ থেকে গোলামটি হস্তগত করতে চায় যে, এটি আমার গোলাম, তখন স্বীকারকারী বলে যে, আমি তো গোলামটি তোমার কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছি, তবে তার কথাই গৃহীত হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এমনিভাবে যদি কেউ (যায়দ) কোন গোলাম সম্পর্কে গতকাল স্বীকার করে থাকে যে, এটি অমুকের (খালিদের) আর সেই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি (খালিদ) আজ স্বীকারকারীর (যায়দের) অনুকূলে স্বীকার করে যে, গোলামটি তার আর সে (যায়দ) বলে, হ্যাঁ, গোলামটি আমারই, তখন দ্বিতীয় স্বীকারকারী অর্থাৎ খালিদ বলে, আমি তো তোমার পক্ষে গোলামটির মালিকানা স্বীকার করেছিলাম এ কারণে যে, আমি এটি আজ তোমার কাছে বিক্রি করেছি আর এটি আমার কাছে পৌঁছেছিল তোমার পক্ষ হতেই তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং প্রথম স্বীকারকারী (যায়দ) সেটা বিনামূল্যে গ্রহণ করতে পারবে না (আয-যাখীরা)।

২২. মাসআলা ঃ হিশাম (র) তাঁর 'নাওয়াদির'-গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কারও হাতে যদি একটি কাপড় থাকে এবং অপর কেউ তাকে বলে, আমি এ কাপড়টি তোমার কাছে পঞ্চাশ দিরহামে বিক্রি করেছি আর যার দখলে আছে, সে বলে তুমি এটা আমাকে হিবা করেছ, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে, ফলে তার বাদীকে পঞ্চাশ দিরহাম পরিশোধ করতে হবে না (আল-মুহীত)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বহুসংখ্যক লোকের দাবী যাদের দাবী বিভিন্ন কর্মের।

১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি কারো দখলের বাড়ির মালিকানা দাবী করল। একজন দাবী করল সম্পূর্ণ বাড়িটির মালিকানা, অন্যজন অর্ধেকের এবং উভয়ে নিজ-নিজ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবী করেছে, সে পাবে বাড়িটির তিন-চতুর্থাংশ এবং যে ব্যক্তি অর্ধেকের দাবী করেছে, সে পাবে এক-চতুর্থাংশ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সেটি তাদের মধ্যে তিনভাগে ভাগ হবে (একজন দুই-তৃতীয়াংশ ও একজন এক-তৃতীয়াংশ পাবে) (আল হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ তাদের কারও যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে প্রত্যেকের দাবী সম্পর্কে বিবাদীকে কসম করতে বলা হবে। সে যদি কসম করে, তবে তাদের মামলা থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং বাড়িটি যথারীতি তার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি থাকে। যাদের একজন দাবী করে, যে অর্ধেক বাড়ির মলিক আর অন্যজন দাবী করে সে, সম্পূর্ণ বাড়ির মালিক, তাদের এক্ষেত্রে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদার তার উপর কসম প্রযোজ্য হবে না। যে ব্যক্তি অর্ধেকের দাবীদার তাকে কসম করতে বলা হবে। সে কসম করলে তাদের হাতে বাড়িটি অর্ধার্ধি হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হবে। সে যদি কসম করতে অসম্মতি জানায়, তবে অপর ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে।

যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদার, তাকেই গোটা বাড়ির মালিক সাব্যস্ত করা হবে। অর্ধেক পাবে সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা আর অর্ধেক স্বীকারোক্তির দ্বারা (শারহুত তাহাবী)।

৪. মাসআলা ঃ হিশাম (র) তার 'নাওয়াদির'-গ্রন্থে বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, দুই ভাইয়ের দখলভুক্ত একটি বাড়িতে তাদের একজন যদি সম্পূর্ণ বড়ির

মালিকানা দাবী করে এবং অন্যজন দাবী করে যে, সেটি তাদের পিতা হতে তাদের জন্য মৌরসি সম্পত্তি, তবে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদার, সে পাবে বাড়িটির চারভাগের তিনভাগ। অর্থাৎ তার দখলের অর্ধেক এবং তার ভাইয়ের দখলে যা আছে তার অর্ধেক। অন্য ভাই পাবে চার ভাগের এক ভাগ।

যদি উভয় ভাই নিজ-নিজ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে যে ভাই সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদার তার দখলের অর্ধেক মৌরসি সম্পত্তি হয়ে যাবে, যা তাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ হবে। আর যে ভাই দাবী করেছিল সবটা বাড়িই মৌরসি সম্পত্তি, তার দখলের অর্ধেক অন্য ভাইয়ের হয়ে যাবে। এভাবে বাড়িটির তিন-চতুর্থাংশ পাবে সেই ভাই যে, সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদার আর অপর ভাই পাবে এক-চতুর্থাংশ।

যদি অন্য কোন লোক এসে দাবী করে বাড়িটি তার এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখিয়ে সে বাড়িটি হস্তগত করে, তারপর যে ভাই সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবী করেছিল, তাকে সেটি হিবা করে, তবে অন্য ভাইয়ের তাতে কোন হিস্যা থাকবে না। যদি উত্তরাধিকারের দাবীদারকে হিবা করে, তবে তার অপর ভাই বাড়িটির অর্ধেক পাবে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যে ভাই মীরাসের দাবী করেছিল, তার সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে ও তার অপর ভাই, যে সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদার, অর্ধার্ধি করে এর মালিক, তারা এটি অমুকের কাছ থেকে অর্ধার্ধি করে কিনেছে আর অপর ভাইয়ের সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে সম্পূর্ণ বাড়িটির মলিক, তবে তারা বাড়িটি অর্ধেক করে পাবে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। এক ব্যক্তি দাবী করল, সম্পূর্ণ বাড়িটি তার। অপর একজন দাবী করল তার দুই-তৃতীয়াংশ, অপর একজন তার অর্ধেক। তারা প্রত্যেকে স্ব-স্ব দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুনাযা'আর' (দাম্ভিক) নিয়মে বাড়িটিকে বার ভাগে ভাগ করা হবে। সাত ভাগ পাবে সম্পূর্ণ বাড়ির দাবীদার,তিন ভাগ পাবে দুই-তৃতীয়াংশের দাবীদার এবং দুই ভাগ পাবে এক-তৃতীয়াংশের দাবীদার।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে আওল (মূল রাশি বৃদ্ধিকরণ)-এর নিয়মে বাড়িটিতে তের ভাগে ভাগ করত সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদারকে ছয় ভাগ, দুই-তৃতীয়াংশের দাবীদারকে চারভাগ ও অর্ধেকের তিন ভাগ দেওয়া হবে।

বাড়িটি যদি তাদের সকলের দখলে থাকে, কিন্তু কারও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে প্রত্যেককে তার প্রতিপক্ষের দাবী সম্পর্কে কসম করতে বলা হবে। তারা সকলে কসম করলে বাড়িটি তাদের মধ্যে তিন ভাগে ভাগ করা হবে।

যদি সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদার কসম করে এবং অন্য দু'জন কসম করতে অস্বীকার করে, তবে সম্পূর্ণ বাড়িটি সে পেয়ে যাবে, অন্য দু'জন কিছুই পাবে না।

যদি দুই-তৃতীয়াংশের দাবীদার কসম করে এবং অন্য দু'জন কসম করতে অস্বীকার করে, তবে তার দখলের তৃতীয়াংশের সাথে অপর দু'জনের দখল থেকে সে বাড়িটির এক-চতুর্থাংশ করে হস্তগত করবে। এভাবে তার দুই-তৃতীয়াংশ হয়ে যাবে।

যদি অর্ধাংশের দাবীদার কসম করে এবং অপর দু'জন কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তার দখলে যা আছে, তা তো তার থাকবেই। সেই সংগে সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদারের দখলে যা আছে, তা থেকে বাড়ির এক-ষষ্ঠাংশের অর্ধেক এবং এক-তৃতীয়াংশের দাবীদারের দখল থেকে এক-ষষ্ঠাংশের অর্ধেক গ্রহণ করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরিউক্ত সমাধান সেই ক্ষেত্রে যখন একজন কসম করবে এবং অন্য দু'জন কসম করতে অস্বীকার করবে। পক্ষান্তরে যদি দু'জন কসম করে ও একজন কসম না করে, তখন সমাধান হবে অন্যরকম। অর্থাৎ যদি সম্পূর্ণ বাড়ির দাবীদার ও দুই -তৃতীয়াংশের দাবীদার কসম করে এবং অর্ধাংশের দাবীদার কসম না করে, তবে তার দখলের অংশ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে 'মুনাযাআর' এর নিয়মে চার ভাগে ভাগ করা হবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে 'আওল'-এর নিয়মে তিন ভাগ করা হবে, যার দুই ভাগ পাবে সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদার এবং এক ভাগ দুই-তৃতীয়াংশের দাবীদার।

যদি সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদার ও অর্ধাংশের দাবীদার কসম করে এবং দুই-তৃতীয়াংশের দাবীদার কসম না করে, তবে তার দখলের অংশ আট ভাগে ভাগ করা হবে। এক ভাগ পাবে অর্ধাংশের দাবীদার এবং সাত ভাগ পাবে সম্পূর্ণ বাড়ির দাবীদার। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। অন্য দুই ইমামের মতে তা পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে যার এক-পঞ্চমাংশ পাবে অর্ধাংশের দাবীদার এবং বাকি চার ভাগ পাবে সম্পূর্ণ বাড়ির দাবীদার।

যদি দুই-তৃতীয়াংশের দাবীদার ও অর্ধাংশের দাবীদার কসম করে এবং সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদার কসম না করে, তবে তার দখলের অংশ চার ভাগে ভাগ করা হবে, যার এক ভাগ পাবে, অর্ধাংশের দাবীদার এবং দুই ভাগ পাবে দুই-তৃতীয়াংশের দাবীদার। আর এক ভাগ সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদারের কাছে নির্বিরোধে থেকে যাবে।

উপরিউক্ত সমাধান প্রযোজ্য হবে সেই ক্ষেত্রে, যখন তাদের কারও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে এবং তারা (কেউ কসম করে এবং কেউ) কসম করতে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে, যদি সকলেরই সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে অথবা সকলেই কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে অর্ধাংশের দাবীদার পাবে আট ভাগের এক ভাগ, দুই-তৃতীয়াংশের দাবীদার পাবে চার ভাগের এক ভাগ এবং সম্পূর্ণ বাড়ির দাবীদার পাবে চব্বিশ ভাগের পনের ভাগ। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (রা) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বাড়িটি একশ' আশি ভাগে ভাগ করা হবে, যার সাতাশ ভাগ দেওয়া হবে, অর্ধাংশের দাবীদারকে পঞ্চাশ ভাগ দেওয়া হবে দুই-তৃতীয়াংশের দাবীদারকে এবং একশ' তিন ভাগ সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদারকে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৭. মাসআলা ঃ বাড়িটি যদি তিন ব্যক্তির দখলে থাকে, যাদের একজন তার অর্ধেকের, দ্বিতীয়জন এক-তৃতীয়াংশের এবং তৃতীয়জন এক-ষষ্ঠাংশের মালিকানা দাবী করে আর তাদের একজন অপরের দাবী অস্বীকার করে তবে প্রত্যেকের দখলে বাড়িটির এক-তৃতীয়াংশ আছে। এখন যে ব্যক্তি এক-ষষ্ঠাংশের দাবীদার, তার দখলের এক-তৃতীয়াংশ সে অর্ধেকের মালিক হবে এবং বাকি অর্ধেকের বিষয়টা এখন অমীমাংসিত অবস্থায় হাতে থাকবে। যে ব্যক্তি অর্ধেকের দাবী করেছে, সে যদি তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে, সে অপর দু'জনের প্রত্যেকের কাছ থেকে বাড়ির এক-ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করবে (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ একটি বাড়ির একতলা আছে এক ব্যক্তির দখলে এবং অপর এক ব্যক্তির দখলে আছে আরেক তলা। তাদের একজন দাবী করল সম্পূর্ণ বাড়িটাই তার। অপরজন দাবী করল, তারা দু'জন অর্ধার্ধি করে এ বাড়ির মালিক। এখন তাদের কারও যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে প্রত্যেককে তার প্রতিপক্ষের দাবী সম্পর্কে কসম করতে বলা হবে। যদি উভয়ে কসম করে, তবে সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদারের হাতে যে তলা আছে, সেটা তার দখলেই থাকবে এবং যে ব্যক্তি অর্ধেক বাড়ির দাবীদার, তার দখলে যে তলা আছে, তার অর্ধেকও সে পাবে।

আর বাকি অর্ধেক তার হাতে যথারীতি থেকে যাবে। বাড়ির চত্বর উভয়ে সমান-সমান পাবে এবং উভয়ে তা সমানভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

যদি উভয়ে আপন-আপন দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতেকের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ যদি একজনের দখলে একটি ঘর এবং অপরজনের দখলে কয়েকটি ঘর থাকে আর চত্বর থাকে উভয়ের দখলে এবং প্রত্যেক সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবীদার হয়, কিন্তু কারও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে উভয়কে কসম করতে বলা হবে। তারপর প্রত্যেকের দখলে যা আছে, তা তাকেই ছেড়ে দেওয়া হবে এবং চত্বর উভয়ের মধ্যে ভাগ করা হবে। তারা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে একজনের দখলভুক্ত অংশ অন্যজনকে প্রদান করা হবে, এবং চত্বর তাদের মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ করা হবে (শারতুততাহাবী)।

১০. মাসআলা ঃ এক বাড়ির নিচ তলা এক ব্যক্তির দখলে এবং উপর তলা অন্য ব্যক্তির দখলে আর উপর তলার পথ চত্বরের ভেতর দিয়ে। এ অবস্থায় প্রত্যেকে যদি সম্পূর্ণ বাড়িটার দাবীদার হয়, তবে নিচ তলাওয়ালা বাড়িটি পাবে, উপর তলা ও তার পথ নয় (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখসী)।

১১. মাসআলা ঃ যদি উপর তলা একজনের দখলে, নিচতলা অন্যজনের দখলে এবং চত্বর উভয়ের দখলে থাকে আর প্রত্যেকে পূর্ণ বাড়ির মালিকানা দাবী করে, কিন্তু কারও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে উভয়কে কসম করতে বলা হবে। তারপর নিচ তলাওয়ালার হাতে নিচের তলা এবং উপর তলাওয়ালার হাতে উপরের তলা ছেড়ে দেওয়া হবে। চত্বর এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী নিচের তলাওয়ালা পাবে। অবশ্য উপর তলাওয়ালার তা দিয়ে চলার অধিকার থাকবে। অন্য রিওয়ায়াত অনুযায়ী চত্বর তাদের মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ করা হবে।

যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, নিচের তলা পাবে উপর তলাওয়ালা আর উপরের তলা পাবে নিচতলা ওয়ালা। আর যাকে নিচের তলা দেওয়া হয়েছে চত্বরও সেই পাবে (শারহুত তাহাবী)।

১২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটা বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে বাড়ি তার। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বাড়িটি তার ও দখলদারের। তারা দু'জন এটা অমুকের কাছ থেকে কিনে কবজা করেছে এবং বিক্রিকালে সে লোক এর মালিক ছিল। এক্ষেত্রে বাড়িটি তিন ভাগ করা হবে। দুই ভাগ পাবে সেই ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবী করেছে আর এক ভাগ পাবে সেই ব্যক্তি যে নিজের অর্ধেকের দাবী করেছে।

যদি বাইরের কোন ব্যক্তি দাবী করে যে, সম্পূর্ণ বাড়িটি তার আর দখলদারের ভাই দাবী করে যে, তার পিতা মারা গেছে এবং এ বাড়িটি তার ও দখলদারের ভাইয়ের জন্য মীরাস হিসেবে রেখে গেছে, তারপর তার উভয়ে নিজ নিজ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, বাইরের ব্যক্তি পাবে বাড়িটির তিন-চতুর্থাংশ আর দাবীদার ভাই এক-চতুর্থাংশ (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৩. মাসআলা ঃ দাবীদার ভাই যে এক-চতুর্থাংশ পেল, দখলদার ভাই যদি তাতে ভাগ চায় এবং বলে, তুমি স্বীকার করেছিলে যে, আমাদের পিতা এ বাড়ির যে অর্ধেক পেয়েছে, তা তুমি ও আমি অর্ধার্ধি পাব, কাজেই এর যে পরিমাণে অন্যের হক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা দু'জনের থেকেই যাবে আর যা অবশিষ্ট আছে, তা দু'জনেরই থাকবে, তবে তার এ দাবী গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৪. মাসআলা ঃ বাড়িটি যার দখলে আছে, সে প্রথমে উত্তরাধিকার অস্বীকার করার ও দাবীদারের কর্তৃক সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর স্বীকার করে যে, সে এটা তার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্বরূপ পেয়েছে, তবে উত্তরাধিকার অস্বীকার করার ক্ষেত্রে যে সমাধান দেওয়া হয়েছে, এ ক্ষেত্রেও সেই সমাধানই হবে। অর্থাৎ বাড়িটি চার ভাগ করা হবে। তিন ভাগ পাবে বাইরের ব্যক্তি এবং এক ভাগ দখলদারের ভাই।

দাবীদারদের সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার আগেই যদি দখলদার উত্তরাধিকারের কথা স্বীকার করে এবং তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, বাইরের ব্যক্তিই সম্পূর্ণ বাড়ির মালিক (আয-যাখীরা)।

১৫. মাসআলা ঃ দখলদার ব্যক্তি যদি প্রথমেই দাবী করে যে, এ বাড়িটি ছিল তার পিতার, তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং এটা তার ও তার অমুক ভাইয়ের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে গেছে আর তার যে ভাই অনুপস্থিত থাকে, অন্যদিকে বাইরের ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ বাড়িটি তার, সে তার পিতা হতে উত্তরাধিকার স্বরূপ বাড়িটি পেয়েছি, ফলে কাযী তার পক্ষে রায় দিয়ে দেয় যে, বাড়িটি তার, তারপর দখলদারের ভাই উপস্থিত হয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ বাড়িটি ছিল তার পিতার, তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং উত্তরাধিকার স্বরূপ সে ও তার এই দখলদার ভাই বাড়িটি পেয়েছে, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

বাইরের ব্যক্তির উপরিউক্ত দাবীও তার সপক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদানের পর যদি কাযী রায় দিয়ে দেয় যে, সম্পূর্ণ বাড়িটিই তার এবং তারপর দখলদার ব্যক্তি স্বীকার করে যে, এ বাড়িটি ছিল তার পিতার এবং তার মৃত্যুর পর সে ও তার অমুক অনুপস্থিত ভাই এটি মীরাস হিসেবে পেয়েছে, তারপর অনুপস্থিত ভাই ফিরে এসে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ বাড়ি ছিল তার পিতার, তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং সে ও তার এই দখলদার ভাই উত্তরাধিকার স্বরূপ এটি পেয়েছে, তবে কাযী তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে (আল-মুহীত)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ দখল সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তির পরস্পর বিরোধী দাবী

১. মাসআলা ঃ একটি বাড়ি নিয়ে যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, প্রত্যেকে দাবী করে যে, বাড়িটি তার দখলে আছে, তবে দেখতে হবে কাযীর জানা আছে কিনা যে, সেটা কার দখলে। যদি তার জানা থাকে, সেটা কার দখলে, তবে সেই ব্যক্তিকেই দখলদার সাব্যস্ত করবে। আর যদি জানা না থাকে যে, সেটা তাদের মধ্যে কার দখলে, কিন্তু এটা জানা তাকে যে, সেটা তৃতীয় কারও দখলে নেই, তবে তাদের প্রত্যেকেই বাদী ও বিবাদী সাব্যস্ত হবে।

উভয়েই যদি দখলের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটি দু'জনেরই এবং তাতে তাদেরই দখল প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজেই যদি তৃতীয় কারও হাতে পাওয়া যায়, তবে তার দখলমুক্ত করে তাদের দু'জনের হাতে ন্যস্ত করা হবে–যদি তারা তা দাবী করে। তারা না চাইলে তার হাত থেকে মুক্ত করা হবে না। যদি তাদের একজনের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তার দখল সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

যদি তাদের কারও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে প্রত্যেককে তার প্রতিপক্ষের দাবী সম্পর্কে কসম করতে বলা হবে। উভয়ে কসম করলে একজন অন্যজনের দাবী হতে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে কাযী বাড়িটি সম্পর্কে মীমাংসা স্থগিত রাখবে। তার প্রকৃত অবস্থা পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত বাড়িটি তাদের কোন একজনের দখলে রাখবে না।

যদি একজন কসম করে এবং অন্যজন-কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে কাযী বাড়িটিকে কসমকারীর দখলে ন্যস্ত করবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি কসম করতে অস্বীকার করেছে,

তাকে সে বাড়িতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করে দেবে। কাযী যদি বাড়িটি তৃতীয় কোন ব্যক্তির দখলে পায়, তবে তার দখল থেকে তা মুক্ত করবে না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন মাল নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হয় এবং প্রত্যেকে নিজ দখলের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, ফলে রায় দেওয়া হয় যে, তাতে উভয়েরই দখল আছে, তারপর তাদের একজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে-ই মালের মালিক, তবে তার দখলে যে, অর্ধেক আছে, সে সম্পর্কে তার মালিকানার অনুকূলে রায় দেওয়া হবে। আর অন্যজনের দখলে যে অর্ধেক আছে, তা আপন অবস্থায় রেখে দেওয়া হবে। মাসআলাটি কোথাও তো এভাবে লেখা হয়েছে। আবার কোথাও লেখা হয়েছে যে, যদি প্রত্যেকে দখলের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর তাদের একজন মালিকানা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে রায় দেওয়া হবে যে সম্পূর্ণ বাড়িটিই তার (আয-যাখীরা; আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আস সিয়ার' গ্রন্থে লেখেন যে, কোন মুসলিম যদি দারুল-হার্‌ব থেকে চলে আসে এবং তার সংগে কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে আসে, আর তাদের উভয়ের দখলে একটি মাল বোঝাই খচ্চর থাকে, যে সম্পর্কে প্রত্যেকের দাবী যে, সে মাল তার ও তারই দখলভুক্ত এবং একজনের পক্ষে মুসলিম সাক্ষী পাওয়া যায়, তবে যার পক্ষে সাক্ষী পাওয়া যাবে, তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ 'কিতাবুল-আক্‌যিযা'-তে আছে, যদি কোন বাড়ি নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, প্রত্যেকে দাবী করে, সেটি তার দখলে আছে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে, তারপর তাদের একজন বলে, আমি এর চেয়ে আরও উৎকৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব, আমি প্রমাণ পেশ করব যে, আমার পিতা মারা গেছেন এবং এ বাড়িটি আমার জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন আর আমি ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিশ নেই, এই বলে সে যদি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে, তবে তা গৃহীত হবে এবং এতদ্দ্বারা তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও রায় হয়ে যাবে। সে যে বলেছে; আমি এর চেয়ে আরও উৎকৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব, এর দ্বারা তারা পূর্বেকার সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রত্যাহৃত হয়ে গেছে। ফলে বাড়ির দখল থেকে সে খারিজ সাব্যস্ত হবে এবং তখন মালিকানার সপক্ষে তার পেশকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ শায়খ জহীরুদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি কোন বাড়ি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, একজন দাবী করে, এটি তার মালিকানাভুক্ত এবং তারই দখলে আছে আর অন্যজন দাবী করে যে, এটি তারই দখলে আছে আর অন্যজন অপেক্ষা এতে তারই অগ্রাধিকার কেননা অমুকের পক্ষ হতে এটা ইজারাস্বরূপ তার হাতে আছে আর যে ব্যক্তি মারা গেছে ফলে ইজারার টাকার বদলে এটা আমার কাছে দায়বদ্ধ হয়ে গেছে, তবে এক্ষেত্রে সমাধান কী?

তিনি বললেন, বাড়িটি উভয়ের হাতে রাখা হবে। তার সমকালীন কোন কোন মাশাইখ ফাতওয়া দিয়েছেন যে, বাড়িটি ইজারা গ্রহীতার হাতেই ন্যস্ত করা হবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ 'কিতাবুল-আকযিয়া'-তে আছে, যদি কোন ব্যক্তির ব্যাপারে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, প্রত্যেকে দাবী করে সেটি তার দখলে আছে তারপর তাদের একজন সাক্ষী উপস্থিত করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, তারা গবাদি পশু ও তার চাকর-বাকরকে সে বাড়ির ভেতর ঢুকতে ও বের হতে দেখেছে, তবে তাদের এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কার্য রায় দেবে না যে, সে বাড়িটি তার দখলেই আছে। বরং তাদেরকে বলতে হবে যে, যেসব পশু ও তার যেসব

pdf By Syed Mostafa Sakib

চাকর-বাকর সে বাড়িতে বাস করত। তারা যদি এরূপ সাক্ষ্য দিতে পারে, তার রায় দেওয়া হবে বাড়িটি সেই ব্যক্তিরই দখলে আছে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে ইব্‌ন সামাআ (র) বর্ণনা করেন যে, কোন ঝোপ বা বাদাড় নিয়ে যদি দুই দলের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়, প্রত্যেক দল দাবী করে, সেটি তাদের মালিকানাভুক্ত এবং তাদেরই দখলে আছে, এরপর একদলের সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সেটি তাদের দখলে আছে অথবা প্রত্যেক দলের সাক্ষীই সাক্ষ্য দেয় যে, সেটা তাদের দখলে আছে, তবে কাযী ইচ্ছা করলে তাদের এ কথার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে পারে এবং জিজ্ঞেস নাও করতে পারে। যদি তাদের কাছে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস না করে তবু তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর জিজ্ঞেস করলে সেটা উত্তম এবং অধিকতর বলিষ্ঠ হবে।

ঝোপ বা বাদাড়ে দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটা কিভাবে বুঝা যাবে? এ ব্যাপারে তিনি বলেন, বন-বাদাড়ের ব্যাপারে তিনি বলেন, যারা তার গাছ-গাছালি কেটে বিক্রি করবে বা তাদ্বারা এ জাতীয় কোন উপকার লাভ করবে, বুঝা যাবে তারা তার দখলদার আর ঝোপ-ঝাড়ের ব্যাপারে বলেন, যারা তার বাঁশ কেটে কাজে লাগাবে বা বিক্রি করবে, বুঝা যাবে তাদের তাতে দখল আছে (আয-যাহীরিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কোন গোলাম নিয়ে দুইজনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং প্রত্যেকে দাবী করে গোলামটি তার ও তারই দখলে আছে, তবে দেখতে হবে গোলামটি নিজ অবস্থা খুলে বলার যোগ্যতা রাখে কিনা। যদি গোলামটি এমন শিশু হয় যে, সে নিজ অবস্থা খুলে বলতে পারে না, তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাযী তাদের কারও পক্ষে মালিকানার রায় দেবে না। অবশ্য আপাতত তাদের হাতেই তাকে ছেড়ে দেবে। গোলামটি যদি বড় হয় কথা বলতে সক্ষম হয় এবং যা বলে তা বুঝতে পারে, কিংবা ছোট হলেও নিজের অবস্থা প্রকাশ করার যোগ্যতা রাখে তবে তার বক্তব্য বিবেচনা করতে হবে। সে যদি বলে, আমি স্বাধীন তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং কাযী তাদের কারও পক্ষেই মালিকানা বা দখলের ফায়সালা প্রদান করবে না–যাবৎ না সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সে যদি বলে, আমি তাদের মধ্যে অমুকের গোলাম, তবে তার কথা গৃহীত হবে না, বরং সে তাদের উভয়েই গোলাম সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ সে যদি দখলদার ছাড়া অন্য কারও নাম নিয়ে বলে, আমি অমুকের গোলাম, আর সে নিজ অবস্থা খুলে বলার যোগ্যতা রাখে, আর এর বিপরীতে দখলদার ব্যক্তি বলে, সে আমারই গোলাম, তবে সে দখলদারকেই গোলাম সাব্যস্ত হবে (আল কাফী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি কারও দখলে এমন কোন গোলাম থাকে, যে নিজ অবস্থা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়, আর দখলদার বলে, সে, আমার গোলাম, তবে তার কথাই গৃহীত হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, সেই গোলামটির মালিক। তারপর গোলামটি বড় হয়ে যদি বলে, আমি জন্মসূত্রেই স্বাধীন, তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তার কথা গৃহীত হবে না। কেননা এতদ্দ্বারা সে এখন মালিকানা বাতিল করতে চাচ্ছে যা কাযীর রায় দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

এমনিভাবে সে যদি বলে, আমি 'পড়ে পাওয়া শিশু (لقيط) তবে এটা তার নিজেকে স্বাধীন দাবী করার মতই। দখলদার ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার গোলাম আর গোলাম সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে স্বাধীন, তবে গোলামের সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রাধিকার পাবে (আয-যাখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ শামসুল ইসলাম আওযাজানদী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কারও দখলে কোন জমি থাকে এবং অন্যকেউ তার জবরদখল করে তারপর আগে যার দখলে তা ছিল

সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কাছ থেকে সে জমি জবর দখল করেছে, প্রকৃতপক্ষে সে জমি তার মালিকানাভুক্ত, তবে কি তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ গৃহীত হবে। রায় দেওয়া হবে যে, সে-ই জমির মালিক। কাজেই জবর-দখলকারীর কাছ থেকে সে তা মুক্ত করতে তার হাতে সমর্পণ করা হবে।

তার যদি সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে এবং তার ইচ্ছা জবরদখলকারীকে নির্দেশ দেওয়া হোক, সে যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে যে, এই জমি এই দাবীদারে দখলে ছিল না এবং আমি তার কাছ থেকে এটা জবরদখল করিনি, তবে কি এরূপ কসম নেওয়ার ইখতিয়ার বাদীর থাকবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার সে ইখতিয়ার থাকবে।

এমনিভাবে বাদী যদি দাবী করে যে, জবরদখলকারী স্বীকার করেছে যে, এ জমি তার দখলে ছিল এবং সে মতে সে তার কাছ থেকে কসম নিতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ শামসুল-ইসলাম (র)-এর 'ফাওয়াইদ'-এ আছে, বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই জমি দশ বছর যাবত তার দখলে আছে আর এই ব্যক্তি তাতে নতুন দখল বসিয়েছে, তবে বাদীর পক্ষেই দখলের রায় দেওয়া হবে এবং কাযী বিবাদীকে আদেশ করবে যেন সে জমি তার হাতে সমর্পণ করে। কিন্তু এর দ্বারা বিবাদীর বিরুদ্ধে (মালিকানার) রায় হয়ে যাবে না। সুতরাং এর পরে যদি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, সে-ই সে জমির মালিক, তবে তা গৃহীত হবে।

যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই জমি দশ বছর যাবত তার দখলে ছিল কিংবা বলে, এ জমি তার দখলে ছিল, তবে এর দ্বারা সে কোন কিছুর অধিকারী হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সাক্ষ্যও গৃহীত হবে।

সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী স্বীকার করেছিল এ জমি গতকাল বাদীর দখলে ছিল, তবে তিনও ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং বিবাদী আদেশ করা হবে যেন জমি বাদীর হাতে সমর্পণ করে।

এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী এ জমি বাদীর কাছ থেকে হস্তগত করেছে তবে তাও গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

১৩. মাসআলা ঃ 'ওয়াকিআতুন-নাতিফী' তে আছে, কেউ যদি কারও দখলের কোন গোলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ গোলামটি তারই ছিল এবং তার দখলেই এক বছর যাবত ছিল, অবশেষে এই দখলদার ব্যক্তি তার কাছ থেকে গোলামটি গসব করেছে, অপর দিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, এটি বিশ বছর যাবত তার গোলাম, তবে গোলামটি যার দখলে আছে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ 'আল-উয়ূন' গ্রন্থে আছে, কোন বস্তু নিয়ে যদি দুইজনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং তাদের একজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি এক মাস যাবৎ তার দখলে ছিল, অপরজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি এই মুহূর্তে তার দখলে আছে, তবে যে ব্যক্তি বর্তমানে সেটি তার দখলে আছে বলে দাবী করেছে, কাযী তার হাতেই সেটি বহাল রাখবে। কেননা অপর ব্যক্তির দখল নিঃশেষ হয়ে গেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে গত হয়ে যাওয়া দখলের কোন মূল্য নেই।

যদি একজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, সেটি একমাস যাবৎ তার দখলে আছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি একসপ্তাহ যাবৎ তার দখলে আছে, তবে যে ব্যক্তি এক সপ্তাহ যাবৎ তার দখলে থাকার দাবী করেছে, তার অনুকূলেই রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে অন্যের জমি আছে। সে তা কারও কাছে ভাড়া দিল। জমির মালিক বলল, তুমি এটা আমার আদেশেই ভাড়া দিয়েছে। কাজেই ভাড়ার অর্থ আমার প্রাপ্য। ভাড়াদাতা বলল, আমি এটা তোর কাছে থেকে গসব করেছি এবং তারপর আমি এটা ভাড়া দিয়েছি। কাজেই এর বিনিময় আমারই প্রাপ্য। এক্ষেত্রে জমির মালিকের কথাই গ্রহণযোগ্য।

ভাড়াদাতা যদি সে জমিতে কোন ঘর তোলে এবং তারপর তা ভাড়া দেয়, তারপর জমির মালিক বলে, আমিই তোমাকে এ জমিতে আমার জন্য ঘর তুলতে এবং তারপর তা ভাড়া দিতে আদেশ করেছি, আর দখলদার ব্যক্তি বলে, আমি এটা তোমার কাছ থেকে গসব করেছি, তারপর তাতে ঘর তুলেছি এবং তারপর ভাড়া দিয়েছি, তবে এক্ষেত্রে ভাড়ার অর্থ ঘরবিহীন জমি ও ঘরযুক্ত জমির মধ্যে ভাগ করা হবে। তারপর যা ঘরের ভাগে পড়বে তা পাবে ভাড়াদাতা, এবং যা জমির ভাগে পড়বে তা পাবে জমির মালিক। জমির মালিক যদি বলে, তুমি আমার কাছ থেকে এটা গসব করেছে ঘর তোলা অবস্থায়, তবে কথা তারটাই গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে যদি উভয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে, তবে গসবকারীর সাক্ষ্য-প্রমাণ অগ্রাধিকার পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি অন্যকে বলে, আমি তোমার কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম গসব করে তাতে দশ হাজার দিরহাম লাভ করেছি, আর সে ব্যক্তি বলে না, বরং আমি তোমাকে তার আদেশ করেছিলাম, তবে তার কথাই গৃহীত হবে। সে যদি বলে, বরং তুমি এক হাজার ও দশ হাজার সবই গসব করেছিলে, তবে সেক্ষেত্রে স্বীকারকারীর (গসবকারী) কথা গৃহীত হবে।

যদি স্বীকার করে, আমি তোমার কাছ থেকে একটি কাপড় গসব করেছি এবং তারপর সেটি তোমার আদেশ ছাড়াই কেটে সেলাই করেছি, অন্যদিকে সে যার পক্ষে স্বীকার করেছে, সে বলে, তুমি তো জামাটাই গসব করেছ কিংবা বলে, বরং আমিই তোমাকে সেলাই করতে বলেছিলাম, তবে তার কথা অর্থাৎ যার পক্ষে স্বীকার করা হয়েছে, তার কথা গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ ধোপা (রজক) তার শিষ্য মারফত চারটি সুতি কাপড় তার (অর্থাৎ কাপড়ের) মালিকের কাছে পাঠাল। সে তিনটি কাপড় নিয়ে আসল। ধোপা বলল, আমি তো তোমার কাছে চারটি কাপড় পাঠিয়েছি। শিষ্য বলল, তা পাঠিয়েছিলে, কিন্তু আমাকে গুণে দাওনি। এক্ষেত্রে কাপড়ের মালিককে বলা হবে, তুমি যাকে ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পার। সে যদি বাহককে বিশ্বাস করে, তবে সে (অর্থাৎ বাহক) দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তখন ধোপার উপর কসম প্রযোজ্য হবে। সে যদি কসম করতে না চায়, তবে তাকে কাপড়ের জরিমানা দিতে হবে। আর যদি কসম করে তবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ধোপার ও মজুরির ব্যাপারে কাপড়ের মালিক থেকে কসম নেয়ার অধিকার থাকবে। সে যদি কসম করে, তবে সেই কাপড়ের মজুরি দেওয়ার দায় মুক্ত হয়ে যাবে।

এমনিভাবে সে যদি ধোপাকে বিশ্বাস করে তবে ধোপা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তখন বাহকের উপর কসম প্রযোজ্য হবে। ধোপা যদি মজুরি সম্পর্কে কসম করে অথবা কাপড়ের মালিক তার কথা তাসদীক করে, তবে বাহককেই তার মজুরি পরিশোধ করতে হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির একটি বাগান আছে। বাগানের কিছু গাছ নালার তীরে অবস্থিত। গাছের শিকড় সেই নালার অন্য উপর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এবং ঐ শিকড় থেকে

ঐপারে গাছ জন্মেছে। সেই পারে আছে এক ব্যক্তির আংগুর বাগিচা। নালা ও সেই বাগিচার মাঝখানে একটি রাস্তা আছে। এমতাবস্থায় যদি আংগুর বাগিচার মালিক দাবী করে সে গাছগুলো তার অন্যদিকে এপারের বাগানওয়ালা দাবী করে এসব গাছ আমার এবং ওগুলো আমার এপারের গাছের শিকড় থেকে জন্ম নিয়েছে, তবে দেখতে হবে সেগুলো যে এপারের গাছের শিকড় থেকেই জন্ম নিয়েছে সেটা জানা যায় কিনা। সেটা জানা গেলে সে গাছগুলো এপারের বাগানওয়ালাই পাবে। আর যদি তা জানা না যায় এবং তা কে লাগিয়েছে তাও জানা না থাকে, তবে এসব গাছ মালিকবিহীন সাব্যস্ত হবে। সুতরাং কেউ এর হকদার হবে না (আল-খুলাসা)।

১৯. মাসআলা ঃ কারও জমিতে যদি কারও বপন করা ছাড়া এমনিতেই ফসল জন্মায়, তবে তা জমির মালিকের হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কারও জমিতে যদি কোন শিকার ঢুকে পড়ে, তবে সেটা যে ধরতে পারবে, সেই পাবে (আল-কারদারী ঃ আল-ওয়াজীয)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, এই পরিমাণ জমি আমার মৌরসি সম্পত্তি এবং সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, ফলে কাযী তার অনুকূলে রায় প্রদান করে, তারপর রায়প্রাপ্ত ব্যক্তি ও তার প্রতিপক্ষের মধ্যে যে জমির গাছ ও ঘর নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং কারও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে কার কথা গৃহীত হবে। কেউ বলেন, জমির ব্যাপারে রায় যার বিরুদ্ধে গিয়েছিল তার কথাই গৃহীত হবে এবং কেউ বলেন, জমির ব্যাপারে যার অনুকূলে রায় দেওয়া হয়েছিল, তার কথা গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ 'আল-জামিউস সাগীর'-গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তির একটি খাল আছে। খালের পাশে একটি বাঁধ আছে। বাঁধের ওপাশে এক ব্যক্তির একখণ্ড জমি আছে, যা বাঁধ সংলগ্ন। বাঁধটি তাদের কারও দখলে নয়। অর্থাৎ তার উপর তাদের কেউ গাছ লাগায়নি এবং খালের মালিক তার উপর মাটি ফেলে রাখেনি। এ অবস্থায় যদি জমির মালিক ও খালের মালিক-প্রত্যেকেই দাবী করে, সে বাঁধ তার তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বাঁধটি জমিওয়ালারই সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বাঁধটি খালের পাড় সাব্যস্ত হবে, সে হিসেবে সেটি খালওয়ালাই পাবে, যাতে সে তাতে খালের মাটি ফেলতে পারে ও চলাচল করতে পারে। এ মতভেদের ফল প্রকাশ পাবে দুটি স্থানে ঃ

(ক) বাঁধের উপর যদি গাছ-গাছালি থাকে যা কে লাগিয়েছে তা জানা নেই, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে গাছ জমিওয়ালা পাবে আর তাদের মতে পাবে খালের মালিক।

(খ) বাঁধের উপর বৃক্ষ স্থাপনের অধিকার কে পাবে? ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জমিওয়ালা আর সাহিবাইনের মতে খালওয়ালা।

খালের মালিক তার উপর খালের মাটি ফেলতে পারবে কি? কেউ বলেন, এ ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত মতভেদ আছে। কেউ বলেন, খালের মালিক তার উপর খালের মাটি ফেলতে পারবে যাবত না তা ক্ষতিকারক হয়। এটাই সহীহ্।

খালের মালিক যদি তার উপর দিয়ে চলাচল করতে চায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার সে অধিকার থাকবে না। কিন্তু অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মত এই যে, তার চলাচল করাটা যদি ক্ষতিকর না হয়, তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে না।

ফকীহ্ আবূ জাফর (র) বলেন, বৃক্ষরোপণের ব্যাপারে আমি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত গ্রহণ করব আর মাটি ফেলার ব্যাপারে গ্রহণ করব তার শিষ্যদের মত (আল-কাফী, পতিত জমি আবাদকরণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদ।)

pdf By Syed Mostafa Sakib

২২. মাসআলা ঃ ঢল-বাহিত কাদা বা মাটি কারও জমি বা খালে জমা হলে তাত সে জমি বা খালওয়ালারাই হয়ে যাবে (আল-খুলাসা)।

২৩. মাসআলা ঃ পেষাই করার ফলে পেষণাদ্রে যে আটা জমা হয়, যন্ত্রের মালিক তার হকদার। বিশুদ্ধতর মত এই যে, আগে যে দখল করতে পারবে, তা তারই হয়ে যাবে। ছাই, গোবর, ইত্যাদি যে মাটির অংশ নয়, সে ক্ষেত্রে একই সমাধান প্রযোজ্য।

কোন মহল্লাবাসী যদি কারও জমিতে ছাই ও গোবর ফেলে এবং সেখানে তা স্তূপিকৃত হয়ে যায়, তবে প্রথমে যে ব্যক্তি তা দখল করবে তাতে তারই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

এমনিভাবে কেউ যদি খোয়াড় বা আস্তাবল তৈরি করে এবং তাতে গবাদি পশু জড়ো হয়, ফলে তাতে গোবর জমে যায়, তবে তা যে ব্যক্তি হস্তগত করবে, তার হয়ে যাবে। কেউ বলেন, এসব ক্ষেত্রে জায়গা প্রস্তুত রাখার ব্যাপারটা ধর্তব্য। বিবাহের মজলিসে যে খেজুর ছিটানো হয়, সে সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, কেউ যদি কারও কোলে পতিত খেজুর লুফে নেয়, তবে দেখতে হবে, যার কোন কোল বা আঁচল থেকে নিয়ে গেছে, সে তার কোল বা আঁচল তজ্জন্য প্রস্তুত রেখেছিল কি না। যদি প্রস্তুত রেখে থাকে, তবে যে ব্যক্তি সেখান থেকে লুফে নিয়েছে তার কাছে সে তা ফেরত চাইতে পারবে। অন্যথায় চাইতে পারবে না। অবশ্য সে যদি আগেই তা নিজ দখলে নিয়ে ফেলে অর্থাৎ ছিটানো খেজুর সে দখলে নেওয়ার ইচ্ছায় নিজের আঁচলে জমা করে ফেলে এবং তার পর কেউ সেখান থেকে লুফে নেয়, তবে তার কাছে সে তা ফেরত চাইতে পারবে। এর সমর্থন পাওয়া যায় 'আল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে বর্ণিত নিম্নের মাসআলাটি দ্বারা।

কেউ যদি কারও কাছে বাড়ি ভাড়া দেয় এবং ভাড়াগ্রহীতা তাতে উট বাধে এবং সে উট তাতে মলত্যাগ করে আর এভাবে বেশ পরিমাণ মল জমা হয়ে যায় তবে যে ব্যক্তি প্রথমে তা হস্তগত করবে, তাতে তারই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য ভাড়াদাতার যদি ইচ্ছা থাকে যে, ভাড়া দিলে তাতে তার জন্য গবাদি পশুর মল জমা হবে, তবে সে মলে তারই অগ্রাধিকার থাকবে (আল-কারদারী ঃ আল-ওয়াজীয)।

২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল এবং এক কন্যা, এক ভাই ও কিছু মালামাল রেখে গেল। কন্যা বলল, এ মালামাল সবই আমার। আমার পিতা এ মাল আমার আদেশে আমার টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। ভাই বলল, এসব মাল মৃত ব্যক্তির। এরূপ ক্ষেত্রে ভাইয়ের কথাই গ্রহণযোগ্য (আল-যাখীরা)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি একটি পশু বা একটি জামা নিয়ে দু'জনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাদের একজন পশুটির সওয়ার হয়ে আছে বা জামাটি পরিধান করে আছে আর অন্যজন পশুর লাগাম বা জামার আস্তিন ধরে রেখেছে, তবে পশুর আরোহী ও জামার পরিধানকারীর পক্ষেই রায় হবে, যে সে-ই এর দখলদার (আল-কাফী)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি একজন জিনের উপর সওয়ার থাকে এবং অন্যজন তার পিছনে বসা থাকে, তবে যে ব্যক্তি জিনের উপর সওয়ার থাকবে, তারই অগ্রাধিকারে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি উভয়ে জিনের উপর আরোহী হয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, পশুটি উভয়েরই (আল-হিদায়া)।

২৭. মাসআলা ঃ যদি একজন পশুটি সম্মুখ দিয়ে টেনে নেয় এবং অন্যজন পেছন থেকে সেটিকে চালায়, তবে যে ব্যক্তি সম্মুখ থেকে টানে তার পক্ষেই রায় হবে।

যদি একজন লাগাম ধরে রাখে এবং অন্যজন লেজ আঁকড়ে ধরে, তবে মাসাইখগণের মতে সে ব্যক্তি লাগাম ধরা থাকে তার পক্ষেই রায় হওয়া চাই (আল মুহীত)[১]।

২৮. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি এমন একটি উটের ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয়, যার পিছনে তাদের এক ব্যক্তির মাল চাপানো আছে, তবে মালওয়ালাই অগ্রাধিকার লাভ হবে (আল-হিদায়া)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি এমন কোন পশু নিয়ে দুই ব্যক্তি বিরোধে লিপ্ত হয়, যার পিঠে একজনের মাল চাপানো থাকে এবং অন্যজনের কলস বা থলে ঝুলানো থাকে, তবে যার মাল চাপানো থাকবে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-কাফী)।

৩০. মাসআলঅ ঃ এক ব্যক্তি এক পাল উট টেনে নিচ্ছে। পালের একটি উটের পিঠে এক ব্যক্তি সওয়ার আছে। এ অবস্থায় আরোহী ও চালক প্রত্যেকেই দাবী করল সবগুলো উট তার। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে উটগুলোর উপর আরোহীর মাল আছে কি না। সেগুলোতে তার মাল চাপানো থাকলে সবগুলো উট তারই সাব্যস্ত হবে আর চালক হবে তার মজুর। উটগুলো যদি ভারশূন্য হয়, তবে আরোহী কেবল সেই উটটি পাবে, যেটিতে সে সওয়ার আছে, বাকিগুলো চালকের (আয-যাখীরা)।

৩১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে হিশাম (র) বর্ণনা করেন যে, যদি এক সারি উটের, প্রথমটিতে এক ব্যক্তি মাঝেরটিতে এক ব্যক্তি এবং শেষেরটিতে এক ব্যক্তি সওয়ার থাকে এবং তাদের প্রত্যেকে দাবী করে, সারির সবগুলো উট তার, তবে প্রত্যেকে যে উটে সওয়ার আছে, সেটি তো তারই হবে আর বাকি উটগুলোর ক্ষেত্রে সমাধান এই যে, প্রথম উট ও মাঝখানের উটের মধ্যবর্তী উটগুলো পাবে প্রথম আরোহী, আর মাঝখানের উট ও শেষের উটের মধ্যবর্তী উটগুলো পাবে মাঝের আরোহী ও প্রথম আরোহী, তাদের দু'জনের মধ্যে সেগুলো অর্ধার্ধি ভাগ হবে। শেষের আরোহী কেবল তার বাহন উটটিই পাবে।

তারা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তাদের প্রত্যেকে যেটিতে সওয়ার আছে, সেটি অন্য দু'জন অর্ধেক করে পাবে। প্রথম উট ও মাঝের উটটির মধ্যবর্তী উটগুলো মাঝের ও শেষের ব্যক্তির মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ হবে। আর মাঝের ও শেষের উট দু'টি মধ্যবর্তী উটগুলো দুইভাগ করে অর্ধেক দেওয়া হবে শেষের আরোহীকে এবং অর্ধেক দেওয়া হবে প্রথম আরোহীকে ও মাঝের আরোহীকে অর্ধার্ধি করে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩২. মাসআলা ঃ যদি একটি কাপড় এক ব্যক্তির হাতে এবং তার এক প্রান্ত অন্য এক ব্যক্তির হাতে থাকে, তবে সেটি তাদের মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করা হবে (আল-হিদায়া)।

৩৩. মাসআলা ঃ 'আল-কুদূরী'-তে আছে, কোন দরজি যদি কারও বাড়িতে বসে কাপড় সেলাই করে, তারপর সে কাপড় নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে বাড়িওয়ালার কথাই গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা ঃ দরজি ও কাপড়ওয়ালার মধ্যে যদি বিরোধ দেখা দেয়, কাপড়ওয়ালা বলে-এটা আমি সেলাই করেছি আর দরজি বলে, আমি সেলাই করেছি, তবে দেখতে হবে,

১. এস্থলে কোনও কোনও মুদ্রণের মূল গ্রন্থে এবং কোনও মুদ্রণের পাদটীকায় আর ও একটি মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ
এক ব্যক্তি একটি গরু, বা ছাগল কিংবা হাঁস টেনে নিচ্ছে এবং অপর একজন সেটি পেছন থেকে চালাচ্ছে। এ অবস্থায় তাদের প্রত্যেকে যদি সেটির পূর্ণ মালিকানা দাবী করে, তবে যে ব্যক্তি পেছন থেকে চালাচ্ছে সে-ই সবটা পাবে। যে ব্যক্তি সম্মুখ থেকে টানছে, সে কিছুই পাবে না। অবশ্য তার সংগে যদি পৃথক একটি ছাগল থাকে এবং সেটির সাথে ওইগুলো টানে, তবে কেবল পৃথক ছাগলটির ব্যাপারে রায় দেওয়া হবে যে, সেটা তার (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাপড়টি কার হাতে ? দরজির হাতে থাকলে, তার কথাই গৃহীত হবে এবং কাপড়ওয়ালাকে সেলাইয়ের মজুরি পরিশোধ করতে হবে। আর কাপড়টি যদি মালিকের হাতে থাকে, তবে মালিকের কথাই গৃহীত হবে। যদি উভয়ের হাতে থাকে, তবে কসমের সংগে দরজির কথা গৃহীত হবে এবং কাপড়ের মালিক তাকে মজুরি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে–(আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাপড় বিক্রি বা কাপড় সেলাই করার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করে এবং সেই শ্রমিক তার দখলের কাপড় সম্পর্কে দাবী করে যে, এ কাপড় তার আর যে ব্যক্তি শ্রমিক লাগিয়েছে সে দাবী করে, কাপড়টি তার, তবে দেখতে হবে, কাপড়টি কোথায় আছে ? যদি মালিকের দোকানে থাকে, তবে কসমের সংগে তার কথাই গৃহীত হবে। যদি মহল্লার বা শ্রমিকের ঘরে থাকে, তবে শ্রমিকের কথা গৃহীত হবে, তাতে সে স্বাধীন ব্যক্তি হোক বা ব্যবসায়ের অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম হোক কিংবা হোক মুকাতাব (আল-কারদারী; আল-ওয়াজীয)।

৩৬. মাসআলা ঃ 'আল-মাযূনু'ল-কাবীর'-এ বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি রজক বা রুটিওয়ালার কাছে নিজ গোলাম ভাড়া দেয়, তারপর মুনীব রাস্তায় তার কাছে কোন মাল পায় এবং তা নিয়ে তার ও ভাড়া-গ্রহীতার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে দেখতে হবে যে মাল ভাড়া-গ্রহীতার পেশাভুক্ত কি না। তার পেশাভুক্ত হলে সে ক্ষেত্রে ভাড়াগ্রহীতার পেশাভুক্ত না হয়, তবে সে ব্যাপারে মুনীবের কথা গ্রহণযোগ্য। যদি তা ভাড়াগ্রহীতার বাড়িতে পাওয়া যায়, তবে সর্বাবস্থায় ভাড়া গ্রহীতার কথাই গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে বের হল। তার মাথায় কিছু মাল। একদল লোক তা দেখল। তারা সাক্ষ্য দিল যে, আমরা দেখেছি এই লোক অমুকের বাড়ি থেকে বের হয়েছ এবং তখন এই মাল তার মাথায় ছিল। বাড়িওয়ালা বলল, এ মাল আমার। আর বাহক দাবী করল সে মাল তার। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, এ জাতীয় মালের বিক্রেতা হিসেবে বাহক পরিচিত কি না। যদি এ জাতীয় মালের বিক্রেতা হিসেবে সে পরিচিত হয়ে থাকে, তবে তার কথাই গৃহীত হবে। যেমন সে হয়ত একজন কাপড় ব্যবসায়ী আর তার মাথায় ছিল কাপড়ের গাঁট। পক্ষান্তরে, সে যদি এ জাতীয় মালের ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত না হয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, সে মাল বাড়িওয়ালার (আল-ওয়াকিআতুল হুসানিয়্যা)।

৩৮. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তাঁর 'নাওয়াদির'-গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কারও বাড়িতে ঢোকে, তারপর তার কাছে কোন মাল পাওয়া যায় এবং বাড়িওয়ালা বলে, এ মাল আমার, তুমি এটা আমার ঘর থেকে নিয়েছ, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বাড়িওয়ালার কথাই গৃহীত হবে। প্রবেশকারীর কোন কথাই গৃহীত হবে না। হ্যাঁ, তার গায়ে যে কাপড় আছে, তা যদি পরিধেয় বস্ত্র হয়ে থাকে, তবে সে ব্যাপারে তার দাবী সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, প্রবেশকারী যদি কোন পেশায় পরিচিত হয়ে থাকে,যেমন সে হয়ত তেলের ফেরিওয়ালা এবং এক টিন তেল নিয়ে সে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করেছে, কিংবা সে হয়ত পনির বিক্রেতা এবং বিভিন্ন বাজারে ঘুরে ঘুরে পনির বিক্রি করে, তবে সেক্ষেত্রে তার কথাই গৃহীত হবে, তার বিপরীত বাড়িওয়ালার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-মুহীত)।

৩৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে হিসেবে বর্ণনা করেন যে, দুই ব্যক্তির বাড়িতে যদি কোন ঝাড়ুদার কাজ করে এবং তার গলদেশে কম্বল বা এ রকম কোন বস্ত্র থাকে, যেটি

সম্পর্কে যে দুই ব্যক্তির প্রত্যেকেই দাবী করে যে, সেটি তার, তবে যার বাড়িতে পাওয়া যাবে সেটা তারই হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪০. মাসআলা ঃ এক বাহকের মাথায় কাপড়ের একটি গাঁট আছে এবং সে এক ব্যক্তির বাড়ির ভেতর আছে। বাড়িওয়ালা দাবী করল, এ গাঁট তার। বাহক বলল, না, বরং আমিই এর মালিক। এক্ষেত্রে বাহকের কথাই গৃহীত হবে। যদি সে বাহক কাপড় বয়ে বেড়ানোর কাজে পরিচিত হয়ে থাকে এবং গাঁটটিও এমন হয়, যা বহনের রেওয়াজ আছে (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়্যা)।

৪১. মাসআলা ঃ যদি কোন বিছানার চাদর নিয়ে দু'জনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, যাদের একজন চাদরের উপর বসা আছে অন্যজন সেটি ধরে রেখেছে অথবা দু'জনই তার উপর বসা আছে, তবে সে চাদরটি উভয়ে পাবে, কিন্তু সেটা বিচার হিসেবে নয় (আল-ইনায়া)।

৪২. মাসআলা ঃ যদি দু'জন লোক একটি বাড়িতে বসা থাকে এবং তাদের প্রত্যেকেই দাবী করে বাড়িটি তার, তবে এ রায় দেওয়া হবে না, যে উভয়েই বাড়িটির মালিক[১] (আল-মুহীত)।

৪৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি নৌকায় সওয়ার আছে। অপর একজন তার গুলই[২] ধরে আছে। অপর একজন সেটি বাইছে এবং অন্য একজন সেটির রশি ধরে টানছে। এখন তাদের প্রত্যেকেই যদি সেটির মালিকানা দাবী করে, তবে আরোহী, গুলই ধারক ও মাঝির পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, নৌকাটি তাদের। যে ব্যক্তি গুন টানছে, সে কিছুই পাবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪৪. মাসআলা ঃ এক ধনী ব্যক্তির একটি গোলামের গলায় একটি মুক্তা আছে, যার মূল্য গোলামটির মূল্যের সমান। গোলামটি এমন এক নির্ধন লোকের ঘরে আছে, যে ব্যক্তি একটা চাটাই ছাড়া আর কিছুই মালিক নয়। গোলামের মালিক দাবী করল, মুক্তাটি তার। গৃহকর্তার দাবী-মুক্তাটি তার। এক্ষেত্রে গোলামটির মালিকের দাবীই গ্রহণযোগ্য (আল-কারদারী ঃ আল-ওয়াজীয)

৪৫. মাসআলা ঃ একটি নৌকায় দু'জন লোক এবং কিছু আটা আছে। তাদের প্রত্যেকের দাবী আটাসমেত নৌকাটি তার। তাদের একজন আটার ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত এবং অন্যজন একজন খ্যাতনামা মাঝি। এক্ষেত্রে দেওয়া হবে যে, আটার মালিক আটার ব্যবসায়ী এবং নৌকাটি মাঝির।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর একজনের বাড়িতে একটি পাখি শিকার করল। এখন পাখিটি কে পাবে ? দেখতে হবে তারা উভয়ে এ ব্যাপারে একমত কি না যে, পাখিটির শিকার যে কার ও জন্য বৈধ ছিল ? (অর্থাৎ এটির কেউ মালিক ছিল না)। যদি উভয়ে এ ব্যাপারে একমত থাকে, তবে পাখিটি শিকারই পাবে, তাতে সে পাখিটি শূন্যে শিকার করুক, বা গাছের ডালায়। পক্ষান্তরে সে ব্যাপারে যদি তাদের মধ্যে বিরোধ থাকে, যেমন বাড়িওয়ালা বলল যে আমি এটি তোমার আগে শিকার করেছিলাম অথবা আমি এটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম, অন্যদিকে শিকারী তার এ কথা অস্বীকার করল, তো যদি এরকম বিরোধ দেখা দেয় এবং শিকারী সেটি শূন্যে শিকার করে থাকে, তবে শিকারীর পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। আর যদি তার বাড়ির ভেতর বা তার গাছের ডালায় শিকার করে, তবে বাড়িওয়ালার কথায় গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১. বরং অমীমাংসিতভাবে আপাতত বাড়িটি তাদের উভয়ের হাতে রেখে দেওয়া হবে। যেহেতু তাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং উভয়ের দাবী সম পর্যায়ের। 'হিদায়া'-গ্রন্থের কোন কোন ভাষ্যে এরূপ বলা হয়েছে।

২. سكان শব্দটি ساكن এর বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকারগুলই। এস্থলে সেটাই বুঝানো হয়েছে (বাহরাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪৬. মাসআলা ঃ দোকানের ভাড়াটে যদি দোকানের বিশ্রামাগার কারও কাছে বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতা তা কব্‌জা করে, তারপর দোকানের মালিক এসে সে বিশ্রামাগারে স্বীয় মালিকানা প্রমাণ করত ক্রেতার হাত থেকে নিয়ে যেতে চায়, তবে তার যে ইখতিয়ার থাকবে কি ?

এ স্থলে দেখতে হবে যে, বিশ্রামাগারটি দোকানের সাথে মিলিত কি না এবং সেটি ভাড়াগ্রহীতার পেশাদারি কর্মের উপকরণাদির অন্তর্ভুক্ত কি না। যদি সেটি দোকান ঘরের সাথে মিলিত হয় এবং সেটি ভাড়াটে ব্যক্তির পেশাদারি কর্মের উপকরণাদির অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে দোকান মালিকের কথাই গৃহীত হবে। অবশ্য তাকে কসম করতে হবে। সে কসম করলে ক্রেতা ভাড়াটের কাছ থেকে বিশ্রামাগারের মূল্য ফেরৎ পাবে। পক্ষান্তরে বিশ্রামাগারটি যদি ভাড়াটের পেশাদারির কর্মের উপকরণাদির অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে ভাড়াটের কথাই গৃহীত হবে। তখন বিশ্রামাগারটি হস্তগত করার কোন সুযোগ দোকান মালিকের থাকবে না (আল-মুহীত)।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ প্রাচীরের দাবী প্রসংগ

১. মাসাআলা ঃ দুই বাড়ির মাঝখানে যদি কোন প্রাচীর থাকে এবং উভয় বাড়ির মালিক সে প্রাচীরের মালিকানা দাবী করে, তবে লক্ষ্য করতে হবে সে প্রাচীরটি তাদের প্রত্যেকের ইমারতের সাথে তারবীঈ (تربيع) রূপে মিলিত, না 'মুলাযাকা'(ملاذقه) রূপে ? যদি 'তারবীঈ' বা 'মুলাযাকা'-রূপে মিলিত থাকে, তবে সে প্রাচীরে তাদের উভয়ের সমান অধিকার লাভ করবে, যেহেতু প্রাচীরটির উপর তাদের দখল সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত আছে। যদি একজনের ইমারতের সাথে মুলাযাকা আকারে মিলিত থাকে, তবে যার ইমারতের সাথে তারবীঈ-রূপে মিলিত থাকবে তারেই অগ্রাধিকার লাভ হবে। কেননা সে ক্ষেত্রে প্রাচীরটি তার ইমারতের সাথে মিলিত থাকার সাথে বাড়তি তাতে তার এক রকম ব্যবহারও প্রতিষ্ঠিত আছে। যদি একজনের ইমারতের সাথে সেটি তারবীঈ বা মুলাযাকা রূপে মিলিত থাকে এবং অন্যজনের ইমারতের সাথে কোন প্রকারেই মিলিত না থাকে, তবে যার প্রাচীরের সাথে মিলিত থাকবে তার অধিকারই স্বীকৃত হবে।

প্রাচীরটি যদি একজনের ইমারতের সাথে মিলিত থাকে এবং অন্যজনের ইমারতের সাথে সেটি মিলিত না থাকে, কিন্তু প্রাচীরটির উপর তার একটি আড়কাঠ স্থাপিত থাকে, তবে যার ইমারতের সাথে প্রাচীরটি মিলিত আছে, সেই তার মালিক সাব্যস্ত হবে-যদি তারবীঈ রূপে মিলিত থাকে।

সে ক্ষেত্রে প্রাচীরটির উপর যার আড়কাঠ স্থাপিত আছে, সে কেবল সেই আড়কাঠের জায়গাটুকুই পাবে। পক্ষান্তরে যদি একজনের ইমারতের সাথে সেটি তারবীই রূপে মিলত থাকে এবং তার উপর অন্যজনের কড়িকাঠ স্থাপিত থাকে, তবে কড়িকাঠওয়ালাকেই তার মালিক বলা হবে।

তারবীঈ রূপে মিলিত থাকার ব্যাখ্যা এই যে, কাঁচা বা পাকা ইটের প্রাচীর হলে এক ইট অন্য ইটের ভেতর ঢোকানো থাকবে অর্থাৎ এক প্রাচীরের সাথে অন্য প্রাচীর যুক্ত করা হবে এভাবে যে, প্রতিটি প্রাচীরের ইটের অর্ধাংশ অন্যটির ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। যদি কাঠের প্রাচীর হয়, তবে এক প্রাচীরের কাঠের মাথা অন্য প্রাচীরে কাঠের মাথার উপর স্থাপিত করা হবে। যদি প্রাচীর ছিদ্র করে তার ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তবে তারবীঈ হবে না।

আবুল হাসান আল-কারখী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারবীঈ রূপে মিলিত থাকার অর্থ হচ্ছে, বিতর্কিত প্রাচীরটির দুই প্রান্ত দুই প্রাচীরের সাথে যুক্ত থাকবে, যে দুই প্রাচীর যুক্ত থাকবে বাড়ির প্রাচীরের সংগে। যদি এক প্রান্ত থেকে মিলিত থাকে, তবে প্রাচীরের উপর যার কড়িকাঠ স্থাপিত তারই অগ্রাধিকারে লাভ হবে। ইমাম তাহাবী (র) বলেন, এক দিক থেকে মিলিত থাকলেও তাদ্বারা অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, ইমাম তাহাবী (র)-এর মতই সহীহ্ (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

২. মাসআলা ঃ প্রাচীরটি যদি তাদের ইমারতের সংগে মিলিত না থাকে এবং তাদের উপর তাদের কারও কড়িকাঠও স্থাপিত না থাকে তবে রায় দেওয়া হবে যে, প্রাচীরটি তাদের উভয়েরই। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন জানা থাকবে যে, প্রাচীরটি তাদের উভয়ের দখলে থাকার ব্যাপারে ফায়সালা দেওয়া হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি তাদের উভয়ের দখলে এভাবে থাকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাপারটা জানা না থাকে, আর তাদের প্রত্যেকেই দাবী করে যে, সে-ই প্রাচীরের মালিক, তবে সেটি তাদের উভয়ের দখলে ছেড়ে দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ প্রাচীরের উপর যদি একজনের হারাদা (সেই ডালা যাদ্বারা আংগুর ইত্যাদির গুল্ম বিস্তারের জন্য মাচান তৈরী করা হয়) অথবা চাটাই থাকে এবং অন্যজনের কিছুই না থাকে, তবে প্রাচীরটি উভয়ের অধিকারেই থাকবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ যদি তার উপর উভয়েরই হারাদা অথবা চাটাই থাকে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, প্রাচীরটি উভয়েরই (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি তার উপর একজনের একটি কড়িকাঠ থাকে এবং অন্যজনের হারাদা অথবা চাটাই থাকে অথবা তার কিছুই না থাকে তবে প্রাচীরটি কড়িকাঠওয়ালারই সাব্যস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ যদি তার উপর একজনের কয়েকটি কড়িকাঠ থাকে এবং অন্যজনের থাকে হারাদা, তবে রায় দেওয়া হবে যে, প্রাচীরটি কড়িকাঠওয়ালারই কিন্তু অন্যজনের তার হারাদা সরিয়ে ফেলার আদেশ দেওয়া যাবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৭. মাসআলা ঃ যদি তার উপর একজনের কয়েকটি কড়িকাঠ থাকে এবং অন্যজনের থাকে বেড়া বা দেওয়াল তবে নিচেরটি অর্থাৎ বিতর্কিত প্রাচীরটি হবে কড়িকাঠওয়ালার আর বেড়াটি তারই থাকবে, যে সেটি সেখানে স্থাপিত করেছে। তাকে সেটি সরিয়ে নিতে বলা হবে না। অবশ্য প্রাচীরের দাবীদার যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রাচীরে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তবে তখন বেড়াওয়ালাকে তার বেড়া সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ যদি প্রাচীর ও বেড়া উভয় নিয়েই বিরোধ দেখা দেয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, উভয়টিই কড়ির মালিকের (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা ঃ প্রাচীরের উপর যদি একজনের কাঁচা বা পাকা ইটের ঝুল-বারান্দা মত থাকে, তবে সেটা বেড়ার মতই গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ প্রাচীরের উপর যদি একজনের দশটি এবং অন্যজনের তিন থেকে দশটি পর্যন্ত কাঠ থাকে, তবে প্রাচীরটিতে উভয়েরই অধিকার স্বীকার করা হবে। এ সমাধান জহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী এবং এটাই সহীহ্ (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি প্রাচীরের উপর একজনের তিনটির কম আড়কাঠ থাকে এবং অন্যজনের থাকে তিনটি বা তার বেশি, তবে 'আল-নাওয়াযিল'-এর বর্ণনামতে প্রাচীরটিতে তিন বা ততোধিক কাঠওয়ালার মালিকানা স্বীকৃত হবে এবং অন্যজন কেবল তার কাঠ রাখার স্থানটুকুই পাবে। এটা ইস্তিহসান-সম্মত। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও পরবর্তীতে এই মত গ্রহণ করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কিয়াস অনুযায়ী প্রাচীরটি উভয়েই অর্ধার্ধি পাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও প্রথম দিকে এরূপ বলতেন। পরবর্তীতে তাঁরা দু'জনই এই মত প্রত্যাহার করে। ইস্তিহসান-সম্মত রায় প্রদান করেন।

শামসুল-আইম্মা(র) বলেন, প্রাচীরের উপর যদি একজনের দশ টি এবং অন্যজনের একটি প্রাচীর থাকে, তবে প্রত্যেকে তার কাঠের নিচের অংশ পাবে। প্রাচীরটি তাদের মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ হবে না। সেটা কেবল এক ও দু'টি কাঠের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা ইস্তিহসান অনুযায়ী গৃহীত হয়েছে। 'আল-আসল'-এর 'সুল্হ' অধ্যায়ে এরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু 'আল-ইকরার'

অধ্যায়ে বলা হয়েছে সম্পূর্ণ প্রাচীরটিতেই দশটি কাঠের মালিকের অধিকার স্বীকৃত হবে, কেবল একটি কাঠের স্থান ছাড়া, যা সেই কাঠের মালিক পাবে। তাকে তার কাঠটি সরাতে বলা যাবে না। শামসুল-আইম্মা (র) বলেন, 'আল-আসল'-গ্রন্থে কাঠসমূহের মধ্যবর্তী স্থান সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি যে, তা কে পাবে? ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে কেউ বলেন, মধ্যবর্তী স্থানকে এগার ভাগ করে দশ ভাগ দশ কাঠওয়ালাকে এবং এক ভাগ এক কাঠওয়ালাকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ কাঠসমূহের মধ্যবর্তী স্থানের ক্ষেত্রে সেই সমাধানই প্রযোজ্য, যা কাঠের নিচের স্থান সম্পর্কে প্রদত্ত হয়েছে। সুতরাং প্রাচীরটি ধসে পড়লে তার জমি উভয়ে ভাগ করে নেবে। কিন্তু অধিকাংশের মতে একটি কাঠের স্থান ছাড়া অবশিষ্ট সমুদয় স্থানের মালিক হবে দশ কাঠওয়ালা। সেই একটি কাঠের স্থান পাবে এক কাঠের মালিক। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটাই সহীহ্ (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ প্রাচীরটি যদি দীর্ঘ হয় এবং আলাদাভাবে তার কিয়দংশ তাদের প্রত্যেকের ইমারতের সংগে মিলিত থাকে ও তাতে তাদের আপন-আপন কড়িকাঠ স্থাপিত থাকে, তবে প্রাচীরটির যে যে অংশ তাদের প্রত্যেকের সীমানা বরাবর পড়েছে, সে ব্যাপারে তাদের আলাদা আলাদা অধিকার স্বীকৃত হবে। সে ক্ষেত্রে কার কতটা কড়িকাঠ প্রাচীরের উপর আছে সেটা বিবেচ্য নয়। কাযী আবদুল্লাহ্ আল-যামীরী (র) এ রকমই ফায়সালা দিতেন। আর উভয়ের মাঝখানে যে অংশ পড়েছে, তারা উভয়েই তার মালিক (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী।

১৩. মাসআলা ঃ 'শারহুত-তাহাবী' গ্রন্থে ইমাম আল-ইস্‌বীজাবী (র) বলেন, প্রাচীরের সম্মুখ একজনের দিকে এবং পিছন অন্যদিকে হলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উভয়ই প্রাচীরটির মালিক। সম্মুখ যার দিকে, তার পক্ষে তার দেওয়া হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে প্রাচীরটির সম্মুখ যার দিকে পড়েছে, তারই মালিকানা স্বীকৃত হবে। এটা সেই অবস্থায়, যখন সম্মুখ পশ্চাৎ নির্মাণকালেই স্থির করা হয়। পক্ষান্তরে নির্মাণ কার্যের পর যদি কারুকার্য ও চুনকাম দ্বারা সম্মুখ স্থির করা হয়, তবে তার ভিত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ ব্যাপারে তিনও ইমাম একমত (গায়াতুল-বায়ান-শারহুল-হিদায়া)।

১৪. মাসআলা ঃ দুই বাড়ির মাঝখানে যদি একটি ছাপড়া থাকে এবং একজনের বাড়ির দিকে সেটি রশি দ্বারা টানা দেওয়া থাকে আর প্রত্যেকে বাড়ির মালিক সেটির মালিকানা দাবী করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে প্রত্যেককে সেটির অর্ধেকের মালিক সাব্যস্ত করা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ছাপড়াটির টানা যার বাড়ির দিকে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা ঃ দুই বাড়ির মাঝখানের প্রাচীরে যদি তালাযুক্ত দরজা থাকে এবং দরজার তালা থাকে একটি বাড়ির দিকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) -এর মতে দরজা ও তালার উভয়ের মালিকানা স্বীকৃত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তালাটি যার বাড়ির দিকে থাকবে দরজাটিও তারই বলে রায় দেওয়া হবে। যদি দরজাটি উভয় দিকেই দু'টি তালা থাকে, তবে তিনও ইমামের মতে উভয়েই দরজার মালিক সাব্যস্ত হবে (গায়াতুল-বায়ান শারহুল-হিদায়া)।

১৬. মাসাআলা ঃ দুই বাড়ির মাঝখানে যদি কোন প্রাচীর থাকে এবং এক বাড়িওয়ালা অন্য বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে স্বীকার করেছিল যে, প্রাচীরটি আমার, তবে প্রাচীরটির অংশ বিশেষ তার মালিকানার পক্ষে রায় দেওয়া হবে (আল-মাবসূত)।

১৭. মাসআলা ঃ কারও বাড়ির দিকে যদি আড়কাঠ বাড়ানো থাকে, তবে সে বাড়িওয়ালা অনুমতি ছাড়া তার উপর পায়খানা তৈরী করা যাবে না। তার উপর যদি কোন কিছু নির্মাণ করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্ভব হয় তবে বাড়িওয়ালা সেটা কাটতেও পারবে না। যদি সেটা এত ছোট হয় যে, তার উপর নির্মাণকার্য সম্ভব নয়, কিন্তু সেটা কাটলে অবশিষ্ট কড়িকাঠের ক্ষতি হয় বা তা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবুও সে তা কাটতে পারবে না। আর যদি কাটলে তার কোন ক্ষতি না হয়, তবে মালিককে বলবে, যেন তা কেটে নেয়। বাড়ি ওয়ালা যদি সে সব কড়িকাঠের মাথায় কোন কিছু লটকাতে চায়, তবে তার সে অধিকার থাকবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৮. মাসাআলা ঃ দুই ব্যক্তির ঘরের মাঝখানে যদি কোন প্রাচীর থাকে এবং তার উপর তাদের উভয়ের বোঝা থাকে আর একজনের বোঝা অন্যজন অপেক্ষা বেশি ভারি হয়, তবে প্রাচীরটিতে উভয়ের মালিকানাই স্বীকৃত হবে।

যদি প্রাচীরটির উপর একজনের ভার থাকে এবং অন্যজনের কোন ভার না থাকে আর উভয়েই সে প্রাচীরে অংশীদার থাকে, তবে ফকীহ্ আবুল-লায়ছ (র)-এর মতে অন্যজনেরও তাতে অনুরূপ ভার রাখার অধিকার থাকবে-যদি প্রাচীরটি তা বহনে সক্ষম হয়। কেননা আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমাদের তিনও ইমাম থেকে বর্ণিত আছে, প্রাচীরের উপর যদি একজনের কড়িকাঠ বেশি সংখ্যক থাকে, তবে অন্যজনও তাতে কড়িকাঠ বাড়াতে পারবে-যদি প্রাচীর তা ধারণের ক্ষমতা রাখে। সেটি প্রাচীন কি নতুন তার কোন পার্থক্য তারা করেন নি (আল-খুলাফা)।

১৯. মাসাআলা ঃ প্রাচীরের উপর কোন কাঠ না থাকলে একজন যদি কাঠ রাখতে চায় তবে তার সে অধিকার থাকবে। অন্যজন তাকে বাধা দিতে পারবে না। বরং তাকে বলা হবে যে, তুমিও অনুরূপ কাঠ স্থাপন করতে পারো (আল-ফুযূলুল ইমাদিয়্যা)।

২০. মাসাআলা ঃ প্রাচীরের উপর যদি একজনের আড়া থাকে এবং অন্যজনের না থাকে আর সে তার উপর আড়া স্থাপন করতে চায়, কিন্তু উভয়ের প্রাচীর ধারণ করার মত ক্ষমতা প্রাচীরটির না থাকে, অথচ উভয়ে স্বীকার করে যে, প্রাচীরটি তাদের যৌথ সম্পত্তি, তবে তার উপর যার আড়া আছে, তাকে বলা হবে, তুমি তোমার আড়া সরিয়ে ফেল অথবা তার সংখ্যা কমিয়ে ফেল, যাতে সমসংখ্যক আড়া অপর পক্ষেও রাখতে পারে এবং এভাবে তোমাদের উভয়ের ভাগ সমমাত্রায় হয় (আল-খুলাসা)।

২১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির যৌথ প্রাচীরের উপর যদি একজনের আড়া থাকে এবং সে তা স্থানান্তরিত করতে চায়, তবে দেখাতে হবে সে তা কিভাবে স্থানান্তরিত করবে?

যদি তা ডান দিক থেকে বাম দিকে বা বাম দিক থেকে ডান দিকে নিতে চায়, তবে সে সুবিধা তাকে দেওয়া হবে না। যদি নিচে নামাতে চায়, তবে তাতে দোষ নেই। আর যেখানে আছে যদি তার উপরে তুলতে চায়, তবে সে অধিকার তার থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসাআলা ঃ দু'জনের যৌথ প্রাচীরের উপর যদি উভয়ের কড়িকাঠ থাকে, কিন্তু এক জনেরটা অন্য জনের নিতে থাকে, তবে যার কড়িকাঠ নিচে সে তা অন্যজনের সমান উঁচুতে তুলতে পারবে, যাদ তাতে প্রাচীরের ক্ষতি না হয়। যদি একজন প্রাচীর থেকে তার কড়ি সরিয়ে ফেলতে চায়, তবে তাতে প্রাচীরের কোন ক্ষতি না হলে তার সে অধিকার থাকবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৩. মাসাআলা ঃ যদি একজনের আড়া উঁচুতে ও অন্যজনের আড়া নিচুতে থাকে, তবে আড়কাঠ নিচে নামানোর জন্য দেওয়ালে ছিদ্র করতে পারবে কি? কেউ বলেন, তা পারবে না। আব্দুল্লাহ্ জুরজানী (র) ফাত্ওয়া দিতেন যে, ছিদ্র করার অধিকার থাকবে। কেউ বলেন, দেওয়ালের ক্ষতি না হলে পারবে, ক্ষতি হলে পারবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৪. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির যৌথ প্রাচীরে তাদের একজন যদি সম্প্রসারণ করতে চায়, তবে অন্যজনের অনুমতি ছাড়া সে তা করতে পারবে না, তাতে অন্যজনের ক্ষতি হোক বা না হোক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা ঃ আবুল কাসিম (র) বলেন, দুই ব্যক্তির যৌথ প্রাচীরের এক পার্শ্ব যদি ধসে যায় এবং তখন ধরা পড়ে যে, সেটি পাশাপাশি দুই পরত বিশিষ্ট, এমতাবস্থায় তাদের একজন তার দেওয়াল তুলে ফেলতে চায় এবং মনে করে যে, অবশিষ্ট দেওয়ালই তাদের মধ্যে পর্দার জন্য যথেষ্ট আর অন্যজন মনে করে যে, দেওয়ালটি এক পরতে থাকলে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এক সময় সেটিও ধসে পড়বে, তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রাচীরটি দুই পরত বিশিষ্ট হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার আগে তারা স্বীকার করতো কিনা যে, পূর্ণ দেওয়ালটিই তাদের যৌথ সম্পত্তি ? তারা স্বীকার করে থাকলে উভয় দেওয়ালই তাদের উভয়ের মালিকানা স্বীকৃত হবে। এ অবস্থায় এক শরীকের অনুমতি ছাড়া অন্য শরীক তাতে নতুন কিছু করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি স্বীকার করে থাকে যে, আলাদাভাবে দুই দেওয়াল দু'জনের তবে তাদের প্রত্যেকে নিজ দেওয়ালে যা ইচ্ছা করতে পারবে (আল-ফাতাওয়াস সুগ্‌রা)।

২৬. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির যৌথ দেওয়াল যদি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের একজন সেটা সংস্কার করতে চায় আর অন্যজন তাতে সম্মত না হয়, তবে সে তাকে বলবে, তুমি স্বেচ্ছায় তোমার ভার সরিয়ে ফেল, কারণ আমি অমুক দিন এটা ভেংগে সংস্কার করব। সে এটা বলবে সাক্ষীর সামনে। সেমতে অন্যজন তার ভার সরিয়ে ফেললে তো ভাল। অন্যথায় সে দেওয়াল ভেংগে সংস্কার করতে পারে, তাতে তার ভার পড়ে গেলে তজ্জন্য সে দায়ী থাকবে না (আল-খুলাসা)।

২৭. মাসআলা ঃ শায়খ আবুল কাসিম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তির যৌথ দেওয়ালের উপর যদি তাদের একজনের ভার থাকে এবং অন্যজনের কিছুই না থাকে, তারপর যার ভার নেই তার দিকে দেওয়ালটি ঝুঁকে পড়ে, ফলে সে সাক্ষীর সামনে তাকে ভার সরিয়ে ফেলতে বলে, কিন্তু সে তা সরানোর উপায় থাকা সত্ত্বেও না সরায়, শেষ পর্যন্ত দেওয়ালটি পড়ে যায় এবং তাতে তার কোন মাল নষ্ট হয়ে যায়, তবে যে মালামাল নষ্ট হবে অন্যজনকে জরিমানাস্বরূপ তার অর্ধেক মূল্য দিতে হবে–যদি প্রমাণিত হয় যে, সে সাক্ষী রেখেছিল এবং সাক্ষী রাখাকালে তাকে সতর্ক করেছিল (সে দেওয়ালটি পড়ে গেলে এই ক্ষতি হতে পারে) (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা ঃ শায়খ আবুল কাসিম (র) বলেন, দুই ব্যক্তির যৌথ দেওয়ালের উপর যদি একজনের একটি কক্ষ ও অন্যজনের ঘরের ছাদ থাকে, তারপর তারা দেওয়ালটির তলদেশ ভেঙে সেটি খুঁটির উপর দাঁড় করিয়ে রাখে এবং উভয়ে মিলিতভাবে সেটা সংস্কার করে, তারপর যখন ছাদ বরাবর উঁচু হয় তখন ছাদওয়ালা জানিয়ে দেয়, সে আর উঁচু করতে পারবে না, তবে এর উপরে যা খরচ হবে তাকে তা বহন করতে বাধ্য করা যাবে না (আল-ফাতাওয়াস সুগ্‌রা)।

২৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির একটি ঘর আছে। ঘরের দেওয়াল তার ও তার প্রতিবেশির মধ্যে যৌথ ঘরের মালিক চাইল তার ঘরের উপরে একটি কক্ষ তৈরী করতে, কিন্তু প্রাচীরের উপর কোন কাঠ রাখবে না। আবুল কাসিম (র) বলেন, যৌথ প্রাচীরের উপর দেওয়াল না তুলে যদি নিজ সীমানার মধ্যে কক্ষ তৈরী করে, তবে প্রতিবেশি তাকে বাধা দিতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির একটি ছাউনি আছে, যার আড়ার এক মাথা এক ব্যক্তির প্রাচীরের উপর। তাদের মধ্যে আড়া স্থাপনের অধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। বাড়িওয়ালা

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলল, আমার প্রাচীরের উপর তুমি অন্যায়ভাবে আড়া স্থাপন করেছ। এর কোন অধিকার তোমার নেই। কাজেই তুমি এগুলো সরিয়ে ফেল। ছাউনির মালিক বলল, তোমার প্রাচীরের উপর আমি এসব আড়া ন্যায্য অধিকার বলেই রেখেছি। এক্ষেত্রে সমাধান কী? 'কিতাবুল-হীতান'-এর লেখক শায়খ ছাকাফী (র)– বলেন, কাযী ছাউনির মালিককে তার আড়া সরিয়ে ফেলতে বলবে, আস-সাদরুশ শহীদ (র) বলেন, এরই উপর ফাতওয়া। যদি প্রাচীরে নিয়েই তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে আমাদের মাযহাবের জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী রায় দেয়া হবে যে, বাড়িওয়ালাই প্রাচীরের মালিক যেহেতু প্রাচীরটি তার মালিকানা সম্পত্তির সাথে মিলিত আছে। আর এরূপ মিলিত থাকার দ্বারা দখল প্রমাণিত হয়। অবশ্য এটা সেই ক্ষেত্রে যখন সেটা তারবীঈ রূপ মিলিত থাকে। পক্ষান্তরে যদি 'মুলায়াকা–রূপে মিলিত থাকে, তবে ছাউনিওয়ালারাই অগ্রাধিকার লাভ হবে (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির মাঝখানে একটি প্রাচীর আছে, সেটা ধ্বসে গেছে। এক বাড়িওয়ালার স্ত্রী-কন্যা আছে। তার ইচ্ছা প্রাচীরটি পুনঃনির্মাণ করবে। কিন্তু অন্যজন তাতে রাযী হল না। এখন তাকে কি পুনঃনির্মাণে বাধ্য করা যাবে ? কেউ বলেন,তাকে পুনঃনির্মাণে বাধ্য করা যাবে না। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, আমাদের এ যুগে বাধ্য করা যাবে। কেননা উভয় বাড়ির মাঝখানে পর্দা অপরিহার্য।

মাওলানা (র) বলেন, বস্তুত এ প্রশ্নের সমাধান ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অর্থাৎ প্রাচীরের ভিত্তিস্থান যদি এভাবে ভাগ করার অবকাশ রাখে যে, প্রত্যেকের পক্ষে আপন অংশের জমিতে প্রাচীর নির্মাণ সম্ভব, তবে পুনঃনির্মাণ অসম্মত ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাবে না। পক্ষান্তরে, প্রাচীরের ভিত্তিস্থান যদি ভাগ করা সম্ভব না হয়, তবে তাকে পুনঃনির্মাণে শরীক হতে আদেশ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩২. মাসআলা ঃ দুই ব্যাক্তির যৌথ প্রাচীর যদি ধ্বসে পড়ে, ফলে তাদের একজন প্রাচীরের জমি ভাগ করতে চায় এবং অন্যজন তা অস্বীকার করে অথবা তাদের একজন ভাগ-বাটোয়ারা দাবী ছাড়াই নতুনভাবে প্রাচীর নির্মাণ করতে চায় এবং ভাগ করতে অসম্মতি জানায়, তবে কি অন্যজনকে তাতে বাধ্য করা যাবে ?

যদি প্রাচীরের উপর কারও কোন ভার না থাকে এবং তাদের একজন প্রাচীরের জমি ভাগের দাবী জানায় ও অন্যজন তা অস্বীকার করে, তবে কোন কোন বর্ণনায় আছে, তাকে ভাগে বাধ্য করা যাবে না। কতক মাশাইখ এটাই গ্রহণ করেছেন। কতক মাশাইখ বলেন, যে কাযীর আদালতে এ মামলা রুজু হবে তার মাযহাবে যদি ভাগ বাটোয়ারার জন্য লটারি অপরিহার্য হয়, তবে আলোচ্য ক্ষেত্রে ভাগ করা যাবে না। পক্ষান্তরে, তার মাযহাবে যদি লটারি ছাড়াও ভাগ করা বৈধ হয়, তবে কাযী তা ভাগ করে দেবে যদি প্রাচীরের জমি এতটা চওড়া হয় যে, ভাগের তার প্রত্যেকের অংশে যে পরিমাণ জমি পড়বে তার উপর প্রত্যেকের পৃথক প্রাচীর নির্মাণ সম্ভব হবে। ভাগের পর প্রত্যেককে সেই দিক দেওয়া হবে, যা তার বাড়ির সংগে মিলিত, যাতে সেটা পূর্ণাঙ্গরূপে কাজে লাগানো সম্ভব হয়।

কেউ বলেন, প্রাচীরের জমি চওড়া হলে বণ্টনে অসম্মত ব্যক্তিকে কাযী সর্বাবস্থায় রাযী হতে বাধ্য করবে। আল-খাস্‌সাফ (র)-ও এদিকে ইশারা করেছেন এবং এরই উপর ফাত্‌ওয়া।

একজন যদি বণ্টনের দাবী ছাড়াই নতুন করে প্রাচীর নির্মাণ করতে চায় এবং অন্যজন অস্বীকৃতি জানায় তবে দেখতে হবে প্রাচীর জমি চওড়া কি না। যদি তা এমন চওড়া হয় যে, বণ্টনের পর প্রত্যেকের অংশে যে পরিমাণ জমি পড়বে তাতে তার আলাদা প্রাচীর নির্মাণ হতে

পারে, তবে তাকে যৌথ নির্মাণে বাধ্য করা যাবে না। আর যদি তা চওড়া না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। কেউ বলেন, তাকে বাধ্য করা যাবে। শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল-ফাযল (র)-ও শামসুল আইম্মা (র)-এর ঝোক এদিকেই। আর এটাই বেশী যুক্তিসংগত।

যদি উপরে বর্ণিত কোন অবস্থাই না হয়, বরং তাদের একজন শরীকের অনুমতি ছাড়াই নতুন করে প্রাচীর নির্মাণ করে, তবে কি সে শরীকের কাছে খরচের অংশ চাইতে পারবে ? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। কেউ বলেন, কোন অবস্থাতেই তা চাইতে পারবে না। 'কিতাবুল আকযিয়া'-তে এরূপই বলা হয়েছে। ফকীহ্ আবুল-লায়ছ (র) 'আল নাওয়াযিল'-গ্রন্থে আমাদের ইমামগণ থেকেও এরূপ উল্লেখ করেছেন।

কেউ বলেন, প্রাচীরের জমি যদি উপরে যেমন বলা হয়েছে তেমনি চওড়া হয়, তবে শরীকের কাছে খরচের অংশ চাইতে পারবে না। আর সে রকম চওড়া না হলে চাইতে পারবে।

প্রাচীরের উপর যদি ভার থাকে, যেমন তার উপর হয়ত উভয়েরই আড়া আছে, তবে তাদের একজন প্রাচীরের জমি বণ্টনের দাবী জানালে উভয়ের সম্মতি ছাড়া তা ভাগ করা যাবে না, যদিও জমি উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী চওড়া হয়।

যদি তাদের একজন প্রাচীরটি পুনঃনির্মাণ করতে চায় এবং অন্যজন তাতে অসম্মতি জানায়, তবে শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী (র)-এর মতে সর্বাবস্থায়ই তাকে পুনঃনির্মাণে বাধ্য করা যাবে এবং এরই উপর ফাত্ওয়া।

যদি শরীকের অনুমতি ছাড়াই একজন পুনঃনির্মাণ করে তবে কি সে খরচের অংশ শরীকের কাছে চাইতে পারবে? ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, উপরে যেমন বলা হয়েছে প্রাচীরের জমি যদি তেমনি চওড়া হয়, তবে নির্মাণকারী শরীকের কাছে খরচের অংশ চাইতে পারবে না, বরং তার নির্মাণটি একটি অনুদান হিসেবে গণ্য হবে। আল খাসসাফ (র) তার নাফাকাত অধ্যায়ে এরূপ উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, সেটা তার অনুদান হিসেবে বিবেচিত হবে না। 'কিতাবুল-আকযিয়া' গ্রন্থে এদিকে ইশারা করা হয়েছে। ইবন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এমতই বিশুদ্ধতর (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা ঃ যদি শরীকের অনুমতি নিয়ে প্রাচীরটি পুনরায় নির্মাণ করে, তবে শরীককে সেটি ব্যবহার করতে বাধা দিতে পারবে না, বরং তার কাছ থেকে খরচের অর্ধেক আদায় করে নেবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৪. মাসআলা ঃ যদি প্রাচীরটির উপর একজনের ভার থাকে এবং সে বণ্টনের দাবী জানায়, কিন্তু অন্যজন তাতে অসম্মতি হয়, তবে উপরে যেমন বলা হয়েছে, জমি তেমনি প্রশস্ত হলে তাকে তাতে বাধ্য করা যাবে। এটাই সহীহ্ মত এবং এরই উপর ফাতওয়া।

প্রাচীরের উপর যার ভার আছে, সে যদি সেটি পুনঃনির্মাণ করতে চায় এবং অন্যজন অস্বীকার করে, তবে সহীহ মত অনুযায়ী তাকে তাতে বাধ্য করা যাবে।

প্রাচীরের উপর যার ভার আছে, সে যদি প্রাচীরটি পুনঃনির্মাণ করে, তবে সহীহ্ মত এই যে, সে খরচের অংশ শরীকের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে। যদি অন্য শরীক নির্মাণ করে আর প্রাচীরের জমি উপরে যেমন বলা হয়েছে তেমনি প্রশস্ত হয়, তবে সেটা তার অনুদান রূপে বিবেচিত হবে ; আর যেসকল ক্ষেত্রে নির্মাণকারী অনুদান-দাতা হিসেবে গণ্য না হয়, যেমন প্রাচীরের উপর তার বা উভয়ের ভার থাকলে, এরূপই হয়ে থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে নির্মাণকারী অন্য শরীককে সেটা ব্যবহার করতে বাধা দিতে পারবে যাবৎ না শরীক তার খরচের অংশ বহন করবে অথবা প্রাচীরের মূল্য আদায় করবে—যেমন এ বিষয়ে মতভেদ আছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

শরীক যদি বলে, আমি এ প্রাচীর ব্যবহার করব না, তবে কি নির্মাতা তার কাছে খরচের অংশ চাইতে পারবে ? এ ব্যাপারে মাশাইখগণের মতভেদ আছে। কেউ বলেন, চাইতে পারবে না। কাযী আবূ আবদুল্লাহ আদ্ দামিগানী (র) কিতাবুল হীতান-এর ভাষ্যে এবং ইমাম খাহারাযাদে (র) কিতাবুল মুযারাআ-এর ভাষ্যে এমতের অনুকূলেই বক্তব্য রেখেছেন। আমার কারও মতে শরীকের কাছে খরচের অংশ চাইতে পারবে। এ দিকেই শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফাযল (র)-এর ঝোক পরিলক্ষিত হয়। আস-সাদরুশ শহীদ (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন।

নির্মাতা যদি শরীকের কাছে প্রাচীর নির্মাণ বাবদ কিছু চায়, তবে কী পাবে, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। মুখতাসারুত-তাহাবীর ভাষ্যে শায়খ আল-ইস্বীজাবী (র) উপর তলা (اعلى) নিচতলা (اسفل)-এর মাসআলায় লিখেছেন যে, উপর তলাওয়ালা নিচতলা ওয়ালার কাছে নিচতলা নির্মাণের খরচ নয়, বরং নির্মিত ইমারতের দাবী করবে। 'কিতাবুল মুযারাআ-এর ভাষ্যে ইমাম খাহারযাদে (র)-ও এরূপ উল্লেখ করেছেন। 'ফাতাওয়াল ফুযুল্লী'তে বলা হয়েছে যে, যৌথ প্রাচীর নির্মাণের পর শরীকের কাছে নির্মাণের সর্বমোট খরচের অর্ধেক চাইতে পারবে। আর উপরতলা ও নিচতলার ক্ষেত্রে (নিচতলা ওয়ালার কাছ থেকে ইমারতের মূল্য আদায় করবে)।

পরবর্তীকালীন কতক ফুকাহায়ে কিরাম এ ক্ষেত্রে ইস্তিহ্সান-সম্মত রায় গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, যদি কাযীর নির্দেশে নির্মাণ করে, তবে শরীকের কাছ থেকে খরচের অংশ আদায় করবে। আর যদি কাযীর আদেশ ছাড়াই নির্মাণ করে, তবে নির্মিত প্রাচীরের মূল্য আদায় করবে।

যেক্ষেত্রে ইমারতের মূল্য আদায় করবে, সেক্ষেত্রে কোন্ দিনের মূল্য ধরা হবে ? নির্মাণকালীন মূল্য, না আদায় দিনের মূল্য? কেউ বলেন, আদায়ের দিনের মূল্য ধরা হবে। কাযী আবূ আবদুল্লাহ আদ-দামিগানী (র) এ রকমই ফাত্ওয়া দিতেন। কেউ বলেন, নির্মাণকালীন মূল্য। আস-সাদরুশ শাহীদ হুসামুদ-দীন (র) এরূপ ফাত্ওয়া দিতেন।

উপরিউক্ত সমাধানসমূহ সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন প্রাচীরটি আপনি-সে শুদ্ধবে। আর যদি তালা ভেঙ্গে ফেলে তবে সে ক্ষেত্রের উপরিউক্ত সমাধানসমূহ প্রযোজ্য হবে। কিন্তু তাদের যে-কোনও একজন সেটা ভেঙ্গে ফেলে তবে যে ভাঙবে তাকেই সেটা নির্মাণ করতে বাধ্য করা হবে (আল-মুহীত)।

৩৫. মাসআলা ঃ 'আন-নাওয়াযিল'-গ্রন্থের 'সুলহ' অধ্যায়ে আছে, দুই ব্যক্তির যৌথ প্রাচীরের উপর যদি তাদের প্রত্যেকেরই ভার থাকে, তারপর সেটি ধ্বসে পড়ে এবং তখন তাদের একজন অনুপস্থিত থাকে আর এ অবস্থায় অন্যজন সেটি নির্মাণ করে, তবে দেখতে হবে, সে পুরানো প্রাচীরের মাল-মসলা দ্বারা সেটি নির্মাণ করেছে, না কি নিজের পক্ষ হতে ইট বা কাঠ দিয়ে সেটি নির্মাণ করেছে। যদি আগের মাল দ্বারা তৈরি করে, তবে এ নির্মাণ তার পক্ষ হতে স্বতঃস্ফূর্ত সেবা হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং অন্যজনকে সে তার উপর ভার রাখতে বাধা দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি নিজের পর হতে ইট কাঠ দিয়ে থাকে, তবে অন্য শরীক প্রাচীরের অর্ধেক মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত সেটি ব্যবহার করতে পারবে না (আল-খুলাসা)।

৩৬. মাসআলা ঃ 'ফাতাওয়াল-ফুযুল্লী'-তে আছে যদি এক শরীক যৌথ প্রাচীর ভেঙে ফেলতে চায় এবং অন্যজন তাতে আপত্তি জানায়, তখন ইচ্ছুক শরীর বলে এর ফলে তোমার ঘরের যা কিছু নষ্ট হবে, তজ্জন্য আমি দায়ী থাকব আর সে তাতে অসম্মতি জানায় এবং তার সম্মতি নিয়ে শরীক সেটি ভেঙে ফেলে, তবে এ ভাঙার দরুন অন্য শরীকের ঘরের কোন কিছু

নষ্ট হয়ে গেলে তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যেমন সে যদি বলত, তোমার কোনমাল ধ্বংস হলে আমি তার জামিন, তখনও জরিমানা দিতে হয় না (আল-ফাতাওয়াস সুগরা)।

৩৭. মাসআলা ঃ দু'জনের যৌথ দেওয়াল ধ্বসে গেল। তাদের একজন অনুপস্থিত। উপস্থিত ব্যক্তি তার নিজ জমিতে একটি প্রাচীর তৈরি করে নিল এবং বিধ্বস্ত প্রাচীরটি আপন হালে রেখে দিল। তারপর অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসল এবং আগের জায়গায় প্রাচীরটি নির্মাণ করতে চাইল। কিন্তু অন্যজন তাকে বাধা দিল। তার এ বাধা দান সংগত কি ?

ফকীহ্ আবূ বকর (র) বলেন, যে ব্যক্তি ফিরে আসল, সে যদি প্রাচীরটি যেখানে ছিল তার সেই প্রান্ত নির্মাণ করে, যে প্রান্ত তার নিজ জমির সাথে যুক্ত, তবে তা বৈধ হবে। যদি প্রাচীরটি ভিত্তিস্থান নিজের অংশে ঢুকিয়ে দেয় (অর্থাৎ প্রাচীরটি বার দিকে নির্মাণ করে) তবে তা বৈধ হবে না। যদি আগের অবস্থানে নির্মাণ করে অথবা আগের চেয়ে চিকন করে নির্মাণ করে এবং দু'পাশে সমান জায়গা ছেড়ে দেয় তবে এরূপ নির্মাণের অধিকার তার থাকবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৮. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির দু'টি আংগুর বাগানের মাঝখানে একটি প্রাচীর ছিল। সেটি ধ্বসে পড়েছে। তাদের একজন একটি প্রাচীর নির্মাণে অসম্মতি জানালে অন্যজন আদালতের শরণাপন্ন হল। আদালত তার সম্মতিক্রমে একজন রাজমিস্ত্রিকে আদেশ করল, যেন প্রাচীরটি নিমাণ করে দেয় এবং উভয়ের কাছ থেকে পারিশ্রমিক আদায় করে নেয়। সে মতে যদি রাজমিস্ত্রি প্রাচীর নির্মাণ করে, তবে উভয় বাগানের মালিকের কাছ থেকে পারিশ্রমিক আদায় করতে পারবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৯. মাসআলা ঃ 'আল আকযিয়া' গ্রন্থে আছে, দুই শরীকের একজন যদি তাদের যৌথ প্রাচীর ভেঙে ফেলতে চায় এবং অন্যজন তাতে রাযী না হয়, তবে প্রাচীরটি যদি সে পড়ার আশংকা না থাকে, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না। আর যদি সেটা পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফাযল (র)-এর মতে অন্য শরীককে বাধ্য করা হবে, যাতে সেও ভাংতে রাযী হয়। সেটি ভাংগার পর যদি একজন পুনঃনির্মাণ করতে চায় এবং অন্যজন না চায় তবে দেখতে হবে প্রাচীরটি ভিত্তিস্থান এতটা প্রশস্ত কি না যে, সেটি ভাগ করার পর প্রত্যেকের অংশে যা পড়ত তাতে আলাদা প্রাচীর নির্মাণ সম্ভব , যদি এ রকম প্রশস্ত হয়, তবে আপন শরীককে পুনঃনির্মাণ বাধ্য করা যাবে না, আর এ রকম প্রশস্ত না হলে বাধ্য করা হবে। আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফাযল (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে এবং এরই উপর ফাত্ওয়া। বাধ্য করা যাবে'–এ কথার অর্থ এই যে, শরীকদার সম্মত না হলে সে নিজ খরচায় সেটি নির্মাণ করে ফেলবে। তারপর খরচের অর্ধেক তার কাছ থেকে আদায় করে নেবে–যদি প্রাচীরের স্থান এমন সংকীর্ণ হয় যে তা ভাগ করা সম্ভব নয় (আল–খুলাসা)।

৪০. মাসআলা ঃ যদি উভয়ে মিলে তাদের যৌথ প্রাচীর ভেংগে ফেলে তারপর তাদের একজন নিজ খরচে সেটি পুনঃনির্মাণ করে এর অন্যজন তাকে খরচের অংশ না দেয়, বরং সে জানিয়ে দেয় যে, প্রাচীরের উপর সে কোন ভার রাখবে না, তবুও সে তার কাছ থেকে খরচের অংশ আদায় করে নিতে পারবে–যদিও অন্য শরীক তাতে কোন ভার না রাখে (আল-ফাতওয়া সুগরা)।

৪১. মাসআলা ঃ প্রাচীর যদি ধ্বসে পড়ার আশংকা দেখা দেয় এবং তাদের একজন সেটি ভেংগে ফেলে, তবে অন্যজনকে সেটি পুনঃনির্মাণে বাধ্য করা যাবে। যদি অন্যজন সেটি পুনঃনির্মাণ করতে চায়, উভয়ে মিলে ভাঙলে এ রকমই বিধান হত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি অপর শরীকের সম্মতি ছাড়া ভাংগে তবে দেখতে হবে মাটির কোন মূল্য আছে কিনা এবং জমির মূল্য প্রাচীরের মূল্য অপেক্ষা বেশী কি না। যদি মাটির কোন মূল্য না থাকে এবং জমির মূল্য প্রাচীরের মূল্য অপেক্ষা বেশী না হয় তবে প্রাচীরটির যে মূল্য শরীকের ভাগে পড়ে, শরীককে তা পরিশোধ করতে হবে, তাতে তার পরিমাণ যাই হোক।

মাটির যদি মূল্য থাকে, তবে শরীকের অংশ থেকে মাটির মূল্য বাদ দেয়া হবে। অবশ্য সে যদি মাটি তার অর্থাৎ নির্মাণকারীর ভাগেই ফেলতে চায় এবং তার কাছ থেকে নিজ অংশের মূল্য আদায় করে নিতে চায় তবে তার অংশ থেকে মাটির মূল্য বাদ যাবে না। যদি জমির মূল্য প্রাচীরের মূল্য অপেক্ষা বেশী হয়, তবে জমি ও ইমারতসহ প্রাচীরটির মূল্য নিরূপণ করা হবে এবং তারপর ইমারত ছাড়া কেবল জমির অংশের মূল্য তার থেকে বিয়োগ করা হবে। তারপর ইমারতের অংশে যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে শরীককে তার সেটা পরিশোধ করতে হবে (আল-খুলাসা)।

৪২. মাসআলা ঃ দু'জনের যৌথ দেওয়ালের উপর তাদের প্রত্যেকেরই রাখা ভার আছে। দেওয়ালটি দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের একজন সেটি ভেংগে নিজ খরচে পুনঃনির্মাণ করল। এখন সে যদি অন্যজনকে প্রাচীরের উপর তাদের পূর্বেকার ভার স্থাপন করতে চায়, তবে কি সে তাকে বাধা দিতে পারবে ? ফকীহ্ আবূ বকর আল–ইসকাফ (র) বলেন, এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, প্রাচীরটির জায়গা যদি এতটুকু চওড়া হয় যে, তা ভাল করলে প্রত্যেকের অংশে যে পরিমাণ জায়গা পড়বে তাতে সে পূর্বেকার ভার বহনযোগ্য পৃথক একটি প্রাচীর নির্মাণ করতে পারবে, তাহলে এই নির্মাণকে নির্মাতার স্বতঃস্ফূর্ত সেবা হিসেবে গণ্য করা হবে। সুতরাং সে তার শরীককে এর উপর তার স্থাপন করতে বাধা দিতে পারবে না।

পক্ষান্তরে প্রাচীরটির স্থান যদি সংকীর্ণ হয় এবং তা ভাগ করলে প্রত্যেকের অংশের উপর বর্ণিত পরিমাণ জমি না পড়ে, তবে এ নির্মাণ স্বতঃস্ফূর্ত দান বিবেচনা করা হবে না। সুতরাং শরীক নির্মাণের অর্ধেক খরচ না দেয়া পর্যন্ত নির্মাতা তাকে এর উপর ভার রাখতে নিষেধ করতে পারবে।

শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফায্ল আল–বুখারী (র) বলেন, সে যদি কাযীর নির্দেশে প্রাচীরটি নির্মাণ করে থাকে, তবে শরীকের কাছ থেকে খরচের অর্ধেক আদায় করবে, আর যদি কাযীর নির্দেশ ছাড়া নির্মাণ করে, তবে নির্মিত প্রাচীরের অর্ধেক মূল্য আদায় করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৩. মাসআলা ঃ 'আন-নাওয়াযিল'–গ্রন্থের 'শুরুত' অধ্যায়ে আছে, আবূ বকর (র) বলেন, দুইজনের যৌথ একটি প্রাচীর। একজনের ঘর নিচে এবং অন্যজনের ঘর এক কি দুই গজ উঁচুতে। প্রাচীরটি ধ্বসে পড়ল। এখন যদি উঁচু ঘরের মালিক অন্যজনকে বলে, তুমি প্রাচীরটি আমার ঘর বরাবর গাঁথ, তার আমরা উভয়ে মিলে বাকিটুকু সমাপ্ত করব, তবে তার সে অধিকার থাকবে না; বরং উভয়েই মিলেই নিচ থেকে উপর পর্যন্ত নির্মাণ করবে।

ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, একজনের ঘর যদি চারগজ বা এ পরিমাণ নিচু হয় যে, ততটুকুতে একটা স্বতন্ত্র তলা হতে পারে, তবে নিচের ঘরওয়ালাকে প্রাচীরটি উঁচু ঘরের ভিত পরিমাণ একাই নির্মাণ করতে হবে। কেননা তখন সেটি দুটি প্রাচীরের সমপর্যায়ের একটি নিচে ও একটি উপরে (আর নিচেরটি যেন তার একারই)। কেউ বলেন, সম্পূর্ণ প্রাচীরই উভয়কে নির্মাণ করতে হবে। আবুল–কসিম (র) প্রথমে এ মতই পোষণ করেন। পরে তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং বলেন, তার মালিকানার সীমানা পর্যন্ত তার একাই নির্মাণ করতে হবে। তার উপরে উভয়ে শরীক হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪৪. মাসআলা ঃ নিচতলা-ওয়ালা যদি তার তলা ভেংগে ফেলতে চায়, তবে সে অধিকার তার থাকবে না। যদিও সে তলা সম্পূর্ণরূপে তারই মালিকানাধীন হয়, এমন কি বিক্রি করলে সমুদয় মূল্যের মালিক সে-ই হয় (আল-মুহীত)।

৪৫. মাসআলা ঃ যদি নিচতলা একজনের ও উপরতলা অন্যজনের হয়, তবে নিচতলাওয়ালা উপর তলাওয়ালার সম্মতি ছাড়া দেওয়ালে কোন গজাল বসাতে বা ঘুলঘুলি বানাতে পারবে না, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) মুহাম্মাদ (র) বলেন, উপর তলার ক্ষতি না হয় এমন যে-কোন কাজই করতে পারবে (আল-কাফী)।

৪৬. মাসআলা ঃ যদি নিচতলা একজনের এবং উপরতলা অন্যজনের হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে নিচতলাওয়ালার সম্মতি ছাড়া উপরতলাওয়ালা উপরতলায় কোন নির্মাণকার্য করতে বা গজাল বসাতে পাবে না। তবে ফাতওয়া হিসেবে গ্রহণযোগ্য মত এই যে, তাতে নিচ তলার ক্ষতি হলে বাধা দেয়া হবে। আর যদি বিষয়টি সম্পষ্ট না হলে বাধা দেওয়া যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৭. মাসআলা ঃ যদি নিচতলা ও উপরতলা দুটোই ধসে পড়ে, তবে নিচতলাওয়ালাকে তার তলা নির্মাণে বাধ্য করা যাবে না। হ্যাঁ উপরতলা ওয়ালার এই অধিকার থাকবে যে, সে নিজ খরচে নিচ তলা নির্মাণ করবে এবং নিচতলাওয়ালা যতদিন পর্যন্ত তার মূল্য পরিশোধ না করবে, ততদিন সে তাকে সে তলায় বসবাস করতে বাধা দেবে। সে যদি নিচতলার মূল্য পরিশোধ করে তবে সে তার মালিক হয়ে যাবে।

ইমাম তাহাবী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যতদিন না নিচতলা নির্মাণ খরচা নিচতলাওয়ালা পরিশোধ করবে, ততদিন উপরতলাওয়াকে তাকে বসবাসে বাধা দিতে পারবে। পরবর্তীকালীন কতক ফুকাহায়ে কিরাম এ ক্ষেত্রে ইস্তিহ্সান-সম্মত রায় অবলম্বন করেছেন। তারা বলেন, যদি কাযীর নির্দেশে নির্মাণ করে থাকে তবে নির্মাণ খরচা আদায় করবে আর যদি কাযীর আদেশ ছাড়াই নির্মাণ করে, তবে ইমারতের মূল্য আদায় করবে। এরই উপর ফাতওয়া (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪৮. মাসআলা ঃ জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী উপরতলাওয়ালার যখন এই অধিকার লাভ হল যে, ইমারতের মূল্য আদায় না হওয়া পর্যন্ত সে নিচতলাওয়াকে তা ব্যবহার করতে বাধা দিতে পারবে, তখন নিচতলাওয়ালা যদি মূল্য আদায় না করে, তবে কি তাকে বাধ্য করা যাবে? না , তাকে মূল্য আদায়ে বাধ্য করা যাবে না[১] (আল-মুহীত)।

৪৯. মাসআলা ঃ যদি নিচতলার মালিকই ইমারতটি ভেংগে ফেলে তবে তাকে সেটি পুনঃনির্মাণে বাধ্য করা হবে। যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি ভাংগে তবে তাকে পুনঃনির্মাণ করতে বলা হবে না,বরং তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হবে।

৫০. মাসআলা ঃ নিচতলার আড়া, আংগুরের বাগান, চাটাই, মাটি ও ঝুল-বারান্দার মালিকানা যদি উপরতলার মালিক ও নিচতলার মালিকের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তাতে নিচতলাওয়ালারই মালিকানা স্বীকৃত হবে। উপরতলার মালিক কেবল তা দিয়ে চলাফেরা করা ও তার উপর নিজের (উপর) তলা স্থাপিত রাখার অধিকার পাবে। তাদের মধ্যে যদি ছাদ ও ছাদের উপরস্থ দেওয়াল নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে সে ব্যাপারে মাশাইখগণের মতভেদ

১.বাধ্য করা যাবে না; এর ব্যাখায় আর রামালী (র) বলেন, এটা হলো কাযীর নির্দেশ ছাড়াই নির্মাণ করার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে যদি কাযীর নির্দেশক্রমে নির্মাণ করা হলে তার অংশের খরচা আদায়ে তাকে বাধ্য করা যাবে এবং যতদিন আদায় না করবে, সেটা আটকে রাখা যাবে। আত তানকীহুল হামীদিয়্যা' গ্রন্থে এরূপ বলা হয়েছে (বাহরাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আছে, কেউ বলেন, তাও নিচতলার মালিক পাবে। কেউ বলেন, দেওয়ালের ব্যাপারে নিচতলা-ওয়ালার পক্ষে রায় দেওয়া হবে না। এরই উপর ফাতওয়া।

নিচতলার যদি কোন জানালা থাকে এবং উপর দিয়ে উপরতলাওয়ালার পথ হয় আর সে জানালা নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে জানালাটি নিচতলা ওয়ালারই সাব্যস্ত হবে। উপরতলাওয়ালা কেবল সেথা দিলে যাতায়াত করতে পারবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি নিচতলা, আারেক ব্যক্তি প্রথমতলা এবং আরেক ব্যক্তি দ্বিতীয় তলার মালিক। পূর্ণ ইমারাতটি সে পড়ল। তাদের প্রত্যেকেই অন্যকে বলল, নিচতলা তোমার ও উপরতলা আমার। এক্ষেত্রে যদি একজনের সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী রায় দেয়া হবে। যদি দু'জনের সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে তাও গৃহীত হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, নিচতলা উভয়েরই। আর উপরতলা জমির অংশসহ উভয়ের মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ হবে।

যদি তাদের কারও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে তবে তাদের প্রত্যেককে তার প্রতিপক্ষের দাবী সম্পর্কে কসম করতে বলা হবে। কিভাবে কসম করবে সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। 'কিতাবুল হীতান'-এর লেখক বলেন তাদের প্রত্যেককে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, যেই আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তার নামে কসম করে বল যে, এই নিচতলার নির্মাণকার্য তোমার দায়িত্ব নয়, যার উপর ওই ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে তার উপর নির্মাণ করা। অন্যরা বলেন, তাকে বলা হবে, তুমি সেই আল্লাহ্র নামে, যিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, কসম করে বল যে তুমি এই জমির মালিক নও এবং এর নির্মাণকার্য তোমার দায়িত্ব নয়। আস-সাদরুশ শাহীদ (র) বলে, এরই উপর ফাতওয়া।

আমার মতে আল-আত্তাবী (র) যা বলেছেন, সেটাই সহীহ্। তাদের প্রত্যেককে অন্যের দাবী সম্পর্কে কসম করতে বলা হবে, আল্লাহর কসম, আমার উপর ওই ব্যক্তির এই হক্ নেই, যে, আমি নিচতলা নির্মাণ করলে সে তার উপর তার উপরতলা নির্মাণ করবে।

তারা সকলে এরূপ কসম করলে তাদের প্রত্যেককে বলা হবে, তুমি ইচ্ছা করলে নিচতলা নির্মাণ কর, তারপর তার বিরুদ্ধে তোমার যা দাবী অর্থাৎ তার নির্মিত নিচতলার উপর তুমি উপরতলা নির্মাণ করবে। সে অনুযায়ী তুমি উপরতলাও নির্মাণ কর। তারপর সে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নির্মাণ-খরচ প্রদান না করবে ততক্ষণ তাকে তার তলা ভোগ করতে বাধা দেবে। আর যদি তুমি নিচতলাও নির্মাণ করতে না চাও, তাও ঠিক আছে (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়্যা)।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ চলার পথ ও পানি নিষ্কাশনের পথ সম্পর্কিত দাবী

১. মাসআলা ঃ যদি কারও বাড়ির উপর দিয়ে পথ থাকে এবং তার বিরুদ্ধে অপর কেউ দাবী করে যে, সে পথে তার চলার অধিকার আছে, তবে বাড়িওয়ালার কথাই গৃহীত হবে। বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে এই বাড়ির উপর দিয়ে চলাচল করত, তবে এর দ্বারা তার কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না (আল-খুলাসা)।

২. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এই বাড়ির উপর দিয়ে তার পথ আছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে যদিও রাস্তার বিবরণ প্রদান না করে।

শামসুল-আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, যতক্ষণ না রাস্তার অবস্থান অর্থাৎ সেটি বাড়ির সম্মুখ দিয়ে না পিছন দিকে তা না বলবে এবং তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উল্লেখ না করবে, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর এটাই সহীহ্। যেসব রিওয়ায়াতে বলা হচ্ছে যে, রাস্তার বিবরণ প্রদান না করলেও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে, সেটা সেই ক্ষেত্রে, যখন তারা বিপরীত স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, (যে, সে স্বীকার করেছিল, তার বাড়ির উপর দিয়ে এই ব্যক্তির পথ আছে)।

শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী (র) বলেন, সহীহ্ এটাই যে, তারা রাস্তার অবস্থান ও পরিমাণ উল্লেখ না করলেও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেননা সাক্ষ্যের ভেতর অজ্ঞতা থাকলে যে সাক্ষ্য গৃহীত হয় না, সেটা সেই ক্ষেত্রে, যখন সে অজ্ঞতার কারণে কাযীর পক্ষে রায় প্রদান কঠিন হয়ে পড়ে। এস্থলে রায় দেওয়া কঠিন নয়। কেননা রাস্তার পরিমাণ নিরূপণের জন্য বড় দরজার প্রস্থকে মাপকাঠি স্থির করা হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

বিশুদ্ধতম মত এই যে, এ সাক্ষ্য সর্বাবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, এই ব্যক্তির পিতার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং তিনি এই রাস্তা তার জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে গেছেন তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কোন গলির প্রাচীর দিয়ে কারও বাড়ির দরজা তৈরি করা থাকে আর সে গলির লোকে সে পথে তার যাতায়াতের অধিকার অস্বীকার করে তবে তারা তাকে সে পথে চলতে বাধা দিতে পারবে। অবশ্য সে যদি সে গলিতে তার যাতায়াতের অধিকার থাকা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে আলাদা কথা (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কারও বাড়ির দিকে কারও ছাদের পানি নিষ্কাশনের নল স্থাপিত থাকে এবং তাদের মধ্য যে পথে পানি নিঃসারণ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে সে বিরোধ কখন দেখা দিয়েছে সেটা লক্ষ্য করতে হবে। যদি এমন অবস্থায় বিরোধ দেখা দেয়, যখন সে পথে পানি প্রবহিত হচ্ছে না, তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া বাদী সে পথে পানি নিষ্কাশন করতে পারবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৬. মাসআলা ঃ অবশ্য সে বাড়িওয়ালা বাদীর প্রণালী কেটেও দিতে পারবে না (আল মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ ফকীহ্ আবুল-লায়ছ (র) বর্ণনা করেন যে, ইমামগণ ইস্তিহ্সানের ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন। যে প্রণালী যদি পুরাতন হয় এবং ছাদ ঢালু হয় সেই ব্যক্তির বাড়ির

দিকে, সেই সংগে এটাও জানা থাকে যে, এ ঢালু ও পুরাতন, নতুনভাবে করা হয়নি, তবে তাকে সে পথে পানি নিষ্কাশনের অধিকার দেওয়া হবে।

যদি পানি প্রবাহকালীন সময়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে একমত অনুযায়ী প্রণালীর মালিকের কথাই গৃহীত হবে এবং সে পথে তার পানি নিষ্কাশনের হক প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্য মতে তার সে অধিকার থাকবে না। সে যদি আপন দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে এবং সাক্ষিগণ বলে যে, এপথে তার এই প্রণালী দিয়ে বৃষ্টির পানি ছাড়ার অধিকার আছে, তবে সে তার বৃষ্টির পানি ছাড়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং সে তা দিয়ে ওযূ গোসলের পানি ছাড়তে পারবে না। তারা যদি বলে, এটা তার ওযূ-গোসলের পানি নিষ্কাশনের জন্য , তবে সে মতই রায় দেয়া হবে। কাজেই সে পথে সে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত করতে পারবে না। তারা যদিএ এ বাড়ির উপর দিয়ে তার পানি নিষ্কাশনের অধিকার আছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এখন কোন্ পানি নিষ্কাশনের অধিকার আছে, বৃষ্টির না ওযূ-গোসলের সে ব্যাপারে বাড়ির মালিকের কথা কসম গৃহীত হবে। আমাদের কতক মাশাইখ বলেন, এরূপ সাক্ষ্য চলার পথ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য হলেও পানি নিষ্কাশন সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা ঃ বাদীর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণই না থাকে, তবে বাড়িওয়ালাকে কসম করতে বলা হবে, সেকসম করতে অস্বীকৃতি জানালে বাদীর পক্ষে রায় দেয়া হবে (আল-হাবী)।

৯. মাসআলা ঃ হিশাম (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, তার বাগানের ভেতর দিয়ে তার পানি নিষ্কাশনের পথ আছে আর তারা যেদিন এ নিয়ে মামলা করে, সেদিন পানি প্রবাহিত না থাকে, এমতাবস্থায়, দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, গতকাল এই ব্যক্তির বাগানের ভেতর দিয়ে তার পানি প্রবাহিত ছিল, তবে কি এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে ? তিনি বললেন, আবূ ইউসুফ (র) এ সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) এটা গ্রহণ করতেন না-যাবৎ না তারা তাদের সাক্ষ্য তার মালিকানা বা হকের কথা উল্লেখ করত। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতও তাই। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী এরূপ স্বীকার করেছে, তবে তিনও ইমামের মতে সে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (আল মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, এই ব্যক্তির খালের উপর তার জল নিষ্কাশনের একটা নল স্থাপিত ছিল, যা গতকালের ঢলে উৎপাটিত হয়ে ভেসে গেছে, তবে এ ব্যাপারে সমাধান কী?

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সাক্ষিগণ যদি এরূপ সাক্ষ্য দেয়, তবে আমরা নলটি যেমন ছিল, তেমনি পুনঃ স্থাপনের আদেশ করব। এখন সে যদি তা দিয়ে পানি নিষ্কাশন করতে চায় আর খালের মালিক তাকে বাধা দেয় এবং তাতে তার পানি নিষ্কাশনের অধিকার অস্বীকার করে তবে তার বাধা দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। যাবৎ না বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে যে, তা দিয়ে তার পানি নিষ্কাশনের অধিকার পাবে। ইমাম আবূ মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হল, যদি পানিই নিষ্কাশন করতে না পারে তবে নল স্থাপনের ফায়দা কী ? তিনি বললেন, খালের মালিক তা দিয়ে পানি প্রবাহিত করার পক্ষে সেটি ভাড়া নিতে চাইলে, সে তার কাছে সেটা ভাড়া দিতে পারবে। এবং এটা জাইয (আয-যাহীরিয়্যা)।

১১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির জমির ভেতর একটি নালা আছে, যা দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। এ নিয়ে যদি তার ও পানি নিষ্কাশনকারীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে নিষ্কাশনকারীর

কথাই গৃহীত হবে। অবশ্য জমির মালিক যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, নালাটি তারই মালিকানাভুক্ত, তবে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। মকদ্দমাকালে যদি তা দিয়ে পানি প্রবাহিত না থাকে, কিন্তু এটা জানা থাকে যে, ইতোপূর্বে এই ব্যক্তির জমির ভেতর দিয়ে তার পানি প্রবাহিত হত, তখনও তার কথাই গৃহীত হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, নালাটি তার। অবশ্য জমির মালিক যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে-ই নালার মালিক, তবে ভিন্ন কথা। যদি মকদ্দমাকালে তার জমির দিকে পানি প্রবাহিত না থাকে এবং এটা জানা না থাকে যে, ইতোপূর্বে তার জমির দিকে তার পানি প্রবাহিত হত, তবে তার দেওয়া হবে যে, নালাটির মালিক জমিওয়ালা। অবশ্য পানিওয়ালা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে-ই নালার মালিক, তাহলে ভিন্ন কথা (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে আছে, হিশাম (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম যদি কোন জনপদের লোকদের পানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি বড় খাল থাকে, যে জনপদের লোকসংখ্যা বিপুল আর সে খালের উঁচু দিকের একদল লোক নিম্ন দিকের লোকদের জন্য খালটি বন্ধ করে দেয় এবং বলে, এটা আমাদের এবং এটা আমাদেরই দখলে আছে, অন্যদিকে যারা খালের ঢালু দিকে আছে, তারা বলে, সম্পূর্ণ খালটিই আমাদের, এতে তোমাদের কোন হক নেই, তবে এক্ষেত্রে সমাধান কী হবে? তিনি বললেন, তাদের মামলার দিন যদি খালটি নিচের দিকে প্রবাহমান থাকে, তবে সেটি যথারীতি প্রবাহমান অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তারা যেখানে তার পানি ব্যবহার করত সেভাবেই তাদেরকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। উপরওয়ালাদের তাদেরকে পানি ব্যবহারে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার থাকবে না।

মামলার দিন যদি ঢালুর দিকে পানির প্রবাহ বন্ধ থাকে, কিন্তু একথা জানা থাকে যে, বিগত দিনে তাদের দিকে পানি প্রবাহিত ছিল, যা উপরের দিকে লোকে বন্ধ করে দিয়েছে অথবা নিচের দিকের লোকে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অতীতে এখানের পানি তাদের দিকে প্রবাহিত ছিল কিন্তু উপরের দিকে লোকে তা বন্ধ করে দিয়েছে, তবে উপরের দিকের লোকদেরকে আদেশ করা হবে, তারা যেন বাঁধ কেটে দেয় (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা ঃ সম্মুখভাগ খোলা নয়, এমন একটি সড়কের পাশে একটি বাড়ি অবস্থিত। সড়কের পাশে একটি খাল আছে। ঐ বাড়িওয়ালা খালের পানি তার বাড়ির ভেতর নিতে এবং তার বাগানে প্রবাহিত করতে চায় এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবেশিগণ তাকে সে কাজে বাধা দিতে পারবে এবং সেও প্রতিবেশীদেরকে অনুরূপ কাজে বাধা দিতে পারবে। যে ব্যক্তি এর আগে প্রবাহিত করেছে, সে যদি স্বীকার করে যে, সেও তা নতুন করেছে তবে তাকেও তারা বাধা দিতে পারবে। আর তা যদি পুরাতন হয়ে থাকে, তবে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না (খিয়ানাতুল মুফতীন)।

১৪. মাসআলা ঃ কয়েকজন উত্তরাধিকারীর একটি যৌথ বাড়ি আছে। তাদের একজন যদি স্বীকার করে যে, সে বাড়ির ভেতর দিয়ে অমুকের চলার পথ বা পানি নিষ্কাশনের পথ আছে, তবে যতক্ষণ না তারা সবাই একমত হবে, ততক্ষণ সে ব্যক্তি তাদের বাড়ির ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে ও পানি নিষ্কাশন করতে পারবে না। বরং বাড়িটি তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তারপর সেই চলার পথ ও পানি নিষ্কাশনের রাস্তা যদি স্বীকারকারীর অংশে পড়ে, তবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা দিয়ে চলতে ও পানি নিষ্কাশন করতে পারবে। পক্ষান্তরে যে ওয়ারিশ স্বীকার করেনি তা যদি তার ভাগে পড়ে, তবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বীকারকারীর অংশে চলার

Pdf By Syed Mostafa Sakib

রাস্তা ও পানি নিষ্কাশন পথের মূল্যে শরীক হবে। আর স্বীকারকারী চলার পথ ও পানি নিষ্কাশন-পথের মূল্য ছাড়া তার অংশের সবই পাবে। এভাবে সে অংশ তাদের যৌথ সম্পত্তি সাব্যস্ত হবে, যেহেতু সে তার চলাচল করা ও পানি নিষ্কাশন করেনি। যদি রাস্তার মালিকানাই স্বীকার করে (অর্থাৎ বলে যে, এ বাড়ির উপর দিয়ে তার মালিকানাভুক্ত রাস্তা আছে) তবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বীকারকারীর অংশে রাস্তার মাপ পরিমাণে শরীক হবে এবং রাস্তার পরিমাণ ছাড়া বাকি অংশ স্বীকারকারীর থেকে যাবে। এ সমাধান হবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি চলার পথ ও পানি রাস্তার অর্ধেক মূল্যে শরীক হবে আর স্বীকারকারী চলার পথ ও পানি রাস্তার অর্ধেক মূল্য ছাড়া তার অংশের অবশিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্যের অধিকারী হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

১৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির বাড়ির ভেতর, একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে যদি পানি নিষ্কাশনের পথ থাকে এবং সে সুড়ঙ্গটিকে নর্দমা বানাতে চায়, তবে বাড়িওয়ালার অনুমতি ছাড়া সে তা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে, যদি মূলেই সেটি নর্দমা হয় এবং সে সেটিকে সুড়ঙ্গ বানাতে চায়, তবে বাড়িওয়ালার তাতে ক্ষতি আছে কিনা দেখতে হবে। বাড়িওয়ালার যদি ক্ষতি থাকে, যেমন তা করতে গেলে নর্দমার দুই তীর ভেংগে ফেলতে হবে, তা হলে বাড়িওয়ালার অনুমতি ছাড়া তা করতে পারবে না। আর তাতে যদি বাড়িওয়ালার ক্ষতি না হয় যেমন নর্দমাটি হয়ত এত প্রশস্ত যে, তা করতে গেলে তার দুই তীর ভাংগার প্রয়োজন হবে না, তবে সেটাকে সুড়ঙ্গ বানাতে পারবে।

যদি উভয় অবস্থায় ক্ষতি একই রকমের হয়, তবে ইমাম কারখী (র)-এর বর্ণনামতে সুড়ঙ্গকে নর্দমা বানানো ও নর্দমাকে সুড়ঙ্গ বানানো উভয়ই বৈধ।

পরবর্তীকালীন কোন কোন ফকীহ বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র) যে কথা বলেছেন, তা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন তার কেবল পয়ঃনিষ্কাশনের অধিকার থাকবে এর বেশী কিছু নয়, পক্ষান্তরে যে জমির উপর দিয়ে তা নিষ্কাশিত হবে, তা যদি তার মালিকানাভুক্ত হয়, তবে সে ইচ্ছামত সেটা ব্যবহার করতে পারবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, পয়ঃপ্রণালী যদি শূন্যের উপর দিয়ে থাকে, তবে তা ভূগর্ভে স্থানান্তরিত করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তিনি জমিওয়ালার ক্ষতি হওয়া, না হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।

যদি সে তার নর্দমা আরও দীর্ঘ বা আরও প্রশস্ত কিংবা খাট করতে চায়, তাহলে তাতে অন্য ছাদের পানি ছাড়তে চায়, তবে জমিওয়ালার অনুমতি ছাড়া তা পারবে না (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ বাড়িওয়ালা যদি পরনালা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য দেওয়াল তৈরি করতে চায় বা সেটি যেখানে আছে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে চায় কিংবা সেটি নিচে নামিয়ে বা উপরে তুলে দিতে চায়, তবে তাদের সে ইখতিয়ার থাকবে না। বাড়িওয়ালা যদি পরনালার নিচে কোন ইমারত তৈরি করে, যাতে তার উপর দিয়ে পরনালার পানি প্রবাহিত হয়, তবে সেটা তারা করতে পারবে (আল-বাদাঈ)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি কারও বাড়ির ভেতর দিয়ে কারও পথ থাকে এবং বাড়িওয়ালা তার বাড়ির চত্বরে এমন কিছু তৈরি করে, যখন তার সে পথ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তারা সেটা করতে পারবে না। বরং তাদের কর্তব্য চত্বর থেকে দরজার প্রশস্ততা পরিমাণ জায়গা খালি রাখা (আল-খুলাসা)।

১৮. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা" গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে, যদি কারও পানির সুড়ংগপথের অংশ বিশেষ কারও বাড়ির চত্বর দিয়ে বা কারও দেওয়ালই ঘেরা

জমির ভেতর দিয়ে বয়ে চল এবং সুড়ংগের মালিক দাবী করে যে, সুংড়গের উপরিভাগ তারই মালিকানাভুক্ত অপরদিকে বাড়িওয়ালা বা জমির মালিক ও একই দাবী করে তবে বাড়ির ভেতর সুড়ংগের যে অংশ আছে , সে ব্যাপারে তো বাড়িওয়ালার দাবীই গ্রহণযোগ্য, পক্ষান্তরে যে অংশ জমির ভেতর পড়েছে, সে ব্যাপারে সুড়ংগ মালিকের মালিকানাই স্বীকৃত হবে– যদি জানা না থাকে যে তা কার দখলে আছে। জমির মালিক যদি তা চাষাবাদ করে ও তার ফসল কেটে ঘরে তোলে, তবে তাতে চাষাবাদকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হবে, কেননা চাষাবাদের ফলে তাতে তার দখল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (আল-হাবী)।

১৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির নিজস্ব একটি সুংড়গ পথ (পানির) আছে এবং তার উপর অন্য কিছু লোকের গাছপালা আছে। এখন সুড়ংগের মালিক যদি সেটা সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র খনন করতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না।

সুড়ংগের মালিক যদি সুড়ংগটি বিক্রি করে দেয়, তবে বৃক্ষ-মালিক প্রতিবেশী হিসেবে তাতে শুফ্আর অধিকার লাভ করবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ দেনা-পাওনার দাবী প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি তার স্বামীর কাছে তার বকেয়া মোহরানা প্রমাণ করতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার আছে, যদিও বকেয়া মোহরানা সে এখনই তার কাছে চাইতে পারবে না।

এমনিভাবে কারও কাছে যদি কারও মেয়াদি পাওনা থাকে এবং সে তা সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তবে তার সে সুযোগ থাকবে, যদিও তার কাছে তার সেটা নগদ চাওয়ার অধিকার নেই (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি স্বামীর ওয়ারিশের কাছে মোহরানা দাবী করে এবং সেটা মাহ্র-ই মিছল অপেক্ষা বেশী হয় আর ওয়ারিশ বিবাহের কথা স্বীকার করে, তবে কাযী ওয়ারিশকে জিজ্ঞেস করবে, স্ত্রীর মাহ্র-ই মিছল অপেক্ষা বেশী দাবী করা কি সহীহ্? ওয়ারিশ যদি বলে, না, তবে কাযী তাকে বলবে, তা কি এই পরিমাণ ছিল ? এই বলে, কাযী আগের অপেক্ষা কম অংক উল্লেখ করবে, কিন্তু তাও মাহ্র-ই মিছ্ল অপেক্ষা বেশী হবে। সে যদি তাও অস্বীকার করে, তবে কাযী আরও কম অংক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে এবং এভাবে মাহ্র-ই মিছলের অংক পর্যন্ত পৌঁছবে। ওয়ারিশ যদি তাও অস্বীকার করে, তবে কাযী তার উপর মাহ্র-ই মিছল অবধারিত করে দেবে এবং এর বেশী সম্পর্কে তাকে কসম করতে বলা হবে। এটা সেই অবস্থায়, যখন কাযী ঐ মহিলার মাহ্র-ই মিছল সম্পর্কে অবগত থাকবে। যদি তার সেটা জানা না থাকে, তবে কাযী তার আস্থাভাজন লোকদেরকে সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলবে, যারা এমন লোকদের কাছ থেকে সেটা জেনে নেবে, যারা তা জানে। অথবা কাযী মহিলাকে তার দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে বলবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে ওয়ারিশদের বিরুদ্ধে মোহরানা দাবী করে, কিন্তু ওয়ারিশগণ তার বিবাহই অস্বীকার করে, ফলে মহিলা বিবাহ ও মোহরানা উভয় সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে উভয়টাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ওয়ারিশগণ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, স্বামীর মৃত্যুর আগে মহিলা তাকে মোহরানার দায় থেকে মুক্তি দিয়েছিল, তবে তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না, যেহেতু তাদের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপেই স্ববিরোধী (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ কোন এক মহিলা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, আমার স্বামী অমুকের পুত্র অমুকের কাছে আমার এই পরিমাণ মোহরানা বাকী ছিল। তুমি জামিন হয়েছিলে যে, আমি যদি তিন তালাকের কারণে তার পক্ষে হারাম হয়ে যাই, তুমি ঐ মোহরানা আদায় করে দেবে। আর আমি তোমার জামিন হওয়া অনুমোদন করেছিলাম। এরপর আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়ে আমাকে তার পক্ষে হারাম করে ফেলেছে। সুতরাং জামিন হিসেবে আমার অবশিষ্ট মোহরানা পরিশোধ করা তোমার কর্তব্য। বিবাদীও তার জামিন হওয়ার কথা স্বীকার করল, কিন্তু তিন তালাকের বিষয়টি জানার কথা অস্বীকার করল। কিন্তু সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিল যে, মহিলা তার স্বামীর পক্ষে তিন তালাকের মাধ্যমে হারাম হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে কাযী উপস্থিত ব্যক্তির উপর মোহরানার টাকা অবধারিত হয়ে যাওয়ার এবং স্বামীর পক্ষে তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাওয়ার রায় প্রদান করবে (খিযানাতুল মুফ্তীন)।

৫. মাসআলা ঃ হিশাম (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যদি কারও কাছে আমার এক হাজার দিরহাম পাওনা থাকে আর কোন মহিলার কাছে সে ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা থাকে, এরপর তাদের মধ্যে তা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, ফলে মহিলা আমার অনুপস্থিতিতে দু'জন সাক্ষী পেশ করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আমি স্বীকার করেছি যে, এই ব্যক্তির কাছে আমার যে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তার মালিক এই মহিলা, তাতে আমার কোন হক নেই এবং সে পাওনায় আমার নাম যুক্ত হয়েছে কেবল এ কারণে যে, আমি এই এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তার কাছে এই মহিলার একটি গোলাম বিক্রি করেছিলাম, আর যে লোকটি মহিলার কাছে পাওনা দাবী করছে, সেও স্বীকার করে যে, তার কাছে আমার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, কিংবা সে তা অস্বীকার করে, ফলে মহিলা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার কাছে আমার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে আর আমি স্বীকার করেছি যে, তার মালিক এই মহিলা, আমার নাম কেবল ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র, তবে কি তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটা একটা বৈধ ব্যাপার এবং এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা অপরিহার্য (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ ওয়ারিশ বা ওয়াসীর উপস্থিতিতে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা মৃতের উপর দেনা প্রতিষ্ঠিত করা জাইয। যদিও তাদের হাতে মৃতের রেখে যাওয়া কোন সম্পত্তি না থাকে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন একজন ওয়ারিশের উপস্থিতিতে মৃতের কাছে তার ঋণ থাকার দাবী করে আর সেই ওয়ারিশ তা স্বীকার করে, তবে তার স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে এবং সে তার মীরাসের অংশ থেকে দাবীর সমুদয় অর্থ আদায় করতে বাধ্য থাকবে। শামসুল-আইম্মা (র) বলেন, এটা সেই অবস্থায়, যখন কাযী এই ওয়ারিশের বিরুদ্ধে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় প্রদান করবে। নচেৎ কেবল তার স্বীকারোক্তি দ্বারা তার প্রাপ্ত মীরাসে দেনা অবধারিত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ 'ফাতাওয়াল-ফুযুল্লী'-তে আছে, কোন ওয়ারিশ যদি মৃত ব্যক্তির উপর তার ঋণ থাকার দাবী করে আর ওয়ারিশদের কেউ স্বীকার করে, কেউ অস্বীকার করে, তবে যে ওয়ারিশ স্বীকার করবে তার অংশ থেকে সম্পূর্ণ দেনা আদায় করে নেওয়া হবে। তার আগে দেনার যে ভাগ বাদীর কাঁধে পড়ে সেটা বিয়োগ করা হবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন এক ওয়ারিশের উপস্থিতিতে মৃতের উপর তার ঋণ থাকার দাবী করে, তবে তাদ্বারা সমস্ত ওয়ারিশের কাছেই পাওনা প্রতিষ্ঠিত হবে। এমনিভাবে যদি কোন এক ওয়ারিশ কারও উপর মৃতের ঋণ থাকার দাবী করে, এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে সকলের পক্ষ হতেই তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কাজেই দেনাদার উপস্থিত ওয়ারিশকে তার অংশ অবিভাজিতরূপে আদায় করবে। অনুপস্থিত ওয়ারিশদের অংশ তাকে দেবে না। তা তার হাতেই রেখে দেওয়া হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, তা নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির হাতে রাখা হবে। সে যদি দেনার কথা স্বীকার করে থাকে, তবে তিনও ইমামের মতে অনুপস্থিত ওয়ারিশদের অংশ তার হাত থেকে মুক্ত করা হবে না। এটা স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে দেনার কথা অস্বীকার করলে তার হাত থেকে তা মুক্ত করে কোন বিশ্বস্ত লোকের হাতে রাখা হবে। আর যদি স্বীকার করে থাকে, তবে তার হাতেই রেখে দেওয়া হবে। অনুপস্থিত ওয়ারিশ হাযির হলে তখন তার পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০. মাসআলা ঃ 'কিতাবুল-আক্‌যিয়া'-তে আছে, কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে (বাদী) অমুকের কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে আর সে (দেনাদার) এই ব্যক্তিকে আদেশ করেছে যে, তার যে এক হাজার দিরহাম এই ব্যক্তির কাছে আমানতস্বরূপ আছে, তা যেন তাকে (পাওনাদারকে) দিয়ে দেয়; কিন্তু আমানতগ্রহীতা এ আদেশের কথা অস্বীকার করে, ফলে বাদী দু'টি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, একটি এক হাজার দিরহামের আমানত সম্পর্কে এবং একটি তাকে তা প্রদান করার আদেশ সম্পর্কে আর কাযী সেমতে রায় দিয়ে দেয় যে, তার তা প্রদান করতে হবে, তবে তার সে রায় অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত হবে এবং উপস্থিত ব্যক্তি তার পক্ষ হতে এই বাদীর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দেনা রেখে মারা গেল, এক হাজার দিরহাম পরিমাণ সম্পত্তি রেখে এবং একমাত্র পুত্রকে ওয়ারিশ রেখে। পুত্র বলল, এই এক হাজার দিরহাম অমুকের। সে তা আমার পিতার কাছে আমানত রেখেছিল। সেই ব্যক্তি এসেও এরূপ দাবী করল। মৃতের কাছে যারা পাওনাদার, তারাও তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করে বলল, এই এক হাজার দিরহাম তারই। অথবা তারা তার দাবী মিথ্যা সাব্যস্ত করে বলল, এ দিরহাম মৃত ব্যক্তির। অথবা তারা তার দাবী স্বীকার বা অস্বীকার না করে বলল, আমরা জানি না এই এক হাজার দিরহাম কার। এক্ষেত্রে কাযী রায় দেবে যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে এই এক হাজার দিরহাম দ্বারা পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করতে হবে। যে ব্যক্তি আমানতের দাবীদার, এ দিরহাম তাকে দেবে না। হ্যাঁ, প্রথম অবস্থায়, অর্থাৎ যখন পাওনাদারগণ তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করবে, তখন কাযী তাদ্বারা পাওনাদারদের পাওনা মেটানোর রায় দেওয়ার পর আমানতকারী তাদের কাছে বলে আসবে এবং তারা যে স্বীকার করেছিল 'এ দিরহাম তার', সে কারণে তার কাছ থেকে তা হস্তগত করবে। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন পুত্র আমানতের কথা স্বীকার করবে। এমনিভাবে সে যদি তা অস্বীকার করে এবং বলে, এ দিরহাম আমার পিতার অথবা সে তা স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই না করে, বরং বলে, আমি জানি না এ দিরহাম কার, তবে এ ক্ষেত্রে উপরের অনুরূপ সমাধানই হবে।

দ্বিতীয় অবস্থায়, অর্থাৎ পুত্র যখন আমানতকারীর দাবী অস্বীকার করবে, তখন যদি আমানতকারী পুত্রের কাছ থেকে কসম নিতে চাইলে নিতে পারবে না।

আমানতের ক্ষেত্রের এই সমাধান মুযারাবা, বিযাআ (ব্যবসায়ের জন্য প্রদত্ত মূলধন), ধার, ইজারা ও বন্ধকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া কোন মাল সম্পর্কে যদি ওয়ারিশগণ এর কোন একটির কথা স্বীকার করে, তবে তখনও উপরিউক্ত সমাধান প্রযোজ্য হবে (শারহু আদাবিল কাযী লিল-খাস্‌সাফ)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মৃত ব্যক্তির উপর তার ঋণ দাবী করে, কিন্তু সাবালক ওয়ারিশগণ কেউ উপস্থিত না থাকে, কেবল একজন নাবালক ওয়ারিশ উপস্থিত থাকে, তবে কাযী সেই নাবালকের পক্ষ থেকে একজন উকীল নিযুক্ত করবে এবং বাদী তার বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করবে। সুতরাং কাযী উকীলের বিরুদ্ধে রায় দিলে সেটা সমস্ত ওয়ারিশের বিরুদ্ধেই রায় বলে গণ্য হবে। রাশীদুদ্দীন (র) এরূপ উল্লেখ করেছেন। আমি বলব, (রায় সবার বিরুদ্ধে সাব্যস্ত হলেও) পাওনাদার কেবল উপস্থিত ওয়ারিশের হিস্যা থেকে তার পাওনা আদায় করে নেবে—যদি সাবালক ওয়ারিশদের হিস্যা থেকে আদায় করতে সক্ষম না হয়। তারপর তারা যখন ফিরে আসবে তখন উপস্থিত ওয়ারিশ তাদের কাছ থেকে তা আদায় করে নেবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ উপস্থিত ওয়ারিশ যদি সাবালক হয় এবং সে স্বীকার করে যে, মৃত ব্যক্তির কাছে এই ব্যক্তির পাওনা আছে, তখন পাওনাদার তার স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, যাতে সমুদয় পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার হক প্রমাণিত হয়, তবে কাযী স্বীকারোক্তিদাতার বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে এবং রায় প্রদান করবে আর সে রায় সকল ওয়ারিশের বিরুদ্ধেই কার্যকর হবে। এমনিভাবে যদি মৃত ব্যক্তির ওয়াসির বিরুদ্ধে দেনার দাবী করে এবং ওয়াসী দেনার কথা স্বীকার করে আর তখন বাদী দেনা সম্পর্কে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে চায়, তবে তার সে সুযোগ থাকবে।

এমনিভাবে যাকে মামলার জন্য উকীল নিযুক্ত করা হয়েছে, সে বাদীর দাবী স্বীকার করার পরও যদি বাদী তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি মৃত ব্যক্তির উপর দেনা দাবী করে এবং সমস্ত ওয়ারিশ তা স্বীকার করে আর তখন পাওনাদার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে চায়, তবে তা গৃহীত হবে। কেননা তাদের সংগে সংগে অন্যদের ক্ষেত্রেও এই দেনার ব্যাপারটা তার প্রমাণিত করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এমনও তো হতে পারে যে, মৃত ব্যক্তির আরও পাওনাদার আছে, যার পাওনার ব্যাপারটা প্রকাশ্য এবং সে তার দাবী নিয়ে উপস্থিত হবে। এখন ওয়ারিশগণ যার পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে, সে যদি কেবল তাদের স্বীকারোক্তির উপরই নির্ভর করে, তবে সেটা অপর সেই পাওনাদারের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে না। সে জন্য তার প্রয়োজন সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা স্বীয় পাওনা প্রতিষ্ঠা করা। এমনিভাবে সমস্ত ওয়ারিশ যদি ওসিয়তের কথা স্বীকার করে এবং তথাপি যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে, সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে তাও গৃহীত হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অনুপস্থিত (এক) ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেনার দাবী করল এবং তা করল এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতে, যে নিজেকে সেই অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে মামলার উকীল বলে দাবী করল। এখন পাওনাদার যদি স্বীকার করে যে, এই ব্যক্তি তার উকীল, তবে তার সে স্বীকারোক্তি গৃহীত হবে না। সুতরাং সে যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে যদি মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করে এমন এক ব্যক্তির সম্মুখে, যে নিজেকে মৃতের ওয়াসী বলে দাবী করে আর পাওনাদারও তা স্বীকার করে নেয় যে, সে মৃতের ওয়াসী, তবে তার সে স্বীকারোক্তি গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি উকীল উপস্থিত হয়ে দাবী করে আমি অমুকের উকীল। তোমার উপর তার যে দেনা আছে, তা করজা করার জন্য এবং তোমার কাছে আমানতস্বরূপ তার যে মাল আছে, তা কবযা করার জন্য সে আমাকে তার উকীল বানিয়েছে। বিবাদী তার সবটা দাবীই সত্য বলে স্বীকার করল, এ ক্ষেত্রে বিবাদীকে আদেশ করা হবে, সে যেন তার হাতে দেনা পরিশোধ করে, কিন্তু আমানতের মাল তার হাতে সমর্পণের আদেশ করবে না।

যদি ওয়াসী উপস্থিত হয় এবং বলে, অমুকের পুত্র অমুক মারা গেছে এবং আমাকে ওসিয়ত করেছে, আমি যেন এই ব্যক্তির উপর তার দেনা এবং এই ব্যক্তির কাছে রাখা তার মাল কবযা করি আর দেনাদারও তার সে বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করে, তবে তাকে দেনা ও আমানত উভয়ই তার হাতে সমর্পণের আদেশ করা হবে (শারহ আদাবিল, কাযী লিল-খাস্‌সাফ)।

১৭. মাসআলা ঃ সে যদি দেনাদারের বিরুদ্ধে দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে না এবং তার কাছ থেকে দেনা উসুলের অধিকার লাভ করবে না। অবশ্য যদি মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি ঋণ থাকার বিষয়টা কাযীর কাছে প্রমাণিত হয় এবং কোন ব্যক্তি কাযীর কাছে স্বীকার করে যে, মৃতের কাছে তার এই পরিমাণ দেনা আছে, তবে কাযী তাকে আদেশ করবে, সে যেন তা মৃতের পাওনাদারকে পরিশোধ করে।

আল-উয়ূন-গ্রন্থে আছে মৃত ব্যক্তির যদি ওয়াসী থাকে, আর মৃত ব্যক্তির কাছে যার এক হাজার দিরহাম দেনা আছে সে, মৃতের পাওনাদারকে ওয়াসীর অনুমতি ছাড়া সেই এক হাজার দিরহাম দিয়ে দেয়, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা এই শর্তে জাইয হবে যে, আদায়কালে তাকে বলতে হবে, এই এক হাজার দিরহাম আমার কাছে অমুক মৃত ব্যক্তির পাওনা ছিল, এর দ্বারা তোমার সেই এক হাজার শোধ করা হচ্ছে, যা তুমি তার কাছে পেতে। এরূপ বলা ছাড়াই যদি সে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে এক হাজার দিরহাম তাকে পরিশোধ করে, তবে সেটা তার অনুদান হিসেবে গণ্য হবে (আল-খুলাসা)।

১৮. মাসআলা ঃ ওয়ারিশদের মধ্যে যদি নাবালক ও সাবালক উভয়ই থাকে আর সাবালক ওয়ারিশ মৃতের দেনা স্বীকার করে, তবুও পাওনাদারের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন থেকে যাবে, যাতে শিশুর ক্ষেত্রেও তার হক প্রতিষ্ঠা পায় (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি ওয়ারিশের উপস্থিতিতে মৃতের উপর দেনা দাবী করে বলল, মৃত ব্যক্তি আমার পাওনা জাতীয় এ পরিমাণ সম্পদ ওয়ারিশের হাতে রেখে গেছে যে, তাদ্বারা তার দেনা পরিশোধ হতে পারে, সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। নিঃসন্দেহে ওয়ারিশকে সে মাল উপস্থিত করতে আদেশ দেওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, যাতে সাক্ষিগণ মাল সামনে রেখে সাক্ষ্য দিতে পারে যে, এটা মৃত ব্যক্তির মাল। যদি ওয়ারিশের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার জন্য কাযী এতটুকুকেই যথেষ্ট করে তবে তা জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মৃতের উপর তার দেনা আছে এবং মৃত ব্যক্তি যে সম্পদ রেখে গেছে তাদ্বারা তা পরিশোধ করা সম্ভব, তবে এটাও বলতে হবে যে, মৃত ব্যক্তি কী জাতীয় সম্পদ রেখে গেছে। তা স্থাবর সম্পত্তি হলে তার চৌহদ্দিও উল্লেখ করতে হবে। যদি দাবী করে যে, ওয়ারিশগণ স্বীকার করেছে, মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদ দ্বারা তার দেনা পরিশোধ হয়ে যাবে, তবে সম্পদের ব্যাখ্যা দেওয়া অপরিহার্য নয়। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, সম্পদের ব্যাখ্যা দেওয়া ছাড়াই সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং এরই উপর ফাত্ওয়া।

পাওনাদার যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মৃত ব্যক্তি যে সম্পদ রেখে গেছে তাদ্বারা তার দেনা শোধ হয়ে যাবে, সে সম্পদ কী, তাও ব্যাখ্যা করে এবং সে তার পাওনা উসুল করে নেয়, তারপর অপর এক পাওনাদার এসে তার পাওনার সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তাকে আবার নতুন করে প্রমাণ করতে হবে না যে, মৃত ব্যক্তির সম্পদ আছে এবং তাদ্বারা তার সমুদয় দেনা পরিশোধ করা সম্ভব। এ বিষয়ে কোন রকম মতভেদ নেই।

ওয়ারিশ যদি দ্বিতীয় পাওনাদারের কাছে মৃত ব্যক্তির দেনা থাকার কথা অস্বীকার করে, কিন্তু প্রথম পাওনাদার তা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে দ্বিতীয় পাওনাদার প্রথম পাওনাদারের অংশীদার হয়ে যাবে, যেহেতু সে তার অংশীদারিত্ব স্বীকার করেছে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল। একদল লোক কাযীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। তার কাছে আমাদের মালামাল আছে। সে যা রেখে গেছে, তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওয়ারিশগণ তা দখল করে ভাগ বাটোয়ারা করে ফেলছে। আপনি তাদের বলুন, যেন মৃতের সম্পত্তি এখন ভাগ-বাটোয়ারা না করে, যাতে তা সামনে রেখে আমরা আমাদের হক প্রমাণ করতে পারি। এক্ষেত্রে ওয়ারিশদের দখলে যা আছে কাযী তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তারা যদি বলে, আমাদের সাক্ষী আছে এবং এই মজলিসে অথবা পরবর্তী মজলিসে তাদেরকে উপস্থিত করব, অন্যদিকে ওয়ারিশগণ এমন যে, তারা সম্পদ নষ্ট করে ফেলবে বা অপব্যয় করবে বলে আশংকা করেছে, তবে ইসতিহ্সান অনুযায়ী কাযী কিছুদিনের জন্য ভাগ-বাটোয়ারা স্থগিত রাখতে পারে। এমনিভাবে সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে এবং তার বহু পাওনাদার আছে অথবা কাযীর জানা থাকে যে, দাবীদারগণ সৎলোক কিংবা তার মন সাক্ষ্য দেয় যে, তারা সত্যবাদী এবং ওয়ারিশ এমন যে, মৃতের সম্পত্তি নষ্ট বা অপব্যয় করবে বলে ভয় আছে, তবে ইসতিহ্সান-সম্মত রায় এই যে, কাযী কিছুদিনের জন্য বণ্টন স্থগিত রাখলে দোষ হবে না। কেউ যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে ওসিয়তের দাবী করে, সে ক্ষেত্রেও একই বিধান শারহু আদাবিল (কাযী লিল-খাস্সাফ)।

২২. মাসআলা ঃ তিন ব্যক্তি যৌথভাবে যদি কারও কাছে পাওনাদার হয় এবং তাদের দু'জন অনুপস্থিত ও একজন উপস্থিত থাকে এবং সে তার দাবী জানায়, তবে দেনাদারকে তার অংশ পরিশোধ করতে বাধ্য করা হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন লোককে কাযীর নিকট উপস্থিত করে এবং বলে, আমার পিতা অমুক মারা গেছেন, আমি ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিশ নেই এবং এই ব্যক্তির কাছে তার, এই এই মাল পাওনা আছে, তবে কাযী এ সম্পর্কে বিবাদীকে জিজ্ঞেস করবে। সে যদি বাদীর সমস্ত দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে তার স্বীকারোক্তি সহীহ্ হবে এবং তাকে দেনা ও মালামাল পরিশোধ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে সে যদি বাদীর দাবী অস্বীকার করে এবং তখন বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং বিবাদীকে দেনা এ মালামাল সবই পরিশোধের আদেশ দেওয়া হবে। বাদীর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে এবং তার দাবী সম্পর্কে বিবাদীকে কসম করাতে চায়, তবে আল-খাস্সাফ (র)-এর বর্ণনা মতে আমাদের কোন ইমামের মতে তার উপর কসম প্রযোজ্য হবে না। আল-খাস্সাফ (র) বলেন, কসম নেওয়ার একটি মতও আছে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ পাওনাদার যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ওয়ারিশগণ মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদের মধ্য থেকে একটি গোলাম বিক্রি করে ফেলেছে, অথচ মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির সমপরিমাণ তার দেনাই আছে আর ওয়ারিশগণ বলে এ গোলামটি আমাদের পিতা নিজেই তার জীবদ্দশায় বিক্রি করে গেছেন এবং তিনি এর মূল্যও গ্রহণ করেছিলেন এরপর তারা এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে পাওনাদারের সাক্ষ্য-প্রমাণই বেশী গ্রহণযোগ্য হবে (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

২৪. মাসআলা ঃ মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির সমপরিমাণ যদি দেনা থাকে এবং আরেকজন পাওনাদার এসে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার পাওনা প্রমাণ করতে চায়, তবে ওয়ারিশের বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে, অন্য পাওনাদারের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু ওয়ারিশের উপর কসম প্রযোজ্য হবে না। সমস্ত কিতাবে মাসআলাটি এভাবেই লেখা হয়েছে। বাকি কোন কিতাবে এর উল্লেখ নেই যে, ওয়ারিশ যদি তার নিজের পক্ষ হতে স্বীকার করে যে, এই ব্যক্তিরও পাওনা আছে, তবে তার সে স্বীকারোক্তি সহীহ্ হবে কিনা, যে কারণে মৃত ব্যক্তির অন্য কোন সম্পদ প্রকাশ পেলে তার যে অংশ এই স্বীকারকারীর ভাগে পড়তো তা থেকে এই

ব্যক্তির পাওনা শোধ করতে হবে? নিয়ম অনুযায়ী তার স্বীকারোক্তি সহীহ্ হওয়া চাই, কিন্তু এই কাল্পনিক ফায়দার দিকে লক্ষ্য করে তার থেকে কসম নেওয়া যাবে না (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ রাশীদুদ্দীন (র)-এর 'ফাতাওয়া'-গ্রন্থে আছে, দেনা যদি মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির সমপরিমাণ না হয় এবং পাওনাদার কোন এক ওয়ারিশের বিরুদ্ধে স্বীয় পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে সে ওয়ারিশ তার অংশ বিক্রি করে তার অংশের দেনা পরিশোধ করবে। অন্য ওয়ারিশের ভাগের দেনা শোধ করার জন্য সে তার মীরাসের অংশ বিক্রি করতে পারবে না। দেনা যদি পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমপরিমাণ হয়, তবে সকল পাওনাদারের সম্মতি ছাড়া সে তার অংশ বিক্রি করতে পারবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৬. মাসাআলা ঃ সম্পত্তির পরিমাণ যদি হয় তিন হাজার দিরহাম আর দেনা হয় এক হাজার দিরহাম এবং তিন ওয়ারিশের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন হয়ে যায়, তবে পাওনাদার প্রত্যেকের কাছ থেকে এক হাজারের এক-তৃতীয়াংশ আদায় করে নেবে। এটা সেই ক্ষেত্রে, কখন সে তিনজনকেই একত্রে কাযীর সামনে পাবে। পক্ষান্তরে, যদি একজনকে পায়, তবে তার দখলের সবটাই হস্তগত করবে (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

২৭. মাসআলা ঃ দেনা পরিশোধের লক্ষ্যে ওয়ারিশগণ মৃতের সম্পত্তি দখলমুক্ত করে আনার অধিকার লাভ করবে। এমনিভাবে তাদের একজনেও সে ইখতিয়ার থাকবে, যদি বাকিরা তা করতে রাযী না হয়। যদি তাদের কেউ তা দখলমুক্ত করে ঋণ আদায়ের উদ্যোগ না নেয়, তবে তাদেরকে তা করতে বাধ্য করা যাবে না। বরং কাযী এ লক্ষ্যে একজন ওয়াসী নিযুক্ত করবে (আল-খুলাসা)।

২৮. মাসআলা ঃ বাদী যদি একজন ওয়ারিশের বিরুদ্ধে দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, কিন্তু মৃতের সম্পত্তি থাকে তৃতীয় কোন ব্যক্তির দখলে, তবে বিবাদী তৃতীয় ব্যক্তির কাছে মৃতের সে সম্পত্তি চাইতে পারবে (আল-কুন্য়া)।

২৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কোন এক শহরে মারা গেল, তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি সেই শহরে কোন অনাত্মীয়ের হাতে রয়েছে। তার ওয়ারিশগণ রয়েছে অন্য কোন শহরে। কিছু লোক দাবী করল, তার কাছে তাদের হক ও মালামাল রয়েছে। ওয়ারিশগণ যে শহরে আছে, সেটা যদি এই শহর থেকে এমন দূরে হয় যে, সাধারণভাবে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, তবে কাযী তার পক্ষ থেকে একজন ওয়াসী নিযুক্ত করবে। পাওনাদারগণ তাদের পাওনার ব্যাপারে সেই ওয়াসীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে। এমন দূরে না হয়, তবে কাযী কার পক্ষে কোন ওয়াসী নিযুক্ত করবে না, বরং দাবীদারদের পেশকৃত সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনবে এবং তাদের বিষয়ে তার কাছে যা প্রমাণিত হয়, তা লিখে ওয়ারিশগণ যে শহরে আছে, সেই শহরের কাযীর কাছে প্রেরণ করবে, যাতে ঐ কাযী দাবীদারদের সপক্ষে রায় প্রদান করে। তারপর সেই কাযী এই কাযীর কাছে পত্র লিখবে, যাতে তাদের হাতে মাল সমর্পণ করে (আস-সিরাজিয়্যা)।

৩০. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তি যদি কাউকে ওয়াসী নিযুক্ত করে না যায় এবং তার ওয়ারিশগণ নাবালক নয়, যাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে দাবী-দাওয়া উত্থাপন করতে পারে, তবে কাযীর কর্তব্য তাদের পক্ষে একজন ওয়াসী নিযুক্ত করা, যে তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাওনাদারগণ যদি এই ওয়াসীর উপস্থিতিতে তাদের হক প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং তারা কাযীকে অনুরোধ করে, যেন সে মৃতের সম্পদ থেকে তাদের পাওনা মিটিয়ে দেয়, তবে কাযীর উচিত তাদের পাওনা মেটানোর আগে তাদের প্রত্যেকের থেকে কসম নেওয়া, যদিও ওয়াসী তা দাবী না করে। তারা বলবে, আল্লাহ্র কসম, অমুকের কাছে আমার এই যে পাওনা প্রতিষ্ঠিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়েছে, তা আমি তার কাছ থেকে বা এমন কারও কাছ থেকে গ্রহণ করিনি, যে তার পক্ষ হতে আমাকে তা আদায় করেছে আর আমার নির্দেশে অন্য কেউও তা গ্রহণ করেনি, আমি তাকে তার সম্পূর্ণটা বা অংশ বিশেষ ক্ষমাও করে দেইনি, তা ছাড়া মৃত ব্যক্তি তা অন্য কারও উপর হাওয়ালাও করেনি এবং আমি তার বিনিময়ে বা তার অংশ বিশেষের বিনিময়ে কোন কিছু বন্ধকও গ্রহণ করিনি। তারা এরূপ কসম করলে কাযী ওয়াসীকে তাদের পাওনা মিটিয়ে দিতে বলবে। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে কাযী তাদের পক্ষে কোন ফায়সালা দেবে না এবং ওয়াসীকে তাদের দাবী মেটানোর আদেশ করবে না।

এমনিভাবে কেউ যদি মারা যায় এবং কাউকে ওসিয়ত করে না যায় আর কোন ওয়ারিশও রেখে না যায়, এমতাবস্থায় কিছু লোক তার উপর দেনা ও মালামাল দাবী করে, তবে কাযী তার পক্ষে একজন ওয়াসী নিযুক্ত করবে, তারপর সেই ওয়াসীর সম্মুখে তাদেরকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে বলবে। এভাবে তারা হক প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলে উপরিউক্ত নিয়মে তাদের কাছ থেকে কসম নেওয়া হবে (শারহু আদাবিল কাযী লিল-খাস্‌সাফ)।

৩১. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মৃত ব্যক্তির কাছে তার এত টাকা পাওনা আছে, তবে তার থেকে এই কসম নেওয়া হবে যে, সে তা বা তার অংশবিশেষ উসুল করেনি, যদিও ওয়ারিশগণ আদায়ের দাবী না করে। আল-ফাতাওয়া-গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদিও ওয়ারিশগণ কসম গ্রহণ করতে অসম্মতি জানায় (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৩২. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি যৌথভাবে কারও কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনার দাবী করে, কিন্তু দেনাদার তা অস্বীকার করে, ফলে তাদের একজন উপস্থিত হয়ে দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে আর অন্য শরীক অনুপস্থিত থাকে, তবে 'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে পাঁচশ' টাকার রায় দেওয়া হবে। তারপর যখন অন্য শরীক উপস্থিত হবে, তখন পুনরায় তকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে বলা হবে। কোন অবস্থাতেই উপস্থিত ব্যক্তিকে অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতিনিধি বিবেচনা করা হবে না। অবশ্য উভয়ের সে পাওনা যদি একই ব্যক্তি হতে উত্তরাধিকার স্বরূপ হয়ে থাকে, তবে সেটা আলাদা ব্যাপার।

অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে এসে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম না হয়, তবে তার শরীক যে পাঁচশ' টাকা রবযা করেছে, সে তাতে তার অংশীদার হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন দলীল লেখার ভিত্তিতে দুই ব্যক্তির কাছে বিশেষ অংকের পাওনা দাবী করে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে আর দুই দেনাদারের একজন অনুপস্থিত থাকে আর উপস্থিতজন দেনার কথা অস্বীকার করে, তবে বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী রায় দেওয়া হবে যে, উপস্থিত ব্যক্তি বাদীর দাবীকৃত টাকার অর্ধেক পরিশোধ করবে। অবশ্য উপস্থিত ব্যক্তি যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির নির্দেশে তার পক্ষ হতে কাফীল (জামিন) হয়ে থাকে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, তাকে সম্পূর্ণ অর্থই পরিশোধ করতে হবে (খিযানাতুল-মুফ্তীন)।

৩৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির উপর দেনা দাবী করল। বিবাদী দু'জন লোককে তার উকীল নিযুক্ত করল। এখন বাদী যদি তাদের একজনের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী এবং অন্যজনের বিরুদ্ধে আরেকজন সাক্ষী পেশ করে, তবে তা জাইয হবে।

যদি মুআক্কিলের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী এবং এক উকীলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সাক্ষী পেশ করে অথবা বিবাদীর বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী এবং তার ওয়াসী বা ওয়ারিশের বিরুদ্ধে অন্য একজন সাক্ষী হাযির করে, কিংবা মৃত ব্যক্তির দু'জন ওয়াসী থাকে এবং বাদী তাদের একজনের

বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী এবং অন্যজনের বিরুদ্ধে আরেকজন সাক্ষী পেশ করে, তবে তাও বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৫. মাসআলা ঃ ওয়াসী যদি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে দেনা দাবী করে, তবে কাযী আরেকজন ওয়াসী নিযুক্ত করবে যার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়াসী তার দাবী উত্থাপন করবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুই পুত্র রেখে মারা গেল। তাদের একজন দাবী করল যে, এই ব্যক্তির কাছে তাদের পিতার একটি বিক্রিত মালের মূল্য হিসেবে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। অন্য পুত্র দাবী করল, সেটা মূলত এই ব্যক্তি তার পিতার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের পক্ষে পাঁচশ' দিরহামের রায় দেওয়া হবে। তাদের প্রত্যেকে যা কবযা করবে, তাতে অন্যজন অংশীদার হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, দাওয়া অধ্যায়)।

৩৭. মাসআলা ঃ 'আল-ইমলা'-গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোনও লোক যদি কারও হাতে দিরহাম, দীনার, জমি, গোলাম বা অন্য কোন মাল রেখে মারা যায়, তারপর কেউ কেউ আমানতের সে অলীর মালিকানা দাবী করে, কিংবা বলে যে, মৃত ব্যক্তি তার কাছ থেকে গসব করেছিল। যার দখলে তা আছে সেও বাদীর দাবী সত্য বলে স্বীকার করল এবং আরও বলল যে, মৃত ব্যক্তি কোন নাবালক ওয়ারিশ বা কোন গায়ের ওয়ারিশ রেখে গেছে কিনা তা সে জানে না, তবে তার এ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কাযী বাদীর হাতে সে মাল অর্পণ করবে না, বরং কিছুকাল অপেক্ষা করার পর তা বায়তুল-মালে জমা করে দেবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৮. মাসআলা ঃ মৃতের সম্পত্তি বণ্টন করার পর ওয়ারিশদের একজন যদি মৃতের উপর তার দেনা দাবী করে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে এবং বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে। বণ্টন করার কারণে সে দেনা ছেড়ে দিল বলে ধরা হবে না। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া মালামালের মধ্য থেকে কোন একটা সম্পর্কে যদি দাবী করত, এ মাল তার, তবে তার দাবী গৃহীত হত না (আস-সুগ্‌রা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ ওকালাত, কাফালা ও হাওয়ালা সম্পর্কিত দাবী

১. মাসআলা ঃ কাযীর আদালতের একজন উকীল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, আমি অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হতে মানুষের উপর তার যত হক ও দেনা আছে সেগুলোর উকীল নিযুক্ত হয়েছি। সে এখন দেশে অনুপস্থিত, এই ব্যক্তির উপর তার দশ দিরহাম ঋণ আছে। আপনি তাকে আদেশ করুন, যেন আমার হাতে তা প্রদান করে। বিবাদী তার কোন উত্তর দিল না, বরং আদালতের অপর এক উকীল বিবাদীর উপস্থিতিতে জবাব দিল যে, আমার মুআক্কিল বলছে, আমার কাছে তার এ দশ দিরহাম প্রাপ্য নয় এবং সে যে তার উকীল তাও আমার জানা নেই। পাওনাদারের উকীল ওকালাত সম্পর্কে দু'জন সাক্ষী পেশ করে কাযীর রায় প্রার্থনা করল। ফলে কাযী তার ওকালাত প্রমাণিত বলে রায় দিল। বিবাদী তখনও চুপ করে থাকল, কোন উত্তর দিল না। অন্যদিকে বিবাদীর উকীলের ওকালাত প্রমাণিত হয় নি। এ অবস্থায় কাযীর সে রায় কি সহীহ্ হবে এবং ওকালাত কি প্রতিষ্ঠিত হবে ? বলা হয় যে, তা সহীহ্ হবে না এবং ইমাম জাহীরুদ্দীন (র) এ রকমই ফাত্ওয়া দিতেন। এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে। কাজেই এটা জেনে রাখা উচিৎ (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সে অমুকের পক্ষ হতে তার পাওনা আদায়ের উকীল, যা সে অমুকের কাছে পাবে। সে তাকে (দেনাদারকে) কাযীর মজলিসে উপস্থিত করল। কিন্তু দেনাদার দাবী করল, পাওনাদার তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে অথবা সে তা আদায় করেছে। উকীল বলল, মুআক্কিল আমাকে বরখাস্ত করেছে। এক্ষেত্রে তার ওকালাত যদি বিবাদীর অনুরোধক্রমে হয়ে থাকে, তবে উকীলের এ দাবী গৃহীত হবে না। কেননা সেক্ষেত্রে মুআক্কিল তাকে বরখাস্ত করার অধিকার রাখে না। পক্ষান্তরে যদি তার ওকালাত বিবাদীর অনুরোধক্রমে না হয়ে থাকে, তবে তার দাবী শোনা হবে। কিন্তু তা গৃহীত হবে তখনই, যখন সে বরখাস্তকরণের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে। অন্যথায় তা গৃহীত হবে না। সে যদি বরখাস্তের কথা না বলে বরং বলে, আমি তার উকীল নই, আর বিবাদীও তাকে সমর্থন করে, তবে তা গৃহীত হবে না। সুতরাং সে যদি বিবাদীর সংগে কোন কিছুর বিনিময়ে আপোষরফা করে থাকে এবং তারপর বলে, আমি উকীল নই আর এই বলে, সে যা দিয়েছিল তা ফেরত নিতে চায় এবং বিবাদী তার কথা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে তা গৃহীত হবে না (আল-খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে, অমুক ব্যক্তি তার প্রদত্ত ঋণ বা আমানত কবযার জন্য উকীল বানিয়েছে এবং আমানত গ্রহীতা বা দেনাদার তার দাবী সমর্থন করে, তবুও উকীল তার ওকালাতের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারবে। তার ফল পাওয়া যাবে এই ক্ষেত্রে যে, উপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তার ওকালাতের পক্ষে রায় হয়, তারপর অপর একজন বিবাদী হাযির করে, তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করতে হবে না।

এমনিভাবে যদি উপরিউক্ত হক সম্পর্কে ওকালতের সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর উকীল নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং তারপর মক্কেল বা তার অন্য কোন উকীল একই হকের দাবীতে উপস্থিত হয়, তবে তাকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে না। এমনিভাবে যদি এই

দেনাদারের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী পেশ করে এবং অন্য দেনাদার বা তার অন্য এক ওয়ারিশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সাক্ষী পেশ করে, তাও গৃহীত হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাযীর মজলিসে উপস্থিত থেকে বুখারায় অবস্থিত তার যাবতীয় হক সম্পর্কে মামলা করার ও তা কবযা করার জন্য কাউকে উকীল বানান আর তাদের সংগে সেখানে এমন কেউ নেই, যার কাছে মুআক্কিলের কোন কিছু পাওনা আছে। এক্ষেত্রে যদি মুআক্কিলের নাম ও তার পিতৃ-পরিচয় কাযীর জানা থাকে, তবে উকীলের ওকালাত স্বীকার করে নেবে। কাজেই এরপর মুআক্কিলের অনুপস্থিতিতে উকীল যদি কোন লোককে উপস্থিত করে তার কাছে মুআক্কিলের কোন হক দাবী করে, নতুন সাক্ষী ছাড়াই ওকালাত হিসাবে তার মামলা গৃহীত হবে।

পক্ষান্তরে কাযীর যদি মক্কেলের নাম ও তার পিতৃ-পরিচয় জানা না থাকে, তবে তিনি তার ওকালাত গ্রহণ করবেন না। মুআক্কিল যদি বলে, আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব এবং আমি হচ্ছি অমুকের পুত্র অমুক, যাতে আমার পক্ষে এই ব্যক্তি ওকালাত সম্পর্কে রায় দেওয়া হয়, তবে কাযী তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবেন না (আল-ফাতাওয়াস সুগ্‌রা)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে কাযীর নিকট উপস্থিত করে বলল, এই ব্যক্তির কাছে অমুকের পুত্র অমুকের এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। সে আমাকে এটা-সহ তার আরও যত হক আছে, সে ব্যাপারে মামলা করার ও তা কবযা করার জন্য উকীল বানিয়েছে। তারপর সে উভয় বিষয় সম্পর্কে একই সংগে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। তা গৃহীত হবে কি? ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, ওকালাতের অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করা পর্যন্ত পাওনা সম্পর্কে প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করব না। যদি দেনা ও ওকালাত সম্পর্কে একই সংগে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে প্রথমে ওকালাত সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে। তারপর দেনা সম্পর্কে পুনরায় সাক্ষ্য দিতে বলা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, উভয় বিষয় সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে। দেনা সম্পর্কে পুনরায় সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। এটা ইস্‌তিহ্‌সান-সম্মত সিদ্ধান্ত। ইমাম মুহাম্মাদ (র) মানুষের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করে ইস্‌তিহ্‌সানকেই অবলম্বন করেছেন। তাঁর মতের উপরই ফাত্ওয়া।

একই মতভেদ রয়েছে ওয়াসীর ব্যাপারে। অর্থাৎ ওয়াসী যদি দেনা ও ওসিয়ত সম্পর্কে একই সংগে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা একত্রে গৃহীত হবে না, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা একত্রে গৃহীত হবে না, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে গৃহীত হবে। তদ্রূপ ওয়ারিশ যদি একই সংগে তার পিতৃ-পরিচয়, পিতার মৃত্যু ও দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে সেক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ আছে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ কারো বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, অমুক ব্যক্তি তাকে ও অমুকের পুত্র অমুককে, এই ব্যক্তির উপর তার যে পাওনা আছে, তা কবযা করার জন্য উকীল বানিয়েছে, কিন্তু দেনাদার তার দেনা ও ওকালাত উভয়ই অথবা কেবল ওকালাতের কথা অস্বীকার করল। ফলে উকীল একই সংগে ওকালাত ও দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে উভয় উকীলের ওকালাত ও দেনার সপক্ষে কি রায় দেওয়া হবে ? ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এই সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেওয়া হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। উকীল যখন তাদের ওকালাত ও দেনার বিষয়টা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে, তখন অনুপস্থিত উকীলের উপস্থিতি ছাড়া সে দেনা কবযা করতে পারবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনিভাবে এই উকীল যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি তাতে ও অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তিকে অমুকের বিরুদ্ধে মামলা করার বা দেনা কবযা করার জন্য উকীল বানিয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকে যা-কিছু করবে তা অনুমোদন করেছে, তবে কেবল উপস্থিত ব্যক্তির ওকালাত সম্পর্কেই রায় দেওয়া হবে, অনুপস্থিত ব্যক্তির ওকালাত সম্পর্কে নয়।

ওয়াসী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি তাকে ও অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ওসিয়ত করেছে (অর্থাৎ তাদেরকে ওয়াসী বানিয়েছে), তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের ওসিয়ত অনুমোদন করা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উপস্থিত ব্যক্তিকে ওয়াসী হিসেবে স্বীকার করা হবে, অনুপস্থিত ব্যক্তিকে নয় (আল-খুলাসা)।

৭. মাসআলা ঃ উকীল যদি ওকালাত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং তার সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হওয়ার আগেই দেনাদারের বিরুদ্ধে দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা শ্রবণযোগ্য হবে, কিন্তু সে অনুযায়ী রায় দেওয়া হবে ওকালাত সম্পর্কিত সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হওয়ার পর। এভাবে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হবে ওকালাত এবং তারপর দেনা। মুআক্কিল যদি সাধারণভাবে উকীল বানিয়ে থাকে, তবে এ রায়ের ফলে সে নগরবাসীর সকলের পক্ষেই মুআক্কিলের উকীল সাব্যস্ত হবে।

এমনিভাবে ওয়াসী বা ওয়ারিশ যদি ওসিয়াত ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হওয়ার আগেই আবার হক সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে, এবং তারপর সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হয়, তবে তা বৈধ হবে। যদি ওকালাত ও ওসিয়াত সম্পর্কিত সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত না হয়, তবে হক সম্পর্কিত সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে (আত-তাতারখানিয়্যা, আল-আত্তাবিয়্যা-এর বরাতে)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ কারো বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তুমি তো কাফীল (জামিন) হয়েছিলে যে, ইজারা রহিত হয়ে গেলে এ বাবদ প্রদত্ত অর্থ আদায়ের দায়িত্ব তোমার, এখন আমি ইজারা রহিত করেছি। কাজেই তোমার তা আদায় করা কর্তব্য। সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। কিন্তু ইজারাদাতা অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে কি? হ্যাঁ, হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রদত্ত রায় ইজারাদাতার বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায় হিসেবে গণ্য হবে আর কাফীল তার পক্ষে বিবাদী সাব্যস্ত হবে। কাফীল ইজারা-গ্রহীতাকে তার প্রদত্ত অর্থ আদায় করার পর ইজারাদাতার কাছ থেকে তা উসুল করে নেবে—যদি কাফালা তার আদেশক্রমে হয়ে থাকে। তার আদেশ ছাড়া হলে তার কাছ থেকে তা উসুল করতে পারবে না।

বাদী কাফীলের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার আগেই যদি ইজারাদাতা উপস্থিত হয়ে যায় এবং ইজারা রহিত করার কথা অস্বীকার করে, তবে তার সে অস্বীকৃতিতে কর্ণপাত করা হবে না। বরং ফাস্‌খ (রহিতকরণ) কার্যকর থাকবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তার কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। সেই সংগে দাবী করল যে, এই ব্যক্তি তার পক্ষ হতে কাফীল (জামিন) হয়েছিল। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, সে কী রকমের কাফীল হয়েছিল তার ব্যাখ্যা তার দাবীতে আছে কি না। যদি তার ব্যাখ্যা না থাকে, যেমন হয়ত বলল, তার কাছে আমার যত পাওনা আছে, সে ব্যাপারে তুমি কাফীল হয়েছিলে আর তার কাছে আমার পাওনা হচ্ছে এক হাজার দিরহাম এবং সাক্ষিগণও এরূপ সাক্ষ্য দেয় এবং তারা একথাও বলে যে, সে তা কবূল করেছিল, তবে উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের বিরুদ্ধেই রায় দেওয়া হবে যে,

তাদের তা পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে পাওনাদারের ইখতিয়ার থাকবে যে, সে যার কাছে ইচ্ছা চাইতে পারবে। মূল দেনাদার যদি উপস্থিত হয়, তবে তার সামনে আর নতুন করে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে না।

যদি দাবীর বক্তব্যে কাফালাতের ব্যাখ্যাও থাকে, যেমন হয়ত বলল, অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার যে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তুমি তার কাফীল হয়েছিলে, তবে দেখতে হবে যে, সে দেনাদারের আদেশক্রমে কাফীল হওয়ার কথা বলেছে কিনা। যদি বলে, তুমি তার আদেশে কাফীল হয়েছিলে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে এক্ষেত্রেও উপরের মত উভয়ের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হবে যে, তাদেরকে তার এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। আর যদি দেনাদারের আদেশক্রমে কাফীল হওয়ার কথা না বলে এবং সেমতে স্বীয় দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে কেবল কাফীলের বিরুদ্ধেই রায় যাবে। কাজেই পরে যদি দেনাদার নিজে উপস্থিত হয়, তবে বাদীকে তার সম্মুখে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ কারো দাবী করল যে, তুমি তো কাফীল হয়েছিলে যে, অমুক ব্যক্তি যদি আমার আমানতের বিষয়টা অজ্ঞাত রেখে মারা যায়, যার পরিমাণ হচ্ছে এত, তবে তা আদায়ের দায়িত্ব তোমার, সে সাক্ষ্য পেশ করল যে, ঐ ব্যক্তি তো আমার আমানত অজ্ঞাত রেখেই মারা গেছে। তার সাক্ষ্য কি গৃহীত হবে? কেউ কেউ বলেন, গৃহীত হবে। কাফালার দাবীর ক্ষেত্রে এ কথাও বলা অপরিহার্য যে, আমি কাফালার মজলিসে তার কাফালা অনুমোদন করেছিলাম। শায়খ জাহীরুদ্দীন (র) এ রকমই ফাত্ওয়া দিতেন। কেউ বলেন, এটা বলা শর্ত নয়। কেননা কাফালার দাবীর মধ্যেই অনুমোদনের বিষয়টা নিহিত থাকে, যেমন বিক্রির দাবীর মধ্যে ক্রয়ের বিষয়টা নিহিত থাকে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি উপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার কাছে ও অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে আর এই ব্যক্তি সেই অনুপস্থিত ব্যক্তির আদেশে তার কাফীল হয়েছে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, তাদেরকে এক হাজার দিরহাম পরিশাধ করতে হবে।

যদি দাবী করে, অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত ব্যক্তির কাফীল, তবে কেবল উপস্থিত ব্যক্তির অংশেই রায় দেওয়া হবে। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তাদের প্রত্যেকে অপরের কাফীল, তবে উপস্থিত ব্যক্তির আসল দেনাদার হিসেবে পাঁচশ' এবং কাফীল হিসেবে পাঁচশ' বর্তাবে এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর কেবল আসল দেনাদার হিসেবে পাঁচশ' বর্তাবে।

মোদ্দকথা অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর কাফালা সাব্যস্ত হয় না। হ্যাঁ মূল দেনাদার সাব্যস্ত হয়—যদি উপস্থিত ব্যক্তির উপর অনুপস্থিত ব্যক্তির নির্দেশক্রমে কাফালা প্রমাণিত হয়। যদি তার উপর অনুপস্থিত ব্যক্তির নির্দেশক্রমে কাফালা সাব্যস্ত না হয়, তবে অনুপস্থিত ব্যক্তি আসল দেনাদারও সাব্যস্ত হয় না (আত-তাতারখানিয়্যা, আল-আত্তাবিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি দুই ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহামে কোন মাল বিক্রি করে এবং তাদের প্রত্যেকে অপরে নির্দেশক্রমে তার কাফীল হয়, তারপর বিক্রেতা তাদের একজনকে ধরে এবং তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, তার এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে হবে—পাঁচশ' আসল দেনা হিসেবে এবং পাঁচশ' কাফালা হিসেবে। বিক্রেতা যদি তার কাছ থেকে কিছুই আদায় না করে, ইতোমধ্যে সে দ্বিতীয় ক্রেতাকে পেয়ে যায়, তবে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করা ছাড়াই তার কাছে তা চাইতে পারবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে এবং অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি তার জন্য অমুক ব্যক্তির পক্ষ হতে এক হাজার দিরহামের কাফীল হয়েছিল এবং তাদের প্রত্যেকে আবার অন্যজনের কাফীল, এরপর সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, উপস্থিত ব্যক্তি তাকে সেই এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। অবশ্য তার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে তাদের দু'জনের যে-কারও কাছেই তা চাইতে পারবে। যদি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পেয়ে যায়, তবে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়োজন হবে না (আল-খুলাসা)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করে যে, সে অমুকের পক্ষ হতে এক হাজার দিরহামের কাফীল হয়েছিল এবং সে সম্পর্কে রায় প্রদান করা হয়, তারপর সে কাফীলকে কাফালা হতে মুক্তি দেয়, তারপর জানা যায় যে, তার দাবী ও কাযীর রায় ভুল ছিল, ফলে সে একই কাফীলের বিরুদ্ধে পুনরায় বিশুদ্ধরূপে দাবী উত্থাপন করতে চায়, তবে সে সুযোগ তার থাকবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৫. মাসআলা ঃ এক মহিলা কারও বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তুমি কাফীল হয়েছিলে যে, আমার স্বামীর সংগে আমার বিচ্ছেদ ঘটলে তার কাছে আমার প্রাপ্য মোহরানা হতে এক দীনার পরিশোধের দায় তোমার। এখন তার সংগে আমার বিচ্ছেদ ঘটেছে। কেননা আমার স্বামী আমাকে বলেছিল, সে যদি আমার সংগে এক মাস যোগাযোগ না রাখে, তবে আমার বিচ্ছেদ ঘটানোর ইখতিয়ার থাকবে। সে এক মাস আমার সংগে যোগাযোগ রাখেনি। ফলে যে মজলিসে এক মাস সমাপ্ত হয়েছে, সে মজলিসে আমি নিজেকে তালাক দিয়েছি। মহিলা যদি স্বামীর যোগাযোগ না রাখা, তাকে তালাকের ক্ষমতা দান ও তার তালাক প্রদান সম্পর্কে কাফীলের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে। স্বামী অনুপস্থিত থাকলে কাফীল তার প্রতিনিধি হিসেবে স্ত্রীর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে (আল-খুলাসা)।

১৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহামে একটি গোলাম কিনল ও বিক্রেতার অনুমতি নিয়ে সেটি কবজা করল। তারপর বিক্রেতা তার কাছে মূল্য চাইল। ক্রেতা বলল, আমি তো তোমাকে অমুক ব্যক্তির উপর হাওয়ালা করেছিলাম। কিন্তু সে ব্যক্তি অনুপস্থিত রয়েছে। এখন ক্রেতা যদি তার দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে এবং যে রায় দেওয়া হবে তা অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর কার্যকর হবে। এরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে মামলার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হয়ে থাকে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ নসব (পিতৃ-পরিচয়) সংক্রান্ত দাবী

[এর অধীনে পনেরটি অনুচ্ছেদ আছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ নসব প্রমাণের তিনটি স্তরভেদ, তার বিধান ও এ সংক্রান্ত দাবীর প্রকারভেদ

নসব প্রতিষ্ঠার প্রথম স্তর

১. মাসআলা ঃ প্রথমত নসব প্রমাণিত হয় সহীহ্ (বিশুদ্ধ) বিবাহের দ্বারা এবং যেটা তারই পর্যায়ভুক্ত তার দ্বারা, অর্থাৎ ফাসিদ (অশুদ্ধ) বিবাহ দ্বারা। এক্ষেত্রে বিধান এই যে, দাবী ছাড়াই সন্তানের নসব (পিতৃ-পরিচয়) প্রমাণিত হবে এবং স্বামী অস্বীকার করলে কেবল অস্বীকৃতি দ্বারা নসব বাতিল হবে না। বরং তা বাতিল হবে 'লিআন' দ্বারা এবং তাও সহীহ্ বিবাহের ক্ষেত্রে, ফাসিদ বিবাহের ক্ষেত্রে নয় (আয-যাহীরিয়্যা)।

২. মাসআলা ঃ তার অস্বীকার করার অধিকার থাকে, যতক্ষণ না সে সন্তানের নসব স্বীকার করে (অর্থাৎ তাকে নিজের সন্তান বলে স্বীকার না করে) তা স্পষ্ট ভাষায় হোক অথবা এমন কোন কাজের মাধ্যমে, যা তার স্বীকার করে নেওয়ার প্রমাণ বহন করে, যেমন সন্তান জন্মের কারণে কেউ মুবারকবাদ দিলে তা গ্রহণ করা, নবজাতকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা, জন্ম সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন তাকে সন্তান হিসেবে অস্বীকার না করা, তাকে অস্বীকার করার প্রয়োজনবোধ না করা অথবা তার ব্যাপারে এমন কোন ফায়সালা জারি হওয়ার বা বাতিল হওয়ার অবকাশ রাখে না, যেমন এই সন্তানটি কোন অপরাধ করল এবং কাযী তার পিতার 'আকিলা' (জ্ঞাতি-গোষ্ঠী)-এর উপর আরশ (যখম বা অংগহানিজনিত অর্থদণ্ড) জারি করল। এরূপ কিছু ঘটলে সে আর এ সন্তানকে অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা তার উপর এমন ফায়সালা জারি হয়েছে, যা বাতিল ও নাকচ হওয়ার অবকাশ রাখে না।

উপরে যা বলা হয়েছে, জন্ম সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও যদি দীর্ঘদিন কেটে যায় এবং তাকে অস্বীকার না করে, তবে তার অস্বীকার করার অধিকার থাকবে না, এই 'দীর্ঘদিন'-এর মাপকাঠি হচ্ছে আঞ্চলিক রেওয়াজ। যদি এতটা কাল কেটে যায়, রেওয়াজ অনুযায়ী অস্বীকার করার হলে এ সময়ের ভেতর অস্বীকার করার কথা কিন্তু তবু অস্বীকার না করে, তবে এর পরে আর তার অস্বীকার করার সুযোগ থাকবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর থেকে বর্ণিত এক মত। তাঁর অপর মত হচ্ছে যে, বিষয়টা কাযীর রায়ের উপর ন্যস্ত থাকবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, দীর্ঘকাল বলতে তারা চল্লিশ দিন স্থির করেছেন। চল্লিশ দিন পর অস্বীকার করার ইখতিয়ার থাকবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার স্ত্রীর সন্তানকে তার মৃত্যুর পর নিজ সন্তান হিসেবে অস্বীকার করে অথবা তার জীবদ্দশায়ই অস্বীকার করে, কিন্তু লিআনের আগে তার মৃত্যু ঘটে, তবে সে তার সন্তান হিসেবেই স্বীকৃত হবে। তাকে সে আর অস্বীকার করতে পারবে না। সন্তানটি নিহত হলেও হুকুম একই হবে (আল-মাবসূত)।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কারও স্ত্রী যদি একটি সন্তান প্রসব করে, যাকে সে নিজ সন্তান বলে স্বীকার না করে, কিন্তু লিআন গ্রহণের আগেই

অপর কোন ব্যক্তি সন্তানটির ব্যাপারে, তার উপর অপবাদ আরোপ করে, ফলে সেই ব্যক্তিকে অপবাদ আরোপের শাস্তি দেওয়া হয়, তবে শিশুটির নসব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের থেকে লিআন নেওয়া হবে না (আল-মুহীত)।

নসব প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় স্তর

৫. মাসআলা ঃ উম্মু ওয়ালাদের সন্তানের নসব সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, দাবী ছাড়াই তার সন্তানের নসব মুনীবের সংগে প্রতিষ্ঠিত হবে—যদি সে উম্মু ওয়ালাদ এমন অবস্থায় থাকে যে, তার সংগে তার মুনীবের সংগম বৈধ। পক্ষান্তরে যদি এমন অবস্থায় থাকে, যখন তার সংগে তার মুনীবের সংগম বৈধ নয়, তবে মুনীবের দাবী ছাড়া তার সন্তানের পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে না। সুতরাং মুনীব যদি তার সংগে কিতাবাত করে এবং তারপর সে কোন সন্তান প্রসব করে, তবে মুনীবের দাবী ছাড়া তার সংগে সন্তানটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

উম্মু ওয়ালাদের সন্তান প্রসবের কথা জানার পর যদি দীর্ঘকাল গত না হয়, মুনীব সুস্পষ্ট তাকে সন্তান হিসেবে অস্বীকার না করে এবং তাকে অস্বীকার করার 'অপ্রয়োজন' দেখা না দেয় এবং তার ব্যাপারে কাযীর এমন কোন ফায়সালা জারি না হয়, যা বাতিল হওয়ার অবকাশ নেই, তবে তাকে অস্বীকার করার সুযোগ মুনীবের থাকবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ কারও কোন ক্রীতদাসী যদি সন্তান প্রসব করে এবং মুনীব তার নসব অস্বীকার না করে, এমন কি এ অবস্থায় সন্তানটির মৃত্যু ঘটে, তবে তার নসব অবধারিত হয়ে যাবে। সে আর তাকে অস্বীকার করতে পারবে না। বস্তুত এস্থলে ক্রীতদাসী বলতে উম্মু ওয়ালাদ বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে যদি সে বাচ্চাটি কোন অপরাধ করে, ফলে কাযী তার আকিলার উপর দিয়াত আরোপ করে, তবে এরপর আর সে তার নসব অস্বীকার করতে পারবে না। অদ্রূপ যদি কেউ তার উপর এমন জিনায়াত বা অপরাধ সংঘটিত করে বা আরশের রায় প্রদান করা হয়, তবুও তার নসব অস্বীকার করার সুযোগ থাকবে না (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ উম্মু ওয়ালাদের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ বিষয়ে কিছু বলেন নি যে, তার সন্তান প্রসবের খবরে কেউ যদি মুনীবকে মুবারকবাদ জানায় এবং সে তা গ্রহণ করে, তখন কী হবে? সন্দেহ নেই যে, এর দ্বারা তার স্বীকার করে নেওয়া হবে যে, সে তারই সন্তান।

'আল-ফাতাওয়া'-গ্রন্থে বলা হয়েছে, ক্রীতদাসীর সন্তান জন্ম নেওয়ায় মুনীবকে যদি মুবারকবাদ জানানো হয় আর সে চুপ থাকে, তবে এই মুবারকবাদ গ্রহণের ফলে তার পক্ষ হতে স্বীকার করা হয়ে যাবে যে, সেটি তারই সন্তান।

কেউ যদি তার উম্মু ওয়ালাদকে কারও সংগে বিবাহ দেয়, তারপর তার সে স্বামী মারা যায় বা সে তাকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার ছয় মাস পর তার সন্তান জন্ম নেয়, তবে সেটি মুনীবেরই সন্তান সাব্যস্ত হবে। অবশ্য উপরে বর্ণিত কারণসমূহের কোন একটি না পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত সে তাকে অস্বীকারও করতে পারবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ সে যদি ক্রীতদাসীটিকে নিজের জন্য হারাম করে কিংবা কসম করে যে, তার সংগে সংগম হবে না, তবুও তার থেকে বাচ্চার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে—যাবৎ না সে তাকে অস্বীকার করবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির'-গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু ওয়ালাদ যদি মুনীব-পুত্রকে চুম্বন করে, ফলে মুনীব তাকে আযাদ করে দেয়, তারপর তার সন্তান জন্ম নেয়, তবে মুনীব থেকে সন্তানের নসব

প্রতিষ্ঠিত হবে না, হ্যাঁ, যদি মুনীবের পক্ষে হারাম হয়ে যাওয়ার পর ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর সে বাচ্চা প্রসব করে, তবে সেটি মুনীবের সন্তান বলেই গণ্য হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)

১০. মাসআলা ঃ মুসলিম ব্যক্তির উম্মু ওয়ালাদ যদি মজূসী বা মুরতাদ হয়, তবে তার সন্তানের নসব থেকে সাব্যস্ত হবে না—যদি না মুনীব তাকে নিজ সন্তান বলে দাবী করে কিংবা মুরতাদ হওয়ার পর ছয় মাসের কম সময়ে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় (আল-মাবসূত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি হায়েয, নিফাস, ইহ্‌রাম বা রোযার কারণে হারাম হয়ে থাকে, তবে তার সন্তানের নসব মুনীব থেকেই সাব্যস্ত হবে। মুনীব যদি তাকে বিবাহ দেয় এবং তারপর তার বাচ্চা হয়, তবে তাকে তার স্বামীরই সন্তান বলা হবে। মুনীব যদি তাকে নিজ সন্তান বলে দাবী করে, তবে তাকে তার পিতা স্বীকার করা হবে না। এমনিভাবে বিবাহ যদি ফাসিদ হয় এবং স্বামীর সংগে তার মিলন হয়, তখনও তার সন্তানের নসব স্বামীর সাব্যস্ত হবে (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা ঃ 'উম্মু ওয়ালাদ' বলা হয় সেই ক্রীতদাসীকে, স্বত্বাধিকারী হিসেবে মুনীব যার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয় এবং পরে তাকে ক্রয় করে বা অন্য কোনভাবে তার মালিক হয় কিংবা বিভ্রান্তিবশত যার গর্ভে সন্তানের জন্ম দেয় এবং পরে তাকে ক্রয় করে বা অন্য কোন সূত্রে তার মালিকানা লাভ করে।

১৩. মাসআলা ঃ কারও ক্রীতদাসীর যদি গর্ভপাত ঘটে এবং ভ্রূণের গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যায় অথবা তার কোন কোন অংগ প্রকাশ পায়, তবে ক্রীতদাসী তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে।

যদি তার কোন অংগ না ফোটে তবে সে উম্মু ওয়ালাদ হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কেউ যদি স্বীকার করে তার ঔরসে তার এই ক্রীতদাসীর গর্ভপাত ঘটেছে, তবে সেটা তার স্বীকারোক্তিরূপে গণ্য হবে যে, সে তার উম্মু ওয়ালাদ (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্বীকার করে যে, তার এই ক্রীতদাসী তার ঔরসে সন্তানের জন্ম দিয়েছে বা এমন গর্ভপাত ঘটিয়েছে যে, ভ্রূণের অংগ-প্রত্যংগ প্রকাশ পেয়েছিল তারপর সে ক্রীতদাসীটি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বা সে অসুস্থ ছিল এবং তার ছয় মাস পর সে সন্তান প্রসব করেছে, তবে তার থেকেই সে সন্তানের বংশ-পরিচয় লাভ হবে। যদি না সে তাকে অস্বীকার করে। যদি অস্বীকার করে, তবে আমাদের মতে কেবল অস্বীকৃতি দ্বারাই তার নসব বাতিল হয়ে যাবে (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ দুই শরীকের যৌথ একটি ক্রীতদাসী আছে। তার একটি সন্তান জন্ম নিল। তাদের প্রত্যেকের দাবী সন্তানটি তার। এক্ষেত্রে উভয়ের থেকেই তার নসব প্রমাণিত হবে। যদি এর পর আরেকটি সন্তানের জন্ম দেয়, তবে বিনা দাবীতে উভয় থেকে তাদের নসব সাব্যস্ত হবে না। যদি তাদের একজন দাবী করে, তবে সে-ই তার পিতা সাব্যস্ত হবে এবং সে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মা ও সন্তানের মাঝে শরীকের যে অংশ আছে তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা পরিশোধ করতে হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

নসব প্রতিষ্ঠার তৃতীয় স্তর

১৬. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসীর (যদি উম্মু ওয়ালাদ না হয়ে থাকে তবে তার) সন্তানের ব্যাপারে হুকুম এই যে, মুনীবের দাবী ছাড়া তার থেকে ঐ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। তা

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার জন্মের পর দাবী করুক বা জন্মের আগে গর্ভাবস্থায় দাবী করুক। গর্ভাবস্থায় দাবী হতে পারে এভাবে যে, সে বলবে, আমার এই ক্রীতদাসীর গর্ভে যে বাচ্চা আছে সেটি আমার ঔরসজাত বা আমার এই ক্রীতদাসীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে আমার দ্বারা।

১৭. মাসআলা ঃ 'আল-আস্‌ল'-গ্রন্থে আছে, কারও যদি গর্ভবতী ক্রীতদাসী থাকে এবং সে বলে, তার বাচ্চাটি ছেলে হলে আমার ঔরসজাত আর মেয়ে হলে ঔরসজাত নয়, তারপর ছয় মাসের কম মেয়াদে তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্ম নেয়, তবে তাদের উভয়ের সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার ক্রীতদাসীর সংগে তার যৌনাংগ ছাড়া অন্যত্র রতিক্রিয়া করল এবং তাতে তার বীর্যপাত হল। ক্রীতদাসীটি সে বীর্য ধরে রাখল এবং কোন উপায়ে তার জরায়ুতে ঢোকাল। ফলে তার গর্ভ সঞ্চার হল। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এক্ষেত্রে বাচ্চাটি সেই ব্যক্তিরই হবে এবং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসীর যদি সন্তান জন্ম নেয় এবং সে কারণে মুনীবকে মুবারকবাদ জানানো হয় আর সে চুপ থাকে, তবে তাদ্বারা সন্তানকে স্বীকার করে নেওয়া হবে না (আয-যাখীরা)।

২০. মাসআলা ঃ মুনীব যদি মুবারকবাদ গ্রহণ করে, তবে তাদ্বারা সন্তানকে স্বীকার করে নেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ মুনীব যদি তার ক্রীতদাসীর হিফাজত করে এবং তার সাথে সংগম করে, ফলে তার বাচ্চা হয়, তবে উত্তম হচ্ছে তাকে নিজ সন্তান বলে দাবী করা। কেননা দৃশ্যত সে তারই ঔরসজাত। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দাবী না করবে, তার থেকে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। এটা সেই অবস্থায় যখন তার প্রকৃত অবস্থা জানা না থাকবে। পক্ষান্তরে তার যদি জানা থাকে, সে তারই ঔরসজাত, তবে তাকে সন্তান হিসেবে দাবী করা এবং অস্বীকার না করা তার কর্তব্য। যদি ক্রীতদাসীকে সে হিফাজাত না করে থাকে, তবে সে তার সন্তানকে অস্বীকার করতে পারবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে ইব্‌রাহীম (র) বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি তার ক্রীতদাসীর সংগে সংগম করে, কিন্তু তাকে থাকার কোন ঘর না দেয় এবং তার হিফাজত না করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উচিত সন্তানকে অস্বীকার করা ও ক্রীতদাসীটি বিক্রি করে দেওয়া, কিন্তু আমার মত হচ্ছে যে, তার জন্য উত্তম হবে বাচ্চাটিকে আযাদ করে দেওয়া এবং ক্রীতদাসীকে নিজ ভোগে রাখা। তারপর যখন তার মৃত্যু হবে তখন ক্রীতদাসী আযাদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ কোন ক্রীতদাসী সন্তান জন্ম দেওয়ার পর যদি দাবী করে, তার মুনীব একে তার সন্তান বলে স্বীকার করেছে, কিন্তু মুনীব সে কথা অস্বীকার করে, তখন একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, মুনীব তাকে নিজ পুত্র বলে স্বীকার করেছে এবং দ্বিতীয় সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, তার বিছানাতেই এ শিশুর জন্ম হয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মাবসূত)।

২৪. মাসআলা ঃ উভয় সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, মুনীব স্বীকার করেছিল, ক্রীতদাসীটি তারই ঔরসে সন্তান প্রসব করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এমনিভাবে উভয়ে যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তার বিছানাতেই শিশুটির জন্ম হয়েছে, তবে সে সাক্ষ্যও গ্রহীত হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৫. মাসআলা ঃ মুনীব যদি যিম্মী ও ক্রীতদাসী মুসলিম হয়, তখন দু'জন সাক্ষী তার বিরুদ্ধে অনুরূপ সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে।

যদি মুনীব দাবীদার ও ক্রীতদাসী অস্বীকারকারিণী হয় তবে ক্রীতদাসীর বিরুদ্ধে যিম্মী দু'জনের সাক্ষ্য বৈধ হবে না। এ মাসআলার ব্যাখ্যা এই যে, ক্রীতদাসী একথা অস্বীকার করল যে, সে এই মুনীবের ক্রীতদাসী। পক্ষান্তরে সে যদি স্বীকার করে যে, সে এই মুনীবের ক্রীতদাসী, তবে মুনীবের একার এই দাবীই যথেষ্ট যে, তার বাচ্চাটি তারই ঔরসজাত। তখন ক্রীতদাসীর অস্বীকৃতির কোন মূল্য থাকবে না। যদি উভয়ে মুসলিম হয় এবং দাবী সম্পর্কে মুনীবের পিতা একা সাক্ষ্য দেয়, তবে সে সাক্ষ্য বৈধ হবে না। যদি মুনীবের দুই পুত্র সাক্ষ্য দেয়, তবে বৈধ হবে যদি মুনীব নিজে তা অস্বীকার করে থাকে (আল-মাবসূত)।

দাবীর প্রকারভেদ

২৬. মাসআলা ঃ দাবী তিন প্রকার : (ক) ইস্‌তীলাদ অর্থাৎ সন্তান জন্মানোর দাবী; (খ) তাহ্‌রীর অর্থাৎ মালিকানার দাবী (গ) মুবহাতুল-মিল্‌ক অর্থাৎ উপমালিকানার দাবী।

'ইস্‌তীলাদের দাবী'-এর অর্থ এমন কোন সন্তানকে নিজ পুত্র বলে দাবী করা, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, তার ভ্রূণ সঞ্চার হয়েছিল তারই মালিকানায়। এ দাবী মালিকানার ভেতরও হতে পারে এবং মালিকানা ছাড়াও হতে পারে। তবে যখন গর্ভসঞ্চার হয়েছিল, সেই সময়ের সংগেই দাবী সংযুক্ত হবে। মাঝখানে যে সব চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল তা সব রহিত হয়ে যাবে—যদি বাচ্চাটি এমন হয় যে, তার নসব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং তার উপর যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল তাও রহিত হওয়ার অবকাশ রাখে। এরূপ দাবীর ফলে ধরে নেওয়া হবে যে, সে স্বীকার করে নিল যে, গর্ভ সঞ্চারকালে ক্রীতদাসীটির সংগে সংগম করেছিল। ক্রীতদাসীর উম্মু ওয়ালাদ হওয়ার ব্যাপারটি নির্ভর করে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপর।

'তাহ্‌রীর'-এর দাবী বলতে এমন সন্তানের নসব দাবী করাকে বুঝায়, যার ভ্রূণ সঞ্চার দাবীদারের মালিকানায় হয়নি। এরূপ দাবী সহীহ্ হয় নিজ মালিকানার ভেতর। মালিকানা ছাড়া সহীহ্ হয় না। আর এর দ্বারা দাবীদার কর্তৃক স্বীকার করে নেওয়া হয় না যে, সে তার সাথে সংগম করেছিল। এমনিভাবে ইতোমধ্যে বাচ্চাটিতে কোন চুক্তি হয়ে থাকলে তাও এ দাবীর কারণে রহিত হয়ে যাবে না। যে সকল ক্ষেত্রে ইত্‌ক (দাসমুক্তি) প্রতিষ্ঠা সম্ভব কেবল সে ক্ষেত্রেই এরূপ দাবী বৈধ। অন্যত্র বৈধ নয়। সুতরাং কেউ যদি কোন গর্ভবতী দাসী কেনে, তারপর দাবী করে যে, বাচ্চাটি তার ঔরসজাত, তবে এটা 'তাহ্‌রীর'-এর দাবী সাব্যস্ত হবে।

শুব্‌হাতুল-মিল্‌ক (উপমালিকানা)-এর দাবী হচ্ছে নিজ পুত্রের ক্রীতদাসীর সন্তানকে নিজের সন্তান বলে দাবী করা (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৭. মাসআলা ঃ শুব্‌হাতুল-মিল্‌কের দাবী সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে যে, (ক) পুত্রের যে ক্রীতদাসীর সন্তানকে পিতা নিজ সন্তান বলে দাবী করবে, তার গর্ভ সঞ্চার হতে পিতৃত্বের দাবী পর্যন্ত সময়কালে তার উপর পিতার মালিকানার পক্ষে কোন ব্যাখ্যা থাকতে হবে। (খ) গর্ভসঞ্চার হতে দাবীকাল পর্যন্ত তার উপর মালিকানা লাভের অধিকার থাকতে হবে এবং (গ) ক্রীতদাসীটি এমন হতে হবে যে, এক মালিকানা হতে অন্য মালিকানায় তার স্থানান্তর সম্ভব (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি দুই দাবী একত্র হয়, তবে তাহ্‌রীরের দাবী অপেক্ষা ইস্‌তীলাদের দাবীই অগ্রগণ্য হবে। যদি তাহরীরের দাবী ইস্‌তীলাদের দাবীর আগে হয়ে থাকে, তবে সেটাই অগ্রাধিকার পাবে। শুব্‌হাতুল-মিল্‌কের দাবী অপেক্ষা তাহ্‌রীরের দাবী শক্তিশালী বিবেচিত হবে।

ক্রীতদাসীটি যার বিবাহাধীন, সন্তানের উপর তার দাবী উল্লিখিত তিনও দাবীর উপর অগ্রাধিকার পাবে, তাতে তার বিবাহ সহীহ্ হোক বা ফাসিদ (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রেতা ও ক্রেতার দাবী প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি ক্রীতদাসী বিক্রি করল এবং ক্রেতার কাছে সেটি সন্তান জন্ম দিল। তো তার সন্তানটি যদি বিক্রির পর ছ' মাসের কম সময়ে জন্ম নেয় এবং বিক্রেতা সন্তানটির পিতৃত্ব দাবী করে বা দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা তাকে নিজ সন্তান হিসেবে স্বীকার করেছে, তবে তার থেকে সন্তানটিকে নসব সাব্যস্ত হবে এবং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। ফলে বিক্রি রহিত হয়ে যাবে এবং ক্রেতার দেওয়া মূল্য ফেরত দিতে হবে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২. মাসআলা ঃ যদি ক্রেতা দাবী করে, সেটি তার সন্তান তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে এবং তার থেকে সন্তানটির নসব সাব্যস্ত হবে। ফলে ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে (এক্ষেত্রে ক্রেতার দাবী হবে তাহরীরের দাবী (অর্থাৎ তার পক্ষ হতে সে সন্তান আযাদ হয়ে যাবে)। ফলে সন্তানটির উপর তার ওয়ালা (দাসমুক্তিজনিত উত্তরাধিকার) প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে তার পিতৃত্ব দাবী করে, তবে বিক্রেতার দাবীই অগ্রগণ্য হবে। যদি একজন আগে ও একজন পরে দাবী করে, তবে যে ব্যক্তি আগে দাবী করবে তারই অগ্রাধিকার লাভ হবে, তা সে যে-ই হোক (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৪. মাসআলা ঃ যদি বিক্রির ছ'মাস পর বা তদুর্ধ্ব দু' বছরের ভেতর সন্তান প্রসব করে এবং এ মেয়াদের কথা জানা থাকে, তারপর বিক্রেতা একা তার নসব দাবী করে, তবে ক্রেতার তাসদীক ছাড়া তা গৃহীত হবে না। যদি ক্রেতা একা দাবী করে, তবে তা সহীহ্ হবে। এ ক্ষেত্রে তার দাবী 'ইস্তীলাদের' দাবী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সন্তানটি জন্মগতভাবেই স্বাধীন বিবেচিত হবে। কাজেই তার উপর ক্রেতার ওয়ালা প্রতিষ্ঠিত হবে না (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি উভয়ে একত্রে বা পরপর দাবী করে, তবে ক্রেতার দাবী সহীহ্ হবে, বিক্রেতার নয়। যদি দু'বছরেরও বেশী সময়ের ব্যবধানে সন্তান প্রসব করে, তবে ক্রেতার তাসদীক ছাড়া বিক্রেতার দাবী বৈধ হবে না। ক্রেতা যদি তার দাবী তাসদীক করে, তবে তার থেকে সন্তানটির নসব সাব্যস্ত হবে। এক্ষেত্রে বিক্রি রহিত হবে না এবং ক্রীতদাসীটিও তার উম্মু ওয়ালাদ হবে না। আর সন্তানটি ক্রেতার মালিকানায় থেকে যাবে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৬. মাসআলা ঃ যদি ক্রেতা একা তার দাবী করে, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে এবং তার দাবী ইস্তীলাদের দাবী সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ যদি তারা উভয়ে একত্রে বা একের পর অন্যজন দাবী করে, তবে ক্রেতার দাবী শুদ্ধ হবে। এ সবই সেই অবস্থায়, যখন সন্তান প্রসবের মেয়াদ জানা থাকবে। পক্ষান্তরে বিক্রির কতকাল পর প্রসব করেছে তা যদি জানা না থাকে এবং মেয়াদ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তবে ক্রেতার তাসদীক ছাড়া বিক্রেতার দাবী শুদ্ধ হবে না। কিন্তু ক্রেতার দাবী শুদ্ধ হবে। যদি উভয়ে একত্রে দাবী করে, তবে কারও দাবী সহীহ্ হবে না। যদি ক্রেতা আগে দাবী করে তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে। যদি বিক্রেতা আগে দাবী করে, তবে কারও দাবী শুদ্ধ হবে না, তাতে বিক্রেতা যিম্মী হোক বা মুকাতাব এবং ক্রেতা স্বাধীন হোক বা মুসলিম।

যদি বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই বিক্রেতা তার নসব দাবী করে, তবে জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত ফায়সালা স্থগিত থাকবে। জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার দাবী কার্যকর হবে।

ক্রীতদাসী গর্ভসঞ্চার যদি বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় না হয়, বরং সে তাকে ক্রয়ই করে গর্ভাবস্থায় এবং তারপর তাকে বিক্রি করে দেয়, তবে তার দাবী সহীহ্ হবে না। বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিলে বিক্রেতার কথাই গৃহীত হবে যে, তার কাছে থাকাকালেই গর্ভসঞ্চার হয়েছে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখসী)।

৮. মাসআলা ঃ কোন ক্রীতদাসী যদি কারও মালিকানায় থাকা অবস্থায় গর্ভবতী হয়, তারপর মালিক তাকে বিক্রি করে দেয় এবং বিক্রির পর ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর ক্রেতার কাছে সে সন্তান প্রসব করে, এরপর বিক্রেতা সন্তানটির পিতৃত্ব দাবী করে এবং ইতোমধ্যে ক্রেতা ক্রীতদাসীকে বিক্রি করে দেয়, তবে সন্তানটি বিক্রেতার পুত্র সাব্যস্ত হবে এবং তাকে আযাদ বলে রায় দেওয়া হবে। কিন্তু সে রায় মায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ফলে সে তার উম্মু ওয়ালাদ হবে না। ক্রেতা যদি বাচ্চাটিকে আযাদ করে থাকে তবে বিক্রেতার দাবী সহীহ হবে না। বাচ্চাটির ব্যাপারেও নয় এবং তার মায়ের ব্যাপারেও নয়। যদি মাকে আযাদ করে থাকে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার অংশের মূল্য ফেরত দিতে হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পূর্ণ মূল্যই ফেরত দিতে হবে এবং এটাই সহীহ্। 'আল-মাবসূত'-গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তিনও ইমামের মতে কেবল বাচ্চার অংশের মূল্য ফেরত দেবে, মায়ের অংশের মূল্য নয় (আল-কাফী)।

৯. মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি ক্রীতদাসীটিকে মুদাব্বার বানায় অর্থাৎ ঘোষণা দেয় যে তার মৃত্যুর পর সে আযাদ, অথবা তাকে উম্মু ওয়ালাদ বানায়, তারপর বিক্রেতা দাবী করে যে, সন্তানটি তার পুত্র, তবে সন্তানটির অংশের মূল্য তার ফেরত দিতে হবে, মায়ের অংশের মূল্য ফেরত দিতে হবে না। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। যদি সন্তানটিকে মুদাব্বার বানিয়ে থাকে, তবে বিক্রেতার দাবী সহীহ্ হবে না (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি মা মারা যায়, তারপর বিক্রেতা বাচ্চাটির নসব দাবী করে, তবে তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে। তখন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত দিতে হবে। ক্রেতা যদি মা'কে বিক্রি করে বা হিবা করে বা বন্ধক রাখে বা ইজারা দেয় কিংবা মুকাতাব বানায়, তবে এসব চুক্তি বাতিল করে ক্রীতদাসীকে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে (আল-মাবসূত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি ক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় বাচ্চাটি মারা যায় বা নিহত হয় এবং সে ঘাতকের কাছ থেকে তার মূল্য আদায় করে নেয় এবং তারপর বিক্রেতা তার পিতৃত্ব দাবী করে, তবে এ দাবী বাতিল হবে।

অদ্রূপ ক্রেতা যদি সন্তানটিকে তার মালিকানা থেকে বের করে দেয় আর নতুন মালিক তাকে আযাদ করে দেয় বা মুদাব্বার বানায় কিংবা তার কাছে মারা যায় এবং তারপর বিক্রেতা তার পিতৃত্ব দাবী করে, তবে সে দাবীও বাতিল হবে।

ক্রেতা যদি সন্তানটিকে বিক্রি করে, বন্ধক রাখে, ইজারা দেয় বা মুকাতাব বানায় এবং তারপর বিক্রেতা তার পিতৃত্ব দাবী করে, তবে তার সংগে সন্তানটির পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উল্লিখিত চুক্তিসমূহ বাতিল হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বাচ্চাটির হাত কেটে ফেলে এবং ক্রেতা তার কাছ থেকে তার মূল্য আদায় করে, তারপর বিক্রেতা তাকে নিজ সন্তান বলে দাবী করে, তবে তার দাবী শুদ্ধ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে। কিন্তু ক্রেতা যে আর্‌শ (হাত কাটার অর্থদণ্ড) আদায় করেছিল, তা তারই থেকে যাবে। বাকি বাচ্চা ও তার মাকে সম্পূর্ণ বিক্রিমূল্যের বিনিময়ে বিক্রেতার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। অবশ্য সে মূল্য থেকে হাতের অংশ বাদ যাবে। মায়ের হাত কাটা হলেও একই বিধান (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি বাচ্চাটির দুই চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হয়, ফলে ক্রেতা অপরাধকারীকে বাচ্চাটি দিয়ে দেয় এবং তার কাছ থেকে তার মূল্য আদায় করে নেয়, তারপর বিক্রেতা তার পিতৃত্ব দাবী করে, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে। কাজেই সে বিক্রিমূল্য ফেরত দিয়ে দেবে আর তখন অপরাধকারী তার প্রদত্ত মূল্য ক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নেবে। অপরাধকারীর উপর আর আর্‌শ আরোপিত হবে না। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)

১৪. মাসআলা ঃ কারও কাছে থাকা অবস্থায় যদি ক্রীতদাসী গর্ভবতী হয়, তারপর সে তাকে বিক্রি করে দেয় ও মূল্য কবযা করে, তারপর ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর ক্রেতার কাছে সে সন্তান প্রসব করে আর বিক্রেতা ঐ সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে, কিন্তু ক্রেতা তার দাবী প্রত্যাখান করে, তারপর সন্তানটি নিহত হয় বা তার হাত কেটে ফেলা হয়, তা অপরাধকারী স্বেচ্ছায় করুক বা ভুলে, তবে এক্ষেত্রে অপরাধকারীর উপর সেই দণ্ডই আরোপিত হবে, যা স্বাধীন ব্যক্তির হত্যা ও হস্তছেদনের ক্ষেত্রে হত।

যদি মা'কে হত্যা করত বা তার হাত কাটত, তবে উম্মু ওয়ালাদের ক্ষেত্রে যে দণ্ড আরোপিত হয় এ ক্ষেত্রেও অপরাধীর উপর তাই আরোপিত হবে।

যদি সন্তানটিই এ জাতীয় অপরাধ করে, তবে তা স্বাধীন ব্যক্তির অপরাধতুল্য হবে। যদি তার মা অপরাধ করে তবে তা উম্মু ওয়ালাদের অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে, যদিও কাযী দাবী অনুযায়ী রায় প্রদান না করে।

যদি মা ও পুত্র উভয়ে অপরাধ করে এবং সেটা দাবীর আগে হয়, তবে সেজন্য বিক্রেতা দায়ী হবে, ক্রেতা নয়। তখন ক্রেতার ইখতিয়ার লাভ হবে, যদি তার তা জানা থাকে (আল-হাবী)।

১৫. মাসআলা ঃ বিক্রিত ক্রীতদাসী যদি ক্রেতার কাছে সন্তান প্রসব করে এবং তা বিক্রির পর ছ'মাসের কম সময়ের ভেতর হয়, তারপর ছেলেটি বড় হয়ে যায় এবং ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায়ই তার ঔরসে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তারপর ক্রীতদাসীর পুত্রটি মারা যায় এবং পুত্রের পুত্র জীবিত থাকে এবং বিক্রেতা তাকে নিজ পৌত্র বলে দাবী করে, তবে তার সে দাবী বৈধ হবে না।

যে মহিলা থেকে লিআন নেওয়া হয়েছে, তার পুত্র যদি বড় হয়ে সন্তানের পিতা হয় এবং তারপর তার নিজের মৃত্যু হয়ে যায় ও পুত্র জীবিত থাকে এবং তখন লিআনকারী তাকে নিজ পৌত্র বলে দাবী করে, তবে তার সে দাবী বৈধ হবে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসী যদি ক্রয়ের পর ছ'মাসের কম সময়ের ভেতর, ক্রেতার কাছে সন্তান জন্ম দেয়, তারপর দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সন্তানটির জন্ম মাত্রই বিক্রেতা তার পিতৃত্ব দাবী করেছে, কিন্তু বিক্রেতা তা অস্বীকার করে, তবে দেখতে হবে ক্রেতা তা দাবী করেছে কিনা। ক্রেতা তা দাবী করলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর ক্রেতা যদি তা দাবী না করে, তবে দেখতে হবে বাচ্চাটি ছেলে না মেয়ে। বাচ্চাটি মেয়ে হলে তখনও সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদি ছেলে হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সাক্ষ্য গৃহীত

হবে, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে এ সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার কথা নয়, না ছেলের ব্যাপারে এবং না মায়ের ব্যাপারে। ছেলের-ব্যাপারে নয় এ কারণে যে, তার মতে গোলামের মুক্তির ব্যাপারে দাবী ব্যতিরেকে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর ক্রীতদাসীর ব্যাপারে নয় এ কারণে যে, এক্ষেত্রে ক্রীতদাসীর অধিকার পুত্রের অধিকারের অধীন। আমাদের কতক মাশাইখ এমতই গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুসারেও এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেননা এ সাক্ষ্য যদিও গোলামের (পুত্রের) স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রদত্ত হয়েছে, কিন্তু এর ভেতর তার মায়ের সতীত্বের মর্যাদাও নিহিত রয়েছে, যে কারণে মা যদি এ সময় মৃতা হত, তবে তাঁর মতানুসারে এ সাক্ষ্য গৃহীত হত না। শায়খুল-ইসলাম খাহারযাদে (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন।

কেউ বলেন, ক্রীতদাসীটির মৃত্যু হয়ে থাকলেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেননা এস্থলে মূল উদ্দেশ্য পুত্রের স্বাধীনতা প্রমাণ নয়, বরং তার পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা। তার স্বাধীনতা প্রসংগক্রমে প্রমাণিত হয়ে যায়। আর পিতৃ-পরিচয় সম্পর্কে দাবী ছাড়াও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। শামসুল-আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) এ মত অবলম্বন করেছেন (আল-যাখীরা)।

১৭. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসী যদি কারও কাছে থাকা অবস্থায় গর্ভবতী হয়, তারপর সে তাকে বিক্রি করে দেয়, তারপর বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই সে ভ্রূণের পিতৃত্ব দাবী করে, কিন্তু ক্রেতা বলে, যে গর্ভবতী নয়, ফলে তাকে অন্যান্য মহিলাদের দেখানো হয় এবং তারা বলে, সে গর্ভবতী, তবে যতক্ষণ না বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার দাবী গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে গর্ভবতী হওয়ার ব্যাপারে ক্রেতা যদি তার দাবী স্বীকার করে, কিন্তু সেই সংগে একথাও বলে যে, এ গর্ভ তোমার ঔরসে নয়, তবুও ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতার দাবী গৃহীত হবে না।

যদি বিক্রির পর ছ'মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সে তারই পুত্র সাব্যস্ত হবে। যদি ছ'মাসের পরে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তার দাবী গৃহীত হবে না (আল-হাবী)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি বিক্রির পর ছ'মাসের কম সময়ের ভেতর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে, এর গর্ভসঞ্চার তোমার মালিকানায় ঘটেনি, বরং তুমি একে গর্ভবতী অবস্থায়ই কিনেছিলে আর বিক্রেতা বলে, না, বরং এর গর্ভসঞ্চার আমার মালিকানায় থাকা অবস্থায়ই হয়েছিল, তবে বিক্রেতার কথাই গৃহীত হবে। যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সমাধান ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুযায়ী সমাধান কী হবে, সে সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, তার মতানুসারেও সমাধান এ রকমই হবে। কেউ বলেন, তার মতানুসারে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। এ মাসআলার সমাধান বের করা হয়েছে যে মাসাআলাটির উপর কিয়াস করে তা নিম্নরূপ,

যদি বিক্রির একদিন পর ক্রেতার কাছে ক্রীতদাসী সন্তান প্রসব করে এবং বিক্রেতা সেটি দাবী করে, জবাবে ক্রেতা বলে, তোমার কাছে এটি গর্ভবতী হয়নি, তুমি তো আমার কাছে বিক্রির মাত্র এক মাস আগে এটা কিনেছিলে আর বিক্রেতা বলে, না, বরং এটা আমি এক বছর আগে কিনেছিলাম, তো ক্রয়ের তারিখ সম্পর্কে বিক্রেতার কথাই গৃহীত হবে। যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার ক্রীতদাসী বিক্রি করে এবং ক্রেতার কাছে সেটি সন্তান প্রসব করে, ফলে বিক্রেতা দাবী করে আমি এক মাস আগে এটা তোমার কাছে বিক্রি করেছি এবং এ বাচ্চা আমার ঔরসজাত আর ক্রেতা বলে, তুমি ছ'মাসেরও আগে এটা আমার কাছে বিক্রি করেছ, এ বাচ্চা তোমার ঔরসজাত নয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে ক্রেতার কথাই গৃহীত হবে। যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (আল-কাফী)।

২০. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসী কেনার কিছুদিন পর প্রকাশ পেল যে, সেটা গর্ভবতী। এ নিয়ে বিক্রেতার সংগে তার বিরোধ দেখা দিল। বিক্রেতা বলল, একে তোমার কাছেই রাখ। যদি গর্ভ টিকে থাকে, তবে তা আমারই ঔরসজাত। সেই সংগে সে তার গোলামকে আদেশ করল যেন ক্রেতাকে তার মূল্য ফিরিয়ে দেয় এবং তার কাছ থেকে ক্রীতদাসীটি কবযা করে। এ কথার পর চার মাস অর্থাৎ একশ' বিশ দিন পূর্ণ না হতেই ক্রীতদাসীটির গর্ভপাত ঘটল এবং দেখা গেল ভ্রূণটি পূর্ণতা লাভ করেছে। এক্ষেত্রে এটাই সাব্যস্ত হবে যে, বাচ্চাটি বিক্রেতার ঔরসজাত। কাজেই ক্রেতা ক্রীতদাসীকে ফেরত দেবে ও সে তার মূল্য ফেরত পাবে এবং ক্রীতদাসীটি বিক্রেতার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে (আল-ওয়াকিআতুল-হুসামিয়্যা)।

২১. মাসআলা ঃ বিক্রির পর ছ'মাস পূর্ণ না হতেই ক্রেতার কাছে ক্রীতদাসী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল, তারপর সে কন্যা বড় হলে এক পুত্রের জন্ম দিল। ক্রেতা সেই কন্যার পুত্রকে মুক্তিদান করল। এখন যদি বিক্রেতা কন্যার নসব দাবী করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কি? হ্যাঁ, তার দাবী শুদ্ধ হবে। যখন কন্যার ক্ষেত্রে তার দাবী শুদ্ধ হল, তখন তার পুত্রের ক্ষেত্রেও সে দাবী গৃহীত হবে। কাজেই তার উপর ক্রেতার হক বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ এমনিভাবে কন্যাটি যদি বড় হয়ে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়, তখনও বিক্রেতার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

২৩. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসীটি যদি বিক্রেতার কাছে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে, তারপর সেই কন্যা বড় হয় ও একটি পুত্রের জন্ম দেয়, তারপর পুত্রকে বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতা তাকে আযাদ করে দেয়, তারপর বিক্রেতা দাবী করে যে, সে-ই কন্যাটির পিতা, তবে বিক্রি ও মুক্তিদান উভয়ই বাতিল হয়ে যাবে।

যদি কন্যাকে বিক্রি করে এবং ক্রেতা তাকে মুক্তি দান করে এবং তারপর বিক্রেতা কন্যার পিতৃত্ব দাবী করে, তবে তার দাবী বৈধ হবে না। অবশ্য তার সংগে কন্যার পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত না হলেও কন্যার যে পুত্রটি বিক্রেতার কাছে আছে, সে আযাদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৪. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসীর গর্ভসঞ্চার হওয়ার পর যদি মুনীবের কাছে থাকা অবস্থায়ই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তারপর মুনীব তাকে বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতা তার গোলামের ঔরসে ক্রীতদাসীটি একটি সন্তানের জন্ম দেয়, তারপর গোলামটি (স্বামী) মারা যায় এবং ক্রেতা তাকে উম্মু ওয়ালাদ বানায় অর্থাৎ তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে, তারপর বিক্রেতা ক্রীতদাসীর যে পুত্রটি তার কাছে আছে, নিজেকে তার পিতা বলে দাবী করে, তবে তার সংগে সে পুত্রের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে গোলামের পুত্রটি তার অংশে মূল্যের বিনিময়ে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ক্রেতা যদি ক্রীতদাসীকে উম্মু ওয়ালাদ না বানিয়ে থাকে, তবে ক্রীতদাসী ও তার সেই সন্তান উভয়ই বিক্রেতার কাছে ফেরত যাবে। মূল্য বণ্টনের ব্যাপারে বিবেচনা করা হবে যে,

বিক্রির দিন ক্রীতদাসীটির মূল্য কী ছিল আর দ্বিতীয় পুত্রটির মূল্য তার জন্মকালে কী হতে পারে? বিক্রেতার মৃত্যুর পর তার সমুদয় সম্পত্তির অংশ হিসেবেই পুত্রটি আযাদ হয়ে যাবে।

বিক্রেতা যদি গোলামের পুত্রকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, তবে তার পক্ষ হতে সে আযাদ হয়ে যাবে, কিন্তু তার সংগে তার পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে না (আল-মাবসূত)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি গর্ভবতী অবস্থায় ক্রীতদাসী বিক্রি করে এবং বিক্রির একদিন পর ক্রেতার কাছে ক্রীতদাসীটি সন্তান প্রসব করে, তারপর কোন স্বামী ছাড়াই এক বছর পর আরও একটি সন্তানের জন্ম দেয়, এরপর বিক্রেতা ও ক্রেতা এক সংগে উভয় সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, সন্তান দুটি বিক্রেতার। যদি প্রথমে ক্রেতা দ্বিতীয় সন্তান সম্পর্কে দাবী করে, তবে সেটিকে তার পুত্র সাব্যস্ত করা হবে এবং ক্রীতদাসীকে তার উম্মু ওয়ালাদ বলা হবে। এরপর বিক্রেতা যদি প্রথম সন্তানটির পিতৃত্ব দাবী করে, তবে তার সংগে সে সন্তানের নসব পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য তাকে সে সন্তানের অংশের মূল্য ফেরত দিতে হবে। যদি প্রথমে তাদের দু'জনের কেউ কিছু দাবী না করে। পরিশেষে বিক্রেতা কেবল দ্বিতীয় সন্তানটিকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, তবে তার দাবী মেনে নেওয়া হবে না।

এমনিভাবে যদি প্রথম পুত্রটি মারা যায়, তারপর বিক্রেতা উভয় পুত্রের পিতৃত্ব দাবী করে, তখনও তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-হাবী)।

২৬. মাসআলা ঃ 'আল-জামি'-গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কারও ক্রীতদাসী যদি গর্ভবতী হয়, তারপর সে তাকে কারও কাছে বিক্রি করে ফেলে, তারপর ক্রেতার কাছে সেটি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে, তখন বিক্রেতার পিতা পুত্রটির পিতৃত্ব দাবী করে, কিন্তু ক্রেতা তা অস্বীকার করে আর বিক্রেতা তার পিতার দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, কিংবা সেও তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে তার দাবী বাতিল গণ্য হবে। তার সংগে ঐ পুত্রের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। ক্রেতা যদি তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করে এবং বিক্রেতা অস্বীকার করে, তবে তার দাবী গৃহীত হবে। কিন্তু ক্রেতা যে বিক্রেতার পিতার দাবী সমর্থন করল, এ কারণে সে মূল্যের দায় থেকে মুক্তি পাবে না। বিক্রেতার পিতারও ক্রীতদাসীর মূল্য বাবদ কিছুই পরিশোধ করতে হবে না এবং তার কাছে ক্রেতার সেই ক্রীতদাসী ও পুত্রের মূল্য বাবদ কোন প্রাপ্য সাব্যস্ত হবে না।

যদি বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে বিক্রেতার পিতার দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং তার সংগে পুত্রের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেবে আর পিতা বিক্রেতাকে ক্রীতদাসীর মূল্য পরিশোধ করবে (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ কোন ক্রীতদাসী যদি দু'টি জমজ সন্তানের জন্ম দেয়, তারপর মুনীব তাদের একজনকে বিক্রি করে ফেলে, তারপর বিক্রেতার পিতা সন্তান দু'টির পিতৃত্ব দাবী করে, কিন্তু বিক্রেতা ও ক্রেতা তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবু তার দাবী শুদ্ধ হবে এবং পুত্রদ্বয়ের নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে। এরপর পুত্রের হাতে যে সন্তানটি আছে সেটি বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে আর যেটি ক্রেতার হাতে আছে সেটি যথারীতি তার গোলামই থাকবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৮. মাসআলা ঃ মুনীব যদি একটি সন্তানসহ ক্রীতদাসীটি বিক্রি করে, তারপর বিক্রেতার পিতা উভয় সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে, কিন্তু বিক্রেতা ও ক্রেতা তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে পিতার দাবী বাতিল গণ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে ক্রীতদাসীটির ব্যাপারে পিতার দাবী গৃহীত হবে না বটে এবং সে তার উম্মু

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওয়ালাদও হবে না, কিন্তু পুত্রদ্বয়ের ব্যাপারে তার এতটুকু দাবী গৃহীত হবে যে, তারা তারই সন্তান। কিন্তু তার দাবী অনুযায়ী পুত্রদ্বয়কে আযাদ সাব্যস্ত করা হবে না। যে পুত্র বিক্রি করা হয়েছে, সে যথারীতি ক্রেতারই গোলাম থাকবে এবং যে পুত্র বাকি আছে সে মুক্তিলাভ করবে মূল্যের বিনিময়ে।

যদি ক্রেতা তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, কিন্তু বিক্রেতা অস্বীকার করে, তবে উভয় ইমামের মতে ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। কাজেই ক্রীতদাসীটির মূল্য পুত্রকে তার পরিশোধ করতে হবে। এমনিভাবে উভয় ইমামের মতে সন্তান দু'টির নসবও তার থেকে সাব্যস্ত হবে। যে সন্তানটি বিক্রি করা হয়েছে সে বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারেও কোন মতভেদ নেই। যে সন্তানটি বাকি আছে, পিতার পক্ষ হতে মূল্যের বিনিময়ে সে আযাদ হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে বিনামূল্যেই আযাদ হবে।

বিক্রেতা যদি তার পিতার দাবী সত্য বলে স্বীকার করে এবং ক্রেতা তা অস্বীকার করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বিক্রেতার পিতার সংগে সন্তান দু'টির নসব সাব্যস্ত হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে তাদের নসব হওয়ার কথা নয়। বরং বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত অনুসারে এটাই তাদের সকলের মত।

এক্ষেত্রে সন্তানের ব্যাপারে কী ফায়সালা হবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) তা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মা সম্পর্কে কী ফায়সালা হবে, তা উল্লেখ করেননি। কাযী ইমাম আবূ হাযিম (র) ও কাযী ইমাম আবুল-হায়ছাম (র) বলতেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুসারে বিক্রেতা দাবীদারকে অর্থাৎ পিতাকে ক্রীতদাসীর, যে পিতার উম্মু ওয়ালাদ, মূল্য পরিশোধ করবে। আর পিতা বিক্রেতাকে অর্থাৎ তার পুত্রকে ক্রীতদাসীর মূল্য আদায় করবে। আমাদের অধিকাংশ মাশাইখের মতে ইমামগণের কারও মতেই পিতা ও পুত্র কারও কোন মূল্য আদায় করতে হবে না (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা ঃ বিক্রিত ক্রীতদাসী যদি বিক্রির পর ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর দুটি জমজ সন্তান জন্ম দেয় এবং বিক্রেতা তাদের একটিকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, তবে তার দাবী সহীহ্ হবে এবং দু'টোরই নসব তার থেকে হবে। এ সময়ের মাঝে ক্রেতা মুক্তিদান বা বিক্রি যা-কিছু করবে তা বাতিল হয়ে যাবে।

এমনিভাবে যদি একটির জন্ম হয় ছয় মাসের আগে এবং অন্যটির জন্ম হয় ছয় মাস পর, তখনও একই বিধান।

যদি প্রথমে ক্রেতা তাদের পিতৃত্ব দাবী করে এবং তারপর বিক্রেতাও অনুরূপ দাবী করে, তবে বিক্রেতার দাবী গৃহীত হবে না। তাদেরকে ক্রেতারই সন্তান বলা হবে। কেউ যদি একজনের হাত কেটে ফেলে এবং ক্রেতা তার আর্‌শ (অর্থদণ্ড) গ্রহণ করে, তারপর বিক্রেতা তাদের পিতৃত্ব দাবী করে তবে তার দাবী গৃহীত হবে। আর্‌শ ও উপার্জন ক্রেতারই থাকবে। তাদের একজনকে যদি হত্যা করা হয় এবং ক্রেতা তার মূল্য আদায় করে নেয়, তবে নিহতের মূল্য তার ওয়ারিশগণ পাবে। তা 'দিয়াত'-এ রূপান্তরিত হবে না।

ক্রেতা যদি তাদের একজনকে আযাদ করে দেয়, তারপর তাকে হত্যা করা হয় এবং সে মীরাস রেখে যায়, ফলে ক্রেতা তার দিয়াত এবং ওয়ারিশ তার 'ওয়ালা' বুঝে নেয়, তারপর বিক্রেতা তাদের পিতৃত্ব দাবী করে, তবে তা গৃহীত হবে এবং সে ক্রেতার কাছ থেকে দিয়াত ও মীরাস গ্রহণ করবে আর ওয়ালা বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত ঃ আস-মারাখসী)।

৩০. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসী যদি মুনীবের কাছে দু'টি জমজ শিশু জন্ম দেয়, তারপর সে তাদের একটিকে বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতা তার কেনা শিশুটি সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার পুত্র, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে এবং উভয় সন্তানের নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে। অন্য শিশুটি আযাদ হবে না এবং ক্রীতদাসীও তার উম্মু ওয়ালাদ হবে না (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ যদি জমজ দুই শিশুর একটিকে বিক্রি করে দেয় এবং অন্যটির নসব দাবী করে, তবে তাদের উভয়ের নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে। এর আগে যদি ক্রেতা তাকে আযাদ করে থাকে, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায়ই ক্রীতদাসীর গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে। যদি তার মালিকানায় থাকা অবস্থায় গর্ভসঞ্চার না হয় এবং মাসআলার রূপ উপরের মতই হয় তখনও বিক্রেতার থেকেই শিশু দু'টির নসব সাব্যস্ত হবে। আর বিক্রেতার কাছে যে শিশুটি আছে, তার পক্ষ হতে সেটি আযাদ হয়ে যাবে। ক্রেতা যেটি আযাদ করেছে, সেটির আযাদী বাতিল হবে না এবং সেটির বিক্রিও বহাল থাকবে (আল-কাফী)।

৩২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি জমজ দুই গোলাম কিনল, যারা অন্য কারও মালিকানায় জন্ম নিয়েছে। তারপর সে তাদের একজনকে বিক্রি করে ফেলল। তারপর তাদের নসব দাবী করল। এক্ষেত্রে তার সংগে তাদের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু যেটি বিক্রি করেছে, তার বিক্রি বাতিল হবে না।

এমনিভাবে যদি ক্রেতা তাদের নসব দাবী করে, তবে তাদের নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে। যেটি বিক্রেতার কাছে আছে, সেটি যাবৎ তার গোলামই থাকবে (আল-মাসবূত)।

৩৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির একটি ক্রীতদাসী তার কাছে থাকা অবস্থায় গর্ভবতী হল। সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। সেটি তার কাছেই বড় হল। সে তার একটি ক্রীতদাসীকে তার সংগে বিয়ে দিল। তার গর্ভে ঐ পুত্রের এক পুত্র সন্তান জন্ম নিল। তারপর মুনীব এই দ্বিতীয় পুত্রকে বিক্রি করল, যাকে ক্রেতা আযাদ করে দিল। এরপর যদি বিক্রেতা প্রথম পুত্র (দ্বিতীয় পুত্রের পিতা)-এর নসব দাবী করে, তবে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মুক্তিদান ও বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। আর তাকে তার বিক্রি মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

বিক্রেতা যদি প্রথম পুত্রের নসব দাবী না করে বরং দ্বিতীয় পুত্রের নসব দাবী করে, তবে তাতে কর্ণপাত করা হবে না (আত-তাতারখানিয়া, আল-খিযানা)।

৩৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি পুত্রসহ ক্রীতদাসী কিংবা গর্ভবতী ক্রীতদাসী ক্রয় করে, তারপর তাকে বিক্রি করে দেয়, তারপর ক্রেতার কাছ থেকে বা অন্য কারও কাছ থেকে তাকে ক্রয় করে আনে এবং তার পুত্রের নসব দাবী করে, তবে তার সে দাবী বৈধ হবে—যদি সে পুত্র দাবীর সময় তার মালিকানায় থাকে। ইতোমধ্যে যদি মা ও পুত্রটির মধ্যে বিক্রি বা অন্য কোন চুক্তি হয়ে থাকে, তবে তা রহিত হবে না। যদি গর্ভসঞ্চার তার মালিকানায় হয়ে থাকে, তবে বিক্রি ও অন্যান্য চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

৩৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি জমজ দুই গোলামের একজনকে এবং তার ভাই অন্যজনকে ক্রয় করে, তারপর তাদের একজন তার হাতের গোলামটিকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, তবে তার সংগে উভয়ের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ভাইয়ের হাতে যে গোলাম আছে আত্মীয়তার কারণে সে আযাদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৩৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি তিন দিনের ইখতিয়ারের শর্তে ক্রীতদাসী কেনে, তারপর তৃতীয় দিন তার কাছে সেটি সন্তান প্রসব করে এবং ক্রেতা তার নসব দাবী করে, তবে তার দাবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

গৃহীত হবে। ইখতিয়ার যদি বিক্রেতার থাকে এবং ক্রেতা সন্তানটির নসব দাবী করে, তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার বাকি থাকবে। সে যদি বিক্রি অনুমোদন করে, তবে ক্রেতার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, যেমন বিক্রি অনুমোদনের পর নতুনভাবে দাবী করলে তাই হত। বিক্রেতা যদি বিক্রি রহিত করে, তবে ক্রেতার দাবী বাতিল হয়ে যাবে (আল-মাবসূত)।

৩৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও কাছ থেকে এই শর্তে দু'টি ক্রীতদাসী এক হাজার দিরহামে কিনল যে, তার এ দু'টের মধ্যে যে-কোন একটা রাখার ইখতিয়ার থাকবে ও অন্যটি ফেরত দিতে পারবে। ক্রীতদাসী দু'টি তার কাছে এসে সন্তান প্রসব করল। সে স্বীকার করল যে, শিশু দু'টি তারই ঔরসজাত, কিন্তু সে কার সংগে প্রথমে সংগম করেছে তা নির্দিষ্ট করে বলল না। এক্ষেত্রে সেই ক্রীতদাসীর সন্তানের ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি গৃহীত হবে, যার ক্ষেত্রে বিক্রি চূড়ান্ত হবে আর তা স্থির হতে ক্রেতার ইখতিয়ার দ্বারা। সুতরাং সে যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব তারই। আর সে মারা গেলে এ দায়িত্ব তার ওয়ারিশদের ওয়ারিশগণ যদি বলে, আমাদের পিতা এই। ক্রীতদাসীর প্রথমে সংগম করেছে, তবে মৃত ব্যক্তির সংগে সেই ক্রীতদাসীর সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ওয়ারিশদের সংগে সেও তার উত্তরাধিকার লাভ করবে আর সে ক্রীতদাসী মৃত ব্যক্তির উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। তার মৃত্যুর ফলে সে আযাদ হয়ে যাবে। ওয়ারিশগণ বিক্রেতাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে এবং তা করবে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি হতে। আর অন্য ক্রীতদাসীটিকে তার উক্‌র (সংগমের মোহরানা)-সহ বিক্রেতার কাছে ফেরত দেবে। সে আবার বিক্রেতার ক্রীতদাসী হয়ে যাবে যেমন মৃত ব্যক্তির ব্যাখ্যা দ্বারা হত।

ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ যদি বলে, আমাদের পিতা এই ক্রীতদাসীটির সংগে প্রথমে সংগম করেছে, আবার কেউ বলে, না, বরং ওই ক্রীতদাসীর সংগে প্রথমে সংগম করেছে, তবে যে ওয়ারিশ প্রথমে বলবে, তার স্থিরীকৃত ক্রীতদাসীটিই মৃত ব্যক্তির উম্মু ওয়ালাদ হবে। সুতরাং অন্যটিকে ফেরত দিতে হবে।

ওয়ারিশগণ যদি সকলেই একমত হয় যে, তাদের পিতা প্রথমে কার সংগে সংগম করেছে তা তারা জানে না, তবে মৃত ব্যক্তির সংগে দুই সন্তানের কোনটিরই নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। বরং প্রত্যেক শিশুর ও প্রত্যেক মায়ের অর্ধেক করে আযাদ হয়ে যাবে বাকি অর্ধেকের জন্য তারা প্রত্যেকে অর্থোপর্জন করবে এবং তার মূল্য পরিশোধ করে তারা আযাদ হয়ে যাবে। ওয়ারিশগণ বিক্রেতাকে প্রত্যেক ক্রীতদাসীর অর্ধেক মূল্য ও প্রত্যেকের অর্ধেক 'উক্‌র (সংগমের বিনিময়ে প্রদত্ত মোহরানা) পরিশোধ করবে এবং তারা তা করবে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে।

ক্রেতা যদি মারা না যায় এবং সে উভয় শিশুর নসব দাবী করে, অন্যদিকে বিক্রেতাও উভয়ের নসব দাবী করে, তবে এর দুই অবস্থা হতে পারে,

(ক) বিক্রেতার দাবী হয়ত ক্রেতার দাবী পরে হবে। এক্ষেত্রে ক্রেতা যেই শিশুটিকে ফেরত দেবে সেই শিশুও তার মায়ের ব্যাপারে বিক্রেতার দাবী গৃহীত হবে। তাতে তাদের জন্ম যখনই হোক, বিক্রির পর ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার আগে হোক বা পরে।

(খ) অথবা উভয়ে একই সংগে দাবী করে। এক্ষেত্রে শিশু দু'টির জন্ম যদি ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পর হয়, তবে যে শিশু বিক্রেতার কাছে ফিরে আসবে তার ব্যাপারে বিক্রেতার দাবী সহীহ্ হবে। যে শিশু ক্রেতার থেকে যাবে তার ব্যাপারে বিক্রেতার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের জন্ম যদি ছয় মাসের আগেই হয়ে যায়, তবে উভয়ের ব্যাপারে বিক্রেতার দাবীই অগ্রাধিকার পাবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার উম্মু ওয়ালাদ বিক্রি করে এবং ক্রেতারও জানা থাকে যে, সেটি বিক্রেতার উম্মু ওয়ালাদ, এরপর তার একটি সন্তান জন্ম নেয় এবং ক্রেতা তার নসব দাবী করে, তবে তার সে দাবী বৈধ হবে না। বরং সে শিশু বিক্রেতারই পুত্র সাব্যস্ত হবে। বিক্রেতা যদি তাকে নিজ পুত্র বলে অস্বীকার করে, তবে ইস্‌তিহ্‌সান অনুযায়ী ক্রেতার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তার উপর বিক্রেতার হক হবে তার মায়ের মত। এমনিভাবে ক্রেতার যদি জানা থাকে যে, সেটি বিক্রেতার উম্মু ওয়ালাদ, কিন্তু বিক্রেতা তাকে অস্বীকার করলে সে আযাদ হয়ে যাবে, তথাপি ক্রেতা তার নসব দাবী করে, তখনও একই হুকুম (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নিজ পুত্রের ক্রীতদাসীর সন্তানের নসব দাবী প্রসঙ্গ

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির ক্রীতদাসী সন্তান প্রসব করল। লোকটির পিতা দাবী করল সন্তানটি তার, কিন্তু ক্রীতদাসীটির গর্ভসঞ্চার তার পুত্রের মালিকানায় হয়নি। পুত্র পিতার দাবী অস্বীকার করল। এক্ষেত্রে পিতার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। হ্যাঁ, পুত্র যদি অস্বীকার করে, তবে গৃহীত হবে। কিন্তু সে ক্রীতদাসীটির মালিক হবে না, ঠিক তৃতীয় কোন ব্যক্তি দাবী করলে যেমন হত। সন্তানটি তার মুনীবের পক্ষ হতে আযাদ হয়ে যাবে।

এমনিভাবে কেউ যদি তার পুত্রের মুদাব্বার বা উম্মু ওয়ালাদের এমন সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে, যাকে তার পুত্র নিজ সন্তান হিসেবে স্বীকার করেনি, কিংবা পুত্রের এমন মুকাতাব দাসীর সন্তানের নসব দাবী করে, যার জন্ম হয়েছে কিতাবাত-চুক্তির পর, কিংবা তার আগে, তবে পুত্রের তাসদীক ছাড়া তার দাবী গৃহীত হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ পুত্র যদি গর্ভবর্তী ক্রীতদাসী কেনে এবং তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তাকে বিক্রি করে দেয়, তারপর তার সন্তান জন্ম নেয় এবং বিক্রেতার পিতা তার নসব দাবী করে, তবে তাকে তার দাবী বৈধ হবে না (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির একটি ক্রীতদাসী তার মালিকানায় থাকা অবস্থায় গর্ভবতী হল। তারপর সে তাকে গর্ভবতী অবস্থায় বিক্রি করে দিল এবং ক্রেতা তাকে কবযা করল। তারপর বিক্রেতা আবার তাকে ক্রয় করল এবং তার দখলে আসার পর ছয়মাসের কম সময়ের ভেতর সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। তার পিতা দাবী করল যে, সন্তানটি তার। এখন পুত্র যদি তার দাবী অস্বীকার করে, তবে তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে। আর সে যদি পিতার দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে ক্রীতদাসীটি মূল্যের বিনিময়ে তার উম্মু ওয়ালাদ হবে এবং পুত্রের নসব তার সংগে প্রতিষ্ঠিত হবে। পুত্রটি বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে। ক্রেতা যদি ক্রীতদাসীটি বিক্রেতার কাছে বিক্রি না করত, বরং কোন দোষের কারণে কাযীর ফায়সালাক্রমে বা কাযীর ফায়সালা ছাড়াই তাকে বিক্রেতার কাছে ফেরত দিত অথবা তাকে ফেরত দিত শর্তজনিত ইচ্ছাধিকার (خيار الشرط) বা অবলোকনজনতি ইচ্ছাধিকার (خيار الرية) -এর ভিত্তিতে অথবা যদি বিক্রিই ফাসিদ হত এবং কবযার পর সেই 'ফাসাদ-এর কারণে তাকে ফেরত দিত এবং তারপর বিক্রেতার পিতা সন্তানটির নসব দাবী করত, তবে তখনও একই রকম সমাধান হত (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার ক্রীতদাসীর সংগে সংগম করে, তারপর ক্রীতদাসীটি সন্তান জন্ম দেয়, এরপর তার পিতা সে সন্তানটি নিজ পুত্র বলে দাবী করে, তবে তার দাবী বৈধ হবে (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা ঃ পিতা যদি বলে, আমি আমার পুত্রের ক্রীতদাসীর সংগে সংগম করেছি, যদিও আমার জানা ছিল সে আমার পক্ষে হারাম, তবে তার দাবী বৈধ হবে এবং তার সংগে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, যেমন না জেনে সংগম করলে হত (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার পুত্রের ক্রীতদাসীর সন্তানকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে এবং পুত্রকে ক্রীতদাসীর মূল্য দিয়ে দেয়, তারপর কোন লোক সে ক্রীতদাসীর উপর স্বীয় মালিকানা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়, তবে সে পিতার কাছ থেকে ক্রীতদাসী, তার 'উক্‌র ও তার পুত্রের মূল্য নিয়ে যাবে। তারপর পিতা তার পুত্রকে ক্রীতদাসীর মূল্য বাবদ যা দিয়েছিল তা তার কাছ থেকে ফেরত নেবে (আয-যাখীরা)।

৭. মাসআলা ঃ যদি পুত্র নিজেই প্রথমে সন্তানটির নসব দাবী করে এবং তারপর পিতা তা দাবী করে অথবা উভয়ে একই সংগে দাবী করে, তবে পুত্রেরই অগ্রাধিকার লাভ হবে (আল-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার পুত্রের ক্রীতদাসীর সন্তানকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে এবং পুত্র হয় স্বাধীন মুসলিম আর পিতা গোলাম, বা মুকাতাব কিংবা কাফির, তবে তার দাবী বৈধ হবে না। যদি পিতা মুসলিম ও পুত্র অমুসলিম হয়, তবে দাবী সহীহ্‌ হবে। এটাই সঠিক মত। যদি উভয়ে যিম্মী হয় এবং তাদের ধর্ম আলাদা হয়, তবে সন্তানটির ব্যাপারে পিতার দাবী বৈধ হবে (আল-মাবসূত)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির ক্রীতদাসী তার মালিকানায় থাকা অবস্থায় গর্ভবতী হলে এবং একটি বাচ্চা প্রসব করল। লোকটি দাদা দাবী করল বাচ্চাটি তার। ওদিকে তার পিতা জীবিত, তা বাস্তবেই হোক বা আইনতঃ, যেমন পিতা হয়ত স্বাধীন মুসলিম ছিল। এক্ষেত্রে দাদার দাবী বাতিল গণ্য হবে। পিতা যদি খৃস্টান এবং দাদা ও নাতি মুসলিম হয় অথবা পিতা গোলাম বা মুকাতাব এবং দাদা ও নাতি স্বাধীন হয়, তবে দাদার দাবী বৈধ হবে।

পিতা যদি মুরতাদ হয় এবং দাদা ও নাতি হয় মুসলিম, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দাদার দাবী স্থগিত থাকবে। পিতা ইসলাম গ্রহণ করলে তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে আর যদি মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় বা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে। যদি তারা সকলেই স্বাধীন মুসলিম হয় তারপর পিতা মারা যায় এবং তখন ক্রীতদাসীটি গর্ভবতী থাকে, তারপর পিতার মৃত্যুর পর ছয়মাস পূর্ণ না হতেই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং দাদা তার নসব দাবী করে, তবে তার দাবী বৈধ হবে না।

এমনিভাবে পিতা যদি খৃস্টান হয় এবং দাদা ও নাতি মুসলিম, তারপর ক্রীতদাসীটির গর্ভাবস্থায় পিতার মৃত্যু হয়ে যায় এবং তারপর ছয়মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে দাদার দাবী বাতিল হয়ে যাবে।

এমনিভাবে পিতা যদি মুকাতাব হয় এবং সে কিতাবাতের অর্থ পরিশোধ করে এবং দাদার দাবীর আগেই সে মুক্তিলাভ করে অথবা পিতা যদি গোলাম থাকে এবং দাদার দাবীর আগেই সে মুক্তিলাভ করে, তবে দাদার দাবী বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসীর গর্ভ সঞ্চারের সময় থেকে দাদা কর্তৃক সন্তানের নসব দাবীর কাল পর্যন্ত পিতা যদি সম্পূর্ণ বোধবুদ্ধিহীন থাকে। তবে দাদার দাবী গৃহীত হবে। সে যদি ইতোমধ্যে সুস্থ হয়ে যায় এবং তারপর দাদা দাবী করে, তবে তার দাবী বাতিল গণ্য হবে (আল-হাবী)।

১১. মাসআলা ঃ দাদা সন্তানের নসব দাবী করার আগেই যদি পিতা আরোগ্য লাভ করে তারপর সে সন্তানের নসব দাবী করে তবে ইস্‌তিহ্‌সান অনুযায়ী তার দাবী বৈধ হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসীর সন্তানের নসব দাবী

১. মাসআলা ঃ দুই শরীকের ক্রীতদাসী যদি সন্তান জন্ম দেয়, আর তাদের একজন তার নসব দাবী করে, তবে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হবে। শরীকের অংশে সে মালিকানা লাভ করবে ঐ অংশের মূল্যের বিনিময়ে। আর্থিকভাবে সে সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল। শরীককে তার অর্ধেক উক্‌র ও প্রদান করতে হবে। বাচ্চার মূল্য বাবদ কিছুই দিতে হবে না (আল-হাবী)।

২. মাসআলা ঃ বাদী যদি তার শরীককে বলে, এই ক্রীতদাসীটি আমার ঔরসে সন্তান জন্ম দেওয়ার আগে তোমার ঔরসে একটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছিল এবং তুমি তার নসব দাবী করেছিলে, ফলে সে তোমার উম্মু ওয়ালাদ সাব্যস্ত হয়েছিল, আর শরীকও তার এ কথা সত্য বলে স্বীকার করে, কিন্তু ক্রীতদাসীটি তা অস্বীকার করে, তবে ক্রীতদাসী ও তার সন্তানের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং বাদীর পক্ষ হতে তাদের জন্য যে সকল হক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা বাতিল হবে না এবং বাদীর মূল্য আদায়ের দায় থেকেও রেহাই পাবে না। বরং উম্মু ওয়ালাদ হিসেবে ক্রীতদাসীটি যে মূল্য হয়, তাকে তার অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে। আমাদের কোন কোন মাশাইখের মতে এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে স্বীকারকারী (বাদী) যার অনুকূলে স্বীকার করেছে, তাকে তার কোন মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। কেউ বলেন, এটা তিনও ইমামের মত। এটাই বেশী যুক্তিসংগত এবং বিশুদ্ধতার বেশী নিকটবর্তী।

ক্রীতদাসীটি যদি অর্থোপার্জন করে কিংবা তাকে বা তার সন্তানকে হত্যা করা হয়, এবং তার দিয়াত আদায় করা হয়, তবে তা সবই স্বীকারোক্তিদাতার প্রাপ্য।

বাদী যদি তার শরীককে বলে, তুমি ইতোপূর্বে তাকে আযাদ করেছিলে আর শরীক তার একথা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে ক্রীতদাসীটি আযাদ হয়ে যাবে। আর বাদী যে এর মধ্যে তার সংগে সংগম করেছে, এজন্য তাকে তার অর্ধেক মূল্য বা অর্ধেক 'উক্‌র বাবদ কিছুই প্রদান করতে হবে না।

৩. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির একটি যৌথ ক্রীতদাসী আছে। তাদের একজন বলল, এটি আমার উম্মু ওয়ালাদ এবং তোমার উম্মু ওয়ালাদ কিংবা বলল, এটি আমাদের উম্মু ওয়ালাদ, শরীক যদি তার একথা সমর্থন করে, তবে ক্রীতদাসীটি তাদের উভয়ের উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাদের একজনের অন্যজনকে কোন মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। যদি উভয়ে একই সংগে এরূপ দাবী করত তখনও একই হুকুম হত। যদি শরীক তার কথা অস্বীকার করে, তবে স্বীকারকারী তাকে ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে হবে, তাতে সে আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল। সেই সংগে শরীককে তার অর্ধেক 'উক্‌রও প্রদান করতে হবে। এরপর ক্রীতদাসীটির অর্ধেক তার (স্বীকারকারীর) উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং বাকি অর্ধেক উম্মু ওয়ালাদের পর্যায়ে স্থগিত অবস্থায় থাকবে। তারপর শরীক যদি আবার তার কথা স্বীকার করে নেয়, তবে ক্রীতদাসীটি তাদের উভয়ের উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং সে যে মূল্য গ্রহণ করেছিল তাকে তা ফেরত দিতে হবে।

শরীক যদি তার বক্তব্য স্বীকার করে না নেয় বরং পূর্বের অস্বীকৃতির উপরই অটল থাকে, তবে ক্রীতদাসীটির অর্ধেক স্বীকারকারীর উম্মু ওয়ালাদ হিসেবে থাকবে আর বাকি অর্ধেক উম্মু ওয়ালাদের পর্যায়ে স্থগিত অবস্থায় থাকবে। একদিন সে স্বীকারকারীর সেবা করবে এবং একদিন বিশ্রাম নেবে। যে অবস্থায় দ্বিতীয় শরীক প্রথম শরীকের বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করেছে, সে

অবস্থায় যদি তাদের একজন মারা যায়, তবে যে শরীক মারা যাবে, তার অর্ধেক আযাদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জীবিত শরীকের অংশের জন্য ক্রীতদাসীকে অর্থোপার্জন করতে হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে সে অংশের জন্য তাকে অর্থোপার্জন করতে হবে।

যে অবস্থায় দ্বিতীয় শরীক প্রথম শরীকের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে, সে অবস্থায় যদি এক শরীক মারা যায়, তবে তখনও যে মারা যাবে তার অর্ধেক আযাদ হয়ে যাবে, যে অস্বীকার করেছে তার জন্য ক্রীতদাসীকে অর্থোপার্জন করতে হবে না। যদি অস্বীকারকারী মারা যায়, তবে তার অংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং স্বীকারকারীর জন্য তার অর্থোপর্জন করতে হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। সাহিবাইনের মতে তাকে অর্থোপার্জন করে স্বীকারকারীর অংশের মূল্য আদায় করতে হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ তিন, চার বা পাঁচ ব্যক্তির যৌথ ক্রীতদাসী যদি সন্তানের জন্ম দেয় এবং তারা সকলে একই সংগে তার নসব দাবী করে, তবে সে তাদের সকলেরই পুত্র সাব্যস্ত হবে এবং তাদের সকলের সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। ক্রীতদাসীটি হবে তাদের সকলের উম্মু ওয়ালাদ। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, দুইয়ের অধিক ব্যক্তির সংগে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সর্বোচ্চ তিন ব্যক্তির সংগে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, তার বেশী নয় (আল-বাদাঈ)।

৫. মাসআলা ঃ শরীকদের অংশ যদি সমহারে না হয়, তবে সে কারণে সন্তানের মাঝে তাদের অধিকারে কোন বেশকম হবে না। অবশ্য উম্মু ওয়ালাদের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে আনুপাতিক হারে (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা ঃ সন্তানের নসব দাবীকে যদি জন্মদানের দাবী হিসেবে গণ্য করা সম্ভব না হয়, তবে মুক্তিদানের দাবী হিসেবে গণ্য করা হবে।

'আয-যিয়াদাত'-গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দুই ব্যক্তির যৌথ ক্রীতদাসী যদি তাদের মালিকানায় আসার ছয়মাস বা তদুর্ধ সময়ের পর সন্তান প্রসব করে এবং প্রথম সন্তানের জন্মের ছয়মাস বা ততোধিককাল পর আরও একটি সন্তানের জন্ম দেয় এবং তখন এক শরীক বলে, ছোট সন্তানটি আমার পুত্র এবং বড়টি অন্য শরীকের আর সে শরীক তার এ বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করে, তবে ছোট ছেলেটির নসব তার দাবীদারের সংগে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। সুতরাং অপর শরীককে তার ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে হবে, তাতে সে সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল। সেই সংগে তাকে তার অর্ধেক 'উক্‌র ও প্রদান করতে হবে। ছেলেটির মূল্য বাবদ তাকে কিছুই দিতে হবে না।

বড় ছেলেটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে সেই শরীকের সংগে যে তাকে নিজ পুত্র বলে দাবী করেছে এবং সে বড় ছেলেটি মুক্তিদাতা সাব্যস্ত হবে। আর সে ছেলেটি যেহেতু তাদের যৌথ সম্পত্তি, সে কারণে শরীককে তার এ ছেলেটির অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে হবে যদি সে সচ্ছল হয়ে থাকে। আর অসচ্ছল হলে বড় ছেলেটি তার অর্ধেক মূল্যের জন্য অর্থোপার্জন করবে। ক্রীতদাসীটি বড় ছেলের দাবীদারের উম্মু ওয়ালাদ হবে না। কাজেই তার (সংগে সংগমের কারণে) অর্ধেক উক্‌র অন্য শরীককে তার আদায় করতে হবে। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন তার শরীক তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করবে। পক্ষান্তরে সে যদি তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে ছোট ছেলেটির দাবীদারের ব্যাপারে তো উপরে বর্ণিত সমাধানই প্রযোজ্য হবে। আর বড় ছেলেটির নসব তাদের কারও সংগেই প্রতিষ্ঠিত হবে না। বরং সে আযাদ হয়ে যাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং তার ব্যাপারে ফায়সালা হবে সেই যৌথ গোলামের মত, যার এক শরীক অন্য শরীকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে আযাদ করেছে, কিন্তু অন্য শরীক তা অস্বীকার করে।

উপরে যা কিছু উল্লেখ করা হল, তার সম্পর্ক এই অবস্থার সাথে যে, দুই শরীকের একজন বলে, ছোট ছেলেটি আমার পুত্র এবং বড়টি অন্য শরীকের পুত্র। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, বড় ছেলেটি আমার শরীকের পুত্র এবং ছোটটি আমার পুত্র এবং শরীকও তা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে বড় ছেলেটির নসব স্বীকারকারী শরীকের সংগে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। সুতরাং ছোট ছেলের দাবীদারকে ক্রীতদাসীটির তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। সুতরাং ছোট ছেলের দাবীদারকে ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক উক্‌র তার পরিশোধ করতে হবে। তাতে সে সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল। ছেলেটির মূল্য বাবদ তার কিছুই আদায় করতে হবে না। ইস্‌তিহ্‌সান অনুযায়ী ছোট ছেলেটির নসব তার (পিতৃত্বের) দাবীদারের সংগে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু শরীককে তার ছোট ছেলেটির পূর্ণ মূল্য ও ক্রীতদাসীর সম্পূর্ণ উকর আদায় করতে হবে। আদ-দাওয়া অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, তাকে অর্ধেক উকর আদায় করতে হবে।

শরীক যদি তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে ছোট ছেলের দাবীদারের সংগে তার (ছোট ছেলের নসর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। কাজেই শরীককে ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য বাবদ তার কিছুই আদায় করতে হবে না। বড় ছেলেটির নসব তার শরীকের সংগে প্রতিষ্ঠিত হবে না (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যৌথভাবে একটি ক্রীতদাসী কিনল। ছয় মাসের মাথায় সেটি একটি শিশুর জন্ম দিল। একজন শিশুটির নসব দাবী করল এবং অন্যজন দাবী করল ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ। এক্ষেত্রে পুত্রের দাবীদারের দাবীই গৃহীত হবে এবং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। এরপর ছেলেটি স্বাধীন হয়ে যাবে এবং শরীককে তার অর্ধেক উকর এবং ক্রীতদাসীর অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যদি ক্রয়ের পর দু'মাস পূর্ণ না হতেই সন্তান প্রসব করে এবং মাসআলা বাকি অবস্থা উপরের অনুরূপ হয়, তবে তাদের প্রত্যেকের দাবী গৃহীত হবে। সে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যে শরীক দাবী করেছে ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ, অন্য শরীককে তার কোন মূল্য আদায় করতে হবে না এবং ক্রীতদাসীকে ও তার জন্য অর্থোপার্জন করতে হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে সচ্ছল হলে শরীককে ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য প্রদান করবে। আর অসচ্ছল হলে ক্রীতদাসী নিজেই তা উপার্জন করে দেবে। উকর হিসেবে তার কিছুই দিতে হবে না। আর দ্বিতীয় শরীককে পুত্রের মূল্য, ক্রীতদাসীর মূল্য ও তার উকর বাবদ প্রথমটির দাবীদারের কোন কিছুই দিতে হবে না।

ক্রীতদাসী যদি ক্রয়ের ছয়মাস পর একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে, তারপর সেই মেয়ে বড় হয়ে একটি পুত্রের জন্ম দেয়, তারপর এক শরীক কন্যার ও অন্য শরীক তার পুত্রের নসব দাবী করে এবং উভয়ের দাবী একই সময় হয়, তখন নানী (ক্রীতদাসী) জীবিত থাকুক, বা মৃত, তাদের প্রত্যেকের দাবীই বৈধ হবে। সুতরাং নানী কন্যার দাবীদারের উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং তজ্জন্য তাকে তার অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক 'উক্‌র আদায় করতে হবে। পুত্রের মূল্য বাবদ তার কিছুই আদায় করতে হবে না। নাতির দাবীদারকে মায়ের অর্ধেক উকর পরিশোধ করতে হবে। এটাই বিশুদ্ধতর মত। মায়ের দাবীদারের উপর নানীর অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক উকরের দায় বর্তাবে। মায়ের মূল্য বাবদ তার কিছুই আদায় করতে হবে না। দাবীর আগে যদি নানীকে

হত্যা করা হয়ে থাকে এবং তারা হত্যাকারী হতে অর্ধার্ধি করে তার মূল্য গ্রহণ করে এবং তারপর তারা নসব দাবী করে, তবে নানীর মূল্য বাবদ কিছুই দিতে হবে না। মায়ের দাবীদারের উপর তার স্বীকারোক্তি ও সংগমের কারণে নানীর উক্‌রের দায় বর্তাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মায়ের মূল্য বাবদ তার কিছুই আদায় করতে হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সচ্ছল হলে তাকে মায়ের অর্ধেক মূল্য আদায় করতে হবে। নাতির নসবের দাবীদারকে কোন কিছুই আদায় করতে হবে না। মা তারই অধিকারে যাবে, যে তার দাবী করেছে। সে দ্বিতীয়জনের উম্মু ওয়ালাদ হবে না।

নানী যদি ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর সন্তান প্রসব করে এবং মাসআলার বাকি অবস্থা পূর্ববৎ হয়, তবে মায়ের (নানীর কন্যা) দাবীদারের দাবী বাতিল হয়ে যাবে এবং নাতির দাবীদারের দাবী বৈধ হবে। সুতরাং মা তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর সে কারণে তার অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক উকর শরীককে তার প্রদান করতে হবে। অন্যদিকে মায়ের নসবের দাবীদার শরীককে নানীর অর্ধেক মূল্য প্রদান করবে এবং নানী তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে—যদি সে জীবিত থাকে, ইতোমধ্যে মারা গিয়ে থাকলে সে তার উম্মু ওয়ালাদ হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি একটি ক্রীতদাসী কিনল। তাদের মালিকানায় আসার ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর সেটি একটি সন্তান প্রসব করল। এখন তাদের একজন যদি বাচ্চাটির নসব দাবী করে, তবে তার দাবী বৈধ হবে এবং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। সুতরাং দাবীর দিন ক্রীতদাসীটির যে মূল্য হয়, তার অর্ধেক মূল্য শরীককে তার পরিশোধ করতে হবে, তাতে সে সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল। উকর বাবদ শরীককে তার কিছুই দিতে হবে না। সন্তানের নসবের দাবীর ক্ষেত্রে সেই যৌথ গোলামের অনুরূপ সমাধানই প্রযোজ্য, যাকে এক শরীক আযাদ করে দেয় (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলার ঃ দুই ব্যক্তির যৌথ ক্রীতদাসী যদি দু'টি সন্তানের জন্ম দেয় এবং এক শরীক একটি সন্তানের নসব দাবী করে, তবে দেখতে হবে সন্তান দু'টি জমজ কিনা। যদি জমজ সন্তান হয় এবং এক শরীক প্রথম সন্তানটির এবং অন্য শরীক দ্বিতীয়টির নসব দাবী করে এবং উভয়ের দাবী একই মুহূর্তে হয়, তবে উভয়ের সংগেই তাদের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে একজন যদি আগে দাবী করে, তবে উভয় সন্তানের নসব তার সংগেই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারা আযাদ হয়ে যাবে আর ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ সাব্যস্ত হবে। ফলে শরীককে ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক উক্‌র তার আদায় করতে হবে।

সন্তান দু'টি যদি জমজ না হয় এবং একই মুহূর্তে এক শরীক বড় সন্তানের নসব দাবী করে এবং অন্য শরীক ছোটটির নসব দাবী করে, তবে বড় ছেলেটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে তার দাবীদারের সংগে। তারপর সে আযাদ হয়ে যাবে। ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ সাব্যস্ত হবে। কাজেই ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক উকর দ্বিতীয় ছেলের দাবীদারকে তার পরিশোধ করতে হবে। ইস্‌তিহ্‌সান অনুসারে ছোট ছেলের নসব তার দাবীদারের সংগে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বড় ছেলের দাবীদারকে তার উকর আদায় করতে হবে। এটা সেই অবস্থায়, যখন উভয়ে একই মুহূর্তে দাবী করবে।

যদি প্রথমে বড় ছেলেটির নসব দাবী করে, তবে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে আযাদ হয়ে যাবে। ক্রীতদাসীটি দাবীদারের উম্মু ওয়ালাদ সাব্যস্ত হবে। কাজেই অন্য শরীককে তার ক্রীতদাসীটির উম্মু ওয়ালাদ সাব্যস্ত হবে। কাজেই অন্য শরীককে তার ক্রীতদাসীটির অর্ধেক

pdf By Syed Mostafa Sakib

মূল্য ও অর্ধেক উক্‌র আদায় করতে হবে। তারপর যদি অন্য শরীক ছোট ছেলেটির নসব দাবী করে, তবে তো সে অন্যের উম্মু ওয়ালাদের সন্তানকে নিজ পুত্র বলে দাবী করল। কাজেই এক্ষেত্রে সেই শরীকের তাসদীক আবশ্যক হবে। সে যদি তাসদীক করে তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ক্রীতদাসী তার উম্মু ওয়ালাদস্বরূপ হবে। আর সে যদি তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

যদি প্রথমে এক শরীক ছোটটির নসব দাবী করে, তবে ছোট পুত্রটি আযাদ হয়ে যাবে এবং তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে আর ক্রীতদাসীটি হবে তার উম্মু ওয়ালাদ। অন্য শরীককে ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক উক্‌র তার আদায় করতে হবে। বড় ছেলেটি তাদের যৌথ গোলাম হিসেবে থাকবে। তারপর যদি অন্য শরীক বড়টির নসব দাবী করে, তবে তার সমাধান হবে সেই যৌথ গোলামের মত, যাকে এক শরীক আযাদ করে দিয়েছে। অর্থাৎ সে শরীকের অংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। এ অবস্থায় অন্য শরীকের ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে তার অংশ আযাদ করবে। অথবা তাকে উপার্জন করতে বলবে। আবার চাইলে অন্য শরীকের কাছ থেকে তার অংশের মূল্যও আদায় করতে পারে। অবশ্য যদি সে শরীক সচ্ছল হয়। সচ্ছল না হলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইখতিয়ার দু'য়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ আযাদ করা, উপার্জন করতে বলা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সচ্ছল হলে সে মূল্য আদায় করবে আর অসচ্ছল হলে তাকে উপার্জন করতে বলবে। তৃতীয় কোন সুযোগ থাকবে না (শার্‌হুত-তাহাবী)।

১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল এবং দুই পুত্র ও এক ক্রীতদাসী রেখে গেল। এরপর ক্রীতদাসীটিকে গর্ভবতী দেখা গেল। একপুত্র দাবী করল, এ গর্ভ তার পিতার দ্বারা হয়েছে আর অন্যজনের দাবী, আমার দ্বারা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে উভয়ের দাবী একই মুহূর্তে উচ্চারিত হয়েছে, না আগে পাবে। যদি একই মুহূর্তে দাবী করে তবে যে ব্যক্তি দাবী করবে, গর্ভ তার দ্বারা ঘটেছে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। কাজেই ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক উক্‌র অন্য ভাইকে তার প্রদান করতে হবে।

যে ব্যক্তি গর্ভটি নিজের ঔরসজাত বলে দাবী করবে তার দাবী যদি আগে উচ্চারিত হয় তখনও সমাধান একই রকমের হবে।

সে ভাই দাবী করেছে গর্ভটি তার পিতার ঔরসে হয়েছে, তার দাবী যদি প্রথমে উচ্চারিত হয়, তবে তার কথা দ্বারা পিতার সংগে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। কিন্তু তার পক্ষ হতে ক্রীতদাসীটি ও তার ভ্রূণে তার যে অংশ আছে, তা আযাদ হয়ে যাবে (আল-মাবসূত)।

১১. মাসআলা ঃ এক্ষেত্রে ভাইকে ক্রীতদাসী ও ভ্রূণের কোন মূল্য তার প্রদান করতে হবে না (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ অন্য ভাইয়ের দাবী বৈধ বলে রায় দেওয়া হবে এবং সন্তানের নসব তার সংগে প্রতিষ্ঠিত হবে। মায়ের মূল্য বাবদ তার কিছুই আদায় করতে হবে না, কিন্তু তার উক্‌রের অর্ধেক তাকে পরিশোধ করতে হবে–যদি তার ভাই তা দাবী করে (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ এক মাস আগে এবং ছ'মাস আগে মালিকানা লাভকারী দু'জনের ক্রীতদাসীটি একটি সন্তান প্রসব করল। এখন উভয়ে যদি সেটির নসব দাবী করে, তবে যে ব্যক্তি আগে মালিক হয়েছে তার দাবীই গৃহীত হবে। কাজেই তার ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক উক্‌র পরিশোধ করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে সেটা কাকে দেবে? ইমাম মুহাম্মাদ (র) সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি। নিয়ম অনুসারে সেটা শরীকের নয়, বরং বিক্রেতার প্রাপ্য। আর বিক্রেতার কর্তব্য দ্বিতীয় ক্রেতাকে পূর্ণ মূল্য ফেরত দেওয়া।

আমাদের মাশাইখগণ বলেছেন, সম্পূর্ণ উক্‌র অপর শরীকেরই প্রাপ্য। কেননা এখন সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, সে তার শরীকের উম্মু ওয়ালাদের সংগে সংগম করার কথা স্বীকার করেছে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

১৪. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত সমাধান সেই ক্ষেত্রে, যখন জানা থাকবে কে মালিকানা আগে লাভ করেছে এবং কে পরে। কিন্তু তা যদি জানা না যায়, তবে উভয়ের সংগেই শিশুর নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ক্রীতদাসীটি উভয়ের উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় তাদের একজনকে অপরের কোন উক্‌র প্রদান করতে হবে না। হ্যাঁ, বিক্রেতাকে উভয়ের অর্ধেক উক্‌র আদায় করতে হবে। শায়খুল-ইসলাম (র) এ মতের অনুকূলে মনোভাব প্রকাশ করেছেন। আমাদের কতক মাশাইখ বলেন, তাদের কাউকেই কোন উক্‌র প্রদান করতে হবে না। শামসুল-আইম্মা আস-সারাখসী (র)-এর মনোভাব এরকমই। প্রথমোক্ত মত আমাদের ইমামগণের মূলনীতির সংগে বেশী সংগতিপূর্ণ (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ এক সাবালক ও এক নাবালক যৌথভাবে একটি ক্রীতদাসীর মালিক। ক্রীতদাসীটি একটি সন্তান প্রসব করল। এখন যদি সাবালক ব্যক্তি ও নাবালকের পিতা দু'জনই বাচ্চাটির নসব দাবী করে, তবে যে ক্রীতদাসীটির উপর যে দাবীদারের মালিকানা আছে তার অর্থাৎ সাবালকের সংগেই শিশুটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৬. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসী যদি সন্তানের জন্ম দেয় এবং তাদের একজন মুমূর্ষ অবস্থায় তার নসব দাবী করে, তবে তার দাবী বৈধ হবে এবং তার সংগে শিশুটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং তার মৃত্যুর পর তার সমুদয় সম্পত্তির অংশ হিসেবে সে মুক্তিলাভ করবে। এটা সেই অবস্থায়, যখন শিশুটি প্রকাশ্য হয়। প্রকাশ্য না হলে, ক্রীতদাসীটি মৃতের সম্পত্তি এক-তৃতীয়াংশের মধ্য হতে আযাদ হবে (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ পিতা ও পুত্রের যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসী যদি সন্তানের জন্ম দেয় এবং তারা উভয়ে একই সংগে তার নসব দাবী করে, তবে ইস্‌তিহ্‌সান অনুযায়ী তাকে পিতারই সন্তান সাব্যস্ত করা হবে। কাজেই তাকে ক্রীতদাসীর অর্ধেক মূল্য ও তার অর্ধেক উক্‌র আদায় করতে হবে। পুত্রকেও অর্ধেক উক্‌র আদায় করতে হবে। এভাবে উক্‌র কাটাকাটি হয়ে যাবে। এমনিভাবে পিতা যদি জীবিত না থাকে এবং তদস্থলে পিতামহ থাকে, তবে তার পক্ষেই রায় যাবে। যদি ভাই, চাচা বা কোন অনাত্মীয় থাকে, তাদের সমান অধিকার লাভ হবে (আল-হাবী)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি দাদা ও নাতীর যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসী সন্তান প্রসব করে এবং তারা উভয়ে তার নসব দাবী করে আর পিতা জীবিত থাকে, তবে উভয়ের সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (শারহুত তাহাবী)।

১৯. মাসআলা ঃ ইব্‌ন সামাআ (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, কেউ যদি তার পুত্র ও অন্য কোন ব্যক্তির যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসীর সংগে সংগম করে, ফলে সেটি সন্তান জন্ম দেয়, তবে পুত্রকে ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য তার পরিশোধ করতে হবে এবং ক্রীতদাসীর অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক উক্‌র তাকে আদায় করতে হবে অন্য শরীকের অনুকূলে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ ইব্‌ন সামাআ (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, পিতা, পুত্র ও দাদার যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসী যদি সন্তান জন্ম দেয় এবং তাদের সকলেই একই সংগে তার নসব দাবী করে, তবে দাদারই অগ্রাধিকার লাভ হবে। পিতা ও পুত্র সম্পর্কে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি দাদা স্বীকার করে যে, তারা ক্রীতদাসীটির সংগে সংগম করেছে। তবে দাদাকে তাদের পূর্ণ মোহরানা দিতে হবে। দাদা যদি তাদের সংগমের কথা স্বীকার না করে, তবে তাদের কিছুই পরিশোধ করতে হবে না। ক্রীতদাসীটি আর দাদার জন্য বৈধ থাকবে না যদিও সে তাদের সংগমের কথা অস্বীকার করে। কাজেই এটা পিতা-পুত্র সংক্রান্ত মাসআলার মত নয় যে, পুত্র যদি তার পিতার ক্রীতদাসীর সংগে সংগমের দাবী করে এবং পুত্র তা অস্বীকার করে, তবে পিতার জন্য সে ক্রীতদাসী অবৈধ হয় না (আল-হাবী)।

২১. মাসআলা ঃ মুকাতাব ও স্বাধীন ব্যক্তির যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসী যদি সন্তান প্রসব করে এবং মুকাতাব তার নসব দাবী করে, ফলে তার সংগে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে শরীককে তার ক্রীতদাসীর অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক উক্‌র প্রদান করতে হবে।

যদি স্বাধীন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী গোলামের যৌথ ক্রীতদাসী সন্তানের জন্ম দেয় এবং গোলাম শিশুটির নসব দাবী করে, ফলে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে শরীককে তার ক্রীতদাসীর মূল্য বাবদ কিছুই প্রদান করতে হবে না (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসীটি যদি স্বাধীন ব্যক্তি ও মুকাতাবের যৌথ মালিকানাধীন হয়, তবে স্বাধীন ব্যক্তিই অগ্রাধিকার লাভ হবে (আল-হাবী)।

২৩. মাসআলা ঃ মুসলিম ও যিম্মীর মধ্যকার ক্রীতদাসী যদি সন্তান জন্ম দেয় এবং উভয়ে তার নসব দাবী করে, তবে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী শিশুটিকে মুসলিম ব্যক্তিরই পুত্র বলা হবে। যিম্মী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তারপর ক্রীতদাসীটি সন্তান জন্ম দেয় এবং উভয়ে তার নসব দাবী করে, তবে সে উভয়েরই পুত্র হিসেবে গণ্য হবে। সে উভয়েরই মীরাস লাভ করবে এবং তারাও তার উত্তরাধিকার লাভ করবে, তার গর্ভসঞ্চার যিম্মীর ইসলাম গ্রহণের আগে হোক বা পরে হোক।

ক্রীতদাসীটি যদি দু'জন মুসলিমের মালিকানাধীন থাকে এবং তাদের একজন মুরতাদ হয়ে যায়, তারপর ক্রীতদাসীটি সন্তান প্রসব করে এবং তারা উভয়ে তার নসব দাবী করে, তবে যে ব্যক্তি ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, শিশুটি তারই পুত্র হবে, তার গর্ভসঞ্চার অন্য ব্যক্তির মুরতাদ হয়ে যাওয়ার আগে হোক বা পরে। মুসলিম ব্যক্তিরই যখন অগ্রাধিকার লাভ হল, তখন ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। কাজেই মুরতাদকে তার ক্রীতদাসীটির মূল্য আদায় করতে হবে। আর তাদের মধ্যে উক্‌র কাটাকাটি হবে (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসীটি যদি মুসলিম ও যিম্মীর মধ্যে থাকে, তারপর মুসলিম ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় এবং তারপর উভয়ে তার সন্তানের নসব দাবী করে, তবে সে মুরতাদের পুত্র সাব্যস্ত হবে এবং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। কাজেই যিম্মীকে তার ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক উক্‌র আদায় করতে হবে। আর যিম্মী তাকে আদায় করবে অর্ধেক উক্‌র। এ সকল ক্ষেত্রে যদি এক শরীক আগে দাবী করে, তবে তারই অগ্রাধিকার লাভ হবে, তা সে যে-ই হোক না কেন (আল-হাবী)।

২৫. মাসআলা ঃ মুসলিম ও মুরতাদের মধ্যকার ক্রীতদাসী যদি সন্তান প্রসব করে এবং তাদের প্রত্যেকে তার নসব দাবী করে, তবে মুসলিমের সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৬. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসীটি যদি মাজূসী ও কিতাবীর মধ্যে থাকে, তবে ইস্‌তিহ্‌সান অনুযায়ী কিতাবীর সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (শারহুত তাহাবী)।

২৭. মাসআলা ঃ মুসলিম, যিম্মী, মুকাতাব, মুদাব্বার ও গোলামের যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসী যদি সন্তান জন্ম দেয় এবং তারা সকলেই তার নসব দাবী করে, তবে স্বাধীন মুসলিম

ব্যক্তিই অগ্রাধিকার লাভ করতে বাকি প্রত্যেকের উপরই তাদের অংশ অনুপাতে উক্‌র আরোপ করা হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি স্বাধীন মাজূসী ও মুসলিম মুকাতাবের মধ্যকার ক্রীতদাসী সন্তান প্রসব করে এবং তারা দু'জনেই তার পিতৃত্ব দাবী করে, তবে তাকে মাজূসীরই পুত্র বলা হবে (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা ঃ কোন যিম্মী তার ক্রীতদাসীর অর্ধেক কোন মুসলিমের কাছে বিক্রি করার পর ছ'মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি সেটি সন্তানের জন্ম দেয় এবং তারা দু'জনেই তার পিতৃত্ব দাবী করে, তবে তাকে যিম্মীর পুত্র বলা হবে এবং বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (আল-মাবসূত)।

৩০. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির মধ্যকার ক্রীতদাসী যদি গর্ভবতী হয়, তারপর তাদের একজন তার অংশ তার শরীকের কাছে বিক্রি করে দেয়, তারপর ছ'মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, এবং ক্রেতা তার পিতৃত্বদাবী করে, তবে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই ক্রেতা তার মূল্য ফেরত পাবে। আর বিক্রেতার অংশের মূল্য ও তার 'উকরের দায় ক্রেতার উপর বর্তাবে।

এমনিভাবে যদি বিক্রেতা নিজেই সন্তানটির পিতৃত্ব দাবী করে, তবে তার সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-হাবী)।

৩১. মাসআলা ঃ যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই তার নসব দাবী করে, তবে বলা হবে যে, সে উভয়েরই সন্তান (আল-মুহীত)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ দখলদার, বেদখল ও দু'জন বেদখল ব্যক্তির দাবী প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ কথা বলতে না পারা শিশু এমন একজনের দখলে আছে, যে তার নসবের দাবীদার। এক্ষেত্রে ইস্‌তিহ্‌সান অনুযায়ী তার সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি অন্য কেউ তাকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, তবে দখলদার তাকে সমর্থন করুক বা না-ই করুক সর্বাবস্থায় ইস্‌তিহ্‌সান-মতে তার দাবী গৃহীত হবে এবং তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, যদিও কিয়াস অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হবে না। যদি দখলদার ও অন্য এক ব্যক্তি তার নসব দাবী করে, তবে দখলদারের অগ্রাধিকার লাভ হবে। যদি একজন আগে দাবী করে, তবে আগের ব্যক্তির সংগেই নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ 'আল-আসল'-গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন স্বাধীন মুসলিমের দখলে যদি একটি গোলাম থাকে, যার সম্পর্কে তার দাবী, সে তার পুত্র, তারপর কোন স্বাধীন মুসলিম, বা যিম্মী বা গোলাম এসে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি তার পুত্র, কিন্তু দখলদারের কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, সে সেই দাবীদারেরই পুত্র। শায়খুল-ইসলাম (র) বলেন, আর এই সকল অবস্থায়ই গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। শামসুল ইসলাম আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, সকল অবস্থায়ই শিশু আযাদ হয়ে যাবে, শুধু গোলাম আযাদ হবে না। এমতই বেশী যুক্তিসংগত (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ বেদখল ও দখলদার উভয়ে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাচ্চাটি তার ঔরসজাত, তবে দখলদারই অগ্রাধিকার পাবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪. মাসআলা ঃ বেদখল ও দখলদার প্রত্যেকেই যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই শিশু তার ঔরসে তার এই স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে, তবে দখলদারের পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, শিশুটি তারই পুত্র, যদিও তার স্ত্রী অস্বীকার করে। এমনিভাবে যদি মা দাবী করে ও পিতা অস্বীকার করে, তখনও মায়ের দাবী গৃহীত হবে (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ কারও দখলের শিশু সম্পর্কে অন্য কেউ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই শিশু তার পুত্র এবং তার এই ক্রীতদাসীর গর্ভে ছয়মাস আগে তার জন্ম হয়েছে, অপরদিকে দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার পুত্র, তার এই ক্রীতদাসীর গর্ভজাত, এবং এক বছর, আগে তার জন্ম হয়েছে, আর শিশুটি এমন হয় যে, তার বয়স নির্ধারণ করা মুশকিল, তবে দখলদারের সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ দুই বিবাহিত ক্রীতদাসের দখলে একটি শিশু আছে এবং উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণসহ তার নসবের দাবীদার। অন্যদিকে একজন স্বাধীন যিম্মী বা স্বাধীন মুসলিম সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এটি তার পুত্র এবং তার স্বাধীন স্ত্রীর গর্ভজাত, তবে স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৭. মাসআলা ঃ কারও দখলভুক্ত শিশু সম্পর্কে অন্য কেউ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণসহ নসব দাবী করে, কিন্তু শিশুটির মা কে, তা উল্লেখ না করে, তবে বাদীর পক্ষেই রায় হবে, এমনিভাবে দাবীদার যদি মা হয় (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ যিম্মীর দখলভুক্ত শিশু সম্পর্কে যদি মুসলিম ব্যক্তি মুসলিম সাক্ষী পেশ করে যে, শিশুটি তার পুত্র এবং তারই বিছানায় এর জন্ম, অন্যদিকে যিম্মী লোকটি যিম্মীদের মধ্য থেকে অনুরূপ দাবীর সপক্ষে সাক্ষী পেশ করে, তবে মুসলিমের পক্ষে রায় দেওয়া হবে। যিম্মীর সাক্ষিগণ যদি মুসলিম হত, তবে যিম্মীর পক্ষেই রায় হত (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি এমন হয় যে, এক ক্রীতদাসীর দু'টি পুত্র আছে, ক্রীতদাসীটি এক পুত্রসহ এক ব্যক্তির দখলে, অপর পুত্র আছে অন্য এক ব্যক্তির দখলে, তাদের প্রত্যেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, ক্রীতদাসীটি তার এবং পুত্রদ্বয়ও তার, যাদের জন্ম হয়েছে এই ক্রীতদাসীর গর্ভে, তবে ক্রীতদাসীটি যার দখলে আছে, তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে, শিশু দু'টি যমজ হোক বা আজ 'অযমজ'।

যদি তাদের প্রত্যেকে ক্রীতদাসী ও তার সংগের শিশুটির দাবী জানায়, অন্য শিশুটিকে দাবী না করে, তবে দেখতে হবে, তারা যমজ না 'অযমজ' যমজ হলে রায় উপরের মতই হবে। যদি যমজ হয় তবে দেখতে হবে কে বড় ও কে ছোট তা জানা যায় কিনা। জানা না গেলে ক্রীতদাসী সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে যে, দখলদার ব্যক্তিই তার মালিক। আর শিশুদের ব্যাপারে রায় দেওয়া হবে যে, যে শিশু যার দখলে আছে, সে তারই পুত্র। আর বড়-ছোট যদি নির্ণয় করা যায়, আর বড়টি তার মায়ের সাথে থাকে, তবে তার মা' যার দখলে আছে, তাকে তারই পুত্র বলা হবে। কিন্তু ছোটটিকে তার পুত্র বলা হবে না। বড়টি যদি তার মায়ের দখলদারের কাছে না থাকে, তবে যে শিশু যার দখলে আছে, তাকে তারই পুত্র বলে রায় দেওয়া হবে। আর ক্রীতদাসীটির ব্যাপারে রায় দেওয়া হবে যে, বেদখল ব্যক্তিই তার মালিক। অর্থাৎ বড় ছেলেটি যার দখলে আছে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ একটি গোলাম ও একটি ক্রীতদাসী এক ব্যক্তির দখলে আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, ক্রীতদাসীটি তার এবং সে তার বিছানাতেই তার ঔরসে এই গোলামের জন্ম দিয়েছে। সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। অন্যদিকে দখলদার ব্যক্তিও একই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে দখলদারের সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। এটা সেই অবস্থায়, যখন গোলামটি শিশু হয়। সে যদি বড় হয় এবং যার দখলে আছে, তার দাবী সমর্থন করে, তখনও একই বিধান। পক্ষান্তরে সে যদি বড় হয় এবং নিজেকে বেদখল ব্যক্তির পুত্র বলে দাবী করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, ক্রীতদাসী ও গোলাম বেদখল ব্যক্তিরই (আল-মাবসূত)।

১১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন স্বাধীন নারীর যদি একটি পুত্র থাকে এবং মা ও পুত্র কারও দখলে থাকে আর এ অবস্থায় অন্য কেউ দাবী করে যে, সে এই মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং সে এই শিশুটিকে তার ঔরসে তারই বিছানায় জন্ম দিয়েছে, যে এর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, অন্যদিকে দখলদার ব্যক্তিও একই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, পুত্রটি তারই যার দখলে সে আছে, তাতে পুত্র নিজেকে দখলদারের পুত্র বলে দাবী করুক বা বেদখল ব্যক্তির পুত্র বলে দাবী করুক।

মা ও পুত্র যার দখলে আছে, সে যদি যিম্মী হয় এবং তার সাক্ষিগণ হয় মুসলিম, আর যে ব্যক্তি শিশুটির দাবী করছে, সে হয় মুসলিম এবং তার সাক্ষিগণও মুসলিম আর মহিলাটি হয় যিম্মী তবে মা ও শিশু সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে যে, তারা দখলদার ব্যক্তির। আর মহিলা যদি মুসলিম হয়, তবে বেদখল ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, মা ও শিশু তারই, তাতে দখলদারের সাক্ষিগণ মুসলিম হোক বা যিম্মী (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে অমুক সময়ে বিবাহ করেছে আর দখলদার তাকে অন্য সময়ে বিয়ে করার সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখায়, তবে বাদীর সপক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ দখলদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার স্ত্রী, তাকে সে বিয়ে করেছে এবং সে তার ঔরসে তার বিছানায় এই সন্তানের জন্ম দিয়েছে আর অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার ক্রীতদাসী, সে তার মালিকানায় তার বিছানায় এ সন্তানটি জন্ম দিয়েছে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, সন্তানটি স্বামীর এবং মহিলাটি বাদীর ক্রীতদাসী, আর ক্রীতদাসী ও তার সন্তান দু'জনেরই মালিক সেই বাদী। বাকি বাদীর স্বীকারোক্তির কারণে পুত্রটি আযাদ হয়ে যাবে আর ক্রীতদাসী হবে তার উম্মু ওয়ালাদা। হ্যাঁ, বাদীর সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রীতদাসীটি তাকে ধোঁকা দিয়েছে এবং নিজেকে স্বাধীন নারী দাবী করে তাকে বিয়ে করেছে, তবে সন্তানটি আযাদ হবে মূল্যের বিনিময়ে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ কারও দখলে যদি একটি ক্রীতদাসী থাকে এবং সে ক্রীতদাসীর থাকে একটি সন্তান আর অন্য কোন লোক এই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ক্রীতদাসীটি তার পিতার, সে তার পিতার বিছানাতেই এই সন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং তার পিতার মৃত্যু হয়ে গেছে, কিন্তু অন্য সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রীতদাসীটি এই দখলদারের এবং তার মালিকানায় তারই বিছানায় সে এই সন্তানের জন্ম দিয়েছে, কাজেই সন্তানটি তারই পুত্র, তবে রায় দেওয়া হবে যে, সন্তানটি মৃত ব্যক্তির পুত্র, যার দখলে ক্রীতদাসীটি নয়। সে হিসেবে ক্রীতদাসীটি আযাদ হয়ে যাবে এবং তার ওয়ালা হবে মৃত ব্যক্তির। ক্রীতদাসীটি যার দখলে, আছে তার পক্ষে এর কোন কিছুরই রায় দেওয়া হবে না (আল-হাবী)।

১৫. মাসআলা ঃ শিশুটি যদি কোন ব্যক্তির দখলে থাকে এবং এ অবস্থায় কোন মহিলা এই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, শিশুটি তার পুত্র, তবে তাকে তার পুত্র বলে ফায়সালা দেওয়া হবে। দখলদার ব্যক্তি যদি তাকে দাবী করে, তবে তার অনুকূলে রায় দেওয়া যাবে না। মহিলা যদি কেবল একজন স্ত্রীলোককে সাক্ষী হিসেবে পেশ করে, সে সাক্ষ্য দেয় যে, শিশুটিকে এই মহিলাই জন্ম দিয়েছে, অন্যদিকে দখলদার-ব্যক্তি দাবী করে যে, সে তার পুত্র বা তার গোলাম, তবে মহিলার পক্ষে রায় দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, দখলদার ব্যক্তি যদি কোন কিছু দাবী না করে, তবে সেই এক স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দেওয়া হবে যে, শিশুটি তার পুত্র। এ রায় ইস্‌তিহ্‌সান সম্মত (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৬. মাসআলা ঃ এক মহিলার দখলে একটি শিশু আছে। অপর এক মহিলা দাবী করল, এ শিশুটি তার পুত্র। সে তার এ দাবীর সপক্ষে একজন মহিলা সাক্ষী পেশ করল। যে মহিলার দখলে শিশুটি আছে, সে দাবী করল যে, শিশুটি তার পুত্র এবং এর সপক্ষে সেও একজন মহিলা সাক্ষী পেশ করল। এ ক্ষেত্রে দখলদার মহিলার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। যদি প্রত্যেকের পক্ষে দু'জন পুরুষ সাক্ষ্য দেয়, তবে তখনও শিশুটি যার দখলে আছে, তার অনুকূলে রায় যাবে। যার দখলে আছে, তার পক্ষে যদি একজন মহিলা সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় এবং যার দখলে নেই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় দু'জন পুরুষ, তবে বেদখল মহিলার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি শিশু আছে, যাকে সে নিজ পুত্র বলে দাবী করে না। কোন এক মহিলা এই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, শিশুটি তার পুত্র এবং সে তার গর্ভে জন্ম হয়েছে। অন্যদিকে এক পুরুষ দাবী করল, শিশুটি তার পুত্র, তার বিছানাতেই তার জন্ম হয়েছে। সেও তার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, কিন্তু তার সাক্ষিগণ শিশুটির মায়ের নাম বলল না। এক্ষেত্রে রায় দেওয়া হবে যে, শিশুটি সেই পুরুষ ও মহিলার পুত্র। এমনিভাবে শিশুটি যদি মহিলার দখলে থাকত, তখনও এ রকমই রায় হত। এ রায়ের ফলে এটাও ফায়সালা হয়ে যাবে যে, সেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল (আল-মাবসূত)।

১৮. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, একটি শিশু সম্পর্কে দুই ব্যক্তি, যাদের কারও দখলে শিশুটি নেই, দাবী করল যে, সে তাদের পুত্র। তারা প্রত্যেকে নিজ-নিজ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। সাক্ষিগণ বলল, এ শিশুটি এই ব্যক্তির পুত্র তার বিছানায়, তার এই স্ত্রীর গর্ভে এর জন্ম হয়েছে, এক্ষেত্রে রায় দেওয়া হবে যে, সে উভয় পুরুষ ও উভয় মহিলার সন্তান। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, তাকে কেবল পুরুষ দু'টির সন্তানই বলা হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি এমন হয় যে, এক ব্যক্তির দখলে একটি শিশু আছে, দুই ব্যক্তি এসে তাকে পুত্র বলে দাবী করল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। তবে তাদের উভয়ের সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি উভয়ের সাক্ষী শিশুর জন্ম তারিখ উল্লেখ করে এবং একজনের তারিখ আগের হয়, তবে দেখতে হবে শিশুর বয়স কোন তারিখের সংগে সংগতিপূর্ণ। যার বর্ণিত তারিখের সংগে তার বয়স মিলবে শিশুটিকে তারই পুত্র ধরা হবে। যদি একজনের বর্ণিত তারিখের সংগে তার বয়সের অমিল হওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত হয় এবং অন্যজনের বর্ণিত তারিখের সংগে মিল-অমিল উভয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। যদি উভয়ের বর্ণিত তারিখের সংগে শিশুর বয়সের মিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন একজনের সাক্ষী বলে, শিশুর বয়স নয় বছর এবং অন্যজনের সাক্ষী বলে দশ বছর আর শিশুটি নয় বছর ও দশ বছর, যে-কোন বয়সেরই হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুসারে তারিখের বিষয়টা বিবেচ্য থাকবে না এবং রায় দেওয়া হবে যে, সে তাদের উভয়েরই পুত্র। শামসুল-আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র)-এর বর্ণনা মতে সমস্ত রিওয়ায়াতেই তাদের মত এভাবে বর্ণিত আছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত সম্পর্কেও অধিকাংশ রিওয়ায়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, শিশুটিকে তাদের উভয়েরই পুত্র বলে রায় দেওয়া হবে এবং এটাই সহীহ্ (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ একটি কুড়ানো শিশু সম্পর্কে দুই ব্যক্তি দাবীদার হল। একজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে তার পুত্র। অন্যজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে তার

কন্যা। লক্ষ্য করে দেখা গেল যে, সেটি 'উভয়লিংগ'। এক্ষেত্রে দেখতে হবে সে কোন লিংগ দিয়ে প্রস্রাব করে। যদি পুংলিংগ দিয়ে প্রস্রাব করে, তবে যে ব্যক্তি দাবী করেছে, শিশুটি তার পুত্র, তার পক্ষেই রায় হবে। আর যদি স্ত্রী লিংগ দিয়ে প্রস্রাব করে, তবে যে ব্যক্তি দাবী করছে সে তার কন্যা, তার অনুকূলে রায় যাবে। যদি উভয় পথে প্রস্রাব করে, তবে যে পথে আগে প্রস্রাব বের হয়, সে অনুযায়ী রায় হবে। যদি উভয় পথে একই সংগে প্রস্রাব আসে, কোন পথেই আগে না আসে, তবে সে ক্ষেত্র সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কাজেই রায় দেওয়া হবে যে, সে উভয়েরই সন্তান। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে যে পথে প্রস্রাব বেশী আসবে সেই অনুসারে রায় হবে। যদি উভয় পথে সমমাত্রায় আসে, তবে তার ব্যাপারটা সকলের মতেই জটিল– (শারহুল-মানজূমা)।

২১. মাসআলা ঃ কোন মুসলিম গোলাম যদি তার সম্পর্কে দাবী করে যে, এটি তার পুত্র, তার এই ক্রীতদাসীর গর্ভে, তার বিছানায় জন্ম নিয়েছে আর কোন যিম্মী দাবী করে যে, সে তার পুত্র, তার বিছানায় তার স্ত্রীর গর্ভে এর জন্ম হয়েছে, তবে যিম্মীর পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-মাবসূত)।

২২. মাসআলা ঃ কারো দখলের একটি শিশু সম্পর্কে দুই মুসলিম ও যিম্মী দাবী করল, এবং তাদের প্রত্যেকেই মুসলিম সাক্ষী পেশ করল, এক্ষেত্রে মুসলিমের পক্ষেই রায় দেওয়া হবে এবং যিম্মীর উপর মুসলিমের এই অগ্রাধিকার লাভ হবে ইসলামের কারণে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ এক ইয়াহূদী এক খৃস্টান ও এক মাজূসী। প্রত্যেকেই শিশুটির নসব দাবী করল ও সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এ ক্ষেত্রে ইয়াহূদী ও খৃস্টানের পক্ষে রায় দেওয়া হবে (আল-মাবসূত)।

২৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি শিশু আছে। এক মুসলিম দাবী করল, শিশুটি তার পুত্র, তার এই স্ত্রীর গর্ভে এর জন্ম। অন্যদিকে এক গোলাম বা মুকাতাব দাবী করল, শিশুটি তার পুত্র, এই মহিলার গর্ভে তার জন্ম। এ ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে।

যদি এক গোলাম দাবী করে,শিশুটি তার পুত্র, তার বিছানায় এই ক্রীতদাসীর গর্ভে তার জন্ম হয়েছে অন্যদিকে এক মুকাতাব দাবী করে, এটি তার পুত্র, এই মুকাতাব দাসীর গর্ভে তার জন্ম, তবে মুকাতাবের পক্ষে রায় দেওয়া হবে (আল–মুহীত)।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রী কর্তৃক দাবী, তাতে শিশুটি তাদের উভয়ের দখলে থাকুক বা তাদের কোন একজনের দখলে।

১. মাসআলা ঃ কোন পুরুষ ও তার স্ত্রীর দখলে যদি একটি শিশু থাকে এবং পুরুষটি দাবী করে, শিশুটি তার পুত্র, কিন্তু তার অন্য স্ত্রীর গর্ভে এর জন্ম, আর স্ত্রী দাবী করে এটি তারই গর্ভজাত, কিন্তু অন্য স্বামীর ঔরসে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, সে তাদের উভয়েরই পুত্র। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন তাদের মধ্যকার বিবাহের ব্যাপারটা প্রকাশ থাকে। পক্ষান্তরে, তাদের বিবাহ যদি প্রকাশ না থাকে, তবে তাদের মধ্যে বিবাহের ফায়সালা দেওয়া হবে (শারহুত তাহাবী)।

২. মাসআলা ঃ শিশুটি যদি স্বামীর দখলে থাকে এবং সে দাবী করে, এটি আমার পুত্র এবং আমার অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত, কিন্তু স্ত্রী বলে, বরং তোমার ঔরসে এটা আমারই গর্ভজাত সন্তান, তবে স্বামীর কথাই গৃহীত হবে।

শিশুটি যদি স্ত্রীর দখলে থাকে আর সে বলে, এটি আমার গর্ভে অন্য স্বামীর ঔরসে জন্ম নিয়েছে, যাকে তোমার আগে আমি বিবাহ করেছিলাম আর স্বামী বলে, এটি তোমার গর্ভে জন্ম নেওয়া আমারই ঔরসজাত পুত্র, তবে এক্ষেত্রেও স্বামীর কথা গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ যদি প্রথমে স্বামী দাবী করে যে, শিশুটি তার ঔরসজাত অন্য স্ত্রীর সন্তান আর শিশুটি তার দখলেই থাকে, তবে এভাবেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে যে, সে তার অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেওয়া তার ঔরসজাত পুত্র। এর পরে যদি স্ত্রী দাবী করে, তবে তার দাবী গৃহীত হবে না। যদি প্রথমে স্ত্রী দাবী করে যে, এটি তার পুত্র এবং তার আগের স্বামীর ঔরসে এর জন্ম আর শিশুটি স্ত্রীর দখলেই থাকে, এরপর স্বামী দাবী করে যে, এটি তারই পুত্র, তার অন্য স্ত্রীর গর্ভে এর জন্ম হয়েছে, তবে দেখতে হবে, তাদের বিবাহ প্রকাশিত কিনা। প্রকাশিত হলে, উভয়ের দাবী গৃহীত হবে এবং শিশুটি উভয়েরই পুত্র হিসেবে স্বীকৃত হবে। প্রকাশিত না হলে স্ত্রীর কথাই গৃহীত হবে এবং স্ত্রীর সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে–যদি সেই ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে স্বীকার করে। এটা সেই অবস্থায়, যখন শিশুটি নিজের অবস্থা ব্যক্ত করতে সক্ষম না হয়। পক্ষান্তরে সে যদি নিজ অবস্থা ব্যক্ত করতে সক্ষম হয় এবং বাহ্যত সে গোলাম না হয়, তবে তার কথাই গৃহীত হবে। সে যার দাবী সত্য বলে স্বীকার করবে, তার সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আস–সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে, এই শিশুটি আমার পুত্র, তোমার ঔরসে এর জন্ম, আর শিশুটি মহিলার দখলেই থাকে এবং একজন স্ত্রীলোক তার জন্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু স্বামী তার দাবী অস্বীকার করে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে স্ত্রীর সংগে যখন শিশুটি সম্পৃক্ত হয়ে গেছে তখন স্বামীর সংগেও সম্পৃক্ত হয়ে যাবে (আল–কারদারী, আল–ওয়াজীয)।

৫. মাসআলা ঃ এক মহিলার স্বামী আছে, সে একটি শিশু সম্পর্কে দাবী করল যে, এটি তার গর্ভে তার স্বামীর ঔরসেই জন্ম নিয়েছে, কিন্তু স্বামী তার দাবী প্রত্যাখ্যান করল। এ ক্ষেত্রে তার দাবী গৃহীত হবে না যতক্ষণ না কোন মহিলা তার জন্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। স্ত্রী যদি ইদ্দতের ভেতর থাকে এবং সে তার স্বামীর সংগে সম্পৃক্ত করে শিশুটির নসব দাবী করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাকে পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। আর সে যদি ইদ্দতের ভেতর না থাকে এবং সে বিবাহাধীনও না হয়, তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই শিশুটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামী যদি তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে শিশুটিকে উভয়েরই পুত্র বলা হবে, যদিও কোন স্ত্রীলোক তার জন্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় (আস–সাদরুশ শাহীদ হুসামুদ্দীন, শাহহুল-জামিউস সাগীর)।

৬. মাসআলা ঃ স্বামী যদি শিশুটির নসব দাবী করে, কিন্তু স্ত্রী অস্বীকার করে, ফলে স্বামী তার জন্ম সম্পর্কে একজন স্ত্রীলোককে সাক্ষী হিসেবে পেশ করে, তবে স্বামীর দাবী গৃহীত হবে না। ধাত্রীর সাক্ষ্য দ্বারা নসব প্রমাণিত হয় কেবল সেই ক্ষেত্রে, যখন স্ত্রী জন্মের দাবী করবে (আল–কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৭. মাসআলা ঃ এক পুরুষ ও এক মহিলার দখলে একটি শিশু আছে। মহিলা দাবী করল শিশুটি তার পুত্র এবং এই ব্যক্তির ঔরসে তার জন্ম। পুরুষটি দাবী করল যে, সে তারই পুত্র, কিন্তু অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত। এক্ষেত্রে শিশুটিকে সেই পুরুষের পুত্র বলা হবে, মহিলার নয়। মহিলা যদি একজন স্ত্রীলোককে হাযির করে, সে তার জন্ম সম্পর্কে স্ত্রীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে শিশুটি সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে যে, সে মহিলাটির গর্ভে সেই ব্যক্তির ঔরসেই জন্ম নিয়েছে। আর এ সাক্ষ্য ছাড়া মহিলা সেই ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

শিশুটি যদি কেবল পুরুষটির দখলে থাকে, মহিলার দখলে না থাকে, আর মহিলা তার স্ত্রীর হয় এবং মাসআলাটির বাকি অবস্থা পূর্ববৎ হয়, তবে এ অবস্থায় শিশুর জন্ম সম্পর্কে মহিলাটি

কোন স্ত্রীলোককে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলে তাতে সাব্যস্ত হবে না যে, শিশুটি সেই ব্যক্তির ঔরসে তার গর্ভে জন্ম নিয়েছে, বরং কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষে রায় হবে যে, শিশুটি তার পুত্র (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৮. মাসআলা ঃ স্বাধীন মহিলা ও পুরুষ যদি কোন কিছু সম্পর্কে একে অপরের দাবী সমর্থন করে যে, সে তাদের পুত্র এবং শিশুটি তাদের যে কোন একজনের দখলে থাকে, তবে তাকে তাদেরই পুত্র বলা হবে এবং মহিলটি সে ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। মহিলাটি সম্পর্কে যদি জানা না যায় যে, সে স্বাধীন কিনা আর সে বলে আমি তোমার উম্মু ওয়ালাদ এবং এই শিশুটি আমার পুত্র এবং তোমার ঔরসে এর জন্ম, অন্যদিকে পুরুষ লোকটি বলে, না, বরং তুমি আমার স্ত্রী, তবে শিশুটিকে তাদের পুত্র বলা হবে। বাকি মহিলাটি নিজেকে তার ক্রীতদাসী বললেও পুরুষটি যেহেতু তার সে দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই তার দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অন্যদিকে পুরুষ লোকটি তাকে স্ত্রী হিসেবে দাবী করলেও স্ত্রী যেহেতু তা প্রত্যাখ্যান করেছে তাই তাদের মধ্যে বিবাহও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনিভাবে মহিলা যদি দাবী করে আমি তার স্ত্রী আর পুরুষ বলে, তুমি আমার উম্মু ওয়ালাদ, তবে সেক্ষেত্রেও উপরের মতই ফায়সালা হবে (আল-মাবসূত)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলাকে বলে, এই শিশুটি আমার পুত্র, তোমার সংগে আমার যে সহীহ্ বিবাহ হয়েছিল, তার ফলে আমার ঔরসে ও তোমার গর্ভে এর জন্ম হয়েছে, আর মহিলা বলে, তোমার ঔরসে এটি আমার পুত্র বটে, কিন্তু আমাদের বিবাহ ছিল ফাসিদ, তবে সে শিশুকে তাদেরই পুত্র বলা হবে।

এমনিভাবে মহিলা যদি পুরুষকে বলে, তোমার সংগে আমার যে সহীহ্ বিবাহ হয়েছিল, তারপর তোমার ঔরসে ও আমার গর্ভে এই শিশুর জন্ম হয়েছে, আর পুরুষটি বলে, তোমার গর্ভে আমার এ পুত্রের জন্ম হয়েছে আমার ফাসিদ বিবাহের মাধ্যমে, তবে সেক্ষেত্রেও শিশুটিকে তাদের পুত্র বলা হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির বক্তব্য বৈধতার অনুকূলে হবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ স্বামী যদি বলে বিবাহ ফাসিদ ছিল, তবে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে কী কারণে ফাসিদ হয়েছিল। তার বর্ণিত কারণ সঠিক হলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। মোহরানা ও খোরপোষের স্বার্থে সে বিচ্ছেদ হবে তালাকের মাধ্যমে। সুতরাং স্বামীকে মোহরানা ও খোরপোষ আদায় করতে হবে। আর ফাসাদের দাবী যদি মহিলার থেকে হয়, তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

সপ্তম অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ সূত্রে অন্যের ক্রীতদাসীর সন্তানকে নিজের সন্তান বলে দাবী করা।

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি ক্রীতদাসী আছে, যার গর্ভে সে সন্তান জন্মিয়েছে। সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এই ক্রীতদাসীটি যায়দের। যায়দ তাকে তার সংগে বিবাহ দিয়েছে। তারপর ক্রীতদাসীটি তার ঔরসে এই সন্তানটি জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে যায়দ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তার দখলে যে ক্রীতদাসীটি আছে, তাকে সে আমার সংগে বিবাহ দিয়েছে এবং আমার ঔরসে সে এই (দ্বিতীয় আরেকটি) পুত্রের জন্ম দিয়েছে। এস্থলে প্রত্যেকের দখলে যে শিশুটি আছে, তার ব্যাপারে রায় দেওয়া হবে যে, সে তারই পুত্র, আর ক্রীতদাসীটিকে দখলদারের হাতে স্থগিত অবস্থায় রেখে দেওয়া হবে। তার সংগে তাদের কেউ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংগম করতে পারবে না। পরিশেষে তাদের মধ্যে যার আগে মৃত্যু হবে, তার মৃত্যুতে ক্রীতদাসীটি আযাদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ সন্তানসহ একটি ক্রীতদাসী এক ব্যক্তির দখলে আছে। অপর এ ব্যক্তি দাবী করল, দখলদার এই ক্রীতদাসীকে তার সংগে বিবাহ দিয়েছে এবং সে তার ঔরসে এই সন্তান জন্ম দিয়েছে। দখলদার বলল, এ ক্রীতদাসীটি এই দাবীদারের দখলে ছিল। সে একে আমার কাছে বিবাহ দিয়েছে এবং আমার ঔরসে তার এই বাচ্চা হয়েছে। এক্ষেত্রে উভয়ের সংগেই শিশুটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপর সে আযাদ হয়ে যাবে। আর ক্রীতদাসীর ব্যাপারটা স্থগিত থাকবে। তাদের কেউ তার সংগে সংগম করতে পারবে না। তাদের মধ্যে আগে যার মৃত্যু হবে, তার মৃত্যুতে সে আক্দ হয়ে যাবে (আত-তাতার খানিয়া, আল-খিযানা-এর বরাতে)।

৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি ক্রীতদাসী ও তার সন্তান রয়েছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সে ক্রীতদাসীটিকে তার মুনীবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করেছিল। বিবাহের ছয় মাস পর সে তার বিছানায়, এই শিশুর জন্ম দিয়েছে, যেটি এখন তার মুনীবের হাতে আছে। সে এর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। অন্যদিকে মুনীর এই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এটি তারই পুত্র। তার বিছানায় তার এই ক্রীতদাসীর গর্ভে তার জন্ম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রায় দেওয়া হবে যে, শিশুটি স্বামীর এবং তার সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর মুনীবের স্বীকারোক্তি কারণে সে আযাদ হয়ে যাবে। ক্রীতদাসীটি মুনীবের উম্মু ওয়ালাদস্বরূপ থাকবে। মুনীবের মৃত্যুর পর সে আযাদ হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির, দখলভুক্ত একটি ক্রীতদাসী সন্তান প্রসব করল। সে সন্তানটির নসব দাবী করল। অপর এক ব্যক্তিকে সে বলল, এটি তোমার ক্রীতদাসী। তুমি আমার কাছে একে বিবাহ দিয়েছিলে। সেও তার কথা সত্য বলে স্বীকার করল। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির মালিকানা প্রমাণিত নয়, এ ক্ষেত্রে সন্তানটি আযাদ হয়ে যাবে এবং দখলদারের সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, তার মা' হবে সেই ব্যক্তির উম্মু ওয়ালাদ। যার পক্ষে সে মালিকানা স্বীকার করেছে তাকে তার ক্রীতদাসীটির মূল্য আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে মালিকানা প্রমাণিত হলে তার সংগেই শিশুর নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মা ও শিশু তাদের উভয়ের মালিকানাধীন থাকবে।

যদি এটা জানা না থাকে যে, সেই ব্যক্তি ক্রীতদাসীটির মালিক ছিল, কিন্তু সে বলে যে, আমি এটি তোমার কাছে বিক্রি-করেছিলাম আর দখলদার বলে, এ শিশুটি আমার স্ত্রীর সন্তান, তবে শিশুর পিতার তাকে ক্রীতদাসীর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উকর বাবদ তাকে কিছু আদায় করতে হবে না। এমনিভাবে শিশুর পিতা যদি বলে, তুমি এ ক্রীতাদাসীটি আমার কাছে বিক্রি করেছিলে এবং অন্যজন বলে, না, বরং একে তোমার কাছে বিবাহ দিয়েছিলাম, তবে এ ক্ষেত্রেও ফায়সালা একই রকম হবে।

যদি জানা থাকে সেই ব্যক্তি ক্রীতদাসীটির মালিক ছিল, তবে সর্বাবস্থায়ই ক্রীতদাসী ও তার সন্তানকে নিয়ে যাবে এবং তারা তারই মালিকানাধীন থাকবে-কেবল একটি অবস্থা ছাড়া। তা এই যে সে যদি স্বীকার করে থাকে, যে ক্রীতদাসীকে সে তার কাছে বিক্রি করেছিল, তবে এ ক্ষেত্রে সে তাকে মূল্যের দায় বহন করতে হবে না। হ্যাঁ, তাকে উকর পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ক্রীতদাসী উম্মু ওয়ালাস্বরূপ স্থগিত অবস্থায় থাকবে (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কারও দখলের ক্রীতদাসী সম্পর্কে যদি কেউ দাবী করে যে, সে তাকে বিবাহ করেছে এবং তার ঔরসে সে এই শিশুটির জন্ম দিয়েছে আর মুনীব বলে, আমি এটিকে তোমার কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছি, এবং এ শিশু

তোমার ঔরসজাত, তবে দাবীদার ব্যক্তির সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে আযাদ হয়ে যাবে। ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। অবশ্য সে স্থগিত অবস্থায় থাকবে। সে তাদের কারও সেবা করবে না এবং স্বামীর পক্ষেও তার সংগে সহবাস বৈধ হবে না। এমনিভাবে মুনীবের পক্ষেও তার সংগে সংগম জাইয থাকবে না। স্বামীকে তার মূল্য পরিশোধ বাবদ মোহরানা আদায় করতে হবে।

জন্মদাতা যদি দাবী করে, সে ক্রীতদাসীটি ক্রয় করেছে আর মুনীব বলে, সে তার কাছে তাকে বিবাহ দিয়েছে আর মাসআলার অন্যান্য অবস্থা পূর্বাবৎ হয়, তবে দাবীদারের সংগে শিশুর নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শিশুসহ ক্রীতদাসীটি মুনীবের মালিকানাধীন থাকবে। শিশুর জন্মাদাতা ও মুনীব কারও পক্ষেই তার সংগে সহবাস বৈধ হবে না (আল-মুহীত)।

অষ্টম অনুচ্ছেদ ঃ জারজ সন্তানের পিতৃত্ব দাবী ও তার বিধি-বিধান

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলার সাথে ব্যাভিচার করে ফলে তাতে বাচ্চা হয় এবং ব্যভিচারকারী তার নসব দাবী করে, তবে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। অবশ্য মহিলাটির সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে।

এমনিভাবে কেউ যদি কারও দখলের নারালক গোলাম সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার জারজ পুত্র, তবে তাকে তার পিতা বলা হবে না, মুনীব তার দাবী সমর্থন করুক বা প্রত্যাখ্যান করুক। অবশ্য সে যদি কোনও সূত্রে গোলামটির মালিক হয়ে যায়, তবে তার পক্ষ হতে সে আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু তার মায়ের মালিক হলে সে তার উম্মু ওয়ালাদ হবে না (আল-বাদাঈ)।

২. মাসআলা ঃ এমনিভাবে বাদী যদি বলে, এ শিশু আমার পাপজনিত সন্তান কিংবা বলে, আমি তার মায়ের সাথে পাপাচার করেছিলাম এবং তাতে তার জন্ম হয়েছে, কিংবা বলে, এটি আমার অবৈধ সন্তান, তবে তার সংগে সে শিশুর নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। এমনিভাবে শিশুটি যদি দাবীদারের পিতার, তার মামার বা তার অন্যকোন মাহরাম আত্মীয়ের গোলাম হয় আর যে এরূপ দাবী করে, তবে দাবীদারের সংগে তার পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং তাদের পক্ষ হতে সে আযাদ হয়ে যাবে না। পক্ষান্তরে গোলামটি যদি দাবীদারের পুত্রের হয়, তবে তার সংগে গোলামটি নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, যদিও বলে, সে ব্যভিচারের ফসল (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ বাদী যদি বলে, সে আমার পুত্র, কিন্তু সে তার পিতা নয়, এবং ব্যভিচারে তার জন্ম হওয়ার কথা সে না বলে, এরপর সে তার মালিকানা লাভ করে, তবে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে আযাদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি বলে, সে ফাসিদ বিবাহের সূত্রে আমার পুত্র, কিংবা বলে, ফাসিদ ক্রয় সূত্রে আমার পুত্র, কিংবা বলে, ফাসিদ ক্রয় সূত্রে বা সন্দেহজনিত সহবাসের সূত্রে কিংবা বলে, ক্রীতদাসীটিকে তার মালিক আমার কাছে পাঠিয়ে দিত, আর মালিক তা অস্বীকার করে তবে যতক্ষণ গোলামটি অন্যের মালিকানায় থাকবে, ততদিন তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার পক্ষ হতে সে আযাদ হয়ে যাবে। যদি তার মায়ের মালিকানা লাভ করে তবে সে তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে সে অমুক স্বাধীন মহিলা বা ক্রীতদাসীর সংগে ব্যভিচার করেছে এবং তাতে এই শিশুটির জন্ম হয়েছে, কিন্তু মহিলাটি বৈধ বা ফাসিদ (অবৈধ) বিবাহের দাবী করে, তবে তার সংগে সে শিশুর নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না, যদিও সে তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

মালিকানা লাভ করে। কিন্তু মালিকানা লাভ করলে তার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। তার উপর হদ্দ (শরীআতী শাস্তি) আরোপিত হবে না। তাকে উকর আদায় করতে হবে।

এমনিভাবে মহিলা যদি একজন সাক্ষী পেশ করে, তবুও লোকটির সংগে শিশুর, নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না,যদিও সাক্ষী নির্ভরযোগ্য হয়। অবশ্য তার 'উকর' আদায় করতে হবে এবং মহিলাকে উভয় অবস্থায় ইদ্দত পালন করতে হবে (আয-যাখীরা)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলার দখলভুক্ত শিশুর নসব দাবী করে এবং বলে, সে ব্যভিচার সূত্রে আমার পুত্র, কিন্তু মহিলা বলে, সে বিবাহের জাতক, তবে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। পরে যদি বলে, সে বিবাহের জাতক, তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে।

এমনিভাবে লোকটি যদি বিবাহ দাবী করে এবং মহিলা বলে, সে ব্যভিচারের ফসল, তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। পরে যদি আবার বিবাহের কথা স্বীকার করে তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা ঃ যদি পুরুষটি বিবাহের দাবী করে আর মহিলা বলে, সে ব্যভিচারের ফসল, তবে দেখতে হবে, শিশুটি কার কাছে আছে। পুরুষের কাছে থাকলে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে আর মহিলার কাছে থাকলে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। হ্যাঁ, পরে যদি তার মালিকানা লাভ করে, তবে তখন নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর মায়ের মালিক হলে সে উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। তার উপর হদ্দ আরোপ করা হবে না। তাকে উক্র আদায় করতে হবে এবং মহিলাকে ইদ্দত পালন করতে হবে-(আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৭. মাসআলা ঃ পুরুষ লোকটি যদি বিবাহের পক্ষে একজন সাক্ষী পেশ করে, তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না, যদি শিশুটি তার মায়ের কাছে থাকে। এমনিভাবে যদি দু'জন সাক্ষী পেশ করে কিন্তু তাদের বিশ্বস্ততা প্রত্যয়িত না হয় বা তারা ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার দায়ে দণ্ডিত হয় কিংবা তারা অন্ধ হয় তখনও নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। তবে মোহরানা ও ইদ্দত ওয়াজিব হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ কোন পুরুষের যদি স্ত্রী থাকে এবং তার বিছানায় সে সন্তান জন্ম দেয়, তারপর স্বামী বলে, আমি তার সাথে পূর্বে ব্যভিচার করেছিলাম এবং তাতেই এ সন্তানের জন্ম হয়েছে আর স্ত্রী সে কথা স্বীকার করে, তবুও তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আয-যাখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ কারও স্ত্রী যদি তার বিছানায় সন্তান জন্ম দেয় আর লোকটি বলে, তোমার সংগে অমুকে ব্যভিচার করেছে এবং তাতেই এ সন্তানের জন্ম হয়েছে আর স্ত্রীও তার সে কথা স্বীকার করে, এমন কি সেই ব্যক্তিও তা মেনে নেয়, তবুও স্বামীর সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মাবসূত)।

নবম অনুচ্ছেদ ঃ মুনীব কর্তৃক তার ক্রীতদাসীর সন্তানের নসব দাবী

১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কেউ যদি তার ক্রীতদাসীকে তার গোলামের কাছে বিবাহ দেয় এবং ছয় মাসের মাথায় তার সন্তান জন্ম নেয়, তবে স্বামীর-সংগেই সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামীর যদি তার নসব অস্বীকার করে, তবে তাতে নসব বাতিল হয়ে যাবে না। মুনীব যদি তার নসব দাবী করে এবং বলে, এ শিশু আমার পুত্র তবে তার দাবী বৈধ হবে না এবং তার-সংগে শিশুর নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। বাকি তার স্বীকারোক্তির কারণে শিশুটি তার পক্ষ হতে আযাদ হয়ে যাবে এবং ক্রীতদাসীটি হবে তার উম্মু ওয়ালাদ।

এ মাসআলাতেই যদি মুনীব বলে, এ শিশুটি আমার পুত্র, এই ক্রীতদাসীর সংগে আমি ব্যভিচার করেছিলাম এবং তার ফলে এর জন্ম হয়েছে, তবে ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হবে না। এতো গেল সেই অবস্থার কথা, যখন বিবাহের ছয় মাস পর বাচ্চা হবে। যদি তার আগেই বাচ্চা জন্ম নেয়, তবে স্বামীর সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। মুনীব যদি তার নসব দাবী করে, তবে তা গৃহীত হবে এবং বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ যদি নিজ ক্রীতদাসীকে অন্য কারও গোলামের সংগে মুনীবের অনুমতিক্রমে বিবাহ দেয় অথবা কোন স্বাধীন ব্যক্তির সংগে বিবাহ দেয় এবং তার ছয় মাস বা ততোধিক সময়ের পর বাচ্চা জন্ম নেয় আর মুনীব তার নসব দাবী করে, তবে স্বামী তা স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক, শিশুটির নসব স্বামীর সংগেই প্রতিষ্ঠিত হবে। হ্যাঁ, মুনীবের স্বীকারোক্তির কারণে শিশুটি তার পক্ষ হতে আযাদ হয়ে যাবে, যদিও তার সংগে নসব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর শিশুটির মা তার উম্মু ওয়ালাদের মত হয়ে যাবে (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ স্বামী যদি মুনীবের দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে কি বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাওয়ার রায় দেওয়া হবে? না, সে ক্ষেত্রে যে বিবাহ ফাসিদ হবে না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে সে যদি মুনীবের দাবী স্বীকার করে নেয়, তবে সে ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, রায় দেওয়া হবে না, বিবাহ ফাসিদ হয়ে গেছে এবং কেউ বলেন, ফাসিদ হওয়ার রায় দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ স্বামী যদি বলে, এ শিশুটি মুনীবের পুত্র, বিবাহের আগেই তার ঔরসে এর গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল, তবে তখন বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাওয়ার রায় দেওয়া হবে।

কেউ যদি তার ক্রীতদাসীকে কারও সংগে বিয়ে দেয় এবং তারপর তাকে বিক্রি করে, তারপর ক্রীতদাসীটি বিবাহের ছয় মাস বা ততোধিক কাল পর এবং বিক্রির পর ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার আগে সন্তানের জন্ম দেয় আর মুনীব তার নসব দাবী করে, তবে নসবের ব্যাপারে তার দাবী গৃহীত হবে না। ফলে শিশুটি তার পক্ষ হতে আযাদ হবে না এবং বিক্রিও বাতিল হবে না। শিশুটি যথারীতি স্বামীরই সন্তান হবে। যদি ক্রেতার শিশুটিকে দাবী করে, তবে নসবের ব্যাপারে তো তার দাবী গৃহীত হবে না, কিন্তু তার পক্ষ হতে শিশুটি আযাদ হয়ে যাবে এবং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ কারও ক্রীতদাসী যদি তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে এবং ছয় মাস পরে সন্তান জন্ম দেয়, আর স্বামী ও মুনীব উভয়ে তার নসব দাবী করে, তবে তাকে স্বামীরই পুত্র বলা হবে। অবশ্য মুনীবের দাবীর কারণে তার পক্ষ হতে সে আযাদ হয়ে যাবে।

এমনিভাবে কারও উম্মু ওয়ালাদ যদি তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে এবং স্বামীর সংগে তার মিলন হয়, এরপর বিবাহের ছয়মাস পর তার সন্তান নেয়, আর স্বামী ও মুনীব উভয়ে নসব দাবী করে অথবা উভয়ে অস্বীকার করে কিংবা একজন দাবী করে ও অন্যজন অস্বীকার করে, তবে সর্বাবস্থায় তাকে স্বামীরই পুত্র বলা হবে (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসীর মুনীব যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই শিশুটি তার ঔরসে তার ক্রীতদাসীর গর্ভে তারই বিছানায় জন্ম নিয়েছে আর অন্য একজন দাবী করে যে, সে তাকে তার মুনীবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করেছে এরপর তার বিছানায় যে সেই শিশুটির জন্ম দিয়েছে, যে এখন মুনীবের দখলে আছে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, শিশুটি স্বামীর আর মুনীবের স্বীকারোক্তির কারণে তার পক্ষ হতে শিশুটি এখনই আযাদ হয়ে যাবে আর তার মা আযাদ হবে মুনীবের মৃত্যুর পর (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কারও ক্রীতদাসীর যদি কয়েকটি সন্তান থাকে, যাদেরকে সে বিনাস্বামীতে কয়েকবারের গর্ভে জন্ম দান করেছে, আর মুনীর তার সুস্থাবস্থায় এ সন্তাননের একটি আমার পুত্র, তবে মুনীব যতদিন জীবিত থাকবে, তাকে ব্যাখ্যাদানে বাধ্য করা হবে। সে যদি ব্যাখ্যা দেওয়ার আগেই মারা যায়, তবে তিনও ইমামের মতে মুনীবের সংগে তাদের কারও নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং তাদের কেউ মুনীবের মীরাস পাবে না। তাঁরা এ ব্যাপারে একমত যে, তাদের মা আযাদ হয়ে যাবে। সন্তানদের মুক্তিলাভ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, প্রত্যেক গোলামের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশের মুক্তির জন্য তাকে অর্থোপার্জন করতে হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ছোট গোলামটি পূর্ণাঙ্গরূপে আযাদ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় গোলামটির আযাদ হবে অর্ধেক আর বড়টির এক-তৃতীয়াংশ। কাজেই দ্বিতীয়টি তার অর্ধেকের জন্য এবং বড়টি দুই-তৃতীয়াংশের জন্য অর্থোপার্জন করবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ইমাম মুহাম্মাদ (র) উল্লেখ করেননি। ফকীহ্ আবূ আহমদ আল-ইয়াযী (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করতেন যে, যার মুক্তির ব্যাপারে আমার নিশ্চিত জানা আছে, তার ব্যাপারে বলব যে, সে সম্পূর্ণরূপে আযাদ হবে, যেমন ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেছেন, আর মুক্তির ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পারিনি, তার ব্যাপারে আমি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অনুরূপ মত পোষণ করি। এ হিসেবে ছোট গোলামটি সম্পূর্ণরূপে আযাদ হবে। আর মেঝ ও বড় গোলামটির প্রত্যেকের এক-তৃতীয়াশ আযাদ হবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ স্বামী বিহীন কোন ক্রীতদাসীর যদি সন্তান জন্ম নেয় আর মুনীব তার নসব দাবী না করে, এভাবে শিশুটি সাবালক হয়ে যায় এবং মুনীবের কোন ক্রীতদাসীর গর্ভে সে সন্তান জন্ম দেয়, তারপরে তার মৃত্যু হয়ে যায় এবং মুনীব একটি সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে এবং বলে, এই দু'জন, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি ও তার সন্তান, এর একজন আমার পুত্র, তবে উপরিউক্ত মতভেদ অনুযায়ী নাতি সম্পূর্ণরূপে আযাদ হয়ে যাবে, তার মা অর্ধেক মূল্যের জন্য অর্থোপাজন করবে এবং নানীও অর্ধেক মূল্যের জন্য অর্থোপার্জন করবে (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ কারো দখলভুক্ত ক্রীতদাসী একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিল। সন্তানটি বড় হল এবং সেও এক কন্যার জন্ম দিল। সন্তানটি বড় হল এবং সেও এক কন্যার জন্ম দিল। মুনীব তার সুস্থাবস্থায় বলল, এই তিন জনের একজন আমার সন্তান! কিন্তু কে তা ব্যাখ্যা করার আগেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে নাতনী সম্পূর্ণ রূপে আযাদ হয়ে যাবে। তার মাও সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করবে। নানীর আযাদ হবে অর্ধাংশ, বাকি অর্ধেকের মূল্য আদায়ের জন্য তাকে অর্থোপার্জন করতে হবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ স্বামী বিহীন এক ক্রীতদাসী একটি পুত্র জন্ম দিল। তারপর স্বামী ছাড়া সে দু'টি কন্যা সন্তানের জন্ম দিল। তারপর স্বামী ছাড়াই সে একটি পুত্রের জন্ম দিল। তারপর মুনীব তার সুস্থাবস্থায় প্রথম পুত্র ও একটি যমজ কন্যার প্রতি লক্ষ্য করে বলল, এদের একজন আমার সন্তান। তারপর তার মৃত্যু হয়ে গেল, কিন্তু সে ব্যাখ্যা করে গেল না যে, সে দু'টির কোন্‌টি তার সন্তান। এক্ষেত্রের তার সংগে তাদের কারওই নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। বাকি বড়টির অর্ধেক আযাদ হয়ে যাবে এবং বাকি অর্ধেকের মূল্য আদায় করার জন্য তাকে উপার্জন করতে হবে। আর কন্যাদ্বয়ের প্রত্যেকের অর্ধেক আযাদ হয়ে যাবে এবং বাকি অর্ধেকের জন্য তারা অর্থোপার্জন করবে। আর ছোট ছেলে ও মা' সম্পূর্ণ রূপেই মুক্তিলাভ করবে। এটা ইমাম

আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে যমজ দুই বোনও সম্পূর্ণরূপে আযাদ হয়ে যাবে।

যদি বড় ও ছোট ছেলেটির প্রতি লক্ষ্য করে বলে, এদের একজন আমার পুত্র, তবে তাদের প্রত্যেকের অর্ধাংশ করে আযাদ হবে। তাদের মা' সম্পূর্ণরূপে আযাদ হয়ে যাবে। আর কন্যাদ্বয়ের অর্ধেক আযাদ হবে এবং বাকি অর্ধেকের জন্য তারা অর্থোপার্জন করবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বড় ছেলেটির অর্ধেক আযাদ হবে এবং বাকি অর্ধেকের জন্য সে অর্থোপার্জন করবে। ছোট ছেলেটি সম্পূর্ণরূপে আযাদ হয়ে যাবে। আর কন্যাদ্বয়েরও অর্ধেক আযাদ হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল। তার একটি ক্রীতদাসী আছে, যার ভিন্ন ভিন্ন গর্ভে জন্ম নেওয়া তিনটি সন্তান আছে। ক্রীতদাসী দু'জন সাক্ষী পেশ করল যে, মৃত ব্যক্তি স্বীকার করেছিল, এই বড় সন্তানটি এই ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্ম নেওয়া তারই সন্তান, সুতরাং সে তার পুত্র। আর মেঝ ও ছোট সন্তানটি তাদের মায়ের পর্যায়ভুক্ত। এক্ষেত্রে সাক্ষিগণ যদি বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মেঝ ও ছোট সন্তানের জন্মের আগে মুনীব স্বীকার করেছিল যে, এই বড় ছেলেটি তার পুত্র, তবে ছোট দু'জনকেও তারই পুত্র বলা হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মুনীব বড় ছেলেটাকে নিজ পুত্র বলে স্বীকার করার ছয় মাস বা তদূর্ধকাল পরে যদি ক্রীতদাসীটি দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেয়, তবে তাকেও তার পুত্র বলা হবে। যদি ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর জন্ম দেয়, তবে তাকে মুনীবের পুত্র বলা হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক স্বাধীন বিবাহিতা স্ত্রী ও এক ক্রীতদাসী আছে। তাদের প্রত্যেকের একটি করে পুত্র সন্তানের জন্ম হল। তারপর বিবাহিতা স্ত্রী ও ক্রীতদাসীর মৃত্যু হয়ে গেল। লোকটি বলল, এদের একজন আমার পুত্র, কিন্তু আমি জানি না, সে কে? এক্ষেত্রে তার সংগে তাদের কারওই নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। কিন্তু প্রত্যেকের অর্ধেক করে আযাদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ এমনিভাবে কারও যদি দু'টি গোলাম থাকে এবং সে বলে, এদের একজন আমার পুত্র অথবা বলে, এই গোলামটি আমার পুত্র অথবা ঐ গোলাম, তবে তাদের কারওই নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। কিন্তু তাদের একজন অনির্দিষ্টভাবে আযাদ হয়ে যাবে। অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে আযাদীর ব্যাপারটা উভয়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করবে। যদি না মৃত্যুর পূর্বে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ এক ক্রীতদাসী বিভিন্ন গর্ভে কয়েকটি সন্তান প্রসব করল। তিন ব্যক্তি তাদের নসব সম্পর্কে মুনীবের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল। একজন বলল, ক্রীতদাসীটি যখন বড় সন্তানের জন্ম দেয়, তখন মুনীব স্বীকার করে যে, সে তার পুত্র। দ্বিতীয় সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, সে যখন দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেয়–তখন মুনীব স্বীকার করে যে, সে তার পুত্র। আর তৃতীয় সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, মুনীব তৃতীয় সন্তানকে তার পুত্র বলে স্বীকার করেছে। কিন্তু মুনীব এ সবই অস্বীকার করল। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ এক্ষেত্রে বড় সন্তানটি যথারীতি গোলামই থাকবে, যাকে সে বিক্রি করতে পারবে। দ্বিতীয় সন্তানটি উম্মু ওয়ালাদের সন্তানতুল্য হবে, কিন্তু যদিও তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। তৃতীয় সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে–যদি না মুনীব তাকে অস্বীকার করে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দশম অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে অন্যের পুত্র বলে স্বীকার করার পর নিজ পুত্র বলে দাবী করা প্রসংগে

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি ক্রীতদাসী আছে। তার একটি পুত্র সন্তান হল। তার মুনীব স্বীকার করল যে, এ সন্তানটি ক্রীতদাসীটির এক স্বাধীন বা গোলাম স্বামীর ঔরসজাত, যার সংগে সে ক্রীতদাসীকে বিবাহ দিয়েছিল। পরে আবার দাবী করল, সন্তানটি তার নিজের। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, মুনীব যার অনুকূলে স্বীকার করেছিল, সে তার তাসদীক কারণে কিনা। যদি তাসদীক করে থাকে, তবে নিজের পক্ষে মুনীবের দাবী বৈধ হবে না। অবশ্য তার যে দাবীর কারণে তার পক্ষ হতে শিশুটি আযাদ হয়ে যাবে। সে যদি তা তাসদীক না করে, আবার প্রত্যাখ্যান না করে বরং নীরব থাকে, তখনও মুনীবের দাবী গৃহীত হবে না। এমনিভাবে মুনীব যার অনুকূলে স্বীকার করেছিল সে যদি দেশে উপস্থিত না থাকে বা সে যদি মারা গিয়ে থাকে, ফলে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে কিছুই জানা না যায়, তবে তখনও মুনীবের দাবী গৃহীত হবে না। সে যদি মুনীবের দাবী প্রত্যাখ্যান করে থাকে এবং মুনীব তারপর শিশুটিকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) -এর মতে তবুও তার দাবী বৈধ হবে না (আয-যাখীরা)।

২. মাসআলা ঃ মুনীব যদি এরূপ কিছু স্বীকার না করে, বরং তৃতীয় কোন ব্যক্তি বলে, এই শিশুটি মুনীব-পুত্র আর মুনীব তা অস্বীকার করে, তারপর সেই ব্যক্তি বা তার ওয়ারিশ শিশুটি কিনে নেয় এবং দাবী করে সে তার পুত্র, তবে তার পক্ষ হতে শিশুটি আযাদ হয়ে যাবে, কিন্তু তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি কোন পুরুষ সম্পর্কে দাবী করে যে, তাকে সে বিবাহ করেছে এবং এই যে, শিশুটি তার কাছে আছে, সে তার ঔরসে এর জন্ম দিয়েছে কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করে, ফলে দু'জন সাক্ষী মহিলার দাবীর সমর্থনে স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় এবং কোন কারণে কাযী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে, তারপর সাক্ষীদ্বয়ের একজন সে শিশুকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার দাবী বৈধ হবে না (আয-যাখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি কোন শিশু সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ওই মহিলার পুত্র তবে নসব সম্পর্কে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। তারপর যদি সেই সাক্ষ্য সম্পর্কে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। তারপর যদি সেই সাক্ষ্য-দানকারিণী মহিলাই পুত্রটিকে নিজের বলে দাবী করে এবং সে সম্পর্কে দু'জন সাক্ষী পেশ করে, তবে কাযী তার দাবী গ্রহণ করবে না। তারপর শিশুটি বড় হয়ে যদি নিজেকে সে মহিলার পুত্র বলে দাবী করে এবং সে সম্পর্কে দু'জন সাক্ষী হাযির করে, তবে কাযী রায় দেবে যে, ঠিকই সে সেই মহিলার পুত্র (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলার দখলভুক্ত শিশুকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, কিন্তু মহিলা তা অস্বীকার করে, ফলে সে দু'জন সাক্ষী পেশ করে, কিন্তু কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করে, তারপর সাক্ষীদ্বয়ের একজন দাবী করে যে, শিশুটি তারই পুত্র এবং মহিলাটি তার স্ত্রী এবং এ সম্পর্কে সে দু'জন সাক্ষীও পেশ করে তবে কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। যদি মহিলা নিজেই দাবী করে যে, তার গর্ভে ঐ পুত্রটি সেই ব্যক্তির ঔরসে জন্ম নিয়েছে এবং সে তার স্বামী আর এ সম্পর্কে সে দু'জন সাক্ষী পেশ করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল- মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কোন মহিলার দখলভুক্ত একটি শিশুর দাবীদার হয়, যাদের প্রত্যেকে দাবী করে যে, এ শিশুটি এই মহিলার গর্ভে তার ঔরসে জন্ম নিয়েছে, এবং মহিলাটি

তার বিবাহিতা, কিন্তু মহিলা তাদের দাবী অস্বীকার করে, তারপর সে মহিলা অন্য কোন পুরুষ সম্পর্কে দাবী করে, যে, সে তাকে বিবাহ করেছিল এবং এই শিশু তার ঔরসেই জন্ম নিয়েছে, তারপর পূর্বোক্ত দাবীদার-ব্যক্তিদ্বয় তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে কোন মহিলার দখলভুক্ত শিশু সম্পর্কে যদি কোন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক ব্যক্তির পুত্র, কিন্তু কোন কারণে কাযী তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে, তারপর অন্য এক ব্যক্তির সংগে সে অন্য কারও পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, যে এ শিশুটি তার পুত্র, তবে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্বীকার করে যে, এ শিশুটিকে তার মুকাতাব দাসী তার স্বামীর ঔরসে জন্ম দিয়েছে, কাজেই এটি তার সেই স্বামীর পুত্র, তারপর সে নিজেই শিশুটির পিতৃত্ব দাবী করে, তবে তা গৃহীত হবে না। অবশ্য শিশুটি আযাদ হয়ে যাবে। মুদাব্বার দাসী ও উম্মু ওয়ালাদের শিশুর ক্ষেত্রেও একই ফায়লাসা হবে (আল-হাবী)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গর্ভবতী ক্রীতদাসীর গর্ভ সম্পর্কে স্বীকার করে যে, তার মতো স্বামীর ঔরসজাত তারপর দাবী করে, সেটি তারই ঔরসজাত, এরপর ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর তার বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয় তবে বাচ্চাটি আযাদ হয়ে যাবে, কিন্তু তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। মুনীব যদি সেই ব্যক্তির পক্ষে স্বীকারোক্তি দানের পর এক বছর অপেক্ষা করে, তারপর বলে, সে আমার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে, তার পর ছয় মাস পূর্ণ না হতেই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে শিশুটি মুনীব-পুত্র হবে, তার সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ যদি সে স্বীকার করে, তার ক্রীতদাসীকে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির সংগে বিবাহ দিয়েছে, যে এখনও জীবিত আছে, এর ছ'মাসের মাথায় ক্রীতদাসীটি সন্তান প্রসব করে এবং তখন সে দাবী করে শিশুটি তার, তবে তার দাবী গৃহীত হবে না (আল-মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসী যদি সন্তান জন্ম দেয় এবং এক শরীক বলে, এ শিশু আমার শরীকের পুত্র অন্যজন বলে, এ শিশুকে আমার শরীকের পুত্র, তারপর আবার তাদের একজন তাকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, তবে এ দাবীদার যদি দ্বিতীয়জন হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমেই তার দাবী অবৈধ আর যদি প্রথমজন দাবী করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার দাবী অবৈধ, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বৈধ। শিশুটি তাদের উভয়ের পরস্পরের অনুকূলে স্বীকারোক্তির কারণে আযাদ হয়ে যাবে। আর ক্রীতদাসীটি উম্মু ওয়ালাদ হিসেবে স্থগিত অবস্থায় থাকবে। তাদের মধ্যে আগে যার মৃত্যু হবে, তার মৃত্যুতে সে আযাদ হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

একাদশ অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের প্রতি নসব আরোপ ও প্রাসঙ্গিক মাসাইল

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার মৃত পিতার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে প্রতিপক্ষ ছাড়া কাযী তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শ্রবণ করবে না। প্রতিপক্ষ হতে মৃতের ওয়ারিশ বা মৃত ব্যক্তির দেনাদার বা তার পাওনাদার কিংবা 'মুসহুলায়' (মৃত ব্যক্তির যার জন্য ওসিয়ত করেছে)। সে যদি কাযীর নিকট কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করত দাবী করেছে যে, তার কাছে তার পিতার এই হক রয়েছে, তবে বিবাদী তার দাবী স্বীকার করুক, বা অস্বীকার, এ অবস্থায় সে তার নসব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং কাযী সেই ব্যক্তির উপস্থিতে নসব সম্পর্কে তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শ্রবণ করবে (শারহু আদাবিল-কাযী লিল-খাস্সাফ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, আমি তার আপন ভাই, তবে দেখতে হবে এতদদ্বারা সে মীরাস বা খোরপোষ দাবী করে কি না। যদি মীরাস বা খোরপোষের দাবী করে, তবে নসব সম্পর্কিত তার সে দাবী শোনা হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, সে তার ভাই। এ রায় সমস্ত ভাই ও ওয়ারিশদের জন্যও কার্যকর হবে। নসব সম্পর্কিত দাবী দ্বারা যদি কোন সম্পদের দাবী না করে, তবে এর দ্বারা ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

যদি বিবাদী স্বীকার করে যে, সে তার ভাই, তবে তা গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে যদি দাবী করে সে তার পুত্রের পুত্র আর পুত্র অনুপস্থিত থাকে বা সে জীবিত না থাকে কিংবা দাবী করে সে তার পিতার পিতা আর পিতা উপস্থিত বা জীবিত না থাকে, তবে এ দাবীর মাধ্যমে খোরপোষ বা অন্য কোন সম্পদের দাবী করলে তখন অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করত তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শোনা হবে (খিযানাতুন মুফ্তীন)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে সে তার চাচা বা কোন মহিলা সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার বোন বা ফুফু, কিন্তু কোন মীরাস বা হক দাবী না করে, তবে সে দাবী বৈধ হবে না (আস-সিরাজিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার পিতা অথবা দাবী করে সে তার পুত্র অথবা কোন মহিলা সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার স্ত্রী অথবা কোন মহিলা কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার স্বামী অথবা কোন গোলাম কোন আরাবী সম্পর্কে দাবী করে, সে তার আযাদকর্তা মুনীব অথবা সেই আরাবী দাবী করে যে, এই ব্যক্তি তার গোলাম ছিল এবং সে তাকে মুক্তি দিয়েছে অথবা যদি মৈত্রিচুক্তি প্রসূত উত্তরাধিকার (ولاء الموالاة) দাবী করে এবং বিবাদী তা অস্বীকার করে, ফলে সে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে, তাতে এসব দাবীর মাধ্যমে কোন সম্পত্তির দাবী করুক বা নাই করুক (আল-খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি দাবী করে, এই ব্যক্তি তার পুত্র কিংবা সেই ব্যক্তিই দাবী করে যে, এই মহিলা তার মা তারপর বাদী তার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে কাযী তা গ্রহণ করবে এবং তার সংগে তার নসবের স্বীকৃতি দেবে। গ্রন্থকার এ স্থলে এরূপ উল্লেখ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-ও আল-জামি'-গ্রন্থে এরূপ বলেছেন। বস্তুত তাঁর এমত ইসতিহ্সান সম্মত (শারহু আদাবিল-কাযী লিল-খাসসাফ)।

৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে একটি শিশু আছে, যে নিজের অবস্থা ব্যক্ত করতে পারে না। যার কাছে আছে, তার দাবী সে শিশুটিকে কুড়িয়ে পেয়েছে। এক মহিলা যে, জন্মগতভাবেই স্বাধীন, সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এ শিশুটি তার আপন ভাই তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং তাকে তার ভাই বলা হবে। কাজেই শিশুটিকে তার হাতে তুলে দেওয়া হবে। এমনিভাবে শিশুটি যার হাতে আছে, সে যদি দাবী করে, শিশুটি তার গোলাম এবং মাসআলার বাকি অবস্থা একই রকম হয়, তবে রায় দেয়া হবে যে, শিশুটি সেই মহিলার ভাই এবং সেই সংগে তার মুক্তির পক্ষেও ফায়সালা দেওয়া হবে।

৭. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি কোন লোক সম্পর্কে দাবী করে সে তার পুত্রের পুত্র, তবে এটা ভ্রাতৃত্বের দাবীর মতই। এতদসংগে যদি কোন হকও দাবী করে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে, অন্যথায় গৃহীত হবে না।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল। সে তিনজন মাওলাও রেখে গেল, যারা তাকে আযাদ করেছে এবং রেখে গেল একটি বাড়ি। মাওলাগণ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তারা এই মৃত ব্যক্তিকে আযাদ করেছিল এবং তারা ভিন্ন তার কোন ওয়ারিশ নেই। ফলে কাযী রায় দিল যে, তারা তিনজন এক-তৃতীয়াংশ করে বাড়িটি পাবে। তারপর তাদের একজন মারা গেল।

তখন এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে তার আপন ভাই এবং সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিশ নেই, অর্থাৎ সে দ্বিতীয় মৃতের ভাই। ফলে কাযী রায় দিল মৃতের অংশ তার প্রাপ্য এবং সে হিসেবে অবিভক্ত অবস্থায় সে অংশ তাকে দান করল। ভাই সে অংশ কারও কাছে বিক্রি করল এবং তা তাকে সমর্পণ করল। তারপর ক্রেতা তা কারও কাছে আমানত রাখল এবং তারপর দেশের বাইরে চলে গেল। এরপর এক ব্যক্তি এসে দ্বিতীয় মৃতের ভাইয়ের সম্মুখে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে দ্বিতীয় মৃতের পুত্র ও তার ওয়ারিশ, সে ছাড়া তার কোন ওয়ারিশ নেই এবং বাড়িটির অপর দুই শরীক ও তার কথা সত্য বলে সমর্থন করল। এ ক্ষেত্রে কাযী পুত্রের নসব সম্পর্কে রায় প্রদান করবে, সে দ্বিতীয় মৃতের পুত্র।

প্রশ্ন হচ্ছে দ্বিতীয় মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি অর্থাৎ বাড়িটির এক-তৃতীয়াংশ সম্পকে ইতোপূর্বে যে মৃতের ভাইয়ের পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছিল, এখন কি রায় দেওয়া হবে যে তা পুত্রের প্রাপ্য ?'

যে কাযীর সম্মুখে পুত্র দাবী উথাপন করেছে, সে যদি পূর্বের সেই কাযীই হয়ে থাকে, যে মৃতের ভাইয়ের পক্ষে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে রায় দিয়েছিল, তবে এখন সে রায় দেবে যে, তা মৃতের পুত্রের প্রাপ্য। আর এ কাযী যদি ভাইয়ের পক্ষে রায়দাতা কাযী না হয় বরং নতুন কাযী হয়, তবে সে পুত্রের পক্ষে রায় প্রদান করবে না। বস্তুত মাসআলাটির এ সমাধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন আমানতকারীর আমানত রাখা সম্পর্কে দ্বিতীয় কাযী জ্ঞাত থাকবে, যেমন ভাইয়ের কাছ থেকে যে ব্যক্তি ক্রয় করেছিল সে হয়ত দ্বিতীয় কাযীর সামনেই তা আমানত রেখেছে অথবা এ কাযীর সামনে স্বীয় আমানতের পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করেছে।

পক্ষান্তরে সে আমানত সম্পর্কে যদি এ কাযী জ্ঞাত না থাকে, তবে ভাইয়ের অংশ সম্পর্কে পুত্রের পক্ষে রায় দেবে।

যে অবস্থায় ভাইয়ের অংশ সম্পর্কে কাযী পুত্রের অনুকূলে রায় না দেবে, সে অবস্থায় পুত্র অন্য দুই শরীকের অংশে অনুপ্রবেশ করবে না, যে দুই শরীক তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করেছে।

এরপর যদি ক্রেতা উপস্থিত হয় তবে দ্বিতীয় কাযী তার কাছ থেকে মৃতের অংশ ফেরত আনবে এবং তা পুত্রকে সমর্পণ করবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) মাসআলাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন পুত্র ক্রেতার বিরুদ্ধে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে অথবা ক্রেতা স্বীকার করবে যে, সে মৃতের ভাইয়ের কাছ থেকে এটা ক্রয় করেছে আর ভাই এটা মৃত ব্যক্তি হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল। এর কোনটি না হলে কাযী মৃত ব্যক্তির অংশ সম্পর্কে তার পক্ষে রায় প্রদান করবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, কোন পঙ্গু ব্যক্তি যদি দাবী করে, অমুক তার পিতা এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে আর এ দাবীর উদ্দেশ্য, যাতে কাযী সেই ব্যক্তির উপর তার খোরপোষ ধার্য করে দেয়, অন্যদিকে বিবাদী অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সেই ব্যক্তি এই পঙ্গুর পিতা, কিন্তু সেই ব্যক্তি ও পঙ্গু উভয়ে তা অস্বীকার করে তবে পঙ্গুর সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে এবং সে যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে, তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার উপর পঙ্গু ব্যক্তির, খোরপোষ ধার্য করে দেওয়া হবে। সে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না (আয-যাখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ কোনও কোন ফাতাওয়া-গ্রন্থে আছে, পিতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত এমন কোন ব্যক্তি যদি কারও সম্মুখে দাবী করে যে, আমি তোমার পুত্র আর সেও তা স্বীকার করে, তবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সে যদি তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে ফলে সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তখনও তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তবে প্রতিষ্ঠিত হবে না।

বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই দাবীদার ব্যক্তি অমুকের পুত্র, তবে পুত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে, কিন্তু সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। কাজেই কোনও কোনও ফাতাওয়া-গ্রন্থে যা বলা হয়েছে, তা 'আল-মুনতাকা'-এর বর্ণনার বিপরীত (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই ব্যক্তি আমার পুত্র, সে আমার অমুক মৃতা স্ত্রীর গর্ভজাত এবং মৃতার মীরাসে আমার হিস্যা আছে, অন্যদিকে পুত্র অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে সেই ব্যক্তির ঔরসে তার স্ত্রীর জন্ম দেওয়া সন্তান, কিন্তু সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তবে মীরাসের দাবীদার যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে তাই গৃহীত হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, এ ব্যক্তি তারই পুত্র (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা ঃ কোন দরিদ্র লোক যদি কোন ধনী বালকের নসবে দাবী করে যাতে তার সংগে তার নসবের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং তার উপর তার খোরপোষ ধার্য করে দেওয়া হয়, তারপর সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, কিন্তু সে বালক তা অস্বীকার করে এবং সে এর বিপরীতে অন্য এক ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার পুত্র, কিন্তু সে ব্যক্তি তার অস্বীকার করে, তবে পিতার সাক্ষ্য-প্রমাণই হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, তাকে তার পিতার খোরপোষ বহন করতে হবে। বালক যে দ্বিতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করেছিল তা বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

১২. মাসআলা ঃ যমজ দুই বালকের একজন ধনসম্পদ রেখে মারা গেল। অন্যজন পঙ্গু দরিদ্র। এক ব্যক্তি এসে দাবী করল সে তাদের পিতা এবং এভাবে সে মৃত বালকের মীরাস হস্তগত করতে চাইল। সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আবার পঙ্গু বালকটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে তাদের দু'জনের পিতা। এতদদ্বারা সে তার কাছে তার ব্যয়ভার দাবী করল। তারপর উভয়ে একই সংগে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে উভয় বালককেই সেই ব্যক্তির পুত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৩. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি কারও বিরুদ্ধে-সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার চাচা এবং তার দাবী সে যেন তার খরচ দেয়, আর চাচা অন্য কারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, সে এই মহিলার ভাই, তবে চাচা তার খরচের দায় হতে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং মহিলা চাইলে ভাইয়ের উপর তার খরচা ধার্য করে দেওয়া হবে (আত-তাতার খানিয়া, আল-'আত্তারিয়ার বরাতে)।

১৪. মাসআলা ঃ প্রাপ্তবয়স্ক এক বালক এক পুরুষ ও মহিলার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে তাদের পুত্র, অন্যদিকে অপর এক পুরুষ ও নারী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, বালকটি তাদের পুত্র। এক্ষেত্রে বালকটির সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রাধিকার পাবে। সুতরাং সে নিজেকে যাদের পুত্র বলে দাবী করেছে, তাদের সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে।

এমনিভাবে বালকটি যদি খৃস্টান হয় এবং এক খৃস্টান পুরুষ ও খৃস্টান নারীর বিরুদ্ধে দু'জন মুসলিমকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাদের পুত্র, অপর দিকে এক মুসলিম দম্পতি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বালকটি তাদের পুত্র, তবে বালকের সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে এবং যাদের দাবী অনুযায়ী বালকটি মুসলিম সাব্যস্ত হয়, তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর বালকটির সাক্ষ্য-প্রমাণই অগ্রাধিকার লাভ করবে। বালকটির সাক্ষিগণ যদি খৃস্টান হত,

তখন অবশ্য মুসলিম দম্পতির সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হত এবং বালকটিকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হত (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৫. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত সমাধান সেই ক্ষেত্রে, যখন মুসলিম পিতামাতা জন্ম সূত্রেই মুসলিম থাকে অথবা তারা প্রথমে অমুসলিম থাকলেও বালকটির শৈশবকালে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তো সেক্ষেত্রে বালকটিকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে বটে, কিন্তু সে যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে সে কারণে হত্যা করা যাবে না (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ বালকটি যদি দাবী করে সে অমুকের পুত্র, তার বিছানায়, তার অমুক ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে আর সেই ব্যক্তি দাবী করে, বালকটি আমার গোলাম, সে আমার অমুক ক্রীতদাসীর গর্ভে আমার অমুক গোলামের ঔরসে জন্ম নিয়েছে, যে গোলামের সাথে আমি ক্রীতদাসীটিকে বিবাহ দিয়েছিলাম আর গোলামটি একই দাবী করে, তবে তাকে সেই গোলামের পুত্রই বলা হবে। সে যদি দাবী করত, সে গোলামের পুত্র এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করত আর মুনীব দাবী করত যে, বালকটি তার পুত্র তবে তখনও তাকে গোলামেরই পুত্র বলা হত এবং (মুনীবের স্বীকারোক্তির কারণে) সে আযাদ হয়ে যেত (আল-হাবী)।

১৭. মাসআলা ঃ গোলাম যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে এই ক্রীতাদাসীর গর্ভে অমুকের ঔরসজাত পুত্র আর ক্রীতাদাসীটি তার স্ত্রী, অন্যদিকে মুনীব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে এই ক্রীতাদাসীর গর্ভে জন্ম নেওয়া তার পুত্র, তবে গোলামের সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। কিন্তু মুনীবের স্বীকারোক্তির কারণে সে আযাদ হয়ে যাবে আর ক্রীতদাসীটি হবে উম্মু ওয়ালাদ সদৃশ (আল-মাবসূত)।

১৮. মাসআলা ঃ গোলাম যদি জীবিত না থাকে অথবা জীবিত থাকলেও সে বালকটির পিতৃত্ব দাবী না করে, এমনকি বিবাহেরও দাবী না করে, অন্যদিকে ক্রীতদাসীর মুনীবও মারা গিয়ে থাকে আর তার পুত্র হতে তার ওয়ারিশগণ তাকে মৃতের পুত্র বলে দাবী করে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, সে তার মুনীবেরই পুত্র। কাজেই সে অন্যান্য ওয়ারিশের-মত মৃতের উত্তরাধিকার লাভ করবে (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি সম্পত্তি রেখে মারা গেল। একটি বালক সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে মৃত ব্যক্তির পুত্র, তার অমুক ক্রীতদাসীর পুত্র এবং ক্রীতদাসীটি তাকে তার মালিকানায় জন্ম দিয়েছে আর মুনীবও তা স্বীকার করেছে। অপর দিকে অন্য এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বালকটি তার গোলাম এবং তার মা' তার ক্রীতদাসী যাকে সে তার অমুক গোলামের সংগে বিবাহ দিয়েছিল এবং তার বিছানায় এ বালকটিকে সে জন্ম দিয়েছে। গোলামও জীবিত আছে এবং সেও একই দাবী করেছে। এ ক্ষেত্রে রায় দেওয়া হবে যে, বালকটি সেই গোলামকেই পুত্র আর তার মা জীবিত থাকলে তার সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে যে, সে দাবীদার ব্যক্তির-ক্রীতদাসী (আল-মাবসূত)।

২০. মাসআলা ঃ গোলাম যদি জীবিত না থাকে অথবা জীবিত থাকলেও সে বিবাহের কথা অস্বীকার করে তবে গোলাম যেই ব্যক্তির পুত্র হওয়ার দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছিল, তার সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে তার উত্তরাধিকার লাভ করবে। আর ক্রীতদাসীটি সম্পর্কে মৃত ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে এবং সে তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে আর তার মৃত্যুতে তার আযাদীর ফায়সালা দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তার সন্তান ও ইদ্দতরত অবস্থায় বিধবা (মহিলা)-এর সন্তানের নসব প্রসংগে

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাজঈ তালাক দিল। এরপর দু'বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন আগে সে স্ত্রী দু'টি সন্তান প্রসব করল। ইতোমধ্যে সে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করেনি সে যখন একটি সন্তান প্রসব করল, তখন স্বামী তাকে নিজ সন্তান বলে অস্বীকার করল। তারপর সে দ্বিতীয় বাচ্চার জন্ম দিল। এক্ষেত্রে উভয়কে তারই পুত্র বলা হবে। স্বামীর উপরও (অপবাদ আরোপের) হদ্দ (শরীআতী শাস্তি) আরোপ করা হবে না এবং তাদের থেকে লিআন (কসম)ও নেওয়া হবে যদি দু' বছর পূর্ণ হওয়ার পর সে সন্তান দুটির জন্ম দেয় এবং স্বামী তাদেরকে অস্বীকার করে, তবে উভয়ের উপর লিআন জারি হবে এবং সেক্ষেত্রে স্বামীর সংগে তাদের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। যদি প্রথম সন্তানটিকে অস্বীকার করে, তারপর দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করে নেয়, তবে উভয়কেই তার পুত্র বলা হবে। এ ক্ষেত্রে তার উপর হদ্দ জারি হবে। যদি একটি সন্তানের জন্ম দেয় দু'বছরের কম সময়ে এবং অন্যটিকে দু'বছর পূর্ণ হওয়ার পর,তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত অবস্থার মতই ফায়সালা হবে।

যদি বায়েন তালাক বা তিন তালাক দিয়ে থাকে এবং দু'বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সে সন্তান দু'টির জন্ম দেয়, তবে তাদেরকে অস্বীকার করার কারণে স্বামীর উপর হদ্দ জারি হবে এবং তাদেরকে তারই পুত্র বলা হবে। যদি দু'বছর পরে তাদের জন্ম হয়, তবে তার সংগে তাদের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং সে তাদেরকে অস্বীকার করলে তার উপর হদ্দ জারি হবে না এবং লিআনও প্রযোজ্য হবে না।

যদি একটি সন্তানের জন্ম হয়, দু'বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন আগে এবং অন্যটির জন্ম হয় দু'বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন পর, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে, এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত অবস্থার অনুরূপই ফায়সালা দেওয়া হবে (আল-মাবসূত)।

২. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার স্ত্রীকে এক তালাক বায়েন দেয় এবং তার সংগে তার সহবাস হয়ে থাকে, তারপর তাকে পুনরায় বিয়ে করে এবং পুনর্বিবাহের পর ছ'মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই একটি সন্তানের জন্ম দেয়, আর স্বামী সন্তানটি অস্বীকার করে, তবে তাদের থেকে লিআন নেওয়া হবে এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধন করা হবে। অবশ্য পিতার সংগে সন্তানটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে।

যদি ছ'মাস বা ততোধিক কাল পর সন্তান জন্ম দেয়, তবে তাদের থেকে লিআন নেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ ইদ্দত পালনরতা মহিলা অন্য কোন লোককে বিবাহ করল। তাদের মধ্যে সহবাস হল। তারপর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হল। তারপর তার একটি সন্তান জন্ম নিল, যাকে উভয়েরই সন্তান ধরা সম্ভব। এক্ষেত্রে রায় দেওয়া হবে যে, সে তার প্রাক্তন স্বামীর সন্তান। বলা হয় যে, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দ্বিতীয় ব্যক্তির সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তাকে প্রাক্তন স্বামীর সন্তান হিসেবে কল্পনা করা না যায়, তবে তাকে দ্বিতীয় ব্যক্তিরই পুত্র বলা হবে। যদি তাদের কারও সন্তান হিসেবেই কল্পনা করা না যায়, তবে তাকে তাদের কারওই পুত্র বলা হবে না। যেমন সে যদি সন্তানটির জন্ম দেয়, তালাকের দু'বছরেরও পর এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির সংগে সহবাসের পর

ছ'মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই। উম্মু ওয়ালাদ যদি দু'বছর পূর্ণ হলে বা তারও পর সন্তানের জন্ম দেয় তবে স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে যে রকম ফায়সালা দেওয়া হয়, তার ক্ষেত্রেও তাই হবে।

সাবালিকা যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের অবস্থায় থাকে, তবে দু'বছর পর্যন্ত মেয়াদের ভেতর তার জন্ম দেওয়া সন্তানের নসব তার স্বামীর সংগেই প্রতিষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে নাবালিকা হলে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর ছ-মাসের কম সময়ে যে সন্তান জন্ম নেবে, তাকে তার স্বামীরই সন্তান বলা হবে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ কোন ক্রীতদাসীকে বিবাহ করে তাকে তালাক দিল। তারপর তাকে ক্রয় করল। এখন ক্রীতদাসীটি যদি ক্রয়ের পর ছ'মাস পূর্ণ না হতেই সন্তান জন্ম দেয়, তবে তাকে তারই সন্তান বলা হবে। যদি ক্রয়ের পর ছ'মাস পূর্ণ হলে সন্তান জন্ম দেয়, তবে তাকে সে ব্যক্তির সন্তান বলা হবে না। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন তালাক একটি হবে। যদি দুই তালাক হয়, তবে তালাকের পর থেকে দু'বছর মেয়াদ পর্যন্ত যে সন্তান জন্ম নেবে, তার সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার একজন যদি সন্তানের নসব দাবী করে এবং অন্যজন অস্বীকার করে

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করল। তারা দু'জনই মুসলিম। বিয়ের ছ'মাস পর স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করল। এখন তাদের একজন যদি তাকে তাদের সন্তান বলে দাবী করে এবং অন্যজন অস্বীকার করে তবে তাকে তাদেরই সন্তান বলা হবে।

এমনিভাবে স্বামী যদি বলে, এ সন্তান তোমার প্রাক্তন স্বামীর ঔরসে আগেই তোমার গর্ভে ছিল আর স্ত্রী বলে, বরং এটি তোমারই ঔরসজাত, তবে তাকে এই স্বামীরই সন্তান বলা হবে। এক্ষেত্রে তাদের থেকে লিআন নেওয়া হবে না এবং স্বামীর উপরও হদ্দ জারি হবে না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ স্ত্রীর একই গর্ভের দু'টি সন্তানের শুধু প্রথমটিকে স্বামী স্বীকার করলে উভয়েই তার সন্তান বলে গণ্য হবে। আর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য উভয়েরই থেকে কসম নেওয়া হবে। যদি প্রথমটিকে অস্বীকার করে, তারপর দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করে তবে তার উপর হদ্দ জারি হবে এবং তাদেরকে তারই সন্তান বলা হবে।

কেউ যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং স্ত্রী দু'টি সন্তানের জন্ম দেয়, যাদেরকে স্বামী সন্তান হিসেবে অস্বীকার করে, ফলে কাযী রায় দেয় যে,তাদেরকে লিআন করতে হবে, কিন্তু লিআন করার আগেই একটি সন্তান মারা গেল, তবে তাদেরকে তারই পুত্র বলা হবে আর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য তাদের থেকে লিআন নেওয়া হবে।

এমনিভাবে যদি সন্তান দু'টির কেউ মারা না যায়, বরং লিআন নেওয়ার আগে স্বামী বা স্ত্রী মারা যায়, তখনও তাদের সংগে সন্তান দুটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে।

এমনিভাবে তারা যদি কাযীর সম্মুখে লিআন করে, কিন্তু কাযী তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর এবং সন্তানকে মায়ের সংগে যুক্ত করার আগেই স্বামী বা স্ত্রী মারা যায়, তবে সেক্ষেত্রেও তাদের সংগে সন্তান দুটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে।

যদি একটি সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর স্বামী তাকে অস্বীকার করে, ফলে কাযী তাদের উপর লিআন জারি করে এবং তার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় আর সন্তানকে তার মায়ের সংগে সম্পৃক্ত করে দেয়, তারপর একই গর্ভে সে আরেকটি সন্তান প্রসব করে, তবে পিতার সংগেই তাদের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি যমজ দুই সন্তান জন্ম দেয় এবং স্বামী প্রথমে একজন সম্পর্কে জানতে পারে আর তাকে সন্তান হিসেবে অস্বীকার করে, ফলে কাযী তাদের থেকে লিআন গ্রহণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় ও সন্তানকে মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, তারপর স্বামী দ্বিতীয় সন্তান সম্পর্কে জানতে পারে, তবে তাদেরকে স্বামীরই সন্তান বলা হবে। যদি কাযী কর্তৃক তাদের মধ্যে বিচ্ছদ ঘটানোর আগেই স্বামী দ্বিতীয় সন্তানের খবর পায়, এবং তাকেও অস্বীকার করে, তবে পুনরায় লিআন নেওয়া হবে এবং উভয় সন্তানের নসব মায়ের সংগে প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মাবসূত)।

৪. মাসআলা ঃ লিআনের পর স্বামী যদি স্বীকার করে যে, সে মিথ্যা বলেছিল এবং কাযী কর্তৃক তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো ও মায়ের সংগে সন্তান সম্পৃক্ত করার পর সে আবার সন্তানের নসব দাবী করে, তবে সন্তানটি জীবিত থাকলে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে আর তার উপর হদ্দ জারি করা হবে, তাতে স্ত্রী জীবিত থাক বা ইতোমধ্যে মারা যাক (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি ইতোমধ্যে সেই সন্তান মারা যায় ও সম্পত্তি রেখে যায়, তারপর পিতা তার নসব দাবী করে, তবে তার দাবী গৃহীত হবে না। হ্যাঁ সে সন্তান যদি তার কোন পুত্র বা কন্যা রেখে যায়, তখন পিতার দাবী গৃহীত হবে। কিন্তু তার উপর হদ্দ জারি হবে। তারপর সে মীরাসের অংশগ্রহণ করবে।

যদি পিতার অস্বীকারকৃত সন্তানটি কন্যা হয়ে থাকে, এবং সে একটি পুত্র সন্তান রেখে মারা যায়, তারপর লিআনকারী পিতা স্বীকার করে যে, সে মিথ্যা বলেছিল, তবে তার কথা গৃহীত হবে না এবং সে মীরাসও পাবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার বক্তব্য গৃহীত হবে। কিন্তু তার উপর হদ্দ জারি করা হবে। এবং সে মীরাসের অংশ পাবে (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ কন্যার ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি লিআন করে, ফলে কন্যাকে মায়ের সংগে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়, তারপর সেই লিআনকারীর পুত্র মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায় তবে তার জন্য তা বৈধ হবে না। বিয়ে করলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। এমনিভাবে লিআনকারী নিজে যদি দাবী করে সে মেয়েটির মায়ের সাথে সহবাস করেনি এবং এই দাবীতে সে মেয়েটিকে বিয়ে করে, তাও জাইয হবে না। সুতরাং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার উম্মু ওয়ালাদকে আযাদ করে দেয়, তারপর তাকে বিবাহ করে এবং তার ছয় মাস বা ততোধিককাল পর সন্তান জন্ম নেয় এবং সন্তানটিকে সে অস্বীকার করে, তবে লিআন নেওয়া হবে এবং সন্তানটিকে মায়ের সংগে সম্পৃক্ত করা হবে। যদি ছয়মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই সন্তান জন্ম নেয়, আর স্বামী তাকে অস্বীকার করে তবে লিআন করতে হবে কিন্তু সন্তানের নসব পিতার সংগেই সম্পৃক্ত হবে। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন আযাদ করার পর দু'বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তার জন্ম হয় যাতে ক্রীতদাসীর মুনীব হিসেবে তার সংগে সে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হয় (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ কারও ক্রীতদাসীকে বিবাহ করার ছয়মাসের কম সময়ে যদি তার সন্তান জন্ম নেয়, তবে স্বামীর দাবী দ্বারা তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না-যদি না মুনীব তা তসদীক করে। আর স্বামী যদি অস্বীকার করে, তবে তার পুত্র হিসেবে সন্তানটি স্বীকৃতি পাবে না। যদি বিবাহের ছয় মাস বা ততোধিককাল পরে জন্ম নেয়, তবে স্বামী দাবী করুক বা না করুক, সর্বাবস্থায়

স্বামীর সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামী যদি তাকে সন্তান হিসেবে অস্বীকার করে, তবে সে কারণে তাদের মধ্যে লিআন প্রযোজ্য হবে না এবং সন্তানের নসব বাতিল হবে না আর স্বামীর উপর হদ্দও জারি হবে না।

মুনীব যদি ক্রীতদাসীকে মুক্তি দিয়ে থাকে এবং তারপর তার সন্তান জন্ম নেয়, তবে মুক্তিদানের পর ছয়মাস পূর্তির আগেই জন্ম নিলে স্বামীর দাবী দ্বারা তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে– তাতে মুক্তিলাভের পর সে স্বামীকে গ্রহণ করুক বা বিচ্ছেদ কে বেছে নিক এমনিভাবে স্বামী বা বিচ্ছেদ বেছে নেওয়ার বিষয়টা স্বামী কর্তৃক সন্তানের নসব দাবীর আগে হোক বা পরে হোক। স্বামী যদি সন্তানকে অস্বীকার করে আর স্ত্রী মুক্তি লাভের পর স্বামীকেই গ্রহণ করে নেয়, তবে স্বামীর সংগেই সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য তাদের থেকে লিআন নেয়া হবে। স্বামী কর্তৃক সন্তানকে অস্বীকার করার আগেই যদি সে নিজেকে বেছে নেয় তারপর স্বামী সন্তানকে অস্বীকার করে, তবে সন্তানের নসব স্বামীর সংগেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সে ক্ষেত্রে আর লিআন প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু স্বামীর উপর হদ্দ অবধারিত হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক সন্তানকে অস্বীকার করার পর ও নিআনের আগে বিচ্ছেদ বেছে নেয়, তবে স্বামীর সংগেই শিশুর নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে লিআন ও হদ্দ কিছুই জারি হবে না। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন মুক্তি লাভের পর ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই সন্তান প্রসব করবে।

পক্ষান্তরে, যদি মুক্তিলাভের পর ছয়মাস বা ততোধিক কাল পরে সন্তান জন্ম নেয়,এবং স্বামী সন্তানের নসব দাবী করে, তবে তার সংগে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এক্ষেত্রে কোন অবস্থায়ই হদ্দ ও লিআন জারি হবে না। স্বামী যদি সন্তানের নসব অস্বীকার করে তবে দেখতে হবে সে মুক্তিলাভের পর স্বামীকে গ্রহণ করেছে না বিচ্ছেদ বেছে নিয়েছে। যদি স্বামীকে গ্রহণ করে নেয়, তবে উভয়কে লিআন করতে বলা হবে। এক্ষেত্রে ইস্‌তিহ্‌সান অনুযায়ী সন্তানের নসব বাতিল হয়ে যাবে। স্বামী কর্তৃক বিচ্ছেদ বেছে নেয়, তবে সন্তানটিকে স্বামীরই উপর হদ্দ জারি হবে। যদি স্বামী কর্তৃক সন্তানকে অস্বীকার করার পর এবং লিআন প্রয়োগের আগে স্ত্রী বিচ্ছেদ বেছে নেয়, তবে স্বামীর সংগেই সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ক্ষেত্রে হদ্দ ও লিআন জারি হবে না (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ স্বামী যদি তাকে ক্রয় করে এবং ক্রয়ের পর ছয় মাস পূর্তির আগেই তার সন্তান জন্ম নেয়, তবে স্বামীর সংগেই তার পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামী অস্বীকার করলেও তার নসব বাতিল হবে না। যদি ছয় মাস বা ততোধিককাল পরে সন্তান জন্ম নেয় এবং স্বামী তাকে অস্বীকার করে, তবে কেবল তার অস্বীকৃতি দ্বারাই নসব বাতিল হয়ে যাবে। সে তাকে স্বীকার করে না নিলে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির বিবাহাধীন একটি ক্রীতদাসী আছে। সে তাকে তার মুনীবের কাছ থেকে ক্রয় করে নিল, তারপর তাকে আযাদ করল। তারপর ক্রীতদাসীর একটি সন্তান জন্ম নিল। এক্ষেত্রে দেখতে হবে ক্রীতদাসীটির মুক্তির পর ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পরে সন্তান প্রসব করেছে, না তার আগে। যদি ছয় মাস পূরণ হওয়ার আগে প্রসব করে এবং স্বামী তাকে স্বীকার করে নেয়, তবে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, তাতে বিবাহের পর তার সংগে সহবাস হোক বা না-ই হোক। এ ক্ষেত্রে ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর স্বামী যদি তাকে অস্বীকার করে, তবে দেখতে হবে ক্রীতদাসীটি কি তাকে ক্রয়ের পর ছয় মাস পূরণ হওয়ার আগে সন্তান প্রসব করেছে না তার পরে। যদি ছয় মাস পূরণের আগে প্রসব করে, তবে

স্বামীর অস্বীকৃতির কারণে শিশুর নসব বাতিল হবে না। এক্ষেত্রে তাদের উপর লিআন প্রযোজ্য হবে না, কিন্তু স্বামীর উপর হদ্দ জারি হবে। যদি ক্রয়ের ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পরে সন্তান জন্ম নেয়, তবে স্বামীর সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। এক্ষেত্রে লিআন ও হদ্দ কিছুই জারি হবে না।

যদি মুক্তিলাভের পর ছয় মাস পূরণ হওয়ার পর থেকে দু'বছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সন্তান জন্ম নেয়, এবং স্বামী তার নসব দাবী করে, তবে তার সংগে শিশুর নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, তাতে তার সংগে স্বামীর সহবাস হোক বা না-ই হোক। স্বামী যদি তাকে অস্বীকার করে আর স্ত্রীর সংগে স্বামীর সহবাস না হয়ে থাকে, তবে কারও মতেই তার সংগে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর যদি সহবাস হয়ে থাকে এবং স্বামী সন্তানটি অস্বীকার করে অথবা নীরবতা অবলম্বন করে তবে সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, স্বামীর সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং অস্বীকার করার কারণে তার উপর হদ্দ জারি হবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, স্বামীর সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অস্বীকার করলে সে কারণে তার উপর হদ্দ জারি করা হবে।

যদি মুক্তিলাভের পর দু'বছর পূর্ণ হওয়ার পর সন্তান জন্ম দেয়, তবে স্বামী দাবী করলে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অস্বীকার করলে প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

ক্রয়ের পর যদি তাকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয় এবং তারপর সন্তান জন্ম দেয়, তবে দেখতে হবে যে, তা কতদিনে জন্ম দিয়েছে। যদি স্বামী কর্তক ক্রয়ের ছয় মাস পূর্তির আগেই জন্ম দেয়, তবে স্বামীর সংগেই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, স্বামী তা দাবী করুক বা নীরব থাকুক। সুতরাং বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে এবং স্বামীকে মূল্য ফেরত দিতে হবে। সে যদি নসব অস্বীকার করে, তবে তাতে নসব বাতিল হবে না।

স্বামী কর্তৃক ক্রয়ের পর ঠিক ছয় মাসে যদি সন্তান প্রসব করে, তবে ছয় মাসের আগে জন্ম দিলে যা হত, এক্ষেত্রেও তাই হবে।

যদি স্বামী কর্তৃক ক্রয় থেকে ছয় মাসের অধিক কাল পরে সন্তান জন্ম দেয়, তবে দেখতে হবে তার বিক্রি করে দেওয়ার কত পরে জন্ম দিয়েছে। যদি স্বামী কর্তৃক বিক্রির পর ছ'মাসের কম সময়ের ভেতর জন্ম দেয়, এবং স্বামী তার নসব দাবী করে, তবে ক্রেতার তাসদীক ছাড়াই স্বামীর সংগে শিশুটিকে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে স্বামী যদি তার নসব অস্বীকার করে, তবে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। কাজেই বিক্রি যথারীতি বহাল থাকবে।

স্বামী কর্তৃক বিক্রি করে দেওয়ার পর ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পর থেকে দু'বছরের ভেতর যদি সন্তান জন্ম দেয় এবং স্বামী সন্তানের নসব দাবী করে, তবে দেখতে হবে স্ত্রীর সংগে স্বামীর সহবাস হয়েছিল কি না। যদি সহবাস না হয়ে থাকে, তবে ক্রেতার তাসদীক ছাড়া নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। যদি ক্রেতা তাসদীক করে, তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।

আর যদি সহবাস হয়ে থাকে এবং মাসআলাটির অন্যান্য অবস্থা পূর্ববৎ হয়, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ক্রেতা তসদীক ছাড়া স্বামীর দাবী বৈধ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও প্রথম দিকে এরূপ বলতেন। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন স্বামী সন্তানটিকে নসব দাবী করবে। আর সে যদি অস্বীকার করে, তবে কারও মতেই তার সংগে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি স্বামী কর্তৃক বিক্রির পর দুই বছরের অধিক কাল পর সন্তান জন্ম দেয় এবং স্বামী তার নসব দাবী করে, তবে তিনও ইমামের মতে ক্রেতার তাসদীক ছাড়া তার সংগে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর যদি স্বামী তার নসব অস্বীকার করে তবে তা নসব প্রতিষ্ঠিত হবেই না। এ ব্যাপারে সকলে একমত (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি দ্বিতীয় ক্রেতা সন্তানটিকে আযাদ করে দেয়, তারপর প্রথম ক্রেতা তার নসব দাবী করে, তবে শিশুটির জন্মকাল অনুযায়ী বিবেচনা হবে। যদি প্রথম চুক্তির ক্রয়ের পর ছ'মাস বা ততোধিককাল পরে জন্ম নেয়, তবে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। যদি ছ'মাসের আগেই জন্ম নেয়, তবে তার দাবী বৈধ হবে এবং বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। সেই সংগে মুক্তিদানও রহিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় ক্রেতা যদি সন্তানের মা-কেও মুক্তিদান করে থাকে তার ক্ষেত্রেও বিক্রি ও মুক্তি দান বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১২. মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি সন্তানটিকে আযাদ না করে থাকে, বরং তার মা'কে আযাদ করে থাকে, তবে স্বামী কর্তৃক ক্রয়ের পর ছ'মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই সে সন্তান প্রসব করলে মা' ও সন্তান উভয়ের ব্যাপারে স্বামীর দাবী বৈধ হবে। আর যদি স্বামী কর্তৃক ক্রয়ের ছ'মাস বা ততোধিক কাল পর সন্তান প্রসব করে দেখতে হবে স্বামী কর্তৃক বিক্রির কতকাল পর প্রসব করেছে ? যদি বিক্রির পর ছ'মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই সন্তানটিকে প্রসব করে থাকে, তবে স্বামীর দাবী ছাড়া তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। সে যদি দাবী করে, তবে শিশুর ক্ষেত্রে তো তার দাবী গৃহীত হবে, কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে গৃহীত হবে না।

আর স্বামী কর্তৃক বিক্রির ছ'মাসের অধিককাল পরে যদি সন্তান প্রসব করে, তবে ক্রেতার তাসদীক ছাড়া স্বামীর দাবী বৈধ হবে না। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর পরবর্তীকালীন মত। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ক্রীতদাসীর সংগে স্বামীর সহবাস হয়ে থাকলে দু'বছর পর্যন্ত তার দাবী বৈধ হবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর পূর্ববর্তী মত।

যদি ক্রয়ের দু'বছর পর সন্তান প্রসব করে, তবে স্বামী কর্তৃক বিক্রির দু'বছর পর প্রসব করুক, বা তার আগে, কোন অবস্থায় ক্রেতার তসদীক ছাড়া স্বামীর দাবী বৈধ হবে না। হ্যাঁ, বিক্রির পর দু'বছরের মাথায় যদি সন্তান প্রসব করে, এবং ক্রেতা স্বামীর দাবী তাসদীক করে তবে তার দাবী বৈধ হবে বটে, কিন্তু বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি বিক্রির পর দু'বছরের অধিককাল তার সন্তান প্রসব করে, তবে বিক্রি রহিত হবে না (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিল। সে কারও ক্রীতদাসী। তারপর সে মুক্তি লাভ করল। তারপর সে সন্তান প্রসব করল। তো যদি তালাকের পর দু'বছরের ভেতর সন্তান প্রসব করে থাকে, তবে স্বামীর সংগে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। সে অস্বীকার করলেও নসব বাতিল হবে না, বরং অস্বীকার করলে তার উপর হদ্দ জারি করা হবে। সন্তানের ওয়ালা (মুক্তিদান সূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার) পাবে তার মায়ের মুনীব। যদি পিতা মারা যায় এবং তার মৃত্যুর পর দু' বছরের ভেতর সন্তানের জন্ম দেয়, এবং তার একদিন পর মাকে আযাদ করা হয়, তবে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ওয়ালা পাবে মায়ের মুনীব (আল-মাবসূত)।

১৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির স্ত্রী যদি কারও ক্রীতদাসী হয় এবং সে তার (স্বামীর) ঔরসে একটি সন্তান জন্ম দেয়, তারপর স্বামী তাকে ক্রয় করে এবং তাকে আযাদ করতঃ বিবাহ করে, তারপর বিবাহের ছ'মাস বা তারও পরে আরেকটি সন্তানের জন্ম দেয়, এবং স্বামী তাকে অস্বীকার করে, তবে কাযী তাদেরকে লিআন করতে বলবে। এরপর সন্তানকে মায়ের সংগে সম্পৃক্ত করা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি দ্বিতীয়বার বিবাহের পর ছ'মাসের কম সময়ে এবং ক্রয়ের পর থেকে ছ'মাসের বেশী সময়ে যদি সন্তান জন্ম দেয়, তবে তাদেরকে লিআন করতে বলা হবে না। সে ক্ষেত্রে পিতার সংগেই সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে।

যদি ক্রয়ের পর ছ'মাসের কম সময়ের ভেতর সন্তান প্রসব করে, তবে কাযী তাদেরকে লিআন করতে বলবে। এরপর সন্তানকে মায়ের সংগে সম্পৃক্ত করবে। আর সন্তানের মা মুসলিম হলে স্বামীর উপর হদ্দও জারি করবে। স্ত্রী যদি স্বামীর এ দাবী সত্য বলে স্বীকার করে যে, সন্তানটি তার ঔরসজাত নয়, তবে সন্তানের বিরুদ্ধে তাদের কথা গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ সে যদি তাকে বিবাহ না করে, তবে মুক্তিদানের পর দু'বছরের ভেতর সন্তান জন্ম দিলে তাকে তাদেরই সন্তান বলা হবে। সে যদি সন্তানটি অস্বীকার করে, তবে তার উপর (ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপের) হদ্দ (শরীআতী শাস্তি) আরোপ করা হবে (আল-মাবসূত)।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ : ব্যবসায়ী গোলাম ও মুকাতাব কর্তৃক সন্তানের নসব দাবী

১. মাসআলা ঃ ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত (মাযূন) গোলাম যদি কোন ক্রীতদাসী কেনে ও তার সাথে সংগম করে, তারপর ক্রীতদাসীটি সন্তান জন্ম দেয় এবং গোলাম তার নসব দাবী করে, তবে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। বাকি গোলামের সে পুত্র ও মা'কে বিক্রি করার অধিকার থাকবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ মুনীব যদি ক্রীতদাসীকে তার গোলামের সংগে বিবাহ দেয়, তবে বিবাহ বৈধ হবে, যেমন তার সংগে অন্য কোন ক্রীতদাসীকে বিবাহ দিলে বৈধ হয়ে থাকে। তারপর সে ক্রীতদাসী যদি সন্তান জন্ম দেয়, তবে গোলামকে ঐ সন্তানের পিতা বলা হবে। এমনিভাবে সে যদি মুনীবের অনুমতি ছাড়া তাকে বিবাহ করে, তবে তার সংগে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, যদি সে তা স্বীকার করে (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ মাযূন (ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম) যদি দেনাদার হয়ে পড়ে এবং সে কোন ক্রীতদাসী কেনে, তারপর সে তার সাথে সংগম করে, ফলে ক্রীতদাসীটি সন্তান জন্ম দেয় এবং সে তার নসব দাবী করে, কিন্তু মুনীব তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে এবং তার সংগেই সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। এমনিভাবে সে যদি দাবী করে, মুনীব এ ক্রীতদাসীকে তার জন্য বৈধ করে দিয়েছিল এবং মুনীব তা অস্বীকার করে, তবে তার দাবী গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ মাযূন যদি তার মুনীবের ক্রীতদাসীর সন্তানকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, যে ক্রীতদাসী তার ব্যবসায়ের পণ্য নয়, এবং সে বলে, তার মুনীব এ ক্রীতদাসীকে তার জন্য হালাল করে দিয়েছে অথবা তার সংগে তাকে বিবাহ দিয়েছে, আর মুনীব তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে তার সংগে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। হাঁ, গোলাম যদি মুক্তি লাভ করে, তারপর সে শিশুটির মালিকানা লাভ করে, তবে বিবাহের দাবীর ক্ষেত্রে তার সংগে শিশুটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা কিয়াস ও ইস্তিহ্সান-সম্মত সিদ্ধান্ত। আর হালাল করে দেওয়ার দাবীর ক্ষেত্রে ইসতিহ্সান অনুযায়ী নসব প্রতিষ্ঠিত হবে।

মুনীব যদি গোলামের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য বিবাহের দাবীর ক্ষেত্রে মুনীব কেবল বিবাহের কথা স্বীকার করলেই যথেষ্ট। আর হালাল করে

দেওয়ার দাবীর ক্ষেত্রে মুনীবের পক্ষ হতে দু'টি বিষয়ের তাসদীক চাই। এক তো হালাল করার বিষয় আর দ্বিতীয়ত এই বিষয়ের তাসদীক যে, ক্রীতদাসীটি তার ঔরসেই এ সন্তানের জন্ম দিয়েছে (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি অন্যের ক্রীতদাসীর সন্তানকে ফাসিদ বা জাইয বিবাহের সূত্রে নিজ পুত্র বলে দাবী করে এবং ক্রীতদাসীটির মুনীব তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে তার সংগে সন্তানটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা ঃ কুড়িয়ে পাওয়া শিশু সম্পর্কে কোন গোলাম যদি দাবী করে, এটি তার পুত্র এবং তার এই স্ত্রীর গর্ভজাত, যে স্ত্রী একজন ক্রীতদাসী, আর ক্রীতদাসীও তার দাবী স্বীকার করে নেয়, কিন্তু মুনীব বলে, এ শিশু আমার গোলাম, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী রায় দেওয়া হবে যে, শিশুটি মুনীবের গোলাম এবং তাদের দু'জনের সন্তান। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সে তাদের দু'জনের পুত্র হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং সে আযাদ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতই বেশী যুক্তিসংগত (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৭. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে আছে, কুড়ানো শিশু সম্পর্কে যদি কোন গোলাম দাবী করে, এটি আমার পুত্র এবং আমার এই স্ত্রীর গর্ভজাত আর স্ত্রী হয় কারও ক্রীতদাসী, তবে গোলামের সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে আযাদ হয়ে যাবে। তবে সে তার স্ত্রীর পুত্র বলে গণ্য হবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ মুকাতাবের ক্রীতদাসী যদি একটি সন্তানের জন্ম দেয় এবং মুকাতাব তার নসব দাবী করে, তবে তার দাবী বৈধ হবে। মুকাতাবের মুনীব তার দাবী স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক তাতে কোন প্রভেদ দেখা দেবে না। পুত্রটিও পিতার মত মুকাতাব হয়ে যাবে। কাজেই তাকে বিক্রি করা যাবে না, তার মাকেও নয় (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ মুকাতাব যদি কোন স্বাধীন নারীর সন্তানকে জাইয বা ফাসিদ বিবাহের সূত্রে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, আর সে মহিলা তা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে সে সন্তানকে তারই পুত্র বলা হবে (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা ঃ মুকাতাব যদি কারও ক্রীতদাসীর সন্তানকে বিবাহ বা মালিকানা সূত্রে নিজ পুত্র বলে দাবী করে আর ক্রীতদাসীর মুনীব তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে মুকাতাবের দাবী গৃহীত হবে না, যেমন গৃহীত হত না স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে। সন্তানটি যদি মুক্তি লাভ করে, তারপর মুকাতাব কোনও দিন তার মলিকানা লাভ করে, তবে সেদিন তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মাবসূত)।

১১. মাসআলা ঃ মুকাতাব যদি কোন ক্রীতদাসী ক্রয় করে এবং তার কাছে সেটি কোন সন্তানের জন্ম দেয় এবং সেটা ক্রয়ের পর ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর হয়, আর মুকাতাব আর নসব দাবী করে, তবে তার দাবী বৈধ হবে। মুকাতাবের স্থলে যদি মাযূন গোলাম হত, তবে তার দাবী বৈধ হত না (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ মুকাতাব যদি কোন ক্রীতদাসী বিক্রি করে, তারপর ছয় মাসের কম সময়ে সেটি কোন সন্তানের জন্ম দেয় এবং মুকাতাব তার নসব দাবী করে, তবে তার দাবী বৈধ হবে এবং মা'সহ শিশুটি তার কাছে প্রত্যাহৃত হবে (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ মুকাতাবের স্থলে যদি গোলাম হত এবং মাসআলাটি পূর্ববৎ হত, তবে তার দাবী সহীহ্ হত না (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ মুকাতাব যদি তার পুত্রের ক্রীতদাসীর সংগে সংগম করে এবং পুত্রটি স্বাধীন অথবা স্বতন্ত্র কোন চুক্তিতে মুকাতাব হয়, আর সে পিতার দাবী অস্বীকার করে, তবে তার সংগে ক্রীতদাসীর সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ মুকাতাব যদি স্বাধীন হয়ে যায় এবং কোনও দিন সে ক্রীতদাসীটিসহ ঐ পুত্রের মালিকানা লাভ করে, তবে তার সংগে পুত্রটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে।

মুকাতাব তার যে পুত্রের ক্রীতদাসীর সংগে সংগম করেছে সে পুত্রটি যদি তার মাকাতাব-জীবনে জন্ম নিয়ে থাকে বা মুকাতাব তাকে ক্রয় করে থাকে এবং তার এই পুত্রের ক্রীতদাসী কোন সন্তান প্রসব করে এবং মুকাতাব তার নসব দাবী করে, তবে তার দাবী বৈধ হবে এবং ক্রীতদাসীটি তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। তাকে তার মোহরানা বা মূল্য বাবদ কিছুই পরিশোধ করেতে হবে না। কেননা মুকাতাব-জীবনে জন্ম নেওয়া পুত্রের উপার্জন, এমনিভাবে যে পুত্রকে ক্রয় করা হয়, তার উপার্জন পিতার উপার্জন হিসেবে গণ্য হয়, যে কারণে সে স্বাধীনভাবে তা ব্যবহার করতে পাবে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার মুকাতাব দাসীর সন্তানকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, তবে তার সংগে ঐ সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, ক্রীতদাসী তা স্বীকার করুক বা নাই করুক। এক্ষেত্রে মুনীবকে পুত্রের মূল্য বাবদ কিছু আদায় করতে হবে না। অবশ্য তাকে উকর আদায় করতে হবে, যদি কিতাবাত-চুক্তির ছয় মাসেরও বেশীদিন পর শিশুর জন্ম হয়, যদি ছয় মাসের আগেই জন্ম হয়, তবে তাকে উক্রও আদায় করতে হবে না (আল-হাবী)।

১৭. মাসআলা ঃ উল্লিখিত ক্ষেত্রে মুকাতাব দাবীর ইখতিয়ার লাভ হবে। সে ইচ্ছা করলে কিতাবাত-চুক্তি বহাল রাখবে এবং চাইলে তা রহিত করবে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ তার যদি স্বামী থাকে, এবং স্বামী মুনীবের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে সন্তানটি আযাদ হয়ে যাবে এবং তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখাসী)।

১৯. মাসআলা ঃ মুনীব যদি তার মুকাতাব দাসীর সন্তানকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, তবে তার দাবী বৈধ হবে না—যদি না মুকাতাব দাসী তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করে। এ সমাধান জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী। মুকাতাব দাসী যদি মুনীবের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে তার সংগে সন্তানটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। পুত্রটি তখন মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে এবং মুনীব ঐ মূল্য মুকাতাব দাসীকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। সেই সংগে মুকাতাব দাসীকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। সেই সংগে মুকাতাব দাসীকে ক্রীতদাসীটির উক্রও তার পরিশোধ করতে হবে। শিশুটির মূল্য নির্ধারণ করা হবে সেই দিনের হিসেবে, যেদিন তার জন্ম হয়েছে। এ সমাধান সেই ক্ষেত্রে, যখন মুকাতাব দাসী কর্তৃক ক্রয়ের ছয় মাসের মাথায় ক্রীতদাসীটি সন্তান প্রসব করবে। পক্ষান্তরে ক্রয়ের পর ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর যদি সন্তান প্রসব করে, এবং মুনীব তাকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে না এবং তার সংগে সন্তানটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না—যদি না মুকাতাব দাসী তার দাবী তাসদীক করে। তসদীক করার ফলে যখন তার সংগে সন্তানটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে তখনো সে যথারীতি তার গোলামই থেকে যাবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মুকাতাব যদি কোন শিশু গোলাম কেনে এবং মুনীব তার নসব দাবী করে, তবে তার দাবী গৃহীত হবে না। মুকাতাব যদি তার দাবী সমর্থন করে, তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু আযাদ হবে না (আল-হাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২১. মাসআলা ঃ কেউ কোন গোলাম কিনে এবং তার সংগে কিতাবাত করল। তারপর সেই মুকাতাব তার একটি ক্রীতদাসীর সংগে কিতাবাত করল। তারপর সেই মুকাতাব একটি সন্তান জন্ম দিল এবং মুকাতাবের মুনীব সেই সন্তানকে নিজ পুত্র বলে দাবী করল। এক্ষেত্রে মুকাতাবা যদি তার দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে তার সংগে সন্তানটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি কিতাবাত-চুক্তির ছয় মাসেরও বেশী দিন পর সন্তান জন্ম নেয়, তবে মুনীবকে ক্রীতদাসীর উকর আদায় করতে হবে, যা ক্রীতদাসীটির প্রাপ্য। যদি ছয় মাসের কম সময়ে জন্ম দেয়, তবে উকর পাবে মুকাতাব। তারপর মায়ের সাথে সন্তানটিও মুকাতাব হয়ে যাবে। মা যদি চুক্তির অর্থ পরিশোধ করে, তবে মায়ের অধীনে সন্তানও আযাদ হয়ে যাবে। আর মা যদি চুক্তির অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয় তবে সে ক্রীতদাসীর জীবনে ফিরে যাবে এবং মুনীব তার পুত্রকে মূল্যের বিনিময়ে হস্তগত করবে। তার মুকাতাবের তাসদীক লাভের কোন প্রয়োজন হবে না, যদিও দাবীর দিন তার হক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাসদীকদাতার তাসদীকক্রমে। সন্তানটির মূল্য নিরূপণ করা হবে মুকাতাবার ব্যর্থতার দিন হিসেবে।

মুকাতাবা যদি মুনীবের দাবী অস্বীকার করে, কিন্তু মুকাতাব তার দাবী তাসদীক করে, তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না, বরং সন্তানটিও মায়ের সংগে মুকাতাব হয়ে যাবে। মা যদি চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে পারে তবে তারা উভয়ে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি তা আদায়ে ব্যর্থ হয়, ফলে ক্রীতদাসীর জীবনে ফিরে যায়, তবে মুনীবের সংগে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পুত্রটি মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হবে। যদি কিতাবাত-চুক্তির পর ছ'মাসের কম সময়ের ভেতর তার জন্ম হয়, তবে তার জন্মের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। আর যদি ছয় মাস পূর্ণ হলে জন্ম হয়, তবে চুক্তির অর্থ পরিশোধে যে দিন তার মা ব্যর্থ হয়েছে সেই দিনের মূল্য হিসেবে তার মূল্য নিরূপণ করা হবে।

মুকাতাব ও মুকাতাবা উভয়ে যদি মুনীবের দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে তার সংগে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। সন্তানটি তার মায়ের সংগে মুকাতাবের মুকাতাব হিসেবেই থাকবে। মা যদি কিতাবাতের অর্থ পরিশোধ করতে পারে, তবে তারা উভয়ে মুক্তি লাভ করবে। আর মা যদি তা আদায়ে ব্যর্থ হয়, তবে তারা মুকাতারের ক্রীতদাসীও গোলাম হয়ে যাবে এবং নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

তারা যদি মুনীবের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে তার সংগে শিশুর নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। মুকাতাবের কিতাবাত চুক্তির পর ছ'মাসের কম সময়ের ভেতর যদি তার জন্ম হয়, অর্থাৎ মুকাতাবের মালিকানার ভেতর ক্রীতদাসীর গর্ভসঞ্চার হয়, তবে শিশুটি মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে। তার মূল্য পাবে মুকাতাব। তার মূল্য নিরূপণ করা হবে জন্মের দিন হিসেবে। আর ক্রীতদাসীর সংগে মুকাতাবের কিতাবাত চুক্তির ছ'মাসের মাথায় যদি তার জন্ম হয় মা যতদিন মাকাতাবা থাকবে ততদিন সেও তার সংগে মুকাতাব হয়ে থাকবে। মা যদি চুক্তির অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়ে যায়, তবে মুনীব মূল্যের বিনিময়ে শিশুটি গ্রহণ করবে এবং ব্যর্থতার দিন হিসেবে মূল্য আদায় করবে।

যেক্ষেত্রে মুনীবের দাবী মুকাতাব স্বীকার করে এবং মুকাতাবা অস্বীকার করে, ফলে নসব প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং মুকাতাব এখনও পর্যন্ত চুক্তির অর্থ আদায়ে ব্যর্থ না হয়, কিন্তু মুকাতাব তার চুক্তির অর্থ আদায় করে ফেলে এবং আযাদ হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে চুক্তির পর ছ'মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি মুকাতাবা সন্তান প্রসব করে, তবে মুনীবের সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে। সে মূল্য মুকাতাবের প্রাপ্য। এ সমাধান সেই অবস্থায়, যখন সন্তানটি এত ছোট হবে, যে নিজ অবস্থা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়।

শিশুটি যদি বড় হয়ে যায় তারপর মুনীব তাকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে এবং মুকাতাব, যে কিনা ক্রীতদাসীর মুনীব তার দাবী সমর্থন করে, তাহলে সন্তানটি আযাদ হয়ে যাবে। তবে নসবের ব্যাপারে সন্তানের শরণাপন্ন হতে হবে যে, সে কী বলে।

কিতাবাত-চুক্তির ছ'মাসেরও বেশী দিন পর যদি সন্তানের জন্ম হয়, তবে সে মুক্তিলাভ করবে না, বরং সে মায়ের সংগে মুকাতাব অবস্থায় থাকবে। সে ক্ষেত্রেও মুনীবের সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। এরপর মুকাতাবা যদি চুক্তির অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়ে যায় এবং সে ক্রীতদাসীর জীবনে ফিরে যায়, তবে সন্তানটি মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে এবং মুনীবের সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। মুকাতাবা যদি চুক্তির অর্থ আদায়ে ব্যর্থ না হয়, বরং সে তা আদায় করে ফেলে, তবে সে আযাদ হয়ে যাবে এবং তার সংগে তার পুত্রও মুক্তিলাভ করবে। তখন আর মুনীবের সংগে পুত্রের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। হ্যাঁ পুত্র যখন বড় হবে তখন যদি সে নসবের ব্যাপারে মুনীবের কথা সমর্থন করে, তখন তার সমর্থনক্রমে মুনীবের সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন আর মুনীবকে তার মুক্তি বাবদ মূল্য আদায় করতে হবে না (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ প্রথম মুকাতাব যদি চুক্তির অর্থ পরিশোধ করে ও আযাদ হয়ে যায়, তারপর মুকাতাবা তার মুক্তির ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর এবং কিতাবাত-চুক্তির ছয় মাসের মাথায় সন্তান জন্ম দেয়, তবে এ ক্ষেত্রে সমাধান সেই রকমের হবে, যেমন মুকাতাবের মুক্তির পূর্বে সন্তান জন্ম নিলে হয়ে থাকে।

যদি মুক্তিলাভের ছয় মাস বা ততোধিক কাল পর সন্তানের জন্ম দেয় এবং মুনীব দাবী করে, যে মুকাতাবের মুক্তিলাভের পর সে এই মুকাতাবার সংগে সংগম করার ফলেই এ শিশুর জন্ম হয়েছে, তবে শিশুর নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ কথার সপক্ষে যদি তাসদীক পাওয়া যায়, তবে সে ব্যভিচারকারী সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে মুনীব যদি মুকাতাবের মুক্তির পর বিবাহের দাবী করে এবং মুকাতাবা তা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে বিবাহের একটা সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে কারণে সন্তানের নসবও প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সে মুক্তি লাভ করবে না। মুক্তি লাভকারী মুকাতাব যদি বিবাহের বিষয়টা স্বীকার করে, কিন্তু মুকাতাবা তা অস্বীকার করে, তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। হ্যাঁ, মুকাতাবা যদি চুক্তির অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়ে যায় এবং সে কারণে সে ক্রীতদাসীর জীবনে ফিরে যায়, তবে তখন মুনীবের স্বীকারোক্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভকারী মুকাতাব যে ক্রীতদাসীর বিবাহের কথা স্বীকার করেছিল, তা কার্যকর হবে। সুতরাং তখন নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সন্তান মুক্তিলাভ করবে না।

মুনীব যদি দাবী করে, তার জন্ম হয়েছে মুকাতাবের মুক্তিলাভের পূর্বে তার সহবাসের ফলে, তবে তা গৃহীত হবে না। মুক্তিলাভকারী মুকাতাব ও মুকাতাবা যদি তার দাবী স্বীকার করে, তবে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সে মুক্তিলাভ করবে না। মুকাতাবা যদি চুক্তির অর্থ আদায় করে, তবে সে সন্তানসহ আযাদ হয়ে যাবে। যদি তা আদায়ে ব্যর্থ হয়, তবে মুনীব সন্তানটি নিয়ে যাবে এবং সে মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে। যদি মুকাতাবা তার দাবী স্বীকার করে, কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত মুকাতাব অস্বীকার করে, তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু সন্তানটি গোলাম হয়ে থাকবে। মুকাতাবা যদি চুক্তির অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়, তবে সেও তার সন্তান প্রথম মুকাতাবের ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাস হয়ে যাবে।

মুক্তিপ্রাপ্ত মুকাতাব যদি স্বীকার করে যে, মুনীবের সহবাস তার মুক্তিলাভের আগে হয়েছিল আর মুকাতাবা তা অস্বীকার করে, তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। অবশ্য মুকাতাবা যদি চুক্তির

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়, তবে তার সন্তান মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হবে এবং সেক্ষেত্রে তার ব্যর্থতার দিনের মূল্য ধরা হবে।

এমনিভাবে প্রথম মুকাতাব যদি চুক্তির অর্থ পরিশোধ না করে, বরং সে এ পরিমাণ সম্পদ রেখে মারা যায়, যাদ্বারা চুক্তির অর্থ পরিশোধ হয়ে যায় আর তা দ্বারা সে অর্থ পরিশোধ করা হয়, তারপর মুকাতাবা তার চুক্তির অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়, তবে তার সন্তান মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে আর সে নিজে মুকাতাবের ওয়ারিশদের ক্রীতদাসী হিসেবে থাকবে (আল-আত্তাবী, শারহুয-যিয়াদাত)।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল এবং এক স্ত্রী ও এক উম্মু ওয়ালাদ রেখে গেল। ওয়ারিশ স্বীকার করল যে, ক্রীতদাসীটি এই শিশুটিকে মৃতের ঔরসে জন্ম দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ওয়ারিশের যদি কোন প্রতিপক্ষ না থাকে, তবে তার এ স্বীকারোক্তি দ্বারা মৃত ব্যক্তির সংগে শিশুটির নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বীকারকারী একাধিক হওয়া ও সাক্ষ্য শব্দ ব্যবহার করা এ স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত নয়। স্বীকারকারীর যদি কোন প্রতিপক্ষ থাকে, তবে সমস্ত রিওয়ায়াত অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তি হওয়া শর্ত, কিন্তু 'আদালত' (বিশ্বস্ততা) শর্ত নয়। 'সাক্ষ্য' শব্দ ব্যবহার করা শর্ত কিনা সে ব্যাপারে দুই রিওয়ায়াত পাওয়া যায় (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক উম্মু ওয়ালাদ রেখে মারা গেল। তার মৃত্যুর পর দু' বছরের ভেতর তার এক সন্তান জন্ম নিল। এখন ওয়ারিশগণ যদি তাকে অস্বীকার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মৃত ব্যক্তির সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং ধাত্রীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সে মৃতের ওয়ারিশও হবে না, যাবত না দু'জন সাক্ষী তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য মুনীব যদি স্বীকার করে যায় যে, সে তার ঔরসেই গর্ভবতী হয়েছে, তবে তখন কেবল ধাত্রীর সাক্ষ্য দ্বারাই তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। ওয়ারিশগণ যদি তাকে স্বীকার করে নেয়, তবে তা মৃত ব্যক্তির স্বীকৃতিতুল্য হবে (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি ক্রীতদাসী আছে। তার সংগে সে সংগম করল এবং সে একটি সন্তান জন্ম দিল। লোকটি সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করল। তারপর সে বলল, এ ক্রীতদাসী অমুকের উম্মু ওয়ালাদ ছিল। সে একে আমার সংগে বিবাহ দিয়েছে এবং আমার ঔরসে সে এই সন্তানের জন্ম দিয়েছে। সেই ব্যক্তিও তার একথা সত্য বলে স্বীকার করল। এক্ষেত্রে ক্রীতদাসীটি যদি তাদের কথা সত্য বলে স্বীকার করে অথবা প্রথমে অস্বীকার করে এবং পরে কাযী কর্তৃক তাকে স্বীকারোক্তি দাতার উম্মু ওয়ালাদ হিসেবে স্বীকৃতি দানের আগেই সে তাদের কথা সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, তবে সে সেই ব্যক্তির উম্মু ওয়ালাদ বলেই রায় দেওয়া হবে, যার পক্ষে প্রথম ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, সে তার উম্মু ওয়ালাদ ছিল। তার সন্তানের ক্ষেত্রেও তার সম্পর্কে প্রদত্ত ফায়সালাই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (مقرلو)-এর মৃত্যু হলে তারা আযাদ হয়ে যবে।

এরপর শিশুটি বড় হয়ে যদি তার মায়ের স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করে, তবে তার সে প্রত্যাখ্যানে কর্ণপাত করা হবে না।

ক্রীতদাসী যদি স্বীকারকারীর কথা সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান কিছুই না করে এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে স্বীকারোক্তিদাতা ও স্বীকারোক্তিপ্রাপ্তের বক্তব্য গৃহীত হবে। সে মতে সন্তানটি বড় হয়ে যদি তার স্বীকারোক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির গোলাম হওয়ার কথা অস্বীকার করে, তবে তার সে অস্বীকৃতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না।

ক্রীতদাসী যদি তাদের উভয়ের কথা অস্বীকার করে এবং তাতেই অবিচলিত থাকে, তবে কাযী তাকে স্বীকারকারীর উম্মু ওয়ালাদ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। আর উম্মু ওয়ালাদ হিসেবে তার যে দাম হতে পারে, স্বীকারকারী তা তার স্বীকৃত ব্যক্তিকে প্রদান করবে। বলা হয় যে, এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুসারে স্বীকারকারীর কোন মূল্য পরিশোধ করতে হবে না এবং তার স্বীকৃত ব্যক্তিরও তাকে উক্র দিতে হবে না।

ক্রীতদাসী যদি তাদের উভয়ের কথা অস্বীকার করে এরপর কাযী কোন ফায়সালা প্রদানের আগেই তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে সন্তানের বিষয়টা তার বড় না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে। সে যদি বড় হয়ে স্বীকারকারী যা স্বীকার করেছে তা সমর্থন করে, তবে সে স্বীকারোক্তিপ্রাপ্তের পুত্র এবং তার মাতার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। সেও যদি বড় হয়ে মায়ের মত তাদের কথা অস্বীকারই করে, তবে কাযী স্বীকারকারীর পক্ষ হতে তাকে আযাদ ঘোষণা করবে এবং তার মাকে স্বীকারোক্তিরপ্রাপ্তের উম্মু ওয়ালাদ সাব্যস্ত করবে।

ক্রীতদাসী যদি জীবিত থাকে এবং তার সন্তান নিজের অবস্থা ব্যক্ত করতে সক্ষম হয় আর মা স্বীকারকারী কথা তাসদীক করে, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে আযাদ ও তার মা স্বীকারকারীর উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে মা যদি স্বীকারকারীর কথা মিথ্যা সাব্যস্ত করে, আর পুত্র স্বীকারকারীর কথা তাসদীক করে, তবে তখনও অনুরূপ ফায়সালা দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক পুত্র রেখে মারা গেল। এক মহিলা এসে দাবী করল, এ পুত্র তার, যাকে সে মৃত ব্যক্তির ঔরসে জন্ম দিয়েছে। পুত্রটিও তা স্বীকার করল। তারপর মহিলা তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে কাযী রায় দেবে যে, এ পুত্রটি তারই সন্তান এবং সে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী। কাজেই সে মৃতের ওয়ারিশ হবে (শারহুত তাহাবী)।

৫. মাসআলা ঃ দুই মহিলার প্রত্যেকে যদি কোন সন্তানকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে এবং প্রত্যেকে নিজ দাবীর সপক্ষে দু'জন পুরুষ বা এক পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী ছেলেটিকে তাদের কারওই পুত্র হিসেবে স্বীকার করা হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুসার তাকে উভয়েরই পুত্র বলা হবে। যদি তাদের প্রত্যেকে সাক্ষী হিসেবে একজন মহিলাকে পেশ করে তবে আবূ সুলায়মানের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কারও পক্ষেই তার সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হবে না। কাজেই ছেলেটিকে তাদের কারও পুত্র বলা হবে না। আবূ হাফ্সের বর্ণনায় আছে যে, রায় দেওয়া হবে যে, ছেলেটি তাদের দু'জনেরই পুত্র। তাদের কারও যদি কোন সাক্ষী না থাকে, তবে ছেলেটিকে তাদের কারও পুত্র হিসেবে স্বীকার করা হবে না। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।

'মাজমূউন-নাওয়াযিল'-গ্রন্থে আছে, সন্তান যদি দু'টি হয়, যাদের একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে আর মহিলাদ্বয়ের প্রত্যেকে দাবী করে যে, ছেলেটিই তার সন্তান এবং মেয়েটিকে অস্বীকার করে, তবে তাদের উভয়ের দুধ মেপে দেখা হবে। যার দুধের ওজন বেশী হবে, রায় দেওয়া হবে যে, পুত্রটি তারই (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ কোনও ব্যক্তির ক্রীতদাসী যদি সন্তান জন্ম দেয় আর তার ভাই দাবী করে, সন্তানটি তার, এই ক্রীতদাসীর সংগে তার বিভ্রমজনিত বিবাহ نكح بشبهة হয়েছিল এবং সেই সূত্রেই এর জন্ম হয়েছে, কিন্তু মুনীব তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে তা গৃহীত হবে না। চাচা,

pdf By Syed Mostafa Sakib

মামা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেও একই বিধান। তারপর কোনও দিন যদি সে সন্তানটির মালিকানা লাভ করে, আর ইতোপূর্বে সে সহীহ্ বা ফাসিদ বিবাহের ভিত্তিতে অথবা স্বত্বাধিকারের ভিত্তিতে তার পিতৃত্ব দাবী করে থাকে, তবে এখন তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। এমনিভাবে যদি পূর্বে দাবী করে থাকে যে, সে তার পুত্র, কিন্তু একথা না বলে যে, সে ক্রীতদাসীটি বিবাহ করেছিল, তবুও মালিকানা লাভের পর তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে।

শিশুর সংগে বা তার পরে যদি তার মায়েরও মালিকানা লাভ করে, তবে মা তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে।

যদি দাবীদারের পিতা ছেলেটির মালিকানা লাভ করে এবং সে তার পুত্রের বক্তব্য অস্বীকার করে, তবে পুত্রের সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং সে মুক্তিও লাভ করবে না (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ কারও ক্রীতদাসী যদি সন্তান প্রসব করে এবং তার পুত্র দাবী করে যে, সন্তানটি তার, তবে পিতার তাসদীক ছাড়া তার দাবী গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে পুত্র যদি দাবী করে, সে ক্রীতদাসীটিকে বিবাহ করেছে, তবে তাও পিতার তাসদীক ছাড়া গৃহীত হবে না। পুত্র যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, সে পিতার সম্মতিতে বা তার সম্মতি ছাড়াই ক্রীতদাসীকে বিবাহ করেছিল, তবে তার সংগে সে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারপর আযাদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার শিশু গোলাম আযাদ করে দেয় এবং তারপর দাবী করে, সে তার পুত্র, তবে তার দাবী বৈধ হবে, তাতে শিশুর জন্ম তার কাছে হোক বা অন্য কারও কাছে হোক। গোলামটি যদি বড় হয়, তবে তার বক্তব্য দেখা হবে। সে যদি মুনীবের দাবী অস্বীকার করে, তবে তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে আর যদি অস্বীকার না করে, তবে দাবী বৈধ হবে (আত-তাতারখানিয়া)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার এমন ক্রীতদাসীকে মুক্তি দান করে, যার একটি শিশুপুত্র আছে এবং মুক্তিদানের পর দাবী করে যে, পুত্রটি তার, তবে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ক্রীতদাসীকে ইদ্দত পালন করতে হবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির যৌথ মালিকানাধীন একটি শিশু গোলামকে তাদের একজন যদি আযাদ করে দেয়, তারপর অন্যজন দাবী করে যে, শিশুটি তার পুত্র, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার দাবী বৈধ হবে এবং দাবীদার যদি 'তাহরীর'-এর দাবী করে থাকে, অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার যদি তার মালিকনায় না হয়ে থাকে, তবে শিশুটি তাদের উভয়ের 'মাওলা' হবে অর্থাৎ তার ওয়ালা (মুক্তিদানজনিত উত্তরাধিকার) তারা উভয়ে পাবে। আর যদি 'ইস্‌তীলাদ'-এর দাবী হয়, অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার যদি তার মালিকানায় হয়, তবে দাবীদার কোন 'ওয়ালা' পাবে না, আযাদকর্তা অর্ধেক 'ওয়ালা' পাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে আযাদকর্তার পক্ষ হতে গোলামটি সম্পূর্ণরূপেই আযাদ হয়ে যাবে আর অন্যজন তো এমন শিশু গোলামের নসব দাবী করেছে, যার কোন সুবিদিত পিতৃ-পরিচয় নেই। কাজেই ইস্‌তিহ্‌সান অনুযায়ী তার দাবী গৃহীত হবে। এটা সেই অবস্থায় যখন অন্য শরীক নসবের দাবী করবে। পক্ষান্তরে যদি আযাদকর্তাই তার নসব দাবী করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অন্য শরীকের তাসদীক ছাড়া তার দাবী গৃহীত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ইসতিহ্‌সান অনুযায়ী তার দাবী সহীহ্ হবে।

গোলামটি যদি এমন বড় হয়, যে নিজের অবস্থা ব্যক্ত করতে সক্ষম, তবে তার বক্তব্য বিবেচিত হবে। সে যদি দাবীদারের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে, তবে তার সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যদি অস্বীকার করে, তবে আযাদকর্তার দাবী বৈধ হবে না, অন্য শরীকের দাবী বৈধ হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। সাহিবাইনের তার তাসদীক ছাড়া তাদের কারও দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না (আয-যাখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ যমজ দুই গোলামের একজনকে যদি মুনীব আযাদ করে দেয়, তারপর অন্যজনের নসব দাবী করে, তবে তার সংগে উভয়ের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মুক্তিদান বাতিল হয়ে যাবে (আত-তাতারখানিয়া)।

১২. মাসআলা ঃ ইব্‌ন সামাআ (র) তাঁর 'নাওয়াদির'-গ্রন্থে বলেন, কেউ যদি কোন ক্রীতদাসীকে মুক্তি দান করে, তারপর সে কোন স্বামী গ্রহণ করে, তারপর বিবাহের ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর তার সন্তান জন্ম নেয় এবং মুনীব ও স্বামী উভয়েই তার নসব দাবী করে, তবে ক্রীতদাসীটি যার দাবী সমর্থন করবে, শিশুটিকে তারই পুত্র বলা হবে। যদি স্বামীর দাবী সত্য বলে স্বীকার করে আর স্বামী ফাসিদ বিবাহ বা বিভ্রমজনিত সংগমের দাবী করে, তবে তার সংগেই শিশুর নসব প্রতিষ্ঠিত হবে। এমনিভাবে মুনীব যদি দাবী করে, তবে ক্রীতদাসীর তাসদীক ছাড়া তা গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ এক মহিলাকে তার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শোনানো হল। সে ইদ্দত পালন করল এবং অন্য স্বামী গ্রহণ করল। এরপর তার একটি সন্তান জন্ম নিল। তারপর প্রথম স্বামী জীবিত অবস্থায় ফিরে আসল। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সন্তানটিকে প্রথম স্বামীরই ধরা হবে, তা যখনই তার জন্ম হোক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, দ্বিতীয় বিবাহ থেকে সন্তানের জন্ম পর্যন্ত যদি ছয়মাসের কম হয়, তবে সন্তানটি প্রথম স্বামীর হবে। ছয় মাসের বেশী হলে সে হবে দ্বিতীয় স্বামীর পুত্র। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দ্বিতীয় স্বামীর প্রথম সহবাস থেকে জন্ম পর্যন্ত দু' বছরের কম হলে সন্তানটিকে প্রথম স্বামীর ধরা হবে। দু'বছরের বেশী হলে সে হবে দ্বিতীয় স্বামীর সন্তান (আল-কাফী)।

আবুল লায়ছ (র) 'আল-মাবসূত'-এর ভাষ্যগ্রন্থে 'দাওয়া' অধ্যায়ে বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতই বিশুদ্ধতম। আমরা এটাই গ্রহণ করি (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

আবূ ইসমা সা'দ ইব্‌ন মুআয (র) ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ (র) থেকে, তিনি আবদুল-কারীম আল-জুরজানী (র) থেকে এবং তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি পরবর্তীতে তার মত প্রত্যাহার করেন এবং বলেন, সন্তানটি দ্বিতীয় স্বামীরই হবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার দশ বছর বয়সের নাবালিকা স্ত্রীকে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। পরে সে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করল এবং কয়েকটি সন্তানের জন্ম দিল। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, এক্ষেত্রে সন্তানগুলো প্রথম স্বামীরই গণ্য হবে। কাজেই দ্বিতীয় স্বামী তাদেরকে থাকতে দিলে তা জাইয হবে এবং তারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে তা গৃহীত হবে।

আবদুল কারীম আল-জুরজানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সন্তান ক'টি দ্বিতীয় স্বামীরই গণ্য হবে। বস্তুত তিনি তার প্রথমোক্ত মত প্রত্যাহার করেন এবং পরে এই মত গ্রহণ করেন। এরই উপর ফাত্‌ওয়া (আল-ওয়াকি আতুল-হুসামিয়্যা)।

১৫. মাসআলা ঃ তিনও ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, স্ত্রীকে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে (আয যাখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৬. মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি কাফিরদের হাতে বন্দী হয় এবং কোন কাফির তাকে বিবাহ করে আর সেখানে তার সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়, তবে সেক্ষেত্রেও একই রকমের মতভেদ আছে (আল-মাবসূত)।

১৭. মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি দাবী করে তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে, তারপর ইদ্দত পালন করে ও অন্য স্বামী গ্রহণ করে, কিন্তু প্রথম স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করে, তবে সেক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ আছে (আল-মুহীত ঃ আস সারাখসী)।

১৮. মাসআলা ঃ 'মাজ্‌মূউন-নাওয়াযিল'-গ্রন্থে আছে যে, নাজমুদ-দীন আন-নাসাফী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি তার নাবালিকা কন্যাকে কারও সংগে বিবাহ দিল। তারপর তার মৃত্যু হয়ে গেল। তখন স্বামী নিরুদ্দেশ। মেয়েটি বড় হয়ে অন্য লোককে বিবাহ করল। এরপর প্রথম স্বামী ফিরে আসল এবং স্ত্রীকে দাবী করল। কিন্তু স্ত্রী তাকে অস্বীকার করল। তার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। ফলে তার পক্ষে রায় দেওয়া হল না, বরং রায় দেওয়া হল যে, মেয়েটি দ্বিতীয় স্বামীরই স্ত্রী। তার ঔরসে সে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিল। তার প্রথম স্বামীর অন্য পক্ষে এক পুত্র সন্তান আছে। তো প্রথম স্বামীর সেই পুত্রের সংগে কি দ্বিতীয় স্বামীর এই কন্যার বিবাহ হতে পারে ? তিনি বললেন, পুত্র নাবালক হলে সেটা জাইয হবে না। কেননা তার পিতার দাবী অনুযায়ী মেয়ের মা তার স্ত্রী এবং তার বিছানাতেই সে মেয়ের জন্ম হয়েছে, যে কারণে সে তার কন্যা। হ্যাঁ, পুত্র সাবালক হলে যেহেতু মেয়েটিকে সে নিজেই বিবাহ করবে, কাজেই তখন সে বিবাহ জাইয হওয়া চাই। কারণ পুত্রের স্বীকারোক্তি অন্যের উপর কার্যকর হয়নি (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি অন্যের স্ত্রীকে বিবাহ করে এবং তার ঔরসে সে স্ত্রী একটি সন্তান জন্ম দেয় তারপর তাদের একজন দাবী করে যে, বিবাহ হয়েছিল একমাস আগে এবং অন্যজন দাবী করে, তা হয়েছিল এক বছর আগে, তবে যে দাবী করবে, বিবাহ এক বছর আগে হয়েছিল, তার দাবীই গৃহীত হবে এবং তাদের সংগে শিশুর নসব প্রতিষ্ঠিত হবে।

যদি দু'জনেই স্বীকার করে যে, বিবাহ এক মাস আগে হয়েছিল, তবে নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না। উভয়ে এক মাস আগে বিবাহ হওয়ার কথা স্বীকার করার পর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বিবাহ হয়েছিল এক বছর আগে, তবে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

২০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার মুমূর্ষু অবস্থায় বলে, এই বালক আমার এই দুই ক্রীতদাসীর একজনের গর্ভে জন্ম নেওয়া আমার সন্তান, তারপর সে মারা যায়, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার সমুদয় সম্পত্তির মধ্য থেকেই বালকটি আযাদ হয়ে যাবে আর ক্রীতদাসীদ্বয়ের প্রত্যেকে তার অর্ধেক মূল্য আদায়ার্থে অর্থোপার্জন করবে আর বাকি অর্ধেক মৃতের এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির মধ্য হতে আযাদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি স্বীকার করল যে, এই শিশুটি তার পুত্র, সে তার ওই ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে। তারপর সে মারা গেল। তখন তার ভাইয়েরা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তাদের পিতা তার এই ক্রীতদাসীটিকে তার এই গোলামের কাছে ওই শিশুর জন্মের তিন বছর আগে বিবাহ দিয়েছিল। তারপর এ শিশুটি গোলামের বিছানায় জন্ম নিয়েছে। কিন্তু গোলাম ও ক্রীতদাসী সে কথা অস্বীকার করল। এক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২২. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত ক্ষেত্রে সন্তান ও ক্রীতদাসী যদি তা দাবী করে, তবে সে ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। কেননা এ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তারা নিজেদের জন্য

হক প্রতিষ্ঠা করছে আর তা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে বিবাহ। তখন সন্তানটি আযাদ হয়ে যাবে এবং তার মা হবে মৃত ব্যক্তির ক্রীতদাসী। এরপর মুনীব কর্তৃক সে স্বীকারোক্তি যদি তার সুস্থাবস্থায় হয়ে থাকে, তবে সন্তানটি তার সমুদয় মালের ভেতর থেকে আযাদ হবে। আর যদি অসুস্থাবস্থায় হয়, তবে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি হতে আযাদ হবে। এমনিভাবে সন্তান একা যদি তা দাবী করে, তবে সে ও ক্রীতদাসী উভয়ের দাবীর ক্ষেত্রে যে সমাধান হয়েছে, এক্ষেত্রে তাই হবে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ মা যদি বিবাহের দাবী করে অথবা তার পুত্র সে দাবী জানায়, তবে বিবাহ দান সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। কেননা সাক্ষ্য-প্রমাণের কাজ হচ্ছে কোন বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করা। নসব হচ্ছে সন্তানের হক। সে যখন সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তা গোলামের সংগে প্রতিষ্ঠিত করল, তখন সে একান্তই স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করল। কাজেই এর দ্বারা ক্রীতদাসী ও গোলামের মধ্যে বিবাহও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যা ঐ ক্রীতদাসীর হক (আল-মাবসূত)।

২৪. মাসআলা ঃ ওয়ারিশদের কর্তৃক সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকালে গোলাম যদি অনুপস্থিত তাকে, তবে তার ফিরে না আসা পর্যন্ত ফায়সালা দান স্থগিত থাকবে (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ কারও স্ত্রী যদি একটি সন্তান প্রসব করে এবং সে দাবী করে যে, তার এ পুত্র তার এই স্বামীর ঔরসজাত এবং স্বামী তা অস্বীকার করে, ফলে স্বামীর বিরুদ্ধে তার পুত্র বা ভাই সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে এ শিশু তারই পুত্র, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি স্বামীর যে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে স্ত্রীর পিতা বা তার পিতামহ সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, তাতে স্ত্রী দাবী করুক বা অস্বীকার করুক। এমনিভাবে যদি সে সম্পর্কে স্বামীর পিতা বা পিতামহ সাক্ষ্য দেয়, তাও গৃহীত হবে না, স্বামী দাবীদার হোক বা অস্বীকার করুক (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ ক্রেতা কর্তৃক ইস্‌তিহ্‌কাক (অর্থাৎ মালের ভেতর কারও হক প্রতিষ্ঠা হওয়া)-এর দাবী বা এমন কিছুর দাবী যা ইস্‌তিহ্‌কাকের পর্যায়ভুক্ত

১. মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি বিক্রেতার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কেনা মালের ভেতর ইস্‌তিহ্‌কাক দাবী করে (অর্থাৎ বলে যে, তার ভেতর অমুকের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে তা নিয়ে গেছে,) এবং সে বিক্রেতার কাছ থেকে মালের দাম ফেরত নিতে চায়, তবে তাকে সে ইস্‌তিহ্‌কাকের ব্যাখ্যা দিতে হবে ও তার সূত্র উল্লেখ করতে হবে। সে যদি ইস্‌তিহ্‌কাকের সূত্র বর্ণনা করে, তবে তার দাবী বৈধ হবে। তারপর বিক্রেতা যদি তার কাছে তা বিক্রি করার কথা অস্বীকার করে এবং ক্রেতা বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে এবং তার দাম ফেরত পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সাক্ষ্য-প্রমাণ শ্রবণযোগ্য হওয়ার জন্য মাল সামনে উপস্থিত করা শর্ত নয়। এটা কতক মাশাইখের মত এবং জাহীরুদ্দীন আল-মারগীনানী (র) এ রকমই ফাত্‌ওয়া দিতেন। বরং ক্রেতা যদি ঐ মালের আকার-আকৃতি ও গুণাবলী বর্ণনা করে ও তার পরিমাণ উল্লেখ করে, তাতেই যথেষ্ট হবে।

এরপর যখন ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে এবং কাযীর ফায়সালাক্রমে সে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণ করবে, তখন বিক্রেতাও তার ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিতে চায়, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে (আয-যাখীরা)।

২. মাসআলা ঃ বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের দায় থেকে মুক্ত করে দেয় বা তাকে মূল্য হিবা করে দেয়, তারপর কেউ স্বীয় হক প্রতিষ্ঠা করতঃ ক্রেতার কাছ থেকে মাল নিয়ে যায়, তবে সে বিক্রেতার থেকে কিছু ফেরত পাবে না। এমনিভাবে পূর্ববর্তী বিক্রেতাগণও একে অন্যের কাছ থেকে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না (আল-ফুসূলুল-ইমাদিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ হকদার যদি ক্রেতার কাছ থেকে মাল নিয়ে যায় এবং ইতোপূর্বে ক্রেতা মূল্য পরিশোধ না করে কিংবা আংশিক মূল্য পরিশোধ করে, তবে প্রথম অবস্থায় তাকে পূর্ণ মূল্য এবং দ্বিতীয় অবস্থায় অবশিষ্ট মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য করা হবে। কেননা এমনও তো হতে পারে যে, কাযী হকদারের সাক্ষ্য-প্রমাণ যথেষ্ট মনে না করার কারণে তার পক্ষে রায়-প্রদান করবে না অথবা হকদার বিক্রেতার বিক্রি অনুমোদন করবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চায় আর বিক্রেতা ওয়াদা করে যে, সে তাকে মূল্য ফেরত দেবে এবং সে তার ইস্‌তিহ্‌কাকের দাবী সত্য বলে স্বীকার করে নেয় ও কাযীর হুকুমনামা কবূল করে নেয়, তবে তাকে মূল্য প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য করা যাবে। যদি ইস্‌তিহ্‌কাকের দাবী স্বীকার না করে, বরং কেবল ওয়াদা করে যে, মূল্য ফেরত দেবে, তবে তাকে ফেরত দিতে বাধ্য করা যাবে না (আল-খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ ক্রেতা যখন তার বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাবে তখন যদি বিক্রেতা সামান্য কিছুর বিনিময়ে আপোস করে, তবে সে তার বিক্রেতার কাছে পূর্ণ মূল্য ফেরত চাইতে পারবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি একটি গোলামের বিনিময়ে কারও কাছ থেকে একটি বাড়ি কেনে এবং সে বাড়িও বিক্রেতা গোলাম কবযা করে, তারপর অর্ধেক বাড়িতে কেউ হকদার প্রমাণিত হয়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার লাভ হবে, চাইলে অর্ধেক গোলামের বিনিময়ে অর্ধেক বাড়ি রাখবে

অথবা পরিত্যাগ করবে। বিক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না, যদিও তার পক্ষে গোলামের ভেতর চুক্তিতে বিভক্তি দেখা দিয়েছে এবং অবশিষ্টাংশ অংশীদারিত্বের দোষে দুষ্ট হয়ে গেছে।

এমনিভাবে অর্ধেক গোলামের ভেতর যদি কারও হক প্রমাণিত হয়, বাড়ির ভেতর তা প্রমাণিত না হয়, তবে বাড়ির ক্রেতার কোন ইখতিয়ার লাভ হবে না।

যদি বাড়ির অর্ধেক ও গোলামের অর্ধেক, উভয়ের ভেতর অন্যের হক প্রমাণিত হয়, তবে বাড়ির ক্রেতা ও গোলামের ক্রেতা, উভয়েরই ইখতিয়ার লাভ হবে। চাইলে বাকি অংশ রাখবে এবং চাইলে পরিত্যাগ করবে। কিন্তু কী পরিমাণ রাখবে ও কী পরিমাণ ছাড়বে সে সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র) কিছু বলেননি। আমাদের কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, তাদের প্রত্যেকেরই গোলাম ও বাড়ির এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে এক-চতুর্থাংশ রাখার অধিকার থাকবে। আর তাতে রাযী না হলে সম্পূর্ণটাই পরিত্যাগ করবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রত্যেকেরই এই ইখতিয়ার থাকবে যে, ইচ্ছা হলে অর্ধেকের বিনিময়ে অর্ধেক রাখবে অথবা সম্পূর্ণটাই পরিত্যাগ করবে। যদি তাদের মধ্যে কেউ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে এবং ইতোমধ্যে হকদার ব্যক্তি তার অর্ধেক গোলামের ভেতর বিক্রি অনুমোদন করে অথবা তার অর্ধেক গোলামকে হিবা বা সাদাকাস্বরূপ ক্রেতার হাতে সমর্পণ করে, তবে গোলামের ক্রেতার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কেবল বাড়ির ক্রেতার ইখতিয়ার বাকি থাকবে (আল-মুহীত, ইস্‌তিহ্‌কাক অধ্যায়)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও কাছ থেকে একটি গোলাম কেনে এবং সেটি অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়, তারপর প্রথম ক্রেতা সেটি দ্বিতীয়বার ক্রয় করে এবং তারপর কোন হকদার স্বীয় হক প্রতিষ্ঠা করত সেটি তার কাছ থেকে নিয়ে যায়, তবে সে প্রথম বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে। শামসুল-ইসলাম মাহ্‌মূদ আল-আওযাজানদী (র)-এর ফাত্‌ওয়া এ রকমই বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত এ সমাধান সেই রিওয়ায়াত অনুযায়ী সঠিক হয়, যে রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, হকদারের পক্ষে মালিকানার রায় দিলে তাদ্বারা সব রকমের বেচাকেনা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী হকদারের পক্ষে মালিকানার রায় দেওয়ার ফলে মালের ভেতর অনুষ্ঠিত বেচাকেনা রহিত হয়ে যায় না। কাজেই প্রথম ক্রেতার বিক্রি ও পুনর্বার তার ক্রয় যথারীতি বলবৎ থাকবে। সুতরাং প্রথম বিক্রেতার কাছে তার মূল্য ফেরত চাওয়ার ইখতিয়ার লাভ হবে না। বরং সে মূল্য ফেরত চাবে ঐ ব্যক্তির কাছে যে তার কাছে বিক্রি করেছে, তারপর সেই বিক্রেতা ফেরত চাবে তার কাছে এবং তারপর সে চাবে প্রথম বিক্রেতার কাছে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও কাছ থেকে একটি বাড়ি কিনল এবং সেটি কবযা করল। তারপর কোন হকদার স্বীয় হক প্রতিষ্ঠিত করত বাড়িটি তার কাছ থেকে নিয়ে গেল এবং ক্রেতাকে বলল, তুমি বিক্রেতাকে যে মূল্য দিয়েছ তা আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও। সুতরাং সে তা নিল। এখন হকদার যদি তাকে প্রদত্ত মূল্য আবার তার কাছ থেকে ফেরত নিতে চায়, সে ইখতিয়ার তার থাকবে কি? কেউ বলেন, তার সে ইখতিয়ার থাকবে না এবং তা বলা হয়েছে এই রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে যে, হকদারের পক্ষে কাযী যদি মালিকানার রায় দেয়, তবে তাতে সব রকমের বেচাকেনা রহিত হয়ে যায়। আর জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী তার তা ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে। ক্রেতা যদি তার বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চায় এবং তখন হকদার বলে, তুমি আমার কাছ থেকে মূল্য নিয়ে নাও এবং সেমতে ক্রেতা হকদারের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে, তারপর হকদার ক্রেতার কাছ থেকে তা ফেরত নিতে চায়, তবে তার সে অধিকার থাকবে না এবং এটা সমস্ত রিওয়ায়াত অনুযায়ী (আয-যাখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আয-যিয়াদাত'-গ্রন্থে বলেন, এক ব্যক্তি কারও কাছ থেকে একটি গোলাম কিনল ও কবযা করল। অপর এক ব্যক্তি ক্রেতার জন্য বিক্রেতার পক্ষ হতে জামিন হল যে, এ গোলামের ভেতর কারও কোন পাওনা সাব্যস্ত হলে সে ব্যাপারে সে দায়ী থাকবে। তারপর ক্রেতা ঐ গোলাম অন্য কারও কাছে বিক্রি করল ও তাকে বুঝিয়ে দিল। তারপর সেই দ্বিতীয় ক্রেতা গোলামটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করল ও তার কাছে সেটি সমর্পণ করল। এই সর্বশেষ ক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি সে গোলামের ভেতর স্বীয় হক দাবী করে এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কাযী তার পক্ষে রায় প্রদান করে, তবে সে রায় শেষ ক্রেতা ও সমস্ত বিক্রেতার উপরও বর্তাবে। কাজেই সর্বশেষ ক্রেতা বা যে-কোন একজন ক্রেতা যদি হকদারের বিরুদ্ধে এই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে এ গোলামের মালিক কিন্তু মালিকানার সূত্র উল্লেখ না করে, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। আর এ ক্ষেত্রে দুই ক্রেতার প্রত্যেকেরই তার বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাওয়ার অধিকার থাকবে এবং সেজন্য তার আর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেক ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে কেবল তখনই, যখন তার কাছ থেকে ক্রয়কারী তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেবে। সুতরাং সর্বশেষ ক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত না চাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেও প্রথম ক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। এমনিভাবে যতক্ষণ না মধ্যম ক্রেতা প্রথম ক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাবে ততক্ষণ সেও তার বিক্রেতার কাছে মূল্য চাইতে পারবে না। এমনিভাবে প্রথম ক্রেতা ততক্ষণ পর্যন্ত তার জামিনকে ধরতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেওয়া হয়।

প্রত্যেক ক্রেতা যখন তার বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিতে চাবে, তখন তার কি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার দরকার হবে ?

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হবে যে, তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেওয়ার বিষয়টা কাযীর জানা আছে কিনা? যদি জানা না থাকে, যেমন ফেরত গ্রহণটা হয়ত অন্য কোন কাযীর মজলিসে হয়েছিল, তবে তার নতুন করে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। পক্ষান্তরে তার যদি তা জানা থাকে, যেমন মূল্য ফেরত গ্রহণের ব্যাপারটা হয়ত সেই একই কাযীর সম্মুখে সম্পন্ন হয়েছিল, তবে ক্রেতাকে নতুন করে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে না।

গোলামের ভেতর যদি হক প্রমাণিত না হয়, বরং গোলাম শেষ ক্রেতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৌলিকভাবেই স্বাধীন এবং কাযী সে অনুযায়ী তার পক্ষে রায় প্রদান করে, তবে প্রত্যেক ক্রেতার কাছে তার ক্রেতা কর্তৃক তার কাছে মূল্য ফেরত চাওয়ার আগেই সে তার বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে। এমনিভাবে প্রথম ক্রেতার কাছ থেকে তার ক্রেতার মূল্য ফেরত চাওয়ার আগেই সে তার জামিনের কাছে মূল্য ফেরত চাওয়ার অধিকার রাখবে।

গোলাম যদি তার জন্মগত স্বাধীনতার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে, বরং সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে অমুক ব্যক্তির গোলাম ছিল এবং সে ব্যক্তি এক বছর আগে তাকে মুক্তিদান করেছে অথবা সেই ব্যক্তি নিজেই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি তারই ছিল, সে এক বছর আগে তাকে মুক্তিদান করেছে, ফলে কাযী তার অনুকূলে রায় প্রদান করে আর মুক্তিদানের তারিখ সবগুলো বেচনাকেনার তারিখের আগে হয়, তবে প্রত্যেক ক্রেতা, তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেওয়ার আগেই তার বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে। যদি তারিখ জানা না থাকে, তখনও ফায়সালা একই হবে।

এমনিভাবে গোলাম যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে অমুকের গোলাম ছিল, এক বছর আগে সে তাকে মুদাব্বার বানিয়েছে অথবা সেই ব্যক্তি নিজেই এ দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে অথবা বিক্রিত পন্যটি ক্রীতদাসী হয় এবং সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে অমুকের ক্রীতদাসী ছিল এবং এক বছর আগে সে তাকে উম্মু ওয়ালাদ বানিয়েছে কিংবা সেই ব্যক্তি নিজেই অনুরূপ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, আর এসব কর্মের তারিখ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিসমূহের আগে হয় অথবা তার তারিখ অজ্ঞাত থাকে, ফলে কাযী সে দাবীর সপক্ষে রায় প্রদান করে, তবে মূল্য ফেরত গ্রহণের ব্যাপারে এসব ক্ষেত্রেও ফায়সালা সে রকমই হবে, যেমন গোলাম কর্তৃক জন্মগত স্বাধীনতার বা মুক্তিলাভের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে ফায়সালা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রেতা, তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেওয়ার আগেই তার বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে।

ক্রীতদাসী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মুনীব তাকে মুক্তিদান করেছিল, তাকে মুদাব্বার বানিয়েছিল কিংবা তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছিল এবং তার তারিখ এসব বেচাকেনার তারিখের পরে হয়, তবে সূত্রবিহীন মালিকানার ক্ষেত্রে যে ফায়সালা হয়েছিল, এ ক্ষেত্রেও সেই রকম ফায়সালাই হবে। এর ব্যাখ্যা এই যে, গোলাম বা ক্রীতদাসী সর্বশেষ ক্রেতার হাতে পৌঁছার পর তার বিরুদ্ধে এই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে অমুক ব্যক্তির ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী, সে (অর্থাৎ সর্বশেষ ক্রেতা) তাকে কেনার পর তার সেই মালিক তাকে আযাদ করে দিয়েছে বা তার গর্ভে সন্তান জন্ম দিয়েছে অথবা সেই ব্যক্তি নিজেই অনুরূপ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করল এবং কাযী সে অনুযায়ী রায় প্রদান করল। তো এ রায় প্রদানের পর ক্রেতাবর্গের একের নিকট থেকে অন্যের মূল্য ফেরৎ গ্রহণের ব্যাপারে সেই নিয়মই অনুসৃত হবে, যে নিয়ম সূত্রবিহীন মালিকানার সপক্ষে রায় প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

গোলামের মুক্তিদান সম্পর্কে যে তারিখ বর্ণিত হয়েছে, তা যদি উল্লিখিত বিক্রি-পরম্পরার মাঝখানে হয়, ফলে কোন বিক্রি মুক্তিদানের আগে এবং কোনওটি সম্পন্ন হয় মুক্তিদানের পরে, তবে যে বিক্রি মুক্তিদানের আগে হবে, সে ক্ষেত্রে কোন ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না, যাবৎ না তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেওয়া হয়। আর যে বিক্রি মুক্তিদানের পরে হবে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্রেতা, তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেওয়ার আগেই তার বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাওয়ার অধিকার রাখবে। এভাবে এক্ষেত্রে অংশ বিশেষকে সমষ্টির সংগে তুলনা করার নীতি অবলম্বন করা হবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ 'আয-যিয়াদাত' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কেউ যদি কারও কাছ থেকে একটি ক্রীতদাসী কিনে কবযা করে, তারপর কোন হকদার এসে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ক্রীতদাসীটি তার এবং সে ক্রেতার কাছ থেকে সেটি নিয়ে যায়, তবে সে বিক্রেতার কাছে তার মূল্য ফেরত পাবে (আয-যাখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি স্বীকার করে যে, ক্রীতদাসীটি হকদার ব্যক্তির, অথবা সে সম্পর্কে তাকে কসম করতে বলা হয়, কিন্তু সে কসম করতে অস্বীকার করে, ফলে রায় দেওয়া হয় যে, ক্রীতদাসীটি হকদার ব্যক্তিরই, তবে এক্ষেত্রে সে বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বিক্রেতা নিজেই স্বীকার করেছে যে, এটি হকদার ব্যক্তির, তবে সে বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে। ক্রেতার যদি এ সম্পর্কে সাক্ষী না থাকে, ফলে সে বিক্রেতার কাছ থেকে হকদারের অনুকূলে তার প্রদত্ত স্বীকারোক্তি সম্পর্কে কসম নিতে চায়, তবে সে অধিকার তার থাকবে (আল-খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১২. মাসআলা ঃ বিক্রেতা যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে সে মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৩. মাসআলা ঃ ক্রেতা হকদারের অনুকূলে স্বীকার করার পর কিংবা সে সম্পর্কে কসম করতে অস্বীকার করার পর যদি বলে, আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব যে, হকদার ব্যক্তিই এ ক্রীতদাসীর মালিক আর এতদদ্বারা তার উদ্দেশ্য থাকে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত চাওয়ার অধিকার লাভ করা, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

যদি ক্রীতদাসীর উপর কারও হক প্রমাণিত না হয়, বরং সে নিজেকে জন্মগতভাবেই স্বাধীন বলে দাবী করে এবং ক্রেতা তা স্বীকার করে অথবা সে সম্পর্কে সে কসম করতে অস্বীকার করে, ফলে কাযী তার স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়, তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। যদি বিক্রেতা উপস্থিত হয়ে ক্রেতার বক্তব্য অস্বীকার করে এবং তখন ক্রেতা বলে, আমি বিক্রেতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব যে, ক্রীতদাসীটি জন্মগতভাবেই স্বাধীন, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে।

হকদার ব্যক্তি যদি ক্রেতার বিরুদ্ধে দাবী করে যে, ক্রীতদাসীটি তার এবং সে তাকে আযাদ করেছে বা মুদাব্বার বানিয়েছে কিংবা উম্মু ওয়ালাদ বানিয়েছে, আর ক্রেতাও তা স্বীকার করে অথবা সে সম্পর্কে কসম করতে বললে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে বিক্রেতার কাছে তার মূল্য ফেরত চাওয়ার অধিকার থাকবে না।

যদি ক্রেতা এ সম্পর্কে বিক্রেতার বিরুদ্ধে এই লক্ষ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে চায় যে, তার কাছে তার মূল্য ফেরত চাওয়ার অধিকার অর্জিত হবে, তবে দেখা হবে যে, তার সাক্ষিগণ মুক্তিদানের কোন তারিখ উল্লেখ করেছে কিনা। যদি তারিখ উল্লেখ না করে অথবা তারিখ উল্লেখ করে এবং সেটা ক্রয়ের পূর্বের হয়, তবে তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। ফলে বিক্রেতার কাছে সে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে। আর যদি তারা তাদের সাক্ষ্যে মুক্তিদানের তারিখ উল্লেখ করে এবং সে তারিখ ক্রয়ের পরের হয়, তবে তা গৃহীত হবে না (আয-যাখীরা)।

১৪. মাসআলা ঃ 'আয-যিয়াদাত' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মনে করা যাক আব্দুল্লাহ্‌র হাতে একটি ক্রীতদাসী আছে। ইবরাহীম মুহাম্মাদকে বলল, হে মুহাম্মাদ! আব্দুল্লাহ্‌র হাতে যে ক্রীতদাসীটি আছে, সেটি তো আমার ছিল, যাকে আমি তোমার কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছিলাম এবং তোমাকে সমর্পণও করেছিলাম, কিন্তু তুমি মূল্য পরিশোধ করনি। তারপর আব্দুল্লাহ্ তোমার উপর চড়াও হয় এবং ক্রীতদাসীটি তোমার কাছ থেকে গসব করে নেয়। মুহাম্মাদ তার এসব কথা সত্য বলে স্বীকার করল। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ সবই অস্বীকার করল এবং বলল, এ ক্রীতদাসী আমারই। তো ক্রীতদাসীর ব্যাপারে আব্দুল্লাহ্‌র কথাই গ্রহণযোগ্য। বাকি ইবরাহীমের অনুকূলে এই রায় দেওয়া হবে যে, মুহাম্মাদ তাকে ক্রীতদাসীর মূল্য পরিশোধে বাধ্য থাকবে (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ এরপর কেউ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার মালিকানায় এ ক্রীতদাসী জন্ম নিয়েছে এবং সে সূত্রে ক্রীতদাসীটি তার অথবা সূত্রের উল্লেখ ছাড়াই সে মালিকানা দাবী করে এবং সে মতে আবদুল্লাহ্ কাছ থেকে ক্রীতদাসীটি হস্তগত করে, তবে মুহাম্মাদ ইবরাহীমের কাছে তার মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। মুহাম্মাদ যদি হকদারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ক্রীতদাসীটি তার, সে এটি ইবরাহীমের কাছ থেকে কিনেছে, বিক্রিকালে ইবরাহীম এটির মালিক ছিল এবং তার কাছ থেকে কিনে সে এটি কবযা করেছে, তবে ক্রীতদাসীটির মালিকানা সম্পর্কে মুহাম্মাদের পক্ষে রায় দেওয়া হবে। তারপর

হকদার ব্যক্তি যদি তার মালিকানায় ক্রীতদাসীটির জন্ম ও সে সূত্রে তার মালিকানা সম্পর্কে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, সেই ক্রীতদাসীটির মালিক। তখন মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীমের কাছে মূল্য ফেরত চাওয়ার অধিকার লাভ করবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৬. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসীটিতে যদি কারও হক প্রমাণিত না হয়, বরং সে আব্দুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে জন্মগতভাবেই স্বাধীন কখনও কারও ক্রীতদাসী ছিল না এবং সে অনুযায়ী তার স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেওয়া হয়, তবে মুহাম্মাদ ইবরাহীমের কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে।

এমনিভাবে ক্রীতদাসীটি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে আব্দুল্লাহ্‌র ক্রীতদাসী ছিল, সে তাকে আযাদ করে দিয়েছে বা তাকে মুদাব্বার ঘোষণা করেছে কিংবা তার গর্ভে সে সন্তান জন্ম দিয়েছে এবং কাযী সে অনুযায়ী তার অনুকূলে রায় প্রদান করে, তবে মুহাম্মদ ইব্‌রাহীমের কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন ক্রীতদাসীট মুক্তিদান, তাদবীর[১] ও ইস্‌তীলাদ (সন্তান উৎপাদন) সম্পর্কে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ উল্লেখ করবে তাতে তারিখ উল্লেখ থাকবে না। পক্ষান্তরে তার সাক্ষিগণ যদি তারিখ উল্লেখ করে, যেমন বলল, আব্দুল্লাহ্ এর মালিক ছিল এবং এক বছর আগে সে একে আযাদ করেছে বা মুদাব্বার বানিয়েছে কিংবা উম্মু ওয়ালাদ বানিয়েছে এবং কাযী সে সম্পর্কে রায় প্রদান করে, তবে দেখতে হবে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদের মধ্যে যে বেচাকেনা হয়েছে সেটা কি এক বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের ভেতর হয়েছে, না কি দু' বছর আগে হয়েছিল ? যদি এক বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের ভেতর হয়ে থাকে, তবে মুহাম্মাদ ইবরাহীমের কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যকার বেচাকেনা দু' বছর আগে হয়ে থাকলে মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীমের কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে না।

ক্রীতদাসীটি যদি আব্দুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার সংগে কিতাবাত[২] চুক্তি করেছে এবং সে অনুযায়ী কাযী রায় প্রদান করে, তবে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্‌র কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। হ্যাঁ, ক্রীতদাসীটি যদি চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতঃ আযাদ হয়ে যায়, তবে তখন মুহাম্মাদ ইবরাহীমের কাছ থেকে ক্রীতদাসীর মূল্য ফেরত পাবে (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ আব্দুল্লাহ্ যদি স্বীকার করে যে, সে ক্রীতদাসটি মুহাম্মাদের কাছ থেকে একশ' দীনারে ক্রয় করতঃ তার কাছ থেকে কবযা করেছে এবং এর মূল্য পরিশোধ করেছে আর মুহাম্মাদও তার এসব কথা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে দেখতে হবে তাদের উভয়ের এ স্বীকারোক্তি কি ক্রীতদাসীর উপর হকদারের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে হয়েছে, না তার আগে। যদি আগে হয় এবং তারপর হকদার স্বীয় হক প্রতিষ্ঠা করতঃ 'আব্দুল্লাহ্‌র কাছ থেকে ক্রীতদাসীটি নিয়ে যায়, তবে আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদের কাছে এবং মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীমের কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে। আর যদি ক্রীতদাসীর উপর হকদারের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা একে অপরের বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করে, তবে আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদের কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে, কিন্তু মুহাম্মাদ ইবরাহীমের কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে না।

এমনিভাবে আব্দুল্লাহ্ যদি স্বীকার করে, সে ক্রীতদাসীটি মুহাম্মাদের কাছ থেকে ক্রয় করেছে, কিন্তু মুহাম্মাদ অনুপস্থিত থাকে অথবা উপস্থিত থাকলেও সে আব্দুল্লাহর কাছ থেকে হকদার তার হক প্রতিষ্ঠিত করতঃ ক্রীতদাসীটি নিয়ে যায়, তারপর মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহর বক্তব্য

১. মুদাব্বার বানানো অর্থাৎ এই ঘোষনা দেওয়া, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ।
২. অর্থাৎ এই চুক্তি করেছে যে, তুমি যদি এই পরিমান টাকা পরিশোধ করতে পার, তবে তুমি আযাদ হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্বীকার করে এবং বলে, আমি ইবরাহীমের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করব যে, আব্দুল্লাহ্ আমার কাছ থেকে ক্রীতদাসীটি ক্রয় করেছে আর এতদদ্বারা মুহাম্মাদের উদ্দেশ্য থাকে ইবরাহীমের কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। এমনিভাবে মুহাম্মাদ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, আব্দুল্লাহ্র কাছ থেকে হকদার ব্যক্তি তার হক প্রতিষ্ঠিত করত ক্রীতদাসীটি নিয়ে যাওয়ার আগেই আব্দুল্লাহ্ স্বীকার করেছিল যে, সে যে ক্রীতদাসীটি আমার কাছ থেকে ক্রয় করেছে, আমার এ দাবী সত্য, তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। ফলে মুহাম্মাদ ইবরাহীমের কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে।

আব্দুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ উভয়ে যদি স্বীকার করে যে, মুহাম্মাদ ক্রীতদাসীটি আব্দুল্লাহ্কে হিবা করেছিল ও তার হাতে সেটি সমর্পণ করেছিল অথবা মুহাম্মাদ ক্রীতদাসীটি আব্দুল্লাহ্কে সাদাকা করেছিল ও সেটি তাকে সমর্পণ করেছিল, তবে এ দুই অবস্থায় মুহাম্মাদ ইবরাহীমের কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে না। প্রথম অবস্থায় ফেরত পাবে (আয-যাখীরা)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও কাছ থেকে এক হাজার দিরহামে একটি ক্রীতদাসী কিনল ও তার মূল্য পরিশোধ করল, কিন্তু সেটি কবযা করল না। এরপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, ক্রীতদাসীটি তার ক্রেতা ও বিক্রেতাও সেখানে উপস্থিত আছে। ফলে কাযী রায় দিল যে, ক্রীতদাসীটি সেই ব্যক্তিরই হক। তারপর বিক্রেতা বা ক্রেতা দাবী করল যে, বিক্রেতা ক্রীতদাসীটি এই ক্রেতার কাছে বিক্রি করার আগে এই হকদারের কাছ থেকে ক্রয় করেছিল এবং সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। এ ক্ষেত্রে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে।

হকদারের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রেতা যদি কাযীকে বলে, আপনি বিক্রেতাকে বলুন, সে যেন আমার হাতে পণ্য সমর্পণ করে, অন্যথায় আপনি আমাদের মধ্যে বিক্রি রহিত করুন, তবে কাযী বিক্রি রহিত করবে। ফলে বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার মূল্য ফেরত চাওয়ার অধিকার লাভ হবে।

কাযী যদি তাদের মধ্যে বিক্রি রহিত করে, তারপর বিক্রেতা তার এই দাবীর অনুকূলে সাক্ষী পেয়ে যায় যে, সে এই হকদারের কাছ থেকে ক্রীতদাসীটি ক্রয় করেছিল, তবে বিক্রির রহিতকরণ যথারীতি বহাল থাকবে। কেননা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই সে রহিতকরণ কার্যকর হয়ে গেছে। কাজেই তাদের একজন যদি বিক্রি অনুমোদন করতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না।

ক্রেতা যদি বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রীতদাসীটি কবযা করে, তারপর তাতে হকদারের হক প্রমাণিত হয় এবং তার কাছ থেকে হকদার সেটি নিয়ে যায়, ফলে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেয়, তারপর বিক্রেতা হকদারের কাছ থেকে ক্রয় সম্পর্কে সাক্ষী পেয়ে যায় এবং হকদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী পেশ করে, ফলে ক্রীতদাসীটির ব্যাপারে বিক্রেতার অনুকূলে রায় দেওয়া হয় এবং তখন বিক্রেতা ক্রীতদাসীটি ক্রেতার উপর চাপাতে চায়, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী বিক্রেতার সে অধিকার থাকবে না এবং রহিত হয়ে যাওয়া বিক্রি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না। এটা সেই অবস্থায়, যখন রায় দেবে যে, ক্রেতা বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে এবং তারপর বিক্রেতা তার ক্রয়ের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে। পক্ষান্তরে কাযী মূল্য ফেরত গ্রহণ সম্পর্কে ক্রেতার পক্ষে রায় দেওয়ার আগেই যদি বিক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, সে হকদারের কাছ থেকে ক্রীতদাসীটি ক্রয় করেছিল, তবে ক্রীতদাসীটি ক্রেতার কাছেই ফিরে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাযী যদি মূল্য ফেরত গ্রহণ সম্পর্কে ক্রেতার অনুকূলে রায় দেন, তারপর বিক্রেতা হকদারের কাছ থেকে তার ক্রয়ের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তো ক্রীতদাসীটি ক্রেতার হাতে ফেরত যাওয়া সম্পর্কে উপরে বর্ণিত মতভেদ রয়েছে। বাকি ক্রেতা যদি তখন ক্রীতদাসীটি গ্রহণ করতে চায়, আর বিক্রেতা তাতে সম্মত না হয়, তবে তাকে সে ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। বিক্রেতা যদি ক্রেতার উপর সেটি চাপাতে চায়, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে।

ক্রেতা যদি বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা না করে, বরং তার কাছে মূল্য ফেরত চায় এবং বিক্রেতা তা দিয়ে দেয় অথবা সে রহিতকরণ মেনে নেয়, তারপর সে হকদারের কাছ থেকে ক্রয় সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং রায় দেওয়া হয় যে, ক্রীতদাসীটি তার, তবে সেক্ষেত্রে তাদের কেউ কারও উপর ক্রীতদাসীটি চাপাতে পারবে না।

বিক্রেতা যদি হকদারের নিকট থেকে ক্রীতদাসীটি ক্রয়ের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে, বরং তা পেশ করে এই বিষয়ে যে, ক্রীতদাসীটি তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছিল এবং সেই সূত্রে সে এর মালিক, তবে যে ক্ষেত্রেও হকদারের কাছ থেকে ক্রয় সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার অনুরূপ ফায়সালা হবে (আল-খুলাসা)।

১৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি ক্রীতদাসী কিনল, তারপর সেটি সন্তান জন্ম দিল বা একটি গাছ কিনল ও সেটি ফল দিল। সে ফল গাছেই আছে এবং সন্তান আছে ক্রেতার হাতে। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তাতে স্বীয় হক প্রতিষ্ঠিত করল। এ ক্ষেত্রে ক্রীতদাসী ও গাছের অধীনে সন্তান ও ফলও হকদারের হয়ে যাবে। বাকি সন্তান ফলের সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কি ফায়সালা দিতে হবে ? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, মূল সম্পর্কে ফায়সালা দেওয়া দ্বারা শাখা সম্পর্কেও ফায়সালা হয়ে যাবে। আস সাদরুশ শাহীদ (র) বলেন, শাখা সম্পর্কেও স্বতন্ত্রভাবে ফায়সালা অপরিহার্য, যেমন শাখা ক্রেতার হাতে না থেকে অন্য কারও হাতে থাকলে অপরিহার্য হত।

সন্তানটি যদি ক্রেতার ঔরসে জন্ম নেয়, তবে সে মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে শামলার দিনের মূল্য ধর্তব্য। তারপর ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে তা আদায় করবে। সন্তানটি যদি মারা যায়, তবে তার দায়ে ক্রেতাকে কিছু আদায় করতে হবে না। তাকে যদি হত্যা করা হয়, তবে তার কাছ থেকে তার মূল্যের দায়ে দশ হাজার দিরহাম আদায় করা হবে। তাকে অন্য কিছু পরিশোধ করতে হবে না। সন্তানটি যদি মারা যায় ও প্রচুর সম্পত্তি রেখে যায়, তবে তা সবই ক্রেতার প্রাপ্য। বিক্রেতাকে তার কোন কিছু পরিশোধ করতে হবে না। বাকি তাকে উকর আদায় করতে হবে। ক্রীতদাসী যদি কোন কিছু উপার্জন করে বা তাকে কিছু হিবা করা হয়, তবে হকদার ব্যক্তি তার উপার্জনসহই তাকে ফিরে পাবে। সে ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ছাড়া আর কিছু পাবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও কাছ থেকে আংগুরের বাগান কেনে বা জমিসহ খেজুর গাছ কেনে ও তার কবযা করে, তারপর কেবল জমিতে কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে ক্রেতা গাছগুলো বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দিতে ও তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারবে (আয-যাখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ যদি জিনসহ ঘোড়া কেনে, তারপর উভয়টিতে কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে সে পূর্ণ মূল্য ফেরত পাবে। যদি জিন ছাড়া কেবল ঘোড়াটিতে হক প্রমাণিত হয়, তবে কেবল ঘোড়ার অংশে মূল্য ফেরত পাবে। যেমন জিন হারিয়ে গেলে ফায়সালা দেওয়া হয়ে

থাকে। ক্রেতা যদি জিন ফেরত দিয়ে পূর্ণ মূল্য ফেরত নিতে চায় এবং বিক্রেতা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তার সে ইখতিয়ার আছে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি জমি কিনে তাতে গাছ লাগাল এবং সে গাছ বড় হল। তারপর সে জমি অন্য কারও হক বলে প্রমাণিত হল। এ ক্ষেত্রে ক্রেতাকে বলা হবে, তোমার গাছ উৎপাটিত কর। যদি উৎপাটিত করলে জমির ক্ষতি হয়, তবে হকদারকে বলা হবে, চাইলে তুমি উৎপাটিত গাছের মূল্য তাকে দিতে পার, তা হলে এ গাছ তোমার হয়ে যাবে। অথবা তুমিও গাছ উপড়ে ফেলার আদেশও দিতে পার। তখন সে তোমার জমির ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। হকদার যদি তাকে গাছ উপড়ে ফেলার আদেশ দেয়, সে মতে সে তা উপড়ে ফেলে, তারপর ক্রেতা বিক্রেতাকে পেয়ে যায়, তবে তার কাছ থেকে সে জমির মূল্য ফেরত চাইতে পারবে গাছের মূল্য নয় এবং জমির যে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে তাও নয়।

হকদার ব্যক্তি যদি ক্রেতাকে উৎপাটিত গাছের মূল্য দিয়ে গাছ রেখে দেওয়াকেই বেছে নেয় এবং সে মতে তাকে মূল্য দিয়ে দেয়, তারপর ক্রেতা বিক্রেতাকে পেয়ে যায়, তবে বিক্রেতার কাছ থেকে সে তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত পাবে, গাছের মূল্য নয়। সেক্ষেত্রে হকদার ব্যক্তি ক্রেতা বা বিক্রেতা কারও কাছেই জমির ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না। এসবই ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মত।

কেনার পরপরই যদি জমিতে কোন হকদারের হক প্রমাণিত না হয়, ইতোমধ্যে গাছে ফল এসে যায়, তা পাকুক বা নাই পাকুক, অবশেষে কোন হকদার এসে জমিতে স্বীয় হক প্রমাণ করে এবং ক্রেতাকে তার গাছ উপড়ে নিতে বলে, তবে হকদারের সে অধিকার থাকবে। বিক্রেতা যদি উপস্থিত থাকে, তবে ক্রেতা তার কাছে জমিতে স্থিত গাছের মূল্য দাবী করতে পারবে। এরপর স্থিরাবস্থায় সে গাছ বিক্রেতাকে সমর্পণ করবে। বিক্রেতার কাছ থেকে সে ফলের মূল্য আদায় করতে পারবে না, বরং ক্রেতাকে সে ফল পেড়ে নিতে বাধ্য করা হবে, তাতে ফল পাকুক বা না-ই পাকুক। আর বিক্রেতাকে বাধ্য করা হবে গাছ উপড়ে নিতে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাউকে ক্রেতার উপর হাওয়ালা করল যে, সে যেন (তার পাওনা বাবদ) ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য কবযা করে নেয়। সে মতে ক্রেতা সেই ব্যক্তির কাছে মূল্য আদায় করল। এখন যদি কেউ স্বীয় হক প্রমাণ করতঃ ক্রেতার হাত থেকে বাড়িটি নিয়ে যায়, তবে ক্রেতা কার কাছে মূল্য ফেরত চাবে?

'মাজ্‌মূ'উন-নাওয়াযিল'-গ্রন্থে শায়খুল-ইসলাম 'আলী আস-সুগদী (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বাগে না পায়, তবে কি হাওয়ালা-গ্রহীতার কাছে মূল্য চাইতে পারবে? তিনি বললেন, না।

আল-জামি গ্রন্থে আছে যে, ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত দাবী করবে অথবা হাওয়ালা-গ্রহীতার কাছেও দাবী করতে পারবে।

যদি উকীলের কাছ থেকে কোন কিছু কেনে, তারপর কোন হকদার তাতে স্বীয় হক প্রমাণিত করে, তবে দেখতে হবে ক্রেতা কার হাতে মূল্য পরিশোধ করেছিল। যদি উকিলের হাতে পরিশোধ করে থাকে, তবে তার কাছ থেকে তা ফেরত নেবে আর যদি মুআক্কিলের কাছে পরিশোধ করে, তবে উকীলকে বলা হবে, তুমি মুআক্কিলের কাছে মূল্য দাবী কর এবং তার কাছ থেকে তা নিয়ে ক্রেতাকে ফেরত দাও (আয-যাখীরা)।

২৪. মাসআলা ঃ 'মাজমূউন নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি ক্রীতদাসী বেচাকেনা হল। তারপর কোন হকদার তাতে স্বীয় হক প্রতিষ্ঠিত করল এবং কাযীর ফায়সালাক্রমে ক্রেতার হাত থেকে সেটি নিয়ে গেল। ফলে ক্রেতা বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইল এবং তা হস্তগত করল। তারপর ইমামগণের ফাত্‌ওয়া অনুযায়ী প্রমাণিত হল যে, হক সম্পর্কে কাযীর ফায়সালা ভুল ছিল। ফলে হকদারের কাছ থেকে বিক্রেতা ক্রীতদাসীটি ফেরত আনল। এক্ষেত্রে ক্রেতা আর ক্রীতদাসীটি বিক্রেতার কাছে ফেরত চাইতে পারবে না (আল-খুলাসা)।

২৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও কাছ থেকে নির্ধারিত মূল্যে কাগজ কিনল। তারপর তার সত্তর দিরহাম মূল্য বাবদ বিক্রেতাকে একটা গাধা দিল, যে গাধার বাজার মূল্য চল্লিশ দিরহাম। এরপর যদি সে কাগজে কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে ক্রেতা তার কাছে সত্তর দিরহাম ফেরত পাবে (চল্লিশ দিরহাম নয়) (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও কাছ থেকে একটি ক্রীতদাসী কিনে কবযা করল। তারপর অন্য এক ব্যক্তি এসে দাবী করল ক্রীতদাসীটি তার। ক্রেতাও স্বীকার করল যে, ক্রীতদাসীটি দাবীদার ব্যক্তির। তারপর বিক্রেতাও ক্রেতার কথা সঠিক বলে স্বীকার করল। এরপর ক্রেতা যখন বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইল তখন বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, ক্রীতদাসীটি দাবীদার ব্যক্তির তো হয়ে গেছে এ কারণে যে, তুমি তাকে ক্রীতদাসীটি হিবা করেছ। বিক্রেতার এ কথা গৃহীত হবে কি? হ্যাঁ, গৃহীত হবে। সুতরাং ক্রেতা তার কাছে মূল্য ফেরত পাবে না (আয-যাখীরা)।

২৭. মাসআলা ঃ যদি দু'জন সাক্ষী হকদারের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং ক্রেতা তাদেরকে বিশ্বস্ত বলে তাসদীক করে এবং সে মতে হকদার ব্যক্তি ক্রেতার হাত থেকে ক্রীতদাসীটি নিয়ে যায়, তবে কি সে বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে? ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আমি সাক্ষীদ্বয় সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। যদি তাদের পক্ষে প্রত্যায়ন পাওয়া যায়, তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে। আর যদি তাদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত না হয়, তবে ক্রেতার প্রত্যায়ন দ্বারা যেহেতু তার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হয়েছে, তখন সে আর বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। তার সে প্রত্যায়ন হকদারের পক্ষে তার স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য হবে (আল-ফুসূলূল ইমাদিয়্যা)।

২৮. মাসআলা ঃ 'আল-জামিউল কাবীর'-গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কেউ যদি কারও কাছ থেকে এক হাজার দিরহামে একটি গোলাম কেনে এবং ক্রেতার পক্ষ হতে তার আদেশে কেউ মূল্যের কাফী (জামিন) হয় এবং কাফীল বিক্রেতাকে সে মূল্য নগদ পরিশোধ করে, তারপর কাফীল দেশের বাইরে চলে যায় এবং কোন হকদার ক্রেতার হাত থেকে গোলামটি নিয়ে যায় অথবা প্রমাণিত হয় যে, সে গোলাম নয়, বরং স্বাধীন মানুষ, অথবা মুকাতাব বা মুদাব্বাব কিংবা সেটি ছিল ক্রীতদাসী আর এখন প্রমাণিত হয় যে, সেটি উম্মু ওয়ালাদ, ফলে ক্রেতা বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চায়, তবে দেখতে হবে যে, কাফীল মূল্য পরিশোধের পর তা ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিল কিনা। কাফীল যদি তার প্রদত্ত মূল্য ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে থাকে, তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছে সে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে, আদায় করে না নিলে ক্রেতার তা বিক্রেতার কাছে ফেরত চাওয়ার অধিকার থাকবে না তারপর কাফীল যখন উপস্থিত হবে তখন তার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে তার প্রদত্ত মূল্য বিক্রেতার কাছ থেকেই আদায় করে নেবে অথবা তা ক্রেতার কাছ থেকে উসুল করবে। যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে তবে বিক্রেতা তা ক্রেতার কাছে চাইতে পারবে না। কিন্তু ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করলে ক্রেতা তা বিক্রেতার কাছে চাইতে পারবে।

কাফীল ফিরে এসে তার আদায়কৃত মূল্য ক্রেতার কাছে চাওয়ার আগেই ক্রেতা তা বিক্রেতার কাছে ফেরত চাইতে পারবে না।

যদি কাফালার চুক্তি না হয়, বরং ক্রেতা সেই ব্যক্তিকে মূল্য পরিশোধের আদেশ করে এবং মাসআলার বাকি অবস্থা পূর্বের মত হয়, তবে উপরে বর্ণিত সকল ক্ষেত্রেই এটা কাফালার পর্যায়ভুক্ত হবে।

কাফালার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কোন অবস্থায়ই যদি না ঘটে, বরং কবযার আগেই গোলাম মারা যায় এবং ইতোমধ্যে কাফীল মূল্য পরিশোধ করে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে, তাতে কাফীল তার প্রদত্ত মূল্য ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে নিক বা না-ই নিক।

গোলামের মৃত্যুর ক্ষেত্রে যদি কাফীল ফিরে আসে কিংবা সে আগে থেকেই উপস্থিত থাকে, তবে কাফীল বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না।

গোলামটি যদি মারা না যায়, বরং কোন কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিক্রি রহিত হয়ে যায়, তবে দেখতে হবে তা রহিত হয়েছে কোন্ পর্যায়ের কারণে। যদি এমন কোন কারণে রহিত হয়, যাদ্বারা বিক্রি সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যায়, যেমন কবযার পর কোন দোষের কারণে কাযীর ফায়সালাক্রমে অথবা কবযার আগে কাযীর ফয়সালাক্রমে কিংবা কাযীর ফায়সালা ছাড়াই মাল ফেরত দেওয়া অথবা না দেখে ক্রয়ের কারণে যে ইখতিয়ার লাভ হয়, সে ইখতিয়ারের ভিত্তিতে ফেরত দেওয়া অথবা শর্তজনিত ইখতিয়ারের ভিত্তিতে ফেরত দেওয়া, যদি এমন কোন কারণে বিক্রি রহিত হয়, তবে কবযার আগে গোলাম মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে যে ফায়সালা দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রেও সেই একই ফায়সালা প্রযোজ্য।

এমনিভাবে ক্রেতা যদি তার পক্ষ হতে কাউকে মূল্য পরিশোধের আদেশ দেয় এবং সেমতে সে ব্যক্তি তা পরিশোধ করে, তারপর ক্রেতার হাতে সমর্পণ করার আগেই বিক্রেতার হাতে গোলামের মৃত্যু হয়ে যায়, তবে সর্বাবস্থায় ক্রেতাই বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে (যে ব্যক্তি পরিশোধ করেছিল সে নয়)।

যদি ক্রেতার আদেশ ছাড়াই কেউ কেউ তার পক্ষ হতে কাফীল হয়, তারপর ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সর্বতোভাবে বিক্রি রহিত হয়ে যায়, তবে কাফীল বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে। ক্রেতার কাছে কাফীলের তা চাওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না।

যদি এমন কোন কারণে বিক্রি রহিত হয়, যাদ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষে বিক্রি রহিত হয়, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে তাতে নতুন এক বেচাকেনা সম্পাদিত হয় যে, কবযার পর কোন দোষের কারণে কাযীর ফায়সালা ছাড়াই মাল ফেরত দেওয়া কিংবা ইকালা (ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে বিক্রি রহিতকরণ) করা, তো এভাবে যদি বিক্রি রহিত করা হয়, তবে কাফীল বিক্রেতার কাছে কিছুই ফেরত চাইতে পারবে না। বরং এক্ষেত্রে মূল্য কবযার অধিকার থাকবে কেবলই ক্রেতার। অবশ্য কবযা করার পর সে মূল্য ক্রেতার নয়, বরং কাফীলের প্রাপ্য।

যদি কাফলার চুক্তি না হয়ে থাকে, বরং কোন ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রেতার পক্ষ হতে মূল্য পরিশোধ করে, তবে ক্রেতার আদেশ ছাড়া কেউ কাফীল হয়ে মূল্য পরিশোধ করলে সে ব্যাপারে যে সমাধান বর্ণিত হয়েছে এক্ষেত্রে সমাধান সে রকমই-হবে।

যদি আদেশে কাফালা হয়ে থাকে এবং কাফীল মূল্যের ব্যাপারে পঞ্চাশ দীনারের বিনিময়ে বিক্রেতার সংগে আপোষ করে, তবে কাফীল ক্রেতার কাছ থেকে দীনার নয়, বরং দিরহামই ফেরত নিতে পারবে। এরপর যদি গোলামের ভেতর কারও হক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন কাফীল অনুপস্থিত থাকে, তারপর সে ফিরে আসে, তবে সে বিক্রেতার কাছ থেকে দীনার ফেরত পাবে। সে ক্ষেত্রে কাফীলের ক্রেতার কাছে কিছু চাওয়ার সুযোগ থাকবে না। এক্ষেত্রে বেচাকেনার মজলিসেই অন্যের হক প্রতিষ্ঠিত হোক বা বেচাকেনার মজলিস ভেংগে যাওয়ার পর তা প্রতিষ্ঠিত হোক, তাতে সমাধানের মধ্যে কোন প্রভেদ হবে না।

এমনিভাবে কাফীল ক্রেতার পক্ষ হতে যে দিরহামের কাফালা গ্রহণ করেছে, বিক্রেতা যদি দীনারের বিনিময়ে তার কাছে তা বিক্রি করে, তারপর গোলামের ভেতর কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে সে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) যে বিক্রির মাসআলাকে আপোষের মাসআলার সংগে তুলনা করেছেন, এটা কেবল সেই ক্ষেত্রে, যখন গোলামের ভেতর হকদারের হক প্রমাণিত হবে বেচাকেনার মজলিস ভেংগে যাওয়ার পর। কাজেই মজলিস বাকি থাকা অবস্থায়ই যদি হকদারের হক প্রমাণিত হয়, তবে বিক্রি বাতিল হবে না কিন্তু আপোষরফা বাতিল হয়ে যবে।

যদি গোলামের ভেতর কারও হক প্রমাণিত না হয়, বরং বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় গোলামটি মারা যায়, আর ইতোমধ্যে কাফীল বিক্রেতার কাছে দিরহামসমূহের বদলে পঞ্চাশ দিরহাম বিক্রি করে এবং তার কাছ থেকে বিক্রেতা তা কবযা করে, তবে সে ক্ষেত্রে বিক্রেতার কাছে ক্রেতাই হাজার দিরহামই ফেরত চাইতে পারবে, বিক্রেতার কাছে কাফীলের কিছু চাওয়ার সুযোগ থাকবে না।

কাফীল যদি বিক্রেতার সংগে পঞ্চাশ দীনারের বদলে আপোষ করত তখনও এ রকমই বিধান হত।

আপোষের ক্ষেত্রে বিক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে চাইলে পঞ্চাশ দীনার ফেরত দেবে কিংবা চাইলে এক হাজার দিনার ফেরত দেবে। কিন্তু বিক্রির ক্ষেত্রে কোন ইখতিয়ার থাকবে না, তাকে এক হাজার দিরহামই ফেরত দিতে হবে।

আপোষের ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি দিরহামই ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে ক্রেতাই বুঝে নেবে দীনার ফেরতে দিতে চাইলে তা কবযা করবে কাফীল। তখন কাফীলের বিক্রেতার কাছে কিছু চাওয়ার সুযোগ থাকবে না।

ক্রেতা যদি কাউকে কাফালা ছাড়াই তার পক্ষ হতে কাউকে মূল্য পরিশোধ করতে আদেশ করে আর আদিষ্ট ব্যক্তি মূল্যের বদলে বিক্রেতার কাছে পঞ্চাশ দীনার বিক্রি করে, তবে তা জাইয হবে।

এমনিভাবে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি মূল্যের ব্যাপারে বিক্রেতার সংগে পঞ্চাশ দীনারের বিনিময়ে আপোষ করে, তাও বৈধ হবে।

কেউ যদি ক্রেতার আদেশ ছাড়াই তার পক্ষ হতে মূল্যের কাফীল হয়, তারপর সে বিক্রেতার সংগে মূল্যের বিনিময়ে পঞ্চাশ দীনার দিয়ে আপোষ করে অথবা মূল্যের বদলে তার কাছে পঞ্চাশ দীনার বিক্রি করে, তারপর কবযার আগেই গোলাম মারা যায় বা তার ভেতর অন্য কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে বিক্রেতার কাছে ক্রেতার কোন কিছু ফেরত চাওয়ার সুযোগ থাকবে না, বরং বিক্রেতার কাছে তা চাওয়ার সুযোগ থাকবে কেবলই কাফীলের। বাকী আপোষের ক্ষেত্রে বিক্রেতার ইখতিয়ার আছে যে, চাইলে সে দীনার দেবে অথবা দিরহাম দেবে। আর বিক্রির ক্ষেত্রে কোন ইখতিয়ার থাকবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি কাফালাও সংঘটিত না হয় এবং ক্রেতা কাউকে মূল্য পরিশোধের আদেশও না করে, বরং কেউ এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোলামের বিক্রেতার কাছে সেই মূল্যের বিনিময়ে দীনার বিক্রি করে, যা সে ক্রেতার কাছে পাবে অথবা সে মূল্যের বদলে পঞ্চাশ দিরহাম দিয়ে তার সংগে আপোষ করে, তবে বিক্রি তো সর্বাবস্থায়ই বাতিল গণ্য হবে আর আপোষ যদি এই শর্তে হয় যে; বিক্রেতা ক্রেতার কাছে যে মূল্য পাবে, তা আপোষকারীর হয়ে যাবে, তবে আপোষও বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি এই শর্তে আপোষ করে যে, ক্রেতা মূল্য পরিশোধের দায় হতে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে আপোষ বৈধ হবে। যদি শর্তহীনভাবে আপোষ করে, ক্রেতার দায়মুক্তি বা আপোষকারীর মালিকানা লাভ, কোন কিছুই উল্লেখ করা না হয়, তা হলেও আপোষ বৈধ হবে। এরপর যদি গোলামের ভেতর অন্য কারও হক প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বিক্রেতা আপোষকারীকে তার দীনার ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। যদি গোলাম মারা যায়, তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, হয়ত সে কাফীলকে দীনার ফেরত দেবে অথবা তাকে দিরহাম ফেরত দেবে (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি নিখাদ (جيد) দিরহামের কাফীল হয় আর 'নাবাহ্‌রাজা' পরিশোধ করে, তবে ক্রেতার কাছ থেকে নিখাদ দিরহামই ফেরত পাবে। যদি মালের ভিতর কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে বিক্রেতা বা ক্রেতার কাছ থেকে 'নাবাহ্‌রাজাই' ফেরত পাবে।

যদি 'নাবাহ্‌রাজা' দিরহামের কাফীল হয় আর তদস্থলে নিখাদ দিরহাম পরিশোধ করে, তবে ক্রেতার কাছে 'নাবাহ্‌রাজাই' চাইতে পারবে। যদি মালের ভেতর কোন হকদারের হক প্রমাণিত হয়, তবে বিক্রেতার কাছে ফেরত চাইলে নিখাদ দিরহাম চাইতে পারবে, কিন্তু ক্রেতার কাছে চাইলে 'নাবাহ্‌রাজাই' চাইতে পারবে। আর ক্রেতা বিক্রেতার কাছে ফেরত চাবে নিখাদ দিরহাম (আল-কাফী)।

৩০. মাসআলা ঃ গোলামের ভেতর যদি কোন হকদারের হক প্রমাণিত না হয়, বরং বিক্রেতার হাতে ক্রেতার কবযার আগে মারা যায় আর ইতোমধ্যে কাফীল যা পরিশোধের দায়িত্ব নিয়েছিল তার চেয়ে নিম্নমানের দিরহাম পরিশোধ করে থাকে, তবে বিক্রেতার কাছ থেকে কাফীলের কিছু ফেরত গ্রহণের সুযোগ থাকবে না, বরং সে ক্রেতার কাছ থেকে এক হাজার নাবাহ্‌রাজা হিরহাম আদায় করে নেবে।

কাফীল যে দিরহাম পরিশোধের দায়িত্ব নিয়েছিল যদি সে তার চেয়ে উত্তম দিরহাম পরিশোধ করে থাকে, তারপর বিক্রেতার হাতে গোলাম মারা যায়, তবে তখনও বিক্রেতার কাছে কাফীলের কিছু ফেরত পাওয়ার অধিকার থাকবে না, বরং সে যে দিরহামের কাফালাত গ্রহণ করেছিল ক্রেতার কাছ থেকে তাই আদায় করে নেবে। আর ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে সেই দিরহামের অনুরূপ দিরহাম আদায় করে আনবে, যা কাফীল বিক্রেতাকে দিয়েছিল অর্থাৎ উৎকৃষ্ট দিরহাম।

ক্রেতা যদি কাফালা চুক্তি ছাড়াই কাউকে তার পক্ষ হতে মূল্য পরিশোধের আদেশ করে আর আদিষ্ট ব্যক্তি তাকে যা আদায়ের আদেশ করা হয়েছিল তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট দিরহাম পরিশোধ করে, তবে সে আদেশদাতার কাছ থেকে কেবল সেই মানের দিরহামই ফেরত পাবে, যা তাকে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল। পক্ষান্তরে যা আদায়ের আদেশ করা হয়েছিল সে যদি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট দিরহাম পরিশোধ করে, তবে সে যা আদায় করেছে অনুরূপ দিরহামই ফেরত পাবে।

গোলামটিতে যদি কোন হকদারের হক প্রমাণিত হয়, তবে আদিষ্ট ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে; বিক্রেতার কাছেও দিরহাম ফেরত চাইতে পারে, ক্রেতার কাছেও চাইতে পারবে। যদি

বিক্রেতার কাছে চায়, তবে বিক্রেতা যা উসুল করেছিল অনুরূপ দিরহামই ফেরত দেবে আর যদি ক্রেতার কাছে চায়, তবে আদায়কৃত দিরহামের অনুরূপই ফেরত পাবে—যদি তা সেই দিরহাম অপেক্ষা নিম্নমানের হয়ে থাকে, যা তাকে আদায়ের আদেশ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে তা যদি আরও উৎকৃষ্ট হয়, তবে যা আদায়ের আদেশ করা হয়েছিল তদনুরূপ দিরহাম ফেরত পাবে। তারপর ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে সেই মানের দিরহাম ফেরত নেব, যা আদিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে বিক্রেতা গ্রহণ করেছিল।

যদি গোলামটিতে কারও হক প্রমাণিত না হয়, বরং কবযার আগে সেটি বিক্রেতার হাতে মারা যায়, তবে বিক্রেতার কাছে আদিষ্ট ব্যক্তির কিছু চাওয়ার সুযোগ থাকবে না। বরং সে তার প্রদত্ত দিরহামের অনুরূপ দিরহাম ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে নেবে—যদি তা আদিষ্ট দিরহাম অপেক্ষা নিম্নমানের হয়। আর যদি আদিষ্ট দিরহাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে, তবে যা আদায়ের আদেশ করা হয়েছিল তারই সমমানের দিরহাম সে ফেরত পাবে (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বেচাকেনার সময় ক্রেতার জন্য এই শর্তে মূল্যের জামিন হয় যে, মালের ভেতর কোন হকদারের হক প্রমাণিত হলে মূল্য ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব তার, তবে তা জাইয হবে। কিন্তু হকদার ব্যক্তি ক্রেতার হাত থেকে কাযীর ফায়সালাক্রমে যে মাল নিয়ে যাওয়া মাত্রই যে জামিনের কাছে ক্রেতা মূল্য দাবী করতে পারবে তা নয়, বরং সে তা দাবী করতে পারবে তখনই, যখন বিক্রেতার উপর মূল্য ফেরত দেওয়া অবধারিত হয়ে যাবে আর তা অবধারিত হয় বিক্রি রহিত হওয়ার দ্বারা। অর্থাৎ বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাওয়া হলে কাযী তাদের মধ্যকার বিক্রি রহিত করতঃ যখন বিক্রেতাকে মূল্য ফেরত দেয়ার রায় দিবে, তখন মূল্য ফেরত দেওয়া বিক্রেতার উপর অবধারিত হয়ে যাবে। আর তখন ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে জামিনের কাছ থেকে আদায় করার, কিংবা বিক্রেতার কাছ থেকে গ্রহণ করার। যদি কাফীলের কাছ থেকে গ্রহণ করে আর যে কাফীল হয়ে থাকে বিক্রেতার আদেশ ছাড়াই তবে বিক্রেতার কাছে কিছু চাইতে পারবে না। বরং হকদারের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবং কাযী তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার পর এই অধিকার লাভ করবে যে, সে যার কাছ থেকে কিনেছিল, তার কাছে তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত চাইতে পারবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩২. মাসআলা ঃ বাদী যদি বিবাদীকে কোন কিছু দিয়ে বাড়ি হস্তগত করে, তারপর সে বাড়িতে কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে সে বিবাদীকে প্রদত্ত মাল ফেরত চাইতে পারবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৩৩. মাসআলা ঃ যদি দীনারের বদলে দিরহাম দিয়ে আপোষ করে ও তা কবযা করে এবং মজলিস ভংগের পর তাতে কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে দীনার ফেরত পাবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৪. মাসআলা ঃ যদি একশ' দীনারের বদলে পঞ্চাশ দীনার দিয়ে আপোষ করে, তারপর সে পঞ্চাশ দীনারের ভেতর কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে সমপরিমাণ দীনার ফেরত পাবে, সম্পূর্ণ একশ' দীনার নয় (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৩৫. মাসআলা ঃ যদি দিরহামের বদলে এক কুর গম দিয়ে আপোষ করে, তবে তা জাইয হবে। যদি সে গমের ভেতর কারও হক প্রমাণিত হয়, বা তাতে কোন দোষ পাওয়া যায় এবং সে কারণে গম গ্রহীতা তা ফেরত দেয়, তবে সে তার আসল পাওনাই ফেরত চাইতে পারবে, অর্থাৎ দেনাদারের কাছে তার যে দিরহামসমূহ পাওনা ছিল (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রতারণা সম্পর্কিত দাবী

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি ফাসিদ বা জাইয পদ্ধতিতে কোন ক্রীতদাস ক্রয় করে অথবা হিবা, সাদাকা বা ওসিয়তের সূত্রে তার মালিকানা লাভ করে, তারপর ঐ দাসী তার ঔরসে সন্তান-সন্ততি জন্ম দেয়, তারপর তাতে কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, সন্তানসহই ক্রীতদাসটি হকদার ব্যক্তির প্রাপ্য। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, সন্তানের জন্মদাতা ধোঁকা খেয়েছে, তখন হকদার ব্যক্তি সন্তান-সন্ততি পাবে না, ধোঁকা প্রমাণিত হওয়ার জন্য ক্রয়, হিবা ইত্যাদি সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। জন্মদাতা এ বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে প্রমাণিত হবে যে, সে মূলত প্রতারণার শিকার। কাজেই তখন কাযী রায় দেবে যে, হকদার ব্যক্তি ক্রীতদাসী, সন্তানের মূল্য ও ক্রীতদাসীর উকর পাবে। ক্রেতা তার প্রদত্ত উক্র সেই ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করতে পারবে না, যার পক্ষ হতে সে ক্রীতদাসীটির মালিকানা লাভ করেছিল, তা সে ব্যক্তি বিক্রেতা হোক বা হিবাকারী।

প্রশ্ন হচ্ছে, সে কি তার কাছে সন্তানের মূল্য চাইতে পারবে ? ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার কাছে চাইতে পারবে আর হিবা ইত্যাদির ক্ষেত্রে চাইতে পারবে না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ সন্তানের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে মামলার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। মামলার আগে কোন সন্তানের মৃত্যু হলে জন্মদাতাকে তার মূল্য বাবদ কিছু আদায় করতে হবে না (আয-যাখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ প্রতারণার ব্যাখ্যা এই যে, কেউ কোন ক্রীতদাসী কিনল বা মালিকানার অন্য কোন সূত্রে যে তার মালিক হল, যেমন হিবা, ওসিয়ত ও সাদাকা। তারপর সে তার গর্ভে সন্তান জন্ম দিল। তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, ক্রীতদাসীটির মালিক অন্য কেউ। এসব ক্ষেত্রে সন্তান মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে (আল-কাফী)।

৪. মাসআলা ঃ একটি ক্রীতদাসী এক ব্যক্তির কাছে এসে বলল, সে স্বাধীন নারী। এ কথার উপর যে লোক তাকে বিবাহ করল। তার ঔরসে সে ক্রীতদাসী একটি সন্তান জন্ম দিল। তারপর তার মুনীব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে তার ক্রীতদাসী। ফলে তার পক্ষে তার মালিকানার রায় দেওয়া হল। এ ক্ষেত্রে সন্তানটিও হকদার ব্যক্তির প্রাপ্য। অবশ্য স্বামী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, 'সে ক্রীতদাসী' এই কথার উপরই তাকে সে বিবাহ করেছিল, তবে সন্তানের স্বাধীনতার পক্ষে একটি কারণ পাওয়া গেল। আর সে কারণ হচ্ছে প্রতারণা। কাজেই সন্তানটি স্বাধীন হয়ে যাবে। তার উপর হকদারের কোন অধিকার থাকবে না। অবশ্য তার পিতাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে, যা তার সম্পদে তার উপর দেনা হয়ে থাকবে এবং কাযী যখন তার সম্পর্কে ফায়সালা দেবে তখন তার উপর তা নগদ ওয়াজিব হয়ে যাবে (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কোন সন্তানকে ভুলে হত্যা করা হয়, ফলে রায় দেওয়া হয় যে, ঘাতকের তার পিতাকে দিয়্যত পরিশোধ করতে হবে এবং পিতা তার কাছ থেকে তা হস্তগত করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, হত্যার দিন সন্তানটির যে মূল্য ছিল পিতা তা ক্রীতদাসীর মুনীবকে পরিশোধ করবে। পিতা যদি নিহত সন্তানের কোন দিয়্যত কবযা না করে থাকে, তবে তাকে সন্তানের মূল্য আদায়ের নির্দেশ দেওয়া যাবে না। যদি দিয়্যতের আংশিক কবযা করে,

যাদ্বারা সন্তানের মূল্য পরিশোধ হয়ে যায়, তবে তাকে তা আদায়ের হুকুম দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ যদি নিহত সন্তানের কোন সন্তান থাকে, যে নিহতের পিতার সাথে দিয়্যত ও মীরাসে অংশীদার হয় এবং দিয়্যত হিসেবে যা পাওয়া যায়, তা সে সন্তানের মূল্যের সমপরিমাণ বা তারও কম হয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, পিতাকে সে পরিমাণ অর্থ নিজ মালিকানা থেকে আদায় করতে হবে। দিয়্যত পুত্রের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তা আদায়ের হুকুম দেওয়া হবে না (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ যদি পিতা নিজেই তাকে হত্যা করে তবে তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে (আল-হিদায়া)।

৮. মাসআলা ঃ জন্মদাতা যদি মারা যায় এবং সে দেনাদার থাকে, তবে হকদার ব্যক্তি পাওনাদারের মর্যাদা লাভ করবে। পুত্রের ওয়ালা ক্রীতদাসীর মুনীব পাবে না, যদিও তার পক্ষে পুত্রটি গোলামী হতে মুক্তি পেয়েছে। কেননা, কেবল হকদারের (মুনীবের) পক্ষে তাকে গোলাম ধরা হয়েছে এই লক্ষ্যে, যাতে জন্মদাতার উপর তার মূল্য আদায়ের দায় আরোপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে সে একজন স্বাধীন ব্যক্তি। এ কারণেই আমরা বলি যে, হকদার ব্যক্তি জন্মদাতা হতে পুত্রের মূল্য বাবদ টাকা আদায় করতে পারবে, যদিও পুত্রের পক্ষে সে (হকদার ব্যক্তি) একজন মাহরাম আবার এই আত্মীয়তার কারণে হকদারের পক্ষ থেকে সে আযাদ হয়ে যাবে না। কেননা তা হলে জন্মদাতা হতে তার মূল্য আদায় করা বৈধ হবে না (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ পিতা যে তাকে স্বাধীন নারী হিসেবে বিবাহ করেছে, এর সপক্ষে তার যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, ফলে সে হকদার ব্যক্তি হতে তার জানা অনুযায়ী কসম নিতে চায়, তবে তার থেকে তার জানা মতে কসম নেওয়া যাবে (আল-মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে কোন মহিলা সম্পর্কে জানাল যে, সে স্বাধীন নারী এবং সেই ব্যক্তি তাকে স্বাধীন নারী হিসেবে বিবাহ করল, তারপর তার উভয়ে ঐ মহিলা সন্তান জন্ম দেয়, তারপর কেউ এসে ঐ মহিলার উপর স্বীয় হক প্রমাণিত করে, ফলে কাযী রায় দেয় যে, (মহিলাটি মুক্তিপ্রাপ্ত, তবে জন্মদাতা সন্তানটির মূল্য বাবদ হকদারের যা পরিশোধ করেছে, তা কার কাছ থেকে উসুল করবে?

যে ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছে যে মহিলাটি স্বাধীন, সেই যদি এই কথার উপর তার সংগে মহিলাটিকে বিবাহ দিয়ে থাকে, তবে সন্তানের জন্মদাতা সেই ব্যক্তির কাছ থেকেই সন্তানটির মূল্য আদায় করে নেবে। পক্ষান্তরে যদি সংবাদদাতা তাকে বিবাহ না দেয়, বরং মহিলাটি নিজেই এই কথার উপর যে, সে স্বাধীন, তার সংগে নিজ বিবাহ সম্পন্ন করে, তবে জন্মদাতা সন্তানটির মুক্তির পর তার মূল্য ঐ মহিলার কাছ থেকে আদায় করবে (আয-যাখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ কোন ক্রীতদাসী যদি তার নিজের ব্যাপারে কোন লোককে ধোঁকা দেয় অর্থাৎ সে তাকে বলে যে, সে এই ব্যক্তির ক্রীতদাসী, ফলে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে সে তাকে কিনে নেয় এবং তার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তারপর প্রমাণিত হয় যে, তার মালিক অন্য কেউ তবে, সন্তানের পিতা ক্রীতদাসীর ও সন্তানের মূল্যে বিক্রেতার কাছ থেকে আদায় করবে, ক্রীতদাসীর কাছ থেকে নয় (আল-মাবসূত)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি একটি ক্রীতদাসী কিনে কবযা করে, তারপর সেটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করে এবং দ্বিতীয় ক্রেতার ঔরসে ক্রীতদাসীটি সন্তান জন্ম দেয়, তারপর প্রমাণিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয় যে, তার মালিক অন্য কেউ, তবে দ্বিতীয় ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছে ক্রীতদাসী ও তার সন্তানের মূল্য ফেরত পাবে আর দ্বিতীয় বিক্রেতা (প্রথম ক্রেতা) তার বিক্রেতার কাছে ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মত অনুযায়ী কেবল ক্রীতদাসীর মূল্যই ফেরত পাবে, সন্তানের মূল্য নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি মিলে যদি একটি ক্রীতদাসী কেনে, তারপর তাদের একজন তার অংশ তার শরীককে হিবা করে এবং তার ঔরসে সেটি সন্তান-সন্ততি জন্ম দেয়, তারপর সে ক্রীতদাসীটিতে অন্য কারও হক প্রমাণিত হয়, ফলে সে ব্যক্তি শরীকের কাছ থেকে ক্রীতদাসীটিকে নিয়ে যায় এবং সেই সংগে সন্তান-সন্ততির মূল্য ও আদায় করে, তবে জন্মদাতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রীতদাসীটির অর্ধেক দাম ও সন্তান-সন্ততির অর্ধেক মূল্য ফেরত পাবে, কিন্তু হিবাকারীর কাছ থেকে কিছুই ফেরত পাবে না। হিবাকারী বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রীতদাসীর দাম ফেরত পাবে, সন্তান-সন্ততির মূল্য বাবদ সে তার কাছে কিছুই পাবে না (আয-যাখীরা)।

১৪. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির যৌথ ক্রীতদাসী যদি সন্তান জন্ম দেয় এবং তাদের একজন তার পিতৃত্ব দাবী করে এবং সে মতে সে শরীককে ক্রীতদাসীটির অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক উক্‌র প্রদান করে, তারপর কেউ তাতে স্বীয় হক প্রমাণ করতে সক্ষম হয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, হকদার ব্যক্তি ক্রীতদাসী, সন্তানের মূল্য ও উক্‌র পাবে। তারপর জন্মদাতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রীতদাসীর অর্ধেক দাম ও সন্তানের অর্ধেক মূল্য ফেরত পাবে। আর শরীকের কাছে পাবে ক্রীতদাসীর অর্ধেক দাম ও অর্ধেক উক্‌র। শরীকের কাছে যে সন্তানের মূল্য বাবদ কিছুই পাবে না। শরীক তার বিক্রেতার কাছ থেকে ফেরত পাবে কেবল ক্রীতদাসীর অর্ধেক দাম (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি মিলে কোন এক ইয়াতীমের ওয়াসীর কাছ থেকে একটি ক্রীতদাসী কিন্‌ল। তারপর তাদের একজন তার গর্ভে সন্তান জন্ম দিল। তারপর প্রমাণিত হল যে, ক্রীতদাসীটির মালিক অন্য কেউ। এক্ষেত্রে সন্তানটি মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে আর জন্মদাতা ওয়াসীর কাছ থেকে সন্তানের অর্ধেক মূল্য আদায় করবে। অবশিষ্ট অর্ধেক মূল্য যে তার শরীকের কাছে চাইতে পারবে না। যদিও সন্তানটির বাকি অর্ধেকের ব্যাপার সে তার শরীকের কাছ থেকে ক্রয়কারীতে পরিণত হয়েছে। তারপর ওয়াসী সে মূল্য ইয়াতীমের সম্পদ থেকে আদায় করে নেবে। তদ্রূপ বিক্রেতা শিশুর ওয়াসী না হয়ে শিশুর পিতা হলেও একই সমাধান হত। অর্থাৎ ওয়াসী যেমন ক্রেতাকে প্রদত্ত শিশুর সম্পদ থেকে আদায় করে নিতে পারে, তেমনি পিতার জন্যও সে সুযোগ আছে। এ ক্ষেত্রে উভয়ের জন্য একই নিয়ম।

এমনিভাবে বিক্রেতা যদি উকীল বা অন্যের মূলধন গ্রহীতা হয়, তবে তার উপরে যে আর্থিক দায় বর্তাবে তা সে তার মক্কেল বা যার পক্ষে লেনদেন করেছে তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারবে। এমনিভাবে বিক্রেতা যদি মুযারিব (মুযারাবার চুক্তিতে যাকে মূলধন দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যক্তি) হয় এবং ক্রীতদাসীটিতে কোন বাড়তি মুনাফা না থাকে, তবে সন্তানের মূল্য বাবদ যা সে আদায় করবে তার সবটাই সে পুঁজির মালিকের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারবে। কিন্তু ক্রীতদাসীতে যদি বাড়তি মুনাফা থাকে তবে পুঁজি মালিকের কাছ থেকে সে সন্তানের মূল্য বাবদ কেবল মূলধন ও তার অংশের মুনাফা পরিমাণ আদায় করতে পারবে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ কোন ক্রীতদাসী যদি কারও ঔরসে সন্তান জন্ম দেয়, তারপর প্রমাণিত হয় যে, ক্রীতদাসীটির মালিক অন্য একজন আর কোন জন্মদাতা বলে, আমি এসে অমুকের কাছ

থেকে কিনেছি এবং সেও তার কথা সত্য বলে স্বীকার করে, কিন্তু হকদার ব্যক্তি তাদের কথা বিশ্বাস না করে, তবে সন্তানটি তার গোলাম হয়ে যাবে। অবশ্য প্রথমে হকদারকে কসম করে বলতে হবে যে, জন্মদাতা-ক্রীতদাসী অমুকের কাছ থেকে কিনেছে বলে সে জানে না।

যদি হকদার ব্যক্তি যে কথা স্বীকার করে, বিক্রেতা স্বীকার না করে, তবে সন্তানটি আযাদ সব্যস্ত হবে এবং পিতাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তারপর বিক্রেতার কাছ থেকে সে তা আদায় করে নিতে পারবে না। যদি হকদার ব্যক্তি স্বীকার করে, কিন্তু তারা দু'জন স্বীকার না করে তবে তার স্বীকারোক্তির ফলে সন্তানটি বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৭. মাসআলা ঃ মুকাতাব বা গোলাম যদি তার মুনীবের অনুমতিক্রমে কোন স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করে, এবং তার ঔরসে সে স্ত্রী সন্তান জন্ম দেয়, তারপর প্রমাণিত হয়, সে কারণ ক্রীতদাসী এবং সেই ব্যক্তির পক্ষে ক্রীতদাসীর মালিকানার রায় দেওয়া হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সন্তানটি ও সেই ব্যক্তির গোলাম হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও পরবর্তীতে এই মত গ্রহণ করেন। এমনিভাবে মুকাতাব যদি তাকে ক্রয় করে প্রতারিত হয় তখনও একই সমাধান হবে (আল-মাবসূত)।

১৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও কাছ থেকে অন্য কারও উম্মু ওয়ালাদ বা মুদাব্বারা বা মুকাতাবা কিনে তার সংগে সংগম করে, ফলে তার গর্ভে সন্তান জন্ম নেয়, তবে মুদাব্বারা বা উম্মু ওয়ালাদের মুনীবকে সন্তানের জন্মদাতা সন্তানের মূল্য ও উক্‌র আদায় করতে বাধ্য থাকবে আর মুকাতাবাকে দিতে হবে সন্তানের মূল্য ও উক্‌র (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ কোন মুকাতাবা যদি নিজেকে স্বাধীন মহিলা পরিচয় দিয়ে কারও সংগে নিজের বিবাহ সম্পন্ন করে। পরে প্রমাণিত হয় যে, সে একজন মুকাতাবা, তবে জন্মদাতাকে মুকাতাবার মূল্য পরিশোধ করতে হবে, যা মুকাতাবারই প্রাপ্য এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.-এর পরবর্তীকালীন মত (আয-যাখীরা)।

২০. মাসআলা ঃ কোন মুকাতাব বা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম, যদি ক্রীতদাসী বিক্রি করে এবং ক্রেতা তার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তারপর সেটিতে অন্য কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে জন্মদাতা বিক্রেতার কাছ থেকে সন্তানের মূল্য আদায় করতে পারবে (আল-মাবসূত)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন ক্রীতদাসী কেনে তারপর সেটি রেখে মারা যায়, এরপর ওয়ারিশ তার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তারপর প্রমাণিত হয় যে, বিক্রেতা নয়, বরং অন্য এক ব্যক্তি ক্রীতদাসীটির মালিক, তবে ওয়ারিশ বিক্রেতার কাছ থেকে সন্তানের মূল্য আদায় করতে পারবে। কেউ যদি কোন ক্রীতদাসী কিনে সেটিকে কার ও জন্য ওসিয়ত করে, তারপর তার মৃত্যু হয়ে যায় এবং যার জন্য ওসিয়ত করেছিল সে তার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয় এবং তারপর প্রমাণিত হয়, সে ক্রীতদাসীর মালিক অন্য কেউ, তবে ওসিয়ত গ্রহীতা বিক্রেতার কাছ থেকে সন্তানের মূল্য আদায় করতে পারবে না এবং কোন দোষের কারণে তার কাছে ক্রীতদাসীটি ফেরত দেওয়ার ও অধিকার তার থাকবে না (আল-খুলাসা)।

২২. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তি যদি তার অন্তিমকালে স্বীকার করে যায় যে, এই ক্রীতদাসীর মালিক অমুক ব্যক্তি, তার পক্ষ হতে এটি তার কাছে আমানত হিসেবে আছে, তারপর তারা মৃত্যুর পর ওয়ারিশ তার সে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বে ক্রীতদাসীটির সংগে সংগম করে, ফলে তার গর্ভে সন্তান জন্ম নেয়, তারপর সে ক্রীতদাসীর উপর অন্যের হক প্রমাণিত হয়, তবে রায় দেওয়া হবে যে, ক্রীতদাসী ও তার সন্তান উভয়ই হকদার ব্যক্তির প্রাপ্য (আয-যাখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার পিতার উত্তরাধিকার স্বরূপ একটি ক্রীতদাসীর মালিকানা লাভ করে এবং তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে, তারপর ঐ ক্রীতদাসীর উপর অন্য কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে সন্তানটি মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে। তারপর তার পিতা ক্রীতদাসীটি যার কাছ থেকে কিনেছিল, সে সেই বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রীতদাসীর দাম ও সন্তানের মূল্য আদায় করে নেবে। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তি যদি ক্রীতদাসীটিকে কারও জন্য ওসিয়ত করে যেত এবং সে তার গর্ভে সন্তান জন্ম দিত এবং তারপর তার উপর অন্য কারও হক প্রমাণিত হত, তবে সে বিক্রেতার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারত না।

কেউ যদি এক পুত্র ও এক ক্রীতদাসী রেখে মারা যায়, এবং তার সম্পত্তির সমপরিমাণ তার ধন থাকে, তারপর তার ক্রীতদাসীর সংগে তার পুত্র সংগম করে, ফলে সন্তান জন্ম নেয়, তবে ক্রীতদাসীটিকে দেনার দায়ে বিক্রি করে দেওয়া হবে আর পুত্র ক্রীতদাসীর সন্তানের মূল্য ও তার উক্‌র পাওনাদারদেরকে প্রদান করবে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্‌সী)।

২৪. মাসআলা ঃ কোন লোক এসে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ক্রীতদাসীটি তার, তবে রায় দেওয়া হবে যে, ক্রীতদাসীর সংগে তার সন্তানের মূল্য এবং উক্‌র ও সেই ব্যক্তির প্রাপ্য (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ দেনা যদি পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমপরিমাণ না হয়, তবে তার উপর কেবল ক্রীতদাসীর মূল্য ও তার উক্‌রের দায় বর্তাবে এবং তাদ্বারা দেনা পরিশোধ করা হবে আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা মীরাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাকে সন্তানের মূল্য বাবদ কিছু পরিশোধ করতে হবে না। এটা সেই অবস্থায় যখন দেনা ক্রীতদাসীর মূল্যের সমপরিমাণ বা তার বেশী হয়। পক্ষান্তরে, যদি দেনা তার চেয়ে কম হয়, তবে তার উপর কেবল দেনা পরিমাণই দায় বর্তাবে। অবশ্য তাকে উক্‌র আদায় করতে হবে (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্‌সী)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি গসবকৃত ক্রীতদাসী কেনে এবং তার এটা জানা থাকে যে, বিক্রেতা ক্রীতদাসীটি গসব করেছে অথবা সে এমন কোন মহিলাকে বিবাহ করে, যে নিজেকে স্বাধীন নারী বলে পরিচয় দিয়েছে আর তার জানা থাকে যে, সে মিথ্যা বলছে, তারপর সে তার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তবে সে সন্তানও ক্রীতদাস হয়ে যাবে (আল-মাবসূত)।

২৭. মাসআলা ঃ ক্রেতার যদি জানা থাকে ক্রীতদাসীটি অন্যের, কিন্তু বিক্রেতা বলে, এর মালিক আমাক একে বিক্রি করার জন্য উকীল বানিয়েছে অথবা সে মারা গেছে এবং আমাকে তার ওয়াসী বানিয়ে গেছে আর এই কথার উপর ক্রেতার কাছে সে ক্রীতদাসীটি বিক্রি করে এবং ক্রেতা তাকে কেনার পর তার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তারপর মালিক এসে উপস্থিত হয় এবং তাকে উকীল বানানোর কথা অস্বীকার করে, তবে তার (মালিকের) এই অধিকার লাভ হবে যে, ক্রেতার কাছ থেকে ক্রীতদাসীকে হস্তগত করবে এবং সন্তানের মূল্য আদায় করবে। তারপর ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রীতদাসীর দাম ফেরত নেবে এবং সন্তানের মূল্য বাবদ যা আদায় করেছে তাও উসুল করবে (আয-যাখীরা)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে একটি ক্রীতদাসী ক্রয়ের জন্য উকীল বানায়, সে মতে উকীল একটি ক্রীতদাসী কেনে এবং মুআক্কিলের টাকা দিয়ে তার মূল্য পরিশোধ করে, তারপর মুআক্কিল ক্রীতদাসীটির গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তারপর তার উপর কারও হক প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে হকদার ক্রীতদাসীটি নিয়ে যাবে এবং সেই সংগে সন্তানের মূল্য ও ক্রীতদাসীর উক্‌রও আদায় করে নেবে। আর এ সবই আদায় করবে মুআক্কিলের কাছ থেকে, উকীলের কাছ থেকে নয়, আর জন্মদাতা অর্থাৎ মুআক্কিল ক্রীতদাসীর দাম ও সন্তানের মূল্য আদায় করবে বিক্রেতার

কাছ থেকে, কিন্তু এ ব্যাপারে মামলা করার ক্ষমতা থাকবে উকীলের। বিক্রেতা যদি জন্মদাতার কাছে বিক্রি করার কথা অস্বীকার করে ও বলে। এ ব্যক্তি আমার কাছ থেকে ক্রয় করেনি, ফলে জন্মদাতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার আদেশে এই ক্রীতদাসীটি এই ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করেছে এবং আমার টাকা দিয়ে এর মূল্য পরিশোধ করেছে, তবে সাব্যস্ত হবে যে, ক্রেতা বিক্রেতার পক্ষ হতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ক্রেতার কাছে তার ক্রীতদাসীর দাম ও সন্তানের মূল্য ফেরত চাওয়ার অধিকার লাভ হবে। আর এ ব্যাপারে বিক্রেতার সংগে মামলা লড়ার ইখতিয়ার থাকবে উকীলের।

জন্মদাতার সাক্ষিগণ যদি ক্রয় সম্পর্কে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তারা তাদের পক্ষে এ কথা বলে যে, জন্মদাতা ক্রেতাকে ক্রীতদাসী কেনার আদেশ করেছিল, বরং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রেতা স্বীকার করেছিল সে ক্রীতদাসীটি অমুকের জন্য তার আদেশে ক্রয় করেছে, তবে এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, ক্রেতা কি ক্রয়ের আগে এরূপ স্বীকার করেছিল, না ক্রয়ের পর। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রেতা ক্রয়ের আগে বা ক্রয়কালে স্বীকার করেছিল যে, ক্রীতদাসীটি সে অমুকের জন্য কিনছে, তবে সাব্যস্ত হবে যে, বিক্রেতার পক্ষ হতে ক্রেতা প্রতারিত হয়েছে। সুতরাং সে বিক্রেতার কাছ থেকে সন্তানের মূল্য বাবদ প্রদত্ত অর্থ আদায় করে নিতে পারবে। পক্ষান্তরে সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রেতা ক্রয়ের পর স্বীকার করেছে যে, সে ক্রীতদাসীটি অমুকের জন্য কিনেছে, তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রীতদাসীর দাম ও সন্তানের মূল্য আদায় করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অর্ধেক মুনাফার শর্তে মুযারাবার চুক্তিতে কাউকে এক হাজার দিরহাম দিল। সেই ব্যক্তি (মুযারিব) ঐ দিরহাম দিয়ে একটি ক্রীতদাসী কিনল, যার বাজার দাম দু'হাজার দিরহাম। তারপর সে (মুযারিব) ক্রীতদাসীটির গর্ভে সন্তান জন্ম দিল। তারপর ক্রীতদাসীর উপর কারও হক প্রমাণিত হল। এক্ষেত্রে সন্তানটি মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে। তারপর মুযারিব বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রীতদাসীর দাম ফেরত নেবে এবং তা যথারীতি মুযারাবার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সেই সংগে বিক্রেতার কাছ থেকে সে সন্তানের মূল্যও আদায় করবে, যা তার ব্যক্তিগত অর্থ হয়ে যাবে, মুযারাবার খাতে যাবে না। ক্রীতদাসীর মাঝে যদি মুনাফা না থাকে, তবে হকদার ব্যক্তি তার সাথে সন্তানটিও নিয়ে যাবে। মুযারিবের সংগে তার নসব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

যদি পুঁজির মালিকই ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম দেয় আর ক্রীতদাসীটিতে কোন মুনাফা না থাকে, তবে সন্তানটি আযাদ হয়ে যাবে, এবং হকদারকে তার সে সন্তানের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তারপর সে ক্রীতদাসীর দাম ও সন্তানের মূল্য বিক্রেতার কাছ থেকে আদায় করবে। অবশ্য এ ব্যাপারে বিক্রেতার সংগে মামলার ইখতিয়ার থাকবে কেবল মুযারিবের। এরপর ক্রীতদাসীর দাম মুযারাবার মধ্যে চলে যাবে এবং সন্তানের মূল্য হয়ে যাবে পুঁজি মালিকের। ক্রীতদাসীটি যদি দু'হাজার দিরহাম সমমূল্যের হয়ে থাকে, তবে বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রীতদাসীর দাম (যে মূল্যে কিনেছিল) ফেরৎ নেবে এবং সন্তানের মূল্যের তিন-চতুর্থাংশ আদায় করবে। যার সবই মুযারাবার খাতে চলে যাবে (আল-মাবসূত)।

৩০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাউকে একটি ক্রীতদাসী কিনতে আদেশ করল। সে তার জন্য একটি ক্রীতদাসী কিনল। তারপর আদেশদাতা তাকে সেটি হিবা করল। তারপর তার ঔরসে ক্রীতদাসীটি সন্তান জন্ম দিল। তারপর প্রমাণ হল, অন্য এক ব্যক্তি ক্রীতদাসীর মালিক। ফলে সেই ব্যক্তি ক্রীতদাসী, তার উক্‌র ও সন্তানের মূল্য বুঝে নিল। এ ক্ষেত্রে জন্মদাতা

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিক্রেতার কাছে কিছু ফেরত চাইতে পারবে না। কেননা সে এটা কিনেছিল অন্যের জন্য (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৩১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি ক্রীতদাসী কিনে সেটিকে আযাদ করল এবং অন্য এক ব্যক্তির সংগে তাকে বিবাহ দিল, কিন্তু সে স্বাধীন, না ক্রীতদাসী, তা কিছুই স্বামীকে জানাল না। অবশ্য স্বামীর একথা জানা আছে যে, বিবাহদাতা তাকে ক্রয় করেছিল এবং তারপর সে তাকে আযাদ ও করেছে। এরপর স্বামী তার এ স্ত্রীর সংগে সহবাস করল। তাতে তার গর্ভে সন্তান জন্ম নিল। তারপর কোনও ব্যক্তি সে ক্রীতদাসীর উপর স্বীয় হক প্রতিষ্ঠিত করল, এক্ষেত্রে ক্রেতা হকদার ব্যক্তিকে ক্রীতদাসীর উক্র ও তার সন্তানের মূল্য আদায় করবে। এরপর সে ছ বিবাহদাতার কাছ থেকে উসুল করতে পারবে না (আয-যাখীরা)।

৩২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি ক্রীতদাসী কিনল ও তার গর্ভে সন্তান জন্ম দিল, তারপর তাকে আযাদ করে বিবাহ করল এবং তার গর্ভে পুনরায় তার সন্তান জন্ম নিল। তারপর প্রমাণ হল যে, ক্রীতদাসীটির মালিক অন্য একজন। ফলে সেই ব্যক্তি ক্রীতদাসী, তার উক্র ও সন্তান দুটির মূল্য হস্তগত করল। এ ক্ষেত্রে জন্মদাতা বিক্রেতার কাছ থেকে প্রথম সন্তানের মূল্য ফেরত পাবে, দ্বিতীয় সন্তানের নয়। আর এক্ষেত্রে জন্মদাতাকে এক উক্র আদায় করতে হবে, তার বেশী নয় (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৩৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও কাছে কোন পাওনা দাবী করে, ফলে সেই ব্যক্তি তার বদলে নির্দিষ্ট একটি ক্রীতদাসী দিয়ে আপোষ করে এবং পাওনাদার ক্রীতদাসী কবযা করে ও তার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তারপর কোন হকদার এসে ক্রীতদাসীর উপর স্বীয় হক প্রমাণিত করে, তবে সে ক্রীতদাসী, তার উক্র ও সন্তানের মূল্য গ্রহণ করবে। সন্তানের মূল্য নিরূপনের ক্ষেত্রে মামলাকালীন সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে, জন্মদাতাকে সন্তানের মূল্য পরিশোধের হুকুম দেওয়ার আগেই যদি সন্তানটি মারা গিয়ে থাকে, তবে তাকে আর তার মূল্য আদায় করতে হবে না। তারপর লক্ষ্য করা হবে যে, আপোষরফা কি দেনাদার কর্তৃক দেনার কথা স্বীকার করার সাথে হয়েছিল না অস্বীকার করার সাথে। যদি সে দেনার কথা স্বীকার করে থাকে এবং তারপর আপোষ করে, তবে পাওনাদার যা দাবী করেছিল তা এবং সন্তানের মূল্য বাবদ সে যা আদায় করেছে, তা তার কাছ থেকে আদায় করে নেবে। পক্ষান্তরে সে যদি দাবীদারের দাবী অস্বীকার করে বা সে ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে এবং তারপর তার সংগে ক্রীতদাসীর বিনিময়ে আপোষ করে, তবে কেবল তার দাবীকৃত অর্থই তার কাছ থেকে ফেরত পাবে এর বেশী কিছু নয়।

দাবীদার যদি তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে অথবা সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকায় বিবাদীকে কসম করতে বলে, কিন্তু সে কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, ফলে দাবীদারের পক্ষে দেওয়া হয়, তবে সেক্ষেত্রে দাবীদার যা দাবী করেছিল তা সহ সন্তানের মূল্য বাবদ যা পরিশোধ করেছে তা তার কাছ থেকে আদায় করতে পারবে। উক্র বাবদ যা আদায় করেছে তা কোন অবস্থায়ই চাইতে পারবে না।

বাদীর যদি কোন আর্থিক পাওনা না থাকে, বরং সে হত্য বা অংগহানিজনিত কিয়াস দাবী করে, ফলে বিবাদী তাকে একটি ক্রীতদাসী দিয়ে আপোষ করে এবং সে তার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তারপর ক্রীতদাসীর উপর অন্য কারও হক (মালিকানা) প্রমাণিত হয়, তবে স্বীকৃতি সংগে আপোষের ক্ষেত্রে, হক প্রমাণিত হওয়া দ্বারা সে আপোষ বাতিল হবে না। কাজেই বিবাদীর কাছ থেকে সে ক্রীতদাসীর মূল্য আদায় করবে এবং সন্তানের মূল্য বাবদ যা পরিশোধ করেছে তাও

কিন্তু উক্র বাবদ যা দিয়েছে, তা নয়। আর যদি অস্বীকৃতি বা নীরবতার সংগে আপোষ হয়ে থাকে, তারপর সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে অথবা সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকায় বিবাদীকে কসম করতে বলে, কিন্তু সে কসম করতে রাযী না হয়, তবে সেক্ষেত্রে তার কাছ থেকে ক্রীতদাসীর মূল্য আদায় করবে এবং সন্তানের মূল্য বাবদ যা পরিশোধ করেছে তাও। তাকে কসম করতে বলার পর যদি সে কসম করে, তবে সেক্ষেত্রে তার কাছে কিছুই চাইতে পারবে না (শারহুত তাহাবী)।

৩৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি ক্রীতদাসী আছে। অপর এক ব্যক্তি তার মালিকানা দাবী করল। সে তার দাবী অস্বীকার করল অথবা সে ব্যাপারে চুপ থাকল, এরপর অন্য একটি ক্রীতদাসী দিয়ে তার সংগে আপোষ করল। বাদী ও বিবাদী উভয়ে আপন-আপন ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম দিল। তারপর বাদীর হাতের ক্রীতদাসীটিতে অন্য কারও হক প্রমাণিত হল। ফলে হকদার ব্যক্তি তার কাছ থেকে ক্রীতদাসী, তার উপর এবং সন্তানের মূল্য হস্তগত করল। এক্ষেত্রে সে তার দাবীকৃত অর্থ বিবাদীর কাছ থেকে আদায় করতে পারবে। সন্তানের মূল্য বাবদ কিছু আদায় করতে পারবে না। অবশ্য সে যদি স্বীয় পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে থাকে, তবে সে যে ক্রীতদাসীর দাবী করেছিল তার মূল্য এবং সেই সংগে সন্তানের মূল্যও তার কাছ থেকে আদায় করতে পারবে।

বিবাদী যে ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম দিয়েছে সেটিতে যদি কারও হক প্রমাণিত হয় এবং হকদার ব্যক্তি সে ক্রীতদাসী, তার উকর ও সন্তানের মূল্য আদায় করে নেয়, তবে সে জন্মদাতা আর ক্রীতদাসীর মূল্য বাদীর কাছ থেকে উসুল করতে পারবে। সন্তানের মূল্য বাবদ কিছু চাইতে পারবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৫. মাসআলা ঃ যদি তারা এই শর্তে আপোষ করে যে, বাদী বিবাদীকে অন্য একটি ক্রীতদাসী দেবে এবং সে বিবাদীর কাছ থেকে তার দাবীকৃত ক্রীতদাসী গ্রহণ করবে। তারপর তারা প্রত্যেকে আপন-আপন গৃহীত ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তারপর কোন একটি ক্রীতদাসীর কোন হকদারের হক প্রমাণিত হয়, তবে যার হাতের ক্রীতদাসীর হক প্রমাণিত হবে, সে তার প্রতিপক্ষের কাছ থেকে সেই ক্রীতদাসী মূল্য আদায় করতে পারবে। সেই সংগে সে সন্তানের যে মূল্য হকদারের পরিশোধ করেছে, তাও প্রতিপক্ষের কাছে সে দাবী করতে পারবে (আয-যাখীরা)।

৩৬. মাসআলা ঃ প্রতারিত ক্রেতা ও প্রতারিত স্বামী এই দিক থেকে সমান যে, তারা যথাক্রমে ক্রীতদাসী ও বিবাহিতার গর্ভে সন্তান জন্ম দিলে তাদের সংগে সে সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং (পরে যদি প্রমাণিত হয় যে, ক্রীতদাসীটি অন্যের মালিকানাভুক্ত এবং স্ত্রী ও স্বাধীন নয়, বরং অন্য কারও ক্রীতদাসী এবং সে হিসেবে উভয়ের হকদার (মুনীব) তাদেরকে নিজ নিজ দখলে নিয়ে যায়, তবে) ক্রেতা ও স্বামীকে নিজ নিজ সন্তানের মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং তারপর সন্তান দু'টি আযাদ হবে যাবে। তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই ক্ষেত্রে যে, প্রতারিত ক্রেতা সন্তানের মূল্য বাবদ হকদারকে যা পরিশোধ করেছে, তা তার বিক্রেতার কাছ থেকে ফেরত পাবে, কিন্তু প্রতারিত স্বামী তার সন্তানের মূল্য বাবদ যা পরিশোধ করেছে, তা বিবাহদাতার কাছে চাইতে পারবে না (আল-মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৩৭. মাসআলা ঃ প্রতারণা বিষয়ক মাসাইলে যিম্মী ও মুসলিমের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, উভয়ের একই হুকুম (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ পিতৃত্ব দাবীর ক্ষেত্রে যদি বলে, এ শিশু আমার পুত্র, কিন্তু একথা না বলে যে, আমার বিছানায় এর জন্ম হয়েছে, তবু সে দাবী শুদ্ধ হবে। কাজেই এ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে তা শ্রবণযোগ্য হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, সে তারই পুত্র (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অন্যের দখলভুক্ত কোন মাল সম্পর্কে দাবী করল যে, আমি এর মালিক এবং দখলদার ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এর উপর দখল প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে ফুকাহায়ে কিরামের মতে দখলদারের বিরুদ্ধে এটা গসবের দাবী হিসেবে গণ্য হবে না।

এমনিভাবে বাদী যদি বলে, আমি এর মালিক, এটা আমার দখলে ছিল এবং দখলদার ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এর উপর দখল প্রতিষ্ঠা করেছে, তবুও এটা গসবের দাবী হিসেবে স্বীকৃত হবে না।

যদি বলে, আমি এর মালিক, দখলদার ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এর উপর দখল প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত এটা আমারই দখলে ছিল, তবে দখলদারের বিরুদ্ধে এটা গসবের দাবী হিসেবে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসীর মুক্তি, তিন তালাক ও বায়েন তালাক সম্পর্কে কাযীর ফায়সালা শুদ্ধ হওয়ার জন্য দাবীদার কর্তৃক দাবী উত্থাপন শর্ত নয়। এ মাসআলা সুবিদিত। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এমনিভাবে রাজঈ তালাক সম্পর্কে ফায়সালা সহীহ্ হওয়ার জন্যও দাবী শর্ত নয়। কেননা এর হুকম (ফল) হচ্ছে,ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামীর পক্ষেও স্ত্রীর সম্ভোগ অঙ্গ নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া আর এটাও হুকুল্লাহ্র অন্তর্ভুক্ত (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ যদি দু'টি পাওনা দাবী করে এবং একটির সুনির্দিষ্ট সূত্র উল্লেখ করে, কিন্তু অন্যটি কোন সূত্রে তা না বলে, আর সাক্ষিগণও সেই রকম সাক্ষ্য দেয়, তবে কোনওটির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে সাক্ষিগণ যদি কেবল সেই পাওনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, যার নির্দিষ্ট সূত্রে বলা হয়েছে, তবে তা গৃহীত হবে (জাওয়াহিরুল- ফাতাওয়া)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলভুক্ত একটি গাধার মালিকানা দাবী করে এবং বলে, এ গাধার মালিক আমি, কেননা এটা আমি অমুকের কাছ থেকে এত টাকায় কিনেছি, সুতরাং এটা অন্যায়ভাবে তোমার দখলে আছে, কাজেই তোমার কর্তব্য এটা আমার হাতে সমর্পণ করা, তবে তার এ দাবী গৃহীত হবে না (আয-যাখীরা)।

৬. মাসআলা ঃ খালাফ ইব্ন আয়্যুব (র) বলেন, আমি শাদ্দাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ যদি দু'শ দিরহাম রেখে মারা যায় এবং কোন লোক এই দাবীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মৃত ব্যক্তির কাছে তার একশ' দিরহাম পাওনা আছে, ফলে কাযী তার পক্ষে একশ' দিরহামের রায় দিয়ে দেয়, তারপর অবাক এক ব্যক্তি এসে দাবী করে যে, সে মৃত ব্যক্তির কাছে একশ' দিরহাম পাবে কিন্তু ওয়ারিশগণ তার দাবী অস্বীকার করে, আর বাদীর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণও না থাকে, এ অবস্থায় যে পাওনাদারের পক্ষে কাযী রায় দিয়েছে, সে যদি স্বীকার করে যে, মৃত ব্যক্তির কাছে এই ব্যক্তিরও একশ' দিরহাম পাওনা আছে, তবে এক্ষেত্রে বিধান কী?

তিনি বললেন, প্রথম দাবীদারকে কাযী যে একশ' দিরহাম প্রদান করেছে, সেটা দুই পাওনাদারের মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ হবে। খালাফ (র) বলেন, আমি এমতই অবলম্বন করে থাকি। ফিকহী গ্রন্থাবলীতে এ মাসআলা এভাবে লিপিবদ্ধ আছে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে দাবী করল যে, তোমার সংগে আমার শরীআত সম্মত পন্থায় বিশুদ্ধভাবে এই জমির বিনিময়ে আপোষ হয়েছিল। কাজেই আমি তোমার কাছে এ জমি চাই। এই বলে সে বিশুদ্ধ আপোষ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল অপরদিকে বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে আপোষ ফাসিদ (অবৈধ) পন্থায় হয়েছিল। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ আপোষের সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে তার দাবীই গৃহীত হবে (জাওয়াহিরুল-ফাতাওয়া)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি সম-মূল্যমানের তিনটি গোলাম রেখে মারা গেল। এ ছাড়া তার কোন সম্পদ নেই। তার এক পুত্র আছে। সে ছাড়া মৃতের কোন ওয়ারিশ নেই। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, মৃত ব্যক্তি তার এই সালিম নামক গোলামটিকে তার জন্য ওসিয়ত করেছে, কিন্তু ওয়ারিশ তা অস্বীকার করল। সে অপর এক ব্যক্তির অনুকূলে স্বীকারোক্তি দিল যে, মৃত ব্যক্তি এই ব্যক্তির জন্য তার বুযায়গ নামক গোলামটি ওসিয়ত করেছে। সে যার অনুকূলে স্বীকার করেছে সেও তা তাসদীক করল। এক্ষেত্রে কাযী যে ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে, তার পক্ষে রায় দেবে যে, সালিম নামক গোলামটি ওসিয়ত হিসেবে তার প্রাপ্য। ওয়ারিশ যার অনুকূলে স্বীকার করেছে তার পক্ষে কোন রায় দেবে না। সুতরাং বুযায়গকে সে পাবে না। এখন ওয়ারিশ যদি বুযায়গকে দিয়ে সালিমকে ক্রয় করে তবে তা বৈধ হবে। এমনিভাবে যদি সালিমকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে কেনে তাও জাইয হবে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে ওয়ারিশ যার অনুকূলে স্বীকার করেছিল, তাকে তার বুযায়গের মূল্য প্রদান করতে হবে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে আদেশ করা হবে, সে যেন তার (স্বীকৃত ব্যক্তির) হাতে বুযায়গকে সমর্পণ করে।

কেউ যদি এক হাজার দিরহাম মূল্যের একটি গোলাম রেখে মারা যায় এবং সেটি ছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ না থাকে আর এ অবস্থায় ওয়ারিশ স্বীকার করে যে, মৃত ব্যক্তি এ গোলামটি অমুকের জন্য ওসিয়ত করে গেছে., আমি তার মৃত্যুর পর সে ওসিয়ত কার্যকর করেছি, অপরদিকে অন্য এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মৃত ব্যক্তির কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, কিন্তু ওয়ারিশ তা অস্বীকার করে, তবে কাযী দেনার দায়ে গোলামটি বিক্রি করবে এবং তার মূল্য দ্বারা দেনা শোধ করবে। ওয়ারিশ যদি গোলামটি ক্রয় করে অথবা হিবা, ওসিয়ত কিংবা মীরাস-সূত্রে গোলামটি তার হাতে ফিরে আসে আর তখন সেই ব্যক্তি ওয়ারিশ যার অনুকূলে ওসিয়তের কথা স্বীকার করেছিল ওয়ারিশের কাছ থেকে গোলামটি হস্তগত করতে চায়, তবে সে সুযোগ তার থাকবে না।

যদি প্রকাশ পায় যে, দেনা সংক্রান্ত সাক্ষিগণ ছিল ক্রীতদাস, তার কাযী বিক্রি বাতিল করবে না, বরং যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে, গোলামের মূল্য তাকে প্রদান করবে। পাওনাদার যদি মূল্য কব্যা করার পর মারা যায় এবং প্রথম মৃতের ওয়ারিশ তার উত্তরাধিকার লাভ করে এবং গোলামের যে মূল্য পাওনাদারকে দেওয়া হয়েছিল সেই এক হাজারই এই ওয়ারিশের ভাগে পড়ে, তবে তার কাছ থেকে তা ওসিয়ত সম্পর্কে তা স্বীকৃত ব্যক্তি নিয়ে যাওয়ার অধিকার লাভ করবে।

যদি সেই এক হাজার ছাড়া অন্য কোন সম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করে, তবে তা থেকে এক হাজার দিরহাম পরিমাণ বিক্রি করা হবে এবং তা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি প্রথম মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ দ্বিতীয় মৃতের উত্তরাধিকারী না হয়, বরং দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই এক হাজার দিরহাম তার জন্য ওসিয়ত করে, তবে তার কর্তব্য সেটা তার স্বীকৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা। যদি তার জন্য অন্য কোন মালের ওসিয়ত করে, তবে সে তা থেকে এক হাজার দিরহাম পরিমাণ তার স্বীকৃত ব্যক্তিকে প্রদান করবে।

যদি উপরে বর্ণিত কোনওটিই না ঘটে, বরং পাওনাদার সেই এক হাজার দিরহাম স্বীকারকারীকে হিবা করে দেয়, কিংবা অন্য দিরহাম থেকে এক হাজার তাকে হিবা করে আর সে হিবা তার মুমূর্ষাবস্থায় হয়, তবে পাওনাদার তাকে ওসিয়ত করলে যে সমাধান হত, এক্ষেত্রেও তাই হবে।

যদি সুস্থাবস্থায় সেই এক হাজার দিরহাম হিবা করে তবে তাকে আদেশ করা হবে, যেমন তার স্বীকৃত ব্যক্তিকে তা প্রদান করে। যদি সুস্থ অবস্থায় দিরহাম থেকে এক হাজার হিবা করে, তবে তা তার স্বীকৃত ব্যক্তিকে সমর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে না।

কাযী যদি গোলামটি অন্য কারও কাছে বিক্রি না করে পাওনাদারকেই দেনার বদলে দিয়ে দেয় এবং বলে, এ গোলাম তোমার পাওনার বদলে তোমার কাছে বিক্রি করা হল কিংবা বলে, তোমার পাওনার বদলে এটা তোমাকে দেওয়া হল এবং সে কথার উপর পাওনাদার গোলামটি গ্রহণ করে, তারপর ওয়ারিশ তার কাছ থেকে সেটা ক্রয় করে অথবা পাওনাদার তাকে সেটা হিবা করে কিংবা তাকে সাদাকা করে, তবে সে গোলামটি হস্তগত করার কোন পথ স্বীকারোক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির থাকবে না।

কাযী যদি গোলামটি পাওনাদারের কাছে বিক্রি না করে, পাওনার বদলে গোলামটি দিয়ে তার সংগে আপোষ করে এবং বলে তোমার পাওনার বদলে আপোষরফা স্বরূপ এ গোলাম তোমাকে দেওয়া হল এবং সে মতে পাওনাদার গোলামটি বুঝে নেয়। তারপর গোলামটি কোনও দিন ওয়ারিশের হাতে পৌঁছে, তবে ওয়ারিশকে নির্দেশ দেওয়া হবে, সে যেন ওসিয়তের ব্যাপারে তার স্বীকৃত ব্যক্তির হাতে গোলামটি সমর্পণ করে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি সম-মূল্যমানের তিনটি গোলাম রেখে মারা গেল। তারপর ওয়ারিশ নির্দিষ্ট একটি গোলাম সম্পর্কে স্বীকার করল যে, মৃত ব্যক্তি এ গোলামটি অমুকের জন্য ওসিয়ত করে গেছে। যার অনুকূলে স্বীকার করল, সেও তার সত্যতা তাসদীক করল। অপর এক ব্যক্তি অন্য একটি গোলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, মৃত ব্যক্তি তার জন্য এই গোলামটি ওসিয়ত করেছে। কিন্তু ওয়ারিশ তা অস্বীকার করল। এরপর ওয়ারিশ স্বীকৃত ব্যক্তি তার গোলাম আযাদ করে দিল। তো কাযী বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী রায় প্রদানের আগেই যদি আযাদ করে, তবে তা কার্যকর হবে। এরপর কাযী বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী তার পক্ষে রায় দিলে আযাদকারী তার আযাদকৃত গোলামের দায়ে ওয়ারিশকে মূল্য প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী রায় হয়ে যাওয়ার পর আযাদ করে, তবে তা কার্যকর হবে না।

সাক্ষিগণ যে গোলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে ওয়ারিশ যদি কোন সূত্রে সেটির মালিকানা লাভ করে, তবে তাকে আদেশ করা হবে, সে যে গোলামটি সম্পর্কে ওসিয়তের কথা স্বীকার করেছিল, সেটি যেন তার স্বীকৃত ব্যক্তিকে সমর্পণ করে। সে যদি সেটিকে আযাদ করে, তবে তা কার্যকর হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১০. মাসআলা ঃ ইব্‌ন সামাআ (র) তার নাওয়াদির গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি দু'টি বাড়ি রেখে মারা যায় আর তার দু'জন পুত্র থাকে, তারপর এ কোন

ব্যক্তি একটি বাড়ি সম্পর্কে দাবী করে যে, তাদের পিতা এ বাড়িটি গসব করেছিল এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে কসম করতে বলে, ফলে তাদের একজন কসম করে এবং অন্যজন কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে অর্ধেক বাড়ি অর্থাৎ ভাই কসম করতে অস্বীকার করেছে তার অংশ সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে যে, তা বাদীর প্রাপ্য। তারপর যে ভাই কসম করতে অস্বীকার করেছে, অপর বাড়িটিতে তার যে অংশ আছে, বাদী তা বিক্রি করবে এবং তা থেকে তার দাবীকৃত বাড়ির বাকি অর্ধেকের মূল্য গ্রহণ করবে।

বাদী যদি গসবের দাবী না করে, বরং দাবী করে যে, বাড়িটি তার, তবে যে ভাই কসম করতে অস্বীকার করেছে বাদীকে তার অন্য অর্ধেকের মূল্য বাবদ কিছু আদায় করতে হবে না (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, বাড়িটি যদি ওয়ারিশদের দখলে থাকে এবং তাদের একজন দেশে উপস্থিত না থাকে আর এ অবস্থায় কেউ দাবী করে যে, সে অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছ থেকে তার অংশ ক্রয় করেছে এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, তবে দেখতে হবে যে, অন্য ওয়ারিশগণ অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ স্বীকার করবে কিনা। তারা যদি তা স্বীকার করে, তবে সে ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। পক্ষান্তরে তারা যদি অস্বীকার করে, তবে তারা সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। সুতরাং অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছ থেকে তার ক্রয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এরপর সেই ব্যক্তি ফিরে এসে যদি বিক্রির কথা অস্বীকার করে, তবে তার কথা কর্ণপাত করা হবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও কাছে একটি ক্রীতদাসী বিক্রি করে, তারপর ক্রেতা কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, ফলে বিক্রেতা বিষয়টা কাযীর আদালতে তোলে এবং অনুরোধ জানায়, কাযী যেন ক্রীতাদাসীটি বিক্রি করতঃ তার দাম পরিশোধের ব্যবস্থা করে, তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠার আগে কাযী তার সে অনুরোধ রক্ষা করবে না। বিক্রেতা যদি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে কাযী ক্রেতার পক্ষে ক্রীতদাসীটি বিক্রি করবে এবং বিক্রেতার মূল্য পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে বিক্রেতার পক্ষ হতে একজন বিশ্বস্ত জামিন রাখা চাই। এ বিক্রিতে যদি লোকসান হয়, তবে তা ক্রেতার পক্ষ হতেই যাবে আর যদি মুনাফা হয়, তবে তাও ক্রেতারই প্রাপ্য।

মাসআলাটি দেখানো হয়েছে ক্রীতদাসী সম্পর্কে, বাড়ি সম্পর্কে নয়। বাড়ি সম্পর্কে ফায়সালা এই হওয়া চাই যে, কাযী বিক্রেতার অনুরোধে বাড়ি বিক্রির পদক্ষেপ নেবে না, এবং বাড়ি বিক্রি করবে না।

যদি জানা থাকে যে, ক্রেতা কোথায় আছে, তবে ক্রীতদাসীটি বিক্রির কোন ইখতিয়ার কাযীর থাকবে না, যদিও বিক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে। এরা সেই অবস্থায়, যখন ক্রেতা উপস্থিত হয়ে ক্রয়ের কথা স্বীকার করবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি ক্রয়ের কথা অস্বীকার করে, তবে বিক্রেতার পুনরায় ক্রেতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার দরকার হবে (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলভুক্ত বাড়ির দাবীদার হয় এবং বলে, এ বাড়ির মালিক আমি, আমার পিতা এটি তোমার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন, কিন্তু দখলদার ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, ফলে সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, দাবীদার ব্যক্তিই এ বাড়ির মালিক এবং এই দখলদারের হাতে এটা অন্যায়ভাবে আছে, তবে তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং সেই সংগে সাব্যস্ত হবে যে, বন্ধকের কথা অস্বীকার করার কারণে বিবাদী বাড়িটির একজন অন্যায় দখলদার (আল-খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলের বাড়ি সম্পর্কে দাবী করে যে, এ বাড়ির মালিক আমি, আমি এটা তোমার পিতা—অমুকের পুত্র অমুকের কাছে এত টাকার দায়ে বন্ধক রেখেছিলাম, তারপর তোমার পিতার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং তিনি বাড়িটি তোমার হাতে রেখে গেছেন, সুতরাং তোমার কর্তব্য আমার কাছ থেকে দেনা কবযা করে বাড়িটি আমার হাতে সমর্পণ করা, কিন্তু বিবাদী তার দাবী অস্বীকার করে, ফলে বাদীর সাক্ষিগণ বাদীর দাবী অনুযায়ী সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তারা অতিরিক্ত বলে যে, আজ বাড়িটির মালিক এই দাবীদার এবং এটা তারই হক, আর এই ব্যক্তির হাতে বাড়িটি অন্যায়ভাবে আছে, তবে তাদের এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-কুনয়া)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলের ক্রীতদাসী সম্পর্কে দাবী করে, এ বাড়িটির মালিক আমি আর এই ব্যক্তির দখলে এটা অন্যায়ভাবে আছে, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে, যদিও সে তার দাবীতে এ কথা না বলে যে, এই দখলদার যে দিন ক্রীতদাসীটি আমার কাছ থেকে দখল করেছে, সেদিনও আমিই এর মালিক ছিলাম।

যদি দাবী করে সে ক্রীতদাসীটি আমার কাছ থেকে গসব করেছে, তবে তা শুদ্ধ হবে, যদিও সে না বলে যে, এর মালিক আমি।

যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, দখলদার ব্যক্তি ক্রীতদাসীটি তার কাছ থেকে গসব করেছে, তবে কাযী দখলদারকে আদেশ করবে, সে যেন ক্রীতদাসীটি প্রত্যর্পণ করে, কিন্তু তার পক্ষে মালিকানার রায় দেবে না (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। বাড়িটি অপর এক ব্যক্তি দখলদার ছাড়া তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করল এবং তার হাতে গোলামটি সমর্পণ করল। তারপর ক্রেতা বাড়িটির ব্যাপারে দখলদারের বিরুদ্ধে মামলা করল এবং তার কাছ থেকে সেটি হিবা, সাদাকা, ক্রয়, আমানত, গসব কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন পন্থায় দখল করল। এক্ষেত্রে তার গোলামটি ফিরে পাওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না। তারপর দখলদার এসে যদি ক্রেতার হাত থেকে বাড়িটি ফেরত গ্রহণ করে আর তা সেই ক্ষেত্রে সম্ভব, যখন ক্রেতার হাতে সেটি আমানত বা গসবের সূত্রে থাকবে, তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে গোলামটি ফেরত পাবে।

বাড়ির স্থলে যদি ক্রীতদাসী হয়, যাকে ক্রেতা গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করে, তারপর উপরে বর্ণিত কোন সূত্রে ক্রীতদাসীটি ক্রেতার হস্তগত হয়, তারপর তার হাতে ক্রীতদাসীটি মারা যায়, তবে তার গোলামটি ফেরত পাওয়ার উপায় থাকবে না— একটি অবস্থা ছাড়া। আর তা এই যে, ক্রীতদাসীটি যদি ক্রেতার হাতে গসবের সূত্রে আসে এবং দখলদার ব্যক্তি এসে গসবের দায়ে তার কাছ থেকে ক্রীতদাসীর মূল্য আদায় করে, তবে বিক্রেতার কাছ থেকে তার গোলামটি ফেরত পাওয়ার অধিকার লাভ হবে।

এমনিভাবে ক্রেতার হাতে ক্রীতদাসীটি যদি গসবের সূত্রে আসে, তারপর সে পালিয়ে যায়, তারপর দখলদার ব্যক্তি এসে তার কাছ থেকে ক্রীতদাসীর মূল্য আদায় করে নেয়, তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে গোলামটি ফেরত পাবে। তারপর যদি ক্রীতদাসীটি ফিরে আসে তবে সে গসবকারীর মালিকানায়ই ফিরে আসবে, অর্থাৎ ক্রেতার মালিকানায়। আমাদের মাযহাবের এটা একটা প্রসিদ্ধ মাসআলা। এক্ষেত্রে গোলামটিতে ক্রীতদাসীর ক্রেতার মালিকানা যথারীতি বহাল থাকবে। ক্রীতদাসীর বিক্রেতা সেটি ফেরত পাবে না (আয-যাখীরা)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি গোলামের বিনিময়ে কারও কাছ থেকে একটি বাড়ি কিনল, কিন্তু বাড়িটি বিক্রেতার দখলে নেই, অন্য কারও দখলে। দখলদার ব্যক্তির দাবী হচ্ছে

বাড়িটি তার ফলে ক্রেতা দখলদারের বিরুদ্ধে মামলা করল কিন্তু তার পক্ষে রায় দেওয়া হল না। ফলে ক্রেতা কাযীকে অনুরোধ করল, যেন তার ও বিক্রেতার মধ্যে বিক্রি রহিত করে দেয়। এক্ষেত্রে কাযী তার সে অনুরোধ রক্ষা করবে।

ক্রেতার দাবী অনুযায়ী কাযী যদি বিক্রি রহিত করে দেয় এবং বিক্রেতাকে নির্দেশ দেয়, যেন ক্রেতাকে তার গোলাম ফিরিয়ে দেয়, তারপর কোনও দিন সে বাড়ি কোনও এক সূত্রে ক্রেতার হস্তগত হয়, তবে পূর্বেকার সে রহিতকরণ যথারীতি বলবৎ থাকবে। কাজেই ক্রেতাকে বিক্রেতার হাতে গোলামটি প্রত্যর্পণ করার আদেশ দেওয়া হবে না। বাকি ক্রেতাকে কি বাড়িটি বিক্রেতার হাতে সমর্পণ করার আদেশ দেওয়া হবে ? এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হবে যে, ক্রেতা ক্রয়কালে বিক্রেতার মালিকানা স্বীকার করেছিল কিনা। যদি সে তা স্বীকার করে থাকে, তবে তাকে আদেশ করা হবে, যেন বাড়িটি বিক্রেতার হাতে সমর্পণ করে। আর যদি সে তা স্বীকার না করে থাকে, তবে তাকে এরূপ আদেশ দেওয়া যাবে না (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, এটা ওয়াক্ফ সম্পত্তি অমুক ব্যক্তি এটা এই-এই খাতে ওয়াক্ফ করেছে আর আমি এর মুতাওয়াল্লী। সে ওয়াক্ফের শর্তাবলীও উল্লেখ করল এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে কাযী রায় দিল যে, সেটা ওয়াক্ফ সম্পত্তি। এরপর যদি কোন ব্যক্তি এসে দাবী করে, সে এ জমির মালিক এবং এটা তার হক, তবে তার দাবী শোনা হবে (আল-খুলাসা)।

১৯. মাসআলা ঃ নাজমুদ-দীন আন-নাসাফী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেউ যদি কারও দখলভুক্ত জমি সম্পর্কে দাবী করে, সে এ জমির মালিক এবং এই বিবাদীর দখলে এটা অন্যায়ভাবে আছে, জবাবে বিবাদী বলে, এ জমি আমার মালিকানাভুক্ত নয়, বরং এটা অমুক খাতে ওয়াক্ফ এবং আমি এর মুতাওয়াল্লী, ফলে কাযী বিবাদীর কাছে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করল। কিন্তু সে তার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হল না। ফলে কাযী তাকে আদেশ করল, যেন সে জমি বাদীর হাতে সমর্পণ করে, যাতে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির না করা পর্যন্ত তা তার হাতেই থাকে, তবে এটা কি সঠিক হবে?

তিনি বললেন, এ সবই ভুল। বিবাদীর কাছে তার বক্তব্য সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ চাওয়া কাযীর উচিত নয় এবং তাকে তার এ আদেশ দেওয়াও সংগত নয় যে, জমি যেন বাদীর হাতে সমর্পণ করে। বরং বাদীকে আদেশ করবে, সে যেন বিবাদীর বিরুদ্ধে তার মালিকানা দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে। বিবাদীর বিরুদ্ধে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। কেননা সে নিজ দাবী অনুযায়ী মুতাওয়াল্লী আর ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী মালিকানার দাবীদারের প্রতিপক্ষ হয়ে থাকে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে আছে, কারও দখলভুক্ত বাড়ি সম্পর্কে কেউ যদি দাবী করে, বাড়িটি তার সে দখলদারের কাছে থেকে এটা এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছে আর এর বিপরীতে দখলদার ব্যক্তি দাবী করে যে, এটি তার বাড়ি, সে এটা বাদীর কাছ থেকে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছে। কিন্তু তাদের কারও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে বাড়িটি যার দখলে আছে, তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। তারা যদি তাদের একথা অস্বীকার করে এবং তারা যে এরূপ স্বীকার করেছিল সে সম্পর্কে সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ দখলের বাড়ি সম্পর্কেই মালিকানা দাবী করে আর সাক্ষিগণ যে কথা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে তা তারা অস্বীকার করে, তবে প্রথম বক্তা অর্থাৎ বাড়িটি যার দখলে নয়, তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে যে, সে-ই বাড়ির মালিক (আয-যাখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২১. মাসআলা ঃ হিশাম (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ যদি কারও দখলভুক্ত বাড়ির মালিকানা দাবী করে এবং দখলদারকে কাযীর আদালতে উপস্থিত করে, সেখানে দখলদার ব্যক্তি স্বীকার করে যে, এ বাড়িটি সে এই দাবীদারের কাছ থেকে ক্রয় করেছে এবং তার দাবী যে, এ সম্পর্কে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে, তবে কি তার এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে (যে, সে দাবীদারের কাছ থেকে বাড়িটি কিনেছে, তার মানে দাবীদার ব্যক্তি এর মালিক ছিল) তাকে কি আদেশ করা হবে যে, বাড়িটি যেন দাবীদারের হাতে সমর্পণ করে?

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বললেন, কিয়াস অনুযায়ী তো তাকে এরকম আদেশ করা চাই, কিন্তু ইস্‌তিহ্‌সান অনুযায়ী আমি বাড়িটি বিবাদীর হাতেই রেখে দেব এবং তার পক্ষ হতে একজন কাফীল (জামিন) রেখে তাকে তিন দিনের সময় দেব। এর ভেতর যদি সে সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে, তবে তো ভাল, অন্যথায় তার বিপক্ষে রায় দেব (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে আছে, কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, আমি তোমার পরিধানের এই তায়লাসান (চাদর বিশেষ)-টি তোমার কাছে এত দিরহামে বিক্রি করেছি, কিন্তু যে ব্যক্তি সেটি পরিহিত অবস্থায় আছে, সে তার দাবী অস্বীকার করে এবং বলে, এটা আমারই তায়লাসান, আমি এটা তোমার কাছে আমানত রেখেছিলাম তারপর তুমি আমাকে এটা ফেরত দিয়েছ, তবে তাদের প্রত্যেকে তার প্রতিপক্ষের দাবী সম্পর্কে কসম করতে বলা হবে। তারপর যে ব্যক্তি বিক্রির দাবী করেছে, তায়লাসানটি তাকে প্রত্যর্পণ করা হবে। প্রথমে কসম করতে বলা হবে বিবাদীকে (আয-যাখীরা)।

২৩. মাসআলা ঃ 'কিতাবুর-রাক্বিয়াত'-শীর্ষক গ্রন্থে আছে, ইব্‌ন সামাআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কাছে লিখলেন, এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। অন্য এক ব্যক্তি দাবী করল যে, গোলামটি তার। সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। সাক্ষিগণ বলল যে, এ গোলামটি ছিল অমুকের পুত্র অমুকের। তারা অনুপস্থিত এক ব্যক্তির নাম বলল। আর সেই ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, এ গোলামটি এই বাদীর। কিন্তু যার দখলে গোলামটি আছে, সে বাদীর দাবী প্রত্যাখ্যান করল এবং দাবী করল, সে-ই গোলামটির মালিক। বাদী বলল যে, সাক্ষিগণ সত্য কথাই বলেছে। সে ব্যক্তি আমার অনুকূলে গোলামটির মালিকানা স্বীকার করেছিল, কিন্তু আমি অন্য এক সূত্রে, যেমন হিবা, সাদাকা বা ক্রয়, এর মালিকানা লাভ করেছি, এরূপ অবস্থায় কি বাদীকে গোলামটির মালিক বলে স্বীকার করা হবে ?

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বললেন, বাদী এর দ্বারা গোলামটির কোন অধিকার লাভ করবে না। বরং তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে যে, তাকে গোলামটি হিবা করা হয়েছে এবং হিবার পর সে এটা কব্‌যা করেছে কিংবা সে এটা সুনির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করেছে। যদি এ রকম সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে কাযী তার কাছ থেকে নগদ মূল্য আদায় করবে এবং রায় দেবে যে, সে-ই গোলামটির মালিক। এমনিভাবে বাদী যদি বলে, সাক্ষিগণ সত্য কথা বলেছে, এর বেশী কিছু না বলে এবং হিবা বা ক্রয়ের দাবী না করে, তখনও সমাধান একই রকম হবে।

বাদীর অনুকূলে যে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করেছে বলে সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিয়েছে, সে নিজেই যদি উপস্থিত থাকে এবং গোলামটি তার দখলে থাকে আর তখনও বাদী বলে, গোলামটি এই ব্যক্তিরই ছিল, যার দখলে এখন আছে, সে এটিতে আমার মালিকানা স্বীকার করেছে, আর দখলদার ব্যক্তি বলে, সে সত্যই বলেছে, তবে এই স্বীকারোক্তি দ্বারা বাদীর কোন হক সাব্যস্ত হবে না, যাবৎ না স্বীকারকারী আরও বলবে যে, আমি তাকে এটা হিবা করেছি এবং সে কবযা করেছে কিংবা এ রকম অন্য কিছু বলবে (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ এক ব্যক্তির দখলভুক্ত একটি গোলামের মালিকানা দাবী করল এবং বলল, তুমি আমার কাছে এ গোলামটি এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছ এবং আমি এর মূল্যও পরিশোধ করেছি। বিবাদী গোলাম বিক্রি ও মূল্য পরিশোধের কথা অস্বীকার করল। ফলে বাদীর পক্ষে দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল এবং বলল যে, বিক্রেতা বিক্রি ও মূল্য কবযা করার কথা অস্বীকার করেছে, কিন্তু তারা বলল, আমরা গোলামটি চিনি না, তবে বিক্রেতা বলেছে যে, আমার গোলাম হচ্ছে যায়দ। অন্য দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, এই গোলামটির নাম যায়দ। অথবা বিক্রেতা স্বীকার করলে যে, তার নাম যায়দ। এক্ষেত্রে এই সাক্ষ্য দ্বারা বিক্রি প্রমাণিত হবে না, বরং বিক্রেতাকে কসম করতে বলা হবে সে কসম করলে বলা হবে, ক্রেতার মূল্য ফিরিয়ে দাও। যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে তার সে অস্বীকৃতির কারণে তার পক্ষ হতে বিক্রি অবধারিত হয়ে যাবে।

যদি দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা স্বীকার করেছে সে তার গোলাম যায়দকে বিক্রি করেছে, যে তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে, সেই সংগে তারা কর্ম, পেশা, হুলিয়া, দোষ-ত্রুটি তথা এমন কিছুর সংগে গোলামটিকে সম্পৃক্ত করে যাদ্বারা তাকে চেনা সম্ভব হয় আর দাবীকৃত গোলামের সাথে তাদের সে বর্ণনার মিল পাওয়া যায়, তবে কিয়াস অনুযায়ী এক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত অবস্থার মতই সমাধান হবে, কিন্তু আমি এক্ষেত্রে ইস্‌তিহ্‌সান অবলম্বন করব এবং রায় দেব যে, তারা যেহেতু পেশা ইত্যাদি বর্ণনার মাধ্যমে তার পরিচিতি বর্ণনা করেছে তাই তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রেও একই ফায়সালা দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা নির্দিষ্ট একটি গোলাম বিক্রির কথা স্বীকার করেছে, তারা সে গোলামের নাম ও অন্যান্য বিবরণও প্রদান করে, সেই সংগে তারা বলে যে, বিক্রেতা সেদিন তাকে আমাদের দেখিয়েছিল ও তার নামও আমাদের বলেছিল, কিন্তু আজ আমরা বলতে পারব না যে, ঠিক কোন্ গোলামটি সে বিক্রি করেছিল, তবে তাদের সে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে, যেহেতু তারা তার নাম-পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেও ঠিক কোন্ গোলামটি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে, তা তারা ভুলে গেছে (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ বিশ্‌র (র) তাঁর নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে এই বাড়িটি আমাকে সাদাকা করেছে এবং আমি এটি কবযাও করেছি অথবা দাবী করেছে যে, আমি এ বাড়িটি তার কাছ থেকে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছি এবং কবযাও করেছি অথবা দাবী করে যে, সে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বাড়িটি আমাকে হিবা করেছে এবং আমি কবযাও করেছি, কিন্তু দখলদার ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, ফলে বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে,. দখলদার ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, এই বাড়িটি এই দাবীদার ব্যক্তির, তবে কি তা গৃহীত হবে ? ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আমি তা গ্রহণ করব এবং বাড়িটি বাদীকে প্রদান করব। তারপর যদি দখলদার ব্যক্তি বাড়ির দাম অথবা বাদী যে বিনিময়ের কথা স্বীকার করেছিল, তা দাবী করে, তবে তাকে তা দিতে বাধ্য থাকবে। আর যদি দাবী না করে, তবে তাতে তার কোন অধিকার থাকবে না (আয-যাখীরা)।

২৭. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি বলে, এ জমি আমার দখলে নেই আর বাদী দখল সম্পর্কে তার কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করতে চায়, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে, যাতে সে দখলের কথা স্বীকার করে নেয়। এরপর সে যখন দখলের কথা স্বীকার করে নেবে তখন কাযী তাকে আদেশ করবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল যে, এই বাদী এই জমির মালিক নয়,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাতে সে মালিকানার কথা স্বীকার করে নেয়। সে যখন মালিকানার কথা স্বীকার করে নেবে, তখন তাকে আদেশ করবে, যাতে এ জমি ভোগ করতে কোন রকম বাধা প্রদান না করে (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে, সে এই ব্যক্তির কাছ থেকে একটা বাড়ি বা গ্রাম বা জমি ক্রয় করেছে, কিন্তু সে তার চৌহদ্দি বর্ণনা না করে, এরপর বিবাদী সে সম্পত্তিতে তার মালিকানা স্বীকার করে, এবং তখন উভয়ে তার চতুঃসীমানা সম্পর্কে একমত হয়, তবে কাযী বিবাদীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় দেবে যে, বাদীই সে সম্পত্তির মালিক।

বিবাদী যদি বাদীর ক্রয়ের কথা স্বীকার করে, কিন্তু চৌহদ্দি সম্পর্কে তারা একমত না হয়, বাদী তার এক চৌহদ্দি বর্ণনা করে এবং বিবাদী অন্য চৌহদ্দির কথা বলে আর বিবাদী যা স্বীকার করে তার পরিমাণ বাদীর দাবীকৃত জমির চেয়ে কম আবার বাদীর এমন সাক্ষীও না থাকে, যারা জমির চৌহদ্দি সম্পর্কে জ্ঞাত, তবে উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে। এরপর তারা চুক্তি প্রত্যাহার করে।

এমনিভাবে সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা উভয়ে বেচাকেনার কথা স্বীকার করেছে, কিন্তু তারা সীমানা বর্ণনা না করে, তবে দেখতে হবে যে, তারা সীমানার ব্যাপারে একমত হয় কিনা। যদি সীমানা বর্ণনায় তারা একমত হয়, তবে তাদের পক্ষ হতে বেচাকেনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি সীমানা বর্ণনায় তাদের মত পার্থক্য দেখা দেয় এবং ক্রেতার এমন কোন সাক্ষী না থাকে, যারা সীমানা সম্পর্কে জ্ঞাত, তবে সে সম্পর্কে তাদেরকে কসম করতে বলা হবে। সে মতে তারা উভয়ে কসম করবে এবং বেচাকেনা প্রত্যাহার করে নেবে।

তারা উভয়ে যদি কসম করে, তবে কাযী তখনই তাদের মধ্যকার বেচাকেনা বাতিল করবে না, বরং তার আগে ক্রেতাকে জিজ্ঞেস করবে যে, সে বিক্রেতার বর্ণিত সীমানা অনুযায়ী জমি নিতে সম্মত আছে কিনা। ক্রেতা যদি বিক্রেতার বর্ণিত সীমানা অনুযায়ী সে জমি গ্রহণ করতে রাযী না হয়, এবং বিক্রেতার বর্ণনা সত্য বলে স্বীকার না করে, অন্যদিকে বিক্রেতা কাযীকে তাদের বেচাকেনা বাতিল করে দেওয়ার অনুরোধ জানায়, তবে কাযী তাড়াহুড়া না করে বরং ক্রেতাকে অবকাশ দেবে। সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয়, তবে তার দাবী গৃহীত হবে। অন্যতায় কাযী বিক্রি বাতিল ঘোষণা করবে।

ক্রেতা যদি বেচাকেনা সংক্রান্ত এমন কোন দলীল উপস্থিত করে, যাতে ক্রেতার হক ও তার কাছে বিক্রেতার দায়রুদ্ধতার কথা লেখা আছে, জমির তপসিল বর্ণিত আছে এবং বেচাকেনা সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতার স্বীকারোক্তির পক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ আছে, তবে কাযী বিক্রেতার উপর তা কার্যকর করবে এবং ক্রেতার কাছে তা সমর্পণের জন্য তাকে বাধ্য করবে।

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি সীমানা বর্ণনায় মতভেদ দেখা দেয়, তবে তারা উভয়ে কসম করবে ও বিক্রি রহিত করবে। কিন্তু ক্রেতা যদি এমন সাক্ষি হাযির করতে পারে, যারা তার দাবীকৃত সীমানার সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে কাযী তাদের সে সাক্ষ্য অনুযায়ী বিক্রেতার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করবে এবং সে অনুযায়ী বিক্রেতাকে জমি সমর্পণের আদেশ করবে (শারহু আদাবিল-কাযী লিল-খাস্‌সাফ)।

২৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলের বাড়ি সম্পর্কে মালিকানা দাবী করে ও বলে, সে দখলদারের কাছ থেকে এক মাস আগে এ বাড়ি ক্রয় করেছে এবং বিবাদী তার সে দাবী অস্বীকার করে, ফলে বাদী তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং তার জবাবে বিবাদী

বলে, এ বাড়িটি আমারই ছিল, কিন্তু আমি তিন মাস আগে এটি আমার স্ত্রীর কাছে বিক্রি করেছি, তার স্ত্রীও সে কথা স্বীকার করে এবং বলে, আমি এই বিবাদীর কাছ থেকে তিন মাস আগে এ বাড়িটি ক্রয় করেছি, তারপর সে তার এ দাবীর সপক্ষে বিবাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং সেটা পেশ করে বাড়িটির মালিকানা সম্পর্কে বাদীর অনুকূলে রায় হয়ে যাওয়ার পর, তবে স্ত্রীর সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

স্ত্রী যদি তার সে দাবী সম্পর্কে স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে এবং তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, সে-ই বাড়িটির মালিক, যদিও সে সম্পর্কে তার স্বামী তার অনুকূলে স্বীকারোক্তি প্রকাশ করে (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ আবুল-লায়ছ (র)-এর ফাতাওয়া গ্রন্থে আছে, কারও দখলে যদি কোন বাড়ির অর্ধেক থাকে এবং কেউ এসে দাবী করে যে, সে এ বাড়িটি ওয়াক্‌ফ করেছে এবং ওয়াক্‌ফের দিন এ বাড়ি তার মালিকানাধীন ছিল, তারপর সে সাক্ষী পেশ করে এবং সাক্ষিগণ তার ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

৩১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কোন মহিলার সংগে তার পুত্রের বিবাহ সম্পাদন করল এবং মোহরানা হিসেবে তার জন্য একটি বাড়ি স্থির করল। তারপর তার কাছে সেটি বিশুদ্ধ নিয়মে বিক্রি করল। তারপর লোকটির মৃত্যু হয়ে গেল। তখন তার ওয়ারিশগণ দাবী করল যে, তাদের পিতা তার পুত্র বধূর জন্য মোহরানা হিসেবে এ বাড়িটি ধার্য করার আগে অমুকের কাছে এ বাড়ি বিক্রি করেছিলেন। তাদের এ দাবী গৃহীত হবে কি ? না, তা গৃহীত হবে না, বরং স্ত্রীকেই সে বাড়ির মালিক বলা হবে।

সেই ব্যক্তি যদি এরূপ দাবী করে, তবে তার কর্তব্য সাক্ষী পেশ করা, যারা সাক্ষ্য দেবে যে; স্ত্রী যে তারিখে বাড়িটি কিনেছে, তার আগেই সে এটি তার মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করেছিল। এ ব্যাপারে ওয়ারিশদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ পিতা তার সাবালিকা কন্যাকে এক ব্যক্তির সংগে বিবাহ দিল। তারপর তার স্বামীর মৃত্যুর হয়ে গেল। এখন সে যদি মীরাসের দাবী নিয়ে আসে এবং বলে, আমি আমার পিতাকে বিবাহ সম্পাদনের আদেশ করেছিলাম তবে বিবাহ সাব্যস্ত হবে এবং সে মীরাস পাবে। আর যদি বলে, আমি আমার পিতাকে বিবাহ সম্পাদনের আদেশ করিনি, কিন্তু আমি যখন বিবাহের সংবাদ পেয়েছি তখন তা অনুমোদন করেছি, তবে তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। বিক্রির ক্ষেত্রেও এই একই রকমের সমাধান হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা ঃ বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক শহরের কাযী অমুক তার অনুকূলে রায় দিয়েছে যে, এই ব্যক্তির কাছে তার এক হাজার দিরহাম প্রাপ্য, অন্যদিকে বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সেই কাযী এই এক হাজারের দায় হতে তার নিষ্কৃতির রায় দিয়েছে, তবে এই কাযী দায়মুক্তি সংক্রান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী রায় দেবে, বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে না (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা ঃ এক মহিলা এক ব্যক্তির সংগে একই বাড়িতে বাস করে। লোকটি তার সংগে সহবাস করে থাকে। তার গর্ভে সে ব্যক্তির কয়েকটি সন্তান-সন্ততি রয়েছে। সেই মহিলা যদি নিজেকে তার স্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করে, তবে তার বিধান কী ?

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, মহিলা যদি স্বীকার করে যে, এসব সন্তান তার গর্ভে এই ব্যক্তির ঔরসে জন্ম নিয়েছে, তবে সে তার স্ত্রী হিসেবেই স্বীকৃত হবে। তাদের যদি কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে, তবে মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও সে তার সংগে উপরিউক্ত অবস্থায় বাস করে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৫. মাসআলা ঃ কারও দখলাধীন বাড়ির অর্ধেকে যদি কেউ মালিকানা দাবী করে এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কাযী সে অর্ধেকে তার অনুকূলে রায় দেয় আর সে বাদীর দুই ভাই থাকে, যাদের প্রত্যেকে এরপর দাবী করে যে, বাড়িটির অর্ধেক তার, তবে দেখতে হবে প্রথম ব্যক্তি ইতোমধ্যে তা কবযা করে ফেলেছে কিনা। সে যদি তা কবযা করে থাকে, তবে বাড়িটি তাদের মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ করে দেওয়া হবে। আর প্রথম ব্যক্তি ইতোমধ্যে তা কবযা না করলে তাদের তিনজনের মধ্যে বাড়িটি তিনভাগে ভাগ করা হবে (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল। তার দুই পুত্র জীবিত। তাদের একজন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, এই ব্যক্তির কাছে তার পিতার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে যা তার কাছ থেকে এই ব্যক্তি কর্জ নিয়েছিল। সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। অপর ভাই সেই একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার পিতা এই ব্যক্তির কাছে একটি ক্রীতদাসী বিক্রি করেছিল যার মূল্য বাবদ এই ব্যক্তির কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা রয়েছে। সেও এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। তারা দু'জনই একথা স্বীকার করল যে, এ ব্যক্তির কাছে তাদের পিতার পাওনা মাত্র এক হাজার দিরহাম তার বেশী নয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের অনুকূলে পাঁচশ' দিরহামের রায় দেওয়া হবে। তাদের একজন যদি পাঁচশ' দিরহাম কবযা করে, তবে অন্যজন তাতে অংশীদার হবে না (আয-যাখীরা)।

৩৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দেনার দায়ে আটক আছে। সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে আর্থিকভাবে অসচ্ছল (যে কারণে দেনা শোধ করতে অক্ষম), অন্যদিকে পাওনাদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে সচ্ছল, তবে কাযী পাওনাদারের সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণ করবে, যদিও তার সাক্ষিগণ তার মালিকানাধীন সম্পত্তির জরিমানা উল্লেখ না করে। কাজেই পাওনাদারের সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী তাকে স্থায়ীভাবে কারাদণ্ড দেওয়া হবে[১] (আল-মুহীত)।

১. 'আল-মুহীত'-গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এই যে বলা হল, যদিও তার সাক্ষিগণ তার মালিকানাধীন সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখ না করে, এ কথার উপর প্রশ্নের অবকাশ আছে। কেননা স্থায়ী কারাদণ্ডের উপযুক্ত কেবল আর্থিক সচ্ছলতার দ্বারাই হতে পারে। আর মালিকানা ছাড়া সচ্ছলতা সাব্যস্ত হয় না। এক্ষেত্রে মালিকানার পক্ষে রায় দেওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তি কী পরিমাণ সম্পত্তির আছে, সেটা অজ্ঞাত (বাহরাবী)।

অধ্যায় ঃ ইকরার বা স্বীকারোক্তি

[এ অধ্যায়ে তেইশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ইকরার বা স্বীকারোক্তির শরঈ অর্থ, রুকন, জাইয হওয়ার শর্ত ও তার বিধান।

১. মাসআলা ঃ অন্যের হক বা অধিকার নিজের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ প্রদানকে ইকরার বা স্বীকারোক্তি বলে (আল-কাফী)।

২. মাসআলা ঃ ইকবারের রুকন হলো এরূপ বলা যে, আমার কাছে অমুকের এত দিরহাম পাওনা আছে, কিংবা এরূপ কিছু বলা। কেননা, এর দ্বারা সত্য প্রকাশিত বা উদ্‌ঘাটিত হয়। এতে 'শরতুল খিয়ার' আরোপ করা জাইয নয়। যেমন, কেউ অনির্ধারণযোগ্য দ্রব্যের বা নির্ধারণযোগ্য বস্তুর পাওনা স্বীকার করলো, এই শর্তে যে, তার তিন দিনের শরতুল খিয়ার থাকবে এই খিয়ারের শর্ত বাতিল হবে। যদিও যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়, সে তো তাসদীক করে। আর স্বীকারোক্তিকারীর উপর মাল প্রদান করা লাযিম হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্‌সী)।

৩. মাসআলা ঃ সর্ব বিষয়েই স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার আকিল ও বালিগ হওয়া শর্ত। পক্ষান্তরে আযাদ বা স্বাধীন হওয়া ক্ষেত্র বিশেষের স্বীকারোক্তিতে শর্ত (আন্-নিহায়া)।

৪. মাসআলা ঃ সুতরাং যদি মাহ্‌জুর (নিষেধকৃত) গোলাম মালের স্বীকারোক্তি করে, তবে এই স্বীকারোক্তি মুনীবের উপর জারী হবে না। আর যদি কিসাসের স্বীকারোক্তি করে, তবে তো সহীহ্ হবে। (মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

৫. মাসআলা ঃ আর মালের স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হলেও তা ঐ গোলাম আযাদ হওয়ার পর জারী হবে। অনুরূপ মাযূন (আদেশপ্রাপ্ত) গোলামের, অব্যবসা ক্ষেত্রের স্বীকারোক্তি ঐ গোলামের আযাদ হওয়ার পর কার্যকর হবে। যেমন, সে মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তার সাথে সংগম করলো এবং মাহরের স্বীকারোক্তি করলো, কিংবা এমন কোন অপরাধ স্বীকার করলো, যার বদলে মাল লাযিম হয়, তবে এই স্বীকারোক্তি সাথে সাথে কার্যকর হবে না। কিন্তু হুদূদ ও কিসাসের স্বীকারোক্তি সাথে সাথে কার্যকর হবে (আত-তাব্‌য়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করাও স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত। তাই জোর-জবরদস্তি করে যদি কারো থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়, সে স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে না (আন্-নিহায়া)।

৭. মাসআলা ঃ নেশা ও অচেতন অবস্থার স্বীকারোক্তি যদি নিষিদ্ধ পথে হয়, তবে তা শুদ্ধ হবে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু ব্যভিচার ও মদপানের শাস্তির ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রুজূ করা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি তা বৈধ পথে হয়, তবে শুদ্ধ হবে না (আল-বাহরুর রাইক)।

৮. মাসআলা ঃ আর স্বীকারোক্তি বৈধ হওয়ার বিশেষত শর্ত হলো, মুকির বিহী অর্থাৎ স্বীকারকৃত বস্তু এরূপ হবে যে, তা মুকির লাহুকে অর্থাৎ স্বীকারোক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সোপর্দ করা ওয়াজিব হবে। চাই হুবহু সেই বস্তুই সোপর্দ করা হবে যেমন, নিজের দখলভুক্ত কোন নির্দিষ্ট

pdf By Syed Mostafa Sakib

বস্তু অপরের জন্য স্বীকার করা। কিংবা তার ন্যায় অন্য কোন বস্তু সোপর্দ করা হবে। যেমন, নিজের যিম্মায় কোন করয স্বীকার করা। আর যদি মুকির বিহী এমন বস্তু হয় যে, মুকির লাহ্কে তা সোপর্দ করে দেয়া ওয়াজিব নয়, তবে তার স্বীকারোক্তি করা জাইয হবে না। যেমন কেউ এরূপ স্বীকার করলো যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু বিক্রি করেছি, কিংবা তার নিকট হতে ভাড়া নিয়েছি, কিংবা তার নিকট হতে কোন গোলাম কিছু মূল্যে খরিদ করেছি। কিংবা একমুষ্ঠি মাটি তার নিকট হতে ছিনতাই করেছি, কিংবা একটি গমের দানা কেড়ে নিয়েছি, তবে তা বাতিল হবে এবং তা বর্ণনা করার জন্য তাকে জবরদস্তি করা যাবে না (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ স্বীকারোক্তির হুকুম ও বিধান হলো মুকির বিহির প্রকাশ পাওয়া। প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠিত হওয়া নয় (আল-কাফী)।

১০. মাসআলা ঃ এ কারণেই আমরা বলেছি যে, মুসলমানের জন্য শরাবের স্বীকারোক্তি শুদ্ধ। যদি স্বীকারোক্তি দ্বারা মালিক করা হতো তবে শুদ্ধ হতো না। আর অনুরূপভাবে জোরপূর্বক তালাক ও আযাদের স্বীকারোক্তি করানো শুদ্ধ হবে না। আর জোরপূর্বক তালাক ও আযাদ করলে তা শুদ্ধ হবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো অনুকূলে মালের স্বীকারোক্তি করে এবং মুকির লাহ্ জানে যে, সে তার স্বীকারোক্তিতে মিথ্যাবাদী, তবে তার জন্য মাল গ্রহণ করা ধর্মতঃ হালাল হবে না, তবে যদি স্বীকারোক্তিকারী স্বেচ্ছায় ও সন্তোষের সাথে প্রদান করে, তবে তা হিবা হয়ে যাবে (আল-কানিয়া)।

১২. মাসআলা ঃ আর ইকরার বা স্বীকারোক্তিকে প্রকাশ সাব্যস্ত করা হবে শুধু স্বীকারকৃত বস্তুর মালিকানা স্বত্বের ক্ষেত্রে। এমনকি কেবল তার স্বীকারোক্তি দ্বারা মুকির লাহ্র মালিকানার নির্দেশ দেয়া যাবে। মুকির লাহ্র তাসদীক করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু রদ করার ক্ষেত্রে হিবার মতো নতুনভাবে মালিক বানানো হবে। এমনকি যদি মুকির লাহ্ রদ করে দেয়, তবে ইকরার বাতিল হয়ে যাবে। আর মুকির লাহ্র পক্ষ থেকে তাসদীক পাওয়া যাওয়ার পর তার রদ করা কোন ফল দেবে না। কেননা, ইকরার তার পরে সংঘটিত হয়েছে। এরপর যদি মুকির লাহ্র রদ করা দ্বারা বিশেষ করে তার ব্যক্তিগত হক বাতিল হয়, তবে তার রদ করা দ্বারা ইকরার রদ হবে। আর যদি অন্যের হক বাতিল হয়। তবে তার রদ করা কার্যকর হবে না। যেমন, কোন ব্যক্তি ইকরার করলো যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট এই গোলাম এত মূল্যে বিক্রি করেছি এবং মুকির লাহ্ তার ইকরার রদ বললো, আমি তোমার নিকট হতে কিছুই খরিদ করিনি। তারপর আবার বললো, আমি খরিদ করেছি। তখন বিক্রেতা বললো যে, আমি তোমার নিকট তা বিক্রি করিনি। তখন বিক্রেতার যিম্মায় বিক্রীত বস্তুর উল্লিখিত মূল্য লাযিম হবে। কেননা, সে বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিক্রয়কে অস্বীকার করেছে। আর ক্রেতা-বিক্রেতার দু'জনের একজনের অস্বীকার করায় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি আসে না। যদি উভয় ব্যক্তি অস্বীকার করে যেমন, ক্রেতা বলে যে, আমি খরিদ করিনি এবং বিক্রেতা তা স্বীকার করে যে, হ্যাঁ তুমি খরিদ করোনি। তার পর বলে যে, না বরং তুমি খরিদ করেছ। তবে এ ক্ষেত্রে খরিদ প্রমাণ হবে না। যদিও তার উপর সাক্ষী পেশ করা হয়। কেননা, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অস্বীকৃতি দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় না হওয়া প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আর যে ক্ষেত্রে মুকির লাহ্র রদ করার দ্বারা ইকরার বাতিল হয়ে গিয়েছে, যদি মুকির পুনরায় ঐ ইকরারের পুনরোক্তি করে এবং মুকির লাহ্ তার তাসদীক করে, তবে মুকির লাহ্ ইকরারের ভিত্তিতে মুকিরকে পাকড়াও করতে পারবে। আর এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস (আল-মুহীত)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ যা স্বীকার হয় এবং যা স্বীকার করা হয় না

১. মাসআলা ঃ কেউ বললো যে, অমুকে আমার কাছে একশত দিরহাম পাওনা আছে। কিংবা আমার কাছে তার একশত দিরহাম রয়েছে, তবে এটা করযের ইকরার হবে। আর যদি গচ্ছিত থাকার দাবী করে, তবে তা তাসদীক করা যাবে না। কিন্তু গচ্ছিত কথাটি ঐ বাক্যের সাথে মিলিয়ে বললে তাসদীক করা যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার কাছে আছে, তবে তা গচ্ছিত থাকার ইকরার হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে যে, আমার সাথে আছে, কিংবা আমার হাতে আছে, কিংবা আমার ঘরে আছে, কিংবা আমার ব্যাগে আছে অথবা আমার সিন্দুকে আছে, তবে এগুলো সবই গচ্ছিত থাকার ইকরার হবে (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার কাছে তার একশত দিরহাম গচ্ছিত করয কিংবা বাযাআত (মালপত্র) করয। কিংবা মুযারাবাত করয আছে। কিংবা বলে যে, গচ্ছিত করয বা করয গচ্ছিত আছে, তবে তা করয ও ঋণ হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ বললো, আমার কাছে অমুকের এক হাজার দিরহাম ধার আছে, এটা করযের ইকারার হবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক পরিমাপ ও ওযনযোগ্য মালের ক্ষেত্রেও এরূপ বিধান হবে। কেননা, যেসব বস্তু নষ্ট না করে তা দ্বারা ফায়দা লাভ করা অসম্ভব সেই সব বস্তুর ক্ষেত্রে ইকরারের বিধান করয স্বরূপ হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৫. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ায়ে নাসাফী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি বলে যে, অমুককে আমার দশ দিরহাম দিতে হবে তবে শায়খ (র.) বলেন যে, এ ক্ষেত্রে কিছুই লাযিম হবে না – যে পর্যন্ত সে এরূপ না বলে যে, আমার উপর কিংবা আমার যিম্মায়, কিংবা আমার ঘাড়ে আছে। অথবা এটি ওয়াজিব করয কিংবা লাযিম হক (আয্-যাহীরিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে যে, আমার মালের মধ্যে কিংবা আমার এই দিরহামগুলোর মধ্যে অমুকের এক হাজার দিরহাম আছে, তবে তা ইকরার হবে। আর যদি এই দিরহাম আলাদা থাকে, তবে তা গচ্ছিত হবে, অন্যথায় শিরকত হবে। আর যদি মুকির নিজের মাল হতে এক হাজার দিরহাম নির্দিষ্ট করে বলে যে, ঐ হাজার দিরহাম এই, তবে তা কি উক্ত ইকরারের রদ হবে? কেউ কেউ বলেন যে, তা রদ হবে। আর কেউ কেউ বলেন যে, এতে শিরকতের ইকরার বাতিল হবে না। কেননা, এক হাজার দিরহাম নির্দিষ্টকরণের দাবী করা দ্বারা শিরকতের ইকরাবের রদ হওয়া জরুরী নয়। কেননা, এমন হতে পারে যে, স্বীকারোক্তির সময় শরীকানা ছিলো তারপর উভয়ে বণ্টন করে নিয়েছে। আর যদি অপর ব্যক্তি কসম করে যে, বণ্টন হয়নি এবং বণ্টন হওয়া প্রমাণ না হয়, তবে শিরকতের ইকরার নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে। আর যদি মুকির এক হাজার দিরহাম নিজের মাল হতে পৃথক করে এবং মুকির লাহ্ অস্বীকার করে, তবে তার কথাই গ্রহণ করা হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, তার জন্য আমার মাল হতে এক হাজার দিরহাম, তবে তা হিবা হবে ইকরার হবে না। তাই তা তাকে দিয়ে দেয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। আর যদি বলে যে, এই হাজার দিরহাম তোমার, তবে তা ইকরার হবে; তার পক্ষ থেকে হিবা হবে না। তাই তা সোপর্দ করার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, তার জন্য আমার মাল হতে এক হাজার দিরহাম, তাতে আমার কোন হক নেই, তবে এটা ঋণের ইকরার হবে (আল-মাবসূত)।

৯. মাসআলা ঃ স্ত্রী তার স্বামীকে বললো, আমার যা কিছু পাওনা তা তোমার থেকে পেয়েছি। তবে এটা মাহর বুঝে পাওয়ার স্বীকারোক্তি হবে না। সদরুশ্ শহীদ (র) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন যে, এটা ইকরার হবে (আল-খুলাসা)।

১০. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, এই কাপড় কিংবা ঘর অমুকের জন্য ধার, কিংবা বললো, অমুক থেকে কিংবা বললো, অমুকের মালিকানার জন্য, কিংবা তার মালিকানার সাথে কিংবা তার মালিকানার মধ্যে কিংবা তার মালিকানা থেকে কিংবা তার মীরাছের সাথে কিংবা তার মীরাছের মধ্যে কিংবা তার হকের সাথে কিংবা তার তরফ থেকে, তবে তা ইকরার হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

১১. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাপড় ও চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কে বলে যে, তা আমার কাছে অমুকের জন্য ধার রয়েছে, তবে এটা ইকরার হবে না। অনুরূপভাবে যদি বলে যে, আমার কাছে অমুকের জন্য এই হাজার দিরহাম মুযারাবা স্বরূপ, তবে এটা ইকরার নয়। পক্ষান্তরে যদি বলে, অমুকের জন্য করয স্বরূপ, তবে তা ইকরার হবে। আর যদি বলে যে, এই দিরহামগুলো আমার কাছে অমুকের জন্য ধার স্বরূপ, তবে তা তার জন্য ইকরার হবে। (আল-মাসবূত ঃ ধার সম্পর্কে ইকরার)।

১২. মাসআলা ঃ আর যদি বলে, অমুকের হাতের উপর আমার কাছে ধার স্বরূপ, কিংবা বললো, আমার উপর অমুকের জন্য হাজার দিরহাম অংশের জন্য, কিংবা শিরকতের জন্য, কিংবা শিরকতের সাথে কিংবা শিরকত থেকে কিংবা উজরতের জন্য কিংবা উজরতের সাথে কিংবা উজরত থেকে, কিংবা বাযাআত থেকে, কিংবা বাযাআতের সাথে, তবে তা ইকরার হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

১৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুকের জন্য আমার উপর এক 'কুর' গম বায়উস সালাম থেকে, কিংবা বায়উস সালাম বাবদ কিংবা সালাফ বাবদ কিংবা মূল্য বাবদ, তবে তা তার উপর লাযিম হবে। অনুরূপ ভাবে যদি বলে, অমুকের জন্য আমার উপর একশত দিরহাম রয়েছে বিক্রয়ের মূল্য বাবদ, কিংবা বিক্রয় বাবদ কিংবা বিক্রয়ের দরুন, কিংবা বিক্রয়ের দিক দিয়ে কিংবা ইজারার দিক দিয়ে, কিংবা ইজারার কারণে, কিংবা ইজারার দরুন, কিংবা কাফালাতের কারণে, কিংবা কাফালাতের জন্য, কিংবা কাফালাতের উপর, তবে তা তার যিম্মায় লাযিম হবে (আল-মাবসূত ঃ ইস্তিছ্না পরিচ্ছেদ)।

১৪. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ায়ে আবূ লায়ছ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ বলে, এই বস্তু অমুকের, কিংবা বললো, তামার, তবে তা ইকরার হবে। আর যদি বলে, এই বস্তু অমুকের জন্য, কিংবা বললো, তোমার জন্য, তবে এটা হিবা হবে। আর যদি বলে, এই বস্তু অমুকের হক, তবে এটা ইকরার হবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

১৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার নাবালিগ পুত্রকে বললো, এই মাল তোমাকে দিলাম, কিংবা তোমার নামে করে দিলাম। কিংবা তা তোমাকে দিলাম, তবে এর দ্বারা তাকে তামলীক বা মালিক বানানো হবে। ইমাম যহীরুদ্দীন (র) বলেন, بنام تو كردم - (তোমার নামে করে দিলাম)-এর দ্বারা তামলীক ও ইকরার কিছুই হবে না।

এক ব্যক্তি বললো, আমার এই ঘর আমার ছোট সন্তানদের জন্য, এটা বাতিল হবে। কেননা, এটা হচ্ছে হিবা সুতরাং যখন সন্তানদের নির্ধারণ করল না তখন বাতিল হয়ে গেল।

আর যদি এরূপ বলে যে, এই ঘর আমার সন্তানের মধ্য থেকে ছোটদের জন্য, তবে তা ইকরার হবে এবং তার সন্তানের মধ্য থেকে সর্বকনিষ্ঠ তিন ছোট সন্তানের জন্য হবে। অনুরূপ যদি বলে যে, আমার এই ঘরের তৃতীয়াংশ অমুকের জন্য তবে তা হিবা হবে। আর যদি বলে যে, এই ঘরের তৃতীয়াংশ অমুকের জন্য, তবে তা ইকরার হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো, তোমার কাছে আমার যে হাজার দিরহাম আছে, তা পরিশোধ করে দাও, তারপর ঐ ব্যক্তি বললো, হ্যাঁ, আচ্ছা, তবে তা তার ইকরার হবে। অনুরূপ যদি সে বলে যে, শীঘ্রই, কিংবা অচিরেই, কিংবা আগামীকাল আমি তা তোমাকে দিয়ে দিবো, তবে তাও ইকরার হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে যে, তুমি বসে আমাকে মেপে দাও, কিংবা মেপে তা কব্যা করো। কিংবা 'বসে' না বলে শুধু বলে যে, তুমি তা মেপে নাও। কিংবা মুদ্রা পরীক্ষা করে নাও, অথবা তা নিয়ে নাও, তবে এগুলো সবই ইকরার হবে। পক্ষান্তরে যদি শুধু এরূপ বলে যে, মাপো কিংবা পরীক্ষা করো কিংবা নাও, তবে তা ইকরার হবে না (আল-মাবসূত)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, এখনো সময় হয়নি, কিংবা বললো, কাল, কিংবা বললো, আজ সংগ্রহ হয়নি কিংবা যোগাড় নেই, কিংবা বললো, তুমি খুব বেশী তাগাদা করছো–এ সবই ইকরারের অন্তর্ভুক্ত (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আজ তো আমার কাছে নেই। কিংবা বললো, আমাকে তা পরিশোধ করতে কিছু সময় দাও, অথবা আমার থেকে নেয়ার ব্যাপারে বিলম্ব করো, কিংবা তা উসুল করার ব্যাপারে আমাকে একটু সময় দাও, কিংবা বললো, তুমি আমাকে মুক্ত করে দিয়েছো, কিংবা তুমি আমাকে খালাস করে দিয়েছো, কিংবা বললো, আল্লাহ্র কসম, আমি আজ তা তোমাকে দেবো না, কিংবা তোমার জন্য আজ তা ওযন করবো না, কিংবা তুমি আজ তা আমার থেকে নিতে পারবে না, কিংবা বললো, আমার মাল আসা পর্যন্ত সবর করো, কিংবা আমার গোলাম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো–তবে এসব ইকরার হবে (আল-মাবসূত)।

১৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে, তোমার কাছে আমি যে এক কুর গম পাওনা আছি, তা পরিশোধ করে দাও। তারপর ঐ ব্যক্তি বলে যে, ওযনকারীকে আগামী কাল পাঠিয়ে দিও, তবে তা ইকরার হবে। যে কোন ওযনী দ্রব্য সম্পর্কে একই হুকুম। কিংবা বললো, তোমার উকীল পাঠিয়ে দিও, আমি তাকে দিয়ে দিবো, কিংবা বললো, কোন উসুলকারীকে পাঠিয়ে দিও, কিংবা কাউকে পাঠিয়ে দিও যে আমার থেকে তা উসুল করে নিবে–এসবই ইকরার হবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ কারো কাছে এক হাজার দিরহাম দাবী করলো, বিবাদী বললো, আমি তোমার দাবী তোমাকে পূরণ করে দিয়েছি, তবে তা ইকরার হবে না। অনুরূপ যদি বিবাদী বলে যে, তুমি তোমার দাবী আমার থেকে একমাস দূরে রাখো, কিংবা বললো, তুমি তোমার দাবী দূরে রাখো, তবে তা ইকরার হবে না। আর যদি বলে যে, আমার মাল আসা পর্যন্ত তোমার দাবী আমার থেকে দূরে রাখো, আমার মাল আসলে তোমাকে তা দিয়ে দিবো, তবে তা ইকরার হবে। আর যদি বলে, আমার মাল এসে গেলে তোমার দাবী তোমাকে দিয়ে দিবো, তবে তা ইকরার হবে না (ফাতাওয়ায় কাযীখান)।

২১. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে হিশাম কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, কেউ কাউকে বললো, আমাকে এক হাজার দিরহাম দাও। সে বললো, ওযন করে নাও। এতে তার যিম্মায় কিছুই লাযিম হবে না। কেননা, সে বলেনি, আমার এক হাজার দিরহাম আমাকে দাও (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২২. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমি যে তোমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছি তা আমাকে দিয়ে দাও। তখন সে বললো, সবর করো, কিংবা বললো, শীঘ্রই তা পেয়ে যাবে, তবে তা ইকরার হবে না। কেননা, এরূপ বাক্য ঠাট্টা করেও বলা হয়ে থাকে। আর যদি বলে, আমি তা থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করবো ইনশাআল্লাহ্, তবে তা ইকরার হবে। আর ব্যতিক্রমায়ন বাক্যটি ইকরারের সাথে যুক্ত হবে না। বরং তা দায়মুক্তির সাথে যুক্ত হবে, আর দায়মুক্তি পূর্ববর্তী ঋণ দাবী করে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২৩. মাসআলা ঃ নাওয়াযিল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যখন বিবাদী বলে, থলে সিলাই করে করয্ করো, তবে তা ইকরার হবে না। অনুরূপ যদি সে বলে, নাও, তবে তাও ইকরার হবে না। কেননা, এগুলো স্বতন্ত্র বাক্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে। অনুরূপভাবে যদি বলে قبض كنش (নূনে যের) كيسه بدوزش (যায়ে যের), তবে তা ইকরার হবে না। কেননা, এ বাক্যগুলো ঠাট্টা ও উপহাস স্বরূপ বলা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে بگيرش (রায়ে যের) ইকরার হবে না। আর যদি বলে, كيسه بدوزش (যায়ে যবর), قبض كنش (নূনে যবর), بگيرش (রায়ে যবর), তবে তা ইকরার হওয়ার ক্ষেত্রে মাশাইখ কিরাম মতভেদ করেছেন। বিশুদ্ধতম মত হলে তা তা ইকরার হবে। কেননা, এ বাক্যগুলো ঠাট্টা ও উপহাস স্বরূপ ব্যবহৃত হয় না। আর পূর্বাপর সম্পর্কহীন হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। কাজেই তা দাবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত জবাব হবে (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমি যে তোমার কাছে একশত দিরহাম পাওনা আছি, তা আমাকে পরিশোধ করে দাও। কেননা, আমার করযদাতাগণ আমাকে ছাড়ছে না। বিবাদী বললো, তাদের কাউকে আমার কাছে হাওয়ালা করে দাও, কিংবা তাদের মধ্য থেকে তুমি যাকে চাও আমার কাছে হাওয়ালা করো, কিংবা তাদের মধ্য থেকে কাউকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তার যামিন হবো। কিংবা করযের হাওয়ালা আমি কবূল করে নিবো। এসবেই ইকরার হবে। আর যদি কেউ বলে যে, আমি তো তা তোমাকে পরিশোধ করে দিয়েছি, তবে তাও ইকরার হবে।

আর যদি কেউ বলে যে, তুমি তো তা থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছো, অনুরূপ যদি বলে যে, আমি তা তোমাকে সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দিয়েছি। অনুরূপ যদি বলে যে, তুমি তো তা থেকে আমাকে খালাস করে দিয়েছো, অনুরূপ যদি বলে যে, তুমি তো তা আমাকে হিবা করে দিয়েছো কিংবা আমাকে সাদাকা করে দিয়েছো; অনুরূপ যদি বলে যে, আমি তো তা তোমাকে সোপর্দ করে দিয়েছি, তবে এ সমুদয়ই ইকরার হবে (আল-মাবসূত)।

২৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি তো তা তোমাকে পূর্ণ করে দিয়েছি, তবে তা করযের ইকরার হবে। তাকে তা পরিশোধ করার, অতঃপর যে, পূর্ণ করে দেয়া প্রমাণ করার নির্দেশ দেয়া হবে।

অনুরূপভাবে যদি বিবাদী বাদীকে বলে যে, কসম করো যে, এই মাল আমি তোমাকে পৌঁছে দেইনি, কিংবা বললো, কসম করো যে, এই মাল তোমার কাছে পৌঁছেনি, তবে এটা বিবাদীর পক্ষ থেকে মালের ইকরার হবে এবং তাকে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হবে। এরূপই আমাদের কোন কোন শায়খের ফাতাওয়া বর্ণিত হয়েছে (আল-মুহীত)

২৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, তুমি তো আমাকে এই দাবী থেকে মুক্ত করেছো। কিংবা তুমিতো এই দাবীর ব্যাপারে আমার সাথে সন্ধি করেছো, তবে তা ইকরার হবে না (আল-খুলাসা)।

২৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমি তোমার হকের ব্যাপারে তোমার সাথে সমঝোতা করেছি, তবে তা ইকরার হবে এবং বর্ণনা করা মুকিরের ব্যাপার হবে। আর যদি বলে

যে, তোমার দাবীর ব্যাপারে (সমঝোতা করেছি,) তবে তা ইকরার হবে না (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, এই ঘর থেকে হাজার দিরহামের বিনিময়ে বের হও, কিংবা একে মুক্ত করো, কিংবা একে ছেড়ে দাও, কিংবা আমাকে সোপর্দ করো, কিংবা আমাকে দিয়ে দাও, তবে তা তার জন্য মালিকানা স্বীকার করা হবে। কেননা, এই বাক্যগুলো যখন কোন কিছুর বদলের সাথে উল্লেখ করা হয় এবং এর পূর্বে কোন সমঝোতার কথা না থাকে, তবে উরফ ও দেশাচারে তা দরাদরি বা দর-কষাকষি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর যদি বাক্যগুলোর সাথে বদল উল্লেখ না করে, তবে ইকরার হবে না। আর যদি এরূপ সোলেহ সাব্যস্ত করে যে, একজনে তার ঘর সোপর্দ করবে এবং অপরজন গোলাম সোপর্দ করবে, তবে তা ইকরার হবে না।

কেউ যদি কারো কাছ থেকে একটি ঘর খরিদ করে তারপর অন্যকে বলে যে, এর খরিদকে আমার কাছে হাজার দিরহামে সোপর্দ করে দাও, তবে তাতে তার মালিকানা স্বীকার করা হবে না (মুহীত আস্-সারাখ্সী)।

২৯. মাসআলা ঃ মাজমূউন নাওয়াযিল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কেউ কাউকে বললো যে, আমি তোমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছি। তারপর সে বললো, আমিও তোমার কাছে অনুরূপ পাওনা আছি। কিংবা কেউ কাউকে বললো, আমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি, কিংবা আমি তোমার দাসী বা গোলামকে আযাদ করেছি। তারপর অপর ব্যক্তি বললো, আর তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছো কিংবা তুমি তোমার দাসী বা গোলামকে আযাদ করেছো, তবে এ সম্পর্কে ইব্ন সিমাআ ইমাম মুহাম্মাদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এটা ইকরার হবে। আর যাহির রিওয়ায়াত মতে ইকরার হবে না। ইমাম যহীরুদ্দীন, ইব্ন সিমাআর মত অনুযায়ী ফাতওয়া দিতেন (আল-খুলাসা)।

৩০. মাসআলা ঃ আর যদি ঐ ব্যক্তি বলে যে, তোমার কাছে আমি হাজার দিরহাম পাওনা আছি এবং 'আমিও' শব্দ ব্যবহার না করে, তবে সর্বসম্মতভাবেই এটা ইকরার নয়। আর যদি বলে যে, তোমার কাছে আমি অনুরূপ পাওনা আছি, তবে এক্ষেত্রে মতভেদ আছে। আর যদি বলে, তোমার কাছেও আমি অনুরূপ পাওনা আছি, তবে দৃশ্যতঃ, এতে মতভেদ আছে।

আর যদি ঐ অপর ব্যক্তি বলে যে, তুমিও তোমার গোলাম আযাদ করেছো, তবে কি ঐ অপর ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার গোলাম আযাদ করার স্বীকারোক্তি হবে ? দৃশ্যতঃ এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আর যদি ঐ অপর ব্যক্তি বলে যে, তুমি তোমার গোলাম আযাদ করেছো, তবে সর্বসম্মতভাবেই তাই করা হবে না।

আর অনুরূপভাবে এ অবস্থায়ও মতভেদ রয়েছে যে, যখন কেউ অপর ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি অমুককে হত্যা করেছো, তখন ঐ অপর ব্যক্তি বললো যে, আর তুমিও অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো ; আর যদি ঐ অপর ব্যক্তি বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো। তবে সর্বসম্মতভাবেই তা ইকরার হবে না (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ফারসী ভাষায় বলে যে, مرا از تو چيزيں مى بايد —আমি তোমার কাছে এত দিরহাম পাওনা আছি এবং কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহামের কথা উল্লেখ করে। তখন সম্বোধিত ব্যক্তি বলে যে, مرا نيزاز تو چيزيں مى بايد —আমিও এই পরিমাণ দিরহাম তোমার কাছে পাওনা আছি। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির এই বাক্য প্রথম ব্যক্তির দাবীর ইকরার স্বরূপ হবে। কোন কোন মাশাইখ এরূপই বলেছেন এবং এই বিধান ইমাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মাদ (র) -এর মতের অনুরূপ। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এটা ইকরার হবে না। চাই সে ফারসীতে বলুক কিংবা আরবীতে বলুক।

আর যদি কেউ বলে যে, مرا از تو چیزیں می باید —আমি তোমার কাছে এত পাওনা আছি। তখন সম্বোধিত ব্যক্তি বললো, مرا باری از تو چیزیں می باید —তখন তোমার কাছে আমার এত পাওনা হবো। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির এই কথা প্রথম ব্যক্তির দাবীর ইকরার হবে না (আয-যাখীরা)।

৩২. মাসআলা ঃ উয়ূন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বললো, আমি অমুকের পুত্রকে হত্যা করেছি। তারপর বললো, আমি অমুকের পুত্রকে হত্যা করেছি। তবে এটা একই পুত্রকে হত্যা করার স্বীকারোক্তি হবে। আর সমরকন্দ বাসীদের ফাতওয়ায় উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি অমুককে কেন হত্যা করেছো ? তখন সে বললো, লাওহে মাহ্ফুজে এরূপ লেখা ছিল। কিংবা বললো, আমি আমার শত্রুকে হত্যা করেছি। তবে এটা হত্যার স্বীকারোক্তি হবে। যদি ইচ্ছাকৃত হত্যার স্বীকারোক্তি না করে, তবে তার মাল দ্বারা দিয়াত দেয়ানো হবে। আর যদি এরূপ জবাব দেয় যে, তাকদীরে যা আছে তা হবেই তবে এটা স্বীকারোক্তি হবে না (আল-খুলাসা)।

৩৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো কাছে দুইশত দিরহাম দাবী করে আর বিবাদী বলে যে, আমি তোমাকে একশতের পর একশত দিয়ে দিয়েছি। কাজেই তুমি আমার কাছে কিছু পাবে না। তবে এটা ইকরার হবে না। অনুরূপ কেউ যদি কারো কাছে একশত দিরহাম দাবী করে এবং বিবাদী বলে যে, আমি তোমাকে পঞ্চাশ দিরহাম দিয়ে দিয়েছি, তবে এটা ইকরার হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কারো কাছে এক হাজার দিরহাম দাবী করে আর সে বলে যে, তুমি তার থেকে কিছু নিয়ে নিয়েছো, তবে তা ইকরার হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে যে, তার ওযন কত ? কিংবা তার মুদ্দত কোন্ পর্যন্ত ? কিংবা তার মুদ্রা কি? কিংবা আমি তা থেকে তোমার কাছে মুক্তি নিয়েছি। কিংবা আমি তা তোমাকে পরিশোধ করে দিয়েছি। তবে এগুলো সবই ঐ হাজার দিরহামের ইকরার হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, আমার কাছে তোমার যা ছিল তার অল্প-বেশী সব থেকে তোমার কাছ থেকে মুক্তি নিয়েছি তবে এটা ঐ হাজার দিরহামের ইকরার হবে না। বরং এটা এমন বস্তুর ইকরার যার জিন্স (শ্রেণী) ও পরিমাণ অজ্ঞাত। তাই তা বর্ণনা করার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে। যখন সে বর্ণনা করবে, তখন তালিব থেকে কসম নেওয়া হবে যে, আমি তা তার থেকে উসুল পাইনি। আর মাতলূব থেকে কসম নেয়া হবে যে, এছাড়া আমার উপর কিছু পাওনা নেই (আল-মাবসূত ঃ পরিচ্ছেদ -কোন ব্যক্তির তার অংশের মধ্যে স্বীকারোক্তি)।

৩৫. মাসআলা ঃ যদি কোন মৃত ব্যক্তির উপর করযের দাবী তার কোন ওয়ারিসের কাছে করা হয়, এবং বিবাদী বলে যে, আমার হাতে ত্যাজ্য সম্পদের কিছু নেই, তবে তা ত্যাজ্য সম্পদের ইকরার হবে না (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো অধিকৃত যমীন দাবী করে এবং বিবাদী বাদীকে বলে তোমার জন্য এই যমীন ব্যতীত অন্য যমীন রয়েছে, তবে এটা বিবাদীর পক্ষ থেকে ইকরার হবে (আয-যাহীরিয়্যা)

৩৭. মাসআলা ঃ কেউ কারো বিরুদ্ধে দাবী করলো যে, সে আমার কাছ থেকে এত পরিমাণ দিরহাম অন্যায়ভাবে কবযা করেছে। তখন বিবাদী বললো যে, আমি অন্যায়ভাবে কবযা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিনি। তবে এটা ইককার নয়। আর যদি বলে যে, আমি তোমার নির্দেশে তোমার ভাইকে দিয়েছি, তবে এটা ইকরার হবে। আর তার কর্তব্য হবে বাদীর নির্দেশ প্রমাণ করা (আল-খুলাসা)।

৩৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো উপর দশ দিরহাম দাবী করে এবং বিবাদী বলে যে, এই সমুদয় থেকে আমি পাঁচ দিরহাম দেনা আছি, তবে এটা দশ দিরহামের জন্য ইকরার হবে। অনুরূপ যদি বলে, এই সমুদয়ের মধ্য থেকে পাঁচ দিরহাম বাকী আছে। তবু তা দশ দিরহামের জন্য ইকরার হবে। আর যদি বলে যে, পাঁচ দিরহাম বাকী রয়েছে। তবে তা দশ দিরহামের ইকরার হবে না (আয-যাহীরিয়্যা)।

৩৯. মাসআলা ঃ আল-মুন্তাকা কিতাবে বর্ণিত আছে, কেউ যদি কাউকে বলে যে, আমি তোমার কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছি। সে বললো, কিন্তু তার মধ্য থেকে পাঁচশত দিরহাম নয়। কিংবা বললো, কিন্তু তার মধ্য থেকে পাঁচশত দিরহামের কথা আমি জানি না। তবে এটা পাঁচশত দিরহামের ইকরার হবে।

আর যদি এরূপ বলে যে, কিন্তু পাঁচশত দিরহাম তা নয়। এবং 'তার মধ্য থেকে' কথাটি না বলে, তবে এটা ইকরার নয় (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো, আমি তোমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছি। সে বললো, আল-হাক্কু, কিংবা আস্-সিদ্কু কিংবা আল-ইয়াকীনু। কিংবা বললো, হাক্কান, কিংবা সিদকান, কিংবা ইয়াকীনান। কিংবা বললো, আয়-হাক্কু আল্-হাক্কু, কিংবা আস্-সিদ্কু আস্-সিদ্কু, কিংবা আল-ইয়াকীনু আল-ইয়াকীনু, কিংবা হাক্কান্, হাক্কান্, কিংবা সিদ্কান সিদ্কান কিংবা ইয়াকীনান ইয়াকীনান, কিংবা বললো, আল-বাররু আল-হাক্কু, কিংবা আল-হাক্কু আল-বাররু ইত্যাদি। তবে তা ইকরার হবে।

আর যদি বলে, আল-হাক্কু হাক্কুন্, কিংবা আস্সিদ্কু সিদ্কুন, কিংবা আল-ইয়াকীনু ইয়াকীনুন। অনুরূপ যদি আল-বাবরু শব্দটি পৃথকভাবে ব্যবহার করে এবং বলে, আল-বাররু কিংবা বাররান। আর যদি আল-হাক্কু কিংবা আল-ইয়াকীনু কিংবা আস্-সিদকু-এর সাথে না মিলিয়ে দুইবার করে বলে। যেমন, আল-বাররু আল-বাররু, কিংবা বাররান বাররান। তবে তা ইকরার হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি আস্-সালাহ্ শব্দ পৃথকভাবে ব্যবহার করে, অথবা আল-হাক্কু বা আস্-সিদ্কু-এর সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করে, তবে তা ইকরার হবে না (আল-কাফী)।

৪১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি তোমার কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছি। তখন বিবাদী বলে যে, একশত দীনারের সাথে। এক্ষেত্রে ফকীহ আবূ বকর আসকাফ বলেন, এটা ইকরার হবে না। আর ফকীহ আবুল লায়ছ (র) বলেন, দাবীদার যদি দীনারের ব্যাপারে তাস্দীক করে, তবে সহীহ হবে এবং উভয় বস্তুর ইকরার হবে। আর যদি দীনারের কথা তাকযীব অর্থাৎ অস্বীকার করে, তবে দিরহামের ইকরার সহীহ্ হবে। (আয-যাহীরিয়্যাহ)।

৪২. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি তোমাকে একশত দিরহাম করয দিয়েছি। তখন অপর ব্যক্তি বললো, আমি তুমি ছাড়া অন্য কারো থেকে করয নেইনি। কিংবা তুমি ব্যতীত কারো থেকে কিংবা তোমার পূর্বে কারো থেকে করয নেইনি। কিংবা বললো, আমি তোমার পরে কারো থেকে করয নিবো না। তবে তা ইকরার হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৩. মাসআলা ঃ আল-আসল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কাউকে বলে যে, আমি তোমাকে একশত দিরহাম করয দিয়েছি। আর সে বলে যে, পুনরায় দিরহামের জন্য এরূপ

কাজ করবো না কিংবা বলে যে, এরপর আর এরূপ কাজ করবো না। তবে এটা ইকরার হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, পুনরায় করবো না, তবে তা ইকরার হবে না।

আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি আমার কাছ থেকে একশত দিরহাম ছিনতাই করেছো। আর সে বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এই একশত দিরহাম ব্যতীত আর কিছু ছিনতাই করিনি। তবে তা ইকরার হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এই একশত ছাড়া কিংবা এই একশত ব্যতীত ছিনতাই করিনি তবে তাও ইকরার হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, এই একশতের পরে তোমার কাছ থেকে আমি কিছু ছিনতাই করিনি, কিংবা বলে, এই একশতের সাথে আর কিছু আমি তোমার কাছ থেকে ছিনতাইকারী করিনি। কিংবা বলে, এই একশতের পূর্বে কিছু ছিনতাই করিনি, তবে এটা ঐ একশতের ছিনতাইর ইকরার হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে, তোমার পরে কারো কাছ থেকে ছিনতাই করবো না। কিংবা বলে, তোমার পরে কারো কাছ থেকে ছিনতাই করিনি, তবে তাও ইকরার হবে (আল-মুহীত)।

৪৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমার কাছে তোমার একশত দিরহাম ছাড়া কিংবা একশত দিরহাম ব্যতীত কিংবা একশত দিরহামের বেশী পাওনা নেই, তবে তা একশত দিরহামের ইকরার হবে। আর যদি বলে, আমার কাছে তোমার একশত দিরহামের বেশী বা কম পাওনা নেই, তবে তা ইকরার হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমার কাছে তোমার একশত দিরহামের বেশীও পাওনা নেই এবং একশত দিরহামের কমও পাওনা নেই। তবে কেউ কেউ বলেন, এতে ইকরার হবে না। যেমন শুধু কমের কথা অস্বীকার করলে ইকরার হয় না। (যেমন বলল যে, আমার কাছে তোমার একশত দিরহামের কম পাওনা নেই) আর কেউ কেউ বলেন যে, এটা একশত দিরহামের ইকরার হবে। আর এটাই বিশুদ্ধতর মত (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৪৬. মাসআলা ঃ আর কেউ যদি কাউকে বলে, আমার কাছে তোমার মাত্র একশত দিরহাম পাওনা আছে তবে এটা একশত দিরহামের ইকরার হবে। আর যদি বলে, আমার কাছে তোমার একশত দিরহাম পাওনা নেই, তবে সে কিছুরই পাওনার ইকরার করেনি (আল-মাবসূত)।

৪৭. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি বণ্টনকারীকে বলে যে, এই বাড়িটি বণ্টন করো–তৃতীয়াংশ অমুকের জন্য এবং তৃতীয়াংশ আমার জন্য আর তৃতীয়াংশ আরেক অমুকের জন্য। তবে তার এ কথা অপর দুই ব্যক্তির জন্য বাড়ির দুই-তৃতীয়াংশের ইকরার হবে না– যে পর্যন্ত এরূপ না বলবে যে, বাড়ির এক-তৃতীয়াংশ অমুকের জন্য এবং বাড়ির এক-তৃতীয়াংশ অপর অমুকের জন্য (আয-যাহীরিয়্যা)।

৪৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে অমুকে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে –আমি জানি বা আমার জানা মতে কিংবা আমি জেনেছি। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এসব সম্পূর্ণ বাতিল। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এটা সহীহ্ ইকরার। আর যদি এরূপ বলে যে, আমি জেনেছি, নিশ্চিতরূপে আমার কাছে অমুকে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। কিংবা বলে যে, আমার কছে অমুকে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং আমি তা নিশ্চিতভাবে জেনেছি। তবে সর্বসম্মতভাবে এটা সহীহ্ ইকরার হবে (আয-যাখীরাহ্)।

৪৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে সে হাজার দিরহাম পাওনা আছে–আমি ধারণা করছি কিংবা আমি ধারণা করেছি কিংবা আমি খেয়াল করছি কিংবা আমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

খেয়াল করেছি। কিংবা আমি দেখছি কিংবা আমি দেখেছি। তবে তা বাতিল হবে (আল-মাবসূত—পরিচ্ছেদ ঃ আল-ইস্তিছ্না)।

৫০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে তার হাজার দিরহাম পাওনা আছে— অমুক ব্যক্তির সাক্ষ্য মতে কিংবা অমুক ব্যক্তির জানা মতে, তবে তার যিম্মায় কিছু লাযিম হবে না। আর যদি বলে, অমুকের সাক্ষ্য দ্বারা কিংবা অমুকের জানা দ্বারা, তবে তা ইকরার হবে। আর যদি বলে, অমুকের কথা মতে, কিংবা অমুকের কথা দ্বারা, তবে তার যিম্মায় কিছুই লাযিম হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে সে হাজার দিরহাম পাওনা আছে– আমার হিসাবে বা অমুকের হিসাবে, কিংবা তার হিসাবে কিংবা আমার লেখায় কিংবা অমুকের লেখায়, কিংবা অমুকের লেখা দ্বারা তবে তা বাতিল হবে।

আর যদি বলে, তার চেকে, কিংবা অমুকের চেক অনুযায়ী, কিংবা আমার চেকে কিংবা আমার চেক অনুযায়ী তবে তা ইকরার হবে।

আর যদি কেউ বলে যে, অমুকে আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে— লেখায় বা লেখা অনুযায়ী। কিংবা বললো—আমার কাছে অমুকে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, হিসাবে কিংবা হিসাব দ্বারা কিংবা হিসাব অনুযায়ী তবে তা ইকরার হবে (আল-মুহীত)।

৫২. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, দস্তাবেয অনুযায়ী কিংবা দস্তাবেযে কিংবা লেখা অনুযায়ী কিংবা তার ও আমার মধ্যকার লেখা মতে কিংবা তার ও আমার মধ্যকার হিসাব মতে— এ সমুদয় ইকরার হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে সে হাজার দিরহামের চেক, কিংবা লেখা কিংবা হিসাব পাওনা আছে, তবে তার যিম্মায় মাল লাযিম হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে, আমার কাছে সে হাজার দিরহাম পাওনা আছে– তার ও আমার মধ্যকার শরীকানা বাবদ কিংবা তার ও আমার মধ্যকার তিজারত বাবদ কিংবা আদান-প্রদান বাবদ, তবে তার যিম্মায় হাজার দিরহাম লাযিম হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

৫৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে তার হাজার দিরহাম পাওনা আছে অমুকের বিচারে এবং সে বিচারক কিংবা অমুক ফকীহের বিচারে। কিংবা তার ফাতওয়া অনুযায়ী কিংবা তার ফিকাহ অনুযায়ী, তবে তার যিম্মায় কিছু লাযিম হবে না। আর যদি বলে, অমুকের বিচার দ্বারা এবং অমুক হচ্ছে বিচারক তবে তার যিম্মায় মাল লাযিম হবে। আর যদি অমুক কাযী না হয় এবং তালিব বলে যে, আমি তার কাছে মুকাদ্দমা দায়ের করেছি অতঃপর তিনি আমার পক্ষে তার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন, তবে তার যিম্মায় মাল লাযিম হবে। আর যদি তারা উভয়ে পরস্পরে তাসদীক করে যে, তার কাছে মুকাদ্দমা দায়ের করেনি, তবে মুকিরের যিম্মায় কিছু লাযিম হবে না।

আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে অমুকের হাজার দিরহাম পাওনা আছে তার স্মরণ মতে, তবে তার যিম্মায় কিছু লাযিম হবে না (আল-মাসবূত, পরিচ্ছেদঃ আল-ইস্তিছ্না)।

৫৫. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইকরার করে এবং বলে যে, আমার কাছে অমুক হাজার দিরহাম পাওনা আছে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, ইকরার বাতিল হবে, আর এটা ইস্তিহ্সান (আল-মুহীত)।

৫৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, এই গোলাম আমি গসব (ছিনতাই) করেছি ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা, তবে তার যিম্মায় কিছু লাযিম হবে না (আল-খুলাসা)।

৫৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ তার রোজনামচায় লিখে যে, আমার কাছে অমুকে এত দিরহাম পাওনা আছে এবং সে তাকে এই সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছে। এই লেখা যার হাতে পৌছবে সে এই হক পরিশোধের জন্য ওয়ালী হবে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াস মতে রোজনামচায় যা লেখা আছে তা তার যিম্মায় লাযিম হবে না। আর সাহিবায়নের মতে ইস্তিহ্সান স্বরূপ তার যিম্মায় লাযিম হবে (আল-মাবসূত)।

৫৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, আমি তোমার কাছ থেকে এই গোলাম গতকাল গসব করেছি ইনশাআল্লাহ্ তাআলা তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইকরার বাতিল হবে আর ইস্তিছ্না সহীহ্ হবে (আল-মুহীত)।

৫৯. মাসআলা ঃ আর এটাই যাহির রিওয়ায়াত (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৬০. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, আমার কাছে অমুকে হাজার দিরহাম পাবে যদি অমুক ব্যক্তি চায়। এ ইকরার বাতিল হবে যদিও সেই অমুক ব্যক্তি চায়। অনুরূপভাবে সকল শর্তযুক্ত ইকরারের বিধান হবে। যেমন কেউ বললো, যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি, কিংবা আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করে, কিংবা বায়ু প্রবাহিত হয়, কিংবা আল্লাহ্ তা'আলা যদি হুকুম করেন, কিংবা তা ইচ্ছা করেন, কিংবা তার প্রতি রাযী হন, কিংবা তাকে ভালবাসেন, কিংবা তাকে অভাবগ্রস্ত করেন, কিংবা সচ্ছল করেন, কিংবা যদি আমি এরূপ সুসংবাদ পাই, এই সমুদয় এবং অনুরূপ সকল শর্ত ইকরার বাতিলকারী হবে যদি তা সাথে সাথে হয় (আত্-তাবয়ীন)।

৬১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, আমার কাছে সে হাজার দিরহাম পাওনা আছে; কিন্তু যদি এছাড়া অন্য কিছু আমার কাছে প্রকাশিত হয়, কিংবা বলে, কিন্তু যদি এর বিপরীত আমি কিছু দেখতে পাই। তবে এই ইকরার বাতিল হবে–চাই তার জন্য প্রকাশিত হোক কিংবা তার জন্য প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে সে মারা যাক। কিংবা তার বিপরীত কিছু দেখতে পাক।

আর যদি কেউ বলে, আমার কাছে সে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, যদি সে আমার আসবাবপত্র বহন করে আমার বসরার গৃহে পৌছে দেয়। তারপর সে তা করলো এবং সে উপস্থিত থেকে এই কথা শুনে থাকে, তবে তা জাইয হবে এবং মাল ওয়াজিব হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে, আমার কাছে তুমি হাজার দিরহাম পাওনা আছ, যদি তুমি আমার এই আসবাবপত্র বহন করে আমার গৃহে পৌছে দাও, তবে তা মযদুর নিয়োগ করা বলে গণ্য হবে (আল-মাবসূত)।

৬২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, তোমরা সাক্ষী থাকো, সে আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে আমি যদি মারা যাই, তবে তা তার উপর ওয়াজিব হবে–সে মারা যাক বা জীবিত থাক। আর অনুরূপ যদি বলে, তার জন্য আমার উপর হাজার দিরহাম যদি আমি মারা যাই, তবে তা তার উপর ওয়াজিব হবে –সে মারা যাক বা জীবিত থাক।

আর অনুরূপ যদি বলে, আমার উপর হাজার দিরহাম যখন মাস শুরু হবে। কিংবা যখন মানুষ ইফতার করবে, কিংবা যখন ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহা আসবে, তাহলে একই বিধান হবে (আত্-তাবয়ীন)।

৬৩. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি বলে যখন অমুক আসবে, কিংবা বললো, যদি অমুক আসে, তবে সে আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে তা বাতিল হবে। আর যদি বলে, তুমি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছ। যখন অমুক আসবে। তবে তা জাইয হবে যদি তালিব দাবী করে যে, আগমনকারীর কাছে সে হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং আগমনকারীর আসা পর্যন্ত সে আমার জন্য তার যামিন হয়েছে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বললো, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে—যদি সে কসম করে, কিংবা যদি তাকে কসম করানো হয়, কিংবা যখন সে কসম করবে, কিংবা যে সময় কসম করবে, কিংবা কসম করার সময়, কিংবা তার কসমের সাথে কিংবা তার কসমের মধ্যে কিংবা তার কসমের পরে, তারপর সেই অমুক ব্যক্তি তার উপর কসম করলো, এবং মুকির মাল দিতে অস্বীকার করলো, তবে মালের জন্য তাকে পাকড়াও করা যাবে না (আল-মাবসূত)।

৬৫. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো, আমার এই গোলাম তুমি আমার নিকট হতে খরিদ করো, কিংবা বললো, আমার নিকট হতে তুমি তা ইজারা নাও। কিংবা বললো, আমার এই ঘর তোমাকে ধার স্বরূপ দিয়েছি, তখন সে বললো, হ্যাঁ! তবে তার এই হ্যাঁ বলা মালিকানার জন্য ইকরার হবে।

আর অনুরূপ, যদি সে বলে, আমার এই গোলামের মজুরী আমাকে দিয়ে দাও, কিংবা আমার এই গোলামের কাপড় আমাকে দাও, তখন সে বললো, জী (নিয়ে নাও) তবে তা তার জন্য কাপড় ও গোলামের মালিকানার ইকরার হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার এই ঘরের দরজা ছিদ্র করে দাও, কিংবা আমার এই ঘরে চুনকাম করে দাও, কিংবা বললো, আমার এই বাহনজন্তুকে যীন লাগিয়ে দাও, কিংবা আমার এই খচ্চরকে লাগাম লাগিয়ে দাও, কিংবা আমার এই খচ্চরের যীন আমাকে দাও। কিংবা আমার এই খচ্চরের লাগাম আমাকে দাও, তখন সে বললো, হ্যাঁ। তবে এটা ইকরার হবে। আর যদি এসবগুলোর জওয়াবে সে বলে 'না'। তবে তা ইকরার হবে না (আয-যাহীরিয়্যাহ)।

৬৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে, তোমার কাছে আমি হাজার দিরহাম পাওনা আছি। সে বললো, হ্যাঁ! তবে এটা ইকরার হবে। আর অনুরূপভাবে যদি কারো হাতে কোন কাপড় থাকে এবং সে বলে যে, এটি আমাকে অমুকে হিবা করেছে, আর অমুক বলে, হ্যাঁ, কিংবা বললো, সত্য বলেছে। কিংবা বললো, ঠিক বটে। কিংবা ফারসী ভাষায় বললো, آرے (আরে) তবে তা ইকরার হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৬৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করে তোমার কাছে কি অমুকে এত দিরহাম পাবে ? আর সে মাথা ঝুঁকিয়ে ইঙ্গিতে হ্যাঁ বলে তবে তা ইকরার হবে না (আত্-তাব্য়ীন)।

৬৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে, অমুককে খবর দাও কিংবা তাকে জানিয়ে দাও, কিংবা তাকে বলো, কিংবা তুমি সাক্ষী থাকো, কিংবা তাকে সুসংবাদ দাও, আমার কাছে তার হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে তা ইকরার হবে।

আর অনুরূপ যদি বলে, আমি অমুককে খবর দিবো যে, সে তোমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, কিংবা আমি অমুককে জানিয়ে দিবো কিংবা আমি সাক্ষী দিবো যে, তোমার কাছে সে হাজার দিরহাম পাওনা আছে কিংবা বললো, আমি তাকে বলবো, তখন সে তাকে বললো, হ্যাঁ, তবে এ সবই ইকরার হবে (আল-মুহীত)।

৭০. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, অমুকের সরকারী হাজার দিরহাম আমার কাছে পাওনা আছে বলে তুমি সাক্ষ্য দিও না তবে তা ইকরার হবে না। আর অনুরূপ যদি বলে, অমুকে আমার কাছে কিছু পাওনা নেই। তাই তুমি তাকে এ খবর দিওনা যে, সে আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে। কিংবা বললো, তুমি বলো না যে, সে আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে তাও ইকরার হবে না।

আর যদি প্রথম এরূপ বলে যে, অমুক ব্যক্তিকে খবর দিও না যে, আমার কাছে তার হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে তা ইকরার হবে।

আর নাতিকী তাঁর আজনাস কিতাবে ইমাম কারখী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'খবর দিও না' বলা সাক্ষ্য দিও না' বলার অনুরূপ। উভয় অবস্থায়ই ইকরার হবে না। আর সহীহ্ হলো, এই উভয় বাক্যের মধ্যে পার্থক্য আছে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৭১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, স্ত্রীর নিকট তোমরা গোপন রাখো যে, আমি তাকে তালাক দিয়েছি। কিংবা স্ত্রীকে আমার তালাক দেয়া তোমরা তার কাছে গোপন রাখো, তবে এটা ইকরার হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে যে, তোমরা তাকে খবর দিও না যে, আমি তাকে তালাক দিয়েছি। তবে তাতে ইকরার হবে না। আর যদি বলে, স্ত্রীর কাছে তার তালাক গোপন রাখো। তবে এতে তালাক হবে না (আয-যাখীরাহ)।

৭২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমার কাছে কম-বেশী গোলাম ইত্যাদি যা আছে, তা সমুদয় অমুক ব্যক্তির। তবে এ স্বীকারোক্তি শুদ্ধ। তখন যদি ঐ ব্যক্তি আসে এবং মুকিরের নিকট যা আছে তা নিতে চায়, আর উভয়ের মধ্যে একটি গোলাম নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। ঐ ব্যক্তি বলে যে, এই গোলাম ইকরারের দিন তোমার কাছে ছিল, সুতরাং তা আমার। আর মুকির বলে যে, ঐ দিন এই গোলাম আমার কাছে ছিল না। তারপরে আমি এই গোলামের মালিক হয়েছি। তবে মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি মুকির লাহু সাক্ষ্য পেশ করে যে, উক্ত গোলাম মুকিরের ইকরারের দিন তার কাছে ছিল, তবে তখন মুকির লাহুর পক্ষে গোলামের ফয়সালা দেয়া হবে (আল-মুহীত)।

৭৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বললো, আমার কাছে যা আছে তা সব কিংবা যা আমার বলে পরিচিত তা সব কিংবা যা আমার সাথে সম্পৃক্ত তা সব অমুকের জন্য। এটা ইকরার হবে (আল-খুলাসা)।

৭৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, আমার সব কিছু কিংবা আমি যার মালিক তা সমুদয় অমুকের, তবে তা হিবা হবে। সোপর্দ করা ব্যতীত তা জাইয হবে না। তবে সোপর্দ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

আর যদি কেউ বলে, আমার ঘরে যা আছে তা সমুদয় অমুকের, তবে তা ইকরার হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭৫. মাসআলা ঃ আর যদি ইজারা গ্রহণকারী এরূপ ইকরার করে যে, কম-বেশী যে পণ্যদ্রব্য, সামগ্রী ও উপস্থিত-অনুপস্থিত মালামাল আমার আওতায় আছে, তা অমুকের এবং সে বললো, আমি তাতে তার ইজারাদার তবে তা জাইয হবে। আর যা কিছু ঐ ইকরারের দিন তার কাছে থাকবে তা সব ঐ অমুক ব্যক্তির হবে। তাতে ইজারাদারের কোন হক থাকবে না। কিন্তু আমি ইস্তিহ্সান স্বরূপ বলছি যে, খাদ্য ও বস্ত্র ইজারাদারের জন্য ধার্য করা যাবে।

আর যদি ইজারাদার ইকরার করে যে, অমুক ব্যবসায়ের যা কিছু আমার কাছে আছে, তা অমুকের। তবে ইকরারের সময় ঐ ব্যবসায়ের যে মাল তার কাছে থাকবে, তা সবই ঐ অমুক ব্যক্তির হবে। আর যা কিছু অন্য ব্যবসায়ের মাল তার কাছে থাকবে তার কিছুই 'অমুক' পাবে না। আর ঐ সব মালের পরিচয়ের ক্ষেত্রে মুকির তথা ইজারাদারের বর্ণনাই ধর্তব্য হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি ইজারাদার দাবী করে যে, আমার কাছে ঐ ব্যবসায়ের যা কিছু মাল ছিল তা কোন আপদের কারণে আমার ইকরারের পর নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবে এক্ষেত্রে তার কথা কসমের সাথে গৃহীত হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি ইজারাদার ইকরার করে যে, আমার কাছে যা কিছু ব্যবসা আছে বা মাল আছে, তা অমুকের এবং তার কাছে যদি চেক বা হুবহু মাল থাকে, তবে তা সমুদয় অমুকের হবে।

আর যদি ইকরার করে যে, আমার কাছে যে খাদ্য দ্রব্য আছে, তা অমুকের এবং তার কাছে গম, যব, তিল ও খেজুর থাকে, তবে তার মধ্য থেকে একমাত্র গম ছাড়া আর কিছুই অমুকের জন্য হবে না। আর যদি তার কাছে গম না থাকে, তবে অমুক কিছুই পাবে না (আল-মাবসূত পরিচ্ছেদ ঃ মাহজুর ও মামলূকের ইকরার)।

৭৬. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার সুস্থাবস্থায় ইকরার করে যে, যা কিছু আমার ঘরে বিছানাপত্র ও তৈজসপত্র ইত্যাদি আছে। যার উপর গৃহসামগ্রী হিসাবে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা সবই আমার এই কন্যার। আর গ্রামে ঐ ব্যক্তির কিছু চতুষ্পদ জন্তু ও কিছু গোলাম রয়েছে এবং সে শহরে বাস করে। তবে তার ইকরার যে ঘরে সে বসবাস করে, সেই ঘরের তৈজসপত্র ও মাল-আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর যদি তার চতুষ্পদ জন্তুগুলো এরূপ হয় যে, দিনের বেলা বাইরে চরতে যায় এবং রাতের বেলা ঘরে ফিরে আসে, তবে তাও এই ইকরারের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর অনুরূপভাবে যেসব গোলাম দিনের বেলা প্রয়োজনবশত বাইরে থাকে এবং রাতের বেলা উক্ত গৃহে এসে রাত যাপন করে, তাদের ক্ষেত্রেও এই ইকরার প্রযোজ্য হবে। এসব ছাড়া ঐ গৃহে যা থাকবে তা এই ইকরারের মধ্যে শামিল হবে না (আয যাহীরিয়্যা)।

৭৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার শরীর ও জ্ঞান সুস্থ থাকা অবস্থায় ইকরার করলো যে, যা কিছু আমার ঘরে আছে তা সবই আমার স্ত্রীর আমার পরণের কাপড় ছাড়া। অতঃপর ঐ ব্যক্তি মারা গেলো এবং এক পুত্র রেখে গেলো। তারপর পুত্র দাবী করলো যে, এগুলো আমার পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। তবে যে বস্তু সম্পর্কে স্ত্রী জানে যে, এই বস্তু সহীহ্ বায় ও সহীহ্ হিবার মাধ্যমে তার স্বামী তাকে মালিক বানিয়ে দেয়ায় তার হয়ে গিয়েছে, কিংবা স্বামীর কাছে তার যে মাহর পাওনা ছিল তাহলে এই ইকরারকে প্রমাণরূপে গণ্য করে পুত্রকে তার বাধা দেয়ার অধিকার রয়েছে। আর যে বস্তুর সে প্রকৃত মালিক নয়, তা এই ইকরারের কারণে তার ও আল্লাহ্র মাঝে বিদ্যমান দায়বদ্দার দিক থেকে সে মালিক হবে না। বরং তা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদ। কিন্তু সাক্ষিগণ যদি এই ইকরারের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে কাযীর জন্য ওয়াজিব হবে যা কিছু ইকরারের দিন ঐ ঘরে মওজুদ ছিল তা সব স্ত্রীর নামে ডিক্রী করে দেয়া (আল-খুলাসা)।

৭৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমার স্ত্রীর জন্য এই ঘর এবং যা কিছু এই ঘরের দরওয়াযা ভেতরে বন্ধ করে নিয়েছে। আর ঘরের মধ্যে যদি মাল-আসবাব মওজুদ থাকে, তবে স্ত্রীর জন্য ঘর ও মাল-আসবাব উভয় হবে। আর যদি ইকরারের স্থলে বিক্রয় শব্দ ব্যবহৃত হয়, তবে বিধান এর বিপরীত হবে। কেননা, মাল-আসবাব বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হবে না। আর এরূপ হবে যেনো সে বলেছে যে, আমি তোমার কাছে ঘরটি তার হুকসমূহ সহ বিক্রি করেছি!

যদি কেউ তার মাতার মাল নষ্ট করে ফেলে, তারপর তাকে বলে যে, আমার কাছে যা কিছু আছে তা সবই আপনার। তারপর সে মারা যায় এবং যে সব মালের কথা সে ইকরার করেছে তা অবিকল তার কাছে বিদ্যমান থাকে, তবে তা সব মাতার জন্য হবে। আর যদি পুত্র তা নষ্ট করে ফেলে অর্থাৎ অবিকল বিদ্যমান না থাকে, আর তা যদি পরিমাপ ও ওযনযোগ্য বস্তু না হয়। আর সে দিরহাম ও দীনার রেখে যায়, তবে ঐ ইকরারের পর পুত্রের মাতার এই অধিকার থাকবে যে, সে তা হতে এই পরিমাণ নিয়ে নিবে যে পরিমাণ সে নষ্ট করেছে। কেননা, এটি তাদের মধ্যে একটি সোলেহ বা আপষ হয়ে গিয়েছিল। আর যখন আপসের বদল সে নষ্ট করে

ফেলেছে, তখন আপষ বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং ঋণ যেরূপ ছিল সেরূপই ফিরে এসেছে। (আয-যাখীরাহ)।

৭৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো পক্ষে একটি প্রাচীর ইকরার করে, তারপর বলে যে, আমার ইকরারের অর্থ শুধু প্রাচীর ছিল। তা যে যমীনের উপর অবস্থিত সেই যমীন ইকরারে দাখিল ছিল না। তবে তার এ কথা তাসদীক করা যাবে না। বরং ঐ প্রাচীর যমীনসহ ডিক্রী হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ কারো জন্য পাকা ইটের খুঁটির ইকরার করে, তবু এই বিধান হবে। কিন্তু যদি খুঁটি কাঠের হয়, তবে মুকির লাহ্ শুধু কাঠের খুঁটি পাবে–যমীন পাবে না। সুতরাং তা যদি কোন ক্ষতি ছাড়া তুলে নেয়া সম্ভব হয়, তবে মুকির লাহ্ তা তুলে নিবে। আর যদি ক্ষতি ছাড়া তা তুলে নেয়া সম্ভব না হয়, তবে ইকরার কারী তালিবের জন্য তার মূল্যের যিমান দিবে (আল মাবসূত)।

৮০. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, এই বাড়ীর ইমারতের ভিত্তি অমুক ব্যক্তির। তবে ঐ ইমারতের নীচের যমীন ঐ ব্যক্তির হবে না (আয-যাহীরিয়্যা)।

৮১. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার বাগান বা যমীনে লাগানো বৃক্ষ অন্য কারো জন্য ইকরার করে, তবে ইকরারের মধ্যে ঐ বৃক্ষের সাথে এই পরিমাণ যমীনও তার মধ্যে শামিল হবে–যাতে ঐ বৃক্ষের মূল রয়েছে। আর কিতাবে একথা উল্লেখ নেই যে, কি পরিমাণ যমীন শামিল হবে। কিন্তু অন্যত্র ইশারা করা হয়েছে যে, যে পরিমাণ যমীন পর্যন্ত বৃক্ষের কাণ্ড বিস্তৃত থাকবে সেই পরিমাণ যমীন ইকরারে দাখিল থাকবে। এমনকি যদি এই বৃক্ষটি উপড়ে যায় এবং তদস্থলে অন্য একটি গাছ উত্থিত হয়, তবে সেটি মুকির লাহ্র হবে। এ মাসআলায় মাশাইখ কিরাম মতভেদ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, বৃক্ষের কাণ্ডসম বড় শিকড়গুলো যে পরিমাণ যমীনে থাকে, তা ইকরারে শামিল হবে। বড় শিকড় থেকে যে ছোট শিকড় বের হয় তার বিস্তার লাভের যমীন ইকরারে শামিল হবে না। আর কেউ কেউ বলেন যে, ঐসব শিকড়ের স্থান শামিল হবে যেগুলো ব্যতীত বৃক্ষ বেঁচে থাকতে পারে না। এর চেয়ে বেশী যমীন ইকরারে শামিল হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ঠিক দুপুরের সময় যখন সূর্য আকাশে স্থির হয়। তখন যে পরিমাণ যমীনে বৃক্ষের ছায়া পড়ে, সেই পরিমাণ শামিল হবে। বাকী যমীন শামিল হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, ইকরারের সময় বৃক্ষ যে পরিমাণ মোটা ছিল ঐ পরিমাণ যমীন শামিল হবে (আল-মুহীত)।

৮২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, এই গাছে যে ফল আছে, তা অমুক ব্যক্তির জন্য, তবে এই ইকরার দ্বারা ঐ গাছ সহ ফল বুঝা যাবে না। আর যদি কেউ বলে যে, এই যমীনে যে ফসল আছে, তা অমুকের, তবে সে শুধু ফসলই পাবে-যমীন নয় (আয-যাখীরা)।

৮৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, এই আঙ্গুরের তাক বা গুল্ম অমুক ব্যক্তির। তবে সে আঙ্গুরের গুল্মসহ তার যমীন এবং যা কিছু তাতে বৃক্ষ ও ইমারত আছে সব পাবে।

আর কেউ যদি বলে যে, এই যমীন অমুকের, কিন্তু যমীনের খেজুর গাছটি আমার। কিংবা বললো, এই যমীন অমুকের, কিন্তু খেজুর গাছটি তার নয়। তবে ঐ যমীন গাছ সহই তার হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, এই গাছটি তার মূলসহ অমুকের এবং তার ফল আমার। তবে গাছ তার ফলসহই অমুকের হবে (আল-মুহীত)।

৮৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বললো, এই যমীন অমুকের অথচ এতে ফসল রয়েছে। তবে যমীন তার ফসলসহ অমুকের হবে। আর যদি ইকরারকারী সাক্ষী পেশ করে যে, এই ফসল আমার। চাই কাযীর নির্দেশ দানের পূর্বে হোক বা পরে হোক— সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদি যমীনে

pdf By Syed Mostafa Sakib

খেজুর গাছ থাকে তাহলেও এই বিধান হবে। যদি ইকরারকারী এরূপ সাক্ষী পেশ করে যে, ঐ গাছ আমার। তা কবুল হবে না। তবে ইকরারকারী যদি এরূপ ইকরার করে যে, যমীন অমুকের এবং গাছ আমার, তবে সে ক্ষেত্রে মুকির লাহ্র জন্য গাছের ডিক্রী দেয়া যাবে না (আল-ওয়াকিআ আল-হুস্সামিয়া)।

৮৫. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, কেউ যদি বলে যে, এই বাড়ি অমুকের তবে ইমারত তার মধ্যে দাখিল হবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে, এই বাড়ির যমীন অমুকের, তবে তার মধ্যে ইমারত শামিল হবে (আয-যাখীরা)।

৮৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো জন্য ইকরার করে যে, এই আংটি তার, তবে আংটির গোলক ও নগীনা উভয় তার হবে। আর যদি তলোয়ারের ইকরার করে, তবে তলোয়ারের ফলা ও কোষ ইত্যাদি সব মুকির লাহ্র হবে।

আর যদি হাজলার (নব পরিণীতার জন্য সজ্জিত গৃহের) ইকরার করে, তবে ঐ গৃহের কাঠ, কাপড় সব মুকির লাহ্র হবে (আল-কাফী)।

৮৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কবযায় একটি বাড়ী আছে। সে বললো, এই বাড়ী অমুকের কিন্তু নির্দিষ্ট একটি ঘর কিংবা নির্দিষ্ট একটি অংশ আমার। তবে তার কথা অনুযায়ী হবে। আর যদি বলে, এই ঘরটি আমার, কিংবা বললো, কিন্তু এই ঘর আমার। তবে সমস্ত বাড়ীটিই ঐ অমুকের হবে। আর যদি বলে যে, এই বাড়ীটি অমুকের এবং এই ঘরটি আরেক জনের, তবে তার কথা অনুসারে হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৮৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, এই বাড়ীটি অমুকের এবং তার ইমারত আমার। কিংবা বললো, এই যমীনটি অমুকের এবং তার গাছ আমার, কিংবা বললো, গাছটি তার মূলসহ অমুকের এবং ফল আমার। তবে সমুদয়ই মুকির লাহ্র হবে। দলীল-প্রমাণ ব্যতীত ইকরারকারীর তাস্দীক করা যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, এই বাড়ীটি অমুকের তার ইমারত ব্যতীত, কেননা তা আমার। তবে ইমারতের ক্ষেত্রে তার তাস্দীক করা যাবে না। আর এইভাবে কেউ যদি বলে, এই বাগানটি অমুকের মূল ছাড়া একটি গাছ ব্যতীত, কেননা, সেটি আমার, কিংবা বললো, এই জুব্বাটি অমুকের- তার ভেতরের পার্ট ব্যতীত, কেননা তা আমার, এবং এই তলোয়ারটি অমুকের তার অলংকার ব্যতীত, কেননা, তা আমার, এই আংটিটি অমুকের তার নগীনা ব্যতীত, কেননা, সেটি আমার, আর এই রিংটি অমুকের তার নগীনা ব্যতীত –কেননা, তা আমার। এইসব অবস্থায়ও অনুরূপ বিধান হবে। অর্থাৎ ব্যতিক্রম করার ক্ষেত্রে মুকিরের তাস্দীক হবে না (আল-মাবসূত)।

৯০. মাসআলা ঃ আর কেউ যদি বলে যে, বাড়ীর ইমারত আমার এবং উঠান অমুকের। তবে তার কথা অনুযায়ী হবে (আল-কান্য)।

৯১. মাসআলা ঃ কেউ বললো, এই বাড়ীর ইমারত আমার, এবং এর যমীন অমুকের। কিংবা এই বাড়ীর যমীন অমুকের এবং ইমারত আমার তবে ইমারত ও যমীন মুকির লাহ্র হবে। আর যদি বলে, এই বাড়ীর যমীন আমার এবং ইমারত অমুকের, তবে যমীন তার হবে এবং ইমারত অমুকের হবে। আর যদি বলে, যমীন অমুকের এবং ইমারত আরেক জনের, তবে যমীন ও ইমারত প্রথম মুকির লাহ্র হবে। আর যদি বলে ইমারত অমুকের এবং যমীন আরেক জনের, তবে তার কথা অনুযায়ী হবে (আল-মুহীত)।

৯২. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকায় বর্ণিত আছে যে, কেউ কাউকে বললো, এই আংটিটি আমার এবং এর নগীনা তোমার, এই বৃত্তটি আমার এবং এর অলংকার তোমার, এই

তলোয়ারটি আমার এবং এর অলংকার তোমার, এই জুব্বাটি আমার এবং এর ভেতরের পার্ট তোমার, আর মুকির লাহু বললো, সমুদয়ই আমার। তবে মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এরপর দেখতে হবে যে, মুকির যে বস্তু ইকরার করেছে তা পৃথক করায় যদি কোন লোকসান না হয়, তবে মুকিরকে নির্দেশ দেয়া হবে তা পৃথক করে মুকির লাহুকে দিয়ে দিতে। আর যদি লোকসান হয়, আর মুকির তার ইকরারকৃত বস্তুর মূল্য মুকির লাহুকে দিতে চায়, তবে তা সে দিতে পারবে। আর এ সবগুলো ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত (আয-যাখীরাহ)।

৯৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির কবযায় যদি কোন দাসীর সন্তান জন্ম হয় এবং ঐ ব্যক্তি বলে যে, দাসী অমুকের এবং সন্তান আমার। তবে তার কথা অনুযায়ী হবে। আর এইভাবে অন্যান্য জন্তুর সন্তানের এবং গাছ থেকে পাড়া ফলের ক্ষেত্রে একই বিধান হবে (আল-মাবসূত)।

৯৪. মাসআলা ঃ কারো কবযায় যদি কোন সিন্ধুক থাকে এবং তাতে মাল-দওলত থাকে আর সে বলে যে, এই সিন্দুক অমুকের এবং মাল-দওলত আমার, কিংবা কেউ যদি বলে যে, এই বাড়ীটি অমুকের এবং এর ভেতরকার ধন-দওলত আমার তবে তার কথা গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে যে, এই থলেটি অমুকের, তবে তার ভেতরের দিরহাম সহ অমুকের হবে। আর যদি সে বলে যে, আমি শুধু থলেটির কথা বলেছি, তার ভেতরের দিরহামের কথা বলিনি, তবে তার কথার তাসদীক করা যাবে না।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, এই ঝুড়িটি অমুকের তবে তার মধ্যকার ফলসহ মুকির লাহুর হবে। আর অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, এই মটকা অমুকের এবং মটকা সিরকা ভরতি থাকে, তবু এই বিধান হবে। কিংবা যদি বলে, এই গাঁটুরি অমুকের এবং তাতে হিরাতী কাপড় থাকে, কিংবা যদি বলে, এই পাত্রটি অমুকের এবং তাতে আটা ভরতি থাকে, কিংবা যদি বলে, এই চটের থলেটি অমুকের এবং তাতে গম ভরতি থাকে, আর সে বলে যে, আমি থলে ও পাত্র দ্বারা শুধু থলে ও পাত্রই বুঝিয়েছি। তার ভেতরকার মালকে বুঝাইনি তবে তার তাসদীক করা যাবে। মোট কথা, প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রে রেওয়াজ ও দেশাচার অনুযায়ী ইকরার সাব্যস্ত হবে।

আর কেউ যদি ঘি রাখার চর্মপাত্র দেখে বলে যে, এই চর্মপাত্রটি অমুকের তবে তা শুধু ঐ চর্মপাত্রটির ইকরার হবে। আর কেউ যদি বলে, এই গমের ভূসি অমুকের তবে অমুক শুধু ভূসি পাবে। আর যদি কেউ বলে যে, এই শীষের গম অমুকের। তবে অমুক শীষসহ গম পাবে। আর যদি কেউ বলে যে, এই আচকানের বহিরাংশ অমুকের, তবে অমুক সম্পূর্ণ আচকানটি পাবে। আর যদি বলে যে, এই আচকানের ভেতরের পার্ট অমুকের, তবে সে ভেতরের পার্টের যামিন হবে অর্থাৎ তার মূল্য দিতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি বলে যে, এই মশক (পানিবাহী চর্ম পাত্র) অমুকের এবং তাতে পানি থাকে, তবে পানিটুকু মুকির লাহুর হবে –মশক হবে না (আল-মুহীত)।

৯৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, এই গম সেই ফসল যা অমুকের যমীনে ছিল, কিংবা বললো, এই গম সেই ফসল যা অমুকের যমীন থেকে কাটা হয়েছে, তবে তা গমের ইকরার হবে।

অনুরূপভাবে যদি বলে যে, এই কিশমিশ অমুকের আঙ্গুরের, কিংবা এই খেজুর অমুকের গাছের, তবু এই বিধান হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, এই পশম যা আমার কাছে আছে তা অমুকের বকরীর। কিংবা বললো, এই দুধ যা আমার কাছে আছে তা অমুকের বকরীর, কিংবা মাখন বা পনীর সম্পর্কে এরূপ বললো, তবে এটা এই সব জিনিসে অমুকের মালিকানার ইকরার হবে (আল-মুহীত ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯৮. মাসআলা ঃ দাস-দাসী ব্যতীত সমস্ত জীবজন্তুর বাচ্চা সম্পর্কেও এই বিধান প্রযোজ্য হবে (আল-মুহীত)।

৯৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুকে এই যমীন চাষ করেছে, কিংবা এই ঘর তৈরী করেছে, কিংবা এই আঙ্গুর গাছ লাগিয়েছে আর এগুলো সবই মুকিরের কবযায় থাকে, তারপর মুকির লাহু দাবী করলো যে, এগুলো তার এবং মুকির বললো, এগুলো সবই আমার। এ কাজে আমি তোমার সাহায্য নিয়েছি এবং তুমি আমাকে সাহায্য করেছো। কিংবা তুমি মজুরী নিয়ে আমাকে এ কাজ করে দিয়েছো। তবে মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-কাফী)।

১০০. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, এই আটা অমুক ব্যক্তির পেষানো, তবে তা ইকরার হবে না (আল-খুলাসা)।

১০১. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এই এই জিনিস গসব (ছিনতাই) করেছি, তবে তা উভয় জিনিসের গসবের ইকরার হবে। যদি বলে, গোলাম ও দাসী গসব করেছি, তবে উভয়ের গসবের ইকরার হবে।

অনুরূপভাবে যদি বলে, এইবস্তু ঐ বস্তুর সাথে গসব করেছি। যেমন বললো, বাহন জন্তু তার যীমের সাথে গসব করেছি।

অনুরূপভাবে যদি বলে, এই বস্তু ঐ বস্তুসহ যেমন বললো, ঘোড়া তার লাগামসহ এবং গোলাম তার রুমালসহ গসব করেছি। তবে তা উভয়ের গসবের ইকরার হবে।

অনুরূপভাবে যদি বলে, এই বস্তু তারপর ঐ বস্তু। যেমন বললো, গোলাম তারপর দাসী গসব করেছি, তবে উভয়ের গসবের ইকরার হবে।

অনুরূপভাবে যদি বলে, এই বস্তু তার উপরে ঐ বস্তু, যেমন বললো, আমি একটি বাহন জন্তু গসব করেছি এবং তার উপর তার যীন রয়েছে, তবে উভয়টি গসব করার ইকরার হবে।

আর যদি বলে যে, তার থেকে গসব করেছি যেমন তার গোলাম থেকে আমি রুমাল গসব করেছি এবং তার ঘোড়া থেকে যীন গসব করেছি, তবে বিশেষ করে রুমাল ও যীন গসব করার ইকরার হবে।

অনুরূপভাবে যদি বলে, এই বস্তু ঐ বস্তুর উপর যেমন আমি তার গাঁধার উপর থেকে পালান বা গদি গসব করেছি, তবে পালান বা গদি গসব করার ইকরার হবে।

আর যদি বলে, এই বস্তু ঐ বস্তুর মধ্যে আর দ্বিতীয় বস্তু প্রথম বস্তুর জন্য পাত্র হতে পারে। যেমন আমি রুমালের মধ্যে করে কাপড় গসব করেছি, কিংবা খাদ্যদ্রব্য নৌকার মধ্যে করে গসব করেছি, তবে এসব অবস্থায় উভয় বস্তু গসব করার ইকরার হবে। অনুরূপ বাঁশের ঝুঁড়ির মধ্যে করে খেজুর গসব করার কথা বললে কিংবা চটের থলের মধ্যে করে গম গসব করার কথা বললে উভয়ের গসবের ইকরার হবে।

আর যদি দ্বিতীয় বস্তু প্রথম বস্তুর জন্য পাত্র হতে না পারে যেমন কেউ বললো, আমি দিরহামের মধ্যে করে দিরহাম গসব করেছি, তবে দ্বিতীয় বস্তু তার যিম্মায় লাযিম হবে না।

আর যদি দ্বিতীয় বস্তু এমন হয় যে, প্রথম বস্তু তার মধ্য হতে পারে। যেমন কেউ যদি বলে, আমি দশ কাপড়ের মধ্যে এক কাপড় গসব করেছি, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে শুধু

একটি কাপড় তার যিম্মায় লাযিম হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও অনুরূপ মত পোষণ করেন। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার যিম্মায় এগারটি কাপড় লাযিম হবে (আল-মাবসূত)।

১০২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে কার্পাসি দশখানা রেশমী কাপড়ের মধ্যে গসব করেছি, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার যিম্মায় প্রথম বস্তু অর্থাৎ কার্পাস লাযিম হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

১০৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি খাদ্য দ্রব্য যা ঘরে ছিল গসব করেছি, তবে এ ইকরার এই কথার অনুরূপ যে, আমি যে খাদ্যদ্রব্য নৌকায় ছিল তা গসব করেছি। সুতরাং তা ঘর ও খাদ্য উভয়ের গসবের ইকরার হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর দ্বিতীয় উক্তি মতে গসব করার দরুন খাদ্যদ্রব্য তার যিমানে দাখিল হবে এবং ঘর তার যিমানে দাখিল হবে না। আর যদি সে বলে যে, আমি খাদ্যদ্রব্য তার স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করিনি, তবে তার তাস্দীক করা যাবে না (আল-মাবসূত)।

১০৪. মাসআলা ঃ আর যদি একটি ঘোড়া আস্তাবলের মধ্যে গসব করার ইকরার করে, তবে তার যিম্মায় শুধু ঘোড়া লাযিম হবে (আল-কান্য্)।

১০৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে অমুকে দশের মধ্যে দশ দিরহাম পাওনা আছে এরপর মুকির যদি বলে যে, আমি مع ـ فى (সাথে) অর্থে ব্যবহার করেছি কিংবা বলে যে, আমি واو ـ فى (এবং অর্থে) ব্যবহার করেছি, তবে তার উপর বিশ দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে যে, আমি فى দ্বারা على (উপর অর্থ নিয়েছি,) তবে তার যিম্মায় দশ দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে যে, আমি فى দ্বারা গুণ বুঝিয়েছি। তবে আমাদের আলিমদের মতে দশ দিরহাম লাযিম হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি فى অব্যয়ের প্রকৃত অর্থ পাত্র হওয়া উদ্দেশ্য হয়। তবে দশ দিরহাম লাযিম হবে। (আল-মুহীত)।

১০৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে তার এক কাফীয (৪৮ সের ওযন) গমের মধ্যে এক দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার যিম্মায় এক দিরহাম লাযিম হবে আর কাফীয বাতিল হবে।

আর যদি কেউ বলে, আমার কাছে তার এক দিরহামের মধ্যে এক কাফীয গম পাওনা আছে। তবে তার যিম্মায় এক কাফীয গম লাযিম হবে। আর দিরহাম বাতিল হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে তার দশ মাখতুম গমে এক ফরক (পরিমাণ বিশেষ) তৈল পাওনা আছে, তবে তৈল তার উপর লাযিম হবে এবং গম বাতিল হবে (গায়াতুল বায়ান)।

১০৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে তার দশ দীনারের মধ্যে দশ দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার যিম্মায় দশ দিরহাম লাযিম হবে এবং তার পরবর্তী শব্দ দীনার বাতিল হবে। কিন্তু সে যদি বলে যে, উভয়ই আমার উদ্দেশ্য ছিল তবে উভয়ই লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে এক ইয়াহূদী কাপড় বাবদ পাঁচ দিরহাম পাওনা আছে। তবে তার যিম্মায় পাঁচ দিরহাম লাযিম হবে। এরপর যদি সে বলে যে, ইয়াহূদীর কাপড় বায়উস সালামের করয স্বরূপ এবং পাঁচ দিরহাম সে আমাকে এই কাপড়ের বায়সালামে দিয়েছিল। তবে তা তার ইকরারের বয়ান স্বরূপ হবে। কিন্তু যেহেতু এতে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, তাই পৃথকভাবে তার বিশুদ্ধতা গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য তালিব তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাস্দীক করলে হতে পারে। আর যদি তাস্দীক করে, তবে আমরা বলবো যে, হক তাদের দু'জনের বাইরে যেতে পারে না। সুতরাং উভয়ে যাকে তাসদীক করেছে তা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যদি তালিব তার তাকযীব করে তবে মুকির তার থেকে কসম নিতে পারবে। যদি কসম করে, তবে মুকির লাহ্ মুকির থেকে তার ইকরার অনুযায়ী পাঁচ দিরহাম নিতে পারবে (আল-মাবসূত)।

১০৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে যে, আমি একটি কাপড়ের মধ্যে করে তার থেকে পাঁচ দিরহাম গসব করেছি, তবে তার উপর কাপড়সহ পাঁচ দিরহাম লাযিম হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

১১০. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার কাছে এক দিরহাম এক দিরহামের সাথে কিংবা এক দিরহাম তার সাথে এক দিরহাম পাওনা আছে, তবে উভয় দিরহাম তার উপর লাযিম হবে (গায়াতুল বায়ান শারহু হিদায়া)।

১১১. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে এক দিরহাম এক দিরহামের পূর্বে পাওনা আছে, তবে তার উপর এক দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে যে, তার পূর্বে এক দিরহাম পাওনা আছে। তবে তার উপর দুই দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে যে, এক দিরহাম এক দিরহামের পরে কিংবা তার পরে এক দিরহাম পাওনা আচে। তবে দুই দিরহাম লাযিম হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন এক দিরহামের স্থলে এক দীনার কিংবা এক কাফীয গম উল্লেখ করে, তবে উভয় বস্তু লাযিম হবে (আল-মাবসূত ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১২.মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে দিরহাম এবং দিরহাম কিংবা দিরহাম তারপর দিরহাম পাওনা আছে, তবে দুই দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে যে, দিরহাম দিরহাম পাওনা আছে। তবে এক দিরহামই লাযিম হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, অমুকে আমার কাছে দিরহাম পাওনা আছে আমার কাছে দিরহাম পাওনা আছে। তবে এক দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে যে, দুই দিরহাম তারপর এক দিরহাম পাওনা আছে। তবে তিন দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি এর বিপরীত এরূপ বলে যে, এক দিরহাম তারপর দুই দিরহাম পাওনা আছে, তবু তিন দিরহাম লাযিম হবে (আয-যাখীরাহ)।

১১৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে এক দিরহাম এবং আমার কাছে এক দিরহাম পাওনা আছে, তবে দুই দিরহাম লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১৪. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, সে আমার কাছে দিরহামের সাথে দিরহাম পাওনা আছে। তবে এক দিরহাম লাযিম হবে (গায়াতুল বায়ান-শারহু হিদায়া)।

১১৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুকে আমার কাছে প্রত্যেক দিরহামের সাথে এক দিরহাম পাওনা আছে। কিংবা বলে যে, অমুকে আমার কাছে এক দিরহাম প্রত্যেক দিরহামের সাথে পাওনা আছে, তবে তার উপর দুই দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি কেউ নির্দিষ্ট দশ দিরহামের দিকে তাকিয়ে বলে, অমুকে আমার কাছে এই দিরহামগুলোর প্রত্যেক দিরহামের সাথে এক দিরহাম পাবে। তবে তার উপর বিশ দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি দশ দিরহামের দিকে তাকিয়ে বলে যে, অমুকে আমার কাছে এই দিরহামগুলোর প্রত্যেক দিরহামের সাথে এই দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার উপর এগার দিরহাম লাযিম হবে।

আর যদি বলে যে, অমুকে আমার কাছে দিরহামসমূহের মধ্যে সমস্ত দিরহাম পাওনা আছে, তবে তিন দিরহাম লাযিম হবে, এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াস অনুযায়ী দশ দিরহাম লাযিম হবে।

এক ব্যক্তি বললো, অমুকে আমার কাছে এক দিরহামের উপর এক দিরহাম পাওনা আছে। তবে তার উপর দুই দিরহাম লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১৬. মাসআলা ঃ লিখিতভাবে ইকরার করা কয়েক প্রকার হতে পারে। এক—এইভাবে লেখা, যা দেখা যায় না। যেমন পানি, বাতাস ও বরফের উপর লেখা। এতে লেখকের উপর কোন কিছু লাযিম হবে না। যদিও সাক্ষী রেখে নেয়। সাক্ষী রাখার অর্থ হলো, কিছু লোককে এরূপ বলা যে, তোমরা এ ব্যাপারে আমার সাক্ষী থাকো এবং তাদেরকে পড়ে কিছু শুনাবে না।

আর যদি তাদেরকে পড়ে শুনিয়ে দেয়, তবে যা সে লিখে শুনালো তার উপর তাই লাযিম হবে। আর যে ব্যক্তি তার এই ইকরার শ্রবণ করলো। এ ব্যাপারে তার সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ হবে (আয-যাখীরাহ)।

১১৭. মাসআলা ঃ দুই এইভাবে লেখা যা দেখা যায়। তা আবার কয়েক রকম হতে পারে। এক রকম হলো-পত্র লেখা। তা এরূপ যে, কাগজে লিখবে। প্রথমে বিসমিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করবে, তারপর দু'আ তারপর মূল উদ্দেশ্য লিখবে। যেমন আমার কাছে তোমার এই বাবদ হাজার দিরহাম পাওনা আছে। এটা উত্তম রকমের ইকরার হবে। আর যে ব্যক্তি তার এই লেখা দেখবে, তার এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া বৈধ হবে। চাই তাকে সাক্ষী করা হোক বা না হোক (আল-মুহীত)।

১১৮. মাসআলা ঃ আর যদি পত্র এরূপ লেখে যে, অমুকের নিকট থেকে অমুকের কাছে প্রেরিত । এরপর তুমি আমাকে লিখেছিলে যে, আমি তোমার জন্য অমুক ব্যক্তির তরফ থেকে হাজার দিরহামের যামিন হয়েছি। অথচ আমি তোমার জন্য হাজার দিরহামের যামিন হইনি। আমি কেবল তোমার জন্য পাঁচশত দিরহামের যামিন হয়েছি। আর এই লেখকের কাছে যদি দুই ব্যক্তি তার লেখার সময় উপস্থিত ও লেখার সাক্ষী থাকে। তারপর সে তার লেখা মুছে ফেলে। আর উভয় সাক্ষী এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তা তার উপর লাযিম হবে। যদিও সে ঐ দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী হতে না বলে।

আর এই বিধান তালাক ও ইতাক (আযাদ করা) এবং প্রত্যেক এমন হকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা সন্দেহ সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় (আল-মাবসূত)।

১১৯. মাসআলা ঃ যদি পত্র রূপে মাটি কিংবা কাপড়ে কিংবা এরূপ কিছুতে লিখে, তবে তা ইকরার হবে না এবং তাদের জন্য তার উপর ঐ মালের সাক্ষ্য দেয়াও বৈধ হবে না। তবে ইকরারকারী যদি বলে যে, তোমরা আমার এই ইকরারের উপর সাক্ষ্য দাও, তবে বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২০. মাসআলা ঃ আর যদি পত্র ছাড়া কোন কাগজে লিখে যে, অমুকে আমার কাছে এই পরিমাণ হক পাওনা আছে, তবে তা জাইয হবে না। কিন্তু যদি সে সাক্ষীদেরকে বলে যে, আমি যা লিখেছি তোমরা তার সাক্ষ্য দাও। তবে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেয়া জাইয হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

১২১. মাসআলা ঃ ইকরার লেখার আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে চেক লেখা। যদি কোন ব্যক্তি নিজের উপর অপর কারো হক পাওনা থাকা সম্পর্কে কিছু লোকের সামনে চেক লিখে কিংবা কোন ওসিয়ত লিপিবদ্ধ করে, তারপর ঐ লোকদেরকে বলে যে, আমার কাছে অমুকের এই হক পাওনা সম্পর্কে তোমরা সাক্ষী থাকো, এবং সে তাদেরকে ঐ লেখা পাঠ করে না শুনায়। আর না তারা তার সামনে পাঠ করে শুনে তবে তা জাইয হবে–যদি তাদের চোখের সামনে সে নিজের হাতে লিখে থাকে কিংবা অন্য কারো দ্বারা লিখিয়ে থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি এইসব লোক তার নিজের হাতে লিপিবদ্ধ করা কিংবা অন্য কর্তৃক লিখানোর সময় উপস্থিত না থেকে থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য দেয়া জাইয হবে না (আল-মাবসূত)।

১২২. মাসআলা ঃ আর যদি কিছু লোকের মধ্যে বসে নিজে একটি নোট লিখে এবং তাদেরকে তা পাঠ করে না শুনায় এবং তাদেরকে সাক্ষী থাকবে কথা না বলে তবে কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এটা ইকরার হবে না। আর না লেখকের বিপক্ষে এই মালের সাক্ষ্য দেয়া বৈধ হবে।

আর কাযী ইমাম আবূ আলী নাসাফী (র.) বলেন, যদি লেখা রেওয়াজ মাফিক হয় যেমন এরূপ লিখলো বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এটি একটি ইকরারনামা—যা অমুকের পুত্র অমুক তার নিজের উপর অমুক কর্তৃক হাজার দিরহাম পাওনা হওয়ার ইকরার করছে। আর সাক্ষী যদি তার মধ্যকার লেখা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। তবে যা সে লিখেছে সে সম্পর্কে সাক্ষিগণের সাক্ষ্য দান করার অবকাশ আছে। যদিও তাদেরকে লেখা পাঠ করে না শুনিয়ে থাকে এবং তাদেরকে সাক্ষী না করে থাকে। আর যদি সে নোট লেখে সাক্ষিগণকে পাঠ করে শুনিয়ে থাকে, তবে এই মাল সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য দান করা বৈধ হবে। যদিও সে তাদের সাক্ষী থাকার কথা না বলে থাকে, (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২৩. মাসআলা ঃ আর যদি লেখক ব্যতীত অন্য কেউ সাক্ষীদের সামনে লেখকের লেখা পাঠ করে শুনায় এবং লেখক বলে যে, ওতে যা কিছু লেখা আছে আমার উপর তোমরা তার সাক্ষী থাকো, তবে এটা ইকরার হবে। আর যদি সে না বলে যে, তোমরা সাক্ষী থাকো, তবে ইকরার হবে না (খাযানাতুল মুফতীন)।

১২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক দল লোকের কাছে বসে নিজের সম্পর্কে একটি নোট লিখলো এবং তাদেরকে বললো যে, তোমরা এর উপর দস্তখত দাও। আর এটা বললো না যে, তোমরা এর উপর সাক্ষী থাকো। তবে তা ইকরার হবে না। আর এই মাল তার উপর লাযিম হওয়ার ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য দেয়াও জাইয হবে না। অনুরূপ যদি সাক্ষিগণ বলে যে, আমরা কি তোমার উপর এ সাক্ষী দেবো ? সে বললো যে, এর উপর দস্তখত দাও তবু এই বিধান হবে।

আর যদি সাক্ষিগণ বলে যে, আমরা কি এই লেখার উপর দস্তখত দিবো ? এবং সে বলে যে, তোমরা এর উপর সাক্ষী থাকো, তবে এটা ইকরার হবে এবং সাক্ষিগণের এর উপর সাক্ষ্য দেয়া বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ লেখককে বলে যে, অমুক ব্যক্তিকে ইকরারনামা লিখে দাও যে, আমার নিকট তার হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তবে তা ইকরার হবে এবং লেখকের জন্য ইকরারকারীর বিপক্ষে ঐ মালের সাক্ষ্য দেয়া জাইয হবে।

আর অনুরূপ যদি কেউ লেখককে বলে যে, অমুক ব্যক্তির জন্য এই পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে অমুক গৃহের বিক্রয়নামা লিখে দাও, তাহলে সে তা লিখে দিক বা না দিক ঐ কথাই বিক্রির ইকরার হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ লেখককে বলে যে, আমার স্ত্রীর নামে তার তালাকের চিঠি লিখে দাও, তবে সে চিঠি লিখুক বা না লিখুক তার ঐ কথাই তালাকের ইকরার হবে। আর যদি সে লেখককে দ্বিতীয়বার বলে যে, তার জন্য তালাক লিখে দাও, তবে তা এক তালাকের ইকরার হবে এবং পুর্নবার বলা অর্থ হবে লেখককে তাগাদা দেয়া (আল-খুলাসা)।

১২৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে মালের ইকরারের লেখা শুনালো। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, আমি কি তোমার বিপক্ষে এই লিখিত মালের সাক্ষ্য দিবো ? প্রথম ব্যক্তি বললো,

হ্যাঁ। তবে তা ইকরার হবে। এর উপর দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষ্য দেয়া বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২৭. মাসআলা ঃ ইকরার লেখার আরেক পদ্ধতি হচ্ছে হিসাবের খাতায় লেখা, যা ব্যবসায়ী লোক হিসাবের খাতাপত্র ও রেজিষ্টারে লিখে রাখে (আল-মুহীত)।

১২৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজের হিসাবের খাতায় লিখে রাখে যে, আমার কাছে অমুকের হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং সেখানে উপস্থিত দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় কিংবা সে নিজে হাকীমের সামনে তার ইকরার করে, তবে তার যিম্মায় তা লাযিম হবে না। কিন্তু যদি বলে যে, তোমরা আমার উপর এর সাক্ষ্য দাও, তবে লাযিম হবে (আল-মাবসূত)।

১২৯. মাসআলা ঃ পরবর্তী কোন কোন আলিম বলেন যে, যদি কেউ রোজনামচা বা দিনপঞ্জিতে লেখে যে, আমার কাছে অমুক ব্যক্তির এত এত দিরহাম পাওনা আছে, তবে তা রেওয়াজী লেখা হিসাবে গণ্য হবে। এর উপর সাক্ষী রাখা শর্ত নয় (আল-মুহীত)।

১৩০. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমি আমার লেখায় পেলাম যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে। কিংবা বললো, নিজের স্মারকে কিংবা হিসাবে কিংবা নিজের লিপিতে পেয়েছি, কিংবা বললো, আমি আমার নিজ হাতে লিখেছি, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তবে এগুলো সব বাতিল হবে (আয-যাহীরিয়্যাহ)।

১৩১. মাসআলা ঃ বলখের একদল ইমাম বিক্রেতাদের স্মারকলিপি সম্পর্কে বলেছেন যে, যদি বিক্রেতা তার স্মারকলিপিতে ইকরার পত্র লেখে, তবে তা তার উপর লাযিম হবে। এর ভিত্তিতে যদি বিক্রেতা বলে যে, আমি আমার স্মারক লিপিতে নিজের হাতের লেখায় পেয়েছি এবং আমি আমার স্মারক লিপিতে আমার নিজ হাতে লিখেছি যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তবে তা ইকরার হবে এবং তার উপর লাযিম হবে (আল-মাবসূত ও আয-যাহীরিয়্যাহ)।

১৩২. মাসআলা ঃ সাররাফ, বিক্রেতা ও দালালের চিঠি দলীল হবে। কেননা, তা উরফ ও লোকাচার হওয়া সুস্পষ্ট। অনুরূপভাবে জনগণ পরস্পরের মধ্যে যা লেখালেখি করে, তাও দলীল গণ্য হবে উরফ ও লোকাচার হিসাবে (আয-যাখীরা)।

১৩৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কাছে মাল দাবী করল। বিবাদী বলল, যা কিছু বাদীর স্মারক লিপিতে আমার হাতে লেখা থাকবে আমি তা মেনে নিচ্ছি। তবে এটা ইকরার হবে না (খাযানাতুল মুফতীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ স্বীকারোক্তির পুনরাবৃত্তি

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি নিজের উপর একশত দিরহাম ইকরার করলো এবং তার উপর দুইজন সাক্ষী রাখলো। তারপর অন্য কোন স্থানে একশত দিরহাম ইকরার করলো এবং দুইজন সাক্ষী রাখলো। এরপর ইকরারকারী বললো, দুই স্থানের এই ইকরার একশত দিরহামেরই এবং দাবীদার বললো, এটা দুইশত দিরহামের ইকরার। এ মাসআলার কয়েকটি রূপ হতে পারে। যেমন—ইকরারকারী হয়তো নিজের ইকরারকে কোন কারণের সাথে সম্পৃক্ত করবে এবং ঐ কারণ উভয় ইকরারে একটিই হবে কিংবা বিভিন্ন হবে। অথবা কোন কারণের সাথে সম্পৃক্ত করবে না। যদি কোন কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে, যেমন ইকরারকারী বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এই গোলামের মূল্য বাবদ হাজার দিরহাম পাওনা আছে। এরপর ঐ বৈঠকেই কিংবা তারপর অন্য কোন বৈঠকে ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তির আমার কাছে এই গোলামের মূল্য বাবদ হাজার দিরহাম পাওনা আছে। আর উভয় ইকরারের গোলাম যদি একই গোলাম হয়। তবে সর্বসম্মতভাবে তার যিম্মায় একই মাল অর্থাৎ এক হাজার দিরহামই লাযিম হবে।

আর যদি সম্পৃক্ত কারণ বিভিন্ন হয় যেমন—প্রথমবার ইকরারকারী এরূপ ইকরার করলো যে, আমার কাছে অমুক ব্যক্তি এই দাসীর মূল্য বাবদ হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তারপর দ্বিতীয়বার ইকরার করলো যে, আমার কাছে অমুক ব্যক্তি এই গোলামের মূল্য বাবদ হাজার দিরহাম পাওনা আচে তবে ইমামদের সর্বসম্মত মতে এই অবস্থায় তার উপর উভয় মাল অর্থাৎ দুই হাজার দিরহাম লাযিম হবে। চাই এই ইকরার একই স্থানে হোক কিংবা দুই স্থানে।

আর যদি ইকরারকে কোন কারণের সাথে সম্পৃক্ত না করে, বরং নিজের নামের উপর একটি ইকরারনামা লিখে দেয় আর যদি ঐ ইকরারনামা একটিই হয়, তবে সর্বসম্মতভাবে একটি মালই লাযিম হবে। আর যদি দুটি ইকরার নামা লিখে দেয় এবং প্রত্যেক ইকরারনামা হাজার দিরহামের হয়, আর তার উপর সাক্ষী রাখে, তবে সর্বাবস্থায় তার উপর উভয় মাল লাযিম হবে। আর ইকরারনামা বিভিন্ন হওয়া কারণ বিভিন্ন হওয়ার সমতুল্য সাব্যস্ত হবে।

আর যদি ইকরারনামা না লিখে, বরং সাধারণভাবে ইকরার করে আর যদি প্রথম ইকরার কাযী ব্যতীত অন্য কোন লোকের সামনে দুইজন সাক্ষীর সামনে করা হয় এবং দ্বিতীয় ইকরার কাযীর সামনে হয়, তবে একটি মালই লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ আর অনুরূপ যদি প্রথম ইকরার কাযীর সামনে হয় এবং দ্বিতীয় ইকরার কাযী ব্যতীত অন্য লোকের সামনে ভিন্ন বৈঠকে করা হয়, তবু একটি মালই লাযিম হবে (আল-খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ আর অনুরূপ যদি প্রথমে কাযীর সামনে হাজার দিরহামের ইকরার করে এবং কাযী তা তার দফতরে লিখে নেন, তারপর কাযীর সামনে ভিন্ন বৈঠকে তারই পুনরাবৃত্তি করে হাজার দিরহামের ইকরার করে এবং তালিব অর্থাৎ দাবীকারী দুই মালের দাবী করে, আর মাতলূব অর্থাৎ ইকরারকারী দাবী করে যে, এটি সেই মালই। তবে মাতলূব অর্থাৎ ইকরারকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি উভয় ইকরার কাযী ব্যতীত অন্য লোকের সামনে হয় কিংবা প্রথম ইকরার কাযীর সামনে হয় এবং দ্বিতীয় ইকরার কাযী ব্যতীত অন্য লোকের সামনে হয় আর প্রত্যেক ইকরারের

উপর একজন সাক্ষী করে নেয়, তবে সব ইমামের মতে একটি মালই লাযিম হবে। চাই তা একই স্থানে হোক বা দুই স্থানে।

আর যদি প্রথম ইকরারের উপর একজন সাক্ষী করা হয় এবং দ্বিতীয় ইকরারের উপর দুই বা ততোধিক সাক্ষী ভিন্ন বৈঠকে করা হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে একটি মালই লাযিম হবে। আর মাশাইখ কিরাম ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত সম্পর্কে মতভেদ করেছেন এবং যাহির এই যে, তাঁর মতেও একটি মালই লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি প্রথম ইকরারের উপর দুইজন সাক্ষী রাখা হয় এবং দ্বিতীয় ইকরারের উপর ভিন্ন বৈঠকে দুইজন সাক্ষী রাখা হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে একটি মাল লাযিম হবে। চাই দ্বিতীয় ইকরারের উপর প্রথম সাক্ষী দুইজনকেই সাক্ষী রাখা হোক কিংবা তারা ব্যতীত অন্য কোন লোক সাক্ষী রাখা হোক। আর যাহির রিওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যদি প্রথম সাক্ষী দুইজনকেই সাক্ষী রাখা হয়, তবে একটি মাল আর যদি অন্য কোন লোক সাক্ষী রাখা হয়, তবে দুইটি মাল লাযিম হবে। খাসসাফ (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং জাসসাস (র)-এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন (মুহীত আস্-সারাখ্সী)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি ইকরার এক স্থানে হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সর্বাবস্থায় একটি মাল লাযিম হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যদি প্রথম ইকরারের উপর দুইজন সাক্ষী রাখে, তারপর দ্বিতীয় ইকরারের উপর একজন বা একাধিক সাক্ষী রাখে তবে তাতে কিয়াস ও ইস্তিহ্সান দু'টি বিষয় বিবেচ্য হবে। কিয়াস অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে দুটি মাল লাযিম হয় এবং ইস্তিহ্সান অনুযায়ী একটি মাল লাযিম হবে। আর এটাই ইমাম সারাখসী (র) মাযহাব (শারহু আদাবিল কাযী–আস্-সাদরুশ শহীদ হুস্সামুদ্দীন)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ এক হাজার দিরহামের ইকরাবের উপর অন্য দুইজন সাক্ষী পেশ করে তারপর এক হাজার দিরহামের ইকরারের উপর অন্য দুইজন সাক্ষী পেশ করে। আর এটা না জানা থাকে যে, একইস্থানে এ ঘটনা ঘটেছিল, না দুই স্থানে এবং সাক্ষিগণও তা ভুলে গিয়ে থাকে, তবে দুই মাল লাযিম হবে। আর যদি এটা জানা যায় যে, এ ঘটনা একই স্থানে ঘটেছিল, তবে এরূপ বিধান হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে ইবনে সিমাআ কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম ও শত দীনার দাবী করলো। এক হাজার দিরহাম দ্বিতীয় ব্যক্তির নামে একটি চেকে লেখা ছিল। তাতে আরো লেখা ছিল যে, এছাড়া তার কাছে আর কিছু পাওনা নেই। আর অন্য এক চেকে একশত দীনার পাওনার কথা লেখা আছে এবং তাতে আরো লেখা আছে যে, এ ছাড়া তার কাছে আর কিছু পাওনা নেই। আর উভয় চেক লেখার সময় কিংবা কোন চেকেই সময়ের কথা উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায়ই সমুদয় মাল লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি দুইজন সাক্ষী এক হাজার কালো দিরহামের সাক্ষ্য দেয় এবং দুইজন সাক্ষী এক হাজার সাদা দিরহামের সাক্ষ্য দেয়, তবে উভয় মালই লাযিম হবে। আর যদি হাজার দিরহাম ও শত দীনার এক স্থানে ইকরার করে তারপর সেই স্থানে সেই বৈঠকে হাজার দিরহাম ইকরার করে। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র) ও ইমাম ইয়াকূব (র)-এর মতভেদ-এ বর্ণিত

আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর হাজার দিরহাম ও শত দীনার উভয় লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে হিশাম কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কারো থেকে এক মাসের ওয়াদায় এক হাজার দিরহাম নিজের করয নেয়ার কথা ইকরার করে এবং তার উপর দুইজন সাক্ষী রাখে, তারপর দুই মাসের ওয়াদায় নিজের এক হাজার দিরহাম করয নেয়ার উপর অন্য দুইজন সাক্ষী রাখে, তবে মেয়াদ বিভিন্ন হওয়ার কারণে দুইটি মাল হবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, আমি অমুকের গোলামকে হত্যা করেছি– তার নাম বলুক বা না বলুক, কিংবা বললো, আমি অমুকের পুত্রকে বা ভাইকে হত্যা করেছি—তার নাম বলুক বা না বলুক। তারপর দ্বিতীয় বার সে যদি একই রূপ ইকরার করে। আর তালিব বা দাবীদার যদি বলে যে, তুমি আমার দুই গোলাম কিংবা দুই পুত্র কিংবা দুই ভাইকে হত্যা করেছো, তবে এটা এক গোলাম, একপুত্র ও এক ভাইকে হত্যা করার ইকরার হবে। আর যদি তালিব বা দাবীদার দুইটি ভিন্ন নাম উল্লেখ করে, তবে দুইজন হত্যার ইকরার সাব্যস্ত হবে। কাযী ইমাম আবুল হাসান আলী ইব্নুল হুসায়ন আস-সাগাদী (র) বলেন, এ মাসআলাটি মতভেদমূলক ও মতৈক্যমূলক হওয়া জাইয–যদি স্থানও একটি হয় আর এটাই বিশুদ্ধ মত (সদরুশ শাহীদ কৃত শারহু আদাবিল কাযী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ যার জন্য ইকরার শুদ্ধ ও যার জন্য ইকরার শুদ্ধ নয় এবং যার পক্ষ থেকে ইকরার শুদ্ধ

১. মাসআলা ঃ যদি কারো জন্য কেউ হামলের ইকরার করে কিংবা হামলের জন্য কিছু ইকরার করে এবং সৎকারণ বর্ণনা করে, তবে ইকরার সহীহ্ হবে। নতুবা নয়। যদি দাসীর হামল কিংবা বকরীর হামল কেউ কারো জন্য ইকরার করে, তবে তা সহীহ্ ও লাযিম হবে। যদি কেউ অমুক মহিলার হামলের জন্য হাজার দিরহামের ইকরার করে, তবে তার তিনটি রূপ হতে পারে। এক—কোন সৎকারণ বর্ণনা করবে, যেমন, এরূপ বলবে যে, এই হামলের জন্য অমুক ব্যক্তি ওসিয়ত করেছে। কিংবা তার পিতা মারা গিয়েছে এবং সে ওয়ারিছ হয়েছে। কিন্তু আমি তা নষ্ট করে ফেলেছি। তবে এই ইকরার সহীহ হবে এবং মাল তার যিম্মায় লাযিম হবে। এরপর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির সন্তান এই পরিমাণ সময়ে জীবিত ভূমিষ্ঠ হয় যে, বুঝা যায় ইকরারের সময় সে বর্তমান ছিল— যেমন মূরিছ (যে ওয়ারিছ রেখে গেছে) ও মূসী (যে ওসিয়ত করে গেছে)-এর মৃত্যুর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে মাল দেয়া লাযিম হবে। আর যদি ছয় মাসের বেশী সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তার এই ইকরার দ্বারা কোন হক হাসিল হবে না। কিন্তু যদি মহিলা ইদ্দত পালনরত হয়, তবে এই অবস্থায় যদি দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং তার নসব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়, তবে এই নির্দেশই মূরিছ-মূসীর মৃত্যুর সময় ঐ সন্তান পেটে মওজুদ থাকার নির্দেশ হবে।

আর যদি ঐ সন্তান মৃত ভূমিষ্ঠ হয়, তবে এই মাল মূসী ও মূরিছের ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেয়া হবে। আর যদি দুইটি জীবিত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, তবে এই মাল উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হবে। আর যদি একটি পুত্র ও অন্যটি কন্যা হয়, তবে ওসিয়তের ক্ষেত্রে উভয়ে সম্পদ পাবে এবং মীরাছের ক্ষেত্রে দুই অংশ পুত্র এবং এক অংশ কন্যা পাবে।

দ্বিতীয় রূপ এই যে, কোন অসম্ভব কারণ বর্ণনা করবে অর্থাৎ যা হতে পারে না। যেমন, এরূপ বলবে যে, এই হামল আমাকে হাজার দিরহাম করয দিয়েছিল কিংবা আমার কাছে হাজার দিরহাম মূল্যে কোন বস্তু বিক্রি করেছিল। তবে এই ইকরার বাতিল হবে এবং তার উপর কিছুই লাযিম হবে না।

তৃতীয় রূপ হলো—ইকরারকে অস্পষ্ট রেখে দেয়া। তবে এই ইকরার ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মতে সহীহ্ হবে না এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সহীহ হবে (আল-কাযী)।

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন নাবালিগ পতিত বা অপতিত ছেলের জন্য শত দিরহাম করযের ইকরার করে, তবে তা লাযিম হবে। অনুরূপ যদি কেউ ইকরার করে যে, এই ছেলে আমাকে করয দিয়েছে। অথচ ছেলে না কথা বলতে পারে, না করয দিতে পারে, তবু মাল লাযিম হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, এই শিশু আমার কাছে এই গোলামকে গচ্ছিত রেখেছে, কিংবা ধার দিয়েছে, কিংবা ইজারা দিয়েছে, কিংবা কোন পাগলের জন্য এরূপ ইকরার করে। তবে মূল মালের ইকরার সহীহ্ হবে এবং কারণ বাতিল হবে (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ ইকরারকারীর উপর গোলামের যিমান লাযিম হবে কিনা এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র) কিতাবে কিছু উল্লেখ করেননি। আমাদের মাশাইখ কিরাম (র) বলেন, যে অবস্থায়

বিক্রেতার জন্য ইকরার করায় তার উপর যিমান আসে না, সেই অবস্থায় এর উপরও যিমান লাযিম হবে না। আর যে অবস্থায় বিক্রেতার জন্য ইকরার করায় তার ওপর যিমান ওয়াজিব হয়, সেই অবস্থায় এর উপরও যিমান লাযিম হবে।

অনুরূপ যদি কেউ বালকের জন্য ইকরার করে সে ক্ষেত্রেও মাশাইখগণ এরূপ বলেন (আয-যাখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, আমি এই বালকের জন্য অমুক ব্যক্তির পক্ষ হতে হাজার দিরহামের যামিন হয়েছি। অথচ বালক না কথা বলতে পারে এবং না তার বুদ্ধি-জ্ঞান আছে। তবে যামানত বাতিল হবে। কিন্তু বালকের পক্ষ হতে ব্যবসায়ের বেলায়েত হাসিল হয়েছে এমন কোন ওলী যদি বালকের পক্ষ হতে তা কবুল করে নেয়, তবে তা হতে পারে এবং এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তা জাইয হবে যদিও বালকের ওলী তার পক্ষ থেকে তা কবুল না করে।

আর যদি ইকরারকারী এই কথা বালকের এমন ওলীর সাথে বলে, বালকের সত্তার ব্যাপারে যার সিদ্ধান্তর গ্রহণের অভিভাবকত্ব হাসিল আছে—কিন্তু মালের উপর অভিভাবকত্ব নেই–যেমন ভাই ও চাচা, তবে যিমানত সংঘটিত হবে বটে, কিন্তু তা অনুমতির উপর নির্ভরশীল থাকবে। তারপর যদি বালক বালিগ হয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে তবে যিমানত জাইয হয়ে যাবে। আর যদি মধ্যবর্তী সময়ে যামিন ব্যক্তি তার যিমানত প্রত্যাহার করে তবে এই প্রত্যাহার সহীহ্ হবে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, আমি এই কুড়িয়ে পাওয়া (لقيط) বালকের পক্ষ হতে অমুক ব্যক্তির জন্য একশত দিরহামের যামিন হলাম। অথচ কুড়িয়ে পাওয়া বালক কথা বলতে পারে না। তবে যামিন ব্যক্তির যামিন হওয়া জাইয হবে এবং 'লাকীত' বালকের উপর কিছু লাযিম হবে না (আল-মাবসূত, পরিচ্ছেদ ঃ মাহজূর ও মামলূকের ইকরার)।

৬. মাসআলা ঃ যে বালককে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দেয়া হয়েছে সে যদি কোন ব্যক্তির জন্য করযের ইকরার করে, তবে তার ব্যবসা সংক্রান্ত করযের ইকরার সহীহ হবে এবং যে করয ব্যবসা সংক্রান্ত নয় তাতে তার ইকরার সহীহ্ হবে না। অনুরূপভাবে তার গচ্ছিত রাখা ও ধার দেয়ার ইকরারও সহীহ্ হবে। গসবের ইকরারও সহীহ্ হবে। অনুরূপভাবে বিক্রীত মালের দোষের ইকরারও জাইয হবে। অনুরূপভাবে তার করযকৃত গোলামের বাবদ ইকরার করা সহীহ্ হবে। চাই এই গোলাম তার ব্যবসার মাল হোক বা না হোক যেমন মীরাছে পাওয়া গোলাম।

আর মহর, অপরাধ ও যামানতের ইকরার করা তার পক্ষ থেকে জাইয নয় (আয-যাখীরা)।

৭. মাসআলা ঃ যে বালকের কাজ-কারবার নিষিদ্ধ, যে ব্যক্তির কোন কোন কাজ জ্ঞানীর এবং কোন কোন কাজ পাগলের ন্যায়, যে ব্যক্তি মূর্ছিত হয়, এবং নিদ্রিত ব্যক্তির ইকরার তাদের সমস্ত কাজ-কারবারের ন্যায় বাতিল (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৮. মাসআলা ঃ নেশা গ্রস্ত ব্যক্তির সমস্ত ব্যাপারেই ইকরার জাইয হবে। কেবল ঐসব দণ্ড ব্যতীত যা নিছক আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত। আর তার মুরতাদ হওয়া অন্যান্য নেশামুক্ত ব্যক্তিদের সমস্ত কাজের ন্যায় জারী হবে (আল-কাফী)।

৯. মাসআলা ঃ বোবা ব্যক্তি যদি লিখতে ও বুঝতে পারে, তবে তার ইকরার হুদুদ ব্যতীত কিসাস ও মানুষের হক সকল ক্ষেত্রে জাইয হবে (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা ঃ কোন আযাদ ব্যক্তি যদি ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত কিংবা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলামের জন্য কোন করয বা নগদ মালের ইকরার করে, আর তার মুনীব গোলামের অনুপস্থিতিতে ইকরারকারী হতে তা উসুল করতে চায়, তবে তা পারবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি কোন আযাদ ব্যক্তি কোন গোলামের জন্য কোন গচ্ছিত বস্তুর ইকরার করে এবং গোলাম অন্যের জন্য তা ইকরার করে, তবে গোলাম অনুমতি প্রাপ্ত হলে তার ইকরার জাইয হবে। আর নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হলে, তবে অন্যের জন্য তার ইকরার করা বাতিল হবে (আল-মাবসূত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলাম ইচ্ছাকৃত হত্যার ইকরার করে এবং নিহত ব্যক্তির দুইজন ওয়ালী তাকে আর একজন তাকে ক্ষমা করে দেয়, তবে দ্বিতীয় ওয়ালির জন্য তাকে কোন মাল দিতে হবে না। আর যদি এরূপ কোন চুরির ইকরার করে, যাতে হাত কাটা যাওয়া ওয়াজির হয় না, তবে মুনীবের হকের ক্ষেত্রে তার ইকরার বাতিল হবে (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা ঃ ব্যবসায়ী গোলাম কর্তৃক অন্যের জন্য কোন ঋণ কিংবা গচ্ছিত মাল, কিংবা ছিনতাই কিংবা ক্রয়-বিক্রয় অথবা ইজারার ইকরার করা জাইয হবে। যদিও তার উপর এই পরিমাণ ঋণ থাকে, যা তার মূল্য এবং তার কাছে যা কিছু আছে সমুদয়ের সমান হয়। আর যদি এরূপ গোলাম নিজের মুনীবের জন্য নিজের উপর ঋণের কিংবা নিজের নিকট গচ্ছিত রাখার ইকরার করে। অথচ তার উপর এই পরিমাণ ঋণ থাকে যে, সে তাতে বেষ্টিত, তবে তার ইকরার জাইয হবে না।

আর যে অপরাধে কিসাস লাযিম হয় না, ব্যবসায়ী গোলাম কর্তৃক কোন আজনবী ব্যক্তির জন্য এরূপ অপরাধ স্বীকার করা জাইয হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃত হত্যার কথা স্বীকার করে তবে তা জাইয হবে এবং তার উপর কিসাস লাযিম হবে।

অনুরূপভাবে যদি নিজের বিপক্ষে এরূপ অপরাধ ইকরার করে, যাতে শরঈ দণ্ড ওয়াজিব হয়, যেমন– অপবাদ, ব্যভিচার ও মদপান, তবে তা জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ আর যদি চুরির ইকরার করে, তাতে হাত কাটা ওয়াজিব হোক বা ওয়াজিব না হোক, তা তাস্‌দীক করা হবে (আল-হাবী)।

১৪. মাসআলা ঃ আর কোন স্ত্রীলোকের মহর, সত্তা ও মালের কাফালত, নিজের গোলাম আযাদ করা, মুকাতাব করা ও মুদাববার করার ইকরার অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম দ্বারা জাইয হবে না।

আর যদি সে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার ইকরার করে, তবে তা জাইয হবে। কিন্তু মুনীবের জন্য ইখতিয়ার থাকবে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ আর অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের তালাকের ইকরার জাইয হবে। কেননা, নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলামের তালাকের ইকরার জাইয হওয়ার কারণ এই যে, সে তালাকের অধিকারের ক্ষেত্রে আযাদ ব্যক্তির ন্যায়। সুতরাং অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের তালাকের ইকরার আরো উত্তমভাবে জাইয হবে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি তাজির গোলাম ইকরার করে যে, সে এক স্ত্রীলোকের যোনির মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে সতীচ্ছদ ছিন্ন করেছে, চাই স্ত্রীলোকটি দাসী হোক কিংবা স্বাধীনা, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার উপর কিছু লাযিম হবে না এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মতে লাযিম হবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে বিবাহ হওয়ার এবং সতীচ্ছদ ছিন্ন করার ইকরার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার উপর মহর লাযিম হবে না। যে পর্যন্ত সে আযাদ না হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এ বিধান স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বটে, কিন্তু যদি দাসী হয় এবং তার মুনীব তাকে বিবাহ দেয়, তবে ঐ তাজির গোলামের উপর আযাদ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই লাযিম

হবে না। আর যদি মুনীব দাসীকে বিবাহ না দেয়, তবে তাজির গোলাম হতে তখনই মহরের দাবী করা যাবে। আর যদি দাসী বিবাহিত হয়, তবে যে পর্যন্ত এই গোলাম আযাদ না হবে তার উপর কিছু লাযিম হবে না (আল-মাবসূত)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি ক্রীতদাসীর সতীচ্ছদ ছিন্ন করার ইকরার করে এবং তারপর তাকে কোন হকদার নিয়ে নেয়, তবে তার উপর আকর (স্ত্রী বা ক্রীতদাসী ভেবে পর-নারীর সাথে সহবাস করার জরিমানা) লাযিম হবে এবং তৎক্ষণাৎ অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হতে তা দাবী করা যাবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম ইকরার করে যে, সে কুমারী বালিকার সাথে সঙ্গম করেছে এবং তার সতীচ্ছদ ছিন্ন করেছে, তবে যে পর্যন্ত সে আযাদ না হবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার উপর কিছুই লাযিম হবে না। এরূপই আবূ সুলায়মান তার কিতাবসমূহে বর্ণনা করেছেন এবং আবূ হাফ্‌স তাঁর কিতাবসমূহে ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে যদি ইকরার করে যে, সে দাসীর সাথে সন্দেহবশত সঙ্গম করেছে এবং তার সতীচ্ছদ ছিন্ন করেছে, আর তার মুনীবের অনুমতি ব্যতীত এ কাজ করেছে, তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এই বিধান হবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যদি পেশাব বন্ধ না হয়, তবে তাজির গোলামের উপর কিছু লাযিম হবে না। তাৎক্ষণিকভাবেও নয় এবং আযাদ হওয়ার পরেও নয় আর যদি পেশাব বন্ধ হয়, তবে আবূ সুলায়মানের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে যে, মহর সম্পর্কে তার তাস্‌দীক করা যাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার উপর করয হবে। আর যদি সতীচ্ছদ ছিন্ন হয়, তবে তার তাসদীক করা যাবে না। আর আবূ হাফসের কিতাবসমূহে লিখিত আছে যে, যদি পেশাব বন্ধ হয়, তবে মহর সম্পর্কে তার তাস্‌দীক করা যাবে না। তাই তার উপর করয হবে না। আর আবূ সুলায়মানের কিতাবসমূহে যে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে, তাই অধিকতর সঠিক (আল-মাবসূত)।

১৯. মাসআলা ঃ আর যদি কোন গোলাম দুই ব্যক্তির যৌথ মালিকানায় থাকে এবং এক ব্যক্তি তাকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেয় আর গোলাম করযের ইকরার করে, তবে অনুমতিদাতা ব্যক্তির অংশে তা লাযিম হবে। আর যে সব বস্তুর মধ্যে তাজির গোলামের ইকরার জাইয হবে তার ইকরার ঐ ব্যক্তির অংশের মধ্যে জাইয সাব্যস্ত করা হবে যে তাকে অনুমতি দিয়েছে। আর ঐ গোলামের নিজের মালসমূহে তার করয অগ্রগণ্য হবে এবং করয পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট মাল ঐ দুই মুনীব সমান সমান পাবে। কিন্তু যদি জানা যায় যে, ঐ মাল ব্যবসা বাণিজ্য ব্যতীত হিবা কিংবা সাদাকা ইত্যাদির মাধ্যমে লাভ করেছে, তবে করয পরিশোধের পূর্বে তা হতে অর্ধেক মাল বের করে সেই ব্যক্তিকে দেয়া হবে, যে ব্যক্তি অনুমতি দান করেনি। আর যদি ঐ গোলামের জন্য কোন আযাদ ব্যক্তি করযের ইকরার করে, তবে ঐ করয উভয় মুনীবের মধ্যে সমান সমান বণ্টিত হবে এবং কোন একজন অনুমতি দ্বারা সম্পূর্ণ মালের হকদার হবে না (আল-হাবী)।

২০. মাসআলা ঃ আর যদি মুকতাব গোলাম কোন আযাদ ব্যক্তির জন্য কিংবা কোন গোলামের জন্য বিক্রির মূল্য বাবদ নিজের উপর ঋণ বা করয কিংবা গসবের ইকরার করে, তবে তা তার উপর লাযিম হবে। অতঃপর যদি সে কিতাবতের মাল পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তবে তার যিম্মা হতে ইকরারের মাল বাতিল হবে না।

মুকাতাব গোলাম দ্বারা হুদূদ বা শরঈ দণ্ডের ইকরারও জাইয হবে। আর যদি বিবাহের দরুন মহরের ইকরার করে, তবে শুধু ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মতেই তার উপর তা লাযিম

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে মহর ঐ সময় লাযিম হবে যখন মুকতাব সহবাসের ইকরার করবে। অনুরূপভাবে যদি সে ইকরার করে যে, সে আঙ্গুল দ্বারা কোন আযাদ মহিলা বা দাসী কিংবা বালিকার সতীচ্ছদ ছিন্ন করেছে, তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মতে তা তার যিম্মায় লাযিম হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এটা অপরাধ স্বীকারের সমতুল্য হবে। আর মুকাতার গোলামের অপরাধ স্বীকার করা তার কিতাবত বহাল থাকা অবস্থায় সহীহ্ ও সিদ্ধ হবে। আর যদি জরিমানা আদায় করার পূর্বে সে অক্ষম হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জরিমানা বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) -এর মতে জাইয থাকবে।

আর যদি মুকাতাব ভুলবশত অপরাধ করার ইকরার করে এবং কাযী তার উপর দিয়াত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং সে কিছু অংশ পরিশোধ করে অক্ষম হয়ে যায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বাকী অংশ বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বাকী অংশ লাযিম থাকবে। পক্ষান্তরে যদি কাযীর নির্দেশের পূর্বে সে অক্ষম হয়, তবে তখন লাযিম থাকবে না। (আল-মাবসূত)।

২১. মাসআলা ঃ যদি কাযী কোন আযাদ ব্যক্তিকে মাহজূর (নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত) করে, তারপর ঐ মাহজূর ব্যক্তি নিজের উপর করয, গসব, বিক্রয়, আযাদী, তালাক নসব অপবাদ বা ব্যভিচারের ইকরার করে, তবে এ সমুদয় তার জন্য জাইয। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম উক্তি অনুযায়ী আযাদ ব্যক্তিকে মাহ্জুর করা বাতিল ও অবৈধ। এরপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তার এ মত প্রত্যাহার করে বলেন যে, আযাদ ব্যক্তিকে মাহজুর করা জাইয। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-ও এই মত পোষণ করেন। সাহিবাইন (র) বলেন, তার করয ও বিক্রয়ের ইকরার জাইয নয়।

আর যেসব জিনিস 'হাযল' বা হাসি-ঠাট্টার ক্ষেত্রে বাতিল হয়, তা 'হাজর' বা নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রেও বাতিল। আর যেসব জিনিস হাযলের ক্ষেত্রে জাইয হয়, তা হাজরের ক্ষেত্রে জাইয (আল-মুহীত)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য অজ্ঞাত ব্যক্তির উপর অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট বস্তুর ইকরার

১. মাসআলা ঃ যদি মুকির লাহু (যার জন্য ইকরার বা স্বীকারোক্তি করা হয়েছে) অজ্ঞাত হয়, তবে মুকির বা ইকরারকারীর উপর কিছু লাযিম হবে না। অজ্ঞতা খুব প্রকাশ্য হোক, যেমন, কেউ বলল, আমার কাছে লোকদের মধ্য থেকে কারো হাজার দিরহাম পাওনা আছে। কিংবা অজ্ঞতা খুব বেশী না হোক, যেমন কেউ বললো, আমার কাছে এই দু'জনের মধ্য থেকে কেউ হাজার দিরহাম পাওনা আছে। এরূপই শাম্সুল আইম্মা তা উল্লেখ করেছেন। আর শায়খুল ইসলাম তাঁর মাবসূত গ্রন্থে এবং নাতিকী তার ওয়াকিআত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, অজ্ঞতা যদি খুব বেশী হয়, তবে ইকরার জাইয হবে না এবং খুব বেশী না হলে জাইয হবে। আর এরূপ ক্ষেত্রে মুকিরকে স্মরণ করতে বলা হবে যে, কে পাওনা আছে? তবে তা বর্ণনা করার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা, স্বীকারোক্তিপ্রাপ্ত দু'জনের উভয়ে যদি মুকির থেকে নেয়ার জন্য একমত হয় এবং পরস্পর আপোস করে, তবে উভয়ের দাবী সঙ্গত হবে এবং ইকরারকারীর ইকরার শুদ্ধ হবে। আল-কাফী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এটাই বিশুদ্ধতর মত (আত্-তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুকে আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে কিংবা অমুকে আমার কাছে এক দিরহাম পাওনা আছে। তবে তার যিম্মায় কিছুই লাযিম হবে না (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, আমি এই গোলাম এই ব্যক্তি থেকে গসব করেছি কিংবা ঐ ব্যক্তি থেকে গসব করেছি। এবং উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকে নিজের জন্য দাবী করে, তবে ইকরার বাতিল হবে। এমনকি ইকরারকারীকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। আর ঐ দুই ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে পরস্পর সমঝোতা করে গোলামকে ইকরারকারীর কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া। আর যদি তারা পরস্পরে সমঝোতা না করে, তবে ইকরারকারী হতে প্রত্যেকের জন্য এরূপ কসম নেয়া হবে যে, আল্লাহ্ কসম এই গোলাম না এই ব্যক্তির, না ঐ ব্যক্তির আর এটা উল্লেখ নেই যে, উভয়ের প্রত্যেকের জন্য একবার এক কসম নেয়া হবে, না প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক নেয়া হবে, মাশাইখগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক কসম নেয়া হবে। আর কাযীর জন্য ইখতিয়ার থাকবে নিজ ইচ্ছানুযায়ী যার নাম দ্বারা শুরু করতে চান শুরু করবেন। কিংবা উভয়ের নামের উপর লটারী করবেন। যখন উভয় হতে কসম নেয়া হবে, তখন তার তিনটি রূপের যে-কোন একটি রূপ হবে। একটি এই যে, একজনের জন্য কসম করবে এবং অপরজনের কসম থেকে বিরত থাকবে। এমতাবস্থায় পূর্ণ গোলাম ঐ ব্যক্তি পাবে যার কসম থেকে বিরত রয়েছে। যার জন্য কসম করেছে সে কিছুই পাবে না। আর যদি উভয়ের কসম থেকে বিরত থাকে, তবে গোলাম ও গোলামের মূল্য উভয়ের মধ্যে সমান দুই ভাগ হবে। চাই সে উভয়ের কসম থেকে একবারে বিরত থাকুক যেমন, কাযী উভয়ের জন্য একই কসম করালেন এবং সে বিরত থাকলো। কিংবা আগে-পরে কসম করালেন যেমন, একজনের জন্য প্রথম কসম করালেন সে বিরত থাকলো, তারপর অপরজনের জন্য কসম করালেন সে বিরত রইল। এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর যদি উভয়ের জন্য কসম করে, তবে প্রত্যেকের দাবী হতে মুক্ত হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি উভয়ে পরস্পর সমঝোতা করে ইকরারকারী থেকে গোলাম নিতে চায়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম মত অনুযায়ী উভয়ের এ ইখতিয়ার আছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-ও এই মত পোষণ করেন। এরপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তাঁর এই মত থেকে রুজু করে বলেছেন যে, কসম নেয়ার পর উভয়ের আপস করা জাইয নয় (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং এই ব্যক্তি আমার কাছে একশত দীনার পাওনা আছে কিংবা ঐ ব্যক্তি। তবে প্রথম ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম পাওনা হবে। আর পরের দুই ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে পরস্পরে সমঝোতা করে একশত দীনার নিয়ে নেয়ার।

আর যদি বলে যে, অমুকে আমার কাছে একশত দীনার পাওনা আছে এবং এই ব্যক্তি আমার কাছে এক কুর গম পাওনা আছে কিংবা ঐ ব্যক্তি আমার কাছে এক কুর যব পাওনা আছে, তবে প্রথম ব্যক্তি একশত দীনার পাবে এবং শেষের দুই ব্যক্তি কিছুই পাবে না। কিন্তু উভয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকের ইখতিয়ার থাকবে যে, প্রত্যেকে যা কিছু তার উপর দাবী করছে তার কসম নিবে (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুকে আমার কাছে একশত দিরহাম পাওনা আছে এবং এই ব্যক্তি কিংবা ঐ ব্যক্তি। তবে প্রথম ব্যক্তি একশত দিরহামের অর্ধেক পাবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেকের জন্য পরের দুই ব্যক্তির প্রত্যেকের দ্বারা কসম নেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা উভয়ে পরস্পর সমঝোতা করে নেয়, তবে তাদের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক বণ্টিত হবে।

আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে একশত দিরহাম পাওনা আছে কিংবা এই ব্যক্তি ও ঐ ব্যক্তি। তবে তৃতীয় ব্যক্তি অর্ধেক পাবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক আমাদের বর্ণনানুযায়ী প্রথম দুই ব্যক্তি পাবে (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ বললো, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে একশত দিরহাম পাওনা আছে এবং এই ব্যক্তি কিংবা ঐ ব্যক্তি ও ঐ ব্যক্তি। তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি এক-তৃতীয়াংশ এবং চতুর্থ ব্যক্তি এক-তৃতীয়াংশ পাবে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির জন্য কসম নেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা উভয়ে পরস্পর সমঝোতা করে নেয়, তবে নিতে পারবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে একশত দিরহাম পাওনা আছে, অন্যথায় অমুক ব্যক্তি। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে একথা তার ঐ কথা বলার ন্যায় যে, অমুক ব্যক্তি কিংবা অমুক ব্যক্তি আমার কাছে একশত দিরহাম পাওনা আছে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে একশত দিরহাম প্রথম ব্যক্তি পাবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কিছু পাবে না (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি মুকির আলায়হি (যার উপর ইকরার করা হয়েছে) অজ্ঞাত হয়, যেমন কেউ বললো, তুমি আমাদের কারো কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছো, তবে তা সহীহ্ হবে না, (আত্-তাব্য়ীন)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, তুমি আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে, কিংবা আমার অমুক গোলামের কাছে। আর যদি তার গোলামের উপর কোন করয না থাকে, তবে তা দু'জনের একজনের যিম্মায় লাযিম হবে। আর তার উপর তা বর্ণনা করা ওয়াজিব হবে। আর যদি তার গোলামের উপর এই পরিমাণ করয থাকে যে, তা তার মূল্যের সমান, তবে তার যিম্মায় কিছুই লাযিম হবে না। এরপর যদি কখনো সে করয পরিশোধ করে দেয়, তবে ইকরার মাল লাযিম হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০. মাসআলা ঃ জ্ঞাত বস্তুর ইকরার যেরূপ সহীহ্ হয়, অনুরূপ অজ্ঞাত বস্তুর ইকরারও সহীহ্ হবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে কোন বস্তু পাওনা আছে। তবে কোন মূল্যবান বস্তুর বর্ণনা দেয়া তার উপর ওয়াজিব। যদি কোন মূল্যহীন বস্তুর বর্ণনা দেয়, তবে সে তার ইকরার থেকে রুজু করেছে বলে ধর্তব্য হবে।আর মুকির লাহ্ বা দাবীদার যদি ইকরারকারীর কথা অপেক্ষা অধিক দাবী করে, তবে ইকরারকারীর কথা কসম দ্বারা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি সে এরূপ বলে যে, আমার কাছে অমুকের কিছু হক আছে। তবু একই বিধান হবে (আল-হিদায়া)

১২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে অমুক ব্যক্তি হক পাওনা আছে। তারপর বললো, আমি হক দ্বারা ইসলামের হক-কে বুঝিয়েছি। তবে যদি সে একথা তার প্রথম কথা থেকে আলাদাভাবে বলে, তবে সহীহ্ হবে না। আর যদি প্রথম কথার সাথে সাথে বলে, তবে সহীহ্ হবে।

আর যদি কেউ বলে যে, আমার অমুক গোলামের কাছে অমুক ব্যক্তির হক আছে, তবে তা নিজের গোলামের কাছে করযের ইকরার হবে। শরীকানার ইকরার হবে না। যদি মুকির লাহ্ গোলামের শরীকানা দাবী করে এবং ইকরারকারী তা অস্বীকার করে, তবে কসম দ্বারা তার কথা গ্রহণযোগ্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে যে, আমার এই গোলামের মধ্যে অমুকের হক আছে, তবে তা গোলামের অংশের মধ্যে শরীকানার ইকরার হবে। এমনকি ইকরারকারী যদি বলে যে, আমি একথা দ্বারা গোলামের কাছে করয পাওনা বুঝিয়েছি, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার এই গোলাম বা এই দাসীর মধ্যে অমুকের হক আছে। তারপর তালিব তার যিম্মার হকের দাবী করলো। তবে মুকির আলায়হি থেকে কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম করে, তবে ঐ অমুকের দাসী ও গোলাম কারো মধ্যেই হক থাকবে না। আর যদি দাবীদার উভয়ের মধ্যে হক থাকার দাবী করে, তবে উভয়ের যার মধ্যে ইচ্ছা একজনের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ অংশের ইকরার উল্লেখ করবে। অনুরূপভাবে যদি উভয় হতে একজনের দাবী করে, তবু একই বিধান হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, সে অমুকের কোন বস্তু গসব করেছে এবং ঐ বস্তুর নাম উল্লেখ না করে, তবে তার ইকরার সহীহ্ হবে এবং ইকরারকারীকে ঐ বস্তুর নাম উল্লেখ করতে বলা হবে। যদি সে দিরহাম ও দীনার এবং অনুরূপ কোন মূল্যবান বস্তুর কথা উল্লেখ করে এবং মুকির লাহ্ তার তাসদীক করে আর তার চেয়ে বেশী দাবী না করে, তবে ইকরারকারী যে পরিমাণ মালের উল্লেখ করেছে শুধু সেই পরিমাণ মালা সোপর্দ করা তার উপর লাযিম হবে। আর যদি মুকির লাহ্ তার তাসদীক করে কিন্তু তার চেয়ে অধিক দাবী করে, তবে যে পরিমাণ সে উল্লেখ করেছে সেই পরিমাণ সোপর্দ করা তার উপর লাযিম হবে। আর অতিরিক্ত বস্তু অস্বীকারকারীর কথা কসমসহ গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি মুকির লাহ্ ইকরারকারীর বর্ণনার তাকযীব করে, অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অন্য কোন বস্তু দাবী করে, তবে তাকযীব দ্বারা তার ইকরার বাতিল হয়ে যাবে। আর দাবীদার যে বস্তু দাবী করেছে, তাতে ইকরারকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ আর যদি এমন বস্তু বর্ণনা করে যা মাল নয় এবং মুকির লাহ্ তার বর্ণনা তাস্দীক করে, তবে তার উপর আর কিছু লাযিম হবে না। চাই এমন বস্তু বর্ণনা করুক যা গসব

দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, যেমন কেউ বললো, আমি তার কাছ থেকে তার স্ত্রী বা তার নাবালিগ পুত্র গসব করেছি। কিংবা যা গসব করা উদ্দেশ্য না হয়, যেমন এরূপ বললো, আমি তার কাছ থেকে একমুষ্টি মাটি, কিংবা একমুষ্টি গম কিংবা একমুষ্টি তিল গসব করেছি। আর যদি মুকির লাহ্ তার বর্ণনা তাকযীব করে এবং তার কাছে কোন মূল্যবান বস্তু দাবী করে , তবে কি ইকরারকারী যে বস্তু উল্লেখ করেছে তা তাসদীক করা যাবে? যদি এরূপ বস্তু উল্লেখ করে যা গসব দ্বারা উদ্দেশ্য হয় না, তবে মাশাইখদের মধ্যে তার কথা তাসদীক করার ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নেই। আর যদি এরূপ বস্তু উল্লেখ করে যা গসব দ্বারা উদ্দেশ্য হয় কিন্তু মূল্যবান বস্তু নয়, তবে সে ক্ষেত্রে মাশাইখদের মধ্যে মতভেদ আছে। সাধারণ মাশাইখ কিরাম বলেন যে, তার বর্ণনা সহীহ নয়। বরং তাকে কোন মূল্যবাণ বস্তুর নাম উল্লেখ করার জন্য বাধ্য করা হবে। আর এটাই বিশুদ্ধতর মত (গায়াতুল বায়ান শারহুল হিদায়া)।

১৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তি তার কাছে গচ্ছিত রেখেছে এবং কি বস্তু গচ্ছিত রেখেছে তা বর্ণনা না করে, তবে সে যা বর্ণনা করবে তাতেই তাকে তাসদীক করা হবে— যদি তা এমন বস্তু হয় যা ইচ্ছা করে গচ্ছিত রাখার উপযুক্ত। আর যদি মুকির লাহ্ অন্য কোন বস্তু দাবী করে, তবে ইকরারকারী হতে কসম নেয়া হবে। অনুরূপভাবে যদি ইকরার করে যে, এই কাপড় আমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং গচ্ছিত রাখার সময়ই এটি ত্রুটিযুক্ত ছিল। কিংবা যদি ইকরার করে যে, এই ত্রুটি আমার নিকট সৃষ্টি হয়েছে, তবে তার উপর যিমান লাযিম হবে না। আর যদি কাপড়ের মালিক তা এরূপ হওয়া অস্বীকার করে, তবু অনুরূপ বিধান হবে (আল-মাবসূত)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি গোলাম গসব করেছে, তবে তার ইকরার সহীহ হবে এবং তার বর্ণনা দেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হবে। আর যখন সে বর্ণনা করবে যে, ঐ গোলাম এই— সে উৎকৃষ্ট হোক কিংবা মধ্যম হোক কিংবা নিকৃষ্ট হোক—আর যদি মুকির লাহ্ তার তাসদীক করে, তবে সে তাকে নিয়ে নিবে। আর যদি তার বর্ণনা মুকির লাহ্ তাকযীব করে এবং তার কাছে অন্য গোলাম দাবী করে, তবে ইকরারকারীর কথা কসমসহ কবুল হবে এবং ইকরারকারীর ইকরার মুকির লাহ্র তাকযীব করার কারণে বাতিল হবে। এ বিধান গোলাম বর্তমান থাকা অবস্থার। আর যদি গসবদারী তাকে হালাক করে ফেলে, তবে তার মূল্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে ইকরারকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আয-যাখীরা)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, সে বকরী কিংবা উট কিংবা কাপড় গসব করেছে, তবে তার ইকরার সহীহ্ হবে এবং তার বর্ণনার উপর নির্ভর করা হবে (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে একটি ঘর গসব করেছে, তবে ঐ ঘর এটি, ঐটি কিংবা অন্য শহরে–এ ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি সে বলে যে, সেটি এই ঘর যা এই ব্যক্তির কবযায় আছে। আর যার কবযায় ঘর আছে, সে যদি তা অস্বীকার করে, তবে ইকরারকারী কোন কিছুর যামিন হবে না, আর না এই ঘর ব্যতীত অন্য কোন ঘর বাবদ তার কাছে কিছু দাবী করা যাবে। এ মত ইমাম আবূ হানীফা (র) পোষণ করেন এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর দ্বিতীয় উক্তিও এরূপ। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম উক্তি এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত হলো, ইকরারকারী হতে কসম দ্বারা ঐ ঘরের মূল্যে যিমান নেয়া যাবে (আল-হাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি তার কাছ থেকে এই দাসী কিংবা এই গোলাম গসব করেছি এবং মুকির লাহ্ উভয়টি দাবী করে, তবে গসবকারীকে বলা হবে যে, উভয়ের মধ্যে থেকে তোমার যেটি ইচ্ছা একটির ইকরার করো এবং অন্যটির জন্য কসম করো। তারপর যদি সে একটির ইকরার করে, তবে সে ইকরারের দায়িত্ব থেকে বের হয়ে যাবে। আর মুকির লাহ্ তো তার তাসদীক করেছে, কেননা সে উভয়ের দাবী করেছে। সুতরাং সে তা হতে সেইটি নিয়ে নিবে, যেটিকে সে নির্দিষ্ট করেছে এবং অপরটির দাবী অবশিষ্ট থাকবে। তখন তাতে কসম অস্বীকারকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি মুকির লাহ্ একটি নির্দিষ্ট বস্তু দাবী করে এবং ইকরারকারী যেটি গসব করেছে সে সেটি ছাড়া অন্য কোন বস্তুর ধারণা করে, তবে এই ইকরার দ্বারা মুকির লাহ্র কোন হক হাসিল হবে না এবং অন্যটি বাবদ তার দাবী ইকরারকারীর উপর বাকী থাকবে। আর ইকরারকারী অস্বীকার করলে কসম দ্বারা তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

২১. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে এক কাফীয গম পাওনা আছে। তবে ঐ শহরের কাফীয দ্বারা পরিমাপ করা হবে। আর অনুরূপ ভাবে মন ইত্যাদি ওযনের ব্যাপারেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে একশত দিরহাম পাওনা আছে, তবে তা ঐ শহরের ওযন অনুযায়ী হবে। ওযন যদি সাত হয়, তবে সাতই হবে। কমের উপর তার তাসদীক করা যাবে না। কিন্তু যদি ইকরারের সময় সাথে সাথে মিছকালী শত দিরহাম কিংবা পাঁচ ওযনী দিরহাম বলে, তবে তা তাসদীক করা যাবে এবং যা বলবে তাই হবে। আর যদি সে কূফা শহরে ইকরার করে, তবে কূফায় সাতওযনী দিরহাম বেশী পরিচিত সুতরাং সেটাই ধরা হবে। আর যদি কোন শহরে বিভিন্ন ধরনের দিরহাম প্রচলিত থাকে এবং কোন একটি দিরহাম অধিক প্রচলিত হয়, তবে ঐ দিরহামের ইকরারই ধর্তব্য হবে। আর যদি সব দিরহামের প্রচলন সমান হয়। তবে সবচেয়ে কম ওযনী মুদ্রা বুঝাবে।

আর যদি কেউ বলে যে, সে আমার কাছে ছোট দিরহাম পাওনা আছে কিংবা ক্ষুদ্র দিরহাম কিংবা ক্ষুদ্র দীনার কিংবা বড় দিরহাম পাওনা আছে। তবে এই সমুদয় ক্ষেত্রে পূর্ণ মুদ্রা বুঝাবে। কিন্তু যদি ইকরারের সময় সাথে সাথে বর্ণনা করে, তবে বর্ণনা অনুযায়ী ইকরার ধর্তব্য হবে (মুহীত আস-সারাখ্সী)।

২২. মাসআলা ঃ আর যদি বাগদাদে অবস্থান করে সে বলে যে, আমার কাছে অমুক ব্যক্তি তাবারী দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার উপর তাবারী দিরহাম লাযিম হবে, কিন্তু বাগদাদী ওযনে। অনুরূপভাবে বাগদাদে অবস্থান করে যদি বলে যে, আমার কাছে সে এক কুর মূসিলী গম পাওনা আছে, তবে তার উপর মূসিলী গম লাযিম হবে। কিন্তু বাগদাদী মাপ অনুযায়ী (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ আর যদি সে বলে যে, আমার কাছে দারাহিম পাওনা আছে, তবে তার উপর তিন দিরহাম লাযিম হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে যে, সে আমার কাছে দারাহিমাত পাওনা আছে, তবে তার উপর তিন দিরহাম লাযিম হবে (আল-মাবসূত)।

২৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, সে আমার কাছে অনেক দিরহাম পাওনা আছে, কিংবা অনেক দীনার পাওনা আছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াস মতে তার উপর দশ দিরহাম এবং দশ দীনার লাযিম হবে। আর সাহিবাইনের মতে তার উপর দুইশত দিরহাম এবং বিশ দীনার লাযিম হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে অনেক কাপড় পাওনা আছে, কিংবা আমার কাছে অনেক নাবালিগ সেবক-সেবিকা পাওনা আছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দশ এবং সাহিবাইনের মতে দুইশত দিরহামের সমান লাযিম হবে।

আর যদি কেউ বলে যে, আমি অনেক উট গসব করেছি কিংবা অনেক গরু কিংবা অনেক ছাগল গসব করেছি। তবে সাহিবাইনের মতে প্রত্যেক শ্রেণীর নিম্নতম নিসাব অনুযায়ী তার থেকে নেয়া হবে। আর তা হলো পঁচিশটি উট, ত্রিশটি গরু এবং চল্লিশটি ছাগল। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইকরারকারীকে তার কথার ব্যাখ্যা করতে বলা হবে (আত্-তাব্য়ীন)।

২৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে অধিকাংশ দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার উপর দশ দিরহাম লাযিম হবে এবং সাহিবায়নের মতে দুইশত দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে কিছু দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার উপর তিন দিরহাম লাযিম হবে (খাযানাতুল মুফ্তীন)।

২৭. মাসআলা ঃ ইবনে সিমাআ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি কেউ বলে যে, সে আমার কাছে দ্বিগুণ দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার উপর ছয় দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে যে, আমার কাছে আযআফান (اضعافاً) মুযাআফা (مضاعفه) দারাহিম পাওনা আছে, তবে তার উপর আঠার দিরহাম লাযিম হবে। অনুরূপ যদি তার উল্টো রূপে বলে যে, আমার কাছে তার মুযাআফাতান আযআফা (مضاعفة اضعافا) দারাহিম পাওনা আছে। তবু তার উপর আঠার দিরহাম লাযিম হবে (আত-তাব্য়ীন)।

২৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, সে আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে এবং আযআফাহা মুযাআফা (اضعافها مضاعفة) , তবে তার উপর আশি দিরহাম লাযিম হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

২৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে كذا درهماً (এত দিরহাম), তবে এক দিরহাম লাযিম হবে (আল-কাস্য ও আল-হিদায়া)।

৩০. মাসআলা ঃ আর ইয়াতীমা ও যাখীরা প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, দুই দিরহাম লাযিম হবে। কেননা, كذا (এত) দ্বারা সংখ্যা বুঝানো হয়েছে এবং নিম্ন সংখ্যা হলো দুই (আত্-তাব্য়ীন ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে كذا كذا درهما (এতো এত দিরহাম), তবে তার উপর এগার দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে, كذا وكذا درهماً (এত এবং এত দিরহাম), তবে একুশ দিরহাম লাযিম হবে। আর এই বিধান দীনার এবং পরিমাপযোগ্য ও ওযনযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আর যদি বলে, كذا كذا مختوماً من حنطه (গমের এত এত প্যাকেট), তবে তার উপর এগার প্যাকেট লাযিম হবে। আর যদি বলে, عَلَيَّ كذاكذا درهماً وكذا كذا ديناراً (আমার কাছে এত এত দিরহাম ও এত এত দীনার পাওনা আছে), তবে তার উপর এর প্রত্যেকটি থেকে এগার লাযিম হবে। আর যদি বলে, كذا كذا دينارا و درهما (এত এত দীনার ও দিরহাম), তবে তার উপর এর প্রত্যেকটি থেকে এগারোর অর্ধেক লাযিম হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩২. মাসআলা ঃ আর যদি كذا শব্দ واو ছাড়া তিনবার আনয়ন করে তবে এগার, আর যদি واو সহ তিনবার আনয়ন করে, তবে একশত একুশ , আর যদি চারবার আনয়ন করে, তবে তার উপর হাজার বাড়ানো হবে (আল-হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৩. মাসআলা ঃ আর যদি পাঁচবার واو সহ আনয়ন করে, তবে দশ হাজার বাড়ানো হবে। আর যদি ছয়বার আনয়ন করে। তবে একশত হাজার আর যদি সাতবার আনয়ন করে তবে দশ লাখ বেশী করা হবে। এইভাবে প্রতিবার যখন واو সহ বাড়াবে, তখন এক দশক বেড়ে যাবে। যেরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে (আত্-তাব্য়ীন)

৩৪. মাসআলা ঃ আর এসব তখন হবে যখন সে درهم শব্দকে كذا- এর تمييز রূপে উল্লেখ করবে। আর যদি درهم শব্দকে كذا- এর مضاف اليه করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একশত দিরহাম লাযিম হবে (মুহীত আস-সারাখ্সী)।

৩৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে মাল পাওনা আছে, তবে পরিমাণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তারই কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কম-বেশী যা-ই বলুক তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি এক দিরহামের কম উল্লেখ করে, তবে তা তাসদীক করা যাবে না। আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দিরহামের মধ্য থেকে বিরাট মাল পাওনা আছে, তবে দুইশত দিরহামের কম উল্লেখ করলে তা তাসদীক করা যাবে না। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।আর দীনারের ক্ষেত্রে বিশ দীনারের কম এবং উটের ক্ষেত্রে পঁচিশ উটের কম হলে তাসদীক করা যাবে না। আর যাকাতের মাল ব্যতীত অন্য মালের ক্ষেত্রে মূল্য নিসাব পরিমাণের কম হলে তাসদীক করা যাবে না (আল-কাফী)।

৩৬. মাসআলা ঃ আর ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, দশ দিরহামের কমের ক্ষেত্রে তাসদীক করা যাবে না, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আরেকটি রিওয়ায়াত আছে সাহিবায়নের মতের অনুরূপ (আত-তাবয়ীন)।

৩৭. মাসআলা ঃ আর শামসুল আইম্মা আয্-সারাখসী (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিশুদ্ধ উক্তি হলো, ইকরারকারীর দারিদ্র্য ও সচ্ছল অবস্থার উপর ভিত্তি করে এ ব্যাপারে হুকুম জারী করা হবে। কেননা, দরিদ্র ব্যক্তি অল্প মালকে ও অনেক মাল মনে করে, আর সচ্ছল ব্যক্তি তা মনে করে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৮. মাসআলা ঃ আর এসব বিধান তখন হবে, যখন সে বিরাট মালকে দিরহামের মধ্য থেকে বর্ণনা করবে। যদি শুধু বিরাট মালের ইকরার করে, তবে যে শ্রেণীর মাল বর্ণনা করবে তার তাসদীক করা যাবে (আল-ইতাবিয়্যা)।

৩৯. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার কাছে اموال عظام পাওনা আছে, অর্থাৎ আরবীর উভয় শব্দ বহুবচন উল্লেখ করে, তবে যা বর্ণনা করবে, তার মধ্য থেকে তিন নিসাব পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ দিরহামের মধ্য থেকে বর্ণনা করলে ছয়শত দিরহাম লাযিম হবে। (আল-কাফী)।

৪০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে মূল্যবান কিংবা মর্যাদাবান কিংবা সম্মানজনক মাল পাওনা আছে, তবে সর্বসম্মতভাবে তার যিম্মায় দুইশত দিরহাম লাযিম হবে।

আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে অনেক মাল পাওনা আছে, তবে নাতিকী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার যিম্মায় দুইশত দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বেশীর ইকরার করে তবে বেশী লাযিম হবে। আর দুইশত দিরহামের কমের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, দশের কমের ক্ষেত্রে তার কথা তাসদীক করা যাবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তার যিম্মায় দুইশত দিরহাম লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, হাজারো দিরহাম পাওনা আছে, তবে তিন হাজার দিরহাম লাযিম হবে।

আর যদি বলে যে, বহু হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে দশ হাজার দিরহাম লাযিম হবে। আর এই বিধানই পয়সা ও দীনারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (আল-মুহীত)।

৪২. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকায় আছে, যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে মাল পাওনা আছে— না কম, না বেশী। তবে তার উপর দুইশত দিরহাম লাযিম হবে (আল-খুলাসা)।

৪৩. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার উপর কম মাল পাওনা আছে। তবে তার উপর এক দিরহাম লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহামের কাছাকাছি পাওনা আছে, তবে এটা তার পাঁচশত দিরহামের কিছু বেশী মুদ্রার ইকরার হবে। অনুরূপভাবে গসব, গচ্ছিত রাখা এবং পরিমাপযোগ্য, ওযনযোগ্য বস্তু ও কাপড়ের ক্ষেত্রেও এই বিধান হবে (আয-যাখীরা)।

৪৫. মাসআলা ঃ আর ইমাম মুহাম্মাদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যদি কেউ বলে অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার ব্যতীত পাওনা আছে, তবে তার উপর দুই হাজার লাযিম হবে।আর যদি বলে, দুই হাজার ব্যতীত পাওনা আছে, তবে তার উপর চার হাজার লাযিম হবে। আর যদি বলে, দিরহাম ব্যতীত, তবে দুই দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে দুই দিরহাম ব্যতীত, তবে চার দিরহাম লাযিম হবে (আল-হাবী)।

৪৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, বহু গম পাওনা আছে, তবে সাহিবাইনের মতে পাঁচ ওয়াসাক লাযিম হবে। আর কেউ কেউ বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এটা ইকরারকারীর বর্ণনার উপর নির্ভর করবে। কিন্তু এক সা'-এর চেয়ে বেশী বর্ণনা করতে হবে। আর কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, অনেক গম বললে দশ কাফীয হবে। আর অনুরূপভাবে সকল পরিমাপযোগ্য ও ওযনযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য।

আর কেউ যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে اقفزه حنطه। পাওনা আছে, তবে তিন কাফীয গম লাযিম হবে। আর যদি বলে اقفزهلا كثيره। পাওনা আছে, তবে দশ কাফীয লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দশ দিরহাম ও কিছু বেশী পাওনা আছে, তবে বেশীর পরিমাণ তার বর্ণনা করতে হবে। সুতরাং যদি এক দিরহাম কম বর্ণনা করে, তবে তা জাইয হবে (আত্-তাব্য়ীন)।

৪৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে পঞ্চাশ ও কিছু (بضع) দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার উপর পঞ্চাশ দিরহাম এবং তিন বা ততোধিক দিরহাম লাযিম হবে। সুতরাং যদি তিন দিরহামের কম বর্ণনা করে, তবে তা জাইয হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৪৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, সে আমার কাছে একশত এবং এক দিরহাম পাওনা আছে। তবে আমাদের মতে তার উপর একশত এক দিরহাম লাযিম হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে একশত ও এক দীনার পাওনা আছে, কিংবা একশত ও এক কাফীয গম পাওনা আছে, মোটকথা পরিমাপযোগ্য বা ওযনযোগ্য কোন বস্তু উল্লেখ করে, তবু এই বিধান হবে (আল-মাবসূত)।

৫০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, দশ দিরহাম ও দাং কিংবা কীরাত, তবে এই দাং বা কীরাত রূপার মধ্য থেকে হবে (আত্-তাব্য়ীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছ দশ দীনার ও দাং কিংবা কীরাত পাওনা আছে, তবে এই দাং বা কীরাত সোনার মধ্য থেকে হবে (আল-মুহীত)।

৫২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, সে আমার কাছে দুইশত মিছকাল সোনা ও রূপা কিংবা এই পরিমাণ গম ও যম পাওনা আছে, তবে উভয় বস্তুর মধ্য হতে প্রত্যেক প্রকারের অর্ধেক অর্ধেক লাযিম হবে। অনুরূপভাবে যদি তিন প্রকার বস্তুর নাম উল্লেখ করে, তবে প্রত্যেক বস্তুর এক-তৃতীয়াংশ লাযিম হবে (আল-হাবী)।

৫৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, একশত এবং এক গোলাম, একশত এবং এক বকরী, একশত এবং এক কাপড় কিংবা একশত এবং দুই কাপড়, তবে একশত কি বস্তু, সে সম্পর্কে তার বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে (আয-যাখীরা)।

৫৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, একশত ও তিন কাপড়, তবে সমুদয়ই কাপড় হবে (আল-মাবসূত)।

৫৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তির জন্য আমার ঘরের জুয বা একাংশ, তবে এর বর্ণনা তার উপরই নির্ভর করবে আর তার ইখতিয়ার থাকবে যে পরিমাণ ইচ্ছা ইকরার করার। আর অনুরূপ ভাবে যদি জুয্ না বলে শিক্স্ (شقص), নাসীব (نصيب), তা–ইফা (طائفه) ও কিত্আ (قطعه) ইত্যাদি অংশ বা টুক্রা অর্থবোধক শব্দ বলে, তবু তার বিধান একই রূপ হবে। আর যদি অংশ অর্থে সাহ্ম (سهم) শব্দ ব্যবহার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এর অর্থ এক-ষষ্ঠাংশ সাব্যস্ত হবে। আর সাহিবাইনের মতে ইকরারকারীকে বর্ণনা করতে বলা হবে (আল-মুহীত)।

৫৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজের পাল হতে একটি বকরীর ইকরার করে, তবে ইকরার সহীহ্ হবে। এরপর যদি মুকির লাহ্ কোন নির্দিষ্ট বকরী দাবী করে, আর ইকরারকারী তা স্বীকার করে, তবে সে তা নিয়ে নিবে। আর যদি অস্বীকার করে, তবে সাক্ষী পেশ করা ছাড়া নিতে পারবে না। কিংবা বিবাদী থেকে কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে নিতে পারবে। আর যদি মুকির লাহ্ বকরীর মধ্যে কোন একটি অনির্দিষ্ট বকরী দাবী করে, তবে মুকিরের ইখতিয়ার থাকবে তার পাল থেকে যে কোন একটি বকরী দিয়ে দেয়ার। আর যদি মুকির সব বকরীর উপর কসম করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তাকে বাধ্য করা হবে তার মধ্য থেকে একটি বকরী দেয়ার জন্য।

আর যদি বকরীর মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট না করে এবং উভয়ে পরস্পরকে বলে যে, আমি জানি না বকরী কোন্টি? কিংবা যদি ইকরারকারী ইকরার হতে রুজূ করে, কিংবা ইকরার অস্বীকার করে, তবে মুকির লাহ্ তার শরীক হবে। এমনকি যদি দশটি বকরী হয়, তবে মুকির লাহ্র দশম অংশ একটি বকরী হবে। আর যদি কোন বকরী মারা যায়, তবে উভয়ের মাল থেকে মারা যাবে। আর যদি কোন বাচ্চা জন্মে, তবে উভয়ের মাল বৃদ্ধি পাবে এই হিসাব অনুযায়ী। আর যদি মুকির মূলত অস্বীকার করে এবং বকরীর পাল নষ্ট করে দেয়, তবে সে মুকির লাহ্র অংশের যামিন হবে। আর যদি তার মধ্য হতে একটি বকরী মারা যায়, তবে সে মুকির লাহ্র অংশের যামিন হবে অর্থাৎ এক-দশমাংশের যামিন হবে।আর যদি ইকরাকারী মারা যায়, তবে তার ওয়ারিছ এ ক্ষেত্রে মূরিছের স্থলবর্তী হবে। কিন্তু তাদের নিকট হতে তার অবগতির উপর কসম নেয়া যাবে।

আর অন্যান্য জীবজন্তু, দাস-দাসী ও আসবাবপত্র এ ক্ষেত্রে বকরীর ন্যায় (আল-মাবসূত)।

৫৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার এই দিরহামগুলোর মধ্যে সে দশ দিরহাম পাওনা আছে এবং এখানে একশত দিরহাম আছে। আর এতে ছোট কম ওযন ও বড়

উভয় রকমের দিরহাম আছে। তবে দশ দিরহাম বড় ওযনে সাবআ দ্বারা সাব্যস্ত হবে। আর যদি ইকরার কারী বলে যে, ঐ দশ দিরহাম কম ওযন বিশিষ্ট দিরহামগুলোর অন্তর্গত, তবে তা তাসদীক করা যাবে না। আর যদি তার মধ্যে ভেজাল শামিল থাকে এবং সে বলে যে, তা ভেজালের মধ্য থেকে, তবে তা তাসদীক করা যাবে। (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৫৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার এই খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে তার এক কুর গম আছে, তারপর দেখা গেলো যে, তার সমুদয় খাদ্যদ্রব্যও এক কুর হয় না। তবে তা সবই মুকির লাহুর হবে এবং ইকরারকারী অবশিষ্ট গমের যামিন হবে না। কিন্তু ইকরারকারী হতে এই মর্মে কসম নেয়া যাবে যে, আমি এ খাদ্যদ্রব্য হতে কিছু নষ্ট করিনি। আর যদি পূর্ণ এক কুর হয়, তবে সমুদয় মুকির লাহুর হবে।আর যদি তা এক কুরের বেশী হয়, তবে মুকির লাহু তা হতে এক কুর পাবে (আল-মুহীত)।

৫৯. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার ঘর থেকে তার জন্য এই দেয়াল থেকে ঐ দেয়াল পর্যন্ত। তবে মুকির লাহু শুধু এই দেয়াল থেকে ঐ দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ পাবে (আল-কান্য)।

৬০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে তার এক দিরহাম থেকে দশ দিরহাম পর্যন্ত পাওনা আছে। কিংবা বললো, এক দিরহাম হতে দশ দিরহামের মধ্যবর্তী দিরহাম পাওনা আছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর নয় দিরহাম লাযিম হবে। আর সাহিবাইনের মতে তার উপর দশ দিরহাম লাযিম হবে (আল-কাফী)।

৬১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে তার এক কুর যব হতে এক কুর গম পর্যন্ত পাওনা আছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর এক কুর যব ও এক কুর গম লাযিম হবে। কিন্তু এক কাফীয্ গম কম হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দুই কুর লাযিম হবে। আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে দশ দিরহাম থেকে দশ দীনার পর্যন্ত পাওনা আছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর দশ দিরহাম ও নয় দীনার লাযিম হবে। আর সাহিবাইনের মতে দশ দিরহাম ও দশ দীনার লাযিম হবে। আর অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে দশ দীনার হতে দশ দিরহাম পর্যন্ত পাওয়া আছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) -এর কিয়াস মতে তার উপর দশ দিরহাম ও নয় দীনার লাযিম হবে। আর আবূ হাফসের কোন কোন কিতাবে আছে যে, এ অবস্থায় তার উপর দশ দীনার ও নয় দিরহাম লাযিম হবে। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যাহির মত। কিন্তু তাঁর প্রথমোক্ত মতই বিশুদ্ধতর।

আর উপরোক্ত সমুদয় ক্ষেত্রে উদাহরণত কারো এরূপ ইকরার করা যে, দশ দিরহাম থেকে দশ দীনার পর্যন্ত পাওনা আছে, তার এরূপ বলার ন্যায় যে, দশ দিরহাম থেকে দশ দীনারের মধ্যে পর্যন্ত পাওনা আছে (আল-মাবসূত)।

৬২. মাসআলা ঃ বাশার (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমার কাছে অমুক ব্যক্তি বকরী থেকে গাভীর মধ্য পর্যন্ত পাওনা আছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, তার উপর কিছু লাযিম হবে না। গাভী ও বকরী নির্দিষ্ট হোক কিংবা অনির্দিষ্ট। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যদি নির্দিষ্ট হয়, তবে কিছুই লাযিম হবে না। আর যদি অনির্দিষ্ট হয়, তবে তার উপর উভয়ই লাযিম হবে।

আর যদি কেউ বলে যে, দিরহাম থেকে দিরহামের মধ্য পর্যন্ত আমার কাছে পাওনা আছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর এক দিরহাম লাযিম হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তার উপর দুই দিরহাম লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তির ইকরার ও কাজকর্ম

১. মাসআলা ঃ মৃত্যু-রোগের রোগী ঐ ব্যক্তি, যে নিজের কাজকর্মে বের হয় না। আর এটাই বিশুদ্ধতর মত (খাযানাতুল মুফতীন)।

২. মাসআলা ঃ মৃত্যু-রোগের সংজ্ঞা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এটাই উত্তম ফাতওয়া যে, ঐ রোগে যদি প্রায়শ মৃত্যু হয়, তবে তা-ই মৃত্যু-রোগ। রোগী শয্যাগত হোক বা না হোক (আল-মুযমিরাত)।

৩. মাসআলা ঃ এরূপ রোগীর ইকরার তার ওয়ারিছের জন্য জাইয নয়। কিন্তু অন্য ওয়ারিছরা যদি অনুমতি দেয়, তবে জাইয হবে। মুকির লাহু যদি ইকরার করার সময় ওয়ারিছ হয় এবং এইভাবে ওয়ারিছ বহাল থাকে, এমনকি রোগী মারা যায়, তবে ইকরার বাতিল হবে। আর যদি ইকরারের সময় মুকির লাহু ওয়ারিছ হয়, এবং ইকরারের পর ওয়ারিছ হওয়া থেকে বের হয়ে যায়, আর রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে, যেমন কেউ যদি ভাইয়ের জন্য ইকরার করে এবং ঐ সময় তার কোন পুত্র না থাকে, তারপর পুত্র জন্ম হয় এবং পুত্র জীবিত থাকা অবস্থায় রোগী মারা যায়, তবে ইকরার জাইয হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি এমন ব্যক্তির জন্য ইকরার করে, যে ইকরারের সময় ওয়ারিছ ছিল না। তারপর এমন কারণে ওয়ারিছ হলো, যা ইকরারের সময় বর্তমান ছিল, যেমন নিজের ভাইয়ের জন্য ইকরার করলো এবং তার পুত্রও বর্তমান ছিল। তারপর পুত্র মারা গেলো। তারপর রোগী মারা গেলো। তবে ইকরার সহীহ্ হবে না।

আর যদি এরূপ লোকের জন্য ইকরার করে, যে ওয়ারিছ নয়, এরপর এমন কোন কারণ সৃষ্টি হয়, যাতে সে ওয়ারিছ হয়। যেমন কোন আজনবী আওরাতের জন্য ইকরার করলো, তারপর তাকে বিবাহ করলো, তারপর সে মারা গেলো। তবে ইকরার সহীহ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি ইকরারের সময় ওয়ারিছ থাকে, তারপর ওয়ারিছ হওয়া থেকে বের হয়ে যায়, তারপর পুনরায় ওয়ারিছ হয়, যেমন কেউ নিজের স্ত্রীর জন্য ইকরার করলো, তারপর তাকে বাইন তালাক দিলো এবং তার ইদ্দত অতীত হওয়ার পর পুনরায় তাকে বিবাহ করলো। তারপর সে মারা গেলো।

কিংবা কোন ব্যক্তির সাথে চুক্তি মুওয়ালাত চুক্তি করলো, তারপর রোগী হয়ে তার জন্য ইকরার করলো। তারপর মুওয়ালাত চুক্তি ভেঙ্গে ফেললো। তারপর পুনরায় মুওয়ালাত চুক্তি করলো, তারপর ঐ রোগেই মারা গেলো। তবে এ অবস্থায় ইকরার জাইয হওয়া না হওয়ার সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এই ইকরার জাইয। ইমাম আবূ ইউসুফ (রা) বলেন, এ ইকরার বাতিল। আর মাশাইখ কিরাম বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত কিয়াসের অনুকূল এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত হচ্ছে ইস্তিহ্সান (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ কোন রোগী যদি নিজের পুত্রের জন্য করযের ইকরার করে এবং ঐ পুত্র কারো গোলাম হয়, তারপর আযাদ করা হয়, তারপর পিতা মারা যায় এবং পুত্র তার অন্যতম ওয়ারিছ হয়, তবে তার করযের ইকরার জাইয হবে।

আর যদি এই গোলাম তাজির হয় এবং তার উপর করয থাকে, তবে অবশিষ্ট মাসআলা অনুরূপ হলে ইকরার বাতিল হবে।

আর যদি রোগী তার পুত্রের জন্য ইকরার করে এবং সে মুকাতাব হয়, তারপর পিতা মারা যায়, আর পুত্র ঐ রূপই মুকাতাব অবস্থায় থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে ইকরার জাইয হবে। আর যদি পিতার মৃত্যুর পূর্বে মুকাতাব পুত্র আযাদ হয়, তবে তার ক্ষেত্রে ইকরার জাইয থাকবে না। (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ যদি মুকাতাব রোগী তার আযাদ পুত্রের জন্য করযের ইকরার করে, তারপর মারা যায় এবং করয পরিশোধের যোগ্য কোন মাল না রেখে যায়, কিংবা করয পরিশোধযোগ্য মাল রেখে যায় এবং কিতাবাত পরিশোধযোগ্য মাল না রেখে যায়, তবে ইকরার জাইয হবে।

আর যদি উভয় কাজের জন্য যোগ্যসম্পন্ন মাল রেখে যায়, তবে তার ইকরার বাতিল হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৮. মাসআলা ঃ আর যদি রোগী তার কোন ওয়ারিছের জন্য নির্দিষ্ট গচ্ছিত মালের ইকরার করে, তারপর সে ঐ রোগেই মারা যায়, তবে সে ইকরার জাইয হবে না (মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি কোন পুরুষ তার রোগের অবস্থায় তার স্ত্রীর জন্য করযের ইকরার করে। তারপর তার পূর্বে তার স্ত্রী মারা যায় এবং স্ত্রীর দুই পুত্র থাকে। এক পুত্র ঐ পুরুষের ঔরসজাত এবং অন্যপুত্র অন্য পুরুষের ঔরসজাত। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম উক্তি অনুযায়ী ইকরার বাতিল হবে এবং তার দ্বিতীয় উক্তি অনুযায়ী জাইয হবে।

আর যদি রোগী তার স্ত্রীর জন্য করযের ইকরার করে, তারপর তার মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রী মারা যায় এবং তার এমন ওয়ারিছ থাকে যে, তারা তার সমুদয় মীরাছ নিতে পারে, আর তারা ঐ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছ না হয়, তবে তার ইকরার জাইয হবে (আয-যাখীরাহ)।

১০. মাসআলা ঃ যদি রোগী তার পুত্রের জন্য করযের ইকরার করে। তারপর ঐ মুকির লাহ্ পুত্র মারা যায় এবং এক পুত্র রেখে যায়, আর রোগী ব্যক্তির কোন পুত্র না থাকে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম উক্তি অনুযায়ী এই ইকরার জাইয হবে না। আর তাঁর দ্বিতীয় উক্তি অনুযায়ী জাইয হবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ তার মৃত্যু-রোগের মধ্যে স্ত্রীর মহরের ঋণ স্বীকার করে, তবে 'মহরে মিছিল' সম্পূর্ণ (مهر مثل) তাসদীক করা যাবে। আর সুস্থ অবস্থার পাওনাদারগণ তার সাথে শরীক হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

১২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ তার স্ত্রীর জন্য মহরে মিছিল চেয়ে বেশী ইকরার করে, তবে বেশীটুকু বাতিল হবে (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার মৃত্যু-রোগের মধ্যে তার স্ত্রীর জন্য মহর বাবদ হাজার দিরহাম ইকরার করলো এবং মারা গেলো। তারপর ওয়ারিছগণ সাক্ষী পেশ করলো যে, ঐ স্ত্রী তার স্বামীর জীবদ্দশায় তাকে তার মহর হিবা করে দিয়েছে। তবে এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না এবং স্বামীর ইকরারের কারণে মহর লাযিম হবে (আল-খুলাসা)

১৪. মাসআলা ঃ যদি কোন রোগী তার কোন ওয়ারিছ কিংবা কোন আজনবী ব্যক্তির জন্য ইকরার করে, তারপর মুকির লাহ্ মারা যায়, তারপর রোগী ব্যক্তি মারা যায় এবং মুকির লাহুর কোন ওয়ারিছ ঐ রোগীর ওয়ারিছদের মধ্যে শামিল থাকে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম উক্তি অনুযায়ী এই ইকরার জাইয হবে না এবং তার দ্বিতীয় উক্তি অনুযায়ী জাইয হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপভাবে যদি রোগী তার দখলকৃত গোলাম সম্পর্কে কোন আজনবীর অনুকূলে ইকরার করে যে ঐ গোলামটি তার, এরপর ঐ আজনবী বলে যে, ঐ গোলাম ঐ রোগীর ওয়ারীছের আমার এতে কোন হক ছিল না, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম উক্তি অনুযায়ী রোগীর ইকরার বাতিল হবে এবং তাঁর দ্বিতীয় উক্তি অনুযায়ী সহীহ্ হবে। আর তাঁর দ্বিতীয় উক্তি কিয়াসের অধিক নিকটবর্তী এবং প্রথম উক্তি অধিক সাবধানতামূলক (আল-মাবসূত ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি দুই দিন অসুস্থ এবং তিন দিন সুস্থ থাকে কিংবা একদিন অসুস্থ এবং দুই দিন সুস্থ থাকে সে যদি তার পুত্রের জন্য করযের ইকরার করে, আর যদি সে এমন রোগের মধ্যে ইকরার করে, যার পরে সে সুস্থ হয়, তবে তার একাজ জাইয হবে।

আর যদি সে এমন রোগের মধ্যে ইকরার করে যা তাকে শয্যাগত করে দেয় এবং ঐ রোগেই সে মারা যায়, তবে তার এই ইকরার জাইয হবে না (খাযানাতুল মুফতীন)।

১৬. মাসআলা ঃ রোগী তার ওয়ারিছের জন্য কোন কিছুর ইকরার করলো এবং মারা গেলো। তারপর মুকির লাহ্ ও অন্যান্য ওয়ারিছদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলো। মুকির লাহ্ বললো, সুস্থ অবস্থায় ইকরার করেছে। অন্য ওয়রিছগণ বললো, না বরং রুগ্ন অবস্থায় ইকরার করেছে। তার রুগ্ন অবস্থায় ইকরার করার দাবীদারদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি উভয় পক্ষ সাক্ষী পেশ করে, তবে মুকির লাহুর সাক্ষিগণই অগ্রগণ্য হবে। আর যদি মুকির লাহুর নিকট সাক্ষী না থাকে এবং সে অন্য ওয়ারিছদের কাছে কসম তালব করে, তবে সে অধিকার তার থাকবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, রোগীর ইকরার তার হন্তার জন্য জাইয হবে না। ফকীহগণ বলেন, এই বিধান তখন হবে, যখন যখম এরূপ মারাত্মক হয় যে, চলাফেরা করা সম্ভব হয় না। আর যদি যখম মারাত্মক না হয়, এবং চলাফেরা করা সম্ভব হয়, তবে ইকরার সহীহ্ হবে ঐ ইমামের মতে যিনি মৃত্যুর প্রবল আশংকার বিষয়টি বিবেচনা করেন, কেননা তখন সে মৃত্যু রোগীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।

এই বিধান তখন হবে, যখন যখম এরূপ মারাত্মক হয় যে, তাতে প্রায়শ প্রাণবিয়োগের আশংকা থাকে। আর যদি যখম এরূপ মারাত্মক না হয়, যাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণবিয়োগের আশংকা থাকে না, তবে ইকরার সহীহ্ হবে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ আর রোগীর ইকরার তার ওয়ারিছের গোলাম কিংবা তার মুকাতাব কিংবা হন্তার গোলাম বা তার মুকাতাবের জন্য জাইয হবে না (আল-মাবসূত)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার মুকাতাবের জন্য করযের ইকরার করে, তবে তা জাইয হবে যদি তার সুস্থ অবস্থায় মুকাতাব করে থাকে। আর যদি রুগ্ন অবস্থায় মুকাতাব করে, তবে এক-তৃতীয়াংশের বেশী ইকরার জাইয হবে না (আল-হাবী)।

২০. মাসআলা ঃ আজনবী ব্যক্তির জন্য রোগীর সমস্ত মালের করযের ইকরার জাইয। যদি সুস্থ অবস্থায় তার উপর কোন করা না থাকে (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ সুস্থ অবস্থার করয রুগ্ন অবস্থার করযের ইকরারের উপর প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ ত্যাজ্য সম্পদ থেকে প্রথমে সুস্থ অবস্থার করয পরিশোধ করা হবে। তারপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা দ্বারা রুগ্ন অবস্থার করয পরিশোধ করা হবে। আর যদি এই করয সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা কাযীর প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে থাকে, তবে উভয়টি সমান হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

২২. মাসআলা ঃ যে গচ্ছিত বস্তুর ইকরার রুগ্ন অবস্থায় করা হয়েছে, তার চেয়ে সুস্থ অবস্থার করয অগ্রগণ্য হবে (খাযানাতুল মুফ্তীন)।

২৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার রোগের মধ্যে কোন বস্তু খরিদ করলো কিংবা করয করলো কিংবা ইজারা করলো এবং সাক্ষিগণ তার উপর তার কবযা করার সাক্ষ্য দিলো, কিংবা কোন স্ত্রীলোককে হাজার দিরহাম মহরে বিবাহ করলো এবং এটাই যদি তার মহরে মিছ্ল হয়, তবে এসব লোক সুস্থ অবস্থার পাওনাদারদের সম অংশীদার হবে।

আর অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত করযের অবস্থা, যা রোগীর উপর কোন মালের মালিক হওয়ার বিনিময়ে কিংবা নষ্ট করার দরুন ওয়াজিব হয়েছে, আর তা ওয়াজিব হওয়া রোগীর ইকরার ব্যতীত প্রমাণিত হয়েছে। তাও সুস্থ অবস্থার করযের সমতুল্য। আর যদি কেউ রোগের মধ্যে তার ঋণ পরিশোধ করে এবং করয কিংবা পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে, তবে যারটা পরিশোধ করেছে, তার হবে। সুস্থ অবস্থার পাওনাদারদের হবে না। আর যদি দেনমহর কিংবা উজরত পরিশোধ করে, তবে সুস্থ অবস্থার পাওনাদারগণ তাতে শরীক হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি রোগীর উপর সুস্থ অবস্থার করয না থাকে এবং সে রুগ্ন অবস্থায় দুই ব্যক্তির জন্য করযের ইকরার করে, তবে উভয়ে তার অংশ বণ্টন করে নিবে। এতে তাদের মধ্যে আগে-পিছে করা যাবে না। ঐ ইকরার একসাথে হোব যেমন—রোগী দুই ব্যক্তিকে বললো, তোমরা উভয়ে আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছো কিংবা আগে-পরে হোক, যেমন- রোগী দু'জনের একজনকে বললো, তুমি আমার কাছে পাঁচশত দিরহাম পাওনা আছো। তারপর একদিন কিংবা তার চেয়ে কম-বেশী দিন চুপ করে থাকলো, তারপর অপরজনকে বললো, তুমি আমার কাছে পাঁচশত দিরহাম পাওনা আছো (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার সুস্থ অবস্থায় ইকরার করলো যে, সে এক ব্যক্তির একটি দাসী গসব করেছে। তারপর সে তার মৃত্যু-রোগের মধ্যে বললো, সেই দাসীটি এই। আর যদি ঐ দাসী ছাড়া তার অন্য কোন মাল না থাকে এবং তার উপর ঋণ থাকে, তবে তার এই ইকরার জাইয হবে। আর তা তাসদীক করা যাবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ তার সুস্থ অবস্থায় ইকরার করে যে, আমার কাছে অমুক ব্যক্তির হাজার দিরহাম গচ্ছিত আছে, তারপর তার মৃত্যু-রোগের মধ্যে বলে যে, সেই হাজার দিরহাম এই। তবে এই ইকরার তাসদীক করা যাবে। আর ঋণদাতার উপর গচ্ছিতকারী অগ্রগণ্য হবে (আল-খুলাসা)।

২৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ রুগ্নাবস্থায় ঋণের ইকরার করে তারপর গচ্ছিত মালের ইকরার করে, তবে উভয়ই ঋণ হবে এবং গচ্ছিত রাখা অগ্রগণ্য হবে না। আর যদি প্রথম গচ্ছিত রাখার কথা ইকরার করে, তারপর ঋণের ইকরার করে, তবে এ ক্ষেত্রে গচ্ছিত রাখার ইকরার অগ্রগণ্য হবে। আর বাযাআত ও মুযারাবাত উভয়ের বিধান গচ্ছিত রাখার বিধানের অনুরূপ হবে (আল-হাবী)।

২৭. মাসআলা ঃ আর যদি রুগ্ন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির জন্য হাজার দিরহাম গচ্ছিত রাখার ইকরার করে, তারপর সে মারা যায়। আর যদি এই গচ্ছিত মাল নির্দিষ্ট রূপে জানা না থাকে, তবে রুগ্নাবস্থায় ঋণের অনুরূপ এ মালও তার ত্যাজ্য সম্পদে ঋণ গণ্য হবে (খাযানাতুল মুফ্তীন)।

২৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয় এবং তার কবযায় এক হাজার দিরহাম থাকে আর তার উপর সুস্থ অবস্থার কোন ঋণ না থাকে আর সে কারো জন্য হাজার দিরহামের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঋণের ইকরার করে, তারপর ইকরার করে যে, যে এক হাজার দিরহাম আমার কবযায় আছে তা অমুক ব্যক্তির গচ্ছিত দিরহাম। তারপর আরেকজনের জন্য হাজার দিরহামের ঋণের ইকরার করে, তারপর সে মারা যায়, তবে ঐ এক হাজার দিরহাম তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। আর যদি প্রথম ঋণদাতা ব্যক্তি বলে যে, মৃত ব্যক্তির প্রতি আমার কোন হক নেই, কিংবা বলে যে, আমি তাকে ঋণ হতে মুক্ত করে দিয়েছি, তবে ঐ হাজার দিরহাম গচ্ছিতকারী ও দ্বিতীয় ঋণদাতার মধ্যে অর্ধাঅর্ধি বণ্টিত হবে। আর প্রথম ঋণদাতার কথার দ্বারা দ্বিতীয় ঋণদাতার হক বাতিল হবে না (আল-মাবসূত)।

২৯. মাসআলা ঃ আর যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হাজার দিরহামের ঋণের ইকরার করে, তারপর অন্য এক ব্যক্তির জন্য মুযারাবাতের নির্দিষ্ট হাজার দিরহাম ইকরার করে, তারপর আরেক ব্যক্তির জন্য অনির্দিষ্ট হাজার দিরহাম গচ্ছিত রাখার ইকরার করে, তারপর সে মারা যায় এবং শুধু হাজার দিরহাম রেখে যায়, তবে ঐ হাজার দিরহামই ঐসব লোকের মধ্যে অংশ মতো বণ্টন করে দেয়া হবে (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ আর যদি রোগী ব্যক্তি ইকরার করে যে, আমার পিতার উপর অমুকের ঋণ আছে এবং আমার কবযায় আমার পিতার ঘর আছে। এখন যদি রোগী ব্যক্তির উপর তার সুস্থ অবস্থার সবার জানাশুনা ঋণ থাকে, তবে তার সুস্থ অবস্থার ঋণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তারপর যদি কিছু বেঁচে থাকে, তবে তা থেকে তার পিতার ঋণ পরিশোধ করা হবে। আর যদি তার পিতার মৃত্যুর পর তার সুস্থ অবস্থায় এরূপ ইকরার করে, তবে পুত্রের ঋণদাতাদের উপর পিতার ঋণদাতাদেরকে অগ্রগণ্য করা যাবে (আল-হাবী)।

৩১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বললো, অমুকে আমার পিতার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং মুকির আলায়হি (পিতা) তা অস্বীকার করলো। তারপর মুকির রোগাক্রান্ত হলো এবং অস্বীকারকারী (পিতা) মারা গেলো। আর মুকির তার ওয়ারিছ হলো। আর মুকিরের উপর তার সুস্থ অবস্থার ঋণ ছিল। তারপর সে মারা গেলো এবং অস্বীকারকারী (পিতা) থেকে যে হাজার দিরহাম মীরাছ পেয়েছিল তা রেখে গেলো। তবে মুকিরের সুস্থ অবস্থার ঋণদাতা ঐ হাজার দিরহাম নেয়ার ব্যাপারে অস্বীকারকারী (পিতার) ঋণদাতা অপেক্ষা অগ্রগণ্য হবে (আল-মাবসূত)।

৩২. মাসআলা ঃ যদি কেউ নিজের সুস্থাবস্থায় প্রকাশ্য ক্ষতি বহন করে তিন দিনের খিয়ারের শর্তে কোন গোলাম খরিদ করে, তারপর খিয়ারের সময়কালে রোগাক্রান্ত হয়, তারপর অনুমতি দেয় কিংবা চুপ থাকে, এমনকি খিয়ারের মেয়াদ পার হয়ে যায়। তারপর রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মারা যায়, তবে এক-তৃতীয়াংশ মাল থেকে তা বহন করা হবে (খাযানাতুল মুফ্তীন)।

৩৩. মাসআলা ঃ জনৈক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার অধিকৃত কোন যমীন সম্পর্কে ইকরার করলো যে, এটি ওয়াক্ফকৃত। যদি নিজের পক্ষ থেকে ওয়াকফের ইকরার করে, তবে এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা জাইয হবে। যেমন কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার গোলাম আযাদ করার ইকরার করে কিংবা সাদাকা করার ইকরার করে যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে সাদাকা করে দিয়েছি, তবু এরূপ বিধান হয়ে থাকে।

আর যদি অন্যের পক্ষ থেকে ওয়াকফের ইকরার করে এবং ঐ অন্য ব্যক্তি তা তাসদীক করে কিংবা তার ওয়ারিছগণ তাসদীক করে, তবে সমস্ত যমীনে ওয়াকফ জাইয হবে। আর যদি শুধু ওয়াকফের ইকরার করে এবং নিজের পক্ষ হতে কিংবা অপরের পক্ষ হতে কিছু উল্লেখ না করে, তবে এক-তৃতীয়াংশ মাল হতে ওয়াকফ সাব্যস্ত হবে।

এক রোগী তার ওয়ারিছ এবং এক আজনবী ব্যক্তির জন্য ঋণের ইকরার করলো। এ ইকরার বাতিল হবে। শিরকতের ক্ষেত্রে উভয় ব্যক্তি পরস্পরকে তাসদীক করুক কিংবা তাকযীব করুক। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রা) ইমাম আবূ ইউসুফ (রা)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মাদ (রা) বলেন, এটা আজনবী ব্যক্তির জন্য তার অংশ পরিমাণ জাইয হবে। যদিও উভয় শরীকদার পরস্পরকে তাকযীব করে কিংবা আজনবী ব্যক্তি শিরকত অস্বীকার করে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৪. মাসআলা ঃ আর যদি ওয়ারিছ তাকযীব করে এবং আজনবী ব্যক্তি তার তাসদীক করে, তবে কেউ কেউ বলেন, এতেও মতভেদ অবধারিত হবে। আর বিশুদ্ধতর মত এই যে, সর্বসম্মতভাবেই তা জাইয নয় (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৩৫. মাসআলা ঃ আর যদি ইকরারকারী উভয়ের শিরকত অস্বীকৃতির বিষয়টিকে তাসদীক করে এবং বলে যে, ঋণ একত্রিতভবে ছিল না এবং আমি শিরকতের মিথ্যা ইকরার করেছিলাম, তবে তখন আজনবী ব্যক্তির জন্য ইকরার সহীহ্ হবে (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা ঃ আর যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ইকরার করে যে, আমার উপর অমুকের হক আছে এবং ওয়ারিছগণ তার কথা তাসদীক করে, তারপর রোগীব্যক্তি মারা যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-বলেন যে, ইস্তিহ্সান স্বরূপ এক-তৃতীয়াংশ মাল পর্যন্ত দাবীদারের তাসদীক করা যাবে। আর যদি তা থেকে অধিক মালের দাবী করে, তবে ওয়ারিছগণ হতে তাদের অবগতির উপর হলফ নেয়া হবে। যদি তারা হলফ করে, তবে দাবীদার এক-তৃতীয়াংশ মাল নিয়ে নিবে।

আর যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার কোন নির্দিষ্ট ঋণের ইকরার করে, তবে ঐ নির্দিষ্ট ঋণ তার ত্যাজ্য সম্পদের মধ্যে অগ্রগণ্য হবে (আল-হাবী)।

৩৭. মাসআলা ঃ আর যদি ঋণের ইকরার না করে, এবং কারো জন্যে এক-তৃতীয়াংশ মালের ওসিয়ত করে। তবে নির্দিষ্ট ওসিয়ত অগ্রগণ্য হবে। আর ওয়ারিছগণকে বলা হবে যে, দুই-তৃতীয়াংশ মালের মধ্যে তোমাদের যা ইচ্ছা তার জন্য ইকরার করো, এবং-এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়াত ওয়ালাকে বলা হবে যে, এক-তৃতীয়াংশ মালের মধ্যে তোমার যে পরিমাণ ইচ্ছা ঐ হকদারের জন্য ইকরার করো, এখন যে পক্ষ কোন বস্তুর ইকরার করবে, তার কাছ থেকে ঐ পরিমাণ নেয়া হবে এবং অবশিষ্ট মালের জন্য কসম নেয়া হবে (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা ঃ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার ওয়ারিছের অনুকূলে এক গোলামের ইকরার করবে বললো যে, সে আমার নয়, বরং অমুক ব্যক্তির এবং সে তার তাসদিক করল তারপর রোগী মারা গেলো। তবে ঐ আজনবী ব্যক্তিকে গোলাম দিয়ে দেয়া হবে। আর তার মূল্য থেকে সে তার অংশ পাবে। আর অনুরূপভাবে যদি ওয়ারিছ অন্য ওয়ারিছের জন্য ইকরার করে, তবে গোলাম সেই অন্য ব্যক্তিকে দেয়া হবে এবং প্রথম ওয়ারিছের উপর তার মূল্য ওয়াজিব হবে আর তা মীরাছ সাব্যস্ত হবে। আর তা থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি অংশ পাবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির উপর এই পরিমাণ ঋণ থাকে যে, তার মালের সমান হয়ে যায়, তবে সম্পূর্ণ মূল্যই তাকে দিতে হবে এবং তা থেকে কারো অংশ বাতিল হবে না (আল-কাফী)।

৩৯. মাসআলা ঃ এক রোগী ব্যক্তি তার গোলাম তার কোন ওয়ারিছকে হিবা করলো এবং রোগী ব্যক্তির এ ছাড়া অন্য কোন মাল নেই। আর হিবাকৃত ব্যক্তি তা কবযা করলো। তারপর হিবাকৃত ব্যক্তি ইকরার করলো যে, রোগী ব্যক্তি আমাকে হিবা করার পূর্বে ইকরার করেছিল যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই গোলাম ঐ অন্য ওয়ারিছের, কিংবা ইকরার করেছিল যে, সে আমাকে হিবা করার পূর্বে ঐ ওয়ারিছকে হিবা করেছিল। আর যদি ঐ দ্বিতীয় ওয়ারিছ এ ব্যাপারে তার তাস্দীক করে, তবে ঐ দ্বিতীয় ওয়ারিছের ইখতিয়ার থাকবে প্রথম ওয়ারিছ থেকে গোলাম নিয়ে নেয়ার। সুতরাং যদি ঐ দ্বিতীয় ওয়ারিছ প্রথম ওয়ারিছ থেকে গোলাম নিয়ে নেয়, তারপর রোগী ব্যক্তি ঐ রোগে মারা যায়, আর তখন যদি এই গোলাম বর্তমান থাকে, তবে দ্বিতীয় ওয়ারিছ হতে তাকে নিয়ে নেয়া হবে এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছদের মীরাছ হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলার ফারাইয মতে তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

অনুরূপভাবে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি ওয়ারিছ না হয়, এবং মৃত ব্যক্তির উপর এই পরিমাণ ঋণ থাকে যে, তা তার সমুদয় মালের সমান হয়, তবে পাওনাদারদের ইখতিয়ার থাকবে গোলাম তার হাত থেকে তাদের কবযায় নিয়ে (বণ্টন করে) নেয়া।

আর যদি গোলাম দ্বিতীয় ওয়ারিছের হাতে মারা যায়। তবে ঋণপাওনাদারদের এ অবস্থায় ইখতিয়ার থাকবে। আর অবশিষ্ট ওয়ারিছদের প্রথম অবস্থায় ইখতিয়ার থাকবে প্রথম ওয়ারিছ হতে গোলামের মূল্যের যিমান নেয়ার কিংবা দ্বিতীয় ওয়ারিছ হতে যিমান নিবে এবং দ্বিতীয় ওয়ারিছ প্রথম ওয়ারিছ হতে কিছু নিতে পারবে না। আর যদি প্রথম ওয়ারিছ হতে যিমান নেয়। তবে সেও দ্বিতীয় ওয়ারিছ হতে কিছু ফেরত নিতে পারবে না। এই কিতাবের সাধারণ রিওয়ায়াতসমূহে এরূপই বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ফেরত নিতে পারবে। মাশাইখ কিরাম বলেন, অবশিষ্ট ওয়ারিছদের এই ইখতিয়ার তখন থাকবে, যখন তাদের কাছ থেকে কোন তাস্দীক কিংবা তাকযীব পাওয়া না যাবে। আর যদি তারা তাস্দীক করে, তবে শুধু দ্বিতীয় ওয়ারিছ হতে যিমান নিতে পারবে, আর যদি তারা তাকযীব করে, তবে প্রথম ওয়ারিছ হতে যিমান নিতে পারবে। এটা তখন হবে যখন দ্বিতীয় ওয়ারিছ হতে প্রথম ওয়ারিছের তাস্দীক করা হবে। আর যদি তাকযীব করে এবং বলে যে, গোলাম আমার, আমি জানি না এই ব্যক্তি কি বলে। তবে গোলাম দ্বিতীয় ওয়ারিছকে সোপর্দ করা হবে। আর এটা তখন হবে যখন প্রথম ওয়ারিছ রুগ্ন ব্যক্তি থেকে নিয়ে গোলাম কবযা করবে এবং তারপর দ্বিতীয় ওয়ারিছের জন্য ইকরার করবে। আর এই ভাবে যদি প্রথম ওয়ারিছ রুগ্ন ব্যক্তি থেকে গোলাম নিয়ে কবযা না করে, এমনকি ইকরার করে যে, রুগ্ন ব্যক্তি দ্বিতীয় ওয়ারিছের জন্য তার ইকরার করেছে। এবং তা আমার জন্য ইকরারের পূর্বে হয়েছে, তারপর যদি দ্বিতীয় ওয়ারিছ তার তাস্দীক করে। এবং রুগ্ন ব্যক্তি থেকে নিয়ে গোলাম কবযা করে, তারপর রুগ্ন ব্যক্তি মারা যায়, এবং তার উপর অনেক ঋণ থাকে আর গোলাম দ্বিতীয় ওয়ারিছের কাছে বর্তমান থাকে, তবে তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে। এবং ঋণদাতাদের মধ্যে বণ্টিত হবে। আর যদি বর্তমান না থাকে তবে ঋণদাতাদের ইখতিয়ার থাকবে প্রথম ওয়ারিছ হতে যিমান নিয়ে নেয়ার কিংবা দ্বিতীয় ওয়ারিছ হতে।

আর যদি রুগ্ন ব্যক্তির উপর ঋণ না থাকে, তবে অবশিষ্ট ওয়ারিছদের গোলাম নেয়ার ইখতিয়ার থাকবে যদি গোলাম বর্তমান থাকে। আর গোলাম মারা গেলে তার যিমান নেয়ার ইখতিয়ার থাকবে (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা ঃ যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার ঋণ উসুলের ইকরার করে, যা তার অন্য ব্যক্তির উপর ওয়াজিব ছিল। এখন যদি এই ঋণ কোন মালের বিনিময় হয়, যেমন-নগদ দিয়ে দেয়। কিংবা কোন বস্তু বিক্রি করে যার মূল্য ক্রেতার যিম্মায় ওয়াজিব হয়, কিংবা এরূপ বস্তুর বিনিময় হয় যা মাল নয়, যেমন -মহর এবং খুলার বিনিময় কিংবা তার অনুরূপ। যদি ঋণ

মালের বিনিময়ে ওয়াজিব হয়ে থাকে, এবং ঋণী ব্যক্তি আজনবী হয়ে থাকে, তবে উসুল পাওয়ার ইকরার সহীহ্ হবে। যদি সুস্থাবস্থায় ওয়াজিব হয়। রুগ্ন ব্যক্তির উপর সুস্থ অবস্থায় ঋণ হোক বা না হোক।

আর যদি রুগ্ন অবস্থায় কারো উপর এই ঋণ ওয়াজিব হয়, তবে উসূল করার ইকরার রুগ্ন ব্যক্তির জন্য ঋণ পাওনাদারের ক্ষেত্রে সহীহ্ হবে না। যখন রুগ্ন ব্যক্তির উপর সুস্থ অবস্থার ঋণ থাকে (আয-যাখীরা)।

৪১. মাসআলা ঃ এই বিধান তখন হবে যখন ঋণ ওয়াজিব হওয়া সুস্থ অবস্থায় সাক্ষীর দ্বারা কিংবা কাযীর প্রত্যক্ষ দর্শনে জানা যাবে। আর যদি কেবল রোগী ব্যক্তি এবং ঋণী ব্যক্তির কথা দ্বারা প্রমাণিত হয়, যেমন রোগী ব্যক্তি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বললো যে, আমি আমার সুস্থ অবস্থায় এই গোলাম তোমার কাছে এই পরিমাণ মূল্যে বিক্রি করেছি এবং তুমি গোলাম কবযা করেছো, আর আমি মূল্য উসুল করেছি। আর ক্রেতা তা তাস্দীক করলো এবং এটা কেবল এই দু'জনের কথা দ্বারা জানা গেলো। তারপর যদি গোলাম ক্রেতার কাছে কিংবা বিক্রেতার কাছে ইকরার সময় বর্তমান থাকে, কিংবা ইকরারের সময় মারা যায়। আর যদি বর্তমান থাকা বা না থাকা জানা না যায় যে, রোগাক্রান্ত অবস্থায় মারা গিয়েছে কিংবা সুস্থ অবস্থায় মারা গিয়েছে। তবে এইসব ক্ষেত্রে যদি সুস্থ অবস্থার ঋণ পাওনাদার মূল্য পাওয়ার ব্যাপারে তাকযীব করে, তবে রোগী ব্যক্তির তা উসুলের ইকরার সহীহ্ হবে না। আর যদি এটা জানা না যায় যে, গোলাম সুস্থ অবস্থায় মারা গিয়েছে তবে রুগ্ন ব্যক্তির ইকরার সহীহ্ হবে।

আর যদি ঋণ কোন ওয়ারিছের উপর ওয়াজিব থাকে, এবং রোগী ব্যক্তি তা উসুল পাওয়ার ইকরার করে, তবে তা সহীহ্ হবে না। তা রুগ্নাবস্থায় ওয়াজিব হোক কিংবা সুস্থাবস্থায় ওয়াজিব হোক। কিংবা রুগ্ন ব্যক্তির উপর সুস্থ অবস্থার ঋণ হোক বা না হোক।

আর যদি ঋণ এরূপ বস্তুর বদলে ওয়াজিব হয়, যা কোন মাল নয়, এবং যদি ঋণী ব্যক্তি আজনবী লোক হয়, তবে রোগী ব্যক্তির উসুল পাওয়ার ইকরার সহীহ্ হবে। ঋণ রুগ্নাবস্থায় ওয়াজিব হোক কিংবা সুস্থাবস্থায় ওয়াজিব হোক এবং রুগ্ন ব্যক্তির উপর সুস্থাবস্থার ঋণ হোক বা না হোক।

আর যদি ঋণ এরূপ বস্তুর বদলে ওয়াজিব হয় যা কোন মাল নয় এবং যদি ঋণী ব্যক্তি ওয়ারিছ হয়, তবে রোগী ব্যক্তির ইকরার সহীহ হবে না। এই ঋণ রুগ্নাবস্থায় ওয়াজিব হোক কিংবা সুস্থাবস্থায় ওয়াজিব হোক (আল-মুহীত)।

৪২. মাসআলা ঃ আর যদি রোগাক্রান্ত ঋণী ব্যক্তি ইকরার করে যে, তার যে গচ্ছিত মাল কিংবা ধার কিংবা মুযারাবাত তার ওয়ারিছের নিকট ছিল সে তা কবযা করেছে, তবে তার তাস্দীক করা যাবে (আল-মাবসূত)।

৪৩. মাসআলা ঃ আর যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ইকরার করে যে, সে মাওহূব লাহু হতে তার হিবা ফেরত নিয়েছে, তবে তা তাস্দীক করা হবে এবং মাওহূব লাহু মুক্ত হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি ফাসিদ বিক্রয়ের মধ্যে বিক্রীত মাল কিংবা গসবকৃত মাল কিংবা রেহেন ফেরত নেয়া ইকরার করে, তবে তা সহীহ্ হবে। যদিও তার উপর সুস্থ অবস্থার ঋণ থাকে।

আর যদি এসব অবস্থায় সে তার ওয়ারিছ হতে ফেরত নেয়া ইকরার করে, তবে তা তাস্দীক করা হবে না (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৪৪. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামি' কিতাবে বলেন, যদি কোন ব্যক্তির কারো উপর তার সুস্থ অবস্থায় হাজার দিরহাম ঋণ ওয়াজিব থাকে, তারপর যখন ঋণদাতা রোগাক্রান্ত হয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং ইকরার করে যে, তার হাতে যে হাজার দিরহাম আছে তা তার করযদার কিংবা মুকাতাবের গচ্ছিত মাল এবং এই হাজার দিরহাম ঐরূপ যেমন রোগী ব্যক্তির কারো উপর ওয়াজিব হয়, তারপর রোগী ব্যক্তি মারা যায়, এবং তার উপর সুস্থ অবস্থার ঋণ থাকে, আর তার ঋণদাতাগণ রোগী ব্যক্তির ইকরার অস্বীকার করে, তবে রোগী ব্যক্তিকে তার ইকরারের ক্ষেত্রে তাস্দীক করা হবে এবং এই গচ্ছিত হাজার দিরহাম ঋণী ব্যক্তির ঋণের বিনিময় হয়ে যাবে। আর মুকাতাব তার বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে।

আর যদি এই গচ্ছিত দিরহাম ঐ দিরহাম থেকে উত্তম হয়, যা রোগী ব্যক্তির কারো উপর ওয়াজিব থাকে, তবে ইকরার সহীহ্ হবে। তখন যদি মুকির লাহু বলে যে, আমি উত্তম দিরহাম ফেরত নেবো এবং সে যেরূপ চায় তাকে তা দিবো। তবে তার এই ইখতিয়ার থাকবে না। কেননা, অতিরিক্ততার ইকরার সহীহ্ হবে না।

আর যদি গচ্ছিত মালের হাজার ভেজাল দিরহাম ইকরার করে যে, আমার কাছে আমার করযদারের কিংবা মুকাতাবের এই দিরহাম গচ্ছিত আছে এবং করযদারের কাছে আমার পাওনা আছে নির্ভেজাল দিরহাম, তবে তার এই ইকরার সহীহ্ হবে না এবং এই দিরহামগুলো রোগী ব্যক্তির ঋণদাতাদের মধ্যে কন্টন করে দেয়া হবে। আর রোগী ব্যক্তির করযদারও মুকতাব তাদের ঋণের জন্য ধৃত হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি ইকরার করে যে, এই একটি দীনার যা আমার কাছে আছে, তা আমার করযদার কিংবা মুকাতাবের গচ্ছিত মাল। কিংবা যদি কোন কবযাকৃত দাসীর এরূপ গচ্ছিত মাল হওয়ার ইকরার করে। তারপর মারা যায়, এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই গচ্ছিত মাল তার কাছে মওজুদ থাকে কিংবা এটা জানা নেই যে, ঐ দাসী সে কি করেছে, তবে ইকরার বাতিল হবে।

আর যদি রোগী ব্যক্তি বলে যে, আমি এই ভেজাল হাজার দিরহাম আমার করযদার কিংবা মুকতাব থেকে আমার হক আদায় স্বরূপ নিয়ে নিয়েছি, কিংবা এই দীনারগুলো আমার হক আদায় বাবদ নিয়ে নিয়েছি, কিংবা এই দাসীটি আমার হকের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছি, তারপর যদি করযদার ও মুকাতাব তার তাকযীব করে আর উভয়ে বলে যে, আমাদের উপর তার ঋণ এরূপই আছে। কিন্তু এই মালগুলো আমাদের। তবে রোগী ব্যক্তির ইকরার বাতিল হবে। আর এই মালগুলো রোগী ব্যক্তির পাওনাদারদের হক হিসাবে তাদের মধ্যে অংশ মতো বন্টন করে দেয়া হবে। আর রোগীর করযদারও মুকাতাবের উপর তাদের ঋণ যথারূপে বহাল থাকবে। আর যদি রোগীর ইকরার করযদার ও মুকাতাব তাস্দীক করে, তবে যদি দাসী ও দীনারগুলোর মূল্য রোগীর ঋণের সমান বা বেশী হয়, তবে ইকরার সহীহ্ হবে। আর যদি কম হয় যেমন ঋণ হাজার দিরহাম এবং মূল্য পাঁচশত দিরহাম, তবে দাসী সম্পর্কে করযদার বা মুকাতাবকে বলা হবে যে, রোগী ব্যক্তি পাঁচশত দিরহাম পরিমাণ মুহাবা করেছে। আর করযদার রোগীর পক্ষ থেকে মুহাবা করা দুরুস্ত হবে না। সুতরাং তুমি যদি বিক্রয় মনযূর করো, তবে তার অবশিষ্ট হক পাঁচশত দিরহাম দিয়ে পূর্ণ করে দাও। অন্যথায় বিক্রয় ভেঙ্গে দাও এবং দাসী ফেরত নাও। আর তোমার দেনা পরিশোধ করো।

আর ভেজাল দিরহামের অবস্থায় মুকতাব বা করযদারকে এ ইখতিয়ার দেয়া হবে না যে, ইচ্ছা হলে তুমি ভেজাল দিরহাম নিয়ে নির্ভেজাল দিরহাম ফেরত দিবে কিংবা ভেজাল দিরহাম ছেড়ে দিবে। আর লোকসান পরিমাণ দণ্ড নিবে। বরং বলা হবে যে, ভেজাল দিরহাম ফেরত নাও এবং নির্ভেজাল দিরহাম ফেরত দাও।

আর কিতাবে একথা উল্লেখ নেই যে, যদি দীনারের মূল্য ঐ ঋণ থেকে কম হয়, তবে মুকতাবকে ইখতিয়ার দেয়া যাবে কিনা। ফকীহ আবূ বকর বলখী বলেন, ইখতিয়ার দেয়া যাবে আর এটাই বিশুদ্ধতর মত। এরপর যদি মুকাতাব কিংবা করযদার বিক্রয় ভেঙ্গে দেয়া ইখতিয়ার করে। তবে দাসী ও দীনার তাকে ফেরত দেয়া হবে (আল-মুহীত)।

৪৫. মাসআলা ঃ যদি ব্যবসায়ী গোলাম তার মুনীবের কাছে পাওনা করয উসুলের ইকরার করে এবং গোলাম যদি করযদার না হয়, তবে জাইয হবে। আর যদি গোলাম করযদার হয়। তবে জাইয হবে না। অনুরূপভাবে মুকাতাব যদি তার মুনীব হতে নিজের করয উসুল পাওয়ার ইকরার করে। আর সে রোগাক্রান্ত থাকে, তারপর মারা যায় এবং তার উপর করয থাকে আর মুনীব তার ওয়ারিছ হয়, তবে তার ইকরার বাতিল হবে। আর যদি তার উপর করয না থাকে, এবং তার মুনীবের উপর খাদ্য লাযিম থাকে আর তার কিতাবাতের মাল দিরহাম হয়, আর সে ইকরার করে যে, আমার যে খাদ্য আমার মুনীবের কাছে পাওনা ছিল তা আমি উসুল পেয়েছি। তারপর মারা যায়, আর এই পরিমাণ তরকা রেখে যায়, যার দ্বারা কিতাবাতের মাল পরিশোধ করা যায়। তখন মুনীব ব্যতীত যদি আর কোন ওয়ারিছ না থাকে, তবে ইকরার সহীহ্ হবে। আর যদি মুনীব ব্যতীত তার অন্য কোন্ ওয়ারিছ থাকে, তবু তাকে তার এই ইকরারের মধ্যে তাস্‌দীক করা যাবে। আর যদি তার উপর এ পরিমাণ করয থাকে যা তার মালের সমান হয়। তবে তার তাস্‌দীক করা যাবে না (আল-মাবসূত)।

৪৬. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তির জন্য ইকরার করে যে, সে তার গোলামকে হত্যা করেছে কিংবা তার হাত কেটে ফেলেছে, তারপর রুগ্ন ব্যক্তি দিয়াত উসূল পাওয়ার ইকরার করে, তবে তা সহীহ্ হবে।

অনুরূপভাবে অপরাধী যদি মুনীবের রুগ্নাবস্থায় তার গোলামকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, এবং মুনীব তার সাথে কিছু পরিমাণ মালের বিনিময়ে আপস করে, আর আপসের বিনিময় উসুল পাওয়ার ইকরার করে, তবে তা জাইয হবে (আল-হাবী)।

৪৭. মাসআলা ঃ যদি কোন রোগাক্রান্তা মহিলা স্বামীর কাছ থেকে তার মহর উসুল পাওয়ার ইকরার করে এবং ঐ মহিলার উপর সুস্থ অবস্থার ঋণ থাকে, তারপর স্বামীর তালাক দেয়ার পূর্বে ঐ রোগেই মারা যায়। তবে তার ইকরার সহীহ্ হবে না এবং স্বামীকে নির্দেশ দেয়া হবে তার মহর দিয়ে দেয়ার জন্য। তারপর তা তার ঋণদাতাদের মধ্যে অংশ অনুযায়ী বণ্টিত হবে। আর যদি স্বামী সংগমের পূর্বে তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তারপর সে তার মহর উসুল পাওয়ার ইকরার করে, তারপর ঐ রোগে সে মারা যায়। তবে তার ইকরার সহীহ্ হবে। আর যদি স্বামী বলে যে, আমি করযদাতাদের সাথে অর্ধেক মহরে শরীক আছি। তবে তা হতে পারবে না (আয-যাখীরা)।

৪৮. মাসআলা ঃ তারপর যদি সুস্থাবস্থার ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধ করার পর ঐ মহিলার মাল হতে কিছু অবশিষ্ট থাকে। তবে তা থেকে স্বামী তার অর্ধেক মহর নিয়ে নিবে। আর যদি স্বামী ঐ মহিলার সাথে সংগম করে, তারপর তাকে বাইন তালাক কিংবা রাজঈ তালাক দেয়। তারপর মহিলা রোগাক্রান্ত হয় এবং সে তার সমস্ত মহর উসুল পাওয়ার ইকরার করে, তারপর ইদ্দত অতীত হওয়ার পর মারা যায়, তবে ইকরার সহীহ্ হবে। আর যদি ইদ্দত অতীত হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তবে সহীহ্ হবে না। আর যখন এই অবস্থায় মহর উসূল পাওয়ার ইকরার সহীহ্ হবে না, তখন সুস্থ অবস্থার ঋণদাতারা তাদের ঋণ আদায় করে নিবে। তারপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে মহরের দিকে লক্ষ্য করা হবে এবং স্বামীর ঐ মীরাছের প্রতি লক্ষ্য করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে যা তার কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে যা কম হবে তা স্বামীকে দেয়া হবে (আল-মুহীত)।

৪৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ তার রুগ্নাবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে কিছু মালের বিনিময়ে খুলা করে এবং তার ইদ্দত অতীত হয়ে যায়, আর রুগ্ন ব্যক্তি ইকরার করে যে, আমি খুলা'র বিনিময় স্ত্রী হতে উসুল পেয়েছি, আর তার উপর সুস্থ অবস্থার কিংবা রুগ্ন অবস্থার কোন ঋণ না থাকে, তবে তাকে তাসদীক করা হবে অর্থাৎ তার ইকরার সহীহ্ হবে (আল-মাবসূত)।

৫০. মাসআলা ঃ এক রোগী ব্যক্তির উপর সুস্থ অবস্থার ঋণ আছে— এক ব্যক্তি তার কাছ থেকে তার রোগের অবস্থায় তার গোলাম গসব করলো এবং গোলাম তার হাতে মারা গেলো কিংবা গোলাম পালিয়ে গেলো। তারপর কাযী রোগী ব্যক্তির জন্য গসবকারীর উপর গোলামের মূল্য প্রদান করার নির্দেশ জারী করলেন। তারপর রোগী ব্যক্তি ইকরার করলো যে, সে ঐ মূল্য গসবকারী হতে উসূল পেয়েছে, তবে সাক্ষী ছাড়া তার তাসদীক করা যাবে না।

আর যদি রোগী ব্যক্তির সুস্থাবস্থায় গসব করা হয়ে থাকে, তারপর সে রোগাক্রান্ত হয় এবং গোলাম গসবকারীর কাছে হুবহু বর্তমান থাকে, তারপর পলায়ন করে কিংবা মারা যায়। এবং কাযী তার উপর গোলামের মূল্য প্রদানের নির্দেশ দেন। তারপর রোগী ব্যক্তি তা উসূল পাওয়ার কথা ইকরার করে, আর যদি গোলাম মারা যায় কিংবা পলায়ন করে পুনরায় ফিরে না আসে তবে তাসদীক করা হবে। সুস্থাবস্থায় ঋণ ওয়াজিব হওয়ার ন্যায়। আর যদি গোলাম পলায়ন থেকে ফিরে আসে, তবে তার ইকরার সহীহ্ হবে না। আর যদি গসব ও যিমানের নির্দেশ উভয়টি সুস্থাবস্থায় ঘটে, আর রোগী ব্যক্তি যিমান উসূল করার ইকরার রুগ্নাবস্থায় করে, তবে তার তাস্‌দীক করা যাবে (আল-মুহীত)।

৫১. মাসআলা ঃ এক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হাজার দিরহাম মূল্যের এক গোলামকে দুই হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করলো, যার কাছে এ ছাড়া অন্য কোন মাল নেই। আর তার উপর সুস্থ অবস্থার অনেক ঋণ আছে। তারপর সে সমস্ত মূল্য উসুল পাওয়ার ইকরার করলো। তারপর মারা গেলো। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার কোন ইকরার সহীহ হবে না। আর ক্রেতাকে পুনরায় মূল্য পরিশোধ করার কিংবা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার ইখতিয়ার দেয়া হবে। এরপর যদি সে পুনরায় মূল্য দেয়া ইখতিয়ার করে, তবে তা সুস্থ অবস্থার ঋণ পাওনাদারদেরকে দেয়া হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, মূল্য থেকে যে পরিমাণ অধিক হয়, সেই পরিমাণ রোগী ব্যক্তির কথার তাস্‌দীক হবে এবং মূল্যের পরিমাণ ক্রেতাকে ইখতিয়ার দেয়া হবে যে, ইচ্ছা হলে আরো এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করো কিংবা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করো। আর গোলাম ঋণদাতাদের জন্য বিক্রি করা হবে। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত বর্ণিত হয়নি। আমাদের মাশাইখ কিরাম তাঁর অভিমত ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (আত্-তাহ্‌রীর শারহুল জামিউল কাবীর)।

৫২. মাসআলা ঃ সুস্থাবস্থায় কেউ তার গোলাম বিক্রি করলো এবং ক্রেতা তাকে কবযা করলো, তারপর বিক্রেতা রোগাক্রান্ত হলো। আর তার উপর সুস্থ অবস্থার অনেক ঋণ আছে। আর সে মূল্য উসুলের ইকরার করলো। এমনকি তার ইকরার ঋণদাতাদের সুস্থতার ক্ষেত্রে সহীহ্ হয়ে গিয়েছে। তারপর সে তার রোগের মধ্যে মারা গেলো এবং ক্রেতা গোলামের মধ্যে দোষ পেয়ে কাযীর নির্দেশে তাকে ফেরত দিলো। তবে ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকবে না মৃত ব্যক্তির ঋণদাতাদের সাথে মৃতের অবশিষ্ট মালের মধ্যে অংশীদার হওয়ার, কিন্তু গোলামকে নিজের মূল্য উসুল করা পর্যন্ত আটকে রাখতে পারবে। তখন গোলাম বিক্রি করা হবে এবং

ক্রেতা অবশিষ্ট ঋণদাতাদের তুলনায় তার মূল্যের অধিক হকদার হবে। তারপর যখন গোলাম বিক্রি করা হবে তখন তার মূল্য ক্রেতাকে পরিশোধ করে দেয়া হবে। আর যদি কিছু বেঁচে যায়, তবে তা মৃত ব্যক্তির অবশিষ্ট ঋণদাতাদেরকে দেয়া হবে। আর যদি ক্রেতার পাওনা অপেক্ষা তার মূল্য কম হয়, তবে ক্রেতাকে বাকী মাল তখন পর্যন্ত দেয়া হবে না, যে পর্যন্ত না অন্য ঋণদাতা ও পাওনাদারগণ তাদের নিজ নিজ হক উসুল করে নিবে। আর যদি তাদের উসুল করার পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তা থেকে ক্রেতা বাকী পাওনা নিতে পারবে।

আর যদি ক্রেতা নিজের মূল্যের জন্য গোলামকে আটক না করে, বরং রোগী ব্যক্তিকে তার জীবদ্দশায় কিংবা তার মৃত্যুর পর তার ওসীকে কাযীর নির্দেশে দিয়ে দেয়, তবে গোলামের মূল্যের মধ্যে তার অগ্রগণ্য হওয়া বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু নিজের সমুদয় মূল্য উসুল করার ক্ষেত্রে তার হক বাতিল হবে না (আল-মুহীত)।

৫৩. মাসআলা ঃ যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার ওয়ারিছকে কিছু দিরহাম দেয় তার ঋণদাতাদের মধ্য থেকে কোন ঋণদাতাকে দেয়ার জন্য। তারপর ওয়ারিছ বলে যে, আমি তাকে তা দিয়ে দিয়েছি। আর ঋণদাতা তার তাকযীব করে। তবে ওয়ারিছকে এ ব্যাপারে তাস্‌দীক করা হবে এবং যিমান থেকে সে মুক্ত থাকবে। রোগী ব্যক্তি তাকে তাস্‌দীক করুক কিংবা তাকযীব করুক। কিন্তু ওয়ারিছের কথা ঋণদাতার হক বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে তাসদীক করা যাবে না। আর যদি তাকে নিজের ঋণ উসুল করার জন্য ওয়াকীল নিয়োগ করে, আর ঋণ কোন আজনবী ব্যক্তির উপর থাকে, আর ওয়ারিছ বলে যে, আমি উসুল করে রোগীকে দিয়েছি, তবে তার তাস্‌দীক করা যাবে। আর মাতলূব তথা ঋণগ্রহীতা মুক্ত হয়ে যাবে।

আর যদি নিজের আসবাবপত্র বিক্রি করার জন্য ওয়ারিছকে ওয়াকীল নিয়োগ করে এবং রোগী ব্যক্তির উপর কোন ঋণ না থাকে, তারপর ঐ আসবাবপত্র তার মূল্য অনুযায়ী সাক্ষীদের সামনে বিক্রি করে, তারপর রোগী ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় কিংবা তার মৃত্যুর পর বলে যে, আমি মূল্য উসুল করে রোগী ব্যক্তিকে দিয়ে দিয়েছি, কিংবা বলে যে, তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে তার তাস্‌দীক করা যাবে।

আর যদি বলে যে, আমি আসবাব বিক্রি করেছি এবং মূল্য উসুল করেছি আর তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তবে যদি আসবাব নষ্ট হয়ে যায় এবং তা ক্রেতা না জানে, তাহলে তার তাস্‌দীক করা যাবে। রোগী ব্যক্তি জীবিত থাকুক বা মারা যাক। আর যদি আসবাব অক্ষুন্ন থাকে এবং ক্রেতা তা অবগত থাকে এবং সে তা ইকরার করে আর রোগী ব্যক্তির উপর ঋণ না থাকে তাহলেও ওয়ারিছের তাসদীক করা যাবে, যদি রোগী ব্যক্তি জীবিত থাকে। আর যদি রোগী ব্যক্তির উপর ঋণ থাকে, তবে ওয়ারিছের তাসদীক করা যাবে না। যদিও রোগী ব্যক্তি এ ব্যাপারে তার তাসদীক করে।

আর যদি রোগী ব্যক্তি মারা যায়, তখন ওয়ারিছ এই ইকরার করে, তবে ইকরার সহীহ হবে না (আল-মাবসূত)।

৫৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির আরেক ব্যক্তির উপর হাজার দিরহাম ঋণ আছে। এবং এক ওয়ারিছ তার কাফীল হয়েছে। কিংবা ঋণ ওয়ারিছের উপর আছে এবং কোন আজনবী ব্যক্তি তার কাফীল হয়েছে। ওয়ারিছের নির্দেশে কাফীল হোক কিংবা ওয়ারিছের নির্দেশ ব্যতীত কাফীল হোক। তারপর ঋণদাতা রোগাক্রান্ত হলো এবং উভয়ের মধ্য হতে কোন একজনের কাছ থেকে উসূল পাওয়ার ইকরার করলো। তবে তা বাতিল হবে। আর যদি আজনবী ব্যক্তিকে উসূল পাওয়া ব্যতীত মুক্ত করে দেয় আর যদি আজনবী ব্যক্তি আসীল হয়। তবে তা সহীহ হবে

না। আর যদি কাফীল হয়, তবে এক-তৃতীয়াংশ মাল হতে মুক্ত করা সহীহ্ হবে। তারপর যদি মৃত ব্যক্তির এই পরিমাণ মাল থাকে, যার এক-তৃতীয়াংশ এই ঋণ হয়, তবে সহীহ্ হবে।

আর যদি কাফীল হতে কিছু উজ্জ্বল না হয়, এবং ঋণ ওয়ারিছের উপর বহাল থাকে, আর মৃত ব্যক্তির ঐ ঋণ ব্যতীত কোন মাল না থাকে, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ হতে মুক্ত করা সহীহ্ হবে এবং হাজারের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য ওয়ারিছদের ইখতিয়ার থাকবে–আসীল হতে কিংবা কাফীল হতে নিয়ে নেয়ার। আর যে এক-তৃতীয়াংশ হতে কাফীল-কে মুক্ত করা হয়েছে তা শুধু আসীল হতে নিতে পারবে। অন্য কারো থেকে নয়। আর যদি ওয়ারিছকে মুক্ত করা হয়। তবে কোন অবস্থায়ই তা সহীহ্ হবে না।

আর যদি এরূপ ইকরার করে যে, সে কোন আজনবী ব্যক্তি হতে উসুল পেয়েছে, যে ওয়ারিছের নিকট হতে অনুগ্রহপূর্বক উসুল করেছে। কিংবা তার পক্ষ হতে কোন আজনবী ব্যক্তি হাওয়ালা গ্রহণ করেছে। কিংবা তাকে কোন ব্যক্তি তার গোলাম বিক্রি করার জন্য ওয়াকীল নিযুক্ত করেছে। তারপর সে তাকে তার মুওয়াক্কিলের পুত্রের কাছে বিক্রি করেছে। তারপর মুওয়াক্কিল রোগাক্রান্ত হয়েছে। তারপর সে ইকরার করলো যে, সে তার পুত্র থেকে মূল্যের উসুল পেয়েছে। কিংবা ওয়াকীল উসুল করে মুওয়াক্কিলকে দেয়ার ইকরার করেছে। তবে তাস্‌দীক করা যাবে না। আর যদি ওয়াকীলই রোগাক্রান্ত হয় এবং মুওয়াক্কিল সুস্থ থাকে, তবে তার তাস্‌দীক করা যাবে। আর মুওয়াক্কিল অস্বীকার করে, আর যদি ক্রেতা উভয়ের ওয়ারিছ হয়, আর তারা উভয়ে রোগাক্রান্ত হয়, তবে ওয়াকীলের তাস্‌দীক করা যাবে না। আর যদি শুধু ওয়াকীলের ওয়ারিছ হয়–মুওয়াক্কিলের না হয়, এবং ওয়াকীল ইকরার করে যে, আমি উসুল করে মুওয়াক্কিলকে মূল্য দিয়ে দিয়েছি, কিংবা আমার কাছে নষ্ট হয়ে গিয়েছে,তবে তাসদীক করা যাবে। আর যদি শুধু উসুল করার ইকরার করে, তবে তাসদীক হবে না।

আর যদি কাফীল রুগ্ন ব্যক্তিকে কারো উপর ঋণের হাওয়ালা করে। এবং রোগী ব্যক্তি ও মুহতাল আলায়হি গ্রহণ করে নেয়, তারপর রুগ্ন ব্যক্তি মারা যায়, এ অবস্থায় হাওয়ালা যদি সাধারণভাবে হয়, তবে তা জাইয হবে না আর যদি হাওয়ালা কাফিলকে মুক্ত করা -আসীলকে নয় -এরূপ হয় এবং যদি কাফিলই ওয়ারিছ হয়, তবু সহীহ্ হবে না। আর যদি আজনবী ব্যক্তি কাফিল হয়, তবে এক-তৃতীয়াংশ মাল থেকে সহীহ্ হবে। তখন ওয়ারিছদের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা হলে হাওয়ালা জাইয রাখবে কিংবা ভঙ্গ করবে। আর যদি জাইয রাখে, তবে ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা হলে ঋণ মুহতাল আলায়হি থেকে উসুল করবে কিংবা আসীল ওয়ারিছ থেকে নিবে। আর যদি হাওয়ালা জাইয না রাখে, আর মৃতের এই পরিমাণ মাল থাকে যে, এই ঋণ তার এক-তৃতীয়াংশ হয়। তবু এরূপ বিধান হবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির ঋণের হাযার দিরহাম ব্যতীত আর কোন মাল না থাকে, তবে এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা সহীহ্ হবে এবং ওয়ারিছদের জন্য ইখতিয়ার থাকবে–মুহ্‌তাল আলায়হি হতে এক-তৃতীয়াংশ এবং কাফিল হতে দুই-তৃতীয়াংশ উসুল করবে কিংবা সমস্ত ঋণ ওয়ারিছ হতে উসূল করে নিবে।

আর যদি রোগী ব্যক্তি ঋণ উসুল পাওয়ার ইকরার না করে এবং কাফিলকে মুক্ত না করে, আর হাওয়ালা গ্রহণ না করে, কিন্তু হাজার দিরহাম কিংবা একশত দীনার কিংবা এক মাকবূযা দাসীর কাফীলের গচ্ছিত হওয়া কিংবা তার থেকে গসব করার ইকরার করে, এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই বস্তুগুলো হুবহু অক্ষুন্ন থাকে, আর জানা না যায় যে, সে দাসীকে কি করেছে তবে ইকরার বাতিল হবে। তারপর যদি নির্দিষ্ট দাসী অজ্ঞাত হয়। এমনকি ঐ রোগী ব্যক্তি এই অজানা অবস্থায়ই মারা যায়, তবে তার উপর যিমান ওয়াজিব হবে এবং ঋণের কিসাস হয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাবে। আর যদি ঐ দাসী অক্ষুন্ন থাকে, তবে কাফিল তাকে নিয়ে যাবে এবং বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করবে। নিজের কোন বিশেষ মাল বিক্রি করার প্রয়োজন ব্যতীত।

অনুরূপভাবে যদি এসব অসীলের জন্য ইকরার করে তবু এই বিধান হবে (আত্-তাহ্রীর শারহুল জামিউল কাবীর)।

৫৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার রোগাক্রান্ত অবস্থায় তার গোলামকে মুকাতাব করলো এবং এই গোলাম ব্যতীত তার অন্য কোন মাল নেই। তারপর সে কিতাবাতের বিনিময় উসুল পাওয়ার ইকরার করলো। তবে তা এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে জাইয হবে। এবং দুই-তৃতীয়াংশের মূল্যের জন্য মুকাতাব চেষ্টা করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৬. মাসআলা ঃ আর যদি কিতাবের বিনিময় উসুল পাওয়ার ইকরার না করে। কিন্তু নিজের কর কত হাজার দিরহাম কিংবা একশত দীনার অথবা দাসী সম্পর্কে ইকরার করে যে, এটি আমার মুকাতাবের গচ্ছিত মাল। সে আমাকে কিতাবাতের পর গচ্ছিত রাখার জন্য দিয়েছে। তারপর সে মারা গেলো। তবে এই ইকরার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জাইয হবে (আল-মুহীত)।

৫৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার পিতার কাছে তার রুগ্ন অবস্থায় কিংবা সুস্থ অবস্থায় হাজার দিরহাম সাক্ষীদের সামনে গচ্ছিত রাখলো। তারপর যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হলো, এখন সে ইকরার করলো যে, আমি ঐ গচ্ছিত মাল নষ্ট করে ফেলেছি এবং এই কথার উপরই সে দৃঢ় থাকা অবস্থায় মারা গেলো। তবে এই গচ্ছিত মাল তার মালের মধ্যে পুত্রের জন্য ঋণ হবে এবং এটা রোগী ব্যক্তির নিজের ওয়ারিছের জন্য ইকরার বলে গণ্য হবে না।

আর যদি সে গচ্ছিত রাখা অস্বীকার করে কিংবা ইকরার করে যে, আমি নষ্ট করে ফেলেছি, তারপর বলে যে, আমার নিকট হতে তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিংবা আমি তা তার মালিককে ফেরত দিয়েছি, তবে এক্ষেত্রে তার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। এবং তার উপর যিমান ওয়াজিব হবে। যদিও সে কসম করে। আর যদি সে ইকরার করে যে, আমার কাছ থেকে নষ্ট হয়ে গেছে, কিংবা আমি ফেরত দিয়েছি, তারপর যখন তার থেকে কসম নেয়া হয়, তখন নষ্ট করে দেয়ার ইকরার করলো কিংবা কসম করতে অস্বীকার করলো, তবে এ অবস্থায় তার থেকে যিমান বাতিল হয়ে যাবে। আর তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে নেয়া যাবে না (আত্-তাহ্রীর শারহুল জামিউল কাবীর লিল্ হাসীরী)।

৫৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক ব্যক্তির তিন পুত্র আছে এবং তার অধিকারে একটি গৃহ আছে। এমতাবস্থায় তার কাছে তার মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন সে বললো, আমি এই গৃহ আমার এই পুত্র এবং এই আজনবী ব্যক্তি হতে একহাজার দিরহাম মূল্যে ক্রয় করেছি। এবং উভয়ের কাছ থেকে কবয করেছি। আর উভয়কে কোন মূল্য দেইনি। আর উভয়ে তার শিরকতের ইকরারের তাস্দীক করলো। তারপর সে মারা গেলো। আর ঐ গৃহের যদি একজন শাফী' বা অগ্র ক্রয়াধিকারী থাকে, আর অন্য দুই পুত্র এসব ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানায়, তবে ইকরার বাতিল হবে। আর যখন ইকরার বাতিল হবে, তখন ঐ গৃহ তিন পুত্রের মধ্যে সমান তিন ভাগ হবে। তারপর যদি শাফী' বা অগ্রক্রয়াধিকারী উপস্থিত হয়, তবে মুকির লাহুর প্রাপ্ত এক-তৃতীয়াংশ এক-তৃতীয়াংশ মূল্যের মধ্যে নিয়ে নিবে এবং এক-তৃতীয়াংশ মূল্য ঐ মুকির লাহুর পুত্র এবং আজনবী ব্যক্তির মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে। আর যদি মুকির লাহু পুত্রের আরো কিছু মাল মিলে থাকে, তবে তাও ঐ মূল্যের মধ্যে মিলিয়ে বণ্টন করা যাবে। এমনকি সে ও আজনবী ব্যক্তি প্রত্যেকে পাঁচশত দিরহাম পেয়ে যাবে। আর যদি আজনবী ব্যক্তি শিরকতের তার তাকযীব করে, বিষয়ে বলে যে, আমি গৃহের অর্ধেক তার কাছে পাঁচশত দিরহাম মূল্যে

বিক্রয় করেছি এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সম্পর্কে আমি জানি না যে, তা কার। আর আমার ও পুত্রের মধ্যে কোন শিরকত ছিল না। কিন্তু পুত্র তার পিতার শিরকতের ইকরারের তাস্দীক করলো। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এই অবস্থা এবং প্রথম ইকরার একই সমান। আর শাফী' গৃহের এক-তৃতীয়াংশ এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে নিয়ে নিবে। আর এক-তৃতীয়াংশ মূল্য ঐ পুত্র ও আজনবী ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে শাফী সমগ্র গৃহের দুই-তৃতীয়াংশ নিতে পারবে।

আর যদি পুত্র তার পিতার ইকরারের তাকযীব করে এবং আজনবী ব্যক্তি তাস্দীক করে, তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে রোগী ব্যক্তির ইকরার বাতিল হবে। কিন্তু শাফী' মুকির লাহু পুত্র হতে গৃহের এক-ষষ্ঠাংশ এক-ষষ্ঠাংশ মূল্য দিয়ে নিয়ে নিবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে আজনবী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইকরার সহীহ্ হবে। তাই এরূপ নির্দেশ দেয়া যাবে যে, আজনবী ব্যক্তি গৃহের অর্ধেক রোগী ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছে। সুতরাং শাফী' অর্ধেক মূল্যে নিয়ে নিবে। আর অবশিষ্ট অর্ধেক তিন পুত্রের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে। প্রত্যেক পুত্র অর্ধেকের এক-তৃতীয়াংশ এক-ষষ্ঠাংশ আর এ অবস্থায় শাফী মুকির লাহু পুত্র হতে কিছুই নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৫৯. মাসআলা ঃ এক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তালাকের জন্য আবেদনকারিণী তার স্ত্রীকে তালাক দিলো এবং সে মহর ব্যতীত একশত দিরহামের ইকরার করলো। আর ঐ মহিলা তার সমুদয় মহরই নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তার ইদ্দত অতীত হওয়ার পর ঐ রোগী মারা গেলো। আর এক ভাই, স্ত্রীর সতীন ও চল্লিশটি দিরহাম রেখে গেলো। তবে সমস্ত দিরহাম তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী পাবে। আর যদি ইদ্দত অতীত হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তবে চল্লিশ দিরহামের এক-অষ্টমাংশ পাঁচ দিরহাম পাবে (আল-কাফী)।

৬০. মাসআলা ঃ আর যদি স্বামী চল্লিশ দিরহামের স্থলে চল্লিশ দিরহাম মূল্যের একটি কাপড় রেখে যায়, এবং অন্য কোন মাল না রেখে যায়, আর ইদ্দত অতীত হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তবে যে স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়নি, সে ঐ কাপড়ের এক-অষ্টমাংশ পাবে। আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী ঐ কাপড় সম্পূর্ণ পাওয়ার অধিকারিণী হবে না। তখন এক-অষ্টমাংশ পাঁচ দিরহাম মূল্যে বিক্রি করে ঐ স্ত্রীকে দেয়া হবে। কিন্তু যদি সে ঐ কাপড়েরই এক-অষ্টমাংশ নিতে রাযী হয়, তবে তাকে তাই দেয়া হবে। তার যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত অতীত হওয়ার পর স্বামী মারা যায়, তবে কাপড় বিক্রি করে তার সমুদয় মূল্য তাকে দিয়ে দেয়া হবে (আল-মুহীত)।

৬১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির মৃত্যু নিকটবর্তী, তার এক সহোদর ভাই আছে, আর এক স্ত্রী আছে। সে তিন তালাক চাইল। ঐ ব্যক্তি তাই করলো। তারপর ঐ ব্যক্তি ঐ স্ত্রীর জন্য একশত দিরহাম ইকরার করলো। আর ঐ স্ত্রী তার মহর সমুদয় নিয়ে গিয়েছিল। আর এক ব্যক্তির জন্য তার এক-তৃতীয়াংশ মালের ওসিয়ত করলো। তারপর মারা গেলো। আর ষাট দিরহাম রেখে গেলো। যদি ঐ স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর মারা যায়, তবে স্ত্রী তার করযের মধ্যে সমুদয় ষাট দিরহামই নিবে। আর যদি ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তবে যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে সে এক-তৃতীয়াংশ বিশ দিরহাম পাবে। যদিও করয ওসিয়তের উপর অগ্রগণ্য হয়। তারপর স্ত্রী অবশিষ্ট দিরহামের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ দশ দিরহাম পাবে। আর অবশিষ্ট ত্রিশ দিরহাম পাবে তার সহোদর ভাই।

আর যদি ষাট দিরহামের স্থলে ষাট দিরহাম মূল্যের কাপড় রেখে যায়। এবং স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মারা যায়; তবে যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে, সে এক -তৃতীয়াংশ কাপড়

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাবে এবং অবশিষ্ট কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ স্ত্রীর জন্য বিক্রি করা হবে। কিন্তু যদি নিজের হক স্বরূপ স্ত্রী ঐ এক-চতুর্থাংশ কাপড় নিতে রাযী হয়, তবে নিতে পারবে। আর অবশিষ্ট কাপড় পাবে ঐ সহোদর ভাই। আর যদি ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর মারা যায়, তবে স্ত্রীর হকের জন্য কাপড় বিক্রি করা যাবে। কিন্তু যদি সে নিজের হকের জন্য কাপড় নিতে চায়, তবে নিতে পারবে। আর যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে সে কিছুই পাবে না।

আর যদি এ সত্ত্বেও আজনবী ব্যক্তির জন্য ঋণের ইকরার করে এবং অবশিষ্ট মাসআলা উপরোক্ত রূপ হয়, আর স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর মারা যায়, তবে স্ত্রী ঐ আজনবী ব্যক্তির সাথে মৃত ব্যক্তির ত্যায্য সম্পদে অংশীদার হয়ে নিজ নিজ ঋণ পূর্ণ করে নিবে। তারপর যদি কিছু বেঁচে থাকে, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ মূসালাহু অর্থাৎ যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে সে পাবে। আর অবশিষ্ট সম্পদ ভাই পাবে।

আর যদি স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তবে প্রথম আজনবীর ঋণ পরিশোধ করা হবে। তারপর কিছু বাঁচলে তার এক-তৃতীয়াংশ মূসালাহু নিবে। তারপর অবশিষ্ট মালের এক-চতুর্থাংশ এবং স্ত্রীর জন্য যা ইকরার করা হয়েছে–এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম হবে, তাই স্ত্রীকে দেয়া হবে। আর অবশিষ্ট মাল ভাই পাবে (আসীরীকৃত আত্-তাহ্রীর শারহুল জামিউল কাবীর)।

৬২. মাসআলা ঃ কেউ তার গোলামকে হাজার দিরহামে মুকাতিব করলো। তারপর সে তার রোগের মধ্যে তার মুনীবের জন্য হাজার দিরহাম এবং আজনবী ব্যক্তির জন্য হাজার দিরহাম ইকরার করলো। আর তার হাতে এক হাজার দিরহাম ছিল। সে কিতাবতের বিনিময় পরিশোধ করলো, তারপর মারা গেলো, আর এ ছাড়া তার কাছে কোন মাল নেই, তবে সে আযাদ মারা গেলো। আর এই হাজার দিরহামের দুই-তৃতীয়াংশ মুনীবকে এবং এক-তৃতীয়াংশ আজনবী ব্যক্তিকে দেয়া হবে। আর যদি এই হাজার দিরহাম মুনীবকে ঋণ পরিশোধে দেয় কিংবা না দেয়; বরং তা রেখে মারা যায়, তবে আজনবী ব্যক্তিই তার বেশী হকদার হবে। কেননা, মুকাতাব গোলাম যখন মারা যায় এবং কিতাবত পরিশোধের উপযুক্ত কোন মাল না রেখে যায়, তবে অক্ষমতার কারণে কিতাবত বাতিল হয়ে যায়, আর মুনীবের জন্য তার গোলামের উপর কোন ঋণ হয় না। তাই মুনীবের হক বাতিল হয়ে যায় (মুহীত ঃ আস্-সারাখসী)।

৬৩. মাসআলা ঃ আর যদি মুকাতাব কোন পুত্র রেখে যায়, যে মুকাতাবাতের অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে। তবে মুনীবের চেয়ে আজনবী ব্যক্তি এই হাজার দিরহামের অধিক হকদার হবে এবং মুনীব তার ঋণ ও কিতাবাতের মালের জন্য মুকতাবের পুত্রের শরণাপন্ন হবে। আর যদি মুকাতাব এই হাজার দিরহাম তার মুনীবকে তার ইকরারকৃত ঋণ বাবদ মৃত্যুর পূর্বে পরিশোধ করে দেয় তারপর মারা যায়, এবং এক পুত্র রেখে যায়, যে কিতাবতের অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে। তবু আজনবী ব্যক্তি এই হাজার দিরহামের অধিক হকদার হবে।

আর মুনীব তার ঋণ ও মুকাতাবাতের মালের জন্য মুকাতাবের পুত্রের দারস্থ হবে। আর যদি মুনীবকে মুকাতাবের পুত্র তার পিতার মুকাতাবাতের মাল ও ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তবে যে নির্দেশ আজনবী ব্যক্তির জন্য হয়েছিল তা ভঙ্গ হবে না। যদিও ঋণগুলো এ সময় শক্তির দিক দিয়ে সমান হয়ে যায় (আল-মুহীত)।

৬৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার গোলামকে তার সুস্থাবস্থায় হাজার দিরহামের উপর মুকাতাব করলো এবং এক আজনবী ব্যক্তি তাকে হাজার দিরহাম তার সুস্থাবস্থায় ঋণ দিলো।

তারপর মুকাতাব রোগে আক্রান্ত হলো। তখন মুনীব তাকে সাক্ষীদের সামনে হাজার দিরহাম ঋণ দিলো। তারপর তা তার কাছ থেকে চুরি হয়ে গেলো। আর তার কাছে এক হাজার দিরহাম ছিল। সে তা দিয়ে তার মুনীবের ঋণ পরিশোধ করে দিলো। তারপর মারা গেলো। তখন মুনীব ঐ দিরহামের অধিক হকদার হবে। যদিও মুকাতাব অন্য কোন মাল না রেখে যায় (আত-তাহ্রীর শারহুল জামিউল কাবীর হাসীরী)।

৬৫. মাসআলা ঃ এক মুকাতাবের তার মুনীবের উপর সুস্থাবস্থার ঋণ ছিল। সে তার রুগ্নাবস্থায় ইকরার করলো যে, যা কিছু তার মুনীবের উপর ছিল সে তা উসুল পেয়েছে। আর তার উপর সুস্থাবস্থার ঋণ আছে। সে রুগ্নাবস্থায় তার ইকরার করলো। তারপর মারা গেলো এবং কোন মাল রেখে গেলো না। তবে তার এই ইকরার তাস্দীক করা যাবে না (আল-মুহীত)।

৬৬. মাসআলা ঃ রোগাক্রান্ত মুকাতাব কোন আজনবী ব্যক্তির জন্য এক হাজার দিরহাম ইকরার করলো। তারপর মারা গেলো এবং এক হাজার দিরহাম রেখে গেলো। আর তার উপর কিতাবাতের মাল পাওনা রয়েছে। তবে আজনবী ব্যক্তি কিতাবতের মাল হতে অগ্রগণ্য হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৬৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার রোগাক্রান্ত অবস্থায় মুনীবের জন্য হাজার দিরহাম ঋণ এবং কোন আজনবী ব্যক্তির জন্য অনুরূপ ইকরার করে। কিংবা প্রথমে আজনবীর জন্য ইকরার করে তারপর মুনীবের জন্য। তারপর মারা যায় এবং দুই হাজার দিরহাম রেখে যায়, তবে প্রথমে আজনবী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা হবে। তারপর অবশিষ্ট এক হাজার দিরহাম মুনীব কিতাবতের মাল স্বরূপ নিবে। আর মুকাতাব তার জীবনের শেষাংশে আযাদ হয়ে যাবে। আর যে হাজার দিরহাম মুনীবের জন্য ঋণ হিসাবে ইকরার করেছিল, তা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি দুই হাজার থেকে কিছু বেশী দিরহাম রেখে যায়, তবে মুনীবের জন্য এক হাজার দিরহামের যে ঋণ স্বীকার করেছিল মুনীব তা সেই বাবদ নিয়ে নিবে। যদি মুনীব ওয়ারিছ না হয়। যেমন মুকাতাবের কোন 'আসাবা' রয়েছে। আর যদি মুনীব তার ওয়ারিছ হয়। তবে তার জন্য ইকরার বাতিল হবে। আর অতিরিক্ত দিরহাম মুনীব ও ঋণদাতাদের মধ্যে বণ্টিত হবে। যদি কোন ঋণদাতা থাকে। আর যদি ঋণদাতা না থাকে, তবে মুনীব 'আসাবা' হওয়ার কারণে পাবে (আত্-তাহ্রীর শারহুল জামিউল কাবীর হাসীরী)।

৬৮. মাসআলা ঃ আর যদি মুকাতাবের কাছে তার রোগাক্রান্ত হবার সময় একশত দীনার থাকে, এবং সে ইকরার করে যে, এগুলো তার কাছে তার মুনীবের গচ্ছিত মাল। তারপর কোন আজনবী ব্যক্তির জন্য নিজের উপর হাজার দিরহাম ঋণ স্বীকার করে, তারপর মারা যায় এবং হাজার দিরহাম এবং সেই একশত দীনার যা তার মুনীবের জন্য ইকরার করেছিল তা ত্যাজ্য সম্পদ রূপে রেখে যায়। তবে প্রথমে আজনবী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করবে এবং হাজার দিরহাম তাকে দিবে। তারপর দীনার বিক্রি করে প্রথমে কিতাবতের বিনিময় পরিশোধ করা হবে। তারপর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তা ইকরারের কারণে মুনীব কে দেয়া হবে। কিন্তু যদি মুনীব মুকাতাবের ওয়ারিছ হয়, তবে উদ্বৃত্ত মাল মীরাছ হবে (আল-মুহীত)।

৬৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ তার গোলামকে হাজার দিরহামে মুকাতাব করে এবং মুনীব তার সুস্থাবস্থায় তাকে হাজার দিরহাম ঋণ দেয়, তারপর মুকাতাব মারা যায়, আর হাজার দিরহাম ও আযাদ আওরাত থেকে আযাদ সন্তান রেখে যায়। তবে মুনীবের জন্য কিতাবতের হাজার দিরহামের নির্দেশ দেয়া হবে এবং গোলাম আযাদ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। আর তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

সন্তানের 'ওয়ালা' (মীরাছ অধিকার) তার ওয়ালার সাথে মিলানো হবে। তারপর যদি মুনীব বলে যে, আমি এই হাজার দিরহাম ঋণ বাবদ রাখছি কিংবা ঋণ ও কিতাবাতের বিনিময় বাবদ রাখছি, তবে তার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। আর যদি মুকাতাব হাজার দিরহামের বেশী রেখে যায়, তবে মুনীব ঐ হাজার দিরহাম কিতাবাত বাবদ নিবে এবং অতিরিক্ত মাল ঐ ঋণ বাবদ নিবে যার সে ইকরার করেছে। যদি ঋণ আদায় করেও কিছু বেঁচে থাকে তবে তা তার আযাদ সন্তানের মধ্যে বণ্টিত হবে (আত্-তাহ্রীর শারহুল জামিউল কাবীর হাযসীরী)।

৭০. মাসআলা ঃ কেউ তার গোলামকে এক হাজার দিরহামে মুকাবতা করলো। তার দুটি আযাদ পুত্র আছে। সে তার এক পুত্রের জন্য এক হাজার দিরহাম ঋণ স্বীকার করলো। আর এক হাজার দিরহাম মুনীবের জন্য ঋণ স্বীকার কররো। তারপর দুই হাজার দিরহাম রেখে সে মারা গেলো। তবে দুই হাজার দিরহামই মুনীব নিবে। আর যদি দুই হাজার দিরহামের কম রেখে যায় তবে প্রথমে পুত্রের ঋণ পরিশোধ করা শুরু করবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৭১. মাসআলা ঃ যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার মৃত্যু রোগে নির্দিষ্ট হাজার দিরহামের ইকরার করে যে, এগুলো তার পড়ে পাওয়া মাল, তারপর মারা যায় এবং তার কাছে ঐ মাল ব্যতীত কোন মাল না থাকে, আর ওয়ারিছগণ তার কথার তাস্দীক করে, তবে ঐ মাল পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নেয়ার মীরাছ হবে না, বরং তখন তা সদকা করে দিবে। আর যদি ওয়ারিছগণ তার তাকযীব করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে ইকরার সহীহ্ হবে, আর তা সাদাকা করে দিবে। আর দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে তার ইকরার সহীহ্ হবে না। সুতরাং এক হাজার দিরহামের দুই-তৃতীয়াংশ মীরাছ রূপে ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূলত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ইকরার সহীহ্ হবে না। সুতরাং সমুদয়ই মীরাছরূপে বণ্টিত হবে (আল-মুহীত)।

৭২. মাসআলা ঃ আর যদি মারা যায়, এবং তার তিন পুত্র থাকে, তাদের একজনের উপর হাজার দিরহাম ঋণ থাকে, তারপর রোগাক্রান্ত ব্যক্তি রোগাবস্থায় তা উসুল পাওয়ার ইকরার করে, আর ঋণী পুত্র তা তাস্দীক করে এবং তার এক ভাই তাস্দীক করে আর তৃতীয় পুত্র অস্বীকার করে, তবে ঋণী পুত্র দুই-তৃতীয়াংশ হতে মুক্ত হবে— এক-তৃতীয়াংশ, এবং তাস্দীককারী ভাইয়ের এক-তৃতীয়াংশ, আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ, অস্বীকারকারীকে দিতে হবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি আরো এক হাজার দিরহাম রেখে যায়, তাহলে তারা পরস্পরের মধ্যে তিনভাগ করে বণ্টন করে নেবে, এক-তৃতীয়াংশ অস্বীকারকারী পাবে এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ যা তাস্দীককারী ও পাওনাদারের জন্যে বাকী থাকল তার মধ্য হতে ঋণী পুত্র এক-তৃতীয়াংশ নিজের ঋণ পরিশোধ বাবদ নিয়ে নিবে। আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ তাসদীক-কারী ও পাওনাদারের সমান সমান বণ্টিত হবে।

আর যদি রোগী ব্যক্তি তার রোগাবস্থায় ইকরার করে যে, সুস্থ অবস্থায় তার গোলামকে তার অমুক পুত্রের কাছে সদৃশ্য মূল্যে বিক্রি করেছে। যখন সে সুস্থ ছিল এবং তার মূল্য উসুল করে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেছে আর গোলাম তার কাছে সোপর্দ করে দিয়েছে, তারপর সে তার কাছে তাকে গচ্ছিত রেখেছে। তারপর সে মারা গেলো এবং মুকির লাহুর পুত্র তার তাস্দীক করলো আর তার এক ভাই তাস্দীক করলো আর তৃতীয় পুত্র তাকযীব করলো। তবে তাকযীবকারীর এক-তৃতীয়াংশ বিক্রি বাতিল হবে—ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে। আর দুই-তৃতীয়াংশের বিক্রি সহীহ্ হবে। আর ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যদি সে ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ করে, তবে দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নিবে। আর এক-তৃতীয়াংশ মূল্য নিজের এবং তাস্দীককারী অংশ হতে প্রাপ্য মীরাছের ফেরত নিবে।

আর যদি ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দেয়, তবে গোলাম তিনজনের মধ্যে তিন ভাগে বণ্টিত হবে। আর মুকির লাহু তার সমস্ত মূল্য গোলামও অন্য মালের ঐ অংশ উসুল করে নিবে। যদি মৃত ব্যক্তির অন্য কোন মাল থাকে। আর সাহিবাইনের মতে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সে এক-তৃতীয়াংশ মূল্য ফেরত দিবে (আল-কাফী)।

৭৩. মাসআলা ঃ আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ে মুহাবা হয়, যেমন, গোলামের মূল্য ছিল দুই হাজার দিরহাম, এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ইকরার করলো যা, সে তার এই পুত্রের কাছে এক হাজার দিরহাম মূল্যে নিজের সুস্থাবস্থায় বিক্রি করেছে আর মাসআলার অবশিষ্টাংশ তদনুরূপ, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াস অনুযায়ী এই অবস্থা ও পূর্বাবস্থায় একইরূপ হবে। কিন্তু সাহিবায়নের মতে মুহাবা হচ্ছে ওসিয়তস্বরূপ। আর কোন ওয়ারিশের জন্য ওসিয়ত অন্যান্য ওয়ারিছদের অনুমতি ব্যতীত জাইয নয়। আর যখন এ অবস্থায় তাকযীবকারী পুত্রের পক্ষ হতে অনুমতি পাওয়া যাবে না তখন গোলাম ঐ ক্রেতা পুত্রকে উক্ত মূল্যের বিনিময়ে দেয়া যাবে না মূল্যের তারা পরস্পরকে তাস্দীক করেছিল। তাই ক্রয় রহিত করার বা স্থান রাখার তার ইখতিয়ার থাকবে। যদি পূর্ণ করে, তবে তাকযীবকারী পুত্রের অংশের মধ্যে ক্রয়মূল্য বাজার মূল্য পর্যন্ত পূর্ণ করবে। কেননা, তার ক্ষেত্রে ওসিয়ত জারী হবে না, বরং রদ হবে। সুতরাং ক্রেতা দুই হাজারের এক-তৃতীয়াংশ তাকযীবকারীর জন্য দণ্ড দিবে। অর্ধেক তার মধ্য থেকে মুহাবার অংশ এবং অর্ধেক মূল্যের অংশ হবে। তারপর ক্রেতা যে পরিমাণ দণ্ড দিয়েছে, তার অর্ধেক অর্থাৎ হাজার দিরহামের এক-তৃতীয়াংশ নিজের এবং তাসদীককারীর অংশের মধ্য থেকে এক হাজার ত্যাজ্য দম্পত্তি থেকে ফেরত নিবে।

আর যদি আক্দ ভঙ্গ করে, তবে গোলাম মীরাছরূপে তিন পুত্রের মধ্যে সমান অংশে বণ্টিত হবে। এরপর ক্রেতা তার সমুদয় মূল্য তার এবং তাসদীককারীর অংশের মধ্য থেকে পূর্ণ করে নিবে। তারপর ক্রেতা যদি এরূপ বলে যে, আমি বিশেষ করে তাকযীবকারীর অংশের ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করছি। তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে। আর যদি তাকযীবকারীর অংশের ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দেয়, তবে এক-তৃতীয়াংশ মূল্য নিজের অংশ এবং তাসদীককারী পুত্রের অংশের মধ্য হতে ফেরত নিবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ মূরিছের মৃত্যুর পর ওয়ারিছের ইকরার

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম ও একটি পুত্র রেখে মারা গেলো। তারপর পুত্র একই সাথে বললো যে, আমার পিতার কাছে এই ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম এবং এই ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদ উভয়ের মধ্যে সমান অংশে বণ্টিত হবে। আর যদি পুত্র প্রথম ব্যক্তির জন্য ইকরার করে, তারপর চুপ থাকে, তারপর আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ইকরার করে, তবে প্রথম ব্যক্তি ঐ হাজার দিরহামের অর্ধেক হকদার হবে। তারপর যদি এই হাজার দিরহাম প্রথম ব্যক্তিকে কাযীর নির্দেশে দিয়ে দেয়া হয়, তবে পুত্র দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য কোন কিছুর যামিন হবে না। কিন্তু কাযীর নির্দেশ ছাড়া দিলে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য পাঁচশত দিরহামের যামিন হবে।

আর যদি পুত্র একই সাথে ইকরার করে যে, এই হাজার দিরহাম এই ব্যক্তির গচ্ছিত ছিল এবং ঐ ব্যক্তির আমার পিতার কাছে হাজার দিরহাম ঋণ আছে। তবে গচ্ছিতকারী উক্ত পরিত্যক্ত এক হাজার দিরহাম পাবে।

আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার পিতার কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, এবং এই হাজার দিরহাম তার কাছে অমুক ব্যক্তি গচ্ছিত রেখেছে, তবে উভয়ে ঐ দিরহাম পরস্পরে বণ্টন করে নিবে (আল-মাবসূত)।

২. মাসআলা ঃ যদি কোন ওয়ারিছকে এক ব্যক্তি বলে যে, মৃতের এই পরিত্যক্ত হাজার দিরহাম তোমার পিতার কাছে আমার গচ্ছিত ছিল আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, তোমার পিতার কাছে আমার এক হাজার দিরহাম ঋণ ছিল। তারপর যদি ওয়ারিশ বলে যে, তোমরা উভয়ে সত্য বলেছো, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন যে, উভয় ইকরার সহীহ্ হবে এবং ঐ হাজার দিরহাম উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, সম্পূর্ণ হাজার দিরহাম গচ্ছিতকারী পাবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ইকরার সহীহ্ হবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি পুত্র বলে যে, আমার পিতার কাছে অমুকে হাজার দিরহাম ঋণ পাওনা আছে, এবং কাযীর নির্দেশে তাকে হাজার দিরহাম দিয়ে দেয়, তারপর আরেক ব্যক্তির জন্য আরেক হাজার দিরহাম তার পিতার কাছে পাওনা আছে বলে ইকরার করে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে পুত্র দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য কোন কিছুর যামিন হবে না। আর যদি প্রথম ব্যক্তিকে কাযীর নির্দেশ ব্যতীত এক হাজার দিরহাম দিয়ে দেয়, তবে পুত্র দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য পাঁচশত দিরহামের যামিন হবে।

আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার পিতার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, না, বরং অমুক ব্যক্তি পাওনা আছে, তারপর কাযীর নির্দেশে প্রথম ব্যক্তিকে হাজার দিরহাম দিয়ে দেয়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য কোন দিরহামের যামিন হবে না। আর যদি কাযীর নির্দেশ ব্যতীত দিয়ে দেয়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য তার হাজার দিরহামের যামিন হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং সে দুই পুত্র ও দুই হাজার দিরহাম রেখে যায়, তারপর তাদের প্রত্যেকে এক হাজার দিরহাম নিয়ে নেয়। তারপর এক ব্যক্তি উভয়ের

পিতার কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনার দাবী করে এবং আরো এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম পাওনার দাবী করে। তখন উভয় পুত্র একজনের জন্য ইকরার করে এবং শুধু একজনে অন্যজনের জন্য ইকরার করে। আর এই উভয় ইকরার একই সাথে হয়, তবে যার জন্য ইকরারের ক্ষেত্রে উভয়ে একমত থাকে, সে উভয়ের প্রত্যেকের কাছ থেকে পাঁচশত দিরহাম করে নিয়ে নিবে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি—যার জন্য এক পুত্র ইকরার করেছিল, তার কাছে যা অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ পাঁচশত দিরহাম, সেটা তার কাছ থেকে নিবে।

আর যদি উভয়ই পুত্রদ্বয় হতে কিছু না নেয়, এমনকি যে ব্যক্তির জন্য উভয় পুত্র ইকরার করেছিল, সে উধাও হয়ে যায়, আর যে ব্যক্তির জন্য এক পুত্র ইকরার করেছিল, সে উপস্থিত থাকে। আর সে তাকে কাযীর কাছে উপস্থিত করে এবং বলে যে, এর মৃত পিতার কাছে আমার হাজার দিরহাম পাওনা আছে। এবং এই ওয়ারিছ পুত্র তা ইকরার করেছে। তারপর পুত্রও তা তাস্দীক করে এবং কাযীকে বলে যে, আমি অন্য দাবীদারের জন্যও ইকরার করেছি। তখন কাযী তার উপর পূর্ণ হাজার দিরহাম দেয়ার নির্দেশ দিবেন। তারপর যদি অন্য দাবীদার আসে এবং সে ভাইকে (অপর পুত্রকে) কাযীর সামনে উপস্থিত করে, তবে তার উপরও তার কাছের পূর্ণ হাজার দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দিবেন। আর কোন ভাইই অন্য ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু ফেরত নিতে পারবে না।

অনুরূপভাবে যদি মীরাছ দীনার হয় কিংবা কোন পরিমাপযোগ্য বা ওযনযোগ্য বস্তু হয়, আর ঋণও তার অনুরূপ হয়, তবু এরূপ বিধান হবে (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দু'টি গোলাম রেখে মারা গেলো। উভয় গোলামের প্রত্যেকের মূল্য হাজার দিরহাম। আর তার দুই পুত্র বর্তমান আছে। তারা এক একটি গোলাম বণ্টন করে নিলো। তারপর উভয় পুত্র ইকরার করলো যে, তাদের পিতা তার সুস্থাবস্থায় ছোট পুত্রের কাছে যে গোলাম আছে তাকে আযাদ করে দিয়েছিল এবং বড় পুত্রও তার কাছের গোলাম সম্পর্কে ইকরার করলো যে, তার পিতা তার সুস্থাবস্থায় তাকে আযাদ করে দিয়েছিলো। আর উভয় ইকরার একই সাথে হলো। তবে উভয় গোলাম আযাদ হবে এবং বড় পুত্র ছোট পুত্রকে নিজের গোলামের অর্ধেক মূল্যের যিমান দিবে।

আর অনুরূপ বিধান গোলাম দুটিকে গচ্ছিত রাখার ইকরারের ক্ষেত্রেও হবে। যদি উভয় পুত্র নির্দিষ্ট একজন গোলাম সম্পর্কে ইকরার করে যে, তাকে অমুকে গচ্ছিত রেখেছে এবং শুধু এক পুত্র তার কাছের অপরজন গোলাম সম্পর্কে ইক্রার করে যে, তাকে আরেক ব্যক্তি গচ্ছিত রেখেছে, তবে এটা এবং আযাদ করার ইকরার দুটোই একইরূপ হবে।

আর যদি ত্যায্য সম্পদ দুই হাজার দিরহাম হয় এবং প্রত্যেকে এক এক হাজার বণ্টন করে নেয়। তারপর একজনে এক ব্যক্তির জন্য পাঁচশত দিরহাম ঋণের ইকরার করে যে, সে তা তার পিতার কাছে পাওনা ছিল। আর কাযী তাকে ঐ পাঁচশত দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দেন। তারপর উভয়ে তাদের পিতার কাছে অন্য এক ব্যক্তির হাজার দিরহাম ঋণ পাওনা থাকার ইকরার করে, তবে উভয়ের বিপক্ষে হাজার দিরহামের তৃতীয়াংশ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হবে। আর যদি প্রথম পুত্র হাজার দিরহাম ইকরার করে, এবং কাযীর নির্দেশে পাওনাদারকে দিয়ে দেয়, তারপর উভয়ে আরেক ব্যক্তির জন্য হাজার দিরহাম ইকরার করে, তখন যে হাজার দিরহাম অস্বীকারকারীর অধিকারে থাকে, তাকে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। আর প্রথম ইকরারকারী কোন কিছুর যামিন হবে না।

আর যদি উভয়ে প্রথম একশত দিরহাম ঋণের ইকরার করে, তারপর একজন অন্য একজন পাওনাদারের জন্য আর একশত দিরহাম ইকরার করে, তবে প্রথম একশত দিরহাম উভয়ের

উপর লাযিম হবে। আর যদি উভয়ের ইকরার করা ঋণ পাওনাদার একজনের নিকট হতে একশত দিরহাম নিয়ে নেয়, তবে সে অপরজন হতে তার অর্ধেক নিয়ে নিবে।

আর যদি একজন প্রথমে কারো জন্য একশত দিরহাম ইকরার করে, তারপর উভয়ে আরেকজনের জন্য একশত দিরহাম ইকরার করে, তবে প্রথম পাওনাদার তার ইকরারকারী হতে একশত দিরহাম তার অধিকৃত ত্যাজ্য সম্পদ থেকে নিয়ে নিবে। আর যে একশত দিরহাম উভয়ে ঐকমত্যে ইকরার করেছে, তা উভয়ের মাল হতে নেয়া হবে। এবং উনিশ অংশে বিভক্ত হয়ে বণ্টিত হবে। আর যদি পাওনাদার একজনের কাছ থেকেই একশত দিরহাম নেয়। তবে সে তার অপর ভাই হতে তার অংশ অনুযায়ী নিয়ে নিবে।

এইভাবে যদি উভয়ের ইকরার এক সাথে হয়। তবে যে ব্যক্তি একশত দিরহামের ইকরার করেছে, তা তার অংশ হতে নেয়া হবে। আর যার উপর উভয়ে ঐকমত্য হয়েছে তা উনিশ অংশে বিভক্ত হয়ে বণ্টিত হবে (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তিন পুত্র এবং তিন হাজার দিরহাম রেখে মারা গেলো এবং তা তিন পুত্র বণ্টন করে নিলো। তারপর এক ব্যক্তি তাদের মৃত পিতার কাছে তিন হাজার দিরহাম দাবী করলো। আর বড় পুত্র সম্পূর্ণ দাবীর তাস্‌দীক করলো, মেঝে পুত্র দুই হাজার দিরহামের তাসদীক করলো এবং ছোটপুত্র এক হাজার দিরহামের তাস্‌দীক করলো। তখন পাওনাদার ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম তিন পুত্র হতে তিন অংশে নিয়ে নিবে। আর মেঝে ও বড় পুত্র হতে এক হাজার অর্ধেক অর্ধেক করে নিবে। আর বড় পুত্রের কাছে যা অবশিষ্ট থাকে তা তার থেকে নিবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বড় পুত্র হতে হাজার দিরহাম, মেঝে পুত্র হতে হাজার দিরহাম এবং ছোট পুত্র হতে এক হাজারের এক-তৃতীয়াংশ নিবে। আর এ বিধান তখন হবে, যখন তিন পুত্রকে একই সাথে পাওয়া যাবে। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাওয়া যায়, তখন যদি ছোট পুত্রের সাথে প্রথম সাক্ষাত হয়।

তখন তার কাছ থেকে হাজার দিরহাম নিবে। তারপর যদি মেঝে পুত্রের সাথে সাক্ষাত হয়, তবে তার কাছ থেকে তার অধিকৃত হাজার দিরহাম নিবে। অনুরূপভাবে যদি এরপর বড় পুত্রের সাথে সাক্ষাতে হয়, তবে তার অধিকৃত সমুদয় দিরহাম নিয়ে নিবে। আর কিতাবে এ কথা উল্লেখ নেই যে, মেঝে ও ছোট পুত্র মুকির লাহু অর্থাৎ আজনবী পাওনাদার হতে কিছু ফেরত নিবে কিনা।

মাশাইখ কিরাম (র) বলেন, ওয়াজিব এটাই যে, ছোটপুত্র মুকির লাহুর কাছ থেকে এক হাজার দিরহামের দুই তৃতীয়াংশ ফেরত নিবে। এটা সাহিবাইনের ঐক্যবদ্ধ অভিমত। কিন্তু মেঝে পুত্র ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কিছু ফেরত নিবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার থেকে এক হাজার দিরহামের এক-ষষ্ঠাংশ ফেরত নিবে। এ বিধান তখন হবে, যখন আজনবী পাওনাদার ব্যক্তি ছোট পুত্রের সাথে প্রথমে সাক্ষাত করবে। আর যদি প্রথম বড় পুত্রের সাথে সাক্ষাত করে, তবে তার কাছ থেকে হাজার দিরহাম নিবে। তারপর যদি মেজে পুত্রের সাথে সাক্ষাত করে। তবে তার কাছ থেকে হাজার দিরহাম নিবে। তারপর ছোট পুত্রের সাথে সাক্ষাত করলে, তার অধিকৃত দিরহামের এক-তৃতীয়াংশ নিবে। যদি ছোট পুত্র ইকরারকারী হয় যে, বার ভ্রাতৃদ্বয় আজনবী ব্যক্তির জন্য এক হাজার দিরহামের বেশী ইকরার করেছে। আর যদি ছোট পুত্র তার ভ্রাতৃদ্বয়ের ঐ বেশীর ইকরার অস্বীকার করে, তবে আজনবী ব্যক্তি তার কাছ থেকে কিছুই নিতে পারবে না। তারপর বড় পুত্র ছোট পুত্র হতে কিছু ফেরত নিতে পারবে না। আর অনুরূপ মেজে পুত্রও। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম

আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে হাজার দিরহামের এক-ষষ্ঠাংশ অতিরিক্ত মাল ফেরত নিতে পারবে। আর ছোট পুত্র পাওনাদার হতে হাজার দিরহামের এক-ষষ্ঠাংশ ফেরত নিবে।

আর যদি প্রথম মেঝে পুত্রের সাথে সাক্ষাত করে, তবে হাজার দিরহাম তার কাছ থেকে নিবে। এরপর যদি ছোট পুত্রের সাথে সাক্ষাত করে, তবে তার বিধান হবে প্রথমোক্ত রূপ। অর্থাৎ তার নিকট হতে নিতে পারবে যদি সে ইকরার করে যে, তার উভয় ভ্রাতা এক হাজার দিরহামের অধিক ইকরার করেছে। নচেৎ নিতে পারবে না। তারপর যদি বড় পুত্রের সাথে সাক্ষাত করে, তবে তার অধিকৃত হাজার দিরহাম নিতে পারবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুই পুত্র রেখে মারা গেলো। এরা ব্যতীত ঐ ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিছ নেই। আর এক ব্যক্তির উপর এক হাজার দিরহাম করয বাবদ রেখে গেলো। তারপর করযদার বললো যে, মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় আমার কাছ থেকে পাঁচশত দিরহাম উসুল করে নিয়েছিল।

এক পুত্র তার তাসদীক করলো এবং অন্য পুত্র তার তাকযীর করলো। তবে তাকযীবকারী করযদার থেকে বাকী পাঁচশত দিরহাম নিয়ে নিবে। আর তাসদীককারী করযদার থেকে কিছু নিতে পারবে না।

আর যদি করযদার দাবী করে যে, মৃত ব্যক্তি তার কাছ থেকে সমুদয় হাজার দিরহাম উসুল করে নিয়েছে, আর একপুত্র তার তাসদীক করে এবং আরেক পুত্র তার তাকযীব করে, তাহলেও তাকযীবকারী করযদার থেকে পাঁচশত দিরহাম নিয়ে নিবে আর তাসদীককারী করযদার থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর করযদারের ইখতিয়ার থাকবে তাকযীবকারী হতে এই মর্মে কসম নেয়ার যে, আল্লাহ্‌র কসম আমি জানি না যে, আমার পিতা তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ হাজার দিরহাম উসুল করে নিয়েছিল। তারপর যদি অস্বীকারকারী কসম করে এবং করযদার থেকে পাঁচশত দিরহাম নিয়ে নেয়। আর মৃত ব্যক্তি এই দিরহাম ছাড়া আরো এক হাজার দিরহাম রেখে যায় এবং পুত্রদ্বয় তা পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নেয়, তবে করযদারের ইখতিয়ার থাকবে তাসদীককারী হতে তার মীরাছের পাঁচশত দিরহাম ফেরত নিয়ে নেয়ার (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ এক পুত্র ও এক হাজার দিরহাম রেখে মারা যায়, তারপর এক ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির উপর হাজার দিরহাম ঋণ দাবী করে এবং পুত্র তার তাসদীক করে আর কাযীর নির্দেশে বা নির্দেশ ব্যতীত হাজার দিরহাম তাকে দিয়ে দেয়। তারপর আরেক ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির উপর হাজার দিরহাম ঋণ দাবী করে এবং পুত্র তা তাকযীব করে, আর প্রথম পাওনাদার তার তাসদীক করে, আর দ্বিতীয় পাওনাদার প্রথম পাওনাদারের ঋণ অস্বীকার করে। তবে তার এই অস্বীকৃতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। আর উভয় ঋণ পাওনাদার ঋণের হাজার দিরহাম পরস্পরের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক বণ্টন করে নিবে।

আর অনুরূপভাবে যদি দ্বিতীয় ঋণ পাওনাদার তৃতীয় কোন পাওনাদারের স্বীকার করে, তবে তৃতীয় পাওনাদার দ্বিতীয় পাওনাদারের অধিকৃত দিরহামের অর্ধেক নিয়ে নিবে (আল-হাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ মুকির ও মুকির লাহ্‌র মধ্যে মতভেদ

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বললো, আমি তোমার কাছ থেকে গচ্ছিত রূপে হাজার দিরহাম এবং গসব রূপে হাজার দিরহাম নিয়েছি। তারপর গচ্ছিত দিরহাম নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং গসবের দিরহাম অবশিষ্ট আছে। আর মুকির লাহ্‌ বললো না, বরং গসবের দিরহাম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবং গচ্ছিত দিরহাম অবশিষ্ট আছে। তবে মুকির লাহ্‌র কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে এই দিরহাম ইকরারকারীর নিকট থেকে নিয়ে নিবে। আর ইকরারকারী অন্য এক হাজার দিরহামের যামিন হবে। আর অনুরূপ যদি মুকির লাহ্‌ বলে যে, না, বরং তুমি আমার কাছ থেকে দুই হাজার দিরহাম গসব করেছ, তাহলেও একই বিধান হবে।

আর যদি মুকির বলে যে, তুমি আমার কাছে এক হাজার দিরহাম গচ্ছিত রেখেছ, এবং আমি তোমার কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম গসব করেছি, তারপর গচ্ছিত দিরহাম নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং গসবের দিরহাম অবশিষ্ট আছে। আর মুকির লাহ্‌ বলে যে, না বরং গসবের দিরহাম নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবে মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। মুকির লাহ্‌ তার কাছ থেকে হাজার দিরহাম নিবে এবং কোন কিছু যিমান নিতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বললো, আমি তোমার কাছ থেকে হাজার দিরহাম গচ্ছিত স্বরূপ নিয়েছি। তারপর তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর দিরহামের মালিক বললো, না বরং তুমি গসব করে নিয়েছো। তবে মুকির যামিন হবে। কেননা, সে যিমানতের কারণের অর্থাৎ নেয়ার ইকরার করেছে। তারপর যা দ্বারা যিমান হতে মুক্ত হওয়া যায় তার দাবী করছে অর্থাৎ নেয়ার অনুমতির দাবী করেছে। আর অপর ব্যক্তি তা অস্বীকার করছে। সুতরাং অস্বীকারকারীর কথা কসম দ্বারা গৃহীত হবে। আর মুকিরের উপর তার ইকরারের কারণে যিমান লাযিম হবে। কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে যিমান লাযিম হবে না।

আর যদি বলে, তুমি আমাকে হাজার দিরহাম গচ্ছিত স্বরূপ দিয়েছো, এবং তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আর দিরহামের মালিক বলে যে, বরং তুমি তা গসব করে নিয়েছো, তবে মুকির যামিন হবে না। কেননা, সে যিমানের কারণ-এর ইকরার করেনি, বরং প্রদান-এর ইকরার করেছে, আর তা মুকির লাহ্‌র কাজ। তাই যিমানের কারণ মুকিরের উপর বর্তাবে না। তবে মুকির লাহ্‌ মুকিরএর মাঝে যিমানের কারণ তথা গসব বিদ্যমান থাকায় দাবী করছে। সুতরাং অস্বীকারকারীর কথা কসমের সাথে গৃহীত হবে। কিন্তু মুকির যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে তার উপর মাল লাযিম হবে। (আল-কাযী)।

৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুইটি টাট্টু ঘোড়ার একটিকে হীরা পর্যন্ত এবং অন্যটিকে তার চেয়ে দূরে কাদিসিয়া পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ভাড়া করলো এবং উভয়টির উপর মাল বোঝাই করে কাদিসিয়া পর্যন্ত নিয়ে গেলো। আর সেখানে একটি ঘোড়া মারা গেলো। তখন মালিক বললো, যে ঘোড়াটি তুমি হীরা পর্যন্ত নেয়ার জন্য ভাড়া করেছিলে সেটি মারা গিয়েছে। এখন তোমাকে এর যিমান দিতে হবে। আর ভাড়াকারী বললো, না বরং যে ঘোড়াটি আমি কাদিসিয়া পর্যন্ত নেয়ার জন্য ভাড়া করেছিলাম, সেটি মারা গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এবং ভাড়াকারী হতে সে যিমান নিবে। (আত্-তাহ্‌রীর শারহুল জামিউল কাবীর হাসীরী)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে, আমি তোমাকে হাজার দিরহাম করয দিয়েছি, তারপর তা তোমার থেকে নিয়ে নিয়েছি তবে মুকিরের উপর ওয়াজিব হবে তাকে তা দিয়ে দেয়া (আত্-তাব্‌য়ীন)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি ইকরার করে যে, আমি 'অমুক ব্যক্তি'কে যে করয দিয়েছিলাম তা তার কাছ থেকে উসুল করে কব্‌যা করেছি। এবং সে 'অমুক ব্যক্তি' বললো, তুমি আমার কাছ থেকে এই মাল নিয়েছো, অথচ আমার কাছে তোমার কিছু পাওনা ছিল না, তুমি আমাকে তা ফেরত দাও। তবে তাকে ঐ মাল ফেরত দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু প্রথমে সেই 'অমুক ব্যক্তি'কে কসম করতে হবে যে, মুকির আমার কাছে কিছু পাওনা ছিল না।

আর অনুরূপভাবে যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তি থেকে সে হাজার দিরহাম কব্‌যা করেছে যা সে তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল কিংবা তাকে হিবা করেছিল। আর সেই অমুক ব্যক্তি বলে যে, না বরং ঐ দিরহাম আমার। তুমি তা আমার কাছ থেকে নিয়েছো, তবে মুকিরের উপর তা ফেরত দেয়া ওয়াজিব হবে (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে হাজার দিরহাম অমুকের উকীল রূপে উসুল করেছি, তোমার কাছে যার হাজার দিরহাম পাওনা ছিল। কিংবা বললো, তুমি হাজার দিরহাম অমুককে হিবা করেছিলে। সে আমাকে তা তোমার কাছ থেকে উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছিল, তাই আমি তার জন্য উসুল করেছি এবং তাকে দিয়ে দিয়েছি, তবে মুকির যামিন হবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমি এই ব্যক্তিকে আমার ঘরে বসবাস করিয়েছিলাম, তারপর সেখান থেকে বের করে দিয়েছি এবং সে আমার ঘর আমাকে দিয়ে দিয়েছে। আর বসবাসকারী দাবী করলো যে, এ ঘর তার। তবে গৃহস্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে ইস্‌তিহ্‌সান স্বরূপ। আর বসবাসকারীকে সাক্ষী পেশ করতে হবে। এ অভিমত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন যে, বসবাসকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর এটাই কিয়াস সম্মত।

এরূপ মতভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নীচের মাসআলাটিও। অর্থাৎ যদি কেউ বলে যে, এই বাহন জন্তুটি আমার। আমি অমুককে ধার দিয়েছিলাম। তারপর তার থেকে নিয়ে কব্‌যা করেছি। কিংবা এই কাপড়টি আমার। আমি অমুককে ধার দিয়েছিলাম, তারপর তার থেকে নিয়ে হস্তগত করেছি। তবে এ মাসআলারও উপরোক্ত মাসআলার অনুরূপ বিধান হবে।

আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুক দরযী তার এই জামা অর্ধ দিরহামে সিলাই করেছে এবং সে তার থেকে তা কবযা করেছে।

আর দরযী বললো যে, এটি আমার জামা। আমি তোমাকে তা ধার দিয়েছি। তবে এ মাসআলাও পূর্বোক্ত মাসআলার অনুরূপ হবে। আর অনুরূপভাবে যদি কেউ তার কাপড়, কোন রঞ্জককে দেয় এবং এরূপ মতভেদ সৃষ্টি হয়, তবু এই বিধান কার্যকর হবে (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ আর যদি দরযী ইত্যাদি মাসআলার মধ্যে এরূপ না বলে যে, আমি তার থেকে তা কবযা করেছি, তবে সর্বসম্মতভাবে তা ফেরত দিবে না (মুহীত আস্-সারাখ্‌সী)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি একথা স্পষ্ট থাকে যে, এই কাপড় কিংবা জন্তু কিংবা ঘর ইকরারকারীর এবং সে বলে যে, আমি তা অমুককে ধার দিয়েছিলাম এবং তার থেকে তা কবযা করেছি। তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি আমার কাপড় অমুকের ঘরে রেখে দিয়েছিলাম, তারপর তা নিয়ে নিয়েছি, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে যামিন হবে না, আর সাহিবাইনের মতে যামিন হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্‌সী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১১. মাসআলা ঃ দরযী বললো, এই কাপড়টি অমুকের, আমাকে অমুকে দিয়েছে। তারপর উভয়ে দাবী করলো, তবে তা প্রথম মুকির লাহুর হবে এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দ্বিতীয় মুকির লাহুর জন্য কিছু যামিন হবে না। আর সাহিবাইনের মতে যামিন হবে (মুহীত আস্-সারাখ্সী, পরিচ্ছেদ ঃ কেউ কোন মালের ইকরার করলো যা তাকে কেউ দিয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অন্য ব্যক্তির)।

১২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বললো, এ কাপড়টি আমি তোমার কাছ থেকে ধার স্বরূপ নিয়েছি এবং অপর ব্যক্তি বললো, তুমি আমার কাছ থেকে ক্রয়-বিক্রয় বাবদ নিয়েছো। তবে গ্রহণকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এটা তখন হবে, যখন সে কাপড় পরিধান না করবে। যদি পরিধান করে এবং কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, তবে যিমান দিতে হবে (আল-খুলাসা)।

১৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এই দিরহামগুলো ধার নিয়েছি এবং সে বললো, তুমি আমার কাছ থেকে তা করয নিয়েছো, তবে ইকরারকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

১৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি আমাকে হাজার দিরহাম করয দিয়েছো এবং সে বলে যে, তুমি আমার কাছ থেকে গসব করে নিয়েছো, তবে ইকরারকারী যামিন হবে। কিন্তু যদি ঐ দিরহামগুলো হুবহু অটুট থাকে তবে মুকির লাহু তা নিতে পারবে (আল-হাবী)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে বলে যে, আমার হাতের এই বাহন জন্তুটি তুমি আমাকে ধার দিয়েছো, এবং জন্তুর মালিক বলে যে, বরং তুমি আমার থেকে গসব করেছো। যদি ধার গ্রহণকারী তাতে সওয়ারী না নিয়ে থাকে, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং যামিন হবে না। আর যদি সওয়ারী নিয়ে থাকে তবে যামিন হবে।

অনুরূপভাবে যদি বলে যে, তুমি এটি আমাকে ধার দিয়েছো, তবু তাতে যিমান নেই। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে ধার নিয়েছি। এবং সে তা অস্বীকার করে, তবে সে যামিন হবে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে হাজার দিরহাম গসব করেছি আর তাতে দশ হাজার দিরহাম মুনাফা করেছি, আর মুকির লাহু বললো, আমি নিজে তোমাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলাম তবে মাগসূব মিনহুর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি সে বলে যে, না, বরং তুমি পুরো দশ হাজার দিরহাম গসব করে নিয়েছো তবে গসবকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-খুলাসা)।

১৭. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো, এই হাজার দিরহাম আমার কাছে তোমার গচ্ছিত মাল। মুকির লাহু বললো, গচ্ছিত নয়, বরং আমি তোমার কাছে হাজার দিরহাম করয কিংবা বিক্রীত মালের মূল্য পাওনা আছি। তারপর মুকির ঋণ ও গচ্ছিত রাখা অস্বীকার করলো এবং মুকির লাহু ইচ্ছা করলো, সে যে করযের দাবী করছে তা আদায় করার জন্য গচ্ছিত রাখা হাজার দিরহাম নিয়ে নিবে। সে ইখতিয়ার তার নেই। কেননা মুকিরের গচ্ছিত রাখার প্রথম ইকরার মুকির লাহুর অস্বীকৃতি দ্বারা বাতিল হয়ে গিয়েছে।

আর যদি মুকির লাহু বলে যে, গচ্ছিত নয়, বরং আমি তোমাকে হুবহু এই হাজার দিরহামই করয দিয়েছিলাম, এবং মুকির করযকে অস্বীকার করে, তবে মুকির লাহু হুবহু এই হাজার দিরহাম নিতে পারবে। কিন্তু যদি মুকির তার করয দেয়ার কথা তাসদীক করে, তবে মুকির লাহু হুবহু এই হাজার দিরহাম নিতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি হাজার দিরহাম করয বা গসবের ইকরার করে, আর কোন মূল্য দাবী করে, কিংবা গোলাম বা দাসীর মূল্য দাবী করে, তবে তার উপর ঐ হাজার দিরহাম ওয়াজিব হবে (আল-কাফী)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুকে আমার কাছে মালের মূল্য হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তখন সে বললো, তার কাছে মালের মূল্য বাবদ আমার কখনো হাজার দিরহাম পাওনা নেই। বরং তার কাছে আমার হাজার দিরহাম করয বাবদ পাওনা আছে, তবে সে হাজার দিরহাম পাবে। আর যদি বলে, তার কাছে আমার কখনো মালের মূল্য পাওনা নেই এবং চুপ করে থাকে, তারপর হাজার দিরহাম করয দাবী করে, তবে তা তাসদীক করা যাবে না (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে মালের মূল্য হাজার দিরহাম পাওনা আছে। যা সে আমার কাছে বিক্রি করেছিল, কিন্তু আমি তা করয করিনি। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা তাসদীক করা যাবে না। "কিন্তু আমি তা কবযা করিনি -একথা সে মিলিয়ে বলুক কিংবা পৃথকভাবে বলুক। মুকির লাহু তার কথিত দিকটি অর্থাৎ বিক্রির ব্যাপারটি তাসদীক করুক কিংবা তাকযীব করুক।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি মিলিয়ে বলে তবে তাসদীক করা যাবে; মুকির লাহু বিক্রির ব্যাপারে তাসদীক করুক কিংবা তাকযীব করুক।

আর যদি পৃথকভাবে বলে, এবং মুকির লাহু বিক্রির ব্যাপারটি তাকযীব করে বলে যে, তোমার কাছে আমার হাজার দিরহাম করয পাওনা আছে, তবে, আমি কবযা করিনি-এ কথার ব্যাপারে মুকিরকে তাসদীক করা যাবে না এবং সাহিবাইনের মতে তার উপর মাল লাযিম হবে।

আর যদি মুকির লাহু বিক্রির ব্যাপারে তাকে তাসদীক করে, এবং বলে যে, আমি তোমার কাছে মালের মূল্য হাজার দিরহাম পাওনা আছি, যা আমি তোমার কাছে বিক্রি করেছিলাম এবং তুমি তা আমার কাছ থেকে কবযা করেছিলে। আর মুকির তার ইকরার থেকে ভিন্নভাবে বলে যে, আমি তা কবযা করিনি, তবে এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) প্রথম বলেছিলেন যে, তাসদীক করা যাবে না, যেরূপ বিক্রয়ের ব্যাপারে মুকির লাহুর তাকযীব করার ক্ষেত্রে তাসদীক করা যেতো না। তারপর তিনি তার এ অভিমত থেকে রুজু করে বলেছেন যে, তাসদীক করা যাবে। সে মিলিয়ে বলুক বা পৃথকভাবে বলুক। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-ও এই অভিমত পোষণ করেন (আস-যাখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এই গোলামের মূল্য হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং গোলাম মুকিরের কবযায় ছিল, এক্ষেত্রে মুকির লাহু যদি তার তাসদীক করে, তবে তার উপর হাজার দিরহাম লাযিম হবে।

আর যদি মুকির লাহু বলে যে, এই গোলাম তো আমার। আমি তোমার কাছে এই গোলাম ব্যতীত অন্য কোন গোলাম বিক্রি করেছি। আর গোলাম তার থেকে নিয়ে নেয়, তবে তার উপর কিছু লাযিম হবে না।

আর যদি বলে যে, এ গোলাম তো তোমারই। আমি তোমার কাছে এটি ব্যতীত অন্য গোলাম বিক্রি করেছি। আর তা তুমি কবযা করেছো, আর তার মূল্য বাবদ হাজার দিরহাম আমি তোমার কাছে পাওনা আছি, তবে তার উপর হাজার দিরহাম লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে ঐ গোলামের মূল্য হাজার দিরহাম পাওনা আছে, যে গোলাম মুকির লাহুর কবযায় আছে। আর তালিব যদি তা ইকরার

করে, তবে গোলাম তাকে সোপর্দ করে মাল (মূল্য) নিয়ে নিবে। আর যদি বলে যে, এটা তো তোমারই গোলাম। আমি তো তোমার কাছে অন্য গোলাম বিক্রি করেছি, তবে তার উপর মাল লাযিম হবে (আল-মাবসুত)।

২৩. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, এ গোলাম আমার। এটি আমি তোমার কাছে বিক্রি করিনি, তবে মুকিরের উপর কিছু লাযিম হবে না (আল-হিদায়া)।

২৪. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, এটি আমার গোলাম। এটি আমি এটি তোমার কাছে বিক্রি করিনি, আমি তোমার কাছে বিক্রি করেছি অন্য গোলাম, তবে তার উপর কিছু লাযিম হবে না। আর এ কিতাবের শেষে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, উভয়ের কাছ থেকে অপরের দাবীর উপর কসম নেয়া হবে, সাহিবাইন (র)-ও এই অভিমতই পোষণ করেন (আল-মাবসূত)। আর এটাই বিশুদ্ধ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা ঃ আর যদি উভয়ে কসম করে, তবে মাল বাতিল হয়ে যাবে (আল-হিদায়া ও আল-কাফী)।

২৬. মাসআলা ঃ অবস্থায় গোলাম যদি তৃতীয় ব্যক্তির কবযায় থাকে, আর মুকির লাহু তার তাসদীক করে, এবং মুকির লাহুর পক্ষে তা সোপর্দ করা সম্ভব হয়, তবে মুকিরের উপর মাল লাযিম হবে। অন্যথায় নয় (আল-খুলাসা)।

২৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, আমি তার থেকে কোন বস্তু হাজার দিরহামে খরিদ করেছি, কিন্তু আমি তা কবযা করিনি, তবে সর্বসম্মতভাবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-কাফী)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, সে তার এই গোলাম অমুক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছে এবং দাবী করে যে, সে মূল্য কবযা করেনি, মূল্যের জন্য সে তাকে আটক করেছে। তবে এই আটক করার ইখতিয়ার তার আছে। আর মুকির লাহু যদি তা অস্বীকার করে, তবে মুকিরের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (আত্-তাব্য়ীন)।

২৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বললো, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে শরার বা শূকরের মূল্য হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তার যিম্মায় মাল (মূল্য) লাযিম হবে এবং তাকে কারণের ক্ষেত্রে সত্যবাদী মনে করা হবে না, যদি দাবীদার তার এই কারণকে তাকযীব করে। এই কারণ সে তার ইকরারের সাথে মিলিয়ে বলুক কিংবা পৃথকভাবে বলুক, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

অনুরূপভাবে যদি জুয়ার কারণে একশত দিরহাম দেনা হওয়ার ইকরার করে, তবু এই বিধান হবে (অর্থাৎ মাল লাযিম ও কারণ অসত্য মনে করা হবে) (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা ঃ আর যদি তালিব সে কারণ তাসদীক করে, তবে সর্বসম্মতভাবে কারো মতে তার উপর কিছু লাযিম হবে না (আস্-যাখীরা)।

৩১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম হারাম বা সূদের পাওনা আছে, তবে এই দিরহাম তার উপর লাযিম হবে। আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে মিথ্যা ও বাতিলভাবে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তারপর মুকির লাহু যদি তা তাসদীক করে, তবে মুকিরের যিম্মায় কিছুই লাযিম হবে না। আর যদি তাকযীব করে, তবে তার যিম্মায় তা লাযিম হবে (আত্-তাব্য়ীন)।

৩২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, সে আমার কাছে হাজার দিরহাম মালের মূল্য পাবে, কিংবা বললো, তুমি আমাকে হাজার দিরহাম করয দিয়েছো, তারপর বললো, তবে তা

ভেজাল, কিংবা মেকি, কিংবা খাদযুক্ত কিংবা রাং। কিংবা বললো, তবে তা জাল, কিংবা বললো, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে ভেজাল হাজার দিরহাম মালের মূল্য পাবে। আর মুকির লাহু বললো, উত্তম দিরহাম, তবে তার যিম্মায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উত্তম দিরহাম লাযিম হবে।

মিলিয়ে বলুক কিংবা পৃথকভাবে বলুক। আর সাহিবাইন বলেন। মিলিয়ে বললে তাসদীক করা হবে, আর পৃথকভাবে বললে তাসদীক করা হবে না।

আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে ভেজাল হাজার দিরহাম পাবে, এবং বেচাকিনা কিংবা করযের কথা উল্লেখ করলো না, তবে কারো কারো মতে ভেজালকে মিলিয়ে বললে সর্বসম্মতভাবে তাসদীক করা হবে এবং কারো কারো মতে এক্ষেত্রেও মতভেদ আছে (আল-কাফী)।

৩৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ গসব কিংবা গচ্ছিত হিসাবে মালের ইকরার করে এবং বলে যে, তা মেকি কিংবা খাদযুক্ত, তবে মেকি বা খাদযুক্ত হওয়া মিলিয়ে বলুক কিংবা পৃথকভাবে বলুক, তা তাসদীক করা হবে। আর যদি গসব ও গচ্ছিতের ক্ষেত্রে বলে যে, তবে তা ভেজাল কিংবা রাং, এবং তা মিলিয়ে বলে, তবে তা তাসদীক করা হবে। আর যদি পৃথকভাবে বলে, তবে তা তাসদীক করা হবে না (আল-মাবসূত)।

৩৪. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম মালের মূল্য পাওনা আছে। কিংবা বললো, অমুক ব্যক্তি আমাকে হাজার দিরহাম করয দিয়েছে, কিংবা বললো, আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে, কিংবা বললো, আমি হাজার দিরহাম গসব করেছি। তারপর বললো, কিন্তু তা এই পরিমাণ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এবং তা সাথে সাথে বলল, তবে তাসদীক করা হবে, নচেৎ নয়। আর যদি পৃথক বর্ণনা শ্বাস টুটে যাওয়ার কারণে হয়, তবে তা সাথে সাথে বর্ণনা করার অনুরূপ হবে (আল-কাফী)। আর এর উপরই ফাত্ওয়া (আয্-যাখীরা)।

৩৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বললো, আমি অমুক ব্যক্তি থেকে হাজার দিরহাম কবযা করেছি। তারপর বললো, তা যায়ূফ ছিল। তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি বলে যে, তা সাতূকা ছিল, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি কিছু বলার পূর্বে মুকির মারা যায়, তারপর তার ওয়ারিছ বলে যে, তা যায়ূফ ছিল, তবে তা তাসদীক করা যাবে না (আয-যাহীরিয়্যা)।

৩৬. মাসআলা ঃ আর মুযারাবা ও গসবের ক্ষেত্রে যদি মুকির মারা যায় এবং তার ওয়ারিছগণ বলে যে, তা যায়ূফ ছিল, তবে তাদেরকে তাসদীক করা যাবে না (আল-মুহীত)।

৩৭. মাসআলা ঃ আর অনুরূপভাবে গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান হবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

৩৮. মাসআলা ঃ কেউ শরীকানার পাঁচশত দিরহাম কবযা করার ইকরার করলো এবং বললো যে, তা যায়ূফ ছিল, তবে তা তাসদীক করা যাবে, মিলিয়ে বলুক কিংবা পৃথকভাবে বলুক। আর অংশীদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার অর্ধেক নিতে পারবে। আর ইচ্ছা করলে মাতলূব হতে উত্তম দিরহাম উসুল করতে পারবে।

আর যদি ইকরার থেকে পৃথক করে রাং হওয়া বর্ণনা করে, তবে তাসদীক করা যাবে না। আর অংশীদার তা থেকে উত্তম অর্ধেক দিরহাম নিয়ে নিবে। আর যদি মিলিয়ে বর্ণনা করে, তবে তাসদীক করা যাবে এবং অংশীদার কিছু পাবে না (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৯. মাসআলা ঃ আর যায়ূফ দিরহাম দাবী করার ক্ষেত্রে যদি বলে যে, আমি আমার হক বুঝে পেয়েছি, তবে অংশীদারের ইখতিয়ার থাকবে তার থেকে নিজের অংশের অর্ধেক উত্তম দিরহাম নেয়ার (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে তার এক কুর গম কোন বিক্রয়ে মূল্য কিংবা করযরূপে পাওনা আছে। তারপর বললো, এই গম রদ্দি খারাপ ছিল। তবে মিলিয়ে বলুক কিংবা পৃথকভাবে বলুক এ ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর অনুরূপভাবে সকল ওযনযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য বস্তুরও একইরূপ বিধান হবে। আর অনুরূপভাবে যদি এক কুর গম গসব করার কিংবা গচ্ছিত রাখার ইকরার করে, তারপর বলে যে, তা রদ্দি ছিল, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি কিছু এরূপ খাবার বস্তু আনা হয় যাতে পানি লেগেছে এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গিয়েছে, তারপর বললো যে, আমি তা গসব করে এনেছি কিংবা তুমি তা আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছো। তবে এ ক্ষেত্রে ও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, সে আমার কাছে গোলাম গচ্ছিত রেখেছে, তারপর একটি দোষযুক্ত গোলাম এনে বলে যে, এই সেই গোলাম, তবে এ ক্ষেত্রেও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

৪১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তি তার কাছে দশ পয়সা করয কিংবা বিক্রীত বস্তুর মূল্য পাওনা আছে। তারপর বললো, এই পয়সা দেশে অপ্রচলিত। তবে তা তাসদীক করা হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি এই অপ্রচলিত পয়সার কথা তার ইকরারের সাথে মিলিয়েও বলে, তবু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা তাসদীক করা যাবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, করযের ক্ষেত্রে যদি মিলিয়ে বলা হয়, তবে তাসদীক করা হবে এবং তার উপর সেই পয়সা লাযিম হবে যার কথা সে উল্লেখ করেছে। কিন্তু বিক্রির ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম উক্তি অনুযায়ী তার তাসদীক করা যাবে না।

আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে যদি মিলিয়ে বলা হয়, তবে তাসদীক করা যাবে এবং তার উপর বিক্রীত বস্তুর মূল্য লাযিম হবে।

আর যদি বলে যে, আমি দশ পয়সা গসব করেছি, তারপর বলে যে, তা দেশে অপ্রচলিত পয়সা ছিল, তবে তা তাসদীক করা যাবে এবং গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান হবে (আল-হাবী)।

৪২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বায়'উস সালামের মূলধন কবযা করার ইকরার করে, তারপর দাবী করে যে, ঐ দিরহাম ভেজাল ছিল, তবে তার রূপ এই হতে পারে যে, যদি সে ইকরার করে যে, সে উত্তম দিরহাম কবযা করেছে, কিংবা ইকরার করে যে, সে তার হক কব্যা করেছে, কিংবা মূলধন উসুল পেয়েছে। কিংবা দিরহামসমূহ উসুল পেয়েছে। কিংবা সে মূলধন কবযা করেছে, তবে তার এই কথা যে, 'ঐ দিরহাম ভেজাল ছিল' তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আর যদি শুধু দিরহাম কবযা করার ইকরার করে, তবে তা তার ভেজাল হওয়ার কথা ইসতিহ্সানস্বরূপ গ্রহণযোগ্য হবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

৪৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ মেয়াদী ঋণের ইকরার করে, এবং মুকির লাহু ঋণের ব্যাপারে তার তাসদীক করে; কিন্তু তা মেয়াদী হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করে, তবে মুকির অবিলম্বিত দেনাদার সাব্যস্ত হবে। কিন্তু মুকির লাহু হতে মেয়াদ সম্পর্কে কসম নেয়া যাবে (আল-কাফী)।

৪৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দশ মিছকাল রৌপ্য পাওনা আছে। তারপর বলে যে, ঐ রৌপ্য কালো। কিংবা বললো, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে

হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তারপর বললো, তা অমুক প্রকার দিরহাম, কিংবা বললো, তা অমুক শহরের মুদ্রা, যা সেখানে প্রচলিত আছে। যদি গসবের কারণে লাযিম হওয়ার ইকরার করে, তবে সর্বসম্মতভাবে তার কথা তাসদীক করা হবে–মিলিয়ে বর্ণনা করুক কিংবা পৃথক বর্ণনা করুক। আর যদি বলে যে, করয কিংবা বিক্রীত বস্তুর মূল্য বাবদ পাওনা আছে, আর যে দিরহামের কথা সে উল্লেখ করেছে, তা ঐ শহরের প্রচলিত মুদ্রা হয়, যে শহরে ক্রয়-বিক্রয় কিংবা করয আদান-প্রদান হয়েছে, তবু সর্বসম্মতভাবে তার কথা তাসদীক করা হবে। আর যদি ঐ মুদ্রা উক্ত শহরের প্রচলিত মুদ্রা না হয়, আর ইকরারকারী তা ইকরার হতে পৃথকভাবে উল্লেখ করে, তবে সর্বসম্মতভাবে তা তাসদীক করা হবে না। আর যদি মিলিয়ে উল্লেখ করে, তবে কিতাবে বলা হয়েছে যে, তা তাসদীক করা হবে। আর কোন মতভেদ বর্ণিত হয়নি।

আমাদের কোন কোন শায়খ বলেন, কিতাবে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে, তা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। আব ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা তাসদীক করা হবে না। আর কোন কোন শায়খ বলেন, কিতাবে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে, তা সর্বসম্মত অভিমত (আয-যাখীরাহ)।

৪৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কাউকে বলে, তুমি আমার এক কুর গমের মূল্য বায়'উস সালাম বাবদ দশ দিরহাম ধার্য করেছো, এবং বললো যে, আমি ঐ দিরহাম কবযা করিনি। আর রব্বুস সালাম বললো যে, না, বরং তুমি তা কবযা করেছো। যদি মুসলাম ইলায়হি কবযা না করার কথা তার ইকরারের সাথে মিলিয়ে বলে, তবে কিয়াস ও ইকতিহ্সান অনুযায়ী তা তাসদীক করা যাবে। আর যদি মিলিয়ে না বলে; বরং পৃথকভাবে বলে, তবে ইসতিহ্সান স্বরূপ তার তাসদীক করা যাবে না। আর মুস্লাম ফীহ্ তার যিম্মায় লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে অমুক ব্যক্তির হাজার দিরহাম গচ্ছিত কিংবা হাজার দিরহাম করয আছে। তারপর বললো, আমি তা কবযা করিনি, তবে সে হাজার দিরহামের যামিন হবে (আল-খুলাসা)।

৪৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি আমাকে হাজার দিরহাম দান করেছো, কিংবা আমাকে হাজার দিরহাম করয দিয়েছো, কিংবা বায়' সালামে হাজার দিরহাম দিয়েছো। তারপর বলে যে, আমি তা কবযা করিনি। যদি তা ইকরারের সাথে মিলিয়ে বলে, তবে তা কিয়াস ও ইস্তিহ্সান স্বরূপ তাসদীক করা হবে। আর যদি তা পৃথকভাবে বলে, তবে ইস্তিহ্সান স্বরূপ তা তাসদীক করা যাবে না।

আর যদি বলে যে, তুমি আমাকে নগদ হাজার দিরহাম দিয়েছো, কিংবা বলে, তুমি আমাকে হাজার দিরহাম দিয়েছো এবং বলে যে, আমি তা কবযা করিনি, তবে তা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তাসদীক করা যাবে না। আর মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি ইকরারের সাথে তা মিলিয়ে বলে, তবে তা তাসদীক করা যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি আমাকে হাজার দিরহাম কর্য দিয়েছো; কিন্তু তা আমার কাছে সোপর্দ করোনি, একথা যদি সে পৃথকভাবে বলে, তবে তা তাসদীক করা যাবে না, আর সে হাজার দিরহামের যামিন হবে। আর যদি তা মিলিয়ে বলে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে যে, তুমি আমাকে হাজার দিরহাম দান করেছো, কিংবা বায়'উস সালামে দিয়েছো, কিন্তু তা আমার হাতে সোপর্দ করোনি, এবং তার এ কথা সে ইকরারের সাথে মিলিয়ে বললো, তবু এরূপ বিধান হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি বলে যে, তুমি আমাকে হাজার দিরহাম দিয়েছো কিংবা নগদ গুণে হাজার দিরহাম দিয়েছো, কিন্তু আমি তা গ্রহণ করিনি। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তা তাসদীক করা যাবে না এবং সে যামিন হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর কোন যিমান নেই।

আর যদি বলে, আমি তোমার কাছ থেকে হাজার দিরহাম কবযা করেছি, কিংবা তোমার কাছ থেকে হাজার দিরহাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু তুমি আমাকে তা নিয়ে যেতে দাওনি, তবে তার কথা তাসদীক করা যাবে না এবং সে যামিন হবে (আল-মুহীত)।

৪৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বললো, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে গণনার শর্তে (ওযনের শর্তে নয়) একশত দিরহাম পাওনা আছে। তারপর আবার বললো, তা পাঁচ ওযন কিংবা ছয় ওযনের। আর এই ইকরার সে কূফা শহরে বসে করেছে। তবে তার উপর সাত ওযনের একশত দিরহাম লাযিম হবে, যা কূফা শহরে প্রচলিত আছে। আর এর চেয়ে কম ওযন যা সে উল্লেখ করেছে, তা ভুল মনে করা হবে। তা তাসদীক করা যাবে না। তবে কম ওযনের কথা যদি সে তার ইকরারের সাথে মিলিয়ে বলে, তবে তার কথা তাসদীক করা যাবে (আল-মাবসূত)।

৫০. মাসআলা ঃ তারপর যদি সে ঐ বাক্য ইকরার হতে পৃথকভাবে উল্লেখ করে, এবং তাদের শহরের দিরহামের ওযন হয় সাত, যার ফলে তার বর্ণনা সহীহ্ হলো না, এক্ষেত্রে তার উপর সাত ওযনের একশত দিরহাম লাযিম হবেম এবং ওযন হিসাবেই লাযিম হবে –গণনার হিসাবে নয়। এমনকি তার ওযন যদি সাত ওযনের একশত দিরহাম হয়, কিন্তু গণনার দিক দিয়ে পঞ্চাশ হয়, তাহলে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে (আল মুহীত)।

৫১. মাসআলা ঃ আর যদি শহরে পারস্পরিক বেচাকেনা কোন দিরহাম দ্বারা চালু থাকে, এবং তাদের মধ্যে ওযনও সাত ওযন থেকে কম চালু থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে তার তাসদীক করা যাবে। আর যদি সে এই প্রচলিত ওযন থেকেও কম ওযনের দাবী করে, তবে তার কথা তাসদীক করা যাবে না। কিন্তু যদি নিজের ইকরারের সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করে, তবে তাসদীক করা যাবে।

আর যদি শহরে বিভিন্ন মুদ্রা চালু থাকে এবং কোন মুদ্রা সবচেয়ে বেশী চালু থাকে, তবে সাধারণ ইকরারের ক্ষেত্রে সেই মুদ্রাই সাব্যস্ত হবে। আর যদি প্রচলন সমান, তবে সাধারণ ইকরারের ক্ষেত্রে যা সবচেয়ে কম ওযনের হয়, তার ইকরারে সেই মুদ্রাই সাব্যস্ত হবে।

আর যদি কূফা শহরে কেউ বলে যে, আমার কাছে তার সাদা রৌপ্যের গণনাযোগ্য একশত দিরহাম পাওনা আছে। তারপর বলে যে, তাতে এক দাং কম আছে, তবে তা তাসদীক করা যাবে না।

আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে তার গণনাযোগ্য একশত 'ইস্‌বাহ্‌দিয়া' দিরহাম পাওনা আছে। তারপর বললো, আমি এই ছোট দিরহাম বুঝিয়েছিলাম। তবে তার উপর সাত ওযনের ইস্‌বাহ্‌দিয়া একশত লাযিম হবে (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবম পরিচ্ছেদ ঃ কোন বস্তু কোন স্থান হতে নেয়ার ইকরার

১. মাসআলা ঃ যদি কেউ এমন কোন ঘর থেকে একটি কাপড় নেয়ার ইকরার করে, যা তার এবং অন্য কারো মধ্যে ইজমালী এবং অংশীদার অর্ধেক কাপড় দাবী করে, আর মুকির অস্বীকার করে, তবে মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি ঘর সে ভাড়ায় কিংবা ধার নিয়ে থাকে তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্‌সী)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বললো, আমি অমুকের ঘর হতে একশত দিরহাম নিয়েছি। তারপর বললো, ঐ দিরহাম আমার কিংবা আরেক ব্যক্তির ছিল, তবে ঘরের মালিকের জন্য একশত দিরহামের নির্দেশ দেয়া হবে। আর মুকির তার সম পরিমাণ যার জন্য ইকরার করেছে, তাকে দণ্ড দিবে।

অনুরূপ যদি বলে যে, আমি অমুকের সিন্দুক কিংবা অমুক বাক্স হতে হাজার দিরহাম নিয়েছি, কিংবা অমুকের গাঁটরি হতে কাপড় নিয়েছি, কিংবা অমুকের ক্ষেত হতে এক কুর গম নিয়েছি, কিংবা অমুকের খেজুর বাগান হতে এক কুর খেজুর নিয়েছি, কিংবা অমুকের শস্য থেকে এক কুর গম নিয়েছি। এ সমুদয়ই তার হাত হতে নেয়ার ইকরার বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি অমুকের যমীন থেকে একটি যাত্বী কাপড়ের গাঁটরি হস্তগত করেছি এবং বললো, আমি সেখান দিয়ে গমন করেছিলাম আর সেখানে অবতরণ করেছিলাম, আর আমার সাথে অনেক যাত্বী কাপড়ের গাঁটরি ছিল। তবে ঐ যমীনের মালিকের জন্য ঐ যাত্বী কাপড়ের নির্দেশ দেয়া হবে। কিন্তু যদি ইকরারকারী সাক্ষী পেশ করে যে, সে ঐ যমীন দিয়ে গমন করেছিল, তবে এরূপ নির্দেশ হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি ঐ যমীনের উপর দিয়ে যাতায়াতের সাধারণ পথ থাকে তবু যমীনের মালিকের জন্য ঐরূপ নির্দেশ হবে না (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে অমুকের বাহনজন্তুর উপর থেকে যীন কিংবা লাগাম কিংবা বাগডোর নিয়েছে এবং বাহনজন্তুর মালিক তা তার নিজের বলে দাবী করে, তবে তা তার বলে নির্দেশ দেয়া হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, আমি অমুকের বাহনজন্তুর উপর যে গম ছিল কিংবা অমুকের চটের বস্তায় যে খাদ্যদ্রব্য ছিল, তা নিয়েছি এবং সে তা তার বলে দাবী করে, তবে তা তার বলে নির্দেশ দেয়া হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি কেউ ইকরার করে যে, সে তার জুব্বার আস্তর কিংবা তার দরযার পর্দা নিয়েছে, তবু এই নির্দেশ হবে।

আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে অমুকের হাম্মামের কাপড় নিয়েছে, তবে তার উপর তার যিমান হবে না।

আর অনুরূপভাবে জামে মসজিদ, খানকা যে সব জায়গায় মানুষ অবতরণ করে মাল-আসবাব রাখে এবং যেসব স্থানে মানুষ স্বাভাবিক যাতায়াত করে, তারও একই বিধান।

আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে অমুকের গলি কিংবা অমুকের হাউলী বা দেউড়ি থেকে কাপড় নিয়েছে, তবে তার উপর কিছু লাযিম হবে না।

আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে অমুকের চাকর থেকে নিয়েছে, তবে তা চাকর পাবে–মালিক পাবে না।

আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে অমুকের ঘরে কাপড় রেখেছে এবং সেখান থেকে তা নিয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে তার যামিন হবে না, যদিও ঘরের মালিক তা তার নিজের বলে দাবী করে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে যামিন হবে (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি অমুকের ঘর থেকে একশত দিরহাম নিয়েছি। তারপর বললো, আমি তাতে বসবাস করতাম, কিংবা ঘরটি আমার কাছে ভাড়া ছিল, তবে তা তাসদীক করা যাবে না। আর যদি তার কাছে ঘর ভাড়া থাকার সাক্ষী পেশ করে, তবে যিমান থেকে মুক্ত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে অমুকের যমীনে গর্ত খনন করেছে। এবং তার ভেতর থেকে এক হাজার দিরহাম বের করেছে। আর যমীনের মালিক ও সে সেটার মালিকানা দাবী করে। তবে যমীনের মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর অনুরূপভাবে যদি দুইজন সাক্ষী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুকের যমীনে এসে তা খনন করেছে এবং তার ভেতর থেকে সপ্ত ওযনের এক হাজার দিরহাম বের করেছে। আর যমীনের মালিক তা তার বলে দাবী করে এবং যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, সে ঐ কাজ অস্বীকার করে কিংবা ঐ কাজ স্বীকার করে, আর ঐ দিরহাম তার নিজের বলে দাবী করে, তবে তা যমীনের মালিকের হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার ঘর বা মনযিল বা দোকান থেকে এই পরিমাণ নিয়েছে। কিংবা তার বোতল থেকে এই পরিমাণ তেল কিংবা তার মশক থেকে এই পরিমাণ ঘি নিয়েছে, তবে সে এগুলোর যামিন হবে।

আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে অমুকের বাহনজন্তুতে সওয়ার হয়েছে এবং তা অমুকে নিয়ে গেছে, তবে সে তার যামিন হবে যে পর্যন্ত সে তাকে তা ফেরত না দিবে।

আমার কাছে এর ব্যাখ্যা হলো, যদি সে সওয়ার হওয়ার এবং একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার ইকরার করে তবে এই বিধান হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দশম পরিচ্ছেদ ঃ খিয়ার, ইস্‌তিছ্‌না ও রুজূ'

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি ইকরার করে যে, অমুক আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে। এই শর্তে যে, আমার তিন দিনের কিংবা তার কম-বেশীর খিয়ার (ইখতিয়ার) থাকবে, তবে তার যিম্মায় মাল লাযিম হবে। আর খিয়ার বাতিল হবে। খিয়ারের ব্যাপারে তালিব তার তাসদীক করুক বা তাকযীব করুক (এটা তখন হবে যখন মুকির তার নিজের জন্য খিয়ারের শর্ত করবে। আর যদি মুকির মুকির লাহুর জন্য খিয়ারের শর্ত করে, তবে তা ইমাম মুহাম্মাদ (র.) তাঁর কিতাবুল আসাল-এ বর্ণনা করেননি। মাশাইখ কিরাম বলেন, মুকির লাহুর জন্যও খিয়ার থাকা উচিত নয় (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির জন্য দেনার ইকরার করলো, করয কিংবা গসব কিংবা গচ্ছিত রাখা কিংবা ধার বাবদ' যা এখনো বিদ্যমান রয়েছে বা শেষ হয়ে গেছে আর তাতে তার তিন দিনের 'খেয়ারে শর্ত' রয়েছে। তবে ইকরার জাইয ও খিয়ার বাতিল হবে। তার সাথী অপর ব্যক্তি তার তাসদীক করুক কিংবা তাকযীব করুক। আর যদি কোন বিক্রীত বস্তুর দেনার ইকরার করে এবং তিনদিনের খিয়ারের শর্ত করে, আর এ ক্ষেত্রে যদি তার সাক্ষী তার তাসদীক করে, তবে খিয়ার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যদি তার সাথী তাকযীব করে, তবে খিয়ার প্রতিষ্ঠিত হবে না (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি খিয়ার মুকির লাহুর পক্ষ থেকে হয়, তবে মুকির লাহু যখন খিয়ার সম্পর্কে মুকিরের তাসদীক না করে, তখন তার জন্য খিয়ার প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর যদি মুকির লাহুর খিয়ারে তাকযীব করার ক্ষেত্রে মুকির খিয়ার থাকার উপর সাক্ষী পেশ করতে চায়, সে সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র) তার 'আসল' কিতাবে উল্লেখ করেননি। মাশাইখ কিরাম বলেন, তার সাক্ষ্য শ্রবণ না করা ওয়াজিব (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি কাফালাতের কারণে ঋণের ইকরার করে, এবং তাতে খিয়ারের শর্ত করে, খিয়ারের নির্দিষ্ট মেয়াদ দীর্ঘ হোক কিংবা সংক্ষিপ্ত, আর মুকির লাহু তার তাসদীক করে, তবে মুকিরের ইকরার অনুযায়ী হবে, আর শেষ সময় পর্যন্ত তার খিয়ার থাকবে।

আর যদি মুকির লাহু তার তাকযীব করে, তবে তার যিম্মায় মাল লাযিম হবে এবং খিয়ারের শর্ত থাকার ব্যাপারে তার তাসদীক করা হবে না (গায়াতুল বায়ান শারহুল হিদায়া)।

৫. মাসআলা ঃ সমস্ত থেকে সমস্ত ইসতিছ্‌না (ব্যতিক্রম) করা বাতিল (অকার্যকর)। বেশী থেকে কমের ইস্‌তিছ্‌না বিনা মতভেদে সহীহ্ (সিদ্ধ)। আর অল্প হতে বেশীর ইস্‌তিছ্‌না যাহির রিওয়ায়াত অনুযায়ী সহীহ্। বিপরীত শ্রেণীর ইস্‌তিস্‌না কিয়াস অনুযায়ী জাইয নয়। এটা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত ও ইস্‌তিসান। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী যদি মুস্‌তাছ্‌না ও মুস্‌তাছ্‌না মিনহুর মধ্যে রেওয়াজ-বদলের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সাদৃশ্য থাকে, যেমন উভয়ের মধ্য হতে প্রত্যেকটি কারবারে নগদ কিংবা মেয়াদী যিম্মা ওয়াজিব হয়। তবে ইস্‌তিছ্‌না সহীহ্ হবে।

অতএব, যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে এক দীনার ব্যতীত, কিংবা বললো, এক কুর গম ব্যতীত, কিংবা দশ পয়সা ব্যতীত, তবে এই ইস্‌তিছ্‌না জাইয হবে। আর মুস্‌তাছ্‌নার মূল্যের পরিমাণ মুস্‌তাছ্‌না মিনহু হতে কম করা হবে।

আর যদি মুস্‌তাছ্‌না ও মুস্‌তাছ্‌না মিনহু উভয় এরূপ হয় যে, কারবারে উভয়ের মধ্যে যিম্মা ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য না থাকে, যেমন মুস্‌তাছ্‌না মিনহু এরূপ হয় যে, কারবারে তাৎক্ষণিক কিংবা মীয়াদীভাবে যিম্মা ওয়াজিব হয়, আর মুস্‌তাছ্‌না আদৌ ওয়াজিব হয় না কিংবা মেয়াদীভাবে ওয়াজিব হয়, তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব হয় না, তবে ইস্‌তিছ্‌না সহীহ্ হবে না। অতএব, যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, একটি কাপড় ব্যতীত কিংবা একটি জন্তু ব্যতীত কিংবা ঐরূপ কোন বস্তু ব্যতীত, তবে এই ইস্‌তিছ্‌না সহীহ্ হবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, এবং অমুক ব্যক্তি আমার কাছে একশত দীনার পাওনা আছে এক কীরাত ব্যতীত, তবে এই ইস্‌তিছ্‌না শেষটির সাব্যস্ত হবে (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকায় বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কেউ যদি কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ইকরার করে এবং তা হতে ঐ শ্রেণীর বা অন্য কোন শ্রেণীর কোন কিছু ইস্‌তিছ্‌না করে, তবে ইস্‌তিছ্‌না বাতিল হবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ আর যদি দুটি মালের ইকরার করে এবং তা থেকে কোন বস্তুর ইস্‌তিছ্‌না করে, আর উল্লেখ না করে যে, এই ইস্‌তিছ্‌না কোন্ মাল থেকে, আর উভয় মালের মুকির লাহু একই ব্যক্তি হয়, যেমন কেউ বললো যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এক হাজার দিরহাম ও একশত দীনার পাওনা আছে। এক দিরহাম ব্যতীত, তবে ইস্‌তিহ্‌সান স্বরূপ এই ইস্‌তিছ্‌না প্রথম মাল হতে সাব্যস্ত হবে। যদি মুস্‌তাছ্‌না প্রথম মালের শ্রেণীভুক্ত হয়।

আর যদি মুকির লাহু দুই মালের দু'জন হয়, তবে ইস্‌তিছ্‌না দ্বিতীয় মাল হতে সাব্যস্ত হবে, যদিও মুস্‌তাছ্‌না দ্বিতীয় মালের শ্রেণীভুক্ত না হয়। যেমন কেউ বললো যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম এবং অপর অমুক ব্যক্তি আমার কাছে একশত দীনার পাওনা আছে এক দিরহাম ব্যতীত। তবে এক দিরহাম একশত দীনার থেকে ইস্‌তিছ্‌না হবে। আর এই সমস্ত হলো ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত (আয-যাখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং অমুক ব্যক্তি আমার কাছে একশত দীনার হাজার থেকে এক দিরহাম ব্যতীত, তবে তার বর্ণনা অনুযায়ী (প্রথম মাল হতে ইস্‌তিছ্‌না) হবে (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে একশত কিংবা পঞ্চাশ ব্যতীত, তবে আবূ সুলায়মানের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার উপর নয়শত পঞ্চাশ দিরহাম ওয়াজিব হবে। মাশাইখ কিরাম বলেন যে, এটাই বিশুদ্ধতর মত (আয-যাখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম ও একশত দীনার পাওনা আছে, একশত দিরহাম ও দশ দীনার ব্যতীত, তবে তার উপর নয়শত দিরহাম ও নব্বই দীনার লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ হাসান ইবনে যিয়াদ কিতাবুল ইখতিলাফ-এ বর্ণনা করেছেন যে, কেউ কাউকে বললো, তুমি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছো, পাঁচশত দিরহাম ও পাঁচশত দিরহাম ব্যতীত, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তার উপর পূর্ণ হাজার দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি কেউ বলে যে, তুমি আমার কাছে পাঁচশত দিরহাম ও পাঁচশত দিরহাম পাওনা আছো, পাঁচশত দিরহাম ব্যতীত, তবে ইস্‌তিছ্‌না জাইয হবে এবং তার উপর পাঁচশত দিরহাম লাযিম হবে, আর ইস্‌তিছ্‌না উভয় পাঁচশত দিরহাম থেকে সাব্যস্ত হবে (আয-যাখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৩. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে হিশাম-এ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ কাউকে বললো, তুমি আমার কাছে খাঁটি হাজার দিরহাম পাওনা আছে, একশত ভেজাল দিরহাম ব্যতীত, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতের কিয়াস অনুযায়ী দেখতে হবে যে, একশত ভেজাল দিরহাম কত দীনারের সমান হয়। যদি চার দীনারের সমান হয়, তবে চার দীনারকে দেখতে হবে যে, তা কত খাঁটি দিরহামের সমান হয়। যদি খাঁটি আশি দিরহামের সমান হয়, তবে তার উপর নয়শত বিশ খাঁটি দিরহাম লাযিম হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, আমার মতে তার উপর পূর্ণ হাজার খাঁটি দিরহাম লাযিম হবে।

আর যদি কেউ বলে যে, সে আমার কাছে গাল্লার হাজার দিরহাম পাবে খাঁটি একশত দিরহাম ব্যতীত, তবে তার উপর সর্বসম্মতভাবে গাল্লার নয়শত দিরহাম লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে একশত দিরহাম ও দশ দীনার ব্যতীত এক কীরাত ব্যতীত। তবে এক্ষেত্রে মুস্‌তাছ্‌না হবে একশত দিরহাম ও দশ দীনার এক কীরাত ব্যতীত। এই এক কীরাত দশ দীনার থেকে হ্রাস করে অবশিষ্টকে একশত দিরহামের সাথে হাজার দিরহাম থেকে ইস্‌তিছ্‌না করতে হবে (মূহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

১৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুকে আমার কাছে হাজার দিরহাম ও দুইশত দীনার পাওনা আছে হাজার দিরহাম ব্যতীত, তবে ইস্‌তিছ্‌না বাতিল হবে।

আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এক কুর গম ও এক কুর যব পাওনা আছে এক কুর গম ও এক কাফীয যব ব্যতীত, তবে এক কাফীয যবের ইস্‌তিছ্‌না জাইয হবে এবং এক কুর গমের ইস্‌তিছ্‌না বাতিল হবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর দুই কুর লাযিম হবে।

আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম এবং অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দুইশত দীনার পাওনা আছে হাজার দিরহাম ব্যতীত, তবে শেষোক্ত মাল হতে ইস্‌তিছ্‌না জাইয হবে (আল-হাবী)।

১৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে— হে অমুক! এক দিরহাম ব্যতীত। তবে এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দুই রকম হতে পারে। যদি মুনাদা (সম্বোধিত ব্যক্তি) মুকির লাহু হয়। তবে ইস্‌তিছ্‌না সহীহ্ হবে। কেননা, সম্বোধন তারই প্রতি। আর যদি মুনাদা মুকির লাহু ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি হয়, তবে ইস্‌তিছ্‌না সহীহ্ হবে না (আল-জাওহারাতুন্-নাইয়ারাহ)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ্ একশত দিরহাম ব্যতীত, তবে ইস্‌তিছ্‌না বাতিল হবে (আল-হাবী)।

১৮. মাসআলা ঃ আর অনুরূপভাবে যদি মুস্‌তাছ্‌না ও মুস্‌তাছ্‌না মিনহুর মধ্যে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু কিংবা আল্লাহু আকবার কিংবা সুবহানাল্লাহ্ উচ্চারণ করে, তবু এই বিধান হবে (আল-মাবসূত)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে একশত দিরহাম পাওনা আছে। অতএব, তোমরা আমার উপর তার জন্য সাক্ষী থাকো দশ দিরহাম ব্যতীত, তবে এই ইস্‌তিছ্‌না বাতিল হবে। আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে দশ দিরহাম ব্যতীত এবং আমি তা তাকে পরিশোধ করে দিয়েছি, তবে ইস্‌তিছ্‌না সহীহ হবে না। আর তার উপর পূর্ণ এক হাজার দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে, দশ

দিরহাম ব্যতীত এবং আমি তা তাকে পরিশোধ করে দিয়েছি, তবে তার উপর দশ দিরহাম কম এক হাজার দিরহাম লাযিম হবে।

আর যদি বলে যে, আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে— এক দিরহাম ব্যতীত। কেননা, আমি তা তাকে পরিশোধ করে দিয়েছি, তবে ইস্‌তিছ্‌না সহীহ হবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এক দাং ব্যতীত এক দিরহাম তরকারীর মূল্য পাওনা আছে, আমি তাকে ঐ এক দাং পরিশোধ করে দিয়েছি, তবে আবূ হাফসের রিওয়ায়াত মতে তার উপর এক দাং কম এক দিরহাম লাযিম হবে। আর এটাই বিশুদ্ধতর মত (মুহীত আস্‌-সারাখ্‌সী)।

২১. মাসআলা ঃ আর যদি আরবী ভাষায় কেউ বলে যে, لفلان على درهم غيردانق এবং غير শব্দটি রা-কে যবর দিয়ে উচ্চারণ করে, তবে তার উপর পাঁচ দাং লাযিম হবে। আর যদি غير শব্দটির রা-কে পেশ দিয়ে উচ্চারণ করে, তবে তার উপর পূর্ণ এক দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে, له على عشرة غيردرهمين এবং غير শব্দটি রা-কে যবর দিয়ে উচ্চারণ করে তবে ইস্‌তিছ্‌না সহীহ্‌ হবে অর্থাৎ আমার কাছে তার দশ দিরহাম দুই দিরহাম ব্যতীত পাওনা আছে। তবে তার উপর আট দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি غير শব্দটির রা-কে পেশ দিয়ে উচ্চারণ করে— অর্থাৎ আমার কাছে সে দশ দিরহাম পাওনা আছে—দুই দিরহাম নয়। তবে তার উপর দশ দিরহাম লাযিম হবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

২২. মাসআলা ঃ আর যদি বলে, لفلان على عشرة الا درهمين তবে তার উপর আট দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে الا درهمان তবে তার উপর পূর্ণ দশ দিরহাম লাযিম হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

২৩. মাসআলা ঃ আর যদি বলে الا قليلا على مائة درهم (আমার কাছে একশত দিরহাম কিছু কম ব্যতীত পাওনা আছে) তবে তার উপর একান্ন দিরহাম পাওনা হবে। আর অনুরূপভাবে যদি قليلا শব্দের স্থলে شيئا বলে, অর্থাৎ আমার কাছে একশত দিরহাম কিছু ব্যতীত পাওনা আছে, তবু তার উপর একান্ন দিরহাম লাযিম হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি বলে, لفلان على عشره دراهم الا بعضها। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দশ দিরহাম তার কিছু ব্যতীত পাওনা আছে, তবে তাও شيئا শব্দ বলার অনুরূপ হবে (আয-যাহীরিয়্যা)

২৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, এই থলিয়ায় যে দিরহাম আছে তা অমুকের হাজার দিরহাম ব্যতীত। কেননা, তা আমার। যদি তাতে হাজার দিরহাম এবং কিছু বেশী থাকে, তবে বেশীটুকু মুকির লাহ্‌ পাবে। বেশীটুকু পরিমাণে কম হোক কিংবা অধিক হোক আর হাজার দিরহাম স্বয়ং মুকিরের জন্য। আর যদি তাতে শুধু হাজার দিরহাম কিংবা তার চেয়ে কম থাকে, তবে সমুদয় দিরহাম মুকির লাহ্‌ পাবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

২৫. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকায় বর্ণিত আছে, যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এক দীনার পাওনা আছে একশত দিরহাম ব্যতীত, তবে ইস্‌তিছ্‌না বাতিল হবে।

আর যদি বলে, আমার কাছে সে এক দিরহাম পাওনা আছে, এক রতল তেল কিংবা এক মশক পানি ব্যতীত, তবে তা জাইয হবে। এবং তাকে এক রতল তেলের কিংবা এক মশক পানির মূল্য কম এক দিরহাম দিয়ে দিবে (মুহীত ঃ আস্‌-সারাখ্‌সী)

২৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দশ রতল তেল পাওনা আছে এক রতল ঘি ব্যতীত, তবে ইস্‌তিছ্‌না বাতিল হবে। আর অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে,

অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দশ রতল ঘি পাওনা আছে এক দিরহাম ব্যতীত, কিংবা আমার কাছে এক কুর গম পাওনা আছে, পাঁচ রতল তেল ব্যতীত, তবু ইস্‌তিছ্‌না বাতিল হবে (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বললো, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে উত্তম দশ দিরহাম পাওনা আছে। পাঁচটি ভেজাল দিরহাম ব্যতীত। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মুকিরের উপর দশ দিরহাম লাযিম হবে এবং মুকির লাহুর কাছ থেকে ভেজাল পাঁচ দিরহাম ফেরত নিবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতের কিয়াস অনুযায়ী মুকিরের উপর পাঁচ উত্তম দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর দশ দিরহাম থেকে পাঁচ উত্তম দিরহাম মুস্‌তাছ্‌না হবে। সুতরাং তার উপর পাঁচ দিরহাম লাযিম হবে।

আর যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে খাদযুক্ত পাঁচ দিরহাম ব্যতীত, তবে সর্বসম্মতভাবে তার উপর উত্তম দশ দিরহাম লাযিম হবে এবং তা থেকে খাদযুক্ত পাঁচ দিরহামের মূল্য কম করা হবে।

আর যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে, দশ দিরহাম পাওনা আছে খাদযুক্ত পাঁচ দিরহাম ব্যতীত। তবে তার উপর খাদ্য পাঁচ দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর ইস্‌তিছ্‌নার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা খাদযুক্ত থেকে নেয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে–পাঁচ দিরহাম ব্যতীত, চার দিরহাম ব্যতীত; তিন দিরহাম ব্যতীত, দুই দিরহাম ব্যতীত, এক দিরহাম ব্যতীত— তবে তার উপর চার দিরহাম ওয়াজিব হবে।

আর যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে–চার দিরহাম ব্যতীত, তিন দিরহাম ব্যতীত— দুই দিরহাম ব্যতীত— এক দিরহাম ব্যতীত –তবে তার উপর ছয় দিরহাম ওয়াজিব হবে।

আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে–দুই দিরহাম ব্যতীত— এক দিরহাম ব্যতীত— তবে তার উপর আট দিরহাম ওয়াজিব হবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইস্‌তিছ্‌নার পর ইস্‌তিছ্‌না করে, তবে প্রথম ইস্‌তিছ্‌না না-বাচক এবং দ্বিতীয় ইস্‌তিছ্‌না হ্যাঁ-বাচক হবে। যেমন কেউ যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে, নয় দিরহাম ব্যতীত, আট দিরহাম ব্যতীত-তবে তার উপর নয় দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে দশ দিরহাম পাওনা আছে–তিন দিরহাম ব্যতীত, এক দিরহাম ব্যতীত-তবে তার উপর আট দিরহাম লাযিম হবে।

আর যদি কেউ বলে, দশ দিরহাম পাওনা আছে-সাত দিরহাম ব্যতীত, পাঁচ দিরহাম ব্যতীত, তিন দিরহাম ব্যতীত, এক দিরহাম ব্যতীত— তবে শেষ মুস্‌তাছ্‌না অর্থাৎ এক দিরহামকে তার সন্নিহিত তিন দিরহাম হতে বের করা হবে। তখন দুই দিরহাম অবশিষ্ট থাকবে। ঐ দুই দিরহামকে তার সন্নিহিত পাঁচ দিরহাম হতে বের করলে তিন দিরহাম অবশিষ্ট থাকবে। তারপর ঐ তিন দিরহামকে তার সন্নিহিত সাত দিরহাম হতে বের করার পর চার দিরহাম অবশিষ্ট থাকবে। তারপর ঐ চার দিরহামকে তার সংশ্লিষ্ট দশ দিরহাম হতে বের করলে ছয় দিরহাম অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং তার ইকরার দ্বারা এই ছয় দিরহাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইকরার নিরূপণ করার জন্য অন্য এক পদ্ধতিও রয়েছে। তা হলো, যে পরিমাণ দিরহামের ইকরার করা হবে, তা ডান দিকে লেখা হবে এবং প্রথম ইসতিছ্‌না বাম দিকে লেখা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারপর দ্বিতীয় ইস্‌তিছ্‌না ডান দিকে লেখা হবে। তারপর তৃতীয় ইস্‌তিছ্‌না বামদিকে লেখা হবে। আর চতুর্থ ইস্‌তিছ্‌না ডানদিকে লেখা হবে। এইভাবে সকল ইস্‌তিছ্‌না শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে লিখতে হবে। তারপর ডানদিকের সংখ্যাগুলো যোগ করে তা থেকে বামদিকের সংখ্যাগুলো বাদ দেয়া হবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তাই ইকরার বলে সাব্যস্ত হবে এবং তাই তার যিম্মায় লাযিম হবে।

কোন কোন শায়খ বলেন, কেউ যদি ইস্‌তিছ্‌নার পর ইস্‌তিছ্‌না উল্লেখ করে, আর দ্বিতীয় ইস্‌তিছ্‌না মুস্‌তাগরাক (সর্বাত্মক) হয়, তবে প্রথম ইস্‌তিছ্‌না সহীহ হবে এবং দ্বিতীয় ইস্‌তিছ্‌না বাতিল হবে। যেমন কেউ বললো, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে দশ দিরহাম, পাওনা আছে, পাঁচ দিরহাম ব্যতীত দশ দিরহাম ব্যতীত। তবে তার উপর পাঁচ দিরহাম লাযিম হবে।

আর যদি প্রথম ইস্‌তিছ্‌না মুস্‌তাগরাক হয়, দ্বিতীয় ইস্‌তিছ্‌না মুস্‌তাগরাক না হয়। যেমন, কেউ বললো, আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে দশ দিরহাম ব্যতীত, চার দিরহাম ব্যতীত, তবে অবস্থায় এ তিনটি অভিমত রয়েছে। প্রথম অভিমত, তার উপর দশ দিরহাম লাযিম হবে এবং প্রথম ইস্‌তিছ্‌না ইস্‌তিগ্‌রাকের কারণে বাতিল হবে। আর দ্বিতীয় ইস্‌তিছ্‌না বাতিল থেকে মুস্‌তাছ্‌না হওয়ার কারণে বাতিল হবে।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ তার উপর চার দিরহাম লাযিম হবে এবং উভয় ইস্‌তিছ্‌না সহীহ্ হবে। কেননা, কথা পূর্ণ হয় শেষ বাক্য দ্বারা। আর শেষ বাক্যে সে চার দিরহাম ইকরার করেছে। আর মাশাইখ কিরাম বলেন যে, এই কথাই অধিক যুক্তি সম্মত।

তৃতীয় অভিমত ঃ তার উপর ছয় দিরহাম লাযিম হবে। কেননা, প্রথম ইস্‌তিছ্‌না বাতিল হবে, এবং দ্বিতীয় ইস্‌তিছ্‌না প্রথম কথার সাথে সম্পৃক্ত হবে। সুতরাং দশ হতে চার বের হওয়ার পর ছয় অবশিষ্ট থাকবে। এ অভিমতটি দুর্বল।

আর এই সমুদয় তখন হবে, যখন উভয় ইস্‌তিছ্‌নার মধ্যে আত্‌ফ (عطف) না হবে। আর যদি আত্‌ফ হয়, যেমন, কেউ এরূপ বললো যে, আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে পাঁচ দিরহাম ব্যতীত এবং তিন দিরহাম ব্যতীত। কিংবা আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে, পাঁচ ও তিন দিরহাম ব্যতীত, তবে উভয় ইস্‌তিছ্‌না মিলিয়ে দশ থেকে কম করা হবে। সুতরাং তার উপর কেবল দুই দিরহাম লাযিম হবে।

আর যদি উভয় ইস্‌তিছ্‌না এরূপ হয় যে, একত্র করলে মুস্‌তাগ্‌রাক হয়, যেমন, কেউ বললো, আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে সাত ও তিন দিরহাম ব্যতীত, তবে কেউ কেউ বলেন, তার উপর দশ দিরহাম লাযিম হবে। কেননা, আত্‌ফের ওয়াও-এর কারণে উভয় ইস্‌তিছ্‌না একত্র হয়ে গিয়েছে এবং একত্র হয়ে তার মুস্‌তাছ্‌না মিনহুকে ইস্‌তিগ্‌রাক করেছে। সুতরাং সে যেন বললো, আমার কাছে দশ দিরহাম পাওনা আছে দশ দিরহাম ব্যতীত, আর এ অবস্থায় ইস্‌তিছ্‌না বাতিল হবে। তাই দশ দিরহামের ইকরার সহীহ্ হবে।

আর কেউ কেউ বলেন, তার উপর তিন দিরহাম লাযিম হবে। কেননা, ওয়াও (واو) তার ইস্‌তিছ্‌নাকে সহীহ্ করেছে। সুতরাং কেউ যদি বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এক দিরহাম এবং এক দিরহাম এবং এক দিরহাম পাওনা আছে–এক দিরহাম এবং এক দিরহাম এবং এক দিরহাম ব্যতীত, তবে তার উপর তিন দিরহাম লাযিম হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে, আমার কাছে তিন দিরহাম পাওনা আছে, এক দিরহাম এবং এক দিরহাম এবং এক দিরহামব্যতীত, তবু এই বিধান হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে যে, আমার কাছে তিন দিরহাম পাওনা আছে–এক দিরহাম এবং দুই দিরহাম ব্যতীত, তবু তার উপর তিন দিরহাম লাযিম হবে।

আর যদি কেউ বলে যে, দশ দিরহাম পাওনা আছে পাঁচ দিরহাম কিংবা ছয় দিরহাম ব্যতীত, তবে তার উপর চার দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এক দিরহাম, এক দিরহাম, এক দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার উপর এক দিরহাম লাযিম হবে।

অনুরূপভাবে যদি ওয়াও (এবং) ব্যতীত হাজার বার পুনরাবৃত্তি করে, তবু এক দিরহাম লাযিম হবে (আস্‌-সিরাজুল্ ওয়াহ্‌হাজ)।

৩০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, لفلان على غير درهم —অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এক দিরহাম ব্যতীত পাওনা আছে। তবে তার উপর দুই দিরহাম লাযিম হবে। কেননা, সে যেন বললো, درهم وغيره مثله —আমার কাছে এক দিরহাম পাওনা আছে এবং তদনুরূপ আরো একটি পাওনা আছে। আর যদি কেউ বলে— لفلان على غيرالف درهم অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম ব্যতীত পাওনা আছে। তবে তার উপর দুই হাজার দিরহাম লাযিম হবে। যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে, এই ঘর অমুক ব্যক্তির তার এক অংশ ব্যতীত, কেননা, ঐ অংশটি অন্য অমুকের। এক্ষেত্রে যদি সে নিজের কথার সাথে মিলিয়ে যে মন বলল, অমুকের তা থেকে দশ অংশের নয় অংশ এবং এক-দশমাংশ এই ব্যক্তির। তবে তা তার ইকরার অনুযায়ী জাইয হবে। আর যদি মিলিয়ে না বলে, তবে তার পরে এই ঘরের অংশ সম্পর্কে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সম্পূর্ণ ঘরটি মুকির লাহুকে দিয়ে বলা হবে যে, যে পরিমাণ তোমার ইচ্ছা হয়, ঐ অংশগুলোর জন্য ইকরার করো। আর তা কতটুকু তা উল্লেখ করো (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, আমার কবযাকৃত এই গোলামটি অমুক ব্যক্তি গচ্ছিত রেখেছে তার অর্ধেক ব্যতীত। কেননা, তা অন্য অমুক ব্যক্তির, তবে তার কথা অনুযায়ী হবে। আর অনুরূপভাবে যদি বলে যে, এই গোলাম দুটি অমুকের –এই গোলামটি ব্যতীত, এটি অমুকের, তবু একই বিধান হবে।

আর যদি বলে, এই গোলাম অমুকের এবং এই গোলাম অমুক প্রথম মুকির লাহুর-প্রথম গোলাম ব্যতীত। কেননা, সেটি আমার। তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তাসদীক করা যাবে না। আর উভয় গোলাম অমুকের জন্য হবে। আর যদি বলে, এই গোলাম অমুকের, কিন্তু আমার কাছে অমুক গচ্ছিত রেখেছে, তবে গোলাম প্রথম অমুকের হবে। আর ইকরারকারী দ্বিতীয় অমুককে তার মূল্য দণ্ড দিবে। আর যদি কেউ বলে, এই গোলাম অমুকের এবং এই গোলাম অমুকের, প্রথম গোলামের অর্ধেক ব্যতীত। কেননা, তা অমুকের। আর দ্বিতীয় গোলামের অর্ধেক ব্যতীত। কেননা, তা অমুকের, তবে তার কথা অনুযায়ী হবে। আর অনুরূপভাবে এই বিধান গম, যব, স্বর্ণ রৌপ্য, দিরহাম ও আসবাবপত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে (আল-মাবসূত)।

৩২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, না, বরং পাঁচশত দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার উপর হাজার দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে, সে আমার কাছে সাদা দিরহাম পাওনা আছে, না, বরং কালো দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার উপর ঐ দুই প্রকারের মধ্যে যেটি উত্তম তা লাযিম হবে। আর অনুরূপ খাঁটি ও রদ্দী দিরহামের মধ্যেও এই বিধান হবে।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো بل (না, বরং) শব্দ যখন দুটি পরিমাণের মাঝে ব্যবহৃত হবে, তখন যদি মুকির লাহু দুই ব্যক্তি হয়, তবে ইকরারকারীর উপর উভয় মাল লাযিম হবে। উভয় মাল এক জাতীয় হোক কিংবা ভিন্ন জাতীয়। আর যদি মুকির লাহু এক ব্যক্তি হয়, এবং মাল

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভিন্ন জাতীয় হয়, তাহলেও উভয় মাল লাযিম হবে। আর যদি উভয় মাল এক জাতীয় হয়, তবে যেটি অধিক ও উত্তম সেটি তার উপর লাযিম হবে (আয-যাহীরিয়্যা)।

৩৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এক ব্যাগ রদ্দী আটা পাওনা আছে, না, বরং সাদা ময়দা পাওনা আছে, তবে তা সাদা ময়দাই সাব্যস্ত হবে। আর শারহুশ শাফীতে হাসান ইব্ন যিয়াদ-এর কিতাবুল ইখ্তিলাফ থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে সাদা ময়দা পাওনা আছে, না; বরং খুশকার (ভূষিসহ আটা) পাওনা আছে, তবে তার উপর সাদা ময়দা লাযিম হবে।

আর যদি বলে যে, এক কুর গম পাওনা আছে, না, বরং এক কুর আটা পাওনা আছে, তবে তার উপর দুই কুর লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, আমার কাছে সে এক রতল বনফ্শা পাওনা আছে। না, বরং এক রতল গুল্খায়রো পাওনা আছে, তবে তার উপর উভয়টি লাযিম হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে যে, আমার কাছে সে এক রতল ছাগী ঘৃত পাওনা আছে, না, বরং এক রতল গব্য ঘৃত পাওনা আছে, তবে তার উপর দুই রতল লাযিম হবে (আল-মাবসূত)।

৩৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, না, বরং অন্য অমুক ব্যক্তি পাওনা আছে, তবে উভয় মাল তার উপর লাযিম হবে। অনুরূপভাবে যদি দ্বিতীয় অমুক ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মুকাতাব কিংবা মাযূন (আদেশপ্রাপ্ত) মাকরূয 'ঋণগ্রস্ত' গোলাম হয়, তবু এই বিধান হবে। আর যদি মাকরূয গোলাম না হয়, তবে তার উপর ইসতিহ্সান স্বরূপ এক হাজার দিরহামই লাযিম হবে (মূহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৩৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এক দাসীর মূল্য বাবদ হাজার দিরহাম পাওনা আছে, যা সে আমার কাছে বিক্রি করেছিল, না বরং ঐ দাসী আমার কাছে অমুক ব্যক্তি হাজার দিরহামে বিক্রি করেছিল, তবে তার উপর তাদের প্রত্যেকের জন্য হাজার দিরহাম লাযিম হবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি ইকরার করে যে, ঐ দাসী প্রথম ব্যক্তিরই ছিল, তবে তার উপর ইস্তিহ্সান স্বরূপ প্রথম ব্যক্তির জন্য এক হাজার দিরহাম লাযিম হবে (আল-হাবী)।

৩৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, এই গোলাম অমুক ব্যক্তির, তারপর বলে, অমুক ব্যক্তির। তবে প্রথম ব্যক্তির অনুকূলে নির্দেশ দেয়া হবে। এক্ষেত্রে যদি ইকরারকারী কাযীর নির্দেশ ব্যতীত প্রথম ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়, তবে তার মূল্য দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যিমান দিবে। আর যদি কাযীর নির্দেশে দেয়, তবে যিমান দিতে হবে না (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৩৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, আমি এই গোলাম অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে গসব করেছি, না, বরং অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে গসব করেছি, তবে গোলাম প্রথম ব্যক্তি পাবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার মূল্য পাবে। প্রথম ব্যক্তিকে কাযীর নির্দেশে দিক, কিংবা বিনা নির্দেশে দিক। অনুরূপভাবে গচ্ছিত রাখা ও ধারের ক্ষেত্রেও গসবের ন্যায় বিধান হবে। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে গচ্ছিত রাখা ও ধারের ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তিকে যদি কাযীর নির্দেশে দেয়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কিছু যিমান দিতে হবে না। কাযীর নির্দেশ ছাড়া দিলে যিমান দিতে হবে (আল-মাবসূত)।

৩৯. মাসআলা ঃ ইব্ন সিমাআ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন, যদি কেউ বলে, এই হাজার দিরহাম অমুক ব্যক্তি আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। না, বরং অমুক ব্যক্তি। আর প্রথম ব্যক্তির অনুপস্থিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তা নিয়ে নেয়। তারপর প্রথম ব্যক্তি উপস্থিত

হয়ে মুকির হতে ঐ পরিমাণ দিরহাম নিয়ে নেয়, তবে মুকির দ্বিতীয় ব্যক্তি থেকে ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি প্রথম ব্যক্তি এসে দ্বিতীয় ব্যক্তি থেকে ঐ দিরহাম নিয়ে নেয়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি মুকির থেকে তার অনুরূপ পরিমাণ নিয়ে নিবে (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে হাজার দিরহাম আছে। সে বললো, এই দিরহাম অমুক ব্যক্তির। এরপর সে বললো, না, বরং অমুক ব্যক্তির, তবে তা প্রথম ব্যক্তির হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৪১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, এই ঘর অমুক ব্যক্তির। তারপর আবার বললো, না বরং অমুক ব্যক্তির। তবে তা প্রথম ব্যক্তির, দ্বিতীয় ব্যক্তি কিছু পাবে না। আর অনুরূপভাবে যদি বলে, এই ঘর অমুকের তারপর যদি আবার বলে, তার এবং অমুকের, কিংবা আমার ও অমুকের, তবে সম্পূর্ণ ঘর প্রথম ব্যক্তির হবে। আর যদি প্রথমেই এরূপ মিলিয়ে বলে যে, এই ঘর অমুকের ও অমুকের, তবে তা তাদের উভয়ের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক বণ্টিত হবে (আল-মাবসূত পরিচ্ছেদ, কারো মালিকানা থেকে কিছু কবযা করার ইকরার এবং ইকরারের ইস্তিছ্না)।

৪২. মাসআলা ঃ ইবনে সিমাআ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ তার কবযার গোলাম সম্পর্কে বললো, এই গোলাম আমার কাছে অমুক ব্যক্তির মুযারাবার মাল। তারপর বললো, সে আমাকে পাঁচশত দিরহাম দিয়েছিল। তা দিয়ে আমি এই গোলাম খরিদ করেছিলাম। আর মুকির লাহু বললো, বরং আমি এই গোলাম তোমাকে দিয়েছি, তবে মুকির লাহুর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং গোলাম সে পাবে। আর এই বিধানই গাছ-গাছালি, আসবাবপত্র, পরিমাপযোগ্য ও ওযনযোগ্য বস্তুসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (আল-মুহীত)।

৪৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, আমি একশত দিরহাম, একশত দীনার ও এক কুর গম অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে গসব করেছি। না, বরং অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে গসব করেছি, তবে তার বিপক্ষে তাদের প্রত্যেকের জন্য এ সমস্ত বস্তু লাযিম হবে। আর যদি এই বস্তুগুলো নির্দিষ্ট হয়, তবে সবগুলোই প্রথম ব্যক্তি পাবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি পাবে তার অনুরূপ (আত্-তাব্য়ীন)।

৪৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে, আমি অমুক ব্যক্তি থেকে হাজার দিরহাম গসব করে, অমুক ব্যক্তি থেকে একশত দীনার গসব করেছি, এবং অমুক ব্যক্তি থেকে এক কুর গম গসব করেছি। না, বরং অমুক ব্যক্তি থেকে গসব করেছি। তবে যে বস্তু সে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ইকরার করেছে, তাই চতুর্থ ব্যক্তির জন্য যিমান দিবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৪৫. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি কারো কাছে দশ সাদা দিরহাম ও দশ কালো দিরহাম পাওনা থাকে, তারপর করযদাতা বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে একটি কালো দিরহাম উসুল পেয়েছি। না, বরং একটি সাদা দিরহাম উসুল পেয়েছি। কিংবা এর বিপরীত বললো এবং করযদার বললো যে, উভয়ই তুমি আমার কাছ থেকে উসুল করেছো। তবে তার উপর একটি সাদা দিরহাম উসুল পাওয়া লাযিম হবে।

আর যদি করয দশ দিরহাম ও দশ দীনার হয় এবং করযদাতা বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এক দীনার উসুল পেয়েছি। না, বরং এক দিরহাম উসূল পেয়েছি। আর করযদার বলে যে, না, বরং তুমি এক দিরহাম ও এক দীনার উসূল করেছো, তবে দু'টোই উসূল পেয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

৪৬. মাসআলা ঃ আর যদি তার উপর এক চেকের মধ্যে একশত দিরহাম এবং আরেক চেকের মধ্যে একশত দিরহাম করয থাকে এবং করযদাতা বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই চেকের মধ্য হতে দশ দিরহাম উসুল পেয়েছি, না, বরং ঐ চেকের মধ্য হতে দশ দিরহা
উসুল পেয়েছি। তবে তা দশ দিরহামই হবে এবং যে কোন চেকের মধ্য থেকে তা গণ্য কর
তার ইখতিয়ার থাকবে (আল-মাবসূত)।

৪৭. মাসআলা ঃ আর যদি এক ব্যক্তির আরেক ব্যক্তির উপর একশত দিরহাম ক
পাওনা থাকে এবং আরেক ব্যক্তির উপর আরেক একশত দিরহাম করয পাওনা থাকে এ
প্রত্যেক করযদার অপর করযদারের যামিনদার হয়, আর প্রত্যেক মাল পৃথক চেকের মধ্যে
লিখিত থাকে কিংবা উভয় মাল একই চেকের মধ্যে লিখিত থাকে, তারপর করযদাতা বলে যে
আমি এই ব্যক্তি হতে দশ দিরহাম কবযা করেছি, না বরং ঐ ব্যক্তি হতে দশ দিরহাম কবয
করেছি, তবে প্রত্যেকের নিকট থেকে দশ দিরহাম করে উসুল পেয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তির তরফ থেকে আরেক ব্যক্তির জন্য যামিন হ
এবং করযদাতা বলে যে, আমি এই যামিনদার থেকে দশ দিরহাম উসুল করেছি, না, বরং ঐ
যামিনদার থেকে দশ দিরহাম উসুল করেছি। তবে উভয় যামিনদার থেকে দশ দশ দিরহা
উসুল পেয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

৪৮. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম পাওনা থাকে
তারপর তালিব (পাওনাদার) বলে যে, তুমি তার মধ্য হতে আমাকে নিজ হাতে একশত দিরহাম
দিয়েছো, তারপর বলে যে, না, বরং তুমি তা আমার কাছে তোমার অমুক গোলামের মাধ্যমে
পাঠিয়ে দিয়েছো, তবে তা একশত দিরহামই সাব্যস্ত হবে। এর চেয়ে বেশী উসুল পেয়েছে বলে
সাব্যস্ত হবে না।

আর যদি ঐ হাজার দিরহামের কোন যামিনদার থাকে, তারপর তালিব বলে যে, আমি
তোমার কাছ থেকে একশত দিরহাম কবযা করেছি, না, বরং তোমার যামিনদার থেকে একশত
দিরহাম কবযা করেছি, তবে প্রত্যেকের কাছ থেকে একশত দিরহাম করে উসুল পেয়েছে বলে
সাব্যস্ত হবে। এরপর যদি তালিব তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে কসম নিতে চায়, তবে তাদের
কারো উপর কসম করা লাযিম হবে না (আল-হাবী)।

৪৯. মাসআলা ঃ কেউ তার করযদারকে বললো, আমি তোমার কাছ থেকে একশত
দিরহাম উসুল করেছি। তারপর করযদার বললো, এবং দশ দিরহাম আমি তোমার কাছে
পাঠিয়ে দিয়েছি। আর একটি কাপড় দশ দিরহাম মূল্যে তোমার কাছে বিক্রি করেছি।

তারপর করযদাতা বললো, তুমি সত্য বলেছো এবং এটা ঐ একশত দিরহামের অন্তর্ভুক্ত,
তবে কসম সহ তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর কোন কোন শায়খ বলেছেন যে, করযদার যদি
'এবং' ছাড়া দশ দিরহাম পাঠানোর কথা বলে, তবে করযদাতা শুধু একশত দিরহাম উসুল
পেয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর যদি করযদার 'এবং' শব্দের সাথে বলে, তবে করযদাতার
উপর একশত দিরহাম এবং 'এবং'-এর পরবর্তী দিরহামও উসুল পাওয়া অনিবার্য হবে।

আর কোন কোন শায়খ বলেন, উভয় অবস্থায় শুধু একশত দিরহামই করযদাতার উপর
উসূল পাওয়া অনিবার্য হবে। আর এটাই বিশুদ্ধ মত (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৫০. মাসআলা ঃ কেউ কারো থেকে একটি পণ্যদব্য খরিদ করলো, তারপর বিক্রেতা
বললো, আমি ক্রেতা থেকে মূল্য বুঝে পেয়েছি। তারপর বললো, সে আমার কাছে হাজার
দিরহাম পাওয়া ছিল, আমি তার সাথে বিনিময় করেছি, তবে তা তাসদীক করা যাবে না। আর
যদি বলে, আমি তোমার কাছ থেকে মূল্য পুরাপুরি নিয়েছি। তারপর বললো, আমি তোমার
করয দ্বারা বিনিময় করেছি, তবে তা তাসদীক করা যাবে।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে, তুমি আমার কাছে তা হতে মুক্তিলাভ করেছো, তবু এই বিধান
হবে।

আর যদি বিনিময়ের কথা প্রথম বলে এবং বলে যে, আমার কাছে তোমার যে করয পাওনা
ছিল, তা দ্বারা তুমি আমার কাছ থেকে যে পণ্য খরিদ করেছো তার মূল্য বিনিময় করেছি।
তারপর আবার বলে, আমি তোমার কাছ থেকে কবযা করেছি, তবে তা তাসদীক করা যাবে।

আর এই ভাবে যদি বলে, আমি তোমার কাছ থেকে মূল্য কবযা করেছি। না, বরং তুমি
আমার কাছে যে হাজার দিরহাম পাওনা ছিলে, তা দ্বারা বিনিময় করেছি, তবে তা তাসদীক করা
যাবে না।

আর যদি বলে, আমি তোমার কাছ থেকে মূল্য পূর্ণ পেয়েছি। না, বরং তুমি আমার কাছে
যে করয পাওনা ছিলে, তা দ্বারা মূল্যের বিনিময় করেছি, তবে তা তাসদীক করা যাবে
(আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল অন্যের জন্য ইকরার করা এবং কোন ব্যক্তির কাছে প্রাপ্য মাল অন্যের জন্য ইকরার করা

১. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, এই মাল আমাকে অমুক ব্যক্তি দান করেছে এবং তা আরেক অমুক ব্যক্তির মাল। আর যদি দানকারী ইকরার করে যে, তা দ্বিতীয় ব্যক্তির মাল, সে তার পক্ষ থেকে তা তাকে দিতে বলেছিল, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তা তাসদীক করে, তবে উভয়ের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা মুকির ফেরত দিতে পারবে। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি তা মুকিরকে দেয়ার নির্দেশ করা অস্বীকার করে, তবে মুকির তা দানকারীকে ফেরত দিবে না এবং মুকির দানকারী ব্যক্তির জন্য কিছু যিমান দিবে না। আর যদি উভয়ে ঐ মালের মালিকানা নিজের জন্য দাবী করে, তবে তা দানকারী ব্যক্তি পাবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য মুকির যিমান দিবে না। আর মুকির যখন মাল দানকারী ব্যক্তিকে ফেরত দিয়ে দিবে, তখন সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে— দানকারী ব্যক্তি তার মালিক হোক বা না হোক (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম আছে। সে বললো, এই হাজার দিরহাম অমুক ব্যক্তির এবং অমুক ব্যক্তি আমাকে তা দিয়েছে। এরপর দানকারী ব্যক্তি যদি স্বীকার করে যে, হ্যাঁ, এই হাজার দিরহাম অমুকেরই। আর সে তার পক্ষ থেকে তা মুকিরকে দেয়ার জন্য আদিষ্ট ছিলো। তবে তা প্রথম অমুক ব্যক্তির হবে। আর যদি দানকারী এসব অস্বীকার করে এবং হাজার দিরহাম নিজের বলে দাবী করে, তবে মুকির তা প্রথম ব্যক্তিকে দিবে- দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিবে না। অবশ্য যদি কাযীর নির্দেশ ব্যতীত প্রথম ব্যক্তিকে দেয়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য যামিন হবে–যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি এরূপ কসম করে যে, আল্লাহর কসম আমি প্রথম ব্যক্তির পক্ষ হতে এই হাজার দিরহাম মুকিরকে দেয়ার জন্য আদিষ্ট ছিলাম না। আর যদি সে এরূপ কসম করতে অস্বীকার করে, তবে মুকির দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য কিছুরই যামিন হবে না।

আর যদি কাযীর নির্দেশে দেয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যামিন হবে না। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে যামিন হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে একটি দাসী আছে। সে বললো, এটি অমুক ব্যক্তির। সে আমার কাছে তাকে গচ্ছিত রেখেছে। তারপর বললো, বরং অমুক ব্যক্তির। সে আমার কাছে তাকে গচ্ছিত রেখেছে। এবং সে তারই, তবে দাসী.প্রথম ব্যক্তিকে দেয়ার নির্দেশ হবে.(মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৪. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে ইবনে সিমাআয় ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম আছে। সে বললো, এই হাজার দিরহাম এই অমুক ব্যক্তির। আরেক অমুক ব্যক্তি তা আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। তারপর মুকির লাহ্ বললো, তা আমার। তুমি আমার কাছ থেকে তা গসব করে নিয়েছো। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন, আমি এই দিরহাম মুকির লাহ্কে দেয়াবো। তারপর যদি গচ্ছিতকারী আসে এবং তা মুকির লাহ্র হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে মুকির অন্য এক হাজার দিরহাম গচ্ছিতকারীর জন্য যামিন হবে। আর মুকির লাহ্ থেকে কিছু ফেরত নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি বলে, এই হাজার দিরহাম অমুক ব্যক্তির, তা আমাকে করয দিয়েছে আরেক অমুক ব্যক্তি। আর উভয়ে তা নিজের বলে দাবী করে, তবে তা প্রথম ব্যক্তির হবে। আর করযদারের জন্য মুকিরের উপর হাজার দিরহাম লাযিম হবে (আল-খুলাসা)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কারো কাছে একটি গোলাম থাকে এবং সে বলে যে, এটি অমুক ব্যক্তির। আমার কাছে তা আরেক অমুক ব্যক্তি বিক্রি করেছে। আর তারা উভয়ে তাকে নিজের গোলাম বলে দাবী করে, তবে গোলাম মুকির লাহ্কে দেয়া হবে, যদি সে কসম করে যে, সে অন্য ব্যক্তিকে বিক্রি করার নির্দেশ দেয়নি। আর বিক্রেতাকে মূল্য দেয়ার জন্য মুকিরকে নির্দেশ দেয়া হবে (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকায় ঈসা ইব্ন আবান ইমাম মুহাম্মাদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তির কাছে মাল আছে। সে বললো, এই মাল আমাকে অমুক ব্যক্তি অর্ধেক মুনাফার ভিত্তিতে মুযারাবা রূপে দিয়েছে। আর সেই অমুক ব্যক্তি অনুপস্থিত। তারপর সে বললো, আমি যে ইকরার করেছিলাম যে, এই মাল অমুক ব্যক্তির, আমি তা বাতিল করেছি। এর মধ্যে তার কোন কিছু নেই। এ মাল আরেক অমুক ব্যক্তির, সে আমাকে তা অর্ধেক মুনাফার মুযারাবা স্বরূপ দিয়েছে। আর এই দ্বিতীয় মুকির লাহ্ উপস্থিত আছে। সে বললো, তুমি সত্য বলেছো, আমি তোমাকে ঐ মাল দিয়েছি। তুমি তা দ্বারা বেচাকেনা করো। তখন তা দ্বারা কেনাবেচা করলো এবং মুনাফা অর্জন করলো। তারপর প্রথম মুকির লাহ্ উপস্থিত হলো। তবে এই মাল প্রথম মুকির লাহ্র জন্য মুযারাবা রূপে সাব্যস্ত হবে। আর মুনাফা মুকির ও প্রথম মুকির লাহ্র মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক বণ্টিত হবে। আর দ্বিতীয় মুকির লাহ্ কিছু পাবে না। কিন্তু মুকির দ্বিতীয় মুকির লাহ্র জন্য অনুরূপ মালের যামিন হবে।

আর মুযারাবার এই বিধান গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। যদি কেউ বলে, এই হাজার দিরহাম অমুক ব্যক্তির গচ্ছিত স্বরূপ। আর সে অনুপস্থিত। তারপর বললো, আমি যা ইকরার করেছি তা বাতিল করলাম। তা দ্বিতীয় অমুক ব্যক্তির গচ্ছিত স্বরূপ। তারপর ঐ মাল তার কাছে নষ্ট হয়ে গেলো। তবে সে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য যামিন হবে–প্রথম ব্যক্তির জন্য যামিন হবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, এই হাজার দিরহাম অমুকের, সে আমার কাছে অমুকের মাধ্যমে গচ্ছিত রাখার জন্য পাঠিয়েছে। আর উভয়ে নিজের বলে দাবী করলো, তবে প্রথম ব্যক্তি পাবে। কিন্তু সে যদি বলে যে, আমার নয়, তবে প্রদানকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি পাবে। আর প্রেরিত ব্যক্তির অধিকার থাকবে না নির্দিষ্ট মাল নিজের প্রেরকের অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় ফেরত নেয়ার (মুহীত আস্-সারাখ্সী)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, এই বাহনজন্তু অমুকের, সে অমুকের মাধ্যমে আমার কাছে প্রেরণ করেছে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এই বাহনজন্তু মুকির লাহ্কে ফেরত দিবে। আর মুকির তার মূল্য যিমান দিবে প্রদানকারীকে, যদি প্রদানকারী তা নিজের হওয়ার দাবী করে এবং মুকির তা প্রথম ব্যক্তিকে কাযীর নির্দেশ ব্যতীত দিয়ে থাকে। আর যদি কাযীর নির্দেশে দিয়ে থাকে, তবে যিমান দিতে হবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতের কিয়াস অনুযায়ী প্রদানকারীকে কিছু যিমান দিতে হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, তার কাছে যে গোলামটি রয়েছে সেটি অমুকের –সে আরেক অমুক থেকে তাকে গসব করেছে, তবে প্রথম মুকির লাহ্কে গোলামটি দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। আর মাগসূব মিনহুর (যার কাছ থেকে গসব করা হয়েছে) জন্য তার উপর গোলাম বাবদ কিছু দেয়ার নির্দেশ দেয়া যাবে না; প্রথম ব্যক্তিকে মুকির গোলাম কাযীর নির্দেশে দিক কিংবা কাযীর অনুমতি ব্যতীত (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, এই শিশু অমুকের পুত্র, আমি আরেক অমুকের কাছ থেকে তাকে গসব করেছি। আর শিশুর পিতা দাবী করে যে, সে তার পুত্র। আর মাগসূব মিনহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাবী করে যে, সে তার গোলাম, তবে ঐ শিশু পিতাকে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। আর শিশু আযাদ এবং তার দ্বারা তার নসব সাব্যস্ত হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে, এই শিশু অমুকের পুত্র, অমুকের মাধ্যমে তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে, তবে এই শিশু প্রথম ব্যক্তির পুত্র সাব্যস্ত হবে, যদি সে দাবী করে রাসূল বা দূতের হবে না (আল-মাবসূত)।

১২. মাসআলা ঃ একজন দরযীর কাছে একটি কাপড় আছে। সে ইকরার করলো যে, তার কাছে যে কাপড়টি আছে তা অমুক ব্যক্তির। আরেক অমুক ব্যক্তি সেটি তার তার কাছে সোপর্দ করেছে। আর তারা উভয়েই কাপড়টির মালিকানা দাবী করছে। তবে কাপড়টি মুকির প্রথমবার যার জন্য ইকরার করেছে, তার জন্য হবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তি যেমন, রংশিল্পী, ধোপা, স্বর্ণকার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দরযী দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য কোন কিছু যামিন হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, এই কাপড় আমাকে জামা কাটার জন্য অমুক ব্যক্তি দিয়েছে। অথচ এই কাপড় অমুক ব্যক্তির। আর তারা উভয়েই ঐ কাপড়ের মালিকানা দাবী করে, তবে ঐ কাপড় যে তাকে সোপর্দ করেছে তার হবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি পাবে না (আল-হাবী)।

১৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি এই কাপড়টি অমুকের কাছে ধার চেয়েছি। সে অমুকের মাধ্যমে আমার কাছে পাঠিয়েছে। তবে তা ধারদাতার হবে। আর যদি বলে, অমুকে এই কাপড় অমুক থেকে ধার এনে দিয়েছে। আর উভয়ে তা দাবী করে, তবে তা রাসূল বা দূতের হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)

১৫. মাসআলা ঃ কিতাবুল আসালে বর্ণিত আছে, যদি কোন ব্যক্তির কোন ব্যক্তির উপর হাজার দিরহাম করয পাওনা তার নামে কোন চেকে লিখিত থাকে, আর তালিব বা পাওনাদার ইকরার করে যে, এই চেকে যে মালের কথা লিখিত আছে, তা অমুকের, তবে তা জাইয হবে এবং ওয়াকীল তা উসুল করতে পারবে। মুওয়াক্কিল তা উসুল করতে পারবে না। কিন্তু মুকির যদি তাকে উকীল নিয়োগ করে, তখন উসুল করতে পারবে।

কূফাবাসীদের মামলা-মুকাদ্দমায় বর্ণিত আছে যে, মুকির লাহ্ মুকির ব্যতীত উকীল নিযুক্ত হলে তার করয উসুল করার অধিকার থাকবে। মাশাইখ কিরাম বলেন, কিতাবুল আসালে যে বর্ণিত হয়েছে যে, ওয়াকীল উসুল করতে পারবে এবং মুওয়াক্কিল উসুল করতে পারবে না, তা সে অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন মুকির লাহ্ ইকরার করবে যে, করযের কারণ সংঘটিতকারী এই মুকির তার অনুমতি ও উকীল নিয়োগের দরুন হয়েছে। আর মুকির লাহ্ যে তাকে করযের কারণ সংঘটিতকারী হওয়ার অনুমতি দিয়েছে এটা যদি সে অস্বীকার করে, তবে মুকির লাহ্ উসুল করতে পারবে–মুকির উসুল করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুকের কাছে যে তার করয পাওনা আছে, তা অমুকের, আর অমুকের কাছে মুকিরের পাওনা ছিল একটি চেকে একশত দিরহাম এবং আরেকটি চেকে দশ দীনার। তারপর মুকির বললো, আমি আমার ইকরারে শুধু দিরহামকেই বুঝিয়েছি, আর মুকির লাহ্ উভয়টি দাবী করলো, তবে উভয় করয মুকির লাহ্ পাবে।আর যদি মুকির উধাও হয়ে যায়, তবে মুকির লাহ্ করযদার থেকে মাল তাগাদা করতে পারবে না। আর যদি করযদার তাসদীক করে যে, মুকির মুকির লাহ্র জন্য করযের ইকরার করেছে, তবে মুকির লাহ্কে তা দেয়ার জন্য করযদারকে বাধ্য করা যাবে না। আর যদি করযদার দিয়ে দেয়, তবে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

আর যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম পাওনা থাকে এবং সে ইকরার করে যে, তার অর্ধেক অমুক ব্যক্তির, তবে তা জাইয হবে। আর মুকিরই তা উসুল করতে পারবে এবং তার মধ্য থেকে অর্ধেক মুকির লাহ্কে দিয়ে দিবে। আর যদি মুকির লাহ্ মুকিরের সঙ্গে যিমান দাবী করে বলে যে, এটা তুমি আমার বিনা অনুমতিতে ঋণ দিয়েছে আর মুকির বলে যে, আমি তা ঋণ দেইনি, তবে মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর কোন যিমান লাযিম হবে না। আর যদি দাবী করে যে, তার অনুমতিতেই ধার দিয়েছে তবে মুকির যামিন হবে, যদি মুকির লাহ্ কসম করে যে, সে অনুমতি দেয়নি।

অনুরূপভাবে যদি এ ঘটনা সালাম কিংবা বিক্রি কিংবা কোন পরিমাপযোগ্য ও ওযনযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে ঘটে, তবু এরূপ বিধান হবে (আল-হাবী)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুকের কাছে আমার যে মাল গচ্ছিত আছে, তা অমুকের, তবে তা জাইয হবে, কিন্তু গচ্ছিতকারীর কাছ থেকে তা মুকির লাহ্ নিতে পারবে না। মুকির গচ্ছিতকারী থেকে নিয়ে তাকে দিবে।আর যদি গচ্ছিতকারী মুকির লাহ্কে দিয়ে দেয়, তবে সে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যদি ঐ অমুকের কাছে ঐ ব্যক্তির অনেক বস্তু গচ্ছিত থাকে এবং সে বলে যে, আমি আমার ইকরারে কোন কোন বস্তুকে বুঝিয়েছি, তবে তা তাসদীক করা যাবে না।

আর যদি অমুক ব্যক্তি বলে যে, মুকির আমার কাছে কোন বস্তু গচ্ছিত রাখেনি, এবং মুকির লাহ্ বলে যে, আমার নির্দেশ ব্যতীত তার কাছে সে তা গচ্ছিত রেখেছে, তবে মুকির তার যামিন হবে, মুকির লাহ্ কর্তৃক এই মর্মে কসম করার পর যে, সে তাকে তা গচ্ছিত রাখার জন্য নির্দেশ দেয়নি। আর যদি সে নির্দেশ দেয়ার কথা স্বীকার করে এবং গচ্ছিতকৃত ব্যক্তি বলে যে, আমি তা মুকিরকে ফেরত দিয়েছি, কিংবা বলে যে, মুকির লাহ্কে তা ফেরত দিয়েছি কিংবা বলে যে, তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবে কসমসহ তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে মামলা করার ও কসম নেয়ার অধিকার একমাত্র মুকিরেরই থাকবে— যদি সে মুকির লাহ্র নির্দেশে তার কাছে গচ্ছিত রেখে থাকে— (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ যে অবস্থায় ইকরার শুদ্ধ হয় না এবং তার বিধান প্রমাণিত হয় না

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি ইকরার করলো যে, সে নাবালিগ অবস্থায় অমুকের জন্য হাজার দিরহামের ইকরার করেছে। তালিব বললো, বরং তুমি আমার জন্য বালিগ হওয়ার পর হাজার দিরহামের ইকরার করেছো, তবে কসমসহ মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে, আমি আমার নিদ্রাবস্থায় তার জন্য এরূপ ইকরার করেছি, আর অনুরূপভাবে যদি বলে, আমি এমন বয়সে ইকরার করেছি যে বয়সে ইকরার করা নির্ভরযোগ্য ছিল না, তাহলেও এই বিধান হবে।

আর যদি বলে, আমি তার জন্য এমন এক অবস্থায় ইকরার করেছি বরসাম (বক্ষ ব্যাধি) কিংবা লামাম (মস্তিষ্ক বিকৃতি) রোগে আমার জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। তারপর যদি জানা যায় যে, তার ঐ রোগ হয়েছিল, তবে তার উপর কিছু লাযিম হবে না। আর যদি জানা যায় যে, তার ঐরূপ রোগ হয়নি, তবে সে মালের যামিন হবে। (আল-মাবসূত)।

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমি নাবালিগ অবস্থায় তোমাকে বিবাহ করেছি এবং স্ত্রীলোকটি বলে যে, না, বরং তুমি বালিগ অবস্থায় আমাকে বিবাহ করেছো, তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে যে, আমি মাজূসী অবস্থায় তোমাকে বিবাহ করেছি এবং স্ত্রী বলে যে, না, বরং তুমি মুসলিম অবস্থায় আমাকে বিবাহ করেছো, তবে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি স্ত্রী ইকরার করে যে, সে দাসী থাকা অবস্থায় এই পুরুষ তাকে বিবাহ করেছে। আর সে দাসী ছিল তারপর আযাদ হয়েছে। আর স্বামী বললো, আমি তাকে আযাদ হওয়ার পর কিংবা তার পূর্বে বিবাহ করেছি, তবে তা একই কথা হবে। আর সর্বসম্মতভাবে বিবাহ জাইয হবে।

আর যদি ঐ নারী মাজুসী থেকে মুসলমান হয়, তারপর ইকরার করে যে, সে মাজুসী থাকা অবস্থায় ঐ পুরুষের সাথে বিবাহ বসেছে। আর পুরুষটি বলে যে, আমি তাকে মুসলমান হওয়ার পর বিবাহ করেছি, তবে পুরুষটির কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি নারী বলে যে, আমি তোমার নাবালিগ অবস্থায় কিংবা নিদ্রাবস্থায় তোমার কাছে বিবাহ বসেছি, কিংবা বললো, আমি তোমার কাছে এমন অবস্থায় বিবাহ বসেছি, যখন আমি অজ্ঞান ছিলাম আর নারীর অজ্ঞান হওয়ার বিষয়টি যদি সত্য বলে জানা যায়, তবে নারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-হাবী)।

৪. মাসআলা ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন ইকরার করলো যে, বিবাহ অন্য স্বামীর ইদ্দতের মধ্যে হয়েছে কিংবা অন্য লোকের বিবাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হয়েছে কিংবা বিনা সাক্ষীতে হয়েছে, কিংবা তার অধীনে চারজন স্ত্রী থাকা অবস্থায় তাকে বিবাহ করেছে কিংবা তার ভগিনী তার বিবাহে থাকা অবস্থায় কিংবা তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ হয়েছে, তবে উভয়ের মধ্যে যে এইসব প্রতিবন্ধকের দাবীদার হবে, তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য যদি স্বামী এইসব প্রতিবন্ধকের দাবীদার হয়, তবে তার ইকরার দ্বারা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে তার ঐ গোলামকে তার নাবালিগ অবস্থায় মুকাতাব করেছে এবং মুকাতাব বললো, না, বরং তুমি আমাকে তোমার বালিগ অবস্থায় মুকাতাব করেছো, তবে মুনীবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি তোমার থেকে এই বস্তু আমার শৈশবকালে নিয়েছি, কিংবা যখন নিয়েছি তখন আমার বোধজ্ঞান ছিল না, তবে এই উভয় অবস্থায় তার উপর মাল লাযিম হবে (মুহীত-আস-সারাখ্সী)।

৭. মাসআলা ঃ আর যদি কোন আযাদ ব্যক্তি স্বীকার করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাবে বলে আমার গোলাম থাকাবস্থায় ইকরার করেছি। তবে তার উপর মাল লাযিম হবে। অনুরূপভাবে কোন হরবী ব্যক্তি যদি মুসলমান হওয়ার পর স্বীকার করে যে, সে যখন আমান নিয়ে দারুল ইসলামে আসে, তখন অমুকের জন্য হাজার দিরহাম ইকরার করেছিল, তবে তার উপর মাল লাযিম হবে। আর অনুরূপভাবে যদি বলে যে, অমুক মুসলমান দারুল হরবে প্রবেশ করেছে, তখন আমি তার জন্য এই পরিমাণ মাল ইকরার করেছিলাম, তবে তার উপর মাল লাযিম হবে।

অনুরূপভাবে যদি বলে যে, আমি দারুল হরবে তার জন্য হাজার দিরহাম ইকরার করেছি। এখন সে দারুল ইসলামে আছে। তবে তার উপর মাল লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ আর যদি আযাদ কিংবা গোলাম বলে যে, আমি তার জন্য হাজার দিরহাম ইকরার করেছি, অথচ মুকির লাহু গোলাম, তবে মুকিরের উপর মাল লাযিম হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি কোন আমান প্রাপ্ত হরবী ব্যক্তি দারুল ইসলামে কোন মুসলমানের জন্য করযের ইকরার করে, তবে তা তার উপর লাযিম হবে। তবে সে যদি বলে যে, তুমি দারুল হরবে আমাকে ধার দিয়েছো এবং মুসলমান ব্যক্তি বলে যে, দারুল ইসলামে দিয়েছি, তবে করয তার উপর লাযিম হবে; একথা সে তার ইকরারের সাথে মিলিয়ে বলুক কিংবা পৃথকভাবে বলুক। অনুরূপভাবে যদি কোন আমানপ্রাপ্ত হরবী ব্যক্তি তার মতো অন্য কোন আমান প্রাপ্ত হরবী কিংবা যিম্মী ব্যক্তির জন্য ইকরার করে, তবু এইরূপ বিধান হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ তার কাছে থাকা কোন নির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে ইকরার করে যে, তা মুসলমান কিংবা হরবী আমানপ্রাপ্ত ব্যক্তির কিংবা যিম্মীর, তবু এরূপ বিধান হবে।

আর আমানপ্রাপ্ত হরবী ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিবাহ, তালাক, আযাদ হওয়া, শিশুর নসব, যখম, হদ্দে কযফ, ইজারা, কাফালত এবং অনুরূপ বিষয়ের ইকরার জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি তার গোলাম আযাদ করে। তারপর তাকে বলে যে, তুমি আমার গোলাম থাকাকালে আমি তোমার হাত কেটেছি। আর গোলাম বললো, আমি আযাদ হওয়ার পর তুমি হাত কেটেছো, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে গোলামের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং মুনীব যামিন হবে।

এইভাবে যদি কোন হরবী মুসলমান হয় কিংবা যিম্মী হয়, তারপর এক মুসলমান বলে যে, তুমি দারুল হরবে হরবী থাকা কালে আমি তোমার হাত কেটেছি, কিংবা তুমি দারুল হরবে হরবী থাকা কালে আমি তোমার এই পরিমাণ মাল নিয়েছি। আর হরবী বলে যে, তুমি যা করেছো আমি মুসলমান হওয়ার কিংবা যিম্মী হওয়ার পর দারুল ইসলামে করেছো, তবে তাদের উভয়ের মতে হরবীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং মুসলমান ব্যক্তি যামিন হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপভাবে যদি হরবী মুসলমান হয়ে যায় এবং কোন মুসলমানকে বলে যে, আমি দারুল হরবে থাকাকালে তোমার হাত কেটেছি এবং তোমার মাল নিয়েছি। আর মুসলমান ব্যক্তি বলে যে, তুমি যা করেছো তা মুসলমান হওয়ার পর দারুল ইসলামে করেছো, তবে তাদের উভয়ের মতে মুসলমান ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং হরবী ব্যক্তি যামিন হবে। আর এই সব মাসআলায় যদি মুকিরের কাছে মাল বর্তমান থাকে, তবে ইজমা মতে মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং মুকিরকে ঐ মাল ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। এ ব্যাপারেও ইজমা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার আযাদকৃত দাসীকে বলে যে, আমি তোমার সাথে আযাদ করার পূর্বে সঙ্গম করেছি, আর দাসী বলে যে, না বরং আমাকে আযাদ করার পর তুমি সঙ্গম করেছো তবে মুনীবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে, এবং সে যামিন হবে না। আরো ইজমা হয়েছে যে, যদি কেউ তার গোলামকে আযাদ করার পর বলে যে, তুমি আমার গোলাম থাকা অবস্থায় আমি তোমার কাছে থাকে মাসিক ভাড়া নিয়েছি এবং গোলাম বলে যে, না বরং আযাদ হওয়ার পর নিয়েছো, তবে মুনীবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর যিমান হবে না।

আরো ইজমা হয়েছে যে, যদি কেউ তার গোলামকে আযাদ করে এবং সে কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমি গোলাম থাকা অবস্থায় তোমার হাত কেটেছি। আর ঐ ব্যক্তি বলে যে, না, বরং তুমি আযাদ হওয়ার পর কেটেছো, তবে মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর যিমান লাযিম হবে না (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ তার দাসীকে আযাদ করে দেয়, তারপর বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এই সন্তান আযাদ করার পূর্বে নিয়েছি, আর দাসী বলে যে, না, বরং আযাদ করার পর নিয়েছো, তবে দাসীকে সন্তান ফেরত দিয়ে দিবে এবং ঐ সন্তান আযাদ থাকবে। আর যদি এরূপ না বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে নিয়েছি, তবে ফেরত দিবে না।

আর যদি কেউ বলে যে, আমি তোমাকে এই সন্তান জন্মের পর আযাদ করেছি এবং সে বলে যে, না, বরং তার পূর্বে আযাদ করেছো, তবে সন্তান যার কবযায় রয়েছে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর এই বিধান মুকাতাব হওয়ার অবস্থায় এরূপ ঘটনায়ও প্রযোজ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) আমালীতে বলেন, যদি সন্তান উভয়ের কবযায় থাকে, তবে দাসীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি উভয়ের কাছে সাক্ষী থাকে, তবে দাসীর সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে।

আর মুদাব্বার করার অবস্থায় মুনীবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত আস্-সারাখ্সী)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার গোলাম আযাদ করে, তারপর কোন ব্যক্তি ইকরার করে যে, সে গোলাম থাকা অবস্থায় তার থেকে এক হাজার দিরহাম নিয়েছে, আর গোলাম বলে যে, তুমি আযাদ হওয়ার পর আমার কাছ থেকে নিয়েছো, তবে গোলামের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি গোলামকে মুকাতাব করার পর এই ইকরার ও মতভেদ ঘটে, তবু এই বিধান হবে।

আর যদি সে তাকে বিক্রি করে, তারপর কোন ব্যক্তি ইকরার করে যে, ঐ গোলাম যখন তার প্রথম মুনীবের গোলাম ছিল, তখন আমি তার কাছ থেকে একশত দিরহাম গসব করেছি, আর তার দ্বিতীয় মুনীব বলে যে, না, বরং সে আমার গোলাম থাকা অবস্থায় তার কাছ থেকে গসব করেছো, তবে দ্বিতীয় মুনীব মাল পাবে।

আর যখম করার ইকরার ও মতভেদের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য হবে (আল-হাবী)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, সে অমুকের চোখ ইচ্ছাকৃতভাবে ছিদ্র করে দিয়েছে, তারপর ছিদ্রকারীর চোখ নষ্ট হয়ে যায়, আর ছিদ্রকৃত চোখওয়ালা বলে যে, তুমি যখন

আমার চোখ ছিদ্র করেছো, তখন তোমার চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তবে ছিদ্রকৃত চোখওয়ালার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

১৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি তার ওলীকে আমার গোলাম থাকা অবস্থায় ভুলবশত হত্যা করেছি, আর প্রতিপক্ষ বলে যে, না, বরং আযাদ হওয়ার পর হত্যা করেছো, তবে তার উপর কিছু লাযিম হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

১৫. মাসআলা ঃ আর যদি দুই শরীকের এক শরীক ইকরার করে যে, অন্য শরীকের উপর শিরকতের পূর্বে অমুকের করয ছিল, আর সে তা অস্বীকার করে। আর তালিব (করযদাতা) দাবী করে যে, এই করয শিরকতের মধ্যে ছিল, তবে উভয়ের যিম্মায় লাযিম হবে। আর যদি একজন ইকরার করে যে, এই করয শিরকতের পূর্বের কেবল তার উপর –অন্য শরীকের উপর নয়, আর তালিব তা শিরকতের মধ্যে হওয়ার দাবী করে, তবে মাল তার উপর এবং তার শরীকের উপর লাযিম হবে। আর যদি পরস্পর সবাই তাসদীক করে যে, এই করয শিরকতের পূর্বের, তবে উভয়ের মধ্য হতে কারো অংশ করযের জন্য গ্রহণ করা যাবে না। আর যদি উভয়ের মধ্যে কোন একজন মারা যায়, কিংবা উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তারপর একজন শিরকতের অবস্থা উভয়ের উপর করয হওয়ার ইকরার করে, তবে কেবল তারই উপর তা লাযিম হবে (আল-হাবী)।

১৬. মাসআলা ঃ আর যদি কোন মুসলমান কোন যিম্মীর জন্য নিজের কবযার শরাব কিংবা শূকর ইকরার করে, তবে তার ইকরার জাইয হবে। আর অনুরূপভাবে যদি কোন যিম্মী কোন মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট শরাব কিংবা শূকরের ইকরার করে, তবু তা জাইয হবে। আর যদি নষ্ট শরাব কিংবা শূকরের ইকরার করে, তবে তার উপর কিছুই লাযিম হবে না। আর যদি কোন মুসলমান কোন যিম্মীর জন্য নষ্ট শরাব কিংবা শূকরের ইকরার করে, তবে তার উপর তার মূল্য লাযিম হবে।

আর যদি কোন যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করে, তারপর অন্য কোন যিম্মী ইকরার করে যে, আমি তার শূকর তার ইসলাম গ্রহণের পর নষ্ট করে দিয়েছি এবং ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি বলে যে, তুমি আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নষ্ট করেছো, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে তার মূল্যের যামিন হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর কোন যিমান হবে না।

আর অনুরূপভাবে যদি কোন যিম্মী শরাব নষ্ট করার ইকরার করে যে, আমি হরবী থাকা অবস্থায় তা নষ্ট করেছি, কিংবা বলে যে, তুমি হরবী থাকা অবস্থায় আমি তা নষ্ট করেছি, আর তার হরবী হওয়া এর পূর্বে জানা যায়, তবে এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত মতভেদ রয়েছে (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ যা শিরকতের ইকরার হয় এবং যা হয় না। নিজের এবং অন্যের ইজমালী মালে ইকরার করা। নিজের ও অন্যের উপর ইকরার করা আর কোন বস্তুর মালিকানা স্বত্ব নিজের জন্য ও অন্যের জন্য ইকরার করা

১. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির কাছে একটি গোলাম থাকে এবং সে বলে যে, অমুক ব্যক্তি এই গোলামে শরীক আছে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সেই অমুক ব্যক্তি গোলামের অর্ধেক পাবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, পরিমাণ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর তারা উভয়ে এ ব্যাপারে একমত যে, যদি বলে, অমুক ব্যক্তি এই গোলামের মধ্যে আমার শরীকদার, কিংবা আমি ও অমুক ব্যক্তি এই গোলামের যৌথ মালিক, কিংবা এই গোলাম আমার ও অমুকের। তবে উভয়ের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক বণ্টিত হবে। আর যদি সে তার ইকরারের সাথে মিলিয়ে বলে যে, অমুক ব্যক্তি এই গোলামের মধ্যে আমার সাথে দশমাংশের শরীকদার, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর অনুরূপভাবে যদি বলে যে, এই গোলাম আমার ও অমুকের। আমার দুই-তৃতীয়াংশ এবং অমুকের এক-তৃতীয়াংশ। তবু তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুক ও অমুক ব্যক্তি এই গোলামের মধ্যে তার সাথে শরীকদার। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সামান তিন ভাগ হয়ে তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে পরিমাণ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

২. মাসআলা ঃ ইবনে সিমাআ ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বললো, এই ব্যক্তির জন্য এই গোলামের মধ্যে এক হাজার দিরহাম আছে, তবে গোলাম মুকিরের হবে এবং হাজার দিরহাম তার যিম্মায় ঋণ থাকবে। কিন্তু যদি তার ইকরারে এমন কোন কথা থাকে যা দ্বারা সে গোলামের মধ্যে হাজার দিরহামের শরীক আছে বলে বুঝা যায়, যেমন যদি এরূপ বলে যে, আমি এই গোলাম খরিদ করেছি এবং এতে অমুকের হাজার দিরহাম আছে। তবে মূল গোলামের মধ্যে তার অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে। আর যদি বলে যে, এই কাপড়ে অমুকের হাজার দিরহাম আছে, আর তার ইকরারের মধ্যে এমন কোন কথা না থাকে, যা দ্বারা ঐ কাপড়ে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়, তবে এতে সে মূল কাপড়ে অংশীদার হবে না, বরং কাপড়ের মধ্য থেকে সে হাজার দিরহাম পাবে।

আর যদি বলে যে, এই টাট্টু ঘোড়ায় অমুকের হাজার দিরহাম আছে, তবে এতে শিরকত ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। সুতরাং এতে শিরকত সাব্যস্ত করা হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ দুই শরীকের এক শরীক কোন বাড়ীর নির্দিষ্ট কোন ঘরের ব্যাপারে অন্য শরীকের জন্য ইকরার করলে তাৎক্ষণিক ভাবে এই ইকরার সহীহ্ হবে না। কিন্তু ঘর বণ্টিত হওয়ার পর যদি এই ঘর মুকিরের অংশে পড়ে, তবে অন্য অংশীদারকে সমর্পণ করে দিবে। আর যদি ঐ ঘর তার শরীকদারের অংশে পড়ে, তবে মুকিরের অংশ তার এবং মুকির লাহ্ শরীকদারের মধ্যে উভয়ের হক অনুসারে বণ্টিত হবে। মুকির লাহ্ এই ঘরের সমুদয় গজ থেকে এবং মুকির অবশিষ্ট বাড়ীর অর্ধেক থেকে ঐ ঘর ব্যতীত অংশীদার হবে।

অনুরূপভাবে যদি কোন বিশেষ রাস্তা কিংবা প্রাচীরের ইকরার করে, তবু এই বিধান হবে। এটা শায়খায়ন অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মুকির লাহ্ ঘরের অর্ধেক গজ থেকে এবং মুকির অবশিষ্ট অর্ধেক বাড়ী থেকে অংশীদার হবে। যেমন–যদি বাড়ীটি একশত গজের হয় এবং ঘরটি দশ গজের। তবে শায়খায়নের মতে মুকির লাহ্ দশ গজ থেকে এবং মুকির পঁয়তাল্লিশ গজ থেকে শরীক হবে। সুতরাং বাড়ীটি উভয়ের মধ্যে এগার ভাগে বণ্টিত হবে। দুই ভাগ মুকির লাহ্ এবং নয় ভাগ মুকির পাবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মুকির লাহ্ পাঁচ গজ এবং মুকির পঁয়তাল্লিশ গজ পাবে। অতএব, তাকে মুকিরের অংশের দশমাংশ দেয়া হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি দুই শরীকের একজন অন্যজনের জন্য একটি ইজমালী বাড়ীর একটি বিশেষ ঘরের ওসিয়ত করে এবং মারা যায়, তবু এই ভাবে বণ্টিত হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৪. মাসআলা ঃ যদি একটি হাম্মাম (গোসলখানা) দুই অংশীদারের মধ্যে ইজামালী হয় এবং তাদের একজনে ইকরার করে যে, এর মধ্যস্থলের ঘরটি অন্য এক ব্যক্তির, তবে তা জাইয হবে না। আর মুকির লাহ্ ঐ ঘরের অর্ধেক মূল্য মুকির থেকে যিমান নিবে।

আর যদি তার জন্য হাম্মামের অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশের ইকরার করে, তবে তার ইকরার জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি একটি তরবারি দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী থাকে এবং তার অলংকার রৌপ্যের হয়, আর তাদের একজন ইকরার করে যে, তরবারির অলংকারটি অন্য এক ব্যক্তির। তবে এই ইকরার তার শরীকদারের উপর জাইয হবে না। আর মুকির লাহ্কে অলংকারের অর্ধেক মূল্য ঢালাই করা স্বর্ণ দ্বারা পরিশোধ করবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ কোন ইজমালী ঘরের কড়িকাঠ অন্য কারো জন্য ইকরার করে, তবে মুকির লাহ্কে কড়িকাঠের অর্ধেক মূল্য দিবে।

অনুরূপভাবে যদি একটি ইজমালী প্রাচীরের ইট কিংবা খুঁটি কিংবা দরযার চৌকাঠ অন্য কারো জন্য ইকরার করে, তবু এই বিধান হবে (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি এক গাঁটরি কাপড় দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী থাকে এবং তাদের একজন তার মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট কাপড় অন্য এক ব্যক্তির জন্য ইকরার করে, তবে ঐ কাপড়ের মধ্য থেকে যে পরিমাণ অংশ মুকিরের হবে, তাই মুকির লাহ্ পাবে (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ আর অনুরূপভাবে দাস-দাসী ও জীবজন্তুরও এই বিধান (আল-হাবী)।

৮. মাসআলা ঃ একটি বাড়ী দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী। তাদের একজন বললো, সমস্ত বাড়ীর আমার অংশের দশমাংশ অমুকের, তবে তা জাইয হবে। এক্ষেত্রে বাড়ীটিকে দশ ভাগ করে পাঁচ ভাগ মুকিরকে দেয়া হবে। আর সে তার অংশ থেকে গোটা বাড়ীর এক-দশমাংশ অমুকের জন্য ইকরার করেছে। তাই ঐ পাঁচ ভাগ থেকে এক ভাগ ঐ মুকির লাহ্ পাবে, আর চারভাগ মুকিরের কাছে থাকবে।

আর যদি এরূপ ইকরার করে যে, গোটা বাড়ীর এক-চতুর্থাংশ অমুকের, আর অবশিষ্ট সব আমাদের দু'জনের মধ্যে ইজমালী। আর তার শরীকদার তা অস্বীকার করে, তবে মুকিরের অংশ তার এবং মুকির লাহর মধ্যে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হবে। তিনভাগ মুকির এবং দুইভাগ মুকির লাহ্ পাবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি একটি বাড়ী দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী থাকে এবং তাদের একজন একটি নির্দিষ্ট ঘর অন্য এক ব্যক্তির জন্য ইকরার করে, আর তার শরীকদার তা

pdf By Syed Mostafa Sakib

অস্বীকার করে। কিন্তু শরীকদার অন্য একটি ঘরের ইকরার করে, আর তার শরীক তা অস্বীকার করে, তবে ঐ বাড়ী উভয়ের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক বণ্টিত হবে। যার অংশে তার ঘর পড়বে, যে ঘর সে মুকির লাহ্‌র জন্য ইকরার করেছে, সে ঘর সে মুকির লাহ্‌কে দিয়ে দিবে। আর যদি তার অংশে না পড়ে, তবে তার অংশ তার এবং মুকির লাহ্‌র মধ্যে ঐ ঘর এবং অবশিষ্ট অর্ধেক বাড়ী ঘর ব্যতীত বণ্টিত হবে (আল-মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ একটি বাড়ী দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী। তাদের একজন ইকরার করলো, এই বাড়ী আমাদের দু'জন ও অমুক ব্যক্তির মধ্যে তিনভাগে ইজমালী আর দ্বিতীয় শরীকদার ইকরার করলো যে, এই বাড়ী তারা দু'জন, এই মুকির লাহ্‌ ও আরেকজনের মধ্যে চারভাগে ইজমালী। যে ব্যক্তির জন্য উভয় শরীকদার ইকরার করেছে, তাকে আমরা মুত্তাকাফ আলায়হি বলবো। যার জন্যএকজনে ইকরার করেছে তাকে আমরা মাজহূদ বলবো। আর যে ব্যক্তি দু'জনের জন্য ইকরার করেছে তাকে আমরা মুকির বলবো। আর তার শরীকদার কে বললো মুকায্‌যিব। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী মুত্তাকাফ আলায়হি মুকিরের কবযায় যা আছে তার এক-চতুর্থাংশ নিবে। আর এই চতুর্থাংশ মুকায্‌যিবের কবযাকৃত অংশের সাথে মিলিয়ে উভয়ে সমান অংশে বন্টন করে নিবে। আর যা মুকিরের হাতে অবশিষ্ট থাকবে, তা তার ও মাজহূদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী মুত্তাকাফ আলায়হি মুকিরের কাছ থেকে তার কবযাকৃত অংশ থেকে এক-পঞ্চমাংশ নিবে। আর তার অবশিষ্ট উক্তি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর উক্তির অনুরূপ (আত্-তাহ্‌রীর শারহুল জামিইল কাবীর)।

১১. মাসআলা ঃ যদি কোন গোষ্ঠীর একটি বিশেষ পথ থাকে এবং তার উপর একটি দরযা থাকে। আর ঐ গোষ্ঠীর কোন এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির জন্য ঐ পথের মধ্যে ইকরার করে, তবে তার ইকরার অন্য শরীকদারদের উপর জাইয হবে না। আর যে পর্যন্ত তারা পরস্পরের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করে না নেয়, মুকির লাহ্‌ ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না। আর ভাগ-বণ্টনের পর যদি ঐ জায়গা মুকিরের অংশে পড়ে, তবে এই ইকরার তার উপর জাইয হবে, আর যদি অন্য ব্যক্তির অংশে পড়ে, তবে মুকির লাহ্‌ মুকিরের অংশ থেকে ঐ পথের অংশের পরিমাণ নিয়ে নিবে (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা ঃ একটি নালা তিন ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী। তাদের একজন নালার এক-দশমাংশ অন্য এক ব্যক্তির জন্য ইকরার করলো। তবে দুটি অবস্থা হতে পারে। যদি এরূপ ইকরার করে যে, নালার এক-দশমাংশ ঐ ব্যক্তির এবং অবশিষ্ট নালা আমাদের তিনজনের মধ্যে ইজমালী। তবে যে তৃতীয়াংশ তার কবযায় আছে, তা তার অংশে ভাগ করে এক অংশ মুকির লাহ্‌কে দেয়া হবে। আর যদি তার নিজের জন্য নালার এক-তৃতীয়াংশ দাবী করে, তবে যে পরিমাণ তার হাতে আছে, তা তাদের দু'জনের মধ্যে তের ভাগে বিভক্ত হবে। তিন ভাগ মুকির লাহ্‌র জন্য এবং দশ ভাগ মুকিরের জন্য (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্‌সী)।

১৩. মাসআলা ঃ আর অনুরূপভাবে যদি ঝরনা কিংবা চৌবাচ্চা তিন ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী থাকে এবং এইভাবে ইকরার সংঘটিত হয়, তবু এই বিধান হবে (আল-মাবসূত)।

১৪. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে ইব্‌ন সিমাআ কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তির কবযায় একটি বাড়ী আছে। প্রত্যেকে অপরজনের উপর সাক্ষ্য দিলো যে, সে এই দাবীদারের জন্য অর্ধেক বাড়ী ইকরার করেছে এবং প্রত্যেকে এই ইকরার অস্বীকার করছে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, কারো কবযাকৃত অংশে দাবীদারের কোন হক

নেই। আর যদি প্রত্যেক শরীকদার কোন অন্য সাক্ষীর সাথে অন্য শরীকদারের উপর এই সাক্ষ্য দেয় যে, সে এই দাবীদারের জন্য অর্ধেক বাড়ীর ইকরার করেছে, তবে দাবীদার উভয় থেকে অর্ধেক বাড়ী নিয়ে নিবে (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি ইকরার করে যে, তার কবযায় যে গোলাম রয়েছে, তা তার এবং অমুকের মধ্যে ইজমালী। তারপর পুনরায় বললো, এই গোলাম আমার ও আরেক অমুকের মধ্যে ইজমালী। তারপর আবার বললো, এই গোলাম আমার ও আরেক অমুকের মধ্যে ইজমালী। এরপর সবাই কাযীর কাছে নালিশ দায়ের করলো, তবে প্রথম ব্যক্তির জন্য গোলামের অর্ধেক, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য গোলামের এক-চতুর্থাংশ এবং তৃতীয় ব্যক্তির জন্য গোলামের এক-অষ্টমাংশের নির্দেশ দেয়া হবে। আর মুকিরের হাতে এক-অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকবে।

আর অনুরূপ ভাবে যদি এই ইকরার কোন মৃত ব্যক্তির উপর করে, যার সে ওয়ারিছ, তবু এই বিধান হবে (আল-হাবী)।

১৬. মাসআলা ঃ একটি ব্যাগ দুই ব্যক্তির কবযায় আছে এবং তাতে এক হাজার দিরহাম আছে। এরপর তাদের একজন এক আজনবী ব্যক্তির জন্য তার অর্ধেকের ইকরার করলো। যদি বলে, এর অর্ধেক তোমার এবং চুপ থাকে, আর অপর শরীকদার যদি তা অস্বীকার করে, তবে মুকির লাহ্‌ মুকিরের কবযাকৃত মালের এক-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি বলে, এর অর্ধেক তোমার এবং এর অর্ধেক আমার ও আমার শরীকদারের মধ্যে ইজমালী, তবু এই বিধান হবে।

আর যদি বলে, এই ব্যাগ আমার ও তোমার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক, তবে তার কবযাকৃত মাল উভয়ের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক বণ্টিত হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্‌সী)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি তাদের দুইজনের একজন তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তার অর্ধেক এবং আমার অর্ধেক। আর অপর শরীকদার বলে যে, এক-তৃতীয়াংশ তার এবং দুই-তৃতীয়াংশ আমার। আর প্রথম ব্যক্তি তাসদীক করে। তবে তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি থেকে তার কবযাকৃত মালের এক-তৃতীয়াংশ নিবে। আর এই এক-তৃতীয়াংশ প্রথম ব্যক্তির কবযাকৃত মালের সাথে মিলবে এবং উভয়ে সমান অংশে বণ্টন করে নিবে।

আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি হতে তার কবযাকৃত মালের এক-পঞ্চমাংশ নিবে এবং প্রথম ব্যক্তির কবযাকৃত মালের সাথে মিলবে আর উভয়ে সমান অংশে বণ্টন করে নিবে। আর যদি সে সমস্ত মাল দাবী করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে মুকির লাহ্‌ প্রত্যেকের কাছ থেকে এই পরিমাণ নিয়ে নিবে যে পরিমাণ সে ইকরার করেছে।

আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, এক-তৃতীয়াংশ ইকরারকারীর কবযাকৃত মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ নিবে আর অর্ধেক ইকরারকারীর কবযাকৃত মাল থেকে দুই-পঞ্চমাংশ নিবে (আল্-কাফী)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি তাদের দু'জনের একজন ইকরার করে যে, অমুকের জন্য এক-তৃতীয়াংশ এবং আমার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ।আর অপর শরীকদার বলে যে, তার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ এবং আমার জন্য এক-তৃতীয়াংশ। আর ঐ অমুক ব্যক্তি বলে যে, ব্যাগটি তার। তবে এক-তৃতীয়াংশের ইকরারকারীর কবযাকৃত মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ নিবে এবং দুই-তৃতীয়াংশের ইকরারকারীর কবযাকৃত মাল থেকে তিন-পঞ্চমাংশ নিবে। আর এটা তখন হবে, যখন মুকির লাহ্‌ উভয়কে তাকযীব করবে। আর যদি এক সাথে উভয়ের তাসদীক করে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে দুই-তৃতীয়াংশের ইকরারকারীর কবযাকৃত মাল থেকে তিন-পঞ্চমাংশ নিবে এবং অপর ব্যক্তির কবযাকৃত মালের সাথে মিলিয়ে তিন ভাগ করে নিবে। তার মধ্যে থেকে এক-তৃতীয়াংশ মুকির লাহ্ পাবে। (মুহীত আস্-সারাখ্সী)।

১৯. মাসআলা ঃ একটি ব্যাগ তিন ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী। তাদের একজন ইকরার করলো যে, তার এক শরীকদারের তিন-চতুর্থাংশ এবং এক-চতুর্থাংশ তার। আরেক শরীকদার ইকরার করলো যে, মুকির লাহ্র পাঁচ-ষষ্ঠাংশ এবং তার এক-ষষ্ঠাংশ। আর মুকির লাহ্ গোটা ব্যাগটি দাবী করলো। তবে প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ইকরার অনুযায়ী নিয়ে নিবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তিন-চতুর্থাংশ ইকরারকারীর কবযাকৃত মাল থেকে দুই-পঞ্চমাংশ নিবে। আর অপর ব্যক্তির কবযাকৃত মাল হতে তিন-পঞ্চমাংশ নিবে (আল-কাফী)।

২০. মাসআলা ঃ আর যদি তাদের একজন ইকরার করে যে, এই ব্যাগের এক-তৃতীয়াংশ অমুক আজনবী ব্যক্তির এবং আমার দুই-তৃতীয়াংশ। আরেকজন বললো, না, বরং তার অর্ধেক এবং আমার অর্ধেক। আর আরেকজন বললো, দুই-তৃতীয়াংশ তার এবং এক-তৃতীয়াংশ আমার। আর আজনবী ব্যক্তি বললো, না, বরং গোটা ব্যাগটি আমার। তবে এক-তৃতীয়াংশের ইকরারকারীর কবযাকৃত মাল থেকে এক-সপ্তমাংশ, অর্ধেকের ইকরারকারীর কবযাকৃত মাল থেকে দুই-সপ্তমাংশ এবং দুই-তৃতীয়াংশের ইকরারকারীর কবযাকৃত মাল থেকে তিন-সপ্তমাংশ ও এক-সপ্তমাংশের দুই-তৃতীয়াংশ নিবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২১. মাসআলা ঃ একটি ব্যাগ এক ব্যক্তির কবযায় আছে। তাতে এক হাজার দিরহাম আছে। সে ইকরার করলো যে, এই ব্যাগটি তার ও অমুকের অর্ধেক অর্ধেক, আর অর্ধেক তাকে দিয়ে দিলো। তারপর ইকরার করলো যে, ব্যাগটি তার ও আরেক ব্যক্তির অর্ধেক অর্ধেক, তবে এর দুটি অবস্থা হতে পারে।

প্রথম অবস্থায় হয়তো প্রথম ব্যক্তিকে অর্ধেক ব্যাগ কাযীর নির্দেশে দিয়েছে কিংবা কাযীর নির্দেশ ব্যতীত দিয়েছে। প্রথম অবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তার হাতের অবশিষ্ট মালের অর্ধেক দিয়ে দিবে অর্থাৎ ব্যাগের এক-চতুর্থাংশ।

আর দ্বিতীয় অবস্থায় তার হাতে যে অর্ধেক আছে, তা সবটাই দিয়ে দিবে। আর এটা আমাদের তিন ইমামেরই অভিমত। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য অর্ধেক ইকরার না করে, বরং তার জন্য এক-তৃতীয়াংশ ইকরার করে এবং বলে, ব্যাগটি আমার ও তোমার এবং প্রথম ব্যক্তির মধ্যে তিনভাগে ইজমালী। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির শিরকতকে অস্বীকার করে, আর যদি প্রথম ব্যক্তিকে কাযীর নির্দেশে দিয়ে থাকে, তবে তার হাতে যা আছে, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তার অর্ধেক দিয়ে দিবে। আর যদি প্রথম ব্যক্তিকে কাযীর নির্দেশ ব্যতীত দিয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সমস্ত মালের এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে দিবে। আর যদি প্রথম ব্যক্তিকে কাযীর নির্দেশ ব্যতীত অর্ধেক দিয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কাযীর নির্দেশে এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে থাকে, তারপর অপর ব্যক্তির জন্য ইকরার করে যে, সে তাদের সাথে এক-চতুর্থাংশের শরীকদার। আর প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তির শিরকতের তাকযীব করে। আর তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম দুই ব্যক্তির শিরকতের তাকযীব করে, তবে তৃতীয় ব্যক্তিকে সমস্ত মালের এক-ষষ্ঠাংশ এবং এক-ষষ্ঠাংশের এক-তৃতীয়াংশ দিবে।

আর যদি প্রথম দু'জনকে কাযীর নির্দেশ ব্যতীত দিয়ে থাকে, তবে নিজের কবযাকৃত মালের অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ তৃতীয় ব্যক্তিকে দিবে এবং নিজের মাল হতে আর এক-ষষ্ঠাংশের অর্ধেক দিয়ে ব্যাগের এক-চতুর্থাংশ তার জন্য পূর্ণ করে দিবে।

আর যদি প্রথম ব্যক্তিকে অর্ধেক কাযীর নির্দেশে দিয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এক-চতুর্থাংশ কাযীর নির্দেশে দেয়, তারপর তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ইকরার করে, তবে তার হাতের অবশিষ্ট মালের অর্ধেক অর্থাৎ এক-অষ্টমাংশ তাকে দিয়ে দিবে। আর যদি প্রথম ব্যক্তিকে অর্ধেক কাযীর নির্দেশে দিয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এক-চতুর্থাংশ কাযীর নির্দেশ ব্যতীত দেয়, তারপর তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ইকরার করে, তবে তৃতীয় ব্যক্তিকে ব্যাগের এক-ষষ্ঠাংশ দিবে। আর এক-ষষ্ঠাংশের অর্ধেক তার কাছে থেকে যাবে। আর যদি প্রথম ব্যক্তিকে অর্ধেক কাযীর নির্দেশ ব্যতীত দেয় এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এক-তৃতীয়াংশ কাযীর নির্দেশে দেয়, তারপর তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ইকরার করে, আর প্রথম ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিকে তাসদীক করে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তাকযীব করে, আর তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে তাসদীক করে, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তাকযীব করে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাদের উভয়ের শিরকতকে তাকযীব করে, তবে তৃতীয় ব্যক্তি মুকির থেকে তার কবযাকৃত মাল থেকে অর্ধেক নিবে এবং প্রথম ব্যক্তির অংশের সাথে মিলিয়ে সমান সমান বণ্টন করে নিবে। আর এটা হচ্ছে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর কিয়াস, আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকেও বর্ণিত যে, তৃতীয় ব্যক্তি মুকির হতে তার কবযাকৃত মালের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী কাজ করবে। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও কাযীর নির্দেশ ব্যতীত এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে দেয়। তারপর তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ইকরার করে, আর অবশিষ্ট মাসআলা পূর্বানুরূপ হয়, তবে কিতাবে বর্ণিত আছে যে, তৃতীয় ব্যক্তি মুকির থেকে সমস্ত মালের এক-অষ্টমাংশ নিবে, আর তা হচ্ছে তার কবযাকৃত মালের তিন-চতুর্থাংশ। তারপর তা প্রথম ব্যক্তির অংশের সাথে মিলিয়ে সমান সমান বণ্টন করে নিবে।

আবূ বাকর জাস্সাস আবূ সাঈদ বারযাঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কিয়াস অনুযায়ী তৃতীয় ব্যক্তি মুকির থেকে সমস্ত মালের এক-দশমাংশ অর্থাৎ তার কবযাকৃত মালের তিন-পঞ্চমাংশ নিবে এবং তা প্রথম ব্যক্তির অংশের সাথে মিলিয়ে উভয়ে সমান সমান বণ্টন করে নিবে।

আর যদি মুকির প্রথম ব্যক্তিকে অর্ধেক কাযীর নির্দেশ ব্যতীত দিয়ে দেয়। তারপর এক সাথে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ইকরার করে, আর প্রথম ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি তাসদীক ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তাকযীব করে, তবে তৃতীয় ব্যক্তি মুকিরের কবযাকৃত মালের এক-চতুর্থাংশ নিবে এবং তা প্রথম ব্যক্তির অংশের সাথে মিলিয়ে উভয়ে সমান সমান বণ্টন করে নিবে। আর এটা হচ্ছে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তৃতীয় ব্যক্তি তার কবযাকৃত মালের এক-পঞ্চমাংশ নিবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি— যার ব্যাপারে প্রথম ব্যক্তি তাসদীক করেনি – মুকির হতে সমস্ত মালের এক-চতুর্থাংশ নিবে (আত্-তাহ্রীর শারহুল জামিইল কাবীর লিল-হাসীরী)।

২২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে ও অমুকের কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে। আর অপর ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তবে মুকিরের উপর তার অর্ধেক লাযিম হবে। অনুরূপভাবে যদি ধার কিংবা করয কিংবা মুযারাবা কিংবা ভুলবশত হত্যা কিংবা ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত যখম করার ক্ষেত্রে এরূপ ইকরার করে, তবু এই বিধান হবে।

আর যদি নিজের সাথে দুই ব্যক্তিকে করযদার বলে, তবে তাদের অস্বীকৃতির পর তার উপর এক-তৃতীয়াংশ মাল লাযিম হবে।

আর অনুরূপ ভাবে নিজের সাথে যাদের নাম উল্লেখ করেছে, তাদের মধ্যে যদি মাহ্জুর (নিষেধকৃত) গোলাম, নাবালিগ বালক, হরবী, মৃত ব্যক্তি কিংবা অজ্ঞাত ব্যক্তি থাকে, তবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাদের হিসাবে যে পরিমাণ অংশ মুকিরের উপর পড়ে, তা তার উপর লাযিম হবে (আল-হাবী)।

২৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমাদের কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং নিজের সাথে কারো নাম উল্লেখ না করে। তারপর বলে যে, আমার সাথে আমি অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে বুঝিয়েছি, আর তালিব বা মুকির লাহু সমুদয় মাল ঐ মুকিরের উপর দাবী করে, তবে সমুদয় মাল মুকিরের উপর লাযিম হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে, অমুক ব্যক্তি আমাদের কাছে এবং নিজের দিকে ও তার সাথে অন্য দু'জনের দিকে ইশারা করে, তবে তার উপর সমুদয় মাল লাযিম হবে। আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমাদের সকলের কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং হাত দ্বারা নিজের দিকে ও নিজের সকল সঙ্গীর দিকে ইশারা করে, তবে তার উপর হাজার দিরহাম হতে তার অংশ পরিমাণ লাযিম হবে। হাজার দিরহাম তাদের উপর বণ্টিত হলে তাদের সংখ্যা অনুপাতে মাথা প্রতি যে অংশ পড়ে, তাই তার উপর লাযিম হবে। আর যদি বলে, অমুক ব্যক্তি আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির উপর হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার উপর কিছু লাযিম হবে না।

অনুরূপভাবে যদি বলে, আমাদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তির কাছে পাওনা আছে, তবু এই বিধান হবে (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, হে অমুক তোমরা আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছো, তবে তার উপর সমস্ত মাল লাযিম হবে। আর অনুরূপভাবে যদি বলে, তোমরা হে অমুক, তোমরা আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছো, তবু এই বিধান হবে। আর যদি বলে, হে অমুক, তোমরা দু'জন আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছো, তবে ঐ সম্বোধিত অমুক ব্যক্তি তার থেকে অর্ধেক পাবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমাদেরকে হাজার দিরহাম করয দিয়েছে, কিংবা আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছে, কিংবা আমাদেরকে ধার দিয়েছে, কিংবা আমরা তার থেকে গসব করেছি, তবে সমুদয় মাল তার উপর লাযিম হবে। যদি সে বলে যে, এ কথা দ্বারা সে তার সাথে অন্য লোককেও বুঝিয়েছে, তবে তা তাসদীক করা যাবে না।

আর যদি বলে যে, আমি অমুক ব্যক্তি থেকে অমুকে আমার সাথে থাকা অবস্থায় একশত দিরহাম গসব করেছি, তবে তার উপর অর্ধেক মাল লাযিম হবে। কিন্তু যদি বলে যে, আমার সাথে অমুক ব্যক্তি বসা ছিল, তবে এরূপ বিধান হবে না (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, সে এবং অমুক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অমুকের হাত কেটেছে এবং অমুক ব্যক্তি যদি তা অস্বীকার করে আর তালিব দাবী করে যে, মুকির একাই হাত কেটেছে, তবে কিয়াস মতে তার উপর কিছু লাযিম হবে না। কিন্তু আমরা কিয়াস পরিহার করে তার উপর হাতের অর্ধেক দিয়াত আরোপ করছি (আল-হাবী)।

২৭. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং দুই ভাই রেখে যায়, আর তাদের একজন অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে ভাই হওয়ার ইকরার করে এবং দ্বিতীয় জন তা অস্বীকার করে, তবে আমাদের আলিমদের মতে ইকরারকারী ঐ মুকির লাহু ভাইকে নিজের কবযাকৃত মালের অর্ধেক ভাগ করে দিবে (আল-ফাতাওয়া আস্-সুগ্রা, অধ্যায় ঃ আদ্-দাওয়া)।

২৮. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার কাছে যে আমার পিতার মীরাছ আছে, তা আমার ও এই ব্যক্তির। আরসে আমার ভাই। তারপর মুকির লাহু মুকিরের পুত্র হওয়া অস্বীকার করলো এবং বললো, আমিই মৃত ব্যক্তির একমাত্র পুত্র। কিংবা কেউ এক ব্যক্তিকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বললো, তোমার ভগিনী মারা গেছে এবং সে আমার স্ত্রী ছিল। সে এই মাল আমার ও তোমার জন্য মীরাছ হিসাবে রেখে গেছে। ঐ ব্যক্তি বললো, ঐ সম্পূর্ণ মাল আমার। কেননা, তুমি তার স্বামী নও। তবে প্রথম মাসআলায় মুকির লাহু অর্ধেক মাল পাবে। আর দ্বিতীয় মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুকির লাহুর ভাই সমুদয় মাল নিয়ে নিবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, অর্ধেক মাল নিবে (আল-কাফী)।

২৯. মাসআলা ঃ কোন স্ত্রীলোক যদি ইকরার করে যে, সে তার স্বামীর মীরাছ পেয়েছে। তারপর ইকরার করে যে, এই ব্যক্তি স্বামীর ভাই। তখন ভাই বললো, আমি তার ভাই আর, কিন্তু তার স্ত্রী নও, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) ও ইমাম যুফার (র)-এর মতে সমুদয় মাল ভাই পাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, স্ত্রীলোকটি এক-চতুর্থাংশ পাবে এবং অবশিষ্ট মাল পাবে ভাই (আল-ফাতাওয়া আস্-সুগরা)।

৩০. মাসআলা ঃ ইব্ন সিমাআ ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে লিখেন যে, কেউ দুই ব্যক্তিকে বললো, তোমরা দু'জন আমার কাছে হাজার দিরহাম এক গোলামের মূল্য বাবদ পাওনা আছো, যে গোলাম তোমরা উভয়ে আমার কাছে বিক্রি করেছিলে। তখন তাদের একজন তার তাসদীক করলো এবং অপরজন বললো, আমি তোমার কাছে পাঁচশত দিরহাম করয পাওনা আছি, যা আমি তোমাকে করয দিয়েছি এবং তাতে আমার সাথে অন্য কেউ শরীক নেই। ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর জবাবে বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর কিয়াসে দাবী এই যে, উভয়ে যা কিছু উসুল করবে, তাতেই অপরজন শরীক হবে। আর আমার মতে, তাদের একজনে যা উসুল করবে, তাতে অপর ব্যক্তি শরীক হবে না–যদি সে তাতে শরীক হওয়াকে তাকযীব বা অস্বীকার করে।

৩১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তিকে বললো, আমি তোমার পিতার থেকে হাজার দিরহাম গসব করেছি। আর তোমরা দু'জন ব্যতীত তার অন্য কোন ওয়ারিছ নেই। তখন দু'জনের একজন তাতে তাকে তাসদীক করলো এবং অপরজন বললো, আমি তোমার কাছে পাঁচ শত দিরহাম করয পাওনা আছি, যা আমি তোমাকে করয দিয়েছি, আর তুমি আমার পিতা থেকে কিছু গসব করোনি। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন; উভয়ের যা কিছু উসুল করবে তাতেই অপর ভাই শরীক হবে (আল-মূহীত)।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ যাতে সুস্পষ্ট দায়মুক্তির ইকরার হয় এবং যাতে হয় না

১. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুকের প্রতি তার কিছু হক নেই, তবে এই দায়মুক্তির মধ্যে সমস্ত হক এসে যায়। তা মাল হোক কিংবা মাল না হোক। যেমন, সত্তার কাফালাত, কিসাস (প্রতিদণ্ড), হদ্দে কযফ (অপবাদের শাস্তি) এবং সেই ঋণ, যা মালের বদলে ওয়াজিব হয়, যেমন, মূল্য, মজুরী; কিংবা যা মালের বদলে ওয়াজিব হয় না যেমন মহর ও অপরাধের দিয়াত এবং যে মালের যিমান লাযিম হয় যেমন, গসব, কিংবা আমানত যেমন, গচ্ছিত বস্তু, ধার, ইজারা ইত্যাদি।

আর যদি বলে যে, অমুকের উপর আমার কোন হক নেই। তবে তাতে যিমান লাযিম হওয়া মাল অন্তর্ভুক্ত হয়। আমানত অন্তর্ভুক্ত হয় না। আর যদি বলে যে, অমুকের কাছে আমার কোন হক নেই। তাতে আমানত শামিল হয়, যিমান লাযিম হওয়া মাল শামিল হয় না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ কেউ বললো, অমুকের কাছে আমার যে মাল পাওনা ছিল, তা থেকে সে মুক্ত, তবে তাতে ঋণসমূহ শামিল হবে। আর যদি বলে, তার কাছে আমার যা পাওনা আছে তা থেকে সে মুক্ত, তবে সেই মাল শামিল হবে, যার মূল হচ্ছে আমানত। আর যার মূল গসব কিংবা মাযমূন (যার যিমান লাযিম হয়), তা শামিল হবে না। আর যদি বলে, আমার সেই মাল হতে মুক্ত, যা তার প্রতি আছে, তবে যিমান ও আমানত থেকে মুক্ত হবে এরপর যদি তালিব (তালবকারী) তার উপর কোন হক দাবী করে, তবে তার উপর তার কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না, যে পর্যন্ত না সাক্ষিগণ এরূপ সাক্ষ্য দিবে যে, এই হক দায়মুক্ত করার পরের, কিংবা যতক্ষণ না দায়মুক্ত করার পরবর্তী কোন সময় ধার্য করবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি সময় বর্ণনা না করা হয়, বরং দাবীর মধ্যে অস্পষ্টতা রাখা হয়, তবে কিয়াস মতে তার দাবী শুনা হবে কিন্তু ইস্তিহ্সান স্বরূপ তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, কারো উপর আমার করয পাওনা নেই। তারপর এক ব্যক্তির উপর যদি করয দাবী করে, তবে তার দাবী সহীহ্ হবে। নাওয়াদিবে ইব্ন রুস্তম কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ বলে, যে সব লোকের উপর আমার করয আছে, তারা তা হতে মুক্ত, তবে তার করযদার ব্যক্তিগণ তাদের করয থেকে মুক্ত হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে এবং বলে যে, এই ব্যক্তি আমার করয থেকে মুক্ত, যা তার উপর আছে কিংবা অমুক সম্প্রদায় মুক্ত, আর ঐ সম্প্রদায় যদি গুটিকয়েক লোক হয়, তবে তারা মুক্ত হতে পারে।

আর অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, লোকদের কাছে আমি যে করয পাও না ছিলাম, তা সমুদয় আমি বুঝে পেয়েছি, তবে তা সহীহ হবে না (মুহীত আস্-সারাখ্সী)

৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তি তার দায় থেকে মুক্ত, যা তার প্রতি আমার পাওনা ছিল, তারপর বলে যে, সে তার কোন কোন দায় থেকে মুক্ত, তবে তা তাসদীক করা যাবে না।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে, তার প্রতি আমার যা আছে, তা হতে সে মুক্ত কিংবা আমার মাল থেকে যা তার প্রতি আছে, মুক্ত, কিংবা আমার করয থেকে যা তার উপর আছে, কিংবা

আমার হক থেকে যা তার উপর আছে, মুক্ত, তবু এই বিধান হবে। কিন্তু হকসমূহ থেকে দায়মুক্ত করার ক্ষেত্রে কাফালত এবং যে অপরাধে কিসাস কিংবা দিয়াত লাযিম হয়, তা দাখিল হবে। কেননা, এগুলো তার হকের অন্তর্ভুক্ত (আস-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি তলবকারী বলে যে, আমি আমার করয থেকে যা অমুক ব্যক্তির উপর আছে, তাকে মুক্ত করে দিয়েছি, কিংবা বলে যে, ঐ ব্যক্তি আমার করয থেকে মুক্ত, যে করয আমার পক্ষ থেকে তার উপর ছিল, তবে এটা মাতলূব বা করযদারের জন্য দায়মুক্তি হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে, তার উপর আমার যে মাল আছে, তা আমি তাকে হিবা করে দিলাম, তবে করযদার করয থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি উপস্থিত থাকে এবং বলে যে, আমি হিবা কবুল করছি না, কিংবা অনুপস্থিত থাকে এবং সংবাদ তার কাছে পৌছলে বলে যে, আমি এই হিবা কবুল করছি না, তবে মাল তার উপর পাওনা থেকে যাবে। আর যদি রদ করার পূর্বে সে মারা যায়, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ আর যদি তলবকারী ইকরার করে যে, অমুকের উপর আমার যে করয পাওনা ছিল, তা থেকে আমার তরফ হতে সে মুক্তি লাভ করেছে, তবে এটা উসুল পাওয়ার ইকরার হবে (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুকের কাছে আমার কোন বস্তু নেই, তবে তা আমানত হতে মুক্তি হবে—করয থেকে মুক্তি হবে না (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুকের প্রতি তার কোন শরঈ হদ্দ নেই, তবে মুকির এরূপ চুরির দাবী করতে পারে, যাতে হাত কাটা যায়। আর যদি বলে যে, অমুকের প্রতি আমার কোন দিয়াত নেই, তবে সে তার উপর ভুলবশত হত্যার দিয়াতের দাবী করতে পারবে না, কিংবা সোলেহ বা কাফালত দ্বারা দিয়াতের দাবী করতে পারবে না।

আর যদি কেউ বলে যে, যখমের কারণে অমুকের প্রতি আমার কোন পাওনা নেই, তবে ভুলবশত যখম করা এবং ইচ্ছাকৃত যখম করা উভয় শামিল হবে–কতল শামিল হবে না (মুহীত আস্-সারাখ্সী)।

আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুকের প্রতি তার কোন কিসাস পাওনা নেই। তবে সে ভুলবশত হত্যা এবং হদ্দের দাবী করতে পারবে।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুকের প্রতি তার কোন কিসাস পাওনা নেই। তবে সে ভুলবশত হত্যা এবং হদ্দের দাবী করতে পারবে।

আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুকের প্রতি তার ভুলবশত যখম করা বাবদ কোন পাওনা নেই, তবে সে ইচ্ছাকৃত যখমের দাবী করতে পারবে, তাতে কিসাস লাযিম হোক বা না হোক (আল-মাবসূত)।

১১. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুকের প্রতি তার কোন খুনের হক পাওনা নেই, তবে সে তার উপর ইচ্ছাকৃত খুন ও ভুলবশত খুনের হক দাবী করতে পারবে না। তা ব্যতীত অন্য দাবী করতে পারবে যাতে খুন নেই (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুকের প্রতি তার কোন হক পাওনা নেই। তারপর তার প্রতি হদ্দে কযফ কিংবা চুরির দাবী করে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয় যে, দায়মুক্তি ঘোষণার পর সে এই কাজ করেছে, তবে গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৩. মাসআলা ঃ আর যদি তাকে বলে যে, সে আমার কযফ করা (অপবাদ দেয়া) হতে মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তারপর তার উপর কযফ করে, তবে সে ইখতিয়ার তার আছে।

আর যদি বলে যে, আমি যে তার প্রতি চুরির অভিযোগ করেছিলাম, তা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে, তবে তার উপর কোন যিমান লাযিম হবে না এবং তার হাতও কাটা যাবে না (মুহীত আস্-সারাখ্সী)।

১৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমার জানা মতে অমুকের প্রতি আমার কোন হক পাওনা নেই। তারপর এই মর্মে সাক্ষী পেশ করে যে, তার উপর তার নির্দিষ্ট হক পাওনা আছে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর এটা কোন কিছুর দায়মুক্তি নয়।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে, আমার জ্ঞানে কিংবা আমার ইয়াকীনে, কিংবা আমার ধারণায় কিংবা আমার মতে কিংবা আমি যা দেখছি কিংবা আমি যা ধারণা করছি, কিংবা আমি যা হিসাব করছি, কিংবা আমি যা খেয়াল করছি, কিংবা আমার হিসাবে কিংবা আমার লেখা মতে তার কাছে আমার কোন হক পাওনা নেই, তবু এই বিধান হবে।

আর যদি বলে যে, আমি জানি অমুকের কাছে আমার কোন হক পাওনা নেই। কিংবা আমি নিশ্চিত জানি যে, তার কাছে আমার কোন হক পাওনা নেই, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-হাবী)।

১৫. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি অমুক ব্যক্তি থেকে কোন বস্তুর মধ্যে নেই, তারপর সাক্ষ্য পেশ করে যে, তার উপর এই কথার পূর্বের মাল পাওনা আছে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর এই কথা বাতিল হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে যে, আমি অমুক থেকে দায়মুক্ত হয়েছি কিংবা অমুক ব্যক্তি আমার থেকে দায়মুক্ত হয়েছে, তবে এই কথা দ্বারা উভয়ের মধ্য থেকে কারো জন্য অপরের কোন হক থেকে দায়মুক্তি হবে না (আল-মাবসূত)

১৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, যে ঘর অমুকের কবযায় আছে, তার থেকে কোন বস্তুর মধ্যে আমি নেই। অর্থাৎ যে ঘর তার কবযায় আছে, তাতে আমার কোন হক নেই। তারপর যদি ঐ ঘর সম্পর্কে কিছু দাবী করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি এই ঘর থেকে মুক্ত অর্থাৎ এর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তারপর যদি ঐ ঘর সম্পর্কে দাবী করে এবং সাক্ষী পেশ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু যদি দায়মুক্তির পর নতুন কোন হক সৃষ্টি হওয়ার দাবী করে, তবে তার উপর তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমি এই ঘর থেকে বের হয়েছি, তবে তা কোন কিছুর ইকরার হবে না। আর যদি বলে যে, আমি ঘর হতে বের হয়েছি একশত দিরহামের উপর কিংবা একশত দিরহামের বিনিময়ে এবং তা আমি কবযা করেছি, তবে তা এ বিষয়ের ইকরার হবে যে, তাতে আমার কোন হক নেই। আর এই বিধানই জীবজন্তু, মাল-আসবাব ও করযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তারপর যদি কবযাকারী তা অস্বীকার করে বলে যে, এই ঘর আমার এবং একশত দিরহাম তুমি আমার কাছ থেকে গসব করেছো, তবে তার উপর কসম নেয়া যাবে। যদি সে কসম করে, তবে একশত দিরহাম ফেরত পাবে। আর মুকির তার অভিযোগের উপর বহাল থাকবে (আল-মাবসূত)।

১৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, আমি এই গোলাম থেকে মুক্ত। তারপর তা দাবী করে এবং সাক্ষী পেশ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি কেউ

বলে যে, আমি এই গোলাম হতে বের হয়ে গিয়েছি, কিংবা বলে যে, এই গোলাম আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে গিয়েছে, কিংবা বলে যে, আমার হাত থেকে বের হয়ে গিয়েছে, এরপর তার দাবী করে এবং সাক্ষী পেশ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, এই গোলাম তোমার এবং সে বলে যে, ঐ গোলাম আমার নয়। তারপর বলে যে, বরং সে আমার, তবে গোলাম তার হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি তার উপর সে সাক্ষী পেশ করে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-মাবসূত)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ বললো, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং সেই অমুক ব্যক্তি বললো যে, তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা নেই, তবে তার ইকরার রদ হয়ে যাবে, তারপর যদি পুনরায় ইকরার করে এবং মুকির লাহ্ বলে যে, হ্যাঁ। তবে তার উপর তা লাযিম হবে (মহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

২২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, এই দাসী অমুকের। আমি তার কাছ থেকে গসব করেছি। তারপর সেই অমুক ব্যক্তি বললো যে, এই দাসী আমার নয়। তবে তার ইকরার বাতিল হয়ে যাবে। তারপর যদি পুনরায় ইকরার করে এবং মুকির লাহ্ তা দাবী করে, তবে তাকে তা দেয়া হবে (আল-মাবসূত)।

২৩. মাসআলা ঃ বাশার ইব্ন ওয়ালীদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বললো, আমি তোমার কাছে যা পাওনা আছি, তা থেকে তোমাকে মুক্ত করলাম। তারপর ঐ ব্যক্তি তার জবাবে বললো যে, তুমি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছো। তারপর প্রথম ব্যক্তি বললো যে, তুমি সত্য বলেছো। তবে কিয়াস অনুযায়ী তার উপর হাজার দিরহাম লাযিম হবে। আর ইস্তিহ্সান স্বরূপ সে তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম পাওনার দুইজন সাক্ষী নিয়ে এলো এবং মাতলূব হাজার দিরহাম থেকে মুক্তিলাভের দুইজন সাক্ষী পেশ করলো। আর যদি মালের তারিখ থাকে এবং মালের তারিখের পর দায়মুক্তির তারিখ হয়, তবে মুক্তির নির্দেশ দেয়া হবে। আর যদি মালের চেকের তারিখ দায়মুক্তির তারিখের পর হয়, তবে মাল পাওনার নির্দেশ হবে। আর যদি কোনটিরই তারিখ না থাকে, তবে মুক্তিলাভই নিরূপিত হবে। অনুরূপভাবে যদি উভয়ের তারিখ এক সমান হয়, তবু মুক্তির নির্দেশ হবে।

আর যদি মালের চেকের মধ্যে তারিখ থাকে এবং মুক্তির তারিখ না থাকে, কিংবা তার বিপরীত হয়, তবে মুক্তির নির্দেশ দেয়া হবে।

আর যদি কোন ব্যক্তির কোন ব্যক্তির উপর মাল পাওনার দুটি চেক থাকে এবং প্রত্যেকটি চেক হাজার দিরহামের হয়, আর চেকদ্বয়ের তারিখ বিভিন্ন হয়। পক্ষান্তরে মাতলূবের কাছে যদি মুক্তির দুটি চেক থাকে এবং তার একটি চেক হাজার দিরহাম থেকে মুক্তির ও অপর চেকটি পাঁচশত দিরহাম থেকে মুক্তির হয়, তারপর তাকে মাতূলব বলে যে, আমার কাছে তোমার হাজার দিরহাম পাওনা ছিল, অথচ তুমি আমার কাছ থেকে এক হাজার পাঁচশত দিরহাম নিয়েছো, আর তালিব বলে যে, তোমার কাছে আমার দুই হাজার দিরহাম পাওনা ছিল, অথচ আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই নেইনি। তবে মাতলূব এক হাজার ও পাঁচশত দিরহাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তালিব দুই হাজারের বাকী অংশ পাঁচশত দিরহাম নিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংশ্লিষ্ট মাসআলা

১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামি' কিতাবে বলেছেন, এক ব্যক্তির কাছে একটি ঘর আছে। সে ইকরার করলো এবং বললো, এই ঘর অমুকের। তাতে আমার কোন হক নেই। মুকির লাহু বললো, এই ঘর আমার কখনো ছিল না। কিন্তু এই ঘর অমুকের। এর দ্বারা সে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে। এ ব্যাপারে তৃতীয় ব্যক্তি তার তাসদীক করলো, তবে কাযী তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ঐ ঘরের নির্দেশ দিবেন। এ বিধান তখন হবে, যখন প্রথম মুকির লাহু "এই ঘর আমার কখনো ছিলো না" তার এই কথার সাথে মিলিয়ে বলবে যে, "কিন্তু এই ঘর অমুকের"। আর যদি এ কথা পৃথক ভাবে বলে, তবে এরূপ বিধান হবে না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির জন্য এক লোক করযের ইকরার করলো, তারপর মুকির লাহু ইকরার করলো যে, এই করয অমুকের এবং অমুক তার তাসদীক করলো, তবে তা সহীহ্ হবে। আর উসূল করার অধিকার প্রথম ব্যক্তি লাভ করবে– দ্বিতীয় ব্যক্তি নয়। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পরিশোধ করে, তবে দায়মুক্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তির কাছে আমার যে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তা অমুকের, আমার নয়। তারপর অমুক বললো, অমুকের কাছে আমার ঐ হাজার দিরহাম পাওনা নেই, তবে যার উপর মাল পাওনা আছে, সে মুক্ত হবে না।

আর যদি মুকির লাহু বলে যে, অমুকের কাছে আমার কিছু পাওনা নেই, তবে সে তা থেকে দায়মুক্ত হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

৪. মাসআলা ঃ হিশাম ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম আছে। সে আরেক ব্যক্তিকে বললো, এই হাজার দিরহাম তোমার। তুমি তোমার ভাই থেকে মীরাছ পেয়েছো। আর মুকির লাহু বললো, তা এই অপর ব্যক্তির। সে তার ভাই থেকে মীরাছ পেয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এ কথা যদি সে তার ইকরারের সাথে সাথে বলে, তবে হাজার দিরহাম ঐ অপর মুকির লাহুকে দেয়া হবে (আল-মুহীত)।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ তালজিয়ার সাথে ইকরার করা

১. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তি তার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে তালজিয়া ('মিছামিছি') রূপে এবং তালিব বলে যে, না বরং তা হক (সত্য)। এক্ষেত্রে মুকির লাহু যদি 'তালজিয়া'-এর বিষয়টি ইকরার না করে এক্ষেত্রে, তবে মুকিরের উপর মাল লাযিম হবে। কিন্তু যদি মুকির লাহু মুকিরের কথার তাসদীক করে, তবে মুকিরের উপর কিছু লাযিম হবে না।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, তোমরা সাক্ষী থাকো, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে অলীক বাতিল ও মিথ্যা ভাবে হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং সেই অমুক ব্যক্তি বলে যে, সে যা কিছু বলেছে সবই সত্য বলেছে, তবে তার উপর কিছু লাযিম হবে না। আর যদি বলে যে, সে মালের ইকরারের ক্ষেত্রে সত্য বলেছে এবং 'মিথ্যা ও বাতিল' কথাটি মিথ্যা বলেছে তবে মুকির থেকে হাজার দিরহাম উসুল করা যাবে।

আর অনুরূপভাবে যদি ইকরার করে যে, সে অমুকের কাছে তার ঘর হাজার দিরহামে বিক্রি করেছে, তালজিয়া ভাবে, তবে মুকিরের উপর বিক্রি লাযিম হবে– যদি 'তালজিয়া ভাবে' 'মুকির'-এর একথাটি যেমুকির লাহু তাকযীব করে। আর যদি তার সব কথা তাসদীক করে, তবে বিক্রি বাতিল হবে। আর যদি বলে যে, সে সত্য বলেছে, তবু বাতিল হবে। কেননা, সাধারণভাবে তাসদীক করা সমস্ত ইকরারের তাসদীক করা বলে সাব্যস্ত হবে, যদি তার মধ্য হতে কোন কথা নির্দিষ্ট করা না হয় (আল-মাবসূত)

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, তোমার উপর আমার কোন হক নেই। কিন্তু তোমার কাছে আমার হাজার দিরহাম পাওনা থাকার সাক্ষী করে নাও। তখন অপর ব্যক্তি বললো, হ্যাঁ আমার কাছে তোমার কোন হক পাওনা নেই। তারপর তার জন্য নিজের কাছে হাজার দিরহাম পাওনার সাক্ষী করে দিলো। আর সাক্ষিগণ এসব কথা শুনছিল, তবে তা বাতিল হবে। তার উপর কিছু লাযিম হবে না। আর সাক্ষীদেরও তার উপর ঐ মাল পাওনা থাকার সাক্ষ্য দেয়া সঙ্গত হবে না।

আর যদি বলে যে, তোমার কাছে আমার হাজার দিরহাম পাওনা সাক্ষী রাখো এই শর্তে যে, তা বাতিল কিংবা এই শর্তে যে, তুমি তা থেকে মুক্ত– এবং সে তাই করে, তবে তার উপর ঐ দিরহামের মধ্য থেকে কিছু লাযিম হবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলাকে বলে, আমি চাই যে, তোমাকে তালজিয়া ও বাতিল রূপে হাজার দিরহামে বিবাহ করার উপর সাক্ষী বানিয়ে নেবো। মহিলা বললো,হ্যাঁ এইভাবে সাক্ষী বানিয়ে নাও। আর সাক্ষীগণ একথা শুনতে পাচ্ছিলো। তারা সেখানে উপস্থিত ছিল। তারপর সে সাক্ষী রাখলো যে, সে এই মহিলাকে হাজার দিরহামে বিবাহ করেছে এবং মহিলা তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করলো। তবে বিবাহ জাইয হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে তালাক, ইতাক (আযাদ করা) মালের উপর হোক কিংবা বিনা মালে হোক। আর খুলার এরূপ অবস্থায় এরূপ বিধান হবে এবং যে ক্ষেত্রে মাল ধার্য হবে, সে মালও ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি এই ভাবে গোলাম মুকাতাব করা হয়, তবে তা বিক্রির মতো বাতিল হবে (আল-হাবী)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কোন মহিলাকে বলে যে, আমি গোপনে তোমাকে হাজার দিরহাম মাহর দিবো এবং প্রকাশ্যে দুই হাজার দিরহাম ব্যক্ত করবো এবং তার উপর সাক্ষী

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাখবো। তবে তার মাহর হবে এক হাজার দিরহাম। আর যদি পরস্পরে ধার্য করে যে, মাহর গোপনে এক হাজার দিরহাম থাকবে এবং প্রকাশ্যে একশত দীনার ব্যক্ত করা হবে আর উভয়ে এরূপই করলো, তবে মহিলা মাহরে মিছ্‌ল (সদৃশ মাহর) পাবে। আর যদি এরূপ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ঘটে হাজার দিরহাম ও একশত দীনারের মধ্যে। তবে কিয়াস অনুযায়ী বিক্রয় বাতিল হবে এবং ইসতিহসান স্বরূপ বিক্রয় শুদ্ধ হবে।

আর যদি এরূপ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক হাজার দিরহাম ও দুই হাজার দিরহামের মধ্যে ঘটে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আমার জানা মতে ইমাম আবূ হানীফা (র)- এর মতে দুই হাজার দিরহামে বিক্রয় হবে। মুআল্লা (র) এরূপই ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) তার ইমলা কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিক্রয় এক হাজার দিরহামে শুদ্ধ হবে। আর এটাই ঐ ইমামদ্বয়ের অভিমত (আল-মাবসূত)।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ঃ বিবাহ, তালাক ও দাস-দাসী করার ইকরার

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি ইকরার করলো যে, সে সুস্থ অবস্থায় কিংবা রুগ্ন অবস্থায় অমুক মহিলাকে হাজার দিরহামের মাহরে বিবাহ করেছে। তারপর তা অস্বীকার করলো, আর সেই মহিলা তার জীবিত অবস্থায় কিংবা তার মৃত্যুর পর তার তাসদীক করলো। তবে তা জাইয হবে, এবং মীরাছ ও মাহর সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি বিবাহ রুগ্ন অবস্থায় হয় এবং মাহর সদৃশ মাহর থেকে অধিক হয়, তবে সেই অধিক মাহরটুকু বাতিল হবে।

আর যদি কোন স্ত্রীলোক সুস্থ অবস্থায় কিংবা রুগ্ন অবস্থায় ইকরার করে যে, সে অমুক ব্যক্তির সাথে এত মহরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তারপর তা অস্বীকার করে, এক্ষেত্রে স্বামী যদি ঐ স্ত্রীলোকের জীবদ্দশায় তার তাসদীক করে, তবে বিবাহ সাব্যস্ত হবে। আর যদি ঐ স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর তার তাসদীক করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিবাহ সব্যস্ত হবে না। আর স্বামী তার মীরাছ পাবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন, বিবাহ সাব্যস্ত হবে (আল-মাবসূত)।

২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করেছি এবং বলেছি ইনশাআল্লাহ, তবে এটা বিবাহের ইকরার হবে না, বরং তা বিবাহের অস্বীকৃতি হবে। এমনকি ঐ মহিলা যদি বলে যে, ঐ ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ্ বলেনি, তবু স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি মহিলা এরূপ ইকরার করে, তবু একই বিধান হবে।

অনুরূপভাবে যদি তালাক ও ইতাকের মধ্যে বলে যে, আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি এবং বলেছি ইনশাআল্লাহ। কিংবা আমি তোমাকে আযাদ করেছি এবং বলেছি ইনশাআল্লাহ, তবু একই বিধান হবে।

আর যদি ঐ ব্যক্তি ঐ মহিলাকে বলে যে, আমি কি গতকাল তোমাকে বিবাহ করেছিলাম না? কিংবা আমি কি গতকাল তোমাকে বিবাহ করিনি? কিংবা এরূপ নয় কি যে, গতকাল আমি তোমাকে বিবাহ করেছি। তখন ঐ মহিলা বললো, হ্যাঁ, তবে এটা ঐ মহিলার পক্ষ থেকে বিবাহের ইকরার হবে। কেননা, প্রশ্নবোধক অব্যয় যখন না-বাচক বাক্যের শুরুতে ব্যবহার হয়, তখন তার অর্থ হয় হ্যাঁ-বাচক। সুতরাং ঐ ব্যক্তি যেন ঐ মহিলাকে বলেছিল যে, আমি তোমাকে বিবাহ করেছি। তখন ঐ মহিলা বললো, হ্যাঁ (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে যে, আমি কি গতকাল তোমাকে তালাক দেইনি ? তখন স্ত্রী বললো, হ্যাঁ। তবে তা তালাকের ইকরার হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীকে বলে যে, তোমাকে আমি গতকাল বিবাহ করেছি এবং নারী বলে যে, না। তারপর বললো, হ্যাঁ। তখন স্বামী বললো, না, তবে বিবাহ লাযিম হবে। আর যদি সে ঐ নারীকে বলে যে, আমি কি গতকাল তোমাকে তালাক দেইনি ? তবে এটা তার বিবাহ ও তালাক উভয়ের জন্য ইকরার হবে। আর যদি বলে যে, আমি কি তোমাকে গতকাল তালাক দিয়েছি ? তবে এটা বিবাহের ইকরার হবে- তালাকের ইকরার হবে না (আল-মুহীত)

৫. মাসআলা ঃ এক মহিলা এক লোককে বললো যে, আমাকে তুমি তালাক দাও, তবে এটা বিবাহের ইকরার হবে। অনুরূপভাবে যদি মহিলা বলে যে, তুমি হাজার দিরহামে আমার সাথে খুলা করে নাও, তবে তারও একই বিধান হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি মহিলা বলে যে, সে আমাকে গতকাল হাজার দিরহামে তালাক দিয়েছে, কিংবা বললো, সে আমার সাথে গতকাল হাজার দিরহামে খুলা করেছে, কিংবা তুমি আমার সাথে যিহার করেছো কিংবা ঈলা করেছো তবু এরূপ বিধান হবে (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ যদি সে মহিলাকে বলে যে, আমি তোমার সাথে ঈলাকারী কিংবা যিহারকারী তবে তা বিবাহের ইকরার হবে। আর যদি সে বলে যে, তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো, তবে তা বিবাহের ইকরার হবে না (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বলে যে, তুমি মালের বিনিময়ে আমার দ্বারা খুলা করিয়ে নাও, তবে এটা তার পক্ষ থেকে এ কথার ইকরার হবে যে, সে ঐ মহিলাকে বিবাহ করেছে (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা বলে যে, তুমি আমাকে তালাক দাও এবং পুরুষ লোকটি বললো যে, তুমি ইখতিয়ার করো, কিংবা সে তাকে বললো যে, তালাকের ব্যাপারে তোমার বিষয় তোমার হাতে কিংবা 'তালাকের ব্যাপারে' কথাটি বললো না, তবে এটা পুরুষ লোকটির পক্ষ থেকে বিবাহের ইকরার হবে। আর যদি প্রথমেই একথা বলে যে, তালাকের ব্যাপারে তোমার বিষয় তোমার ইখতিয়ারে, তবে এটা পুরুষ লোকটির পক্ষ থেকে বিবাহের ইকরার হবে। আর যদি 'তালাকের ব্যাপারে' কথাটি না বলে, তবে তা বিবাহের ইকরার হবে না (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তালিক (বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত), তবে তা বিবাহের ইকরার হবে। আর যদি বলে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমার কাছে যাবো না। তবে তা বিবাহের ইকরার হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি বলে যে, তুমি আমার উপর হারাম কিংবা বায়েন কিংবা বাত্তাতুন। তবু তা বিবাহের ইকরার হবে না। কিন্তু যদি মহিলা তালাক প্রার্থনা করে এবং তার জবাবে লোকটি একথা বলে, তবে তা বিবাহের ইকরার হবে (মুহীত আস সারাখ্‌সী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন মহিলাকে বলে যে, আমার এই পুত্র তোমার থেকে জন্মলাভ করেছে এবং মহিলা বলে যে, হ্যাঁ। তবে তা বিবাহের ইকরার হবে। অনুরূপভাবে যদি সে ঐ মহিলাকে বলে যে, এটি আমাদের উভয়ের পুত্র এবং মহিলা বলে যে, হ্যাঁ, তবু তা বিবাহের ইকরার হবে। আর যদি ঐ ব্যক্তি যে মহিলার সাথে এইসব কথাবার্তা বলেছে, সে তার দাসী হয়, তবে তা বিবাহের ইকরার হবে না (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি সে ইকরার করে যে, সে মহিলাকে তিন মাস থেকে তালাক দিয়েছে, বাস্তবে সে তাকে একমাস পূর্বে বিবাহ করে থাকে, তবে তার উপর কোন তালাকপতিত হবে না। আর যদি চার মাস পূর্বে বিবাহ করে থাকে, তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু যদি মহিলা ঐ ব্যক্তির কথার তাসদীক করে অর্থাৎ তিন মাস পূর্বে তালাক দেয়া, তবে তার ইদ্দত তখন থেকে হবে, যখন তার উপর তালাক পতিত হয়েছে। আর যদি মহিলা ঐ ব্যক্তির কথার তাকযীব করে, তবে তার ইদ্দত তার স্বামীর ইকরারের সময় হতে আরম্ভ হবে (আল-মাবসূত)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কেউ সঙ্গমের পর ইকরার করে যে, সে তার স্ত্রীকে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিয়েছে, এক্ষেত্রে যদি সে তার মাহর ধার্য করে থাকে, তবে তালাক পতিত হবে এবং স্ত্রী ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক পাবে। কেননা সে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দেয়ার ইকরার করেছে। আর তালাকের পর সঙ্গম করেছে বলে ইকরার করলে সে মহরে মিছ্‌ল পাবে (আল- মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ এক স্ত্রীলোক ইকরার করলো যে, অমুক ব্যক্তি তার সাথে সঙ্গম করেছে বিবাহ কিংবা মালিকানার ভিত্তিতে এবং ঐ ব্যক্তি তা অস্বীকার করলো। তারপর ঐ স্ত্রীলোক ঐ ব্যক্তির পুত্র কিংবা পিতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো, তবে তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না।

অনুরূপভাবে যদি কোন স্ত্রীলোক দাবী করে যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছে এবং সে বলে যে, আমি তোমাকে এক তালাক দিয়েছি। তারপর ঐ স্ত্রীলোকের অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ হওয়ার পূর্বে সে তাকে বিবাহ করে, তবে তা জাইয হবে।

অনুরূপভাবে যদি কোন স্ত্রীলোক ইকরার করে যে, সে এক শিশুকে দুধপান করিয়েছে। তারপর ঐ শিশু বালিগ হয় এবং সে ঐ স্ত্রীলোককে বিবাহ করে কিংবা তার কন্যাকে বিবাহ করে, তবে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না। তবে ঐ দু'জনের কারো সাথে তার কুরবত বা সঙ্গম করা উচিত নয়। আর এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকের তরফ থেকে ইকরার হলে তাতে বিবাহ ভঙ্গ হয় না। আর যদি স্বামীর তরফ থেকে ইকরার হয় এবং সে দাবী করে যে, এই স্ত্রীলোক আমার সহোদরা ভগ্নী আর সে তার এই দাবীর উপর অটল থাকে, তারপর ঐ স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, তবে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হবে। আর স্বামীর উপর অর্ধেক মাহর লাযিম হবে। (মুহীত ঃ আস্‌-সারাখ্‌সী)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। তারপর ঐ স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের কাছে বিবাহ বসার পূর্বে সে তাকে পুনরায় বিবাহ করলো এবং স্ত্রী বললো যে, তুমি আমাকে তালাক দাওনি। কিংবা বলে যে, আমি অন্য পুরুষের কাছে বিবাহ বসেছি এবং সে সঙ্গম করেছে। তবে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। আর স্বামীর উপর ঐ স্ত্রীর জন্য সঙ্গমের পূর্বে অর্ধেক মাহর ওয়াজিব হবে এবং সঙ্গমের পরে হলে সম্পূর্ণ মাহর ও ইদ্দতের খোরপোষ ওয়াজিব হবে (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি কোন অজ্ঞাত বংশের কোন মহিলা ইকরার করে যে, সে তার স্বামীর পিতার কন্যা এবং স্বামীর পিতা তার তাসদীক করে আর স্বামী তার তাকযীব করে, তবে কাযী তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবে।

দুই মহিলা—যাদের পরস্পরে দুই বোন হওয়া সুপরিচিত এবং তারা উভয়ে যমজ হয়েছে। এই দু'জনের একজনকে কোন এক ব্যক্তি বিবাহ করলো। তারপর দ্বিতীয় মহিলা ইকরার করলো যে, সে তার বোনের স্বামীর পিতার কন্যা এবং মুকির লাহু তথা স্বামীর পিতা তার কথার তাসদীক করলো, আর তার বোন ও বোনের স্বামী তার তাকযীব করলো, তবে কাযী তার বোন ও বোনের স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবেন (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি ইকরার করলো যে, সে তার দাসীর সাথে সংগম করেছে। তারপর ঐ দাসীকে ঐ ব্যক্তির পিতা কিংবা পুত্র খরিদ করলো, তবে ঐ দাসীর সাথে তার সংগম করা বৈধ হবে না।

অনুরূপভাবে যদি পিতা কিংবা পুত্রের সংগম করার পর ঐ ব্যক্তি এরূপ ইকরার করে, তবু এই বিধান প্রযোজ্য হবে এবং ঐ ব্যক্তির কথার তাসদীক করা হবে, যদি ঐ ব্যক্তি সৎ ও দীনদার হয়। আর এটা হচ্ছে ইস্‌তিহ্‌সান।

আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে তার মালিকানার ভিত্তিতে তার দাসীর সাথে সংগম করেছে, তারপর তাকে আযাদ করেছে, তারপর তার পুত্র তাকে বিবাহ করেছে, তবে কিয়াস অনুযায়ী পিতার তাসদীক করা যাবে না এবং বিবাহ জাইয হবে। আর ইস্‌তিহ্‌সান স্বরূপ তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে (মুহীত ঃ আস্‌-সারাখ্‌সী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৭. মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা ইকরার করে যে, সে অমুক ব্যক্তির দাসী এবং তার দাসী হওয়া ও আযাদ হওয়া সম্পর্কে কোন কিছু জানা না যায়, তবে তার ইকরার সহীহ্ হবে। আর সে তার মুকির লাহ্র দাসী সাব্যস্ত হবে। সে তার দাসীর সাথে যে আচরণ করে, তার সাথেও সেই আচরণ করবে। আর বাহ্যত এ মাসআলা এটা প্রমাণ করে যে, যদিও মুকির লাহ্র জানা থাকে যে, ঐ মহিলা তার ইকরারের মধ্যে মিথ্যাবাদী, তবু ঐ মহিলা তার দাসী হবে। তাকে দাসীর মতই রাখবে, তার থেকে খিদমত নিবে এবং তার সাথে সংগম করবে।

আর আমাদের মাশাইখ কিরাম বলেন, বিশুদ্ধতর মত হলো, তার সাথে দাসীসুলভ আচরণ তখন করতে পারবে, যখন মুকির লাহ্ জানতে পারবে যে, ঐ মহিলা যা বলছে, তাতে সে সত্যবাদিনী। আর যদি জানতে পারে যে, সে মিথ্যাবাদিনী তবে তাকে কাজে লাগানো বৈধ হবে না।

অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তির যদি অবস্থা অজানা হয়, তার গোলাম হওয়া কিংবা আযাদ হওয়া যদি জানা না যায় এবং সে যদি কারো জন্য নিজের গোলাম হওয়া ইকরার করে, আর মুকির লাহ্ তার এই ইকরারকে তাসদীক করে, তবে তার এই ইকরার সহীহ্ হবে। অনুরূপভাবে কোন বালক কিংবা বালিকা যদি ভাল-মন্দ বুঝতে পারে এবং কথাবার্তা বলতে পারে এবং সে যদি তাকে কারো গোলাম কিংবা দাসী বলে ইকরার করে, তবে তার ইকরার সহীহ্ হবে। এবং সে মুকির লাহ্র গোলাম বা দাসী সাব্যস্ত হবে– যদি সে তার ইকরাকে তাসদীক করে। আর লাকীত বা কুড়িয়ে পাওয়া লোকের বিধানও গোলাম হওয়া কিংবা আযাদ হওয়ার ক্ষেত্রে অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তির বিধানের অনুরূপ হবে। আর এ বিধান তখন হবে, যখন তার আযাদ হওয়া কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত না হয়। আর যদি তার আযাদ হওয়া কোন প্রকার দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়, যেমন তার পিতামাতা মূলগত ভাবে আযাদ থাকে কিংবা আযাদ বলে পরিচিত থাকে, তবে কাযী তার ইকরারে তাকে তাসদীক করবেন না এবং তাকে মুকির লাহ্র গোলাম কিংবা দাসী রূপে সাব্যস্ত করবেন না।

অনুরূপভাবে যদি কাযী তার উপর আযাদ লোকদের কোন বিধান জারী করে, যেমন সে কাউকে যখম করেছে, কিংবা তাকে কেউ যখম করেছে এবং কাযী আযাদ লোকদের অনুরূপ দিয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন, তবে তার উপর গোলামীর ইকরারের তাসদীক করবেন না।

আর অনুরূপভাবে যদি জানা যায় যে, সে এক ব্যক্তির আযাদকৃত এবং সে অন্য কোন ব্যক্তির গোলাম হওয়া ইকরার করে, তবে তার ইকরার সহীহ্ হবে না। কিন্তু যদি আযাদকৃত ব্যক্তি তার গোলাম হওয়ার ইকরার করে, এবং মুকির লাহ্ তার তাসদীক করে, তবে তার ইকরার জাইয হবে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এমন এক মহিলাকে বিবাহ করলো, যার আযাদ হওয়া কিংবা দাসী হওয়া অজ্ঞাত, তবে তার যাহিরী আযাদীর উপর বিবাহ জাইয হবে। আর যদি তার কয়েকটি সন্তান হয়, তারপর সে কারো দাসী হওয়ার কথা ইকরার করে এবং মুকির লাহ্ তার তাসদীক করে, আর স্বামী অস্বীকার করে, তবে মহিলার পক্ষে তার ইকরারের তাসদীক কর হবে এবং মহিলা মুকির লাহ্ দাসী হবে ও সে তার মাল পাবে। আর স্বামীর পক্ষে তা ইকরারকে তাসদীক করা যাবে না। এমনকি মুনীবের অনুমতি না হলে বিবাহ বাতিল হবে না আর মুকির লাহ্ ঐ মহিলাকে তার স্বামীর সাথে মিলতে নিষেধ করতে পারবে না। কিন্তু মুকির লাহ্কে ঐ মহিলা থেকে খিদমত নিতে নিষেধ করতে পারবে (আত্-তাহ্রীর শারহ জামিইল কাবীর)।

১৯. মাসআলা ঃ আর যদি এরূপ মহিলাকে স্বামী তার ইকরারের পূর্বে মাহর দিয়ে দেয়, তবে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি ইকরারের পরে দেয় তবে দায়মুক্ত হবে না। আর যে সন্তান ইকরারের পূর্বে জন্মলাভ করেছে কিংবা ইকরারের পর ছয় মাসের পূর্বে জন্মলাভ করেছে, সে আযাদ হবে। আর যদি ছয় মাসের অধিক কাল পর জন্মলাভ করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে গোলাম হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর বিপরীত বলেন। আর ঐ মহিলার পূর্ণ তালাক হবে দুই তালাক এবং তার ইদ্দত হবে দুই হায়েয। আর এর উপরই ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর যদি তার ইকরার করার পূর্বে স্বামী তাকে দুই তালাক দেয় তবে সে রাজআত (পুনগ্রহণ) করতে পারবে এবং সে তাকে তৃতীয় তালাক দিতে পারবে। আর যদি মুকির লাহ্ তাকে আযাদ করে দেয়, তবে স্বামীর বিবাহে থাকা-না থাকার তার ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি স্বামী তার সাথে ঈলা করে, এরপর দুই মাস অতীত হওয়ার পূর্বে সে দাসী হওয়ার ইকরার করে, তবে তার ঈলার সময়কাল দুইমাস হবে। আর যদি দুই মাস অতীত হওয়ার পর সে ইকরার করে, তবে ঈলার সময়কাল চার মাস স্থির করা হবে। (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২০. মাসআলা ঃ আর যদি ঐ দাসীকে কেউ যখম করে, তবে তার দিয়াত (জরিমানা) মুকির লাহ্ পাবে। আর যদি ঐ দাসী কাউকে যখম করে, তবে মুকির লাহ্ ইচ্ছা করলে তার দিয়াত পরিশোধ করবে কিংবা তার পরিবর্তে দাসীকে সোপর্দ করবে (আল-কাফী)।

২১. মাসআলা ঃ যদি স্বামী তাকে দুই তালাক দেয় এবং সে না জানে যে, ঐ মহিলা কারো দাসী হওয়ার ইকরার করেছে, তবে সে রাজআত করতে পারবে, আর যদি সে অবগত থাকে, তবে রাজআত করতে পারবে, আর না এটাই বিশুদ্ধ মত।

আর অনুরূপভাবে যদি স্বামী তাকে দুই তালাক দেয়ার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, তারপর ঐ মহিলা কারো দাসী হওয়ার ইকরার করে, এবং স্বামী তা অবগত হয়, কিন্তু সে উকীলকে বরখাস্ত না করে, এমনকি উকীল তাকে দুই তালাক দেয়, তবে মহিলা তাতে বাইন হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী এই ইকরার সম্পর্কে না জানে কিংবা জানে কিন্তু উকীলকে বরখাস্ত করতে সক্ষম না হয়, তবে তার সাথে রাজআত করতে পারবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২২. মাসআলা ঃ যদি স্বামী তাকে এক তালাক দেয় এবং তার ইদ্দত থেকে এক হায়েয অতীত হয়, তারপর সে নিজের দাসী হওয়ার ইকরার করে, তবে তার ইদ্দত দুই হায়েয হবে, আর যদি দুই হায়েয অতীত হওয়ার পর, সে দাসী হওয়ার ইকরার করে, তবে তার ইদ্দত তিন হায়েয হবে।

আর যদি স্বামী তার সাথে ঈলা করে এবং এক মাস অতীত হয়, তারপর আবার ঈলা করে এবং তারপর এক মাস অতীত হয়, এরপর সে দাসী হওয়ার ইকরার করে, তবে প্রথম ঈলার সময়কাল চারমাস এবং দ্বিতীয় ঈলার সময়কাল দুই মাস স্থির করা হবে। তারপর যদি ইকরারের সময় থেকে একমাস অতীত হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় ঈলার দরুন সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ঈলার সময়কাল প্রথম ঈলার সময়কালের উপর অগ্রগণ্য হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে যদি তার সাথে ঈলা করে তারপর বলে যে, যদি দুইমাস অতীত হয়, তবে আল্লাহ্র কসম আমি তোমার সাথে মিলিত হবো না। তারপর যখন দুই মাস অতীত হলো, তখন সে দাসী হওয়ার ইকরার করলো, তবে প্রথম ঈলার সময়কাল চারমাস এবং দ্বিতীয় ঈলার সময়কাল দুই মাস হবে। তারপর যদি ইকরারের পর দুইমাস অতীত হয়, তবে দুই ঈলার কারণে দুই তালাকে বাইন হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৩. মাসআলা ঃ আর যদি ঐ মহিলাকে বলে যে, তুমি যখন ঘরে প্রবেশ করবে, কিংবা যখন অমুকের সাথে কথা বলবে, কিংবা যুহরের নামায পড়বে কিংবা যখন মাস শুরু হবে, তখন তুমি দুই তালাকপ্রাপ্ত হবে। তারপর ঐ মহিলা দাসী হওয়ার ইকরার করলো। তারপর শর্ত পাওয়া গেলো, তবে তার উপর দুই তালাক পতিত হবে। আর স্বামীর তার সাথে রাজআত করার ইখতিয়ার থাকবে। কেননা, তা'লীক (শর্তযুক্ততা) থেকে রুজূ করা সিদ্ধ নয়। সুতরাং তার তদারক সম্ভব নয়। আর তা'লীক এরূপ শর্তের উপর করা হয়েছে, যাতে রাজআত সম্ভব হয়। কাজেই যদি হুরমতে গলীযা বা কঠিন হারাম হয়, যাতে রাজআত করা বৈধ না থাকে, তবে স্বামীর ক্ষতি হবে এবং এই ক্ষতি হবে ঐ মহিলার ইকরারের কারণে, তাই হুরমতে গলীযা হবে না।

আর অনুরূপভাবে যদি দুই তালাক দেয়ার ব্যাপারে তার বিষয়টি তার হাতে অর্পণ করে। কিংবা কোন আজনবী ব্যক্তির হাতে অর্পণ করে, তারপর ঐ মহিলা কারো দাসী হওয়ার ইকরার করে, তবু একই বিধান হবে। কেননা, তালাকের বিষয় ন্যস্ত করা অবশ্যপালনীয় হয়ে থাকে। তার তদারকও রুজূ দ্বারা সম্ভব নয় (আত্-তাহ্রীর শারহু জামিইল কাবীর)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি তার কোন কাজের উপর দুই তালাক তার উপর পতিত হওয়া মুআল্লাক বা শর্তযুক্ত করে। তারপর ঐ মহিলা কারো দাসী হওয়ার ইকরার করে, তারপর ঐ কাজ করে, তবে তার উপর দুই তালাক পতিত হবে, কিন্তু সে তার স্বামীর উপর হারাম হবে না। আর যদি নিজের কোন কাজের সাথে শর্তযুক্ত করে, এবং ঐ মহিলার দাসী হওয়ার ইকরারের পর সে নিজে ঐ কাজ করে, তবে সে তার উপর হারাম হবে।

কিতাবে উল্লেখ আছে যে, তার নিজের ঐ কাজটি অনাবশ্যক হোক যেমন পিতার সাথে কথা বলা, কিংবা অবশ্যক হোক যেমন যুহরের নামায পড়া ও তৎসদৃশ কোন কাজ (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কোন অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তির উম্মু ওয়ালাদ দাসীদের সন্তান থাকে এবং তার মুদাব্বার ও মুকাতাব গোলাম থাকে, আর ঐ ব্যক্তি কারো গোলাম হওয়ার ইকরার করে, তবে তার এই ইকরার তার নিজের সত্তা ও মালের ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে আর তার সন্তান, উম্মু ওয়ালাদ দাসী, মুদাব্বার ও মুকাতাব গোলামদের ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে না (আত্-তাহ্রীর শারহু জামিইল কাবীর)।

২৬. মাসআলা ঃ আল-মুন্তাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোন গোলাম কোন ব্যক্তিকে বললো যে, আমি তোমার দাসীর পুত্র এবং এই আমার মাতা তোমার দাসী। তোমার মালিকানায় এই দাসী সন্তান প্রসব করেছে। আমি আযাদ এবং সে আমাকে আযাদই প্রসব করেছে। তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে ঐ ব্যক্তির গোলাম সাব্যস্ত হবে না (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ যদি এক অজ্ঞাত-পরিচয় নারীর নিকট এক নাবালিগ হারাম সন্তান থাকে এবং সে ইকরার করে যে, সে অমুক ব্যক্তির দাসী আর তার এই সন্তান ঐ ব্যক্তির গোলাম, তবে ঐ নারীকে তার সত্তার ব্যাপারে তাসদীক করা হবে। আর যদি ঐ সন্তান এরূপ হয় যে, সে নিজের পরিচয় দিতে পারে, এবং সে বলে যে, আমি আযাদ, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

অনুরূপভাবে যদি এক অজ্ঞাত-পরিচয় পুরুষ ও এক অজ্ঞাত-পরিচয় নারীর নিকট একটি নাবালিগ সন্তান থাকে এবং তারা উভয়ে নিজেদের ও সন্তানের কোন ব্যক্তির মামলুক বা দাস-দাসী হওয়ার ইকরার করে, তবে তা জাইয হবে। আর যদি বলে যে, আমরা উভয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অমুকের দাস-দাসী এবং আমাদের এই সন্তান অন্য এক ব্যক্তির গোলাম, আর তাদের মুনীব যদি তাদের উভয়ের সন্তানের ক্ষেত্রে তাকযীব করে, তবে সন্তানও তাদের উভয়ের সাথে তাদের মুনীবের গোলাম সাব্যস্ত হবে (আত্-তাহ্রীর শারহু জামিইল কাবীর)।

২৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার গোলামকে আযাদ করলো, তারপর ইকরার করলো যে, সে অমুকের গোলাম এবং ঐ অমুক ব্যক্তি তার তাসদীক করলো। এক্ষেত্রে যদি তখন পর্যন্ত কাযী গোলামের আযাদ হওয়ার নির্দেশ না দিয়ে থাকে, তবে গোলাম গোলামই থাকবে। পক্ষান্তরে যদি কাযী তার আযাদ হওয়ার নির্দেশ দিয়া থাকে, তারপর সে ইকরার করে, তবে তার ইকরার সহীহ্ হবে না।

আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি তোমার গোলাম, আর সে বলে যে, না। তারপর বলে হ্যাঁ, তবে সে তার গোলাম হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২৯. মাসআলা ঃ আর যদি কবযাকারী কোন ব্যক্তিকে বলে যে, হে অমুক, এই গোলাম তোমার এবং সে বলে যে, না। তারপর বলে, হ্যাঁ, সে আমার গোলাম। আর সাক্ষ্য পেশ করে যে, ঐ গোলাম তার। তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

আর অনুরূপভাবে যদি ইকরার করে যে, এই গোলাম অমুকের তারপর সাক্ষ্য পেশ করে যে, ঐ গোলাম তার, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-মাবসূত)।

৩০. মাসআলা ঃ গোলামের ব্যাপারে তার মুনীবের কোন হস্তক্ষেপের সময় তার চুপ থাকা তার গোলামীর ইকরার কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। দেখতে হবে যে, যদি এরূপ হস্তক্ষেপ হয়, যার মধ্যে আযাদ ও গোলাম উভয়ে শামিল থাকে, যেমন ইজারা, বিবাহ, খিদমত ইত্যাদি, তবে এরূপ ক্ষেত্রে চুপ থাকা গোলামীর ইকরার নয়। আর যদি তা এরূপ হস্তক্ষেপ হয়, যা কেবল গোলামের জন্যই নির্দিষ্ট যেমন তাকে বিক্রয় করে সোপর্দ করে দেয়া, কিংবা হিবা ও বন্ধক দিয়ে কবযায় দেয়া, কিংবা কোন অপরাধ করলে তার বিনিময়ে তাকে দিয়াত স্বরূপ দিয়ে দেয়া ইত্যাদি, এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ না করে চুপ থাকা গোলামীর ইকরার হবে। আর দাম চুকানোর সময় গোলামের চুপ থাকা তার গোলামীর ইকরার হবে না। আর যদি বিক্রি করে দেয় এবং সোপর্দ না করে, আর গোলাম চুপ থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এ ক্ষেত্রে চুপ থাকলে গোলামীর ইকরার হবে। আর মুতাআখ্খিরীন বলেন যে, এটা গোলামীর ইকরার নয় (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৩১. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন দাসীর উপর দাবী করে যে, এ আমার দাসী এবং দাসী দাবী করে যে, এ আমার গোলাম, আর উভয়ে অজ্ঞাতপরিচয় হয় এবং কেউ কারো কবযায় না থাকে, আর উভয়ে একে অপরের দাবীর একই সাথে তাসদীক করে, তবে তা বাতিল হবে। আর যদি আগে-পরে ইকরার করে, তবে যে পরে ইকরার করবে, সে আগে ইকরারকারীর মামলুক হবে, যদি আগে ইকরারকারী পুনরায় তার তাসদীক করে। আর যদি মুকির লাহু এ ব্যাপারে তার তাসদীক করে, তবে সে তার গোলাম হবে। আর যদি তাসদীক ও তাকযীব কিছুই না করে, তবে তাদের কেউ অপরের মামলুক হবে না (আত্ তাহ্রীর শারহু জামিইল কাবীর)।

৩২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে আমাকে আযাদ করে দাও, তবে এটা গোলামীর ইকরার হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে যে, সে আমাকে গতকাল আযাদ করেছে তবে এটাও গোলাম হওয়ার ইকরার হবে। আর অনুরূপ ভাবে যদি বলে যে, সে কি আমাকে আযাদ করেছে? তবে তাও গোলাম হওয়ার ইকরার হবে (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক ব্যক্তির বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত। তার এক আযাদ পুত্র আছে। ঐ বংশ-পরিচয়হীন ব্যক্তি একজন গোলাম ক্রয় করে আযাদ করলো। তারপর সে এক ব্যক্তির গোলাম হওয়ার ইকরার করলো। আর মুকির লাহ্ তার তাসদীক করলো। আর আযাদকৃত ব্যক্তি তা অস্বীকার করলো। তবে তার ইকরার তার নিজের ব্যাপারে সহীহ হবে এবং সে মুকির লাহ্র গোলাম হবে। আর আযাদকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তার ইকরার সহীহ হবে না এবং তার আযাদ হওয়া বাতিল হবে না। তারপর যদি ঐ আযাদকৃত ব্যক্তি মারা যায় এবং মাল রেখে যায়, তবে তা ঐ আযাদকৃত ব্যক্তির মুনীব তথা মুকির লাহ্ পাবে, যদি মায়্যেতের কোন আসাবা বর্তমান না থাকে। আর যদি মায়্যিতের কোন আসাবা বর্তমান থাকে, যেমন পুত্র কিংবা ভাই কিংবা চাচা, তবে তারা মুকির লাহ্ অপেক্ষা মীরাছের অধিক হকদার হবে। আর যদি মায়্যিতের শুধু এক কন্যা থাকে, তবে সে ত্যাজ্য সম্পদের অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট সম্পদ আযাদকারী ওয়ালা (ولاء) রূপে পাবে। তারপর তা তার ইকরাবের কারণে মুকির লাহ্র হয়ে যাবে।

আর যদি আযাদকৃত ব্যক্তি মারা না যায়, কিন্তু কাউকে হত্যার অপরাধ করে, তবে সে দিয়াতের জন্য সাঈ অর্থাৎ চেষ্টা করবে, আর কেউ তার আকিলা হবে না। অর্থাৎ তাকে সাহায্য করার দায়িত্ব কারো উপর বর্তাবে না। মাশাইখ কিরাম এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, সে কি নিজের মূল্যের জন্য সাঈ করবে? না, নিহত ব্যক্তির দিয়াতের জন্য সাঈ করবে? কেউ কেউ বলেন, সে নিজের মূল্যের জন্য সাঈ করবে। আবার কেউ কেউ বলেন, সে দিয়াতের জন্য সাঈ করবে। সাদরুশ্ শাহীদ (র) বলেন, এটাই বিশুদ্ধতর মত। ইমাম কারখী (র)-ও এই মতই পোষণ করেন। ইমাম জাস্সাস (র) তার থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন (আত্-তাহ্রীর শারহ্ জামিইল কাবীর)।

৩৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ এইরূপ গোলামের উপর কোন অপরাধ করে, তবে অন্যান্য গোলামের মতোই তার বিধান হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৩৫. মাসআলা ঃ আর যদি মুকির লাহ্ ঐ মুকিরকে অর্থাৎ অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তিকে আযাদ করে, তারপর প্রথম আযাদকৃত ব্যক্তি মারা যায়, তবে তার মাল মুকির লাহ্ পাবে।

আর অনুরূপভাবে যদি মুকির অর্থাৎ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির কোন আযাদ পুত্র থাকে, তবু এই বিধান হবে। কেননা, যে পর্যন্ত পিতা জীবিত থাকে, সে পর্যন্ত তার আযাদকৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদে কোন হক থাকে না।

আর যদি প্রথম মুকির মারা যায় এবং এক আযাদ পুত্র রেখে যায়, তারপর প্রথম আযাদকৃত ব্যক্তি 'আছাবাহ' ছাড়া মারা যায়, তবে তার মীরাছ মুকিরের পুত্র পাবে—মুকির লাহ্ পাবে না।

অনুরূপভাবে যদি তার পুত্র ছাড়া কোন আসাবা বর্তমান থাকে, তবে মাল সে পাবে (আত্-তাহ্রীর শারহ্ জামিইল কাবীর)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ নসব, উম্মু ওয়ালাদ হওয়া, আযাদ, মুকাতাব ও মুদাব্বার করার ইকরার

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো সম্পর্কে নিজ পুত্র হওয়ার ইকরার করে, তবে সম্ভাব্যতার শর্তে তা সহীহ্ হবে, তবে মুকির লাহ্র নসব অন্য কারো সাথে প্রমাণিত না হয়। তদ্রূপ যদি মুকির লাহ্ ভালভাবে কথা বলতে পারে, তবে সে যেন মুকিরের তাসদীক করে।

আর কারো সম্পর্কে নিজের পিতা হওয়ার ইকরারও সহীহ্ হবে, যদি এরূপ লোকের মুকিরের অনুরূপ পুত্র জন্ম হতে পারে এবং মুকিরের অন্যের নসব হওয়া প্রমাণিত না হয়। আর নির্ভুল ভাষায় মুকির লাহ্ মুকিরের ইকরারের তাসদীক করে।

আর কোন মহিলা সম্পর্কে নিজের স্ত্রী হওয়ার ইকরার করাও সহীহ্ হবে–যদি ঐ মহিলা তার তাসদীক করে এবং অন্য কোন ব্যক্তি তার স্বামী না হয়, বা তার ইদ্দতের মধ্যে না হয়, ঐ মুকিরের অধীনে ঐ মহিলার ভগিনী না থাকে কিংবা ঐ মহিলা ব্যতীত চার স্ত্রী না থাকে।

আর যদি কেউ এরূপ ইকরার করে যে, এই গোলাম আমার আযাদকৃত কিংবা এরূপ ইকরার করে যে, এই ব্যক্তি আমার আযাদকারী, তবে তা সহীহ্ হবে— যদি মুকির লাহ্ তার তাসদীক করে। আর প্রথম অবস্থায় আযাদ হওয়া ব্যক্তির এবং দ্বিতীয় অবস্থায় মুকিরের আযাদ হওয়া অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রমাণিত না হয়। এই লোকদের ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইকরার সহীহ্ হবে না। যেমন ভাই, চাচা, মামু ইত্যাদির ইকরার করা সহীহ্ হবে না।

ইকরার সহীহ্ হওয়ার ব্যাখ্যা এই যে, ইকরার দ্বারা যে হকসমূহ মুকির ও মুকির লাহ্র এবং তারা ব্যতীত অন্যদের জন্য লাযিম হয়, সেই সব হকের ক্ষেত্রে এই ইকরার গ্রহণযোগ্য হতে হবে। সুতরাং যে লোকদের সম্পর্কে আমরা ইকরার সহীহ্ হওয়া কথা বলেছি, তাদের মধ্য থেকে যেমন কারো সম্পর্কে কেউ নিজের পুত্র হওয়ার ইকরার করলো (এবং ঐ ইকরার তার শর্তাবলীসহ সহীহ্ সাব্যস্ত হলো), তবে এই মুকির লাহ্ পুত্র ঐ মুকিরের অন্য ওয়ারিছদের সাথে মীরাছ পাবে, যদিও অন্য ওয়ারিছরা তার নসব অস্বীকার করে। এবং এই মুকিরের পিতা অর্থাৎ মুকির লাহ্র দাদার মীরাছও সে পাবে, যদিও দাদা তার নসব অস্বীকার করে।

আর যে লোকদের জন্য আমরা ইকরার সহীহ্ না হওয়ার আলোচনা করেছি, তার ব্যাখ্যা হলো, মুকীর ও মুকীর লাহ্ ব্যতীত অন্যদের যেসব হক এই ইকরার দ্বারা লাযিম হবে, তাদের জন্য এই ইকরার গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও তাদের ব্যক্তিগত হকসমূহের জন্য এ ইকরার গ্রহণযোগ্য। যেমন, কেউ কারো সম্পর্কে নিজের ভাই হওয়ার ইকরার করলো এবং ঐ ইকরারকারীর অন্য ওয়ারিশগণ বর্তমান আছে, যারা তার ঐ মুকির ব্যক্তির ভাই হওয়াকে অস্বীকার করছে আর ঐ মুকির ব্যক্তি মারা গেলো। তবে এই ভাই অন্য ওয়ারিছদের সাথে মুকিরের ওয়ারিছ হবে না, আর অনুরূপভাবে সে মুকিরের পিতারও ওয়ারিছ হবে না যদি পিতা তার নসব হওয়াকে অস্বীকার করে। কিন্তু মুকিরের জীবদ্দশায় সে তার উপর খোরপাষের দাবী করতে পারবে। কেননা, এই হক ব্যক্তি মুকিরের নিজের উপর লাযিম হবে।

স্ত্রীলোকের ইকরার তিনজনের ক্ষেত্রে সহীহ হবে। সন্তান, স্বামী এবং মুনীব।পুত্র হওয়ার ইকরার সহীহ্ নয়। আমাদের কোন কোন শায়খ বলেন, পুত্র হওয়ার ইকরার এরূপ অবস্থায়

সহীহ্ হবে না যখন তার স্বামী পরিচিত ব্যক্তি হবে। স্বামী যদি পরিচিত ব্যক্তি না হয়, তবে স্ত্রীলোকের এ ইকরার সহীহ্ হওয়া উচিত (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি নিজের সুস্থ অবস্থায় এক গোলামের মালিক হলো এবং রুগ্ন অবস্থায় ইকরার করলো যে, এটি আমার পুত্র। এক্ষেত্রে যদি এরূপ ব্যক্তির ঔরসে ঐরূপ ব্যক্তির পুত্র হওয়া সম্ভব হয় এবং ঐ গোলামের কোন জানাশুনা নসব না থাকে, তবে সে তার পুত্র সাব্যস্ত হবে। আর আযাদ ও ওয়ারিছ হবে। আর আযাদ হওয়ার জন্য ঐ গোলাম কোন উপার্জন করবে না, যদিও ঐ গোলাম ছাড়া মুকিরের কোন মাল না থাকে এবং তার উপর এই গোলামের মূল্যসহ বেষ্টনকারী ঋণ থাকে।

আর অনুরূপভাবে যদি ঐ গোলামের সাথে তার মাতার মালিক হয় এবং সুস্থাবস্থায় মালিক হয়, তবে তার মাতাও আযাদ হওয়ার জন্য কোন উপার্জন করবে না। আর যদি রুগ্ন অবস্থায় গোলামের মালিক হয় এবং তার নসবের ইকরার করে, তাহলেও মুকির থেকে তার নসব সাব্যস্ত হবে এবং মুকিরের তরফ থেকে আযাদ হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি রুগ্ন ব্যক্তির ঐ গোলাম ব্যতীত অন্য কোন মাল না থাকে, ঐ গোলাম যার এক-তৃতীয়াংশ হয়, তবে ঐ গোলামের উপর নিজকে আযাদ করার জন্য সাঈ বা উপার্জনের চেষ্টা করা ওয়াজিব হবে। কি পরিমাণ সাঈ করবে? এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উক্তি অনুসারে দুই-তৃতীয়াংশ মূল্যের জন্য সাঈ করবে। আর সাহিবাইনের মতে সমস্ত মূল্যের জন্য সাঈ করবে। শুধু এই পরিমাণ মীরাছ বাদে যা সে বিশেষ ভাবে হাসিল করবে। আর যে পরিমাণ মীরাছ সে পাবে, তা তার থেকে কম করে দেয়া হবে।

আর যদি গোলাম ব্যতীত এই পরিমাণ মাল রুগ্ন ব্যক্তির থাকে, যার এক-তৃতীয়াংশ এই গোলাম হয়, তবে সাহিবায়নের উক্তি মতে ঐ মাল হতে গোলাম মীরাছ পাবে এবং নিজের মূল্যের জন্য সাঈ করবে। কিন্তু এই পরিমাণ কম করা যাবে যে পরিমাণ তার মীরাছের অংশ হয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে ওয়ারিছ হবে এবং নিজের কোন পরিমাণ মূল্যের জন্য সাঈ করবে না। কিন্তু দাসী মুকিরের মৃত্যু দ্বারা আযাদ হয়ে যাবে এবং তাকে সাঈ করতে হবে না, যদিও দাসীরও রুগ্নাবস্থায় মালিক হয়ে থাকে। আর এটা সর্বসম্মত মত (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে পারে না এমন একটি ছোট গোলাম, যা দুই ব্যক্তির মিলিত মালিকানা আছে। দুই ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছে।

তারপর তাদের একজন বললো যে, এ আমার পুত্র ও তোমার পুত্র। কিংবা বললো, এ তোমার পুত্র ও আমার পুত্র। কিংবা বললো, এ আমাদের উভয়ের পুত্র। যদি কথা এক সাথে মিলিয়ে বলে, তবে তার নসব মুকিরের সাথে সাব্যস্ত হবে। শরীকদার তার তাসদীক করুক কিংবা তাকযীব করুক। আর যদি কথা ভিন্ন ভিন্ন বলে, যেমন, বললো, এ আমার পুত্র। তারপর নীরব থাকলো। তারপর বললো, এবং তোমার পুত্র। তবে এই ইকরার মুকিরের উপর জারী হবে। আর যদি বলে, তোমার পুত্র। তারপর নীরব থাকে। তারপর বলে, এবং আমার পুত্র। এ ক্ষেত্রে যদি শরীকদার তার দাসদীক করে, তবে শরীকদার হতে তার নসব সাব্যস্ত হবে। আর যদি শরীকদার তার তাকযীব করে, তবে শরীকদার দ্বারা নসব সাব্যস্ত হবে না। তবে কি মুকিরের দ্বারা তার নসব সাব্যস্ত হবে? ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সাব্যস্ত হবে না। সাহিবাইন বলেন, সাব্যস্ত হবে।

আর যে অবস্থায় মুকির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাক্য উচ্চারণ করবে, সেই অবস্থায় যদি মুকির লাহ শরীকদার মুকিরের ইকরারের পর বলে যে, এ আমার পুত্র ও তোমার পুত্র, কিংবা বলে যে, এ তোমার পুত্র ও আমার পুত্র। কিংবা বলে যে, এ আমাদের উভয়ের পুত্র, তবে শরীকদার থেকে

তার নসব সাব্যস্ত হবে। কেননা, শরীকদারের এ কথা মুকিরের কথার তাসদীক ও ইকরার স্বরূপ।

আর যদি মুকির লাহ্ শরীকদার বলে যে, সে তোমার পুত্র, আমার নয়। কিংবা তোমার পুত্র বলে নীরব থাকে, তারপর বলে যে, সে আমার পুত্র। তবে শরীকদার হতে তার নসব সাব্যস্ত হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের উভয়ের মধ্য থেকে কারো সাথে তার নসব সাব্যস্ত হবে না। (আর সাহিবাইনের মতে মুকিরের সাথে তার নসব সাব্যস্ত হবে— অনুবাদক।) (ইতাবী কৃত শারহুয-যিয়াদাত)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি এই গোলাম বালিগ হয় কিংবা এমন নাবালিগ হয় যে, সে নিজের পরিচয় দিতে পারে, আর যদি তাদের উভয়ের জন্য নিজের গোলাম হওয়ার ইকরার করে, তবে এই বালক ও যে বালক নিজের পরিচয় জানে না তারা উভয়ে সমান। আর যদি সে উভয়ের জন্য নিজের গোলাম হওয়ার ইকরার না করে, তবে উক্ত অবস্থায় তার কথার দিকে রুজূ করা যাবে। যদি সে মুকিরের পুত্র হওয়া ইকরার করে, তবে মুকিরের পুত্র হবে। আর যদি সে মুকির লাহুর পুত্র হওয়ার ইকরার করে, তবে মুকির লাহুর পুত্র হবে, যদি মুকির লাহ্ তার তাসদীক করে। আর যদি উভয়ের নসব হতে অস্বীকার করে, তবে কারো থেকে তার নসব সাব্যস্ত হবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ দুই শরীকের ইজমালী দাসীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। তাদের একজন বললো, এ আমার পুত্র ও তোমার পুত্র। কিংবা তোমার পুত্র ও আমার পুত্র। অথবা আমাদের দু'জনের পুত্র। তখন যদি শরীকদার তার তাসদীক করে, তবে মুকির হতে তার নসব সাব্যস্ত হবে। আর নসব সাব্যস্ত হওয়ার দরুন দাসী তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর তার অর্ধেক মূল্য শরীকদারকে যিমান দিবে সে সচ্ছল হোক বা অভাবগ্রস্ত হোক। আর সন্তানের মূল্য যিমান দিতে হবে না। আর অর্ধেক আকর (সহবাসের ক্ষতিপূরণ) শরীকদারের তাসদীক করার দরুন অর্ধেক আকরের বিনিময় হয়ে যাবে। আর যদি শরীকদার তার তাকযীব করে, তাহলেও একই বিধান হবে। কিন্তু পার্থক্য এতটুকু যে, এক্ষেত্রে শরীকদারকে অর্ধেক আকর দেয়া মুকিরের উপর ওয়াজিব হবে। আর শরীকদারের উপর মুকিরের জন্য অর্ধেক আকর ওয়াজিব হবে না। (ইতাবী কৃত শারহুয যিয়াদাত)।

৭. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি বাজার থেকে একটি গোলাম ক্রয় করলো। সে ছিল অন্য এক ব্যক্তির গোলাম এবং তার কাছেই তার জন্ম হয়েছে। তারপর তাদের একজন অপরজনকে বললো, এ আমার পুত্র ও তোমার পুত্র। কিংবা তোমার পুত্র ও আমার পুত্র। অথবা আমাদের উভয়ের পুত্র। তারপর অপরজন বললো, তুমি সত্য বলেছো, কিংবা বললো, তুমি মিথ্যা বলেছো। তবে সে মুকিরের পুত্র হবে। আর এ ব্যাপারে গোলামের মতামত নেয়া যাবে না। যদিও সে নিজের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। এরপর যদি তার শরীকদার তার তাসদীক করে, তবে তার উপর সন্তানের ব্যাপারে কোন কিছু যিমান আসবে না। আর যদি তার তাকযীব করে, তবে এই সন্তানের বিধান হবে এই মাসআলার অনুরূপ ঃ যেমন, এক গোলাম দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী ছিল। একজন তাকে আযাদ করে দিলো। আর যদি শরীকদার বলে যে, সে তোমার পুত্র –আমার নয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মুকির তার শরীকদারকে কোন কিছু যিমান দিবে না। কিন্তু এই গোলাম নিজের মূল্যের ব্যাপারে শরীকদারের জন্য সাঈ করবে। আর সাহিবায়নের মতে যদি মুকির সচ্ছল ব্যক্তি হয়, তবে যিমান দিবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি এক গোলাম ক্রয় করলো। তারপর তাদের দু'জনের একজন তার নসব দাবী করলো। তারপর তার সাথীর উপর সাক্ষী পেশ করলো যে, সে তার দাবীর পূর্বে তাকে আযাদ করে দিয়েছে। আর তার সাথী তার তাসদীক করলো। তবে মুকির থেকে তার সাথীর তাসদীক করার দরুন যিমান বাতিল হয়ে যাবে (ইতাবী কৃত শারহুয্ যিয়াদাত)।

৯. মাসআলা ঃ এক দাসী দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী। তাদের দু'জনের একজন দাবী করলো যে, সে তার উম্মু ওয়ালাদ এবং তার শরীকদার বললো যে, আমি তোমার এই ইকরারের পূর্বে তাকে আযাদ করে দিয়েছি। আর মুকির তার তাকযীব করলো। তবে দাসী মুকিরের উম্মু ওয়ালাদ সাব্যস্ত হবে এবং মুকির তার শরীকদারকে দাসীর মূল্যের অর্ধেক যিমান দিবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ এক দাসী দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী। সে তাদের অধীনে থাকা অবস্থায় সন্তান প্রসব করলো। তারপর তাদের একজন সন্তানের নসব দাবী করলো। অপরজন মা তথা দাসীর নসব দাবী করলো এবং উভয়ে একই সাথে দাবী করলো। কিংবা দ্বিতীয় জন ইকরার করলো যে, সে দাসীকে আযাদ করে দিয়েছিল, তবে সন্তানের নসব তার দাবীকারীর সাথে সাব্যস্ত হবে এবং দাসী তার উম্মু ওয়ালাদ হবে। কেননা, সন্তানের নসবের দাবী করা সন্তান জন্মদানের দাবী স্বরূপ। তাই রেহেমে বীর্য প্রবেশের সময় ধর্তব্য হবে। আর দাসীর নসবের দাবী দাসীকে আযাদ করার দাবী স্বরূপ। তাই দাসীর নসবের দাবীর সময় ধর্তব্য হবে। সুতরাং সন্তান জন্মদানের দাবী অগ্রবর্তী হবে। আর অগ্রবর্তীই উত্তম। তাই তারই উপর হুকুম হবে। আর দাসীর অর্ধেক মূল্য শরীকদারকে যিমান দিবে, যদিও শরীকদারের ধারণায় যিমান না থাকে। কেননা, সে ধারণা করেছে যে, এই দাসী তার কন্যা বা আযাদকৃত। আর অর্ধেক আকরও দিবে। কেননা, সে সংগমের ইকরার করেছে। কিন্তু সন্তানের মূল্যের কোনো কিছুর যামিন হবে না। কেননা, তার বীর্য আসল আযাদীর সাথে সাব্যস্ত হয়েছে (ইতাবী কৃত শারহুয্ যিয়াদাত)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ তার দাসীকে উম্মু ওয়ালাদ বানালো। অর্থাৎ তার গর্ভে সন্তান হলো। তারপর সে ইকরার করলো যে, এই দাসী অমুকের।সে তার কাছে তাকে বিবাহ দিয়েছে। আর দাসী তার তাসদীক করলো। তবে দাসী ও সন্তান উভয়ে মুকির লাহুর মামলূক হবে। আর সন্তান বালিগ হওয়ার পর যদি তা অস্বীকার করে, তবে তার অস্বীকৃতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না।

আর অনুরূপভাবে যদি দাসী কিছু না বলে, এমনকি সে মারা যায়, তবু এই বিধান হবে। আর যদি দাসী তার তাকযীব করে, তবে মুকিরের ইকরারের তাসদীক করা যাবে না। কিন্তু মুকিরের দাসীর মূল্য মুকির লাহুকে দিতে হবে, আকর দিতে হবে না। আর যদি দাসী তাসদীক বা তাকযীব করার পূর্বে মারা যায়, তবে মুকিরের তাসদীক করা যাবে এবং সন্তান মুকির লাহুর গোলাম হবে। আর যদি দাসী অস্বীকার করে এবং কোন নির্দেশ দেয়ার পূর্বে দাসী মারা যায়, তবে কাযী সন্তান বালিগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন নির্দেশ দান করবেন না। আর সন্তান বালিগ হওয়ার পর তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি দাসী জীবিত থাকে এবং সন্তান তার নিজের পরিচয় দিতে পারে, আর দাসী যদি মুকিরের তাসদীক করে এবং গোলাম তার তাকযীব করে, কিংবা তার বিপরীত হয়। তবে গোলাম আযাদ হবে এবং দাসী মুকিরের উম্মু ওয়ালাদ হবে। আর মুকির দাসীর মূল্য মুকির লাহুকে যিমান দিবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

১২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, এক ব্যক্তির একটি গোলাম আছে এবং তার গোলামের একটি পুত্র আছে। আর তার গোলামের পুত্রের দুটি পুত্র আছে। তারা উভয়ে

ভিন্ন ভিন্ন গর্ভজাত। আর তাদের প্রত্যেকেই এরূপ যে, তাদের অনুরূপ ঐরূপ মুনীব থেকে জন্ম নিতে পারে। তারপর মুনীব তার সুস্থাবস্থায় বললো, তাদের মধ্যে একটি আমার পুত্র। তবে যে পর্যন্ত মুনীব জীবিত থাকে, তাকে নির্দেশ দেয়া যাবে যে, তুমি উল্লেখ করো সেটি কোন্‌টি তখন যার কথা সে উল্লেখ করবে, তার নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে। আর সে ছাড়া অন্য সবাই আযাদ হয়ে যাবে।

আর যদি উল্লেখ করার পূর্বে সে মারা যায়, তবে গোলাম তার তিন-চতুর্থাংশের মূল্যের জন্য সাঈ করবে এবং তার পুত্র তার দুই-তৃতীয়াংশ মূল্যের জন্য, আর তার উভয় পৌত্র তাদের এক-চতুর্থাংশ মূল্যের জন্য সাঈ করবে (আত্-তাহ্‌রীর শারহু জামিইল কাবীর)।

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির একটি গোলাম আছে এবং তার গোলামের ভিন্ন ভিন্ন গর্ভের দুটি পুত্র আছে। আর প্রত্যেক পুত্রের এক একটি পুত্র আছে। সব মিলে এরা পাঁচজন লোক। আর এরা প্রত্যেকে এমন যে, ঐ মুনীবের এরূপ পুত্র হতে পারে। তারপর মুনীব তার সুস্থাবস্থায় বললো যে, এদের মধ্যে একজন আমার পুত্র এবং সে কে তা উল্লেখ না করে মুনীব মারা গেলো, তবে প্রথমটি হতে এক-পঞ্চমাংশ আযাদ হবে এবং চার-পঞ্চমাংশের জন্য সাঈ করবে। আর মাঝখানের দু'জনের প্রত্যেকের এক-চতুর্থাংশ আযাদ হবে এবং তিন-চতুর্থাংশের জন্য সাঈ করবে। আর শেষের ছোট দু'জনের মধ্যে প্রত্যেকের দুই-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ আর যদি গোলাম সাতজন হয়, এভাবে যে, শেষের দু'জনেরও এক একটি করে পুত্র থাকে। তারপর মুনীব বলে যে, এদের মধ্যে একটি আমার পুত্র এবং কে তার পুত্র, তা বর্ণনা করার পূর্বে সে মারা যায়, তবে সাহিবায়নের মতে এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী প্রথমটি থেকে এক-সপ্তমাংশ আযাদ হবে এবং সে তার ছয়-সপ্তমাংশ মূল্যের জন্য সাঈ করবে। আর তার পুত্রদ্বয়ের প্রত্যেকের এক-ষষ্ঠাংশ আযাদ হবে এবং তার পাঁচ-ষষ্ঠাংশ মূল্যের জন্য সাঈ করবে। আর পৌত্রদ্বয়ের প্রত্যেকের এক-পঞ্চমাংশ আযাদ হবে এবং তার মূল্যের চার-পঞ্চমাংশের জন্য সাঈ করবে। আর উভয় প্রপৌত্রের মধ্যে প্রত্যেকের পাঁচ-অষ্ঠমাংশ আযাদ হবে এবং তার মূল্যের তিন-অষ্টমাংশের জন্য সাঈ করবে। (আত্তাহ্‌রীর শারহুল জামিইল কাবীর)।

১৫. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন গোলাম ইজমালী। তাদের একজন তার শরীকদারকে বললো, আমরা তাকে আযাদ করেছি। কিংবা বললো, আমি ও তুমি তাকে আযাদ করেছি। কিংবা বললো, তুমি ও আমি তাকে আযাদ করেছি। আর তার শরীকদার তার সমুদয় ইকরারের তাসদীক করলো। তবে গোলাম উভয়ের পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে এবং তাদের উভয়ের আযাদকৃত গোলাম সাব্যস্ত হবে।

আর যদি তার শরীকদার তার তাকযীব করে, তবে মুকিরের ইকরারের কারণে তার পক্ষ থেকে আযাদ হবে। আর এটা এরূপ হবে যেন একটি গোলাম দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী ছিল এবং তাদের একজন তাকে আযাদ করে দিলো। এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে শরীকদারের জন্য তিন ধরনের ইখতিয়ার থাকবে। আর সাহিবাইনের মতে যদি মুকির সচ্ছল হয়, তবে তার উপর যিমান নির্ধারণ হবে। আর যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে গোলাম সাঈ করবে। আর গোলামের মীরাছের (৫/৬) মুকির লাহু ও তার শরীকদারের অংশ স্থগিত থাকবে। তারপর যদি সে পুনরায় তাসদীকের দিকে ফিরে যায়, তবে যে পরিমাণ যিমান বা সাঈ-এর অংশ সে নিয়েছে তা ফেরত দিবে। আর সে গোলামের মীরাছ (৫/৬) পাবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৬. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইকরার করে যে, সে তার এই গোলাম গতকাল আযাদ করেছে অথচ সে মিথ্যাবাদী। তবে কাযীর নির্দেশে সে আযাদ হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে সে আযাদ হবে না (আল-মাবসূত)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমি তোমাকে গতকাল আযাদ করেছি এবং বলেছি ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা, তবে আযাদ হবে না। অনুরূপ যদি বলে যে, আমি তোমাকে গতকাল আযাদ করেছি, অথচ তাকে সে আজ খরিদ করেছে। আর অনুরূপভাবে যদি বলে যে, তোমাকে খরিদ করার পূর্বে আমি তোমাকে আযাদ করেছি, তবু এরূপ বিধান হবে (আল-হাবী)।

১৮. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমি তোমাকে আযাদ করেছি যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো, তবে ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে আযাদ হবে না। আর যদি বলে যে, আযাদ হওয়ার ব্যাপারে আমি গতকাল তোমার বিষয় তোমার হাতে অর্পণ করেছি কিন্তু তুমি তোমাকে আযাদ করোনি, আর গোলাম বলে যে, বরং আমি আমাকে আযাদ করেছি, তবে আযাদ হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি বলে যে, আমি তোমাকে মালের বিনিময়ে আযাদ করেছি এবং গোলাম বলে যে, বিনা মালে তুমি আমাকে আযাদ করেছো, তবে গোলামের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি বলে, আমি তোমাকে গতকাল মালের বিনিময়ে আযাদ করেছি, কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করোনি। তখন গোলাম বললো, বরং আমি তা গ্রহণ করেছি। কিংবা বললো, তুমি আমাকে কোন কিছু ব্যতীতই আযাদ করেছো, তবে মুনীবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ ইকরার করলো যে, আমি এই গোলামটি আযাদ করেছি, না, বরং এই অন্য গোলামটি আযাদ করেছি, তবে উভয় গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্‌সী)।

২১. মাসআলা ঃ যদি মুনীব বলে যে, আমি তোমাকে মুকাতাব করেছি এবং কোন মালের উল্লেখ না করে, আর গোলাম বলে, পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ ব্যাপারে গোলামের তাসদীক করা উচিত। আর সাহিবাইনের মতে তাসদীক করা যাবে না (আল-হাবী)।

২২. মাসআলা ঃ আর যদি বলে, আমি গতকাল তোমাকে হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুকাতাব করেছি, কিন্তু তুমি কিতাবত কবুল করোনি। আর গোলাম বললো, বরং আমি তা কবুল করেছি, তবে গোলামের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে তার এই গোলামকে হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুকাতাব করেছে, না , বরং তার এই অন্য গোলামকে মুকাতাব করেছে, আর উভয় গোলামের প্রত্যেকে কিতাবত দাবী করে, তবে তা জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

২৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে যে, সে তার গোলামকে খরিদ করার পূর্বে মুকাতাব করেছে, কিংবা সে তাকে গতকাল মুকাতাব করেছে, অথচ সে তাকে আজই খরিদ করেছে, তবে তা সহীহ হবে না। আর যদি ইকরার করে যে, সে তাকে গতকাল মুকাতাব করেছে এবং সে ইনশাআল্লাহ বলেছে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মুনীব বলে যে, আমি আমার জন্য খিয়ারের ব্যতিক্রম রেখেছি; আর মুকাতাব বলে যে, এতে কোন খিয়ার ছিল না। তবে কিতাবত জাইয হবে। আর শর্তে খিয়ারের ব্যাপারে মুনীবের তাসদীক করা যাবে না। আর অনুরূপভাবে এসব অবস্থায় বিক্রিরও এই বিধান হবে (আল-হাবী)।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ এক দাসীকে মুদাব্বারাহ করলো। তারপর ইকরার করলে যে, এই দাসী অন্যের মুদাব্বারকৃতা ছিল। আমি তার থেকে গসব করেছি, তবে দাসীর ব্যাপারে তার ইকরারের তাসদীক করা যাবে না এবং সে দাসীর মূল্যের যিমান দিবে। আর কাযী তাকে দাসীর খিদমত নিতে ও সংগম করতে নিষেধ করবেন না। তবে দীনদারীর দিক থেকে তার এরূপ করা উচিত নয়, যদি সে যা বলেছে ঘটনা সেরূপ হয়ে থাকে (অর্থাৎ অন্যের দাসী গসব করে আনা)। আর যদি অন্য কেউ এই দাসীকে হত্যা করে, তবে মুকিরের জন্য তার উপর কিসাস লাযিম হবে। আর যদি মুকির লাহ্ হত্যা করে, তবে কিয়াস অনুযায়ী তার উপর কিসাস হবে এবং ইস্‌তিহ্‌সান স্বরূপ তার উপর কিসাস হবে না (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্‌সী)।

২৫. মাসআলা ঃ এক দাসী দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী। তাদের একজন তার শরীকদারকে বললো, আমি ও তুমি তাকে মুদাব্বারাহ করেছি কিংবা বললো, তুমি ও আমি তাকে মুদাব্বারাহ করেছি। কিংবা বললো, আমরা উভয়ে তাকে মুদাব্বারাহ করেছি। তারপর যদি তার শরীকদার তাকে এ ব্যাপারে তাসদীক করে, তবে দাসী তাদের উভয়ের মুদাব্বারাহ হবে। আর যদি শরীকদার তাকে এ ব্যাপারে তাকযীব করে, তবে এরূপ হবে যেন এক দাসী দু'জনের মধ্যে ইজমালী ছিল এবং তাদের দু'জনের একজন তাকে মুদাব্বারাহ করেছে। আর এ অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে শরীকদারের পাঁচ ধরনের ইখতিয়ার থাকে। ইচ্ছা করলে নিজের অংশ মুদাব্বার করে দিবে কিংবা নিজের অংশ নিজ অবস্থার উপর রেখে দিবে। কিংবা মুকির মুদাব্বারকারীর কাছ থেকে যিমান নিবে যদি সে সচ্ছল থাকে। কিংবা দাসীর দ্বারা সাঈ করাবে যদি মুদাব্বারকারী অভাবগ্রস্ত হয়। কিংবা নিজের অংশকে আযাদ করে দিবে। আর যদি শরীকদার মুকির হতে দাসীর মূল্যের যিমান নেয়, তবে দাসীর অর্ধেক মুকিরের মুদাব্বারাহ হবে এবং অপর অর্ধেক স্থগিত থাকবে। একদিন মুকিরের খিদমত করবে এবং একদিন বিরত থাকবে। তারপর যদি শরীকদার মুকিরের তাসদীকের দিকে রুজূ করে, তবে দাসী তাদের উভয়ের মুদাব্বারাহ হয়ে যাবে। আর শরীকদার যে যিমান গ্রহণ করেছে। তা মুকিরকে ফেরত দিবে। আর যদি শরীকদার মুকিরের তাসদীকের দিকে রুজূ না করে, এমনকি তাদের দু'জনের একজন মারা যায় এবং দাসী ব্যতীত তার কোন মাল না থাকে, তবে যদি মুকির মারা যায়, আর দাসী তার কথার তাসদীক করে, তবে দাসী মুকিরের ওয়ারিছদের জন্য নিজের অর্ধেক মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য চেষ্টা-পরিশ্রম করবে। আর যদি দাসী মুকিরের কথার তাকযীব করে, তবু যাহির রিওয়ায়াত অনুযায়ী সে তার মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য সাঈ করবে।

আর যদি মুনকির (অস্বীকারকারী) মারা যায়, তারপর যদি দাসী মুকিরের ইকরারের তাসদীক করে, তবে নিজের সমুদয় মূল্যের জন্য মুকিরের অনুকূলে সাঈ করবে। আর যদি দাসী মুকিরের ইকরারের তাকযীব করে, তবে মুকিরের জন্য তার মূল্যের অর্ধেকের জন্য সাঈ করবে। আর এটা তার অংশের মূল্য, এর বেশী সাঈ করবে না।

আর যদি তারা উভয়ে আগে-পিছে মারা যায় আর মুকির প্রথমে এবং মুনকির পরে মারা যায় এবং দাসী মুকিরের ইকরারের তাসদীক করে, তবে মুনকিরের পূর্বে মৃত্যুর মাসআলার বিধান এই যে, মুকিরের অর্ধেক অংশের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং দাসীর উপর ঐ অর্ধেকের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য সাঈ ত্যাজ্য সম্পদ করা লাযিম হবে। আর যদি তারপর মুনকির মারা যায়, তবে দাসীর উপর মুনকিরের অংশের পরিমাণ মুকিরের অনুকূলে চেষ্টা-পরিশ্রম করা ওয়াজিব হবে। আর এই মাল মুকিরের ত্যাজ্য সম্পদ মধ্যে শামিল হবে এবং মুকিরের ত্যাজ্য সম্পদ বেড়ে যাবে। আর যখন মুকিরের ত্যাজ্য সম্পদ বেড়ে যাবে, তখন তার এক-তৃতীয়াংশও

pdf By Syed Mostafa Sakib

বেড়ে যাবে। আর তার এই এক-তৃতীয়াংশ দাসীকে দেয়া হবে এবং দাসী সমুদয়ের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য সাঈ করবে। আর যদি দাসী মুকিরের ইকরারের তাকযীব করে, তবু এই বিধান হবে। অর্থাৎ দাসী তার নিজের মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য সাঈ করবে। আর যদি প্রথমে মুনকির বা অস্বীকারকারী মারা যায়। তারপর মুকির বা ইকরারকারী মারা যায়, এবং দাসী মুকীরের ইকরারের তাসদীক করে, তবে আমাদের মাশাইখ কিরাম বলেন যে, দাসীর উপর তার সমুদয় মূল্যের জন্য সাঈ করা লাযিম হবে।

আর যদি দাসী মুকিরের ইকরারের তাকযীব করে, তবে আমরা বলছি যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ মাসআলা মুকিরের মৃত্যুর পূর্বে বর্ণনা করেছেন যে, দাসীর উপর কেবল মুকিরের অংশের জন্য সাঈ করা লাযিম হবে। অন্য কিছুর জন্য নয়। আর তিনি মুকিরের মৃত্যুর পরের মাসআলার বিধান বর্ণনা করেননি। আর আমাদের মাশাইখ কিরাম উল্লেখ করেছেন যে, দাসীর উপর তার সমুদয় মূল্যের জন্য সাঈ করা লাযিম হবে। কেননা, মুকিরের মৃত্যুর পূর্বে তার উপর সমুদয় মূল্যের জন্য সাঈ করা লাযিম ছিল। সুতরাং মুকিরের মৃত্যু দ্বারা তার বিধান পরিবর্তন হবে না। এগুলো সবই হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতের বর্ণনা। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত হচ্ছে মুকিরের ইকরার দ্বারা সম্পূর্ণ দাসী মুদাব্বারাহ হয়ে যাবে। তারপর যদি শরীকদার মুকিরের তাসদীক করে. তবে দাসী তাদের উভয়ের মধ্যে মুদাব্বারাহ হবে। আর মুকিরের উপর যিমান হবে না। আর যদি শরীকদার মুকিরের তাকযীব করে, তবে মুকির শরীকদারের জন্য দাসীর অর্ধেক মূল্যের যামিন হবে। সে সচ্ছল হোক কিংবা অভাবগ্রস্ত হোক। আর দাসীর অর্ধেক মুকিরের জন্য মুদাব্বারাহ হবে এবং অপর অর্ধেক স্থগিত থাকবে যে পর্যন্ত না শরীকদার মুকিরের তাসদীকের দিকে ফিরে আসে এবং তাসদীক করে। যদি ফিরে আসে এবং তাসদীক করে, তবে দাসী তাদের উভয়ের মধ্যে মুদাব্বারাহ সাব্যস্ত হবে এবং শরীকদার মুকির থেকে যে যিমান নিয়েছে তা ফেরত দিবে। আর যদি শরীকদার মুকিরের তাসদীকের দিকে ফিরে না আসে এবং মুকির মারা যায়, তবে দাসী মুকিরের ওয়ারিছদের জন্য তার অধিক মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য সাঈ করবে। বর্তমানে তার উপর এ ছাড়া আর কিছুই লাযিম হবে না, দাসী মুকিরের তাসদীক করুক কিংবা তাকযীব করুক। এরপর অবশিষ্ট মাসআলার বিধান ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতেও তদ্রূপ, যেরূপ আমরা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতে বর্ণনা করেছি (আল-মুহীত)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয় ও বিক্রীত বস্তুর মধ্যে দোষ-ত্রুটির ইকরার

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বললো, আমার এই গোলাম তোমার কাছে গতকাল বিক্রি করেছি, কিন্তু তুমি কবুল করোনি। তখন ক্রেতা বললো, আমি কবুল করেছি। তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।আর অনুরূপভাবে যদি ক্রেতা বলে যে, আমি এটি তোমার কাছ থেকে খরিদ করেছি, কিন্তু তুমি কবুল করোনি, তখন বিক্রেতা বললো,হ্যাঁ আমি কবুল করেছি তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, উভয়ের দ্বারা কেনাবেচা ঠিক হয় (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ যদি এক ব্যক্তি ইকরার করে যে, তার এই গোলামটি অমুকের কাছে বিক্রি করেছে এবং তার থেকে মূল্য কব্যা করেছে। কিন্তু পরিমাণ উল্লেখ করেনি, তবে তা জাইয হইবে। আর যদি পরিমাণ উল্লেখ করে এবং ইকরার করে যে, সে তা কব্যা করেছে, তবে তা অধিক জাইয হবে। আর যদি মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করে এবং বলে যে, আমি তা কব্যা করিনি, এবং ক্রেতা বলে যে, তুমি কব্যা করেছো, তবে বিক্রেতার কথা কসমসহ গ্রহণযোগ্য হবে।আর ক্রেতাকে সাক্ষী পেশ করতে হবে (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ ইকরার করলো যে, সে একটি ঘর অমুকের কাছে বিক্রি করেছে। কিন্তু কোন্ ঘরটি বিক্রি করেছে তা উল্লেখ করলো না তারপর তা অস্বীকার করলো, তবে ইকরার বাতিল হবে। আর অনুরূপভাবে যদি বিক্রীত বস্তুর নাম উল্লেখ করে এবং মূল্য উল্লেখ না করে, তবু এ বিধান হবে। আর যদি বাড়ীর সীমানা উল্লেখ করে এবং মূল্যেরও উল্লেখ করে, তবে বিক্রি লাযিম হবে, যদি ও বিক্রেতা তা অস্বীকার করে এবং সাক্ষিগণ বাড়ির সীমানা না চিনে থাকে, সীমানা চেনার সাক্ষী পেশ করার পরে (মুহীত ঃ আস্-সারাখসী)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, সে তার গোলাম অমুকের কাছে বিক্রি করেছে এবং গোলামের নাম উল্লেখ না করে, তারপর বিক্রি অস্বীকার করে, তবে এ ইকরার বাতিল হবে। আর অনুরূপভাবে যদি কেউ ইকরার করে যে, সে তার গোলাম অমুকের কাছে বিক্রি করেছে। কিন্তু সাক্ষিগণ তাকে নির্দিষ্টভাবে চিনে না, তবু একই বিধান হবে (আল- মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ ইকরার করলো যে, সে তার গোলাম অমুকের কাছে বিক্রি করেছে এবং মূল্য উল্লেখ করলো না। তারপর ক্রেতা বললো যে, আমি তাকে তোমার কাছ থেকে পাঁচশত দিরহামে খরিদ করেছি। তারপর বিক্রেতা তাকে কোন কিছুর বিনিময়ে বিক্রি করার কথা অস্বীকার করলো, তবে ক্রেতার দাবীর উপর বিক্রেতার কাছ থেকে কসম নেয়া হবে। আর শুধু প্রথম ইকরার দ্বারা তার উপর বিক্রি লাযিম হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি ক্রেতা প্রথম এরূপ ইকরার করে, তারপর এই অবস্থা দেখা দেয়, তবু একই বিধান হবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, সে এই গোলাম অমুকের কাছে হাজার দিরহামে বিক্রি করেছে এবং অমুক বলে যে, আমি তাকে তোমার কাছ থেকে কোন কিছুর বিনিময়ে খরিদ করিনি, তারপর বলে যে, হ্যাঁ, তাকে আমি তোমার কাছ থেকে হাজার দিরহামে খরিদ করেছি আর বিক্রেতা বললো যে, আমি তাকে তোমার কাছ বিক্রি করিনি, তবে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে মূল্য দিয়ে তাকে নিতে পারবে। আর যদি এরূপ হয় যে, যখন

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্রেতা ক্রয় করাকে অস্বীকার করলো, তখন বিক্রেতা বললো যে, তুমি সত্য বলেছো, তুমি তাকে ক্রয় করোনি তারপর ক্রেতা বললো যে, আমি তাকে ক্রয় করেছি, তবে বিক্রেতার যিম্মায় বিক্রি লাযিম হবে না এবং ক্রেতা হতে এর উপর সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কিন্তু যদি বিক্রেতা পুনরায় ক্রেতার তাসদীক করে তবে উভয়ের এই পরস্পর তাসদীক করা নতুন ক্রয়-বিক্রয়ের অনুরূপ হবে (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ ইকরার করলো যে, সে এই গোলাম অমুকের কাছে বিক্রি করেছে, না, বরং অমুকের কাছে বিক্রি করেছে, তবে তা বাতিল হবে এবং উভযের মধ্য হতে প্রত্যেকের কসম নেয়া যাবে, যদি নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে ক্রয়ের দাবী করে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, এই গোলাম, যে তার কাছে আছে, সে অমুকের। আমি হাজার দিরহামে তার কাছ থেকে খরিদ করেছি এবং তাকে মূল্য দিয়ে দিয়েছি। তারপর আবার বললো, আমি তাকে আরেক ব্যক্তি থেকে খরিদ করেছি এবং তাকে মূল্য দিয়ে দিয়েছি। তারপর যদি তাদের উভয়ের উপর সাক্ষী পেশ করে, তবে জাইয হবে। আর তার উপর প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়ের মূল্য লাযিম হবে। আর এই বিধান তখন হবে, যখন সে শুধু উভয় বিক্রির উপর সাক্ষী পেশ করবে— উভয়ের মূল্য দিয়ে দেয়ার উপর নয়। আর যদি উভয়কে মূল্য দিয়ে দেয়ার উপরও সাক্ষী পেশ করে, তবে তাদের কারো জন্য তার উপর কিছু লাযিম হবে না। আর যদি সে এ ব্যাপারে সাক্ষী পেশ না করে, তবে গোলাম প্রথম জনের হবে, যদি সে বিক্রি করা অস্বীকার করে। আর যদি দ্বিতীয় জন এ বিষয়ে তাসদীক করে, তবে সে তার পাঁচশত দিরহাম মূল্য পাবে। আর যদি বিক্রি করা অস্বীকার করে, তবে মুকির গোলামের মূল্য তাকে যিমান দিবে (আল-মাবসূত পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির তার অংশের মধ্যে ইকরার করা)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি প্রথম বিক্রির উপর সাক্ষী পেশ করে এবং দ্বিতীয় বিক্রির উপর সাক্ষী পেশ না করে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি বিক্রির তাসদীক করে, তবে তার বিধান হবে এই অবস্থার অনুরূপ যে, উভয় বিক্রি সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে (আল মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ যদি বিক্রেতা ইকরার করে যে, সে হাজার দিরহামে তার কাছে বিক্রি করেছে এবং ক্রেতা বলে যে, আমি পাঁচশত দিরহামে তাকে খরিদ করেছি, আর গোলামের অর্ধেক ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব থেকে বের হয়ে গেছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মূল্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে–বিক্রেতা গোলামের বাকী অর্ধেক ফেরত নিতে রাযী হোক বা না হোক। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে মূল্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার কথা কসম সহ গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি বিক্রেতা এ ব্যাপারে রাযী হয় যে, গোলামের অবশিষ্ট অর্ধেক নিয়ে নিবে, এবং ক্রেতার কথা অনুযায়ী যে পরিমাণ স্বত্ব তার থেকে বের হয়ে গেছে, সে অংশের মূল্য তার থেকে নিয়ে নিবে, তবে এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ে পরস্পর কসম করবে, আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উভয়ে পরস্পর কসম করবে। আর গোলামের মূল্য পরস্পর ফেরত নিবে। কিন্তু যদি বিক্রেতা সম্মত হয় যে, গোলামের অবশিষ্ট অর্ধেক ফেরত নিবে এবং যে পরিমাণ ক্রেতা তার স্বত্ব হতে বের করে দিয়েছে, তার মূল্য নিয়ে নিবে, তবে তা পারবে (আল-মাবসূত)।

১১. মাসআলা ঃ মুনতাকায় বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করলো এবং তাকে কব্যা করলো। তারপর ক্রেতা ইকরার করলো যে, এই দাসী ঐ দাবীদারের এবং বিক্রেতা তার তাসদীক করলো। তবে ক্রেতা যদি বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরতে নিতে চায় এবং

বিক্রেতা বলে যে, দাবীদার এ কারণে দাবী করছে যে, তুমি তাকে দাসীটি হিবা করে দিয়েছো, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

১২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কাছ থেকে ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে একটি দাসী ক্রয় করলো এবং ক্রেতা তাকে কবযা করলো। এরপর বিক্রেতা উপস্থিত হয়ে দাসীটি ফেরত নিতে চাইল। তখন ক্রেতা বললো, আমি তাকে অমুকের কাছে হিবা করে দিয়েছি এবং কব্যা করিয়ে দিয়েছি। তারপর সে আমার কাছে তাকে গচ্ছিত রেখেছে এবং বিক্রেতা তা অস্বীকার করলো, তবে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং বিক্রেতা তার কাছ থেকে দাসীকে ফেরত নিতে পারবে। তারপর যদি ক্রেতা তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষী পেশ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর ক্রেতা যা দাবী করে, তা যদি কাযীর জানা থাকে কিংবা বিক্রেতা তার তাসদীক করে, কিংবা বিক্রেতার ইকরারের উপর সাক্ষী পেশ করে, কিংবা বিক্রেতা হতে কসম নেয়, এবং সে অস্বীকার করে, তবে ক্রেতা হতে অভিযোগ দূর হয়ে যাবে। আর দাসীর মূল্য বিক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দিবে।আর আমরা যা উল্লেখ করলাম, তার উপর যদি সাক্ষী পেশ করা না হয় এবং বিক্রেতা দাসী ফেরত নেয়, তারপর যাকে হিবা করা হয়েছে সেই অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়, এবং সে ক্রেতার দাবীর তাকযীব করে, তবে দাসী বিক্রেতাকে সোপর্দ করা যাবে। আর যদি ক্রেতার তাসদীক করে, তবে বিক্রেতা হতে দাসী ফেরত নিবে এবং ক্রেতাকে তার মূল্য ক্ষতিপূরণ দিবে।

আর যদি ক্রেতা বলে যে, আমি এই দাসী অমুককে হিবা করে দিয়েছি এবং সে তাকে কবযা করেছে, তারপর সে তাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। তারপর তাকে আযাদ করেছে, কিংবা মুদাব্বার করেছে কিংবা উম্মু ওয়ালাদ করেছে, আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে, তবে বিক্রেতার দাসীকে নেয়ার কোন উপায় থাকবে না। সে তার মূল্য নিবে এবং তার মীরাছ (ওয়ারিশ) মাওকুফ থাকবে। আর সে মুদাব্বারাহ মওকুফাহ কিংবা উম্মু ওয়ালাদ মাওকুফাহ হয়ে যাবে। মাওহুব লাহুর (যার কাছে হিবা করা হয়েছে) মৃত্যু হলে সে আযাদ হয়ে যাবে।

এরপর যদি মাওহুব লাহু এসে এ সমস্ত ব্যাপারে ক্রেতার তাসদীক করে, তবে দাসীকে নিয়ে নিবে এবং তার মুদাব্বারাহ কিংবা উম্মু ওয়ালাদ হবে, যেমন ক্রেতা বলেছে। আর যদি মাওহুব লাহু উপস্থিত হয় এবং হিবা করার দাবী করে এবং আযাদ করা ইত্যাদি অস্বীকার করে, তবে সে দাসী থাকবে এবং মাওহুব লাহু তাকে ক্রেতা হতে নিয়ে যেতে পারবে। আর যদি ক্রেতা বলে যে, মাওহুব লাহু তাকে মুকাতাব করেছে এবং বিক্রেতা তার তাকযীব করে, তবে বিক্রেতা তাকে নিতে পারবে এবং মাওহুব লাহু না আসা পর্যন্ত তার কাছেই থাকবে। আর যদি সে উপস্থিত হয়ে ক্রেতার ঐ সমস্ত কথার তাকযীব করে, তবে দাসী বিক্রেতাকে সোপর্দ করা যাবে। কিন্তু যদি দাসী সাক্ষী পেশ করে যে, সে বিক্রি করে দিয়েছিল, এবং ক্রেতা তাকে মুকাতাব করেছে, তবে তখন তার মুকাতাব হওয়ার নির্দেশ দেয়া যাবে।আর যদি মাওহুব লাহু ক্রেতার হিবা করার তাসদীক করে এবং মুকাতাব করার তাকযীব করে, তবে তাকে নিয়ে নিবে এবং সে মাওহুব লাহুর দাসী হবে। আর যদি এ সমস্ত বিষয়ে ক্রেতাকে তাসদীক করে, তবে বিক্রেতা হতে দাসী নিয়ে নিবে এবং ক্রেতা যেরূপ বলে দাসী সেরূপ হবে। আর ক্রেতা তার মূল্য ক্ষতিপূরণ দিবে। আর বিক্রেতা যখন দাসী পাবে, তখন সে যদি তাকে বিক্রি কিংবা মুদাব্বার করে কিংবা আযাদ করে দেয়, তবে তা বাতিল হবে, যদি মওহুব লাহু বিক্রয় কিংবা হিবার বিষয়ে ক্রেতাকে তাসদীক করে। আর যদি তাকযীব করে, তবে তা জারী হয়ে যাবে (আত্ তাহ্রীর শারহুল জামিইল কাবীর)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৩. মাসআলা ঃ বিক্রয়ের উকীল যদি বিক্রয়ের ইকরার করে, তবে মুওয়াক্কিলের হকের ক্ষেত্রে তার ইকরার শুদ্ধ হবে। মূল্য মওজুদ থাক কিংবা নষ্ট হয়ে যাক। আর যদি মুওয়াক্কিল ইকরার করে যে, উকীল তাকে অমুকের কাছে এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করেছে এবং ঐ অমুক ব্যক্তি এ ব্যপারে তার তাসদীক করে, আর উকীল তা অস্বীকার করে, তবে গোলাম হাজার দিরহাম মূল্যে ঐ অমুক ব্যক্তি পাবে। আর বিক্রির দায়িত্ব মুওয়াক্কিলের উপর থাকবে- উকীলের উপর নয় (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে একটি গোলাম দিয়ে বলে যে, তাকে বিক্রি করে দাও। তারপর নির্দেশদাতা মারা যায়। তারপর ওয়াকীল ইকরার করলো যে, সে তাকে হাজার দিরহামে বিক্রি করেছে এবং ক্রেতা তাকে কবযা করেছে। তারপর যদি গোলাম বর্তমান থাকে, তবে ওয়াকীলের কথা তাসদীক হবে না। আর যদি খোয়া যায়, তবে তাসদীক করা হবে (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ এক আজনবী ব্যক্তির একটি গোলাম আছে। ক্রেতা গোলামকে হালাক করে দিলো।গোলামের মালিক বিক্রেতাকে বললো, আমি বিক্রি করার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। সুতরাং মূল্য আমার। আর উকীল বললো, তুমি আমাকে নির্দেশ দাওনি, সুতরাং মূল্য আমার, তোমার নয়, তবে গোলামের মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি গোলাম বর্তমান থাকে, তবু এরূপ বিধান হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৬. মাসআলা ঃ আর যদি গোলামের মালিক বিক্রেতাকে বিক্রয়ের নির্দেশ না দিয়ে থাকে, কিন্তু পরে বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে দেয় এবং গোলাম অবিকল বর্তমান থাকে, তবে জাইয হবে। আর যদি হালাক করে দেয়, তবে জাইয হবে না। আর যদি ঐ গোলামের হাত কাটা যায়, তারপর সে বিক্রির অনুমতি দেয়, তবে দিয়াত ক্রেতা পাবে। আর যদি সে বিক্রির অনুমতি না দেয়, তবে দিয়াত গোলামের মুনীব পাবে (আল -মাবসূত)।

১৭. মাসআলা ঃ আর যদি গোলামের মুনীব ইকরার করে যে, বিক্রি হয়ে যাওয়ার একদিন পর আমি অনুমতি দিয়েছি এবং ক্রেতা অস্বীকার করে, তবে গোলামের মুনীবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার কসম করতে হবে না। আর যদি গোলাম মারা যায়, তবে কসমসহ ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে নিজের এক দাসী বিক্রি করার জন্য উকীল নিযুক্ত করলো এবং দাসী তাকে দিয়ে দিলো। তারপর মুওয়াক্কিল দাসীকে ফেরত নিতে চাইল। তখন উকীল বললো, আমি ঐ দাসীকে অমুকের কাছে হাজার দিরহামে বিক্রি করেছি এবং সে তাকে কবযা করেছে। আর আমি মূল্য কবযা করেছি, আর তা এই। তারপর সে আমার কাছে দাসীকে গচ্ছিত রেখেছে এবং মুওয়াক্কিল তার তাকযীব করে, তবে উকীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না, বরং মুওয়াকিল দাসীকে ফেরত পাবে। আর উকীলের দাবীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না এরপর যদি মুকির লাহু উপস্থিত হয়ে উকীলের কথা অস্বীকার করে, তবে দাসী মুওয়াক্কীলকে সোপর্দ করা হবে। আর যদি সে উকীলের কথার তাসদীক করে, তবে দাসীকে মুওয়াক্কিল হতে নিয়ে নিবে এবং মুওয়াক্কিল উকীল হতে মূল্য নিবে, যদি তার কাছে কায়েম থাকে। আর যদি তার কাছে হালাক হয়ে যায়, তবে তার যিমান দিতে হবে না। আর যদি উকীল মূল্য কবযা করার ইকরার না করে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং মুকির লাহু মূল্য দিয়ে দাসী নিয়ে নিবে।

আর অনুরূপভাবে যদি কোন দাসীকে কোন কাফির হরবী লোক কয়েদ করে নিয়ে যায়, এবং সে দেশে গিয়ে কোন মুসলমান ঐ দাসীকে খরিদ করে, আর হাজার দিরহাম মূল্য দিয়ে

দাসীকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে। তারপর পুরাতন মুনীব ক্রেতাকে মূল্য দিয়ে দাসীকে নেয়ার জন্য আসলো। ক্রেতা বললো, আমি দাসী অমুককে হিবা করে দিয়েছি এবং সে তাকে আমার কাছ থেকে কবযা করে নিয়েছে। তারপর তাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে উধাও হয়ে গিয়েছে, তবে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না, বরং দাসীটি পুরাতন মালিককে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। আর ক্রেতার দাবীর পক্ষে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। এরপর যদি মুকির লাহু উপস্থিত হয় এবং ক্রেতার কথার তাকযীব করে তবে দাসীকে পুরাতন মালিকের কাছে সোপর্দ করা হবে এবং সে মূল্য প্রদান করবে। আর যদি সে ক্রেতার কথার তাসদীক করে, তবে দাসীকে পুরাতন মুনীব থেকে নিয়ে নিবে এবং মুনীব তার থেকে মূল্য দিয়ে নিবে। আর ক্রেতা পুরাতন মালিককে মূল্য ফেরত দিবে।

আর এইভাবে যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে কোন বস্তু হিবা করে এবং তাকে সোপর্দ করে দেয়। তারপর হিবা থেকে রুজু করতে চায়। আর মাওহুবলাহু বলে যে, আমি তা অমুক ব্যক্তিকে হিবা করে দিয়েছি এবং তাকে তা সোপর্দ করে দিয়েছি। তারপর সে তা আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে, তবে তাকে তা হিবাকারীর কাছে সোপর্দ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। তারপর যদি ঐ অমুক ব্যক্তি এসে মাওহুব লাহু অর্থাৎ নিজের হিবাকারীর তাকযীব করে, তবে ঐ বস্তু যে হিবাকারীর কাছে ফেরত গিয়েছে তার কাছেই থাকবে। আর যদি তাসদীক করে, তবে হিবাকারীকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, তা ঐ অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও।

এই ভাবে যদি এরূপ কোন কারণ মাঝে রাখা হয় যার জন্য ফেরত দেয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়, যেমন বললো যে, সে আমার ভাই কিংবা আমি তার বিনিময় দিয়ে দিয়েছি, তবু তা তাসদীক করা যাবে না, বরং হিবাকারীর ফিরিয়ে নেয়ার ইখতিয়ার থাকবে (হাসীরী কৃত শারহুল জামিইল কাবীর)।

১৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং ওয়াকীল ইকরার করে যে, সে তাকে হাজার দিরহাম মূল্যে ক্রয় করেছে, আর বিক্রেতাও তাই দাবী করে এবং নির্দেশদাতা তা অস্বীকার করে, তবে উকীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি কোন অনির্দিষ্ট গোলাম ক্রয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং তার জিন্স, সিফাত ও মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করে দেয়, তারপর উকীল ইকরার করে যে, আমি এই গোলাম তোমার জন্য তোমার উল্লেখ করা মূল্যে ক্রয় করেছি, আর নির্দেশদাতা তা অস্বীকার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যদি নির্দেশদাতা উকীলকে মূল্য দিয়ে থাকে, তবে ওয়াকীলের কথা তাসদীক করা হবে। আর যদি তাকে মূল্য না দিয়ে থাকে, তবে তাকে তাসদীক করা যাবে না। আর সাহিবাইন (র.) বলেন, যদি গোলাম যথারীতি বর্তমান থাকে এবং এরূপ গোলাম সচরাচর উক্ত মূল্যে ক্রয় করা যায়, তবে উকীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি নির্দেশদাতা মারা যায়, তারপর উকীল এই গোলাম ক্রয়ের ইকরার করে, আর মূল্য যথারীতি উকীলের কাছে কিংবা বিক্রেতার কাছে অটুট থাকে, কিংবা নির্দেশদাতা ওয়াকীলকে মূল্য না দিয়ে থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)- এর মতে উকীলের কথা নির্দেশদাতা মুওয়াক্কিলের হকের ক্ষেত্রে তাসদীক করা যাবে না এবং উকীলের যিম্মায় বিক্রি লাযিম হবে। আর উরিছদের কাছ থেকে তাদের অবগতির উপর কসম নেয়া যাবে। আর যদি বিক্রেতা মূল্য নষ্ট করে ফেলে, তবে ওয়াকীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং মৃতের উপর বিক্রি লাযিম হবে (আল-হাবী)।

২০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (রা) বলেন, কেউ কেউ নির্দেশ দিলো যে, আমার জন্য এক হাজার দিরহামে অমুকের দাসী ক্রয় করে দাও। সে তার দাসী ক্রয় করলো– তাকে কবযা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করুক কিংবা না করুক। বললো, আমি এক হাজার পাঁচশত দিরহামে দাসী ক্রয় করেছি এবং তোমার কথার বিপরীত কাজ করেছি। তাই ঐ দাসী আমার হয়েছে। নির্দেশদাতা বললো, তুমি দাসী এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছো, তাই দাসীর মালিক আমি হয়েছি। আর বিক্রেতা নির্দেশদাতার তাসদীক করলো, তবে বিক্রেতা ও নির্দেশদাতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি বিক্রেতা মূল্য কবযা না করে, তবে নির্দেশদাতা তাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দাসী নিয়ে নিবে। এরপর যদি ক্রেতা বিক্রেতার কাছে তার দাবীর উপর কসম তলব করে, তবে সে অধিকার তার থাকবে না। আর যদি নির্দেশদাতা হতে কসম নিতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে। যদি সে কসম করে তবে দাসীকে নিয়ে নিবে এবং বিক্রেতাকে মূল্য দিয়ে দিবে। আর দায়িত্ব তার ও বিক্রেতার উপর থাকবে, আদিষ্ট ব্যক্তির উপর কোন দায়িত্ব থাকবে না। আর যদি নির্দেশদাতা কসম করতে অস্বীকার করে, তবে দাসী ক্রেতার হবে এবং ক্রেতা বিক্রেতাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দাসী নিয়ে নিবে। তারপর যদি বিক্রেতা ক্রেতার কথার তাসদীকের দিকে ফিরে আসে, তবে পাঁচশত দিরহাম নিয়ে নিবে। আর যদি বিক্রেতা নির্দেশদাতার কাছে হাজার দিরহাম তলব করতে চায়, তবে তা করতে পারবে কিনা- এ বিষয়ে কিতাবে কিছু উল্লেখ নেই। ইমাম জাস্‌সাস ইমাম কারখী থেকে এবং কাযী আবুল হায়ছাম কুযাত থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার সে ইখতিয়ার আছে। ক্রেতার নিকট তলব করুক কিংবা বিক্রেতার নিকট তলব করুক। আর সাধারণ মাশাইখ কিরাম বলেছেন যে, তার সে ইখতিয়ার নেই।

আর অনুরূপভাবে যদি ক্রেতা বলে যে, আমি দাসীকে একশত দীনার দ্বারা ক্রয় করেছি এবং মাসআলার অবশিষ্ট অংশ যদি একইরূপ হয়, তবে তার বিধান এবং প্রথম অবস্থার বিধান একইরূপ হবে, কিন্তু একটি ক্ষেত্র ব্যতীত। আর তা হচ্ছে, প্রথম অবস্থায় যখন নির্দেশদাতা দাসী নিয়ে নিবে এবং বিক্রেতাকে হাজার দিরহাম দিয়ে দিবে, তারপর ক্রেতা তার কাছ থেকে কসম নিবে এবং সে তা অস্বীকার করবে, তখন ক্রেতা নির্দেশদাতা হতে কিয়াস অনুযায়ী দাসীকে বিনা মূল্যে নিয়ে নিবে। আর ইসতিহসান স্বরূপ তার পরিশোধকৃত এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে নিবে। আর ক্রেতা যে পর্যন্ত দাসীর মূল্য হাজার দিরহাম পরিশোধ না করবে, সে পর্যন্ত নির্দেশদাতা তাকে দাসী না দিয়ে আটকে রাখতে পারবে। আর এই (দ্বিতীয়) মাসআলায় কিয়াস ও ইসতিহসান উভয় ভাবে বিনা মূল্যে মুফত নিয়ে নিবে। আর এটা তখন হবে, যখন সে ক্রয় করার ইকরার করবে।

আর যদি ক্রয় করাকে মূলত অস্বীকার করে এবং নির্দেশদাতা মুওয়াক্কিল বলে যে, তুমি এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছো এবং বিক্রেতা তার তাসদীক করে, তবে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর বিক্রয়ের দায়িত্ব নির্দেশদাতার উপর থাকবে। আর যদি বিক্রেতা বলে যে, আমি ক্রেতার কাছ থেকে এই মর্মে কসম নিবো যে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি নির্দেশদাতার জন্য ক্রয় করিনি, তবে কসম নেয়ার সে ইখতিয়ার তার থাকবে। তারপর যদি সে কসম করে, তবে তার উপর কিছুই লাযিম হবে না। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে বিক্রয়ের দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। তখন মূল্য পরিশোধ করবে এবং নির্দেশদাতা থেকে তা ফেরত নিবে। আর পরিশোধ করার পূর্বে তা নির্দেশদাতা হতে নিবে। আর যদি ক্রয় অস্বীকার করার সময় সে ইকরার করে যে, নির্দেশদাতার প্রতি তার কোন হক নেই, তবে এ মাসআলায় বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে কসম দেওয়াবার কথা বর্ণিত আছে, আর আধিক্যের বিপরীত (যেমন নির্দেশদাতা হাজার দিরহামে ক্রয় করতে বলেছিল এবং সে দেড় হাজার দিরহামে ক্রয় করলো) ও জিন্‌সের অনৈক্যের (যেমন নির্দেশদাতা হাজার দিরহামে ক্রয় করতে বলেছিল আর সে

একশত দীনারে ক্রয় করলো) এই দুই মাসআলায় কসম তলব করার কথা বর্ণিত হয়নি। কোন কোন শায়খ বলেছেন, এই অবস্থাসমূহে কসম নেয়া যাবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এসব ক্ষেত্রেও কসম নেয়া যাবে। যখন নির্দেশদাতা কসম করবে যে, আল্লাহ্‌র কসম আমি জানি না, সে এক হাজার পাঁচশত দিরহামে কিনেছে না, একশত দীনারে কিনেছে। আর যদি বিক্রেতা এই সব অবস্থায় হাজার দিরহাম মূল্য কবযা করে এবং বলে যে, মূল্য হাজার দিরহাম কিংবা একশত দীনার ছিল, তবে তার এই কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না, বরং তার কথা বাতিল হবে। বাকী রইল আদেশকারী মুওয়াক্কিল ও আদিষ্ট উকীলের মধ্যকার মতভেদ। আদিষ্ট ব্যক্তি বলছে যে, আমি নিজের জন্য ক্রয় করছি এবং আদেশকারী বলছে যে, তুমি আমার জন্য ক্রয় করেছো। এ ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তির কথা কসমসহ গ্রহণযোগ্য হবে। যদি সে কসম করে, তবে তারই জন্য ক্রয় করা সাব্যস্ত হবে। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে আদেশকারীর জন্য ক্রয় করা সাব্যস্ত হবে।এ বিধান তখন হবে, যখন বিক্রেতা নির্দেশদাতাকে তাসদীক করবে। আর যদি সে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাসদীক করে এবং নির্দেশদাতা মূল্যের উল্লেখ করে কিংবা উল্লেখ না করে। আর নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্রয় করে বলে যে, আমি হাজার দিনহামে ক্রয় করেছি এবং নির্দেশদাতা বলে যে, তুমি পাঁচশত দিরহামে ক্রয় করেছো এবং বিক্রেতা নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির তাসদীক করে, তবে কসমের সাথে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আত-তাহরীর শারহুল জামিইল কাবীর)।

২১. মাসআলা ঃ যদি বিক্রেতা ইকরার করে যে, সে এই গোলাম এই ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছে এবং তার মধ্যে এই দোষ ছিল। আর দাবী করে যে, ক্রেতা তাকে এই দোষ থেকে মুক্ত করে দিয়েছে, তবে তাকে এ ব্যাপারে সাক্ষী পেশ করতে হবে। যদি তার সাক্ষী না থাকে, তবে ক্রেতা হতে কসম নেয়া হবে যে, সে বিক্রেতাকে এই দোষ থেকে মুক্ত করেনি। আর যখন থেকে দেখেছে, তখন থেকে বিক্রীত গোলামকে বিক্রির জন্য পেশ করেনি এবং দেখেশুনে সে রাযী হয়নি। আর বিক্রীত গোলাম তার মালিকানা থেকেও বের হয়ে যায়নি। তারপর যদি কসম করে, তবে বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। আর যদি ক্রেতা দাবী করে যে, সে যখন এই গোলাম ক্রয় করেছে, তখন তার মধ্যে এই দোষ বিদ্যমান ছিল। অথচ দোষ এরূপ যে, তার অনুরূপ দোষ সৃষ্টি হতে পারে। আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে এবং এরূপ ইকরার করে যে, যখন আমি তাকে বিক্রি করেছি তখন এর মধ্যে কিছু দোষ ছিল এবং আমি তা তার কাছে উল্লেখ করিনি, তবে এই ইকরার দ্বারা বিক্রেতার উপর কিছু লাযিম হবে না (আল-হাবী)।

২২. মাসআলা ঃ যদি বিক্রেতা তার বিক্রীত বস্তুতে এমন কোন দোষ স্বীকার করে যা এমন ভাবে দূর হতে পারে যে, তার চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। যেমন বিক্রেতা এরূপ ইকরার করলো যে, যখন সে এই গোলাম বিক্রি করেছে, তখন তার একটি যখম বা ঘা ছিল। আর সে তা উল্লেখ করেনি এবং তা নির্দিষ্ট করেনি। তারপর ক্রেতা ঐ গোলামকে নিয়ে এলো এবং তার একটি যখম বা ঘা রয়েছে এবং গোলামকে ফেরত দিতে চাইল। আর বললো, এটি সেই ঘা, যা তুমি স্বীকার করেছো। তখন বিক্রেতা বললো, আমি যে ঘায়ের কথা স্বীকার করেছি, তা দূর হয়ে গেছে। এটি অন্য ঘা, যা তোমার কাছে সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিক্রেতার কথা কসমসহ গ্রহণযোগ্য হবে। আর ক্রেতাকে সাক্ষী পেশ করতে হবে। তখন তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি বিক্রেতা কোন প্রকার দোষ স্বীকার করে যা দূর হতে পারে এবং সে দাবী করে যে, তা দূর হয়ে গেছে এবং এ দোষ নতুন সৃষ্টি হয়েছে, তবু তার তাসদীক করা যাবে (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৩. মাসআলা ঃ তবে এই অবস্থায় সাক্ষী পেশ করা ব্যতীত ক্রেতার ফেরত দেয়ার হক থাকবে না। আর যদি এরূপ সাক্ষী পেশ করে যে, এটি হুবহু সেই দোষ কিংবা বিক্রেতার ইকরার ও ক্রেতার অভিযোগ করার মধ্যে এরূপ কম সময় হয় যে, তার মধ্যে উক্ত যখম তার চিহ্ন সহ দূর হওয়া অকল্পনীয় এবং দাসীর মধ্যে এই যখম ব্যতীত অন্য কোন যখম না থাকে, তবে এক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং দোষের কারণে গোলাম বিক্রেতাকে ফেরত দেয়ার ইখতিয়ার থাকবে (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি বিক্রেতা ইকরার করে যে, যখন আমি কাপড় বিক্রি করেছি, তখন তাতে একটি ফাড়া ছিল। তারপর ক্রেতা ফাড়াযুক্ত কাপড় নিয়ে এলো এবং বিক্রেতা বললো যে, এটা সেই ফাড়া নয়, তবে তাসদীক করা যাবে না। আর যদি বলে যে, ছোট ফাড়া ছিল, এখন বড় হয়ে গেছে, তবে তাসদীক করা যাবে। আর যদি তাতে অন্য ফাড়া থাকে এবং বিক্রেতা বলে যে, তাতে এই ফাড়াটি ছিল, ঐ ফাড়াটি ছিল না। তবে কসমের সাথে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

২৫. মাসআলা ঃ আর যদি বিক্রেতা দু'জন হয়, তার মধ্যে একজন ত্রুটি স্বীকার করে এবং ঐ ত্রুটি উল্লেখ করে, আর দ্বিতীয় জন অস্বীকার করে, তবে ইকরারকারীকে ফেরত দিবে, অন্যজনকে ফেরত দিবে না। আর যদি বিক্রেতা একজন হয়, এবং তার সাথে মুফাবিয শরীকদার থাকে (যে শরীকদার মাল, লেনদেন ও ঋণের দিক থেকে সমান এবং প্রত্যেকে একে অপরের ওয়াকীল ও যামিনদার হয়, তাকে মুফাবিয শরীকদার বলে) আর বিক্রেতা ত্রুটি অস্বীকার করে এবং তার শরীকদার ত্রুটি স্বীকার করে, তবে ক্রেতা ফেরত দিতে পারে (আল-মাবসূত)।

২৬. মাসআলা ঃ আর ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে ইকরারকারীর শরীকদারকে ফেরত দিবে কিংবা বিক্রেতাকে ফেরত দিবে কিংবা বিক্রেতাকে ফেরত দিবে (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ আর যদি শরীকদার শরীকে ইনান (شريك عنان)(যে শরীকদার লেনদেনে পরস্পর সমান নয় এবং একে অপরের যামিনদার নয়। তাকে ইনান বলে) হয়, তবে ইকরারের দরুন ক্রেতা ফেরত দিতে পারে না। আর অনুরূপভাবে যদি মুযারিব মুযারাবার কোন খাদিম (গোলাম) বিক্রি করে রব্বুল মাল বা মালের মালিক তাতে দোষ-ত্রুটির ইকরার করে, তবে ক্রেতা মুযারিবকে ঐ ইকরারের দরুন গোলাম ফেরত দিতে পারবে না। অনুরূপভাবে যদি স্বয়ং রব্বুল মাল বিক্রি করে এবং মুযারিব ত্রুটি স্বীকার করে, তবু এই বিধান হবে। আর অনুরূপভাবে যদি উকীল বিক্রি করে এবং মুওয়াক্কিল ত্রুটি স্বীকার করে, তবে ঐ স্বীকারোক্তির দ্বারা ওয়াকিল ও মুওয়াক্কিলের উপর কোন কিছু লাযিম হবে না। আর যদি ওয়াকিল দোষ স্বীকার করে এব মুওয়াক্কিল অস্বীকার করে, তবে ক্রেতা উকীলকে ফেরত দিতে পারে। কিন্তু এই ফেরত উকীলের হকের মধ্যে হবে –মুওয়াক্কিলের হকের মধ্যে হবে না। কিন্তু যদি এরূপ দোষ হয়, যার সদৃশ সৃষ্টি হতে পারে না, তবে এরূপ ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিলকে ফেরত দিবে। অবশ্য উকীলের ইকরারের কারণে নয়, বরং যে, এই দোষ মুওয়াক্কিলের কাছে থাকতে বিদ্যমান থাকা নিশ্চিত। আর যদি এরূপ দোষ হয় যে, তার সদৃশ সৃষ্টি হতে পারে, আর উকীল এরূপ সাক্ষী পেশ করে যে, এই দোষ মুওয়াক্কিলের কাছে থাকতে ছিল, তবে মুওয়াক্কিলকে ফেরত দিতে পারবে। আর যদি সাক্ষী না থাকে, তবে মুওয়াক্কিল হতে তার দাবীর উপর কসম নিবে। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে ফেরত দিবে। আর যদি কসম করে, তবে গোলাম উকীলের যিম্মায় লাযিম হবে।

আর দুই শরীকে ইনানের মধ্য থেকে যে বিক্রেতা, সে যদি দোষ স্বীকার করে এবং অপর শরীকদার অস্বীকার করে, তবে ক্রেতা ফেরত দিতে পারে এবং উভয়ের যিম্মায় লাযিম হবে। আর অনুরূপভাবে মুযারিব যদি দোষ স্বীকার করে, তবে ফেরত হয়ে মুযারিব ও রব্বুল মাল উভয়ের উপর লাযিম হবে (আল-মাবসূত)।

২৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো থেকে কোন বস্তু খরিদ করে এবং তা অন্য এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে, আর দ্বিতীয় ক্রেতা তাতে ত্রুটির অভিযোগ করে এবং প্রথম ক্রেতাকে তা ফেরত দেয়, এবং কাযীর নির্দেশ ব্যতীত ফেরত দেয়, তবে প্রথম ক্রেতার তার বিক্রেতার বিরুদ্ধে এই ত্রুটির অভিযোগ করার ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি কাযীর নির্দেশে ফেরত দেয়, তবে তাতে তিনটি অবস্থা হতে পারে। প্রথম অবস্থা এই যে, যদি প্রথম ক্রেতার এই ত্রুটি স্বীকারের দরুন তাকে ফেরত দেয় এবং সে ফেরত নিতে অস্বীকার করে, আর কাযী ফেরত নিতে তার উপর নির্দেশ জারী করেন, তবে এখানে দু'টি রূপ আছে। একটি রূপ হলো, স্বীকারোক্তির পূর্বে এই ত্রুটির অস্বীকৃতি প্রথম ক্রেতা হতে পরিষ্কার প্রকাশ পেয়েছে কিংবা পায়নি। যদি পরিষ্কার প্রকাশ না পেয়ে থাকে, অর্থাৎ এরূপ বলেনি যে, আমি যখন এই গোলাম বিক্রি করেছি, তখন এতে এই ত্রুটি ছিল না, তবে এই অবস্থায় প্রথম ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে,নিজের বিক্রেতাকে ফেরত দিবে, যদি ঐ বিষয়ে সাক্ষী পেশ করে যে, এই ত্রুটি বিক্রেতার কাছে বিক্রয়ের সময় বিদ্যমান ছিল। আর যদি ত্রুটি স্বীকারের পূর্বে তার দ্বারা ত্রুটির অস্বীকৃতি প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে নিজের বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, প্রথম ক্রেতার কসমের অস্বীকৃতির কারণে যদি ফেরত দেয়, আর এ ক্ষেত্রে যদি অস্বীকৃতির পূর্বে ঐ ত্রুটির প্রকাশ্য অস্বীকৃতি তার দ্বারা প্রকাশ না পায়, যেমন ত্রুটির দাবীর সময় সে চুপ থাকলো এবং কিছু বললো না, তারপর যখন তার উপর কসম পেশ করা হলো, তখন অস্বীকার করলো। আর এই দলীল দ্বারা ফেরত দিয়ে দিলো, তবে নিজের বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে।আর যদি তার থেকে প্রথমে ত্রুটির অস্বীকৃতি প্রকাশ পায়, তবে নিজের বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে না।

তৃতীয় অবস্থা হলো, যদি সাক্ষীদের সাক্ষের উপর ফেরত দেয়া হয়। আর এই অবস্থায় যদি প্রথমে তার দ্বারা প্রকাশ্যে ত্রুটির অস্বীকৃতি সাব্যস্ত না হয়, যেমন চুপ থাকলো, এমনকি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিলো আর কাযী ফেরতের নির্দেশ দিলেন, তবে তার নিজের বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগের ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি সে প্রথমে এই ত্রুটি প্রকাশ্যে অস্বীকার করে, তবে তার দুটি রূপ হবে। একটি হলো, দ্বিতীয় ক্রেতা এই সাক্ষী পেশ করলো যে, দ্বিতীয় বিক্রেতা যখন বিক্রি করেছে, তখন তার মধ্যে এই ত্রুটি বিদ্যমান ছিল, তবে এক্ষেত্রে সে তার বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে না। আর দ্বিতীয় রূপটি হলো, দ্বিতীয় ক্রেতা এই সাক্ষী পেশ করলো যে, প্রথম বিক্রেতার বিক্রি করার সময় এতে এই ত্রুটি ছিল। এক্ষেত্রে সে নিজের বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে। কোন কোন বর্ণনায় এরূপই বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন, এটি ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর অভিমত। আবার কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, অভিযোগ করতে পারবে না। কেউ কেউ বলেন, এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)–এর অভিমত (আল-মুহীত ঃ ২৮তম অনুচ্ছেদ ঃ উকীল ও ওসীর কবযা স্বীকার করা সম্পর্কে)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ঘর বিক্রি করে, তারপর ইকরার করে যে, বিক্রয়ের সময় এতে এই ত্রুটি ছিল। যেমন, দেয়াল ফাটা ছিল যাতে তা পড়ে যাওয়ার আশংকা ছিল, কিংবা কড়িকাঠ ভাঙ্গা ছিল, কিংবা দরযা ভাঙ্গা ছিল। তবে এই ইকরার দ্বারা ঘর ফেরত দেয়া যেতে পারে।

pdf By Syed Mostafa Sahib

অনুরূপভাবে যদি যমীন বিক্রি করে, যাতে খেজুর গাছ ছিল, তারপর গাছের মধ্যে কোন দোষ স্বীকার করে, যাতে মূল্যের মধ্যে কমতি হয়, তবু এই বিধান হবে। আর এই বিধান কাপড়, আসবাবপত্র এবং জীবজন্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদি বিক্রেতা তাতে কোন দোষ স্বীকার করে, যার দ্বারা মূল্যে কমতি হয়।

যদি বিক্রেতা ইকরার করে যে, সে এই গোলামকে একহাত কর্তিত অবস্থায় বিক্রি করেছে। তারপর ক্রেতা তাকে উভয় হাত কর্তিত অবস্থায় নিয়ে আসে, তবে গোলাম ফেরত দিতে পারবে না, কিন্তু একহাত কর্তিত হওয়ার লোকসান ফেরত নিতে পারবে।

আর যদি গোলামের আঙ্গুল বেশী থাকে, তবে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে, যদি বিক্রেতা তা স্বীকার করে কিংবা অস্বীকার করে। কিন্তু বিক্রেতা যদি ফেরত দেয়ার বিরুদ্ধে কোন অন্তরায় প্রমাণ করতে পারে, তবে ফেরত দিতে পারবে না। আর এসব ক্ষেত্রে দোষের অভিযোগের জন্য গোলামের উপস্থিত হওয়া ও অনুপস্থিত হওয়া উভয়ই সমান, যদি বিক্রেতা তখন গোলামের মধ্যে এই দোষ থাকার ইকরারকারী হয় (আল-মাবসুত)।

৩০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কেউ যদি তার দাসীকে বলে যে, ও চোরনী ও পলানী, ও ব্যভিচারিণী, ও পাগলিনী, তারপর তাকে বিক্রি করে এবং ক্রেতা তার মধ্যে এইসব দোষ দেখতে পায়। আর দোষের কারণে ফেরত দিতে চায়। আর বিক্রেতা বলে যে, এ দোষ তোমার কাছে সৃষ্টি হয়েছে, তবে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর ক্রেতা যদি বিক্রির পূর্বেকার বিক্রেতার কথাবার্তাকে সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং দাসী ফেরত দিতে পারবে না। অনুরূপভাবে ক্রেতা যদি এরূপ সাক্ষী পেশ করে যে, বিক্রেতা বিক্রয়ের পূর্বে ঐ দাসীকে এই খাবীছহ কিংবা এই চোরনী, কিংবা এই পাগলনী এরূপ এরূপ করেছে বলেছিল, তাহলেও একই বিধান হবে (আত্-তাহ্রীর শারহুল জামিইল কাবীর)।

৩১. মাসআলা ঃ আর যদি বিক্রেতা বলে যে, এটি চোরনী এবং এরপর নীরব থাকে, তবে তা ইকরার হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩২. মাসআলা ঃ আর যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা বলেছে, এই চোরনী কিংবা এই ব্যভিচারিণী কিংবা এই পলানী, কিংবা এই পাগলিনী, এবং এছাড়া তার কোন কাজ সম্পর্কে ইকরার না করে কিংবা এরূপ বললো, এই চোরনী, এই পলানী, এই ব্যভিচারিণী, এই পাগলিনী, তবে এই সাক্ষ্যের দরুন দাসীকে ফেরত দেয়ার ইখতিয়ার ক্রেতার হাসিল হবে (আত্-তাহরীর শারহুল জামিইল কাবীর)।

৩৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে যে, হে তালাকপ্রাপ্তা, কিংবা তার দাসীকে বলে যে, হে আযাদীপ্রাপ্তা, কিংবা বললো, এই তালাকপ্রাপ্তা কিংবা এই আযাদ প্রাপ্তা এরূপ করেছে, তবে একথা একই সাথে প্রয়োগ ও ইকরার উভয়ই হবে (যদিও ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে কিংবা সম্বোধন আকারে হয়েছে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

উনিশতম পরিচ্ছেদ ঃ মুযারিব ও শরীকদারের ইকরার

১. মাসআলা ঃ মুযারাবার[১] ব্যবসায়ে যদি মুযারিব ঋণ হওয়াব ইকরার করে, তবে এই ইকরার রব্বুল মালের উপর জাইয হবে, যদি মুযারাবার মাল তার হাতে থাকে। আর যদি মুযারাবার মাল তার হাতে না থাকে, তবে জাইয হবে না। আর যখন মুযারাবার মাল তার কাছে থাকে, তখন যদি রব্বুল মালের উপর এমন লোকের ঋণ হওয়ার ইকরার করে, যার সাক্ষ্য তার ক্ষেত্রে কবুল হয় না, তবে সর্বসম্মত ভাবে ঐ ইকরার জাইয হবে।

আর যদি দুই ইনান শরীকের মধ্য থেকে এক শরীকদার এমন ব্যক্তির জন্য যার সাক্ষ্য তার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয় না, এরূপ ঋণের ইকরার করে যা এরূপ ব্যবসায়ের কারণে ওয়াজিব হয়েছে, যা ঐ উভয়ের শরীকানায় রয়েছে, তবে সর্বসম্মত ভাবে ইকরার জাইয হবে। আর তা শুধু ঐ ব্যক্তির উপরই লাযিম হবে। তার শরীকদারের উপর লাযিম হবে না।

আর যদি দুই মুতাফাবিয (متفاوض) ব্যক্তির মধ্যে একজন এরূপ লোকের জন্য ঋণের ইকরার করে যার সাক্ষ্য তার পক্ষে কবুল হয় না, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আদৌ সহীহ্ হবে না, না তার শরীকদারের ক্ষেত্রে, না তার নিজের ক্ষেত্রে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যাক্তির কাছে মুযারাবার এক হাজার দিরহাম থাকে, এবং সে তাতে ঋণের ইকরার করে, আর রব্বুল মাল অস্বীকার করে, তবে তার ইকরার মুযারাবার মধ্যে জাইয হবে।

অনুরূপভাবে যদি মুযারাবার মধ্যে কোন মজুরের মজুরী, কিংবা কোন বাহনজন্তুর ভাড়া কিংবা কোন দোকানের ভাড়া ইকরার করে, তাও জাইয হবে। আর যদি ঐ দিরহাম রব্বুল মালকে দিয়ে দেয় এবং বলে যে, এই তোমার রাসূল মাল বা মূলধন, তুমি তা নিয়ে নাও। তারপর আমাদের উল্লেখ করা উপরোক্ত কোন কোন বিষয়ের ইকরার করে, তবে তা তাসদীক করা যাবে না (আল-হাবী)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইকরার করে যে, অমুকের এই হাজার দিরহাম মুযারাবার অর্ধেক লাভের উপর আমার কাছে আছে। তারপর আবার বললো যে, এই হাজার দিরহাম আরেক অমুকের মুযারাবার অর্ধেক লাভের উপর আছে। উভয়ের প্রত্যেকে দাবী করলো যে, এই হাজার দিরহাম আমার, আমি অর্ধেক লাভের মুযারাবায় দিয়েছি। তারপর মুযারিব তার দ্বারা ব্যবসা করলো এবং মুনাফা অর্জন করলো। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে প্রথম ব্যক্তিকে এক হাজার দিরহাম এবং লাভের অর্ধেক দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এক হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ দিবে এবং মুনাফা দিবে না। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে প্রত্যেককে এক হাজার দিরহাম দিবে এবং কিছু মুনাফা দিবে না, বরং মুনাফা কারবারী মুযারিবের হবে এবং সে তা সাদকা করে দিবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ যদি মুযারিব ইকরার করে যে, এই মাল অমুক ও অমুকের মুযারাবার মাল এবং উভয়ে তার তাসদীক করে। তারপর আবার মুযারিব পৃথক পৃথক ভাবে বলে যে, তাদের একজনের দুই-তৃতীয়াংশ এবং অপর জনের এক-তৃতীয়াংশ, তবে তার তাসদীক করা যাবে না। তাদের উভয়ের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক বণ্টিত হবে (আল-মাবসূত)।

১. লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসায় টাকা খাটানোকে মুযারাবা বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে একটি গোলাম আছে। সে বললো, অর্ধেক মুযারাবার উপর অমুকের গোলাম আমার কাছে আছে। তারপর তাকে দুই হাজার দিরহামে বিক্রি করলো এবং বললো, রা'সুল মাল এক হাজার দিরহাম ছিল। আর গোলামের মালিক বললো, আমি তোমাকে এই গোলাম মুযারাবা রূপে দিয়েছি, তাই মুযারাবা ফাসিদ হবে। আর তুমি আজ্‌রে মিছ্‌ল্‌ অর্থাৎ এই কাজের যা মূল্য হতে পারে তাই পাবে, আর মূল্য সমুদয় আমার হবে, তবে গোলামের মালিকের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি দুই মুযারিব তাদের করগত মাল সম্পর্কে ইকরার করে যে, এই মাল অমুক ব্যক্তির, আমাদের কাছে মুযারাবা চুক্তিতে আছে এবং সে উভয়ের তাসদীক করলো। তারপর রব্বুল মাল (মালের মালিক) একজনের জন্য এক-তৃতীয়াংশ মুনাফা এবং অপরজনের জন্য এক-চতুর্থাংশ মুনাফার ইকরার করলো, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ এক ব্যক্তির জন্য মুযারাবার ইকরার করলো, কিন্তু ইকরারে নাম উল্লেখ করলো না। তবে নাসাল্লেখের ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর তার ওয়ারিছদের কথাও গ্রহণযোগ্য হবে যদি সে মারা যায় (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা ঃ যদি মুযারিব মালের মধ্যে হাজার দিরহাম মুনাফার ইকরার করে, তারপর বলে যে, আমি ভুল করেছি, শুধু পাঁচশত দিরহাম ছিল, তবে তাসদীক করা যাবে না এবং ইকরার অনুযায়ী মালের যামিন হবে। আর যদি তার কাছে কিছু মাল থেকে যায় এবং সে বলে যে, এ হচ্ছে মুনাফা। রা'সুল মাল আমি রব্বুল মালকে দিয়ে দিয়েছি। আর রব্বুল মাল তার তাকযীব করে, তবে রব্বুল মালের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু রব্বুল মাল থেকে মুযারিবের দাবীর উপর কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম করে, তবে যা কিছু মুযারিবের কাছে আছে, তা নিজের রাসুল মাল হিসাবে নিয়ে নিবে (আল-মাবসূত)।

৯. মাসআলা ঃ যদি মুযারিবের বিক্রীত বস্তুতে রব্বুল মাল কোন আয়বের ইকরার করে, তবে ক্রেতা তা মুযারিবকে ফেরত দিতে পারবে না। আর যদি বিক্রেতা অর্থাৎ মুযারিব ইকরার করে, তবে উভয়ের যিম্মায় ফেরত নেয়া লাযিম হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার মুফাবাযারূপে শরীকদার এবং সেই অমুক ব্যক্তি বলে যে, হ্যাঁ, কিংবা বললো, জী কিংবা বললো, সে সত্য বলেছে, কিংবা বললো, এরূপই, যেরূপ সে বলেছে,কিংবা বললো, সে সত্যবাদী, তবে এ সমুদয়ই এক সমান হবে। আর তারা উভয়ে পরস্পর শরীকদার সাব্যস্ত হবে। আর যা কিছু তার কাছে থাকে– নগদ, ঋণ, দাস-দাসী, আসবাবপত্র ইত্যাদি এবং অপর ব্যক্তির কবযায় যা আছে, সবকিছু উভয়ের মধ্যে সমান সমান থাকবে। কিন্তু নিজের খাদ্য-খাবার ও পরিবারের খাদ্য-খাবার এবং নিজের কাপড়-চোপড় ও পরিবারের কাপড়-চোপড় তা ইস্‌তিহ্‌সান স্বরূপ যার যার কবযায় যা আছে, তা তার তারই থাকবে। অনুরূপ যার উম্মু ওয়ালাদ কিংবা মুফাব্বারাহ আছে, তাও তারই থাকবে। আর যদি কেউ ইকরারের পূর্বে কোন গোলামকে মুকাতাব করে, তবে যে পরিমাণ কিতাবতের বদল তার উপর আছে, তা উভয়ের মধ্যে সমান সমান বন্টন হবে।

অনুরূপভাবে যদি বলে যে, সে আমার মুফাবিয শরীকদার এবং আমি তার মুফাবিয শরীকদার, তবু এই বিধান হবে (আল-মাবসূত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি উভয় মুতাফাবিযের মধ্যে একজন এরূপ বস্তুর ইকরার করে যা মুফাওয়াযার মধ্যে শামিল, তবে তার উপর এবং তার শরীকদার উভয়ের উপর জাইয হবে, তার শরীকদার তার তাসদীক করুক কিংবা তাকযীব করুক। আর সাধারণ ঋণ স্বীকার

মুফাওয়াযার মধ্যে শামিল। যদি একজন মুতাফাবিয শরীকানার মধ্যে ঋণ স্বীকার করে এবং শরীকদার বলে যে, এই ঋণ তোমার উপর মুফাবাযার পূর্বে ওয়ারিছ হয়েছে, বিশেষ করে এটি তোমারই উপর ওয়াজিব, আর মুকির বললো যে, না, বরং মুফাবাযার পর ওয়াজিব হয়েছে, তবে মুকিরের কথা কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি দু'জন ইনান শরীকদারের মধ্যে একজন এরূপ ঋণ স্বীকার করে, যা তাদের ব্যবসায়ের অন্তর্গত এবং তার অপর শরীকদার তার তাকযীব করে, তবে এই স্বীকারোক্তি তার শরীকদারের ক্ষেত্রে সহীহ্‌ হবে না। আর যদি এরূপ ঋণ স্বীকার করে, যার কারণ সে স্বয়ং সৃষ্টি করেছে, তবে সমুদয়ের দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে, নিজের শরীকদার থেকে সে কিছুই নিতে পারবে না। আর যদি এরূপ ঋণ স্বীকার করে যার কারণ সৃষ্টিকারী তারা উভয়ে, তবে যে পরিমাণ ঋণ সে স্বীকার করেছে তার অর্ধেক তার উপর বর্তাবে, আর তার শরীকদারের উপর কিছুই বর্তাবে না। আর যদি এরূপ ঋণ স্বীকার করে, যার কারণ তার শরীকদার সৃষ্টি করেছে, তবে এই মুকিরের উপর কিছু লাযিম হবে না (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ যদি একজন ইনান শরীকদার নিজের শরীকদারের উপর এরূপ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের ইকরার করে, যা হুবহু বর্তমান আছে, তবে তা জাইয হবে এবং তার শরীকদারের উপর তার অংশ পরিমাণ লাযিম হবে। আর যদি নষ্ট হয়ে যাওয়া কোন বস্তু ক্রয় করার ইকরার করে, তবে তার মূল্য তার উপর ঋণ স্বরূপ হবে। তার শরীকদারের উপর হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি একজন মুতাফাবিয তার সুস্থ অবস্থায় কিংবা রোগাক্রান্ত অবস্থায় কাফালতের ইকরার করে, তবে তার শরীকদারের উপর দাবী করা যাবে। আর তা তখন হবে, যখন ঐ কাফালত মাকফুল আনহুর (যার জন্য কাফীল বা যামিন হয়েছে) নির্দেশক্রমে হবে। আর যদি মাকফুল আনহুর নির্দেশ ব্যতীত কাফালত হয়, তবে সকলের মতেই বিশেষত তার উপর লাযিম হবে এবং এটাই সহীহ।

আর যদি দুই মুতাফাবিযের মধ্যে একজন সুস্থ থাকে এবং অপর জন রোগাক্রান্ত থাকে, তারপর সুস্থজন রুগ্নজনের ওয়ারিছের ঋণের কাফালত ইকরার করে, তবে সমুদয় কাফালত সুস্থজনের উপর লাযিম হবে। রুগ্ন জনের উপর লাযিম হবে না (আল-খাযানাতুল মুফতীন)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি একজন মুতাফাবিয ইকরার করে যে, সে তার শরীকদারের পক্ষ থেকে তার স্ত্রীর মহর, কিংবা খোরপাষ কিংবা অপরাধের যামিন হয়েছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর এবং তার শরীকদারের উপরও লাযিম হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তার উপর লাযিম হবে, তার শরীকদারের উপর লাযিম হবে না (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি মুতাফাবিয শরীকদার হয়, এবং তাদের মধ্যে একজনে নিজেদের দুইজনের সাথে তৃতীয় এক ব্যক্তির শরীক থাকার ইকরার করে এবং দ্বিতীয় শরীকদার তা অস্বীকার করে; তবে কিতাবে উল্লেখ আছে যে, তার ইকরার উভয়ের উপর জাইয হবে। আর তাদের উভয়ের কবযায় যা আছে, তা ঐ দু'জন ও তৃতীয় জনের মধ্যে স্বত্বানুযায়ী ইজমালী হবে। আর তাদের দু'জনের মধ্যে মুফাবাযা শরীকদারিত্ব কিংবা ইনান শরীকদারিত্ব সাব্যস্ত হবে না আর যদি সে তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ইকরার করে যে, সে আমাদের সাথে ইনান কিংবা মুফাবাযার শরীকদার এবং দ্বিতীয় মুফাবিয তা অস্বীকার করে, তবে তৃতীয় ব্যক্তি ইনান শরীকদার সাব্যস্ত হবে– মুফাবিয শরীকদার সাব্যস্ত হবে না (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৬. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির জন্য মুফাবাযা শরীকানা ইকরার করে এবং সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তবে কেউ অপরের কবযাকৃত কিছু পাবে না। আর যদি অপর ব্যক্তি বলে যে, আমি তোমার কবযাকৃত বস্তুর মধ্যে মুফাবাযাবিহীন শরীকদার আর তুমি আমার কবযাকৃত বস্তুর মধ্যে কোন শরীকদার নও, তবে কসমের পর তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-হাবী)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি কোন আযাদ ব্যক্তি কোন মাযূন (নির্দেশপ্রাপ্ত) গোলামের জন্য মুফাবাযা শরীকানা কিংবা কোন মুকাতাবের জন্য মুফাবাযা শরীকানা ইকরার করে এবং সে তা তাসদীক করে, তবে তাদের দু'জনের মধ্যে মুফাবাযা সব্যস্ত হবেদ না। কিন্তু তাদের দু'জনের করযায় যা আছে, তা উভয়ের মধ্যে সমান বন্টিত হবে। আর উভয়ের মধ্যে কারো অপরের ঋণ বা আমানতের ইকরার জাইয হবে না।

অনুরূপভাবে যদি কেউ কোন ব্যবসায়ী বালকের জন্য মুফাবাযা ইকরার করে কিংবা কোন ব্যবসায়ী বালক কোন ব্যবসায়ী বালকের জন্য মুফাবাযা ইকরার করে তাহলেও উভয়ের কাছে যা কিছু থাকে তা উভয়ের মধ্যে সমান ভাবে বন্টিত হবে, কিন্তু তাদের দু'জনের মধ্যে মুফাবাযা সাব্যস্ত হবে না (আল-মাবসূত)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ এরূপ কোন বালকের জন্য মুফাবাযা শরীকানা ইকরার করে, যে কথা বলতে পারে না এবং তার পিতা তার তাসদীক করে, তবে যা কিছু ঐ ব্যক্তির ক্বযায় থাকে, তা উভয়ের মধ্যে সমান সমান বন্টিত হবে। আর তারা দু'জন মুতাফাবিয হবে না এবং ঐ বালকের কাছে যা কিছূ আছে, তা উভয়ের মধ্যে বন্টিত হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

১৯. মাসআলা ঃ আর যদি কোন যিম্মী কোন মুসলিমের জন্য মুফাবাযা ইকরার করে কিংবা কোন মুসলিম কোন যিম্মীর জন্য মুফাবাযা ইকরার করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তারা দু'জন মুতাফাবিয হবে না, কিন্তু যা কিছু উভয়ের কবযায় আছে, তা উভয়ের মধ্যে সমান সমান বণ্টিত হবে (আল-মাবসূত)।

২০. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার শরীকদার এবং এর বেশী কিছু না বলে, তবে খুলে বলার জন্য তার কথার প্রতিরুজূ করতে হবে। সে যা বলবে, তাতে তাকে তাসদীক করা হবে, যদি এমন কোন বস্তুর কথা বলে, যাতে শরীকানা সাব্যস্ত হয় (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে যে, তুমি আমার ব্যবসায়ের মধ্যে শরীকদার, তবে যে পরিমাণ ব্যবসায়িক মাল তাদের হাতে থাকবে, তা উভয়ের মধ্যে ইজমালী হবে। অনুরূপভাবে দিরহাম ও দীনারসমূহও তবে বাসগৃহ,খাদিম, কাপড়-চোপড় ও খাদ্যদ্রব্য তার অন্তর্ভুক্ত হবে না (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

২২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমি অমুকের কম-বেশী প্রত্যেক মালের শরীকদার এবং সে তার একথার তাসদীক করে, তবে ইকরারের সময় থেকে যে সকল ব্যবসায়িক মাল উভয়ের কবযায় থাকে তা ইজমালী হয়ে যাবে। সুতরাং প্রত্যেকের কবযাকৃত মাল যা ব্যবসায়িক মালরূপে গণ্য, তা উভয়ের মধ্যে ইজমালী হবে। তাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যও শামিল হবে। এ ব্যাপারে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই।আর যেসব মাল ব্যবসায়িক মাল বলে পরিচিত নয়, যেমন বাসগৃহ এবং অনুরূপ যেসব মাল মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, তা ব্যবসায়িক মাল বলে গণ্য হবে না, যদিও ইকরারের সময় তা উভয়ের কবযায় থাকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রমানিত হয়। আর স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত যেসব মাল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় না, তা ব্যবসায়িক হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে তার কবযকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ কেউ বললো যে, ঐ দোকানে যা আছে, তাতে অমুক ব্যক্তি আমার শরীকদার। তারপর বললো, আমি ইকরারের পর তাতে এক গাঁটরি কাপড় রেখে দিয়েছি তবে তার তাসদীক করা যাবে না এবং তাও শরীকানায় শামিল হবে। তবে অপর এক বর্ণনা মতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আমাদের কোন কোন ফিকাহবিদ বলেন যে, উভয় বর্ণনা সামঞ্জস্যশীল। আর তা এভাবে যে, যদি ইকরারের সময় হতে দোকান খোলার সময় পর্যন্ত তা বন্ধ অবস্থায় থাকে, তবে তার কথা গ্রহণ করা যাবে না, অন্যথায় তার কথা গ্রহণ করা যাবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখসী)।

২৪. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ ইকরার করে এবং বলে যে, এই দোকানে যা আছে, তাতে অমুক আমার শরীকদার তবে যে পরিমাণ মাল দোকানে আছে তা সমুদয় উভয়ের মধ্যে ইজমালী হবে। আর যদি কোন মাল নিয়ে মতভেদ হয়, এবং মুকির বলে যে, আমি ইকরারের পর তা দোকানে ঢুকিয়েছি এবং মুকির লাহু বলে যে, ইকরারের সময় ঐ মাল দোকানে ছিল, তবে এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী দুটি বর্ণনা আছে। আবু সুলায়মানের বর্ণনা অনুযায়ী মুকির লাহুর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাদের উভয়ের মধ্যে ইজমালী হবে। আর আবূ হাফসের বর্ণনা অনুযায়ী মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং বিশেষ করে মাল তারই হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, আমার কবযায় যা কিছু ব্যবসায়ের মাল মওজুদ আছে, তাতে অমুক ব্যক্তি আমার শরীকদার। তারপর ইকরারকারী ব্যবসায়ের কোন কোন মাল সম্পর্কে বলে যে, এটি ইকরারের সময় আমার কাছে ছিল না, আমি ইকরারের পর তা লাভ করেছি। আর সেই অমুক ব্যক্তি বলে যে, না, বরং তা ইকরারের সময় তোমার কাছে বিদ্যমান ছিল, তবে সমস্ত বর্ণনা অনুযায়ী ইকরার কারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি পেষণ কার্যে আমার শরীকদার এবং মুকিরের কবযায় চাক্কি (যাঁতা), উট ও যেসব উপকরণ ঐ কাজের জন্য প্রয়োজন তা সব মওজুদ থাকে। আর মুকির লাহু ঐ সব উপকরণে শরীকানা দাবী। তবে মুকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

অনুরূপভাবে প্রত্যেক কর্মকারীর অবস্থা হবে যদি তার কবযায় কোন দোকান থাকে এবং তাতে মাল-আসবাব থাকে আর সে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন কাজের মধ্যে শরীকানার ইকরার করে, তবে তারা উভয়ে শুধু কাজের মধ্যে শরীকদার হবে, মাল-আসবাবে নয়।

আর যদি এরূপ বলে যে, অমুক ব্যক্তি এই দোকানের এই কাজে আমার শরীকদার, তবে ঐ দোকানের যাবতীয় কাজকর্মে এবং কাজের যন্ত্রপাতিতে উভয়ের শরীকানা থাকবে। আর যদি দোকান ও তাতে যা কিছু আছে , তা উভয়ের কবযায় থাকে, তারপর তাদের একজনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি এই কাজের মধ্যে আমার শরীকদার, কিন্তু তার মাল-আসবাব সমুদয় আমার এবং সেই অমুক ব্যাক্তি বলে যে, মাল-আসবাবও আমাদের দু'জনের মধ্যে ইজমালী, তবে উভয়ের মধ্যে ইজমালী সব্যস্ত হবে (আল-মাবসূত)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ বললো, আমার ক্রয়কৃত সমুদয় যাতি কাপড়ে অমুক ব্যক্তি শরীকদার এবং তার কাছে দুটি গাঁটরি আছে। তারপর সে বললো, এ দুটির একটি গাঁটরি আমি খরিদ করেছি এবং অপরটি মীরাছ পেয়েছি। তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৭. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার কাছে ব্যবসায়ের জন্য যে যাতী কাপড় আছে, তার সমুদয়ের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আমার শরীকদার। তারপর বলে যে, ঐ দুটির একটি আমার খাছ মাল দ্বারা খরিদ করেছি, ব্যবসায়ের জন্য খরিদ করিনি, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি ইকরার করে যে, ঐ দু'টি তার কাছে ব্যবসায়ের জন্যে আছে, তারপর বলে যে, এটি আমার বিশেষ নিজের মাল, তবে তাকে তাসদীক করা যাবে না (আল -মাবাসূত)।

২৮. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, গতকাল আহওয়ায থেকে যে যাতি কাপড় আমার জন্য এসেছে, তার সমুদয়ের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আমার শরীকদার, তারপর ইকরার করে যে, দু'টি গাঁটরি এসেছে এবং বলে যে, একটি গাঁটরি বিযাআতের মাল, তবে উভয় মাল শরীকানার মাল বলে সাব্যস্ত হবে। আর বিযাআতের ইকরার শুধু তার অংশের মধ্যে সহীহ্ হবে। তাই তার নিজের অংশ যার জন্য বিযাআতের ইকরার করেছে, তাকে দিয়ে দিবে আর যদি কাযীর _নির্দেশ ব্যতীত অর্ধেক শরীকদারকে দেয়া হয়ে থাকে, তবে অবশিষ্ট অর্ধেকের মূল্যও মুকির লাহ্কে দিবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)।

২৯. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুকের উপর যে ঋণ আছে তাতে অমুক ব্যক্তি আমার শরীকদার এবং মুকির লাহ্ বলে যে, তুমি আমার বিনা অনুমতিতে তার কাছে বাকী মূল্যে মাল বিক্রি করেছো। এতে তোমার আমার মধ্যে শরীকানা নেই। আর যদি ইকরারকারীই ঐ মাল বিক্রি করে থাকে, তবে তার অর্ধেক মূল্যের যামিন হবে। আর যদি স্মারকলিপিতে বলে যে, সে মাল বিক্রি করেছে এবং সে বলে যে, আমি একা বিক্রি করিনি, আমরা উভয়ে বিক্রি করেছি। কিন্তু চেক আমার নামে কেবল লেখা হয়েছে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মুকির লাহ্ যার নামে চেক হয়েছে, তাকে অর্ধেক মূল্যের জন্য যামিন করতে চায় এবং বলে যে, তুমি আমার অনুমতি ছাড়া আমার মাল কবযা করেছো এবং যার উপর চেক হয়েছে সে বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে কোন কিছু ক্রয় করিনি, যার নামে চেক হয়েছে, সে আমার কাছে মাল বিক্রি করেছে, তবে তার উপর কোন যিমান হবে না। কিন্তু যে মাল চেকে লিখিত আছে, তা উভয়ের মধ্যে বন্টিত হবে। আর প্রাপ্তি তাগাদা অধিকার কেবল তারই থাকবে, যার নামে চেক লেখা হয়েছে (আল-মাবসূত)।

৩০. মাসআলা ঃ কেউ বললো, অমুক ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যবসায়ে আমার শরীকদার এবং সে তার তাসদীক করলো। তারপর উভয়ের একজন কিছু মাল রেখে মারা গেলো। তারপর তার ওয়ারিছগণ বললো, এই মাল সে শরীকানা ব্যতীত অর্জন করেছে, তবে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর তারা যদি ইকরার করে যে, এই মাল মৃত ব্যক্তির ইকরারের দিন তার কাছে ছিল, তবে তা শরীকানার মাল হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

৩১. মাসআলা ঃ আর যদি মৃত ব্যক্তির নামে কোন ব্যক্তির উপর কোন মালের ঋণ-চেক লেখা থাকে এবং তার তারিখ শরীকানা ইকরারের পূর্বের থাকে, তবে তা উভয়ের শরীকানা সাব্যস্ত হবে। আর যদি চেকের তারিখ শরীকানা ইকরারের পরের থাকে, তবে ওয়ারিছদের এই কথা গ্রহণযোগ্য হবে যে, তা শরীকানার মধ্যে নয় (আল-মাবসূত)।

বিশতম পরিচ্ছেদ ঃ ওসীর কবযা করার ইকরার

১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) তার আসাল কিতাবে বলেন যে, যদি কোন মৃত ব্যক্তির ওসী ইকরার করে যে, আমি মৃত ব্যাক্তির সমুদয় মাল যা অমুকের পুত্র অমুকের কাছে পাওনা ছিল, পুরাপুরি উসুল পেয়েছি এবং তার কোন সংখ্যা উল্লেখ করলো না। তারপর আবার বললো, আমি তার কাছ থেকে শুধু একশত দিরহাম পেয়েছি। আর করযদার বললো যে, অমুক ব্যক্তির আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা ছিল এবং ওসী তার সমুদয়ই উসুল করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে যদি এই করয মৃত ব্যক্তির ধার করার কারণে করযদারের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে এবং ওসী প্রথম সমুদয় করয পুরাপুরি উসুল পাওয়ার ইকরার করে, তারপর পৃথক ভাবে বলে যে, তা একশত দিরহাম ছিল। তারপর করযদার বলে যে, আমার কাছে হাজার দিরহামে পাওনা ছিল এবং ওসী হাজার দিরহাম পুরাপুরি আমার কাছ থেকে উসুল করে নিয়েছে, তবে করযদার হাজার দিরহাম হতে মুক্ত হয়ে যাবে। এমনকি ওসী তার কাছে কোন কিছু চাইতে পারবে না। আর আমি একশত দিরহাম উসুল পেয়েছি, ওসীর একথা কসম দ্বারা গ্রহণযোগ্য হবে এবং করযদারের কথা ওসীর ক্ষেত্রে তাসদীক করা যাবে না। যাতে তাকে নয়শত দিরহাম ওয়ারিছকে দন্ড দিতে হয়। তারপর যদি ওয়ারিছ সাক্ষী পেশ করে যে, এই করযদারের উপর মৃত ব্যক্তির হাজার দিরহাম পাওনা ছিল, তবে করযদার পুরা হাজার দিরহাম হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং ওসীর অবশিষ্ট নয়শত দিরহামের তাগাদা করার ইখতিয়ার থাকবে না। কিন্তু ওসী নয়শত দিরহাম ওয়ারিছকে ক্ষতিপূরণ দিবে।

আর যদি করযদার ইকরার করে যে, আমার কাছে হাজার দিরহাম করয পাওনা ছিল, তারপর ওসী তার কাছে যা পাওনা ছিল সমুদয় পুরাপুরি উসুল পাওয়ার ইকরার করে, তারপর বলে যে, তা একশত দিরহাম ছিল, আর যদি তা পৃথকভাবে বলে, তবে করযদার পুরা হাজার দিরহাম হতে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা ওসী ইকরার করেছে। আর ওসীর অস্বীকার করার কারণে ওয়ারিছকে নয়শত দিরহাম ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর এই বিধান তখন হবে, যখন ওসী তা 'একশত দিরহাম ছিল'– এই কথাটি তার ইকরার হতে পৃথক ভাবে বলবে। আর যদি সে এটা মিলিয়ে বলে যে, মৃত ব্যক্তির অমুকের কাছে যে মাল পাওনা ছিল, তা আমি সমুদয় উসূল পেয়েছি এবং তা একশত দিরহাম ছিল। আর করযদার বলে যে, না, বরং হাজার দিরহাম ছিল, তবে সে ক্ষেত্রে ওসীর কথার তাসদীক করা যাবে। এমনকি ওসী তখন নয়শত দিরহামের জন্য করযদারের কাছে তাগাদা করতে পারবে।

আর যে অবস্থায় করযদার প্রথমে হাজার দিরহামের ইকরার করে, তারপর ওসী ইকরার করে যে, যে পরিমাণ করয তার কাছে পাওনা ছিল সমুদয় আমি পুরাপুরি উসূল পেয়েছি এবং তা ছিল একশত দিরহাম, তবে এই অবস্থার বিধান ঐ অবস্থার অনুরূপ হবে–যখন ওসী প্রথমে সমুদয় করযের পুরাপুরি পাওয়ার ইকরার করে।

আর এই সমুদয় বিধান ঐ অবস্থায় হবে, যখন করয মৃতের কাজ দ্বারা সাব্যস্ত হবে। আর যদি ওসীর ধার করার কারণে করয ওয়াজিব হয়ে থাকে, ওসী প্রথমে সমুদয় পুরাপুরি পাওয়ার ইকরার করে, তারপর ইকরার হতে এবং পৃথকভাবে বর্ণনা করে যে, তা একশত দিরহাম ছিল, তারপর করযদার ইকরার করে যে, করযের হাজার দিরহাম ছিল। তবে করযদার পুরা হাজার

দিরহাম হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং করযদারের বক্তব্যের কারণে ওসীকে ওয়ারিছদের অনুকূলে কোন কিছুর যামিন হতে হবে না।

আর যদি এ বিষয়ের সাক্ষী পেশ হয় যে, করযের হাজার দিরহাম ছিল, তবে ওসীর ইকরারের কারণে করযদার মুক্ত হয়ে যাবে এবং ওসী কর্তৃক ওয়ারিছকে নয়শত দিরহাম অস্বীকৃতি বা মুক্ত করার কারণে দিতে হবে। আর যদি করযদার প্রথমে করযের ইকরার করে, তারপর ওসী পুরাপুরি পাওয়ার ইকরার করে, তারপর ইকরার হতে পৃথক ভাবে বলে যে, তা একশত দিরহাম ছিল, তবে করযদার ওসীর ইকরারের কারণে মুক্ত হবে এবং ওসী ওয়ারিছকে নয়শত দিরহাম ক্ষতিপূরণ দিবে। আর যদি ওসী এই কথা ইকরারের সাথে মিলিয়ে বলে যে, যে পরিমাণ করযদারের কাছে পাওনা ছিল সমুদয়ই আমি পেয়েছি এবং তা একশত দিরহাম। তারপর করযদার বলে যে, করয আমার কাছে হাজার দিরহাম ছিল এবং ওসী তা উসুল করে নিয়েছে, তবে করযদার মুক্ত হবে এবং ওসীর ইখতিয়ার থাকবে না কোন পরিমাণের জন্য তার কাছে তাগাদা করার আর ওয়ারিছ ওসী থেকে শুধু ঐ পরিমাণ নিতে পারবে, যার সে উসুল পাওয়ার ইকরার করেছে।

আর যদি করযদার প্রথমে হাজার দিরহামের ইকরার করে, তারপর ওসী বলে যে, যা কিছু তার কাছে পাওনা ছিল, আমি তা পুরাপুরি উসুল পেয়েছি এবং তা একশত দিরহাম ছিল, তবে করযদার পুরা হাজার দিরহাম হতে মুক্ত হবে এবং ওসী ওয়ারিছকে নয়শত দিরহাম ক্ষতিপূরণ দিবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ ওয়ারিছদের মাল ওসী বিক্রি করলো। তারপর সাক্ষী পেশ করলো যে, আমি সমুদয় মূল্য পুরাপুরি পেয়েছি এবং তা একশত দিরহাম, তারপর ক্রেতা বললো, বরং একশত পঞ্চাশ দিরহাম। তবে ওসীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং করযদার হতে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। আর ওসীও ক্ষতিপূরণ দিবে না।

আর যদি ওসী এরূপ ইকরার করে যে, সে একশত দিরহাম পুরাপুরি পেয়েছে এবং এটাই সমুদয় মূল্য। আর ক্রেতা বলে যে, মূল্য একশত পঞ্চাশ দিরহাম, তবে অবশিষ্ট পঞ্চাশ দিরহাম ওসী নিতে পারবে। অনুরূপভাবে যদি নিজের ব্যক্তিগত মাল বিক্রি করে, তাহলেও একই বিধান হবে (মুহীত আস-সারাখ্সী)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি ওসী ইকরার করে যে, মৃত ব্যক্তির সমুদয় মাল যা অমুক ব্যক্তির কাছে পাওনা ছিল, আমি পুরাপুরি উসুল পেয়েছি এবং তা ছিল একশত দিরহাম। তারপর সাক্ষী পেশ হলো যে, দুইশত দিরহাম ছিল, তবে করযদারকে অবশিষ্ট একশত দিরহামের জন্য পাকড়াও করা যাবে। আর ওসীর কথা দ্বারা উক্ত আধিক্যের নাকচতা তাসদীক করা যাবে না (আল-মাবসূত)।

৪. মাসআলা ঃ যদি ওসী ইকরার করে যে, অমুক মৃত ব্যক্তির সমুদয় মাল যা অমুক ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত কিংবা মুযারাবাত কিংবা শিরকত কিংবা বিযাআত কিংবা ধার স্বরূপ ছিল, তা সে পুরাপুরি উসুল পেয়েছে, এক্ষেত্রে যদি ওসী প্রথমে পুরাপুরি পাওয়ার ইকরার করে, তারপর বলে যে, একশত দিরহাম উসুল পেয়েছি। আর মাতলূব বলে যে, হাজার দিরহাম ছিল, সে সমুদয় উসুল করে নিয়েছে, তবে ওসী যে পরিমাণ কব্যা করার ইকরার করেছে, তার বেশীর যামিন হবে না এবং মাতলূব সমুদয় মাল হতে মুক্ত হয়ে যাবে, করযের অবস্থায় যেরূপ বিধান ছিল। আর যদি সাক্ষী পেশ করে যে, মৃত ব্যক্তি মাতলূবের কাছে হাজার দিরহাম পাওনা ছিল, তবে ওসী তার যামিন হবে, মাতলুব যামিন হবে না। এই বিধান তখন হবে, যখন ওসী ইকরার হতে পৃথকভাবে বর্ণনা করবে যে, তা একশত দিরহাম ছিল। আর যদি ঐ কথা ইকরারের সাথে

pdf By Syed Mostafa Sakib

একত্রে মিলিয়ে বলে এবং মাতলূব বলে যে, আমার কাছে এক হাজার পাওনা ছিল, তবে এ ক্ষেত্রে ওসীর এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে যে, আমি তার কাছ থেকে একশত দিরহাম উসুল করে নিয়েছি। আর সে মাতলূবের কাছে কোন কিছু তাগাদা করতে পারবে না। কিন্তু করযের অবস্থায় তাগাদা করতে পারবে। আর যদি মাতলূব প্রথমে ইকরার করে যে, মৃত ব্যক্তির হাজার দিরহাম আমানত তার কাছে রয়েছে, তারপর ওসী ইকরার করলো যে, যা কিছু তার কাছে পাওনা ছিল সমুদয় সে পুরাপুরি পেয়েছে আর তা একশত দিরহাম।

এক্ষেত্রে যদি সে পৃথক ভাবে পরিমাণ উল্লেখ করে, তবে ওসী সমুদয় মালের যামিন হবে। আর যদি সে একই সাথে তার উল্লেখ করে, তবে তার উপর সেই পরিমাণ লাযিম হবে, যা সে উসুল পাওয়ার কথা বলেছে। আর সে মাতলূব হতে কিছু তলব করতে পারবে না। কিন্তু করযের ক্ষেত্রে বিধান এর বিপরীত (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি ওসী ইকরার করে যে, অমুক মৃত ব্যক্তির যা কিছু মানুষের কাছে করয পাওনা আছে, সে তা সমুদয় উসুল করেছে। তারপর মৃতের এক করযদার এসে বললো যে, আমি তোমাকে এই পরিমাণ মাল দিয়েছি এবং ওসী বললো যে, আমি তোমার কাছ থেকে কিছু পাইনি। আর আমি এও জানি না যে, অমুক মৃতের তোমার কাছে কিছু পাওনা আছে। তবে ওসীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং করযদারকে ঐ করযের জন্য পাকড়াও করা যাবে। আর যদি আসল এই করযের উপর সাক্ষী পেশ করা হয়, তবে তাতে ওসীর উপর কিছু লাযিম হবে না। কেননা, সে কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট হতে কিছু উসুল পাওয়ার ইকরার করেনি।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে যে, অমুক মৃত ব্যক্তির সমুদয় মাল যা কূফায় করয পাওনা ছিল, তা আমি উসুল পেয়েছি, তবু একই বিধান হবে। আর অনুরূপভাবে করয করার ওয়াকীলেরও একই বিধান হবে (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি ওসী ইকরার করে যে, অমুক মৃত ব্যক্তির মানুষের কাছে যা করয পাওনা আছে, তা সে পুরাপুরি পেয়েছে। অমুকের পুত্র অমুক হতে পুরাপুরি পেয়েছে। আর সাক্ষী পেশ হলো যে, কোন এক ব্যক্তির কাছে মৃত ব্যক্তির হাজার দিরহাম পাওনা আছে, আর ওসী বললো যে, আমি তা কবযা করিনি তবে ওসীর যিম্মায় তা লাযিম হবে। (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ যদি ওসী ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তির কাছে মৃত ব্যক্তির যে করয পাওনা ছিল, তা সে পুরাপুরি উসুল পেয়েছে এবং করযদার বললো যে, আমার কাছে তার হাজার দিরহাম করয পাওনা ছিল। আর ওসী বললো যে, তোমার কাছে তার হাজার দিরহাম করয পাওনা ছিল। কিন্তু তুমি পাঁচশত দিরহাম তার জীবদ্দশায় তাকে দিয়েছিলে এবং পাঁচশত দিরহাম তার মৃত্যুর পর তুমি আমাকে দিয়েছো। আর করযদার বললো যে, না, আমি সমুদয়ই তোমার কাছে দিয়েছি। তবে ওসী হাজার দিরহামের যামিন হবে। কিন্তু ওয়ারিছদের দ্বারা তার দাবীর উপর কসম নেয়া যাবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ আর যদি ওসী ইকরার করে যে, অমুক মৃত ব্যক্তির মনযিলে যে মাল-সামান ও মীরাছ ছিল, তা সমুদয় সে কবযা করেছে। তারপর আবার বললো যে, তা ছিল একশত দিরহাম ও পাঁচখানা কাপড়। আর ওয়ারিছগণ সাক্ষী পেশ করলো যে, অমুক ব্যক্তির মৃত্যুর দিন তার মনযিলে ছিল এক হাজার দিরহাম ও একশত কাপড়। তবে ওসীর উপর তার ইকরার অপেক্ষা কিছু বেশী লাযিম হবে না। যে পর্যন্ত সাক্ষিগণ এরূপ সাক্ষ্য না দিবে যে, তা সমুদয়ই ওসী কবযা করেছে (আল-হাবী)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি ওসী ইকরার করে যে, অমুক মৃতের যমীনে যে পরিমাণ ফসল ছিল, কিংবা এই খেজুর বাগানে যে খেজুর ছিল, তা সে কব্যা করে নিয়েছে। কিংবা এই

যমীনের কৃষিজ দ্রব্য সে কবযা করেছে। তারপর সে বললো, তা ছিল এই পরিমাণ এবং ওয়ারিছগণ তার বেশী দাবী করলো আর সাক্ষী পেশ করলো যে, এই এই যমীনে এই এই পরিমাণ ছিল। তবে ওসী যা ইকরার করেছে, তার উপর তার বেশী পরিমাণ লাযিম হবে না, যে পর্যন্ত সাক্ষীগণ এরূপ সাক্ষ্য না দিবে যে, এই পরিমাণ ওসী কব্যা করেছে (আল-মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ যদি ওসী ইকরার করে যে, কিতাবতের মাল মুকাতাবের কাছে হাজার দিরহাম রয়েছে এবং মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় তা থেকে নয়শত দিরহাম কবযা করেছে। আর তার মৃত্যুর পর আমি তা থেকে একশত দিরহাম কবযা করেছি। আর মুকাতাব বললো যে, তুমি সমুদয় হাজার দিরহাম কবযা করেছো। আর সাক্ষী পেশ হলো যে, ওসী ইকরার করেছে, মুকাতাবের কাছে যা কিছু পাওনা ছিল, তা সে সমুদয় কব্যা করেছে, তবে সমুদয় হাজার দিরহাম ওসীর উপর লাযিম হবে, তবে এর পূর্বে ওয়ারিছগণ কসম করবে যে, তারা মৃত ব্যক্তির কব্যা করা সম্পর্কে কিছু জানে না (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

১১. মাসআলা ঃ যদি ওসী ইকরার করে যে, অমুক মৃত ব্যক্তির মুকাতাবের কাছে তার যা কিছু পাওনা ছিল, তা সে পুরাপুরি পেয়েছে এবং তা ছিল একশত দিরহাম। আর মুকাতাব পরিচিত। সে দাবী করলো যে, তুমি আমার কাছ থেকে হাজার দিরহাম কব্যা করেছো। আর তা-ই হচ্ছে আমার কিতাবাতের সমুদয় মাল, তবে ওসীর কথা শত দিরহামের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে। আর মুকাতাবের উপর নয়শত দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি ওসী কিতাবাতের সমুদয় মাল তার থেকে উসুল পাওয়ার ইকরার করে এবং কোন পরিমাণ উল্লেখ না করে, তবে মুকাতাব আযাদ হয়ে যাবে। তারপর যদি সাক্ষী কায়েম হয় যে, কিতাবতের মূল মাল হচ্ছে হাজার দিরহাম এবং ওসীর উসুল পাওয়ার ইকরারের পূর্বে মুকাতাব এরূপ ইকরার করে থাকে, তবে ওসী সমুদয় হাজার দিরহামের যামিন হবে (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একুশতম পরিচ্ছেদ ঃ মৃতের মাল কব্যাকারী কর্তৃক ওয়ারিছ বা মূসা লাহুর জন্য ইকরার করা

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কবযায় আরেক অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল আছে। ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তি মারা গেলো। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে দাবী করলো যে, সে ঐ মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং মাল কব্যাকারী তাকে তাসদীক করলো, তবে কাযী অপেক্ষা করবেন। চাই তিনি বলুন মৃতের আরো কোনো ওয়ারিছ আছে কিংবা না বলুন। যদি অন্য কোন ওয়ারিছ উপস্থিত হয় তো ভাল, অন্যথায় মাল তার হাওয়ালা করে দেয়া হবে। যে যে স্থানে এ বিধান বর্ণিত আছে যে, কাযী বিলম্ব ও অপেক্ষা করবেন, সেখানে এই বিলম্ব ও অপেক্ষা করার সময়সীমা নির্ধারণ কাযীর উপর সোপর্দ করা হবে। অর্থাৎ কাযী চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন যে, যদি আরো কোন ওয়ারিছ থাকতো, তবে এই সময়ের মধ্যে সে অবশ্যই উপস্থিত হতো (আল-ফাতাওয়া আস-সুগরা, দাওয়া অধ্যায়)।

২. মাসআলা ঃ আল-ইমলায় ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি মারা গেলো এবং তার মাল আরেক ব্যক্তির কাছে রেখে গেলো। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে দাবী করলো যে, সে মৃতের পুত্র এবং আরেক মাহিল এসে দাবী করলো যে, সে মৃতের স্ত্রী। তখন যার হাতে মাল সে বললো যে, তোমরা উভয়ে সত্যবাদী। আমি তোমাদের ব্যতীত মৃতের অন্য কোন তৃতীয় ওয়ারিছ আছে বলে জানি না। আর তাদের একজন আরেকজনকে তাকযীব করলো, তবে কাযী কিছুকাল অপেক্ষা করবেন। তারপর পুত্রকে সমস্ত মাল দিয়ে দিবেন। কিন্তু প্রথমে পুত্রের কাছ থেকে মহিলার দাবীর উপর তার জানা সম্পর্কে কসম নিবেন।

আর অনুরূপভাবে যদি এই অবস্থায় মৃত ব্যক্তি কোন মহিলা হয় এবং কোন ব্যক্তি এসে দাবী করে যে, সে তার স্বামী, তবে তার বিধানও এ মাসআলার মহিলার বিধানের অনুরূপ হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি মালের কব্যাকারী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে মৃতের স্বামী কিংবা স্ত্রী কিংবা বিপিতা ভাই কিংবা ফুফু কিংবা খালা ইত্যাদি রিশ্তাদারীর দাবী করে, তবে তারও বিধান এরূপ হবে। আর মাওলান আতাকাহ বা আযাদকারী এক্ষেত্রে নসবের অনুরূপ। সুতরাং যদি কোন মহিলা দাবী করে যে, সে মৃত ব্যক্তির কন্যা এবং কোন ব্যক্তি যদি দাবী করে যে, সে মৃত ব্যক্তিকে আযাদ করেছে। আর মাল কব্যাকারী যদি বলে যে, তোমরা উভয়ে সত্যবাদী কিংবা বলে যে, এই মহিলা তার কন্যা এবং এই ব্যক্তি তার আযাদকারী—তাকে আযাদ করেছে, কিংবা প্রথমে আযাদকারী বলে এবং পরে কন্যা বলে, তবে তারা উভয়ই সমান। মাল উভয়ের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক বণ্টিত হবে, যদিও তারা একে অপরের তাকযীব করে।

আর মাওলাল মুওয়ালাত এই বিধানে স্বামী-স্ত্রীর অনুরূপ (মাওলাল মুওয়ালাত বলা হয় এমন এক অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি কে, যে কাউকে নিজের মুনীব বানিয়ে বললো যে, আমি যদি মারা যাই, তবে তুমি আমার ওয়ারিছ হবে। আর যদি আমি এমন কোন অপরাধ করে ফেলি, যাতে দিয়াত দেয়া লাযিম হবে, তবে তুমি তা পরিশোধ করবে। আর সে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়।)

আর যদি মাল কবযাকারী এক মহিলা হয় এবং মাল এক পুরুষ ব্যক্তির হয়। আর কব্যাকারী মহিলা বলে যে, আমি মৃত ব্যক্তির স্ত্রী আর এই বর্তমান মহিলাও তার স্ত্রী এবং এই বর্তমান পুরুষটিও তার মাওলা অর্থাৎ তার হাতে মৃত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার সাথে মুওয়ালাত করেছিল। আর অপর মহিলা বললো যে, আমিই তার একমাত্র স্ত্রী—তুমি নও। আর মাওলাল মুওয়ালাত বললো যে, আমিই তার একমাত্র ওয়ারিছ–তোমরা দু'জনে না। তবে কাযী চতুর্থাংশ মাল উভয় স্ত্রীকে দিবেন এবং অবশিষ্ট মাল মাওলাল মুওয়ালাতকে দিবেন (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি মাল কবযাকারী বলে যে, এ ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং আমি জানি না তার দ্বিতীয় কোন ওয়ারিছ আছে কিনা, তবে কাযী অপেক্ষা করবেন। যদি অন্য কোন ওয়ারিছ আসে তো ভাল। নতুবা সমুদয় মাল ঐ পুত্রকে দিবেন। আর যদি কাযী বলেন যে, আমি মৃতের অন্য কোন ওয়ারিছ সম্পর্কে অবগত নই। তবে কাযী অপেক্ষা করবেন না। বরং তাকেই মাল দিয়ে দিবেন (সাদরুশ-শাহীদ কৃত শারহু আদাবিল কাযী, ৭২তম পরিচ্ছেদ, নসব সাব্যস্ত করা সম্পর্কে)।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি মাল কবযাকারী কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই। আমি মৃত ব্যক্তির অন্য এমন কোন ওয়ারিছ সম্পর্কে অবগত নই, যে তোমাকে মীরাছ হতে বঞ্চিত করতে পারে। আর দাবীদারও বলে যে, আমি মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই এবং ওয়ারিছ। আমি ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিছ নেই। তবে ভাই মীরাছ পাবে না যে পর্যন্ত না জানা যাবে যে, মৃত ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিছ নেই।

আর যদি মাল কব্যাকারী বলে যে, তুমি মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই এবং তার আরো একজন সহোদর ভাই আছে। তোমরা দু'জনই তার ওয়ারিছ। তোমরা দু'জন ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিছ আছে বলে আমি জানি না। আর দাবীদার বললো যে, আমিই মৃত ব্যক্তির একমাত্র ওয়ারিছ। আমি ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিছ নেই। তবে কাযী এ ব্যাপারে কয়েক দিন অপেক্ষা করবেন। যদি অন্য কোন ওয়ারিছ পাওয়া যায়, তবে তো ভাল। অন্যথায় সমুদয় মাল ঐ দাবীদারকে দিয়ে দিবেন (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি এক ব্যক্তি এসে দাবী করে যে, মৃত ব্যক্তি তার গোলাম এবং এ মাল তার গোলামের মাল। আর সে-ই এই মালের অধিক হকদার। আর অন্য এক ব্যক্তি এসে বললো যে, সে মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং মৃত ব্যক্তি আযাদ–কখনো কারো গোলাম হয়নি। আর সেই তার একমাত্র ওয়ারিছ। আর মাল কব্যাকারী বলে যে, মৃত ব্যক্তি গোলাম। আর দুই দাবীদার পরস্পরকে তাকযীব করে। তবে মাল মুনীব পাবে। পুত্র পাবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ দাবী করে যে, সে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির ভাই এবং সে মারা গিয়েছে। আর সে তার ওয়ারিছ। সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিছ নেই। কিংবা কেউ দাবী করলো যে, সে তার পুত্র, কিংবা পিতা কিংবা মাতা কিংবা তার আযাদকারী–তাকে সে আযাদ করেছে, কিংবা কোন মহিলা দাবী করলো যে, সে মৃত ব্যক্তির ফুফু কিংবা খালা কিংবা তার ভগিনীর কন্যা এবং সে বললো যে, আমি ছাড়া মৃত ব্যক্তির আর কোন ওয়ারিছ নেই।

আর অন্য এক ব্যক্তি দাবী করলো যে, মৃত ব্যক্তি তার সমুদয় মাল কিংবা এক-তৃতীয়াংশ মাল তার জন্য ওসিয়ত করেছে এবং মাল কবযাকারী তাদের উভয়ের তাসদীক করলো এবং বললো, আমি জানি না, তোমাদের দু'জন ছাড়া মৃত ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিছ আছে কিনা। তবে এই ইকরারের দ্বারা ওসিয়তের দাবীদার কিছু পাবে না। কাযী অন্য ওয়ারিছদের মাল দিয়ে দিবেন (আল-খুলাসা, দাওয়া অধ্যায়)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭. মাসআলা ঃ স্বামী -স্ত্রী ও মাওলা মুওয়ালাত মূসা লাহ্ অপেক্ষা অগ্রবর্তী হকদার। (মূসা লাহ্ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যার জন্য ওসিয়তকারী তার সমুদয় মাল কিংবা অংশ বিশেষ ওসিয়ত করে।) (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি মালের কবযাকারী ইকরার করে যে, মালের মালিক মারা গেছে। আর এই ব্যক্তি তার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তবে কাযী তার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন যে, সে কোন ওয়ারিছ রেখে গিয়েছে কিনা। যদি বলে হ্যাঁ, তবে কাযী ঐ দু'জনের মধ্যে বিবাদের সুযোগ দিবে। আর যদি বলে যে, না। তবে কাযী অপেক্ষা করবে। তারপর যদি কোন ওয়ারিছ উপস্থিত না হয়, তবে মৃত ব্যক্তির জন্য একজন ওসী নিযুক্ত করবেন। যদি করয সাব্যস্ত হয়, তবে পাওনাদারকে দিয়ে দেয়া হবে। অন্যথায় মাল বায়তুল মালে দেয়া হবে (মুখ্তাসারুল জামিইল কাবীর, ওসিয়ত অধ্যায়)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কব্যায় আরেক ব্যক্তির মাল আছে। মালের মালিক মারা গেছে। আর মালের কবযাকারী ইকরার করলো যে, মৃত ব্যক্তি এই ব্যক্তির জন্য সমুদয় এই মালা ওসিয়ত করেছে। আর সে আরো ইকরার করলো যে, মৃত ব্যক্তি এই আরেক ব্যক্তির জন্য এই সমুদয় মাল ওসিয়ত করেছে। আর এই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে বললো যে, মৃত ব্যক্তি আমার জন্য এই সমুদয় মাল ওসিয়ত করেছে। তোমার জন্য কিছু ওসিয়ত করেনি। তবে মাল উভয়ের মধ্যে সমান সমান বণ্টিত হবে।

আর যদি মালের কব্যাকারী বলে যে, মৃত ব্যক্তি এই ব্যক্তির জন্য তার সমুদয় মাল ওসিয়ত করে গেছে এবং সে আরো ইকরার করলো যে, এই ব্যক্তি তার সহোদর ভাই এবং তার ওয়ারিছ এই ব্যক্তি ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিছ নেই। আর তারা পরস্পর পরস্পরকে তাকযীব করলো। তবে এক-তৃতীয়াংশ মাল পাবে ওসিয়তওয়ালা এবং দুই-তৃতীয়াংশ মাল পাবে ভাই।

আর যদি মালের কবযাকারী বলে যে, মৃত ব্যক্তি এই ব্যক্তির জন্য তার সমুদয় মাল ওসিয়ত করেছে এবং সে আরো বলে যে, মৃত ব্যক্তি ইকরার করেছে যে, এই ব্যক্তি তার পুত্র কিংবা পিতা কিংবা মাওলাল আতাকাহ কিংবা মাওলানা মুওয়ালাত। সে ব্যতীত তার আর কোন ওয়ারিছ নেই। তবে সমুদয় মাল ওয়ারিছ, মুকির লাহ্ ও মুনীব পাবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি দাবী করে যে, মালের মালিকের কাছে তার হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং সে মারা গেছে। আর যার কাছে মাল আছে, সে তার তাসদীক করেছে, তবে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। যে পর্যন্ত কোন ওয়ারিছ হাযির না হয়। আর যার কাছে মাল আছে এবং দাবীদার যদি ইকরার করে যে, মৃতের কোন ওয়ারিছ নেই। তবে কাযী অপেক্ষা করবেন তারপর মৃত ব্যক্তির জন্য একজন ওসী নিয়োগ করবেন। যার কাছে মাল আছে, সে তার থেকে মাল উসুল করবে। তারপর দাবীদারকে বলবে যে, তুমি তোমার দাবীর সপক্ষে সাক্ষী পেশ করো। যদি সে সাক্ষী পেশ করে, তবে তার নামে তার দাবী অনুযায়ী মালের ডিক্রি জারী করবেন। তারপর যদি মালের মালিক জীবিত ফিরে আসে, তবে কাযী তার ডিক্রি বাতিল করে দিবেন। আর যদি দাবীদার ঐ মাল নষ্ট করে ফেলে এবং মূলত করযদারের উপর ঐ মাল করয হয়, তবে মালের মালিকের করযদার থেকে যিমান নেয়ার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি মূলত সে গসব করে থাকে তবে দাবীদার কবযাকারী হতে যিমান নিতে পারবে। আর যদি মূলত তা গচ্ছিত থাকে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যিমান কবযাকারীর উপর হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমার মতে গচ্ছিত মাল গসবের অনুরূপ। আর যদি মাল যার কাছে আছে, তার কাছে তার পিতার তরফ থেকে আসে, যে তাকে ওসী নিয়োগ করেছিল, তবে সে যামিন হবে না। যিমান করয কারীর উপর হবে।

আর যদি মালের মালিক জীবিত ফিরে না আসে, তার ওয়ারিছ হাযির হয় এবং করয অস্বীকার করে, তবে কাযীর নির্দেশ বহাল থাকবে (মুখ্‌তাসারুল জামিইল কাবীর, ওসিয়ত অধ্যায়)।

১১. মাসআলা ঃ আর যদি মাল কবযাকারী বলে যে, মৃত ব্যক্তি এই ব্যক্তির জন্য তার সমুদয় মাল ওসিয়ত করেছে, কিন্তু অমুকের পুত্র অমুক মৃত ব্যক্তির কাছে এত এত করয পাওনা আছে। আর মুকির লাহ্ করযের ব্যাপারে তার তাসদীক করে। আর মূসা লাহ্ ওসিয়তের দাবী করে এবং করয অস্বীকার করে। আর প্রত্যেকে ইকরার করে যে, মৃত ব্যক্তি কোন ওয়ারিছ রেখে যায়নি। তবে কাযী কিছুদিন অপেক্ষা করবেন। তারপর করয পাওনাদারকে বলবেন যে, তুমি তোমার করযের সপক্ষে সাক্ষী পেশ করো। যদি তার কাছে সাক্ষী না থাকে, তবে মূসা লাহ্ থেকে তার জানার উপর এই মর্মে কসম নিবে যে, আমি জানি না মৃতের উপর এই ব্যক্তির এই করয আছে। এরপর যদি সে কসম করে, তবে সমুদয় মাল তাকে দিয়ে দিবেন এবং করয পাওনাদারকে কিছু দিবেন না।

আর যদি মাল কবযাকারী বলে যে, মৃত ব্যক্তি এই ব্যক্তির জন্য তার সমুদয় মাল ওসিয়ত করেছে। কিন্তু আমি জানি না সে কোন ওয়ারিছ রেখে গিয়েছে কিনা। তখন যদি মূসা লাহ্ বলে যে, আমাকে মাল দিয়ে দাও। কেননা, তা সর্ব অবস্থায়ই আমার। সে কোন ওয়ারিছ রেখে যাক বা না যাক, তবে কাযী তাকে কিছু দিবেন না (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ আর যদি যার কাছে মাল আছে, সে কাযীকে বলে যে, এই মাল অমুক মৃতের। সে কোন ওয়ারিছ রেখে যায়নি। তবে কাযী অপেক্ষা করবে এবং ঐব্যক্তি থেকে তার সত্তার কোন যামিনদার নিবেন। এরপর যদি কোন ওয়ারিছ কিংবা মূসা লাহ্ হাযির হয়, তবে তো ভাল, নতুবা মাল তার কাছ থেকে নিয়ে বায়তুল মালে জমা করে দিবেন।

তারপর যদি ঐ মাল মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, এরপর মালের মালিক জীবিত হাযির হয়, তবে ঐমাল করযদারের উপর ঐরূপই করয থাকবে এবং তাকে বায়তুলমাল থেকে বিনিময় নিয়ে দেয়া হবে।

আর যদি ঐ মাল মূলত গসবের হয়, তবে মালিকের ইখতিয়ার রয়েছে, যার কাছে ছিল তার থেকে নিয়ে নিবে কিংবা বায়তুল মাল থেকে ঐ পরিমাণ নিয়ে নিবে। আর যদি সে গসবকারী থেকে নেয়, তবে গসবকারী বায়তুল মাল থেকে পাবে।

আর যদি তা মূলত গচ্ছিত হয়, তবে গচ্ছিতকারীর উপর যিমান বর্তায় না। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমার মতে গচ্ছিত বস্তু গসবের অনুরূপ।

আর যদি মাল কবযাকারী মালের ওসী হয়, তবে সে যামিন হবে না। আর মালিক বায়তুল মাল থেকে বিনিময় পাবে। আর যদি মালের মালিক জীবিত ফিরে না আসে, বরং তার পুত্র আসে। তবে যার কাছে মাল ছিল, সে কোন অবস্থায়ই যামিন হবে না। আর পুত্র বায়তুল মাল থেকে মালের বিনিময় পাবে (মুখ্‌তাসারুল জামিইল কাবীর, ওসিয়ত অধ্যায়)। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাইশতম পরিচ্ছেদ ঃ হত্যা ও অপরাধ স্বীকার

১. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ভুলবশত হত্যা করার অপরাধ স্বীকার করে এবং সাক্ষী ঐ অপরাধ স্বীকারকারী ব্যতীত অন্য কারো উপর হত্যার সাক্ষ্য দেয়, আর ওলী ঐ সমুদয়ের দাবী করে, তবে স্বীকারকারীর উপর অর্ধেক দিয়াত লাযিম হবে। আর অন্য যে ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, তার উপর কিছু লাযিম হবে না।

অনুরূপভাবে যদি তাদের একজন ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার অপরাধ স্বীকার করে এবং সাক্ষী অপর ব্যক্তির উপর ইচ্ছাকৃত হত্যার সাক্ষ্য দেয়, আর ওলী ইচ্ছাকৃত হত্যার দাবী করে, তবে স্বীকারকারীকে হত্যা করা যাবে। অপর ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। আর যদি ভুলবশত হত্যার অবস্থায় ওলী সব কিছুর দাবী স্বীকারকারীর উপর করে, তবে সমুদয় দিয়াত তার মালের উপর লাযিম হবে।

আর যদি মাশহুদ আলায়হি তথা যার উপর সাক্ষ্য কায়েম হয়েছে, তার উপর সম্পূর্ণ হত্যার দাবী করে, তবে সমুদয় দিয়াত তার পৈতৃক আত্মীয়-স্বজনের উপর লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি ইকরার করে যে, সে অমুক ব্যক্তিকে একাকি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে এবং আরো এক ব্যক্তি অনুরূপ ইকরার করে। আর ওলী বলে যে, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো, তবে সে উভয়কে হত্যা করতে পারে (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি দু'জন সাক্ষী এক ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে এবং অপর দু'জন সাক্ষী অপর এক ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। আর ওলী বলে যে, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো, তবে সে ঐ দু'জনের কাউকে হত্যা করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি সে তাদের একজনকে বলে যে, তুমি হত্যা করেছো, তবে সে তাকে হত্যা করতে পারে। আর যদি উভয়কে বলে যে, তোমরা উভয়ে নিজ নিজ কথায় সত্যবাদী। তবে উভয়ের মধ্যে কাউকে হত্যা করতে পারবে না (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি নিজের কোন পরিচিত গোলামের ক্ষেত্রে অপরাধ করার ইকরার করে। তারপর অপর ব্যক্তির গোলাম হওয়ার ইকরার করে। তখন যদি মুকির লাহ্ মালিক হওয়ার এবং অপরাধ করার ব্যাপারে তার তাসদীক করে, তবে মুকির লাহ্কে বলা হবে যে, হয় গোলাম দিয়ে দাও কিংবা তার ফিদ্‌ইয়া দিয়ে দাও। আর যদি মুকির লাহ্ মালিক হওয়া ও অপরাধ করা উভয় ব্যাপারে তার তাকযীব করে, তবে ইকরারকারী ফিদ্‌ইয়ার ইখতিয়ার রাখবে না। আর যদি মালিক হওয়ার ব্যাপারে তার তাসদীক করে এবং অপরাধ করার ব্যাপারে তাকযীব করে, তবে ইকরারকারী ফিদ্‌ইয়ার ইখতিয়ার রাখবে।

আর যদি মুকির প্রথমে অপর ব্যক্তির গোলাম হওয়ার ইকরার করে, তারপর অপরাধের ইকরার করে, আর যদি মুকির লাহ্ উভয় ব্যাপারে তার তাসদীক করে, তবে মুকির লাহ্ শুধু খসম বা অভিযোগকারী হবে। আর যদি উভয় ব্যাপারে তার তাকযীব করে, তবে মুকিরই অভিযোগকারী হবে। আর যদি মালিক হওয়ার ব্যাপারে তার তাসদীক করে এবং অপরাধ করার ব্যাপারে তাকযীব করে, তবে অপরাধ অর্থহীন হবে অর্থাৎ তার ইকরার গ্রহণযোগ্য হবে না।

অনুরূপভাবে যদি গোলাম অজ্ঞাত-পরিচয় হয়। সে মুকিরের গোলাম না অন্য কারো গোলাম তা জানা না যায়। আর যদি মুকির প্রথমে অপরাধের ইকরার করে তারপর মালিক হওয়ার ইকরার করে, কিংবা প্রথমে মালিক হওয়ার ইকরার করে, তারপর অপরাধ করার ইকরার করে, তবু একই বিধান হবে।

আর যদি বলে যে, অপরাধ করার পূর্বে আমি অমুকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলাম এবং অমুক ব্যক্তি তার তাসদীক করে, তবে গোলাম দেয়া ও ফিদ্ইয়া দেয়ার মধ্যে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী, অপরাধ অধ্যায়)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তেইশতম পরিচ্ছেদ ঃ বিবিধ

১. মাসআলা ঃ ইব্নে সিমাআ ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, অমুক ব্যক্তির ওয়ারিছগণ আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তবে মীরাছ অনুযায়ী তাদের সকলের মধ্যে ঐ দিরহাম বণ্টিত হবে। আর মুরিছের হামল বা গর্ভের বাচ্চাও ওয়ারিছদের মধ্যে শামিল হবে। আর যদি বলে যে, অমুকের সন্তানগণ আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার বর্তমান সন্তানদের মধ্যে ঐ দিরহাম বণ্টিত হবে–গর্ভের সন্তান তাদের মধ্যে শামিল হবে না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বললো যে, যখন আমি তোমাকে বিবাহ করেছি, তখন আমি নাবালিগ ছিলাম। তবে শুধু এই ইকরারের দ্বারাই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না। বরং তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমার পিতা কি অনুমতি দিয়েছিল ? যদি সে বলে যে, না, তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, বালিগ হওয়ার পর কি তুমি সম্মতি দিয়েছিলে? যদি বলে যে, না, তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এখন কি তুমি সম্মতি দিচ্ছো? যদি বলে যে, না, তবে তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে (ওয়াকিআতে হুস্সামিয়াহ)।

৩. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে হিশাম কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে অমুকের মীরাছ বাবদ হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তারপর যদি মুকির লাহ্ মুকিরের কথার তাসদীক করে, তবে মুকির হতে তা মুকির লাহ্র ওয়ারিছগণ নিয়ে নিবে। আর যদি মুকির লাহ্ অস্বীকার করে, তবে মুকির লাহ্র ওয়ারিছগণ কারো থেকে কিছু নিতে পারবে না (আল-মুহীত, ইকরারের একাদশ অনুচ্ছেদ)।

৪. মাসআলা ঃ এক গোলাম কোন ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করলো। মুনীব তা জানলো না। এমন কি সে ইকরার করলো যে, সে এই গোলাম অমুকের কাছে বিক্রি করে তার কাছে সোপর্দ করে দিয়েছে। তারপর সে তাকে তার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। আর নিহত ব্যক্তির ওলী তার তাকযীব করলো। তবে মুনীবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তার সাক্ষ্য ও শ্রবণযোগ্য হবে না। বরং তাকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, গোলামটি নিহত ব্যক্তির ওলীর কাছে সোপর্দ করে দাও, কিংবা ফিদ্ইয়া দিয়ে দাও। তখন যদি সে গোলাম দিয়ে দেয় এবং তারপর অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়, এবং মুনীবের তাকযীব করে, তবে যা দেয়া হয়েছে, তা দেয়া হয়েছে। আর যদি তাসদীক করে, তবে সে গোলাম ফেরত নিতে পারবে এবং মুনীব তার মূল্য নিহত ব্যক্তির ওলীকে দিবে।

আর যদি বলে যে, গোলাম অপরাধ করেছে তা জানা অবস্থায় আমি তাকে বিক্রি করেছি, তবে নিহত ব্যক্তির ওলীর পক্ষে গোলামকে নেয়ার কোন পথ নেই। আর মুনীবের উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে, মুকির লাহ্ তার তাকযীব করুক কিংবা তাসদীক করুক (আত্-তাহ্রীর শারহুল জামিইল কাবীর)।

৫. মাসআলা ঃ ইব্ন সিমাআ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বললো, এই ব্যক্তি আমার কাছে এত পরিমাণ পাওনা আছে যত পরিমাণ ঐব্যক্তি আমার কাছে পাওনা আছে। আর ঐ মজলিসে ঐ ব্যক্তির পাওনার কোন সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করলো না। আর প্রথমে এমন কোন কথাও বলেনি, যার দ্বারা তার পাওনার পরিমাণ বুঝা যায়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে উভয়ের জন্য যে পরিমাণ ইচ্ছা ইকরার করার। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষী পেশ করে যে, তার কাছে আমার হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে তার দ্বারা প্রথম ব্যক্তির হাজার দিরহামের হক সাব্যস্ত হবে না। বরং মুকিরের ইখতিয়ার থাকবে যে পরিমাণ

ইচ্ছা তার জন্য ইকরার করার। আর নাওয়াদিরে ইব্‌ন সিমাআ কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ বলে যে, এই ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে, যেরূপ ঐ ব্যক্তি আমার কাছে দীনার পাওনা আছে। তবে প্রথম ব্যক্তি তার কাছে হাজার দিরহাম পাবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কাছে এক দীনার পাবে।

আর যদি বলে যে, এই ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং চুপ থাকে। তারপর বললো, এবং এই ব্যক্তি আমার কাছে ঐ ব্যক্তির অনুরূপ পাওনা আছে। তবে তাদের উভয়ের প্রত্যেকে তার কাছে হাজার দিরহাম করে পাবে, যদি তা একই মজলিস ও একই কথার মধ্যে আলোচিত হয় (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির গোলাম সম্পর্কে ইকরার করলো যে, সে আরেক অমুক ব্যক্তির গোলাম এবং যার কবযায় গোলাম আছে সে তা অস্বীকার করলো। তারপর মুকির বললো যে, আমি যদি তাকে খরিদ করি, তবে সে আযাদ। তারপর সে তাকে খরিদ করলো। তবে তাকে মুকির লাহুকে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে এবং আযাদ হওয়া বাতিল হবে।

আর যদি ইকরার করে যে, সে অমুক ব্যক্তির গোলাম, তারপর সে ইকরার করে যে, সে আযাদ। তারপর তাকে খরিদ করে, তবে সে মুকির লাহুর হবে। আর যদি প্রথমে বলে যে, সে আযাদ। তারপর বলে যে, সে অমুকের গোলাম। তারপর তাকে খরিদ করে। তবে সে আযাদ হবে।

আর যদি ইকরার করে যে, সে অমুক ব্যক্তির গোলাম। তারপর ইকরার করে যে, সে আরেক ব্যক্তির গোলাম। তারপর তাকে খরিদ করে, তবে তাকে প্রথম ব্যক্তিকে দেয়া হবে। আর যদি উভয় ইকরারের পর কেউ তাকে ঐ গোলাম ক্রয় করার নির্দেশ দেয়, তারপর সে তাকে ক্রয় করে, তবে নির্দেশদাতাই তার বেশী হকদার হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

৭. মাসআলা ঃ আল-মুন্‌তাকা কিতাবে বিশ্‌র ইব্‌ন ওয়ালীদ সূত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বললো, অমুক ব্যক্তির আমার কাছে হাজার দিরহাম গচ্ছিত আছে। তারপর বললো, আমার ইকরারের পূর্বে তা নষ্ট হয়ে গেছে। তবে তার তাসদীক করা যাবে না। সে যামিন হবে। আর যদি বলে যে, আমার কাছে তার গচ্ছিত ছিল, তারপর তা নষ্ট হয়ে গেছে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি বলে যে, আমার কাছে তার গচ্ছিত হাজার দিরহাম। নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর একথা একসাথে বলে, তবে ইস্‌তিহ্‌সান স্বরূপ তার তাসদীক করা যাবে। আর অনুরূপভাবে যদি বলে, তা গতকাল নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবু ইস্‌তিহ্‌সান স্বরূপ তার তাসদীক করা যাবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তি তার কাছে একটি হেরাতী কাপড় পাওনা আছে, তবে যে হেরাতী কাপড় এনে দিবে, তাতে তার তাসদীক করা যাবে। কিন্তু প্রথমে কসম খেয়ে নিবে। কোন কোন শায়খ বলেন যে, এটা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এই ইকরার দ্বারা মধ্যম প্রকার কাপড় সাব্যস্ত হবে। আর সর্বসম্মতভাবে এটাই বিশুদ্ধতর মত।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে যে, অমুকের আমার কাছে কাপড় পাওনা আছে এবং কাপড়ের প্রকার উল্লেখ না করে, তবে যে কাপড়ই নিয়ে আসুক, তাতে তার তাসদীক করা যাবে। পরিধানকৃত হোক কিংবা নতুন কাপড় হোক। এক্ষেত্রে উভয়ই সমান। আর কোন কাপড় না দেয়া পর্যন্ত তার পেছন ছাড়া যাবে না (আল-মাবসূত একই কারণ হওয়ার দরুন কারো ইকরার করা)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তি তার কাছে একটি বাড়ী, কিংবা যমীন কিংবা গাছ কিংবা বাগান পাওনা আছে, তবে এটা গসবের ইকরার হবে।

pdf By Syed Mostafa Sahib

আর এক্ষেত্রে অবিকল ঐ মালই তাকে ফেরত দিতে বলা হবে–যদি অবিকল ঐ মাল তার হাতে থাকে। আর যদি সে তা ফেরত দিতে অপারগ হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর দ্বিতীয় মত অনুযায়ী মূল্যের যামিন হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম মত ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী মূল্যের যামিন হবে (আল-মুহীত, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ জীবজন্তু ইত্যাদি নিজের উপর ইকরার করা)।

১০. মাসআলা ঃ আর যদি ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তি তার উপর গোলাম পাওনা আছে এবং অমুক ব্যক্তি তার দাবী করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তার উপর মধ্যম ধরনের গোলাম কিংবা মধ্যম ধরনের গোলামের মূল্য লাযিম হবে। আর মুহাম্মাদ (র) বলেন, গোলাম ও তার মূল্যের ক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি ইকরার করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে একটি বকরী কিংবা গাভী কিংবা উট পাওনা আছে, তবু এরূপ মতভেদ হবে (আয্‌-যাখীরাহ)।

১১. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার উপর গোলাম করয আছে। তবে তার উপর গোলামের মূল্য লাযিম হবে। আর মূল্যের ব্যাপারে তার কথা কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মাবসূত)।

১২. মাসআলা ঃ আর যদি ইকরার করে যে, তার উপর একটি চতুষ্পদ জন্তু পাওনা আছে। তবে যে চতুষ্পদ প্রাণীর কথা সে বলবে তার মূল্য তার উপর লাযিম হবে। যদি সে একটি জন্তু এনে বলে যে, এটিই সেই জন্তু, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি ঘোড়া কিংবা বলদ কিংবা গাধা কিংবা উট–এই চারটি প্রাণীর যে কোন একটি হয়। এই চারটি ছাড়া অন্য কোন জন্তু হলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, অনুচ্ছেদ ঃ একটি কিংবা দুটি বস্তু ইকরার করা)।

১৩. মাসআলা ঃ কিতাবুল ইলালে আছে, যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে 'দিরহামে ফুলূস' পাবে, তবে তার উপর এক দিরহামের সম পরিমাণ পয়সা লাযিম হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে 'দীনারু দারাহিম' পাবে, তবে তার উপর এক দীনারের সমপরিমাণ দিরহাম লাযিম হবে। আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে 'বিদিরহামি ফুলূসিন' অর্থাৎ দিরহামের বিনিময়ে ফুলূস পাবে, তবে এটা বিক্রি স্বরূপ হবে। যেন সে বলেছে। আমি তার কাছে দিরহামের বিনিময়ে ফুলূস বা পয়সা বিক্রি করেছি। তখন তার পয়সার পরিমাণ বর্ণনা করতে হবে।

আর আল-মুন্‌তাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে 'দিরহামে দাকীক' পাবে, তবে তার উপর এক দিরহামের সম পরিমাণ দাকীক বা আটা লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির জন্য কোন বাড়ী কিংবা যমীন কিংবা মালিকানা কিংবা কেনাবেচার মধ্যে হক হওয়ার ইকরার করে, তবে তার ঐ হকের পরিমাণ উল্লেখ করা উচিত। আর যদি মুকির লাহু পরিমাণ অপেক্ষা বেশী দাবী করে, তবে ঐ বেশী দাবীর জন্য তার কাছে কসম নেয়া হবে। আর যদি সে পরিমাণ উল্লেখ করতে অস্বীকার করে, তবে কাযী তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, অর্ধেক, না তৃতীয়াংশ, না চতুর্থাংশ এমনকি ঐ পরিমাণ পর্যন্ত পৌছবে যে, দেশাচারে তার চেয়ে কম কোন পরিমাণে মালিকানা হয় না। সুতরাং ঐ পরিমাণই তার উপর লাযিম হবে। অতঃপর বেশীর উপর তার থেকে কসম নেয়া হবে।

আর যদি বলে যে, এই ব্যক্তির হক এর মধ্যে এই কড়িকাঠ, কিংবা জড়ানো দরযা, কিংবা যমীন ছাড়া ইমারত কিংবা ক্ষেতের ফসল কিংবা ভাড়ায় বসবাস করার ক্ষেত্রে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু যদি এই বর্ণনা ইকরারের সাথে মিলিয়ে দেয়, তবে তাসদীক করা যাবে (মুহীত ঃ আস-সারাখ্‌সী)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি বলে অমুক ব্যক্তি আমার কাছে করয পাওনা আছে, এবং পরিমাণ বলতে অস্বীকার করে, তবে কাযী তাকে তার পরিমাণের কথা ক্রমে ক্রমে কমিয়ে জিজ্ঞাসা করবে। এমনকি এতদূর পৌছবেন যে, তার চেয়ে কম হলে তাকে করয বলা যায় না। যদি ইকরারকারী তা স্বীকার করে নেয় তো ভাল, অন্যথায় তার উপর এই পরিমণাই লাযিম হবে। আর বেশীর উপর কসম নেয়া হবে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি বলে যে, এই গোলাম অমুক ব্যক্তির, আমি তার থেকে খরিদ করেছি। আর একথা সে তার ইকরারের সাথে বললো। আর ক্রয়ের উপর সাক্ষী পেশ করলো, তবে ইস্‌তিহ্‌সান স্বরূপ তার সাক্ষী গ্রহণ করা হবে। আর যদি চুপ থাকার পর বলে যে, আমি ইকরারের পূর্বে তার কাছ থেকে ক্রয় করেছি, কিংবা সে আমাকে হিবা করেছে কিংবা আমাকে সাদাকা করেছে, তবে ঐ বিষয়ের উপর তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-মাবসূত, পরিচ্ছেদঃ কারো নিজ অংশের মধ্যে ইকরার করা)।

১৭. মাসআলা ঃ আল-মুন্‌তাকা কিতাবে আছে, বিশ্‌র (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি বলে যে, আমার ভাই আমার কাছে হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং তার নাম বললো না, তবে তা বাতিল হবে। আর যদি নাম বলে এবং ঐ নামের তার কোন ভাই থাকে, তবে তার উপর তা লাযিম হবে। আর যদি বলে যে, আমার পুত্রের এবং তার নাম না বলে, আর তার পুত্র পরিচিত হয়, কিন্তু সে বলে যে, আমার অন্য এক পুত্র আছে, আমি তার কথা বলেছি, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি কোন পুত্রের নাম বলে, তবে তাকে তার অপর পুত্রের দিকে নিয়ে যাওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না।

আর যদি এ ব্যাপারে দুই নাম যেমন উমর ও আমর, সালিম ও সালম এক হয়ে যায়, তবে করযের ইকরার বাতিল হয়ে যাবে। আর এরূপ ক্ষেত্রে তালাক ও ইতাক (আযাদ) সংঘটিত হবে। তবে একরূপ নামের মধ্যে কার কথা বলা হয়েছে, তা তাকে বর্ণনা করতে হবে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ মূলনীতি এই যে, যদি কোন পরিমাণ উল্লেখ বরে, দুই ধরনের মালের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, তবে উভয়ের মধ্য হতে প্রত্যেকটির অর্ধেক নেয়া হবে। কেননা, এখানে পরিমাণকে উভয়ের প্রতি সমান সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই সমান সমান বন্টিত হবে। সুতরাং যদি দুই ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, তবে উভয়ের মধ্যে সমান সমান বন্টিত হবে। সম্বন্ধের মধ্যে সমতা বণ্টনের মধ্যেও সমতা চায়। যদি বলে যে, আমার কাছে দশ কাপড় হেরাতী ও মারভী গচ্ছিত রাখা হয়েছে। তবে প্রত্যেকটির মধ্য থেকে অর্ধার্ধি লাযিম হবে (মুহীত ঃ আস্‌-সারাখ্‌সী)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি তার কাছে দুইশত মিছকাল স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওনা আছে, তবে তার উপর উভয় প্রকার একশত মিছ্‌কাল করে লাযিম হবে। মুকির লাহ্‌ রৌপ্যকে বেশী করতে পারবে না। আর উত্তম ও রদ্দীর ক্ষেত্রে মুকিরের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম করয রূপে ও গচ্ছিত রূপে পাওনা আছে। তবে সে তার অর্ধেক দিরহাম (পাঁচশত) করয রূপে এবং অর্ধেক দিরহাম (পাঁচশত) গচ্ছিত রূপ যামিন হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি হাজার দিরহাম মুযারাবা ও করযের পাওনা আছে। তবু এরূপ বিধান হবে। আর যদি সে তার ইকরারের সাথে মিলিয়ে বলে যে, তার মধ্য থেকে তিনশত দিরহাম করয এবং সাতশত দিরহাম মুযারাবার, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি পৃথকভাবে বলে, তবে উভয়ের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক নিরূপিত হবে (আল-হাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২১. মাসআলা ঃ কেউ বললো, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম হিবা স্বরূপ ও গচ্ছিত স্বরূপ পাওনা আছে, তবে তা সমুদয় গচ্ছিত সাব্যস্ত হবে (মুহীত আস্‌-সারাখ্‌সী)।

২২. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে তিনটি কাপড়—যাতী ও ইয়াহূদী গচ্ছিত রেখেছে, তবে তার উপর একটি যাতী ও একটি ইয়াহূদী লাযিম হবে। আর তৃতীয়টির বর্ণনা তার উপর নির্ভর করবে। ইচ্ছা করলে সে যাতীও বলতে পারে এবং ইচ্ছা করলে ইয়াহূদীও বলতে পারে। তবে কসমের সাথে বলতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ বলে যে, তার কাছে এক কাফীয গম ও যব পাওনা আছে এক-চতুর্থাংশ ব্যতীত। তবে তার উপর তিন-চতুর্থাংশ কাফীয লাযিম হবে এবং উভয়টির অর্ধেক অর্ধেক হবে (মুহীত ঃ আস্‌-সারাখ্‌সী)।

২৪. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার কাছে এক কুর গম, যব ও তিল পাওনা আছে। তবে প্রত্যেকটির এক-তৃতীয়াংশ কুর লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে অর্ধ দিরহাম, দীনার ও কাপড় পাবে। তবে তার উপর প্রত্যেকটির অর্ধেক লাযিম হবে। আর অনুরূপভাবে যদি বলে, অর্ধ কুর গম, কুর যব, কুর খেজর পাবে, তাহলেও একই বিধান হবে। আর অনুরূপভাবে যদি বলে, আমার কাছে অর্ধ এই গোলাম ও এই দাসী পাবে। তাহলেও এই বিধান হবে।

আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে অর্ধ এই কুর গম ও কুর যব পাবে। তবে তার উপর পূর্ণ এক কুর যব লাযিম হবে। আর অনুরূপভাবে যদি বলে, আমি অমুক ব্যক্তি হতে তার অর্ধ গোলাম ও এই দাসী গসব করেছি, তাহলেও পূর্ণ দাসী লাযিম হবে। আর অনুরূপভাবে যদি বলে, অর্ধ দিরহাম ও এই দীনার, তাহলেও এই বিধান হবে (মুহীত ঃ আস্‌-সারাখ্‌সী)।

২৬. মাসআলা ঃ জামি' সাগীরে আছে, এক ব্যক্তি এক গোলাম রেখে মারা গেলো। গোলাম ওয়ারিছ পুত্রকে বললো, তোমার পিতা আমাকে আযাদ করেছে এবং আরেক ব্যক্তি বললো, আমি তোমার পিতার কাছে হাজার দিরহাম করয পাওনা আছি। তখন ওয়ারিছ পুত্র বললো, তোমরা উভয়ে সত্য বলেছো, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে করয অগ্রগণ্য হবে এবং গোলাম তার মূল্যের জন্য সাঈ করবে। আর সাহিবাইন (র) বলেন, গোলামের জন্য কোন সাঈ লাযিম হবে না (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন, এক ব্যক্তির একটি গোলাম আছে এবং অপর এক ব্যক্তির একটি দাসী আছে। তারপর তাদের প্রত্যেকে একে অপরের উপর সাক্ষ্য দিলো যে, সে তার মামলূক (দাস-দাসী) কে আযাদ করেছে। এবং অপর ব্যক্তি তার কথার তাকযীব করলো। তারপর তাদের প্রত্যেকে নিজের মামলূকের বিনিময়ে অপর মামলূককে খরিদ করলো। তবে এই খরিদ করা জাইয হবে এবং প্রত্যেকের পক্ষ হতে তার খরিদকৃত মামলূক আযাদ হয়ে যাবে, কবযা করুক কিংবা না করুক। আর প্রত্যেকে অপরকে তার খরিদকৃত বস্তুর মূল্যের যিমান দিবে। তখন যদি উভয়ের মূল্য সমান হয়, তবে তা বিনিময় হয়ে যাবে। কেউ কারো হতে কিছু নিতে পারবে না। আর যদি উভয়ের মধ্যে কোন একটির মূল্য বেশী হয়, তবে তার মালিক অপর ব্যক্তি হতে বেশীটুকু নিয়ে নিবে।

আর অনুরূপভাবে যদি প্রত্যেকে অপর ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার মামলূককে মুদাব্বার করেছে, তারপর বিক্রি করেছে। তবে প্রত্যেক মামলূকের আযাদ হওয়া বিক্রেতার মৃত্যুর পর হবে, ক্রেতার মৃত্যুর পর নয়। আর মীরাছ (ওয়ারিছ) স্থগিত থাকবে।

আর যদি তাদের প্রত্যেকে অপরের উপর সাক্ষ্য দেয় যে, তার মামলূকটি অমুক ব্যক্তির এবং সে ব্যক্তি যদি জানাশুনা হয়, আর উভয়ের প্রত্যেকে অপরের তাকযীব করে, তারপর একজন তার মামলূকের বিনিময়ে অপরজনের মামলূক ক্রয় করে, তবে বিক্রি জাইয হবে। আর প্রত্যেকে যা ক্রয় করেছে তা মুকির লাহুকে ফেরত দিবে। আর এটা তখন হবে, যখন মুকির

লাহ্ তাকে তাসদীক করবে। আর যদি তাকযীব করে, তবে সোপর্দ করার জন্য নির্দেশ দেয়া যাবে না। আর একে অপরকে নিজের ক্রয়কৃত বস্তুর মূল্যের যিমান দিবে না। আর বিক্রেতা অপর ব্যক্তি হতে নিজের বিক্রীত বস্তুর মূল্য নিতে পারবে না।

আর যদি একে অপরের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার মামলূককে মুদাব্বার করেছে এবং অপর ব্যক্তি তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, তার কবযাকৃত বস্তুটির মালিক অন্য ব্যক্তি। আর সেই ব্যক্তি যদি তার দাবীদার হয়। আর প্রত্যেকে অপর ব্যক্তির তাকযীব করে, তারপর উভয়ে নিজ নিজ মামলূকের বিনিময়ে অপরের মামলূক ক্রয় করে, তবে মুকির লাহ্ মুকির বিহিকে তার ক্রেতা থেকে নিয়ে নিবে। আর যে ব্যক্তি মুদাব্বার করার ইকরার করেছে, তার ক্রয়কৃত বস্তু মুদাব্বার হয়ে যাবে। তার মীরাছ স্থগিত থাকবে এবং বিক্রি উভয়ের মধ্যে যাইয হবে। আর কেউ কারো কাছ থেকে কিছু নিতে পারবে না।

আর যদি প্রত্যেকে একে অপরের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার মামলূককে মুকাতাব করেছে, তারপর উভয়ে পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করে এবং উভয়ে কাযীর কাছে অভিযোগ করে। তারপর যদি উভয় মামলূক মুকাতাব হতে অস্বীকার করে, তবে উভয়ে শুধু মামলূক গোলাম থাকবে। আর সাধারণ বিক্রয় জাইয হওয়ার নির্দেশ দেয়া যাবে।

আর যদি উভয়ে মুকাতাব হওয়ার দাবী করে, তবে কাযী উভয়ের কাছে কিতাবাত সংঘটিত হওয়ার সাক্ষী তলব করবেন। তখন যদি প্রত্যেকে সাক্ষী পেশ করে, তবে কিতাবতের নির্দেশ হয়ে যাবে এবং বিক্রি বাতিল হবে। আর যদি উভয়ের কাছে সাক্ষী না থাকে, তবে প্রত্যেক বিক্রেতার কাছ থেকে তার বিক্রয় সম্পর্কে এই মর্মে কসম নেয়া হবে যে, আল্লাহ্র কসম, আমি তাকে মুকাতাব করিনি। এরপর যদি উভয়ে কসম করে, তবে বিক্রি জাইয হবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্রেতার গোলাম হবে। আর যদি প্রত্যেকে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে প্রত্যেকের মুকাতাব হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে এবং বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।

আর যদি তাদের একজন অপরের বিপক্ষে তার মামলূককে মুদাব্বার করার সাক্ষ্য দেয় এবং অপরজন তার প্রতিপক্ষের বিপক্ষে তার মামলূককে মুকাতাব করার সাক্ষ্য দেয়, তারপর পরস্পর বিক্রয় করে, তখন যে ব্যক্তি মুদাব্বার করার সাক্ষ্য দিয়েছে, সে যাকে ক্রয় করেছে, তা তার মাল হতে মুদাব্বার হয়ে যাবে এবং সে তার বিক্রেতার মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যাবে। কেননা, সে ইকরার করেছে। আর তার মীরাছ স্থগিত থাকবে।

আর যে ব্যক্তি মুকাতাব করার সাক্ষ্য দিয়েছে, সে যাকে খরিদ করেছে কিতাবত বাতিল হওয়ার পর সে মামলূক হবে। যদি মামলূকের কাছে সাক্ষী না থাকে, তবে তার বিক্রেতা হতে কসম নেয়া হবে যে, আমি বিক্রয়ের পূর্বে তাকে মুকাতাব করিনি। আর উভয়ের কেউ কারো থেকে কিছু ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি বিক্রেতা কসম করতে অস্বীকার করে, তবে গোলাম তার বিক্রেতাকে ফেরত দেয়া হবে এবং বিক্রয় বাতিল করে দেয়া হবে (আত্-তাহ্রীর শারহুল জামিইল কাবীর, পরিচ্ছেদ ঃ ফাসিদ ও অফাসিদ বিক্রয়ের ইকরার করা)।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইফাবা (উন্নয়ন)/২০০৪-২০০৫/অঃসঃ/৪৪০৫-৩২৫০